শ্রীশ্রীস্তবাবলী

(প্রার্থনা-স্তোত্র)

দ্বিতীয়-খণ্ড

পূজ্যপাদ—

শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদ-বিরচিতা

শ্রীল বঙ্গবিহারী বিদ্যালঙ্কার-কৃত টীকা-সমন্বিতা

তথা

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ী
শ্রীমৎ অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ-কৃত মূলানুবাদ ও স্তবামৃতকণা-
নাম্নী তাৎপর্য-ব্যাখ্যা সমলঙ্কৃতা।

প্রথম সংস্করণ—১০০০

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শাস্ত্র-মন্দির হইতে প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫০৫
শারদীয় শ্রীশ্রীরাস-পূর্ণিমা।

প্রচারানুকূল্যে ভিক্ষা—৮০,০০

যুগ্ম প্রকাশক ঃ—

শ্রীকেশবদাস ও শ্রীহরেকৃষ্ণদাস
১৬৪, গোকুলানন্দ ঘেরা, পোঃ—বৃন্দাবন
জেলা—মথুরা (ইউ, পি,)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীকেশবদাস
ব্রজানন্দঘেরা, পোঃ— রাধাকুণ্ড, জেলা—মথুরা
(ইউ, পি,) পিন-২৮১৫০৪

২। শ্রীহরেকৃষ্ণদাস
১৬৪, গোকুলানন্দ ঘেরা,
রাধারমণ মার্গ, পোঃ—বৃন্দাবন, জেলা—মথুরা
(ইউ, পি,) পিন-২৮১১২১

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা—৭০০০০৬

৪। শ্রীমতী বেলারাণী বসু
৮৬/সি, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড,
কলিকাতা—৭০০০১৪

ভ্রমসংশোধন ঃ—

প্রথমখণ্ডে টীকাকারের নাম শ্রীবঙ্গেশ্বর বিদ্যাভূষণ প্রদত্ত হইয়াছে, উহা শ্রীবঙ্গবিহারী বিদ্যালঙ্কার হইবে।

মুদ্রক ঃ—

শ্রীহরিনাম প্রেস
পোঃ—বৃন্দাবন
জেলা—মথুরা (ইউ, পি,) পিন—২৮১১২১

সম্পাদকের বিনম্র নিবেদন

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পার্ষদ শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের রচিত **স্তবাবলী** গ্রন্থের কথা বিশ্ববিশ্রুত। বিশেষতঃ গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে ইহার মহত্ত্বের পরিচয় অনাবশ্যক। শ্রীমৎ দাসগোস্বামিপাদের অতি সুগভীর অনুভূতিপূর্ণ অন্তরের বিপুল ভাবোচ্ছ্বাস এই গ্রন্থের প্রতিটি শ্লোকে অন্তর্নিহিত থাকায় ইহা কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চশতাব্দী ব্যাপী ভক্তসামাজিকের চিত্ত-ভূমিকে অপ্রাকৃত যুগল মাধুর্য-রসধারায় আপ্লাবিত করিয়া আসিতেছে।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ী মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণাতপত্রের সুশীতল ছায়ায় যৎকিঞ্চিৎ আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া এই দীনাতিদীন অযোগ্যজন তাঁহাদেরই কৃপা-প্রেরণায় ইতিপূর্বে স্তবাবলীর **"স্তবামৃতকণা"** নাম্নী তাৎপর্য-ব্যাখ্যা প্রথমখণ্ডে বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তব পর্যন্ত প্রকাশিত করিয়া শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের কৃপাশীর্বাদ লাভে ধন্য হইয়াছে। অতঃপর স্তবাবলীর অবশিষ্টাংশ প্রকাশের নিমিত্ত শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ ও ভক্তমহোদয়গণ বিপুল আগ্রহ প্রকাশ করিলেও মাঝখানে ব্যাধিগ্রস্তদেহে অস্ত্রোপচারের ফলে উহার প্রকাশে কিঞ্চিৎবিলম্ব ঘটে। দেহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয়খণ্ডে লেখা সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু মুদ্রণালয়ের বিভ্রাটবশতঃ মুদ্রণকার্যে আবার বিলম্ব ঘটে। বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া এতদিনে সম্পূর্ণ স্তবাবলীর স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যার প্রকাশন এবং শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীহস্তে অর্পণের সৌভাগ্যলাভে এই দীনজন নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া বোধ করিতেছে।

এই দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশে অর্থানুকূল্য করিয়াছেন—(১) শ্রীগোবিন্দকুণ্ড (আনোর) নিবাসী স্বীয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক মহাত্মা—১০০১˙০০ একহাজার এক টাকা শ্রীমান্ শঙ্কর লাহা এবং শুক্লা মা, কলিকাতা-৮—৫০০১˙০০ পাঁচ হাজার একটাকা, শ্রীমতী নমিতা ঘোষ (মায়া মা) কলিকাতা-২৬ ২০০১˙০০ দুই হাজার একটাকা, স্বর্গীয়া গীতা মুখার্জী (শুক্লার মা) ৫০১˙০০ পাঁচশত একটাকা, শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ দাস মোহান্ত ও উষা মা গ্রাম ও পোঃ—ত্রিমোহিনী, জেলা-পশ্চিম দিনাজপুর ৫০১˙০০ পাঁচ শত একটাকা, শ্রীমান্ দুলাল বিশ্বাস, বৃন্দাবন—৪০১˙০০ চারিশত একটাকা ; শ্রীমান্ দীনবন্ধু মল্লিক, মহারাষ্ট্র —১০১˙০০ একশত একটাকা, শ্রীমান্ কালীবিঙ্কর সরকার ও শ্রীমতী লাবণ্যময়ী সরকার, মালদহ ১০২˙০০ একশত দুই টাকা। শ্রীকুণ্ডেশ্বরী ইঁহাদের সকলকে স্মরণে রতিমতি প্রদান করুন—তদীয় শ্রীচরণ-সমীপে এদীনের ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীমান্ হরেকৃষ্ণদাস এবং শ্রীমান্ শ্যামচরণদাস গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধনাদি মুদ্রণালয় বিষয়ক সমস্ত কার্যই সম্পন্ন করিয়াছে, শ্রীমান্দের প্রতি শ্রীশ্রীরাধামাধবের কৃপামৃতকণা বর্ষিত হোক, ইহাই কামনা। বহু সাবধানতা সত্ত্বেও মুদ্রাকর-প্রমাদ স্বল্প কিছু থাকিয়া গিয়াছে, সুধীজন নিজগুণে ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া গ্রন্থের রসমাধুরী আস্বাদন করিলে এদীনের প্রয়াস সার্থক হইবে। ইত্যলম্।

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীস্তবাবলী-দ্বিতীয়-খণ্ড

বিষয়-সুচী—

* শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি *

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামি-প্রভুপাদ বিরচিতা—

শ্রীশ্রীস্তবাবলী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

(১০)

অথ প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্রম্

মধু-মধুর-নিশায়াং জ্যোতিরুদ্ভাসিতায়াং সিতকুসুম-সুবাসাঃ কৢপ্ত-কর্পূরভূষা।
সুবলসখমুপেতা দূতিকান্যস্তহস্তা ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—হে শ্রীরাধিকে! জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্ভাসিত মধুর বাসন্তী-নিশায় শ্বেতকুসুমতুল্য শুভ্রবসন পরিধান এবং কর্পূরের চর্চা অঙ্গে ধারণ করিয়া দূতীর স্কন্ধে হস্তবিন্যাসপূর্বক সুবলসখার অনুসরণে অভিসারকালে ক্ষণকালও দর্শনদানে আমার নয়নানন্দ বিধান কর ॥ ১ ॥

টীকা—অথ মানবতী শ্রীরাধানুনয়ার্থং শ্রীকৃষ্ণেন প্রেরিত বৃন্দায়া অনাগমনেন দুর্জ্জয়মানাং জ্ঞাত্বা পুনঃ প্রেরিত সুবলেনানুনীতায়াস্তমনুগচ্ছন্ত্যাঃ শ্রীরাধায়া দর্শনমাশাস্তে মধ্বিত্যাদিনা। হে রাধে! ত্বং ক্ষণমপি মম নেত্রমানন্দয় দর্শন-দানেন সন্তোষয়। ত্বং কিম্ভূতা মধু-মধুর-নিশায়াং সিতকুসুমবাসাঃ মধুর্বসন্তস্তত্র যা মধুরা মনোহররূপা নিশেত্যর্থঃ। কিম্ভূতায়াং জ্যোতিষা অর্থাচ্চন্দ্রকান্ত্যা উদ্ভাসিতায়াং প্রকাশমানায়াম্। পুনঃ কিম্ভূতা কৢপ্তা অঙ্গেষু লিপ্তা কর্পূরভূষা ভূষণং যয়া সা। পুনঃ কিম্ভূতা সুবল-শ্চাসৌ সখা চেতি তমুপেতা অনুগতা অথচ দূতিকায়াং বৃন্দায়াং ন্যস্তো হস্তো যয়া সা ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবের নাম রাখিয়াছেন—"প্রেমপূরাভিধস্তোত্রম্"। কোন পিষ্টকাদির মধ্যে যেমন পরম সুস্বাদু ক্ষীরাদির 'পূর' নিহিত থাকে, তদ্রূপ এই স্তোত্রের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরম সুরসাল প্রেমরসের বা লীলারসের অতি চমৎকার 'পূর' বা আস্বাদনী।

শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলা প্রেমানন্দরসেরই ঘনীভূত পরিণতি! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, রসস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ" "আনন্দং ব্রহ্ম" (শ্রুতি)। এই আনন্দঘন বা রসঘনতত্ত্ব প্রেমঘনমূরতি

ব্রজগোপীগণকে প্রেমানন্দরসমাধুরী সম্ভোগ করাইবার নিমিত্ত এবং স্বয়ং তাঁহাদের মহাভাবরসমাধুরী আস্বাদনপূর্বক সুরসিক ভক্তবৃন্দকে সেই মহাপ্রেমময়ী লীলারসের আস্বাদনদানে কৃতার্থ করিবার জন্য অপ্রাকৃত উজ্জ্বল-রসময়ী শৃঙ্গারলীলা বিস্তার করিয়াছেন। সর্বোপরি মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর মাদনাখ্যরসের আস্বাদনময়ী লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের পরম অভিলষিত উক্ত হেতুত্রয়ের সর্বাধিক সাফল্য !

এই স্তবে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় সেই লীলাবিলাসমাধুরী স্বরূপাবিষ্টদশায় স্ফূর্তিতে আস্বাদন করিয়া স্ফূর্তির বিরামে সাধকাবেশে লীলাময়ী স্বীয় ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণীর সেই লীলাবলি দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন এবং অতি চমৎকার কাব্যচ্ছন্দে সেই লীলামাধুরী বর্ণনা করিয়াছেন। তাই স্তোত্রটির "প্রেমপূরাভিধ" নামের যথার্থ সার্থকতা।

সাধকাবেশে বিরহী রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডতটে পড়িয়া কাঁদিতেছিলেন। হৃদয়ে তাঁহার বিরহসিন্ধুর উচ্ছলিত তরঙ্গমালার কলকল্লোল। অভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎ দর্শন এবং সেবাব্যতীত প্রাণধারণে তিনি অক্ষম। ইত্যবসরে একটি অপূর্ব রসময় লীলার স্ফুরণ জাগিয়া তাঁহার বিরহ-তাপিত প্রাণে শৈত্যের সঞ্চার করিল !

বাসন্তী পূর্ণিমা-নিশি। পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে বৃন্দাবন সমুদ্ভাসিত ! পূর্ণিমার চন্দ্রদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের রাধাবদনশশীর উদ্দীপন হইয়াছে। তিনি সখা সুবলকে সঙ্গে লইয়া জ্যোৎস্না-পুলকিত বনশোভা-দর্শনের ছলে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাধার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় প্রাণ অধীর। মধুর মাধবী নিশা। পূর্ণচন্দ্রালোকে বৃন্দাবন দিবাভাগের ন্যায় প্রকাশমান। বসন্তের আগমনে স্বভাব-সুন্দর শ্রীবৃন্দাবনের প্রকৃতি অজস্র মল্লিকা, মালতী, জাতি, যূথী প্রভৃতি কুসুমসম্ভার লইয়া যেন পরমানন্দে হাস্য করিতেছে ! কুসুমের গন্ধে বনভূমি মাতোয়ারা ! স্তবকে স্তবকে গুঞ্জন করিতেছে মকরন্দলুব্ধ অজস্র ভৃঙ্গরাজি। কোকিলের পঞ্চমতানে এবং বিবিধ পক্ষীর কলকূজনে বৃন্দাবন মুখরিত। হরিণ, শশকাদি বন্যপশুসমূহ স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বিহার করিয়া বনভূমির শোভা বর্ধন করিতেছে। বনশোভাদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বিপুল উদ্দীপনে তাঁহার বিরহে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বৈবশ্য দর্শনে সুবল নিতান্ত কাতর হইয়া বনদেবী বৃন্দার অনুসন্ধান করিয়া শ্রীরাধাকে শীঘ্র আনয়নের নিমিত্ত তাঁহাকে যাবটে প্রেরণ করিলেন।

জ্যোৎস্নাবতী রজনী দর্শনে শ্রীরাধারাণীও শ্রীকৃষ্ণবিরহে অতি কাতর দশায় অভিসারের সঙ্কল্প করিতেছিলেন. ইত্যবসরে শ্রীবৃন্দার দর্শনে এবং বৃন্দার মুখে তাঁহার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের বিরহদশা শ্রবণে অধীরা হইয়া অভিসারের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন। শুক্লাভিসার। জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে সখীগণ প্রেমময়ীকে শুভ্রবর্ণের বেশভূষা ধারণ করাইয়া অভিসার করান। মহাজন শুক্লাভিসারিকা শ্রীমতীর রূপ-সজ্জার কি অপূর্ব বর্ণনা করিয়াছেন—

"কুন্দকুসুমে ভরু কবরিক ভার। হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার॥
চন্দন-চরচিত রুচির কপূর। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥

চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি। হরি-অভিসার রভস-রসে ভোরি॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন-লোচন ভূল। রঙ্গপুতলি কিয়ে রস মহাবূর॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার। গুরু কুল কণ্টক কি করয়ে পার॥
সুরত-শিঙ্গার-কিরিতি সম ভাস। মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥"

জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে শ্রীমতী অভিসারে চলিয়াছেন। যাহাতে কেহ তাঁহার গতাগতি লক্ষ্য করিতে না পারে এজন্য শুভ্রবর্ণ জ্যোৎস্নার ন্যায় শুভ্রবেশ ধারণ করিয়াছেন। গলিত-কাঞ্চনবর্ণ দ্যুতিময় অঙ্গে শুভ্রচন্দন ও কর্পূরের চর্চা, কুন্দকুসুমদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ কবরীভার ও মুক্তামালাদ্বারা বক্ষদেশ আচ্ছাদন করিয়াছেন। প্রতি অঙ্গই অনঙ্গের শুচিশুভ্র দীপ্তিতে ভরপুর! হরিঅভিসার-রভস-রসপূর্ণা গোরী জ্যোৎস্নাবতী রজনীকেও অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। শুভ্রবসনে, শুভ্রভূষণে ভূষিতা শ্রীমতী অভিসারে চলিয়াছেন শুভ্র-জ্যোৎস্নায় দেহ মিশাইয়া! দেখিয়াও পরিজনবর্গ তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। জ্যোৎস্নালোকে অভিস্নাতা শুক্লবর্ণা শ্রীমতীকে দেখিলে মনে হয় যেন একটি রঙের পুতুল কেহ পারদে ডুবাইয়া দিয়াছে! মনোরথ পরিপূর্তির নিমিত্ত যাঁহার অবাধ অভিসার গুরুজন-রূপ কণ্টক তাঁহার কি করিতে পারে? সম্ভোগ-সজ্জার কীর্তিতুল্য শ্রীমতী শুভ্রকান্তি ধরিয়া প্রিয়মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাভরে নিকুঞ্জে চলিয়াছেন!

শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূর্তিতে দেখিতেছেন বৃন্দার সহিত শুক্লাভিসারিকা শ্রীমতী সঙ্কেতকুঞ্জে গমন করিতেছেন। বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বিরহবৈবশ্য শ্রবণে শ্রীমতীর অঙ্গ সাতিশয় বিরহ-বিহ্বল! তাই দূতি বৃন্দার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া দেহভার বিন্যস্ত করত ত্বরিতপদে চলিয়াছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ কিঙ্করীরূপে শ্রীমতীর পিছনে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিতেছেন। অনুভূতির উর্দ্ধ কক্ষায় সমারূঢ় স্মরণনিষ্ঠ সাধকগণ ভাবনায় প্রত্যক্ষের ন্যায়ই লীলারসের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। লীলা—অসীম, অখণ্ড ও স্বপ্রকাশ। দেশ, কাল, পাত্রদ্বারা সীমাবদ্ধ বস্তু নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বভাবিত সুমার্জিতচিত্তে লীলা স্বয়ংই সমুদিত হইয়া প্রত্যক্ষের মতই ভক্তের আস্বাদ্য হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার নিত্যসিদ্ধা কিঙ্করী। তাঁহার স্ফুরণের আস্বাদন প্রত্যক্ষ-অপেক্ষাও অতিশয় নিবিড়!

এদিকে শ্রীরাধার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাতিশয় অধীর হইয়া সুবলকে আবার বৃন্দা ও শ্রীরাধার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিয়াছেন। সুবল অর্ধপথে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাদের কুঞ্জপথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। শ্রীমতীর অন্তরে রসের জড়িমা! সহসা শ্রীপাদের স্ফূর্তিভঙ্গ। ব্যাকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছেন—'মধুর মাধবীবনে জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশায় দূতির স্কন্ধে হস্তবিন্যাস ও সুবলের অনুগমনকারিণী অভিসারিকা শ্রীরাধা ক্ষণকাল দর্শনদানে আমার নয়নানন্দ বিধান করুন।'

"মধুর বসন্তকাল, গন্ধ-পুষ্পে ভরা ডাল, জ্যোৎস্নায় ঝলমল করে।
সুমধুর রজনীতে, গন্ধে ভরা বনানীতে, যায় ধনি হরি-অভিসারে॥

স্মরগৃহমবিশন্তী বাম্যতো ধামগন্তুং সরণিমনুসরন্তী তেন সংরুদ্ধ্য তূর্ণম্।
বল-সবলিত-কক্বা লম্ভিতান্তঃস্মিতাক্ষী ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে শ্রীরাধে! বাম্যবশতঃ তুমি বিলাসকুঞ্জে প্রবেশ না করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া যাইতে থাকিবে, শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক তোমার পথ অবরোধ করিয়া কাতরবাক্যে অনুনয়পূর্বক যখন তোমায় বিলাসকুঞ্জে আনয়ন করিবেন ; তৎকালে তোমার নয়নে ঈষৎহাস্য উদ্গত হইতে থাকিবে, তদবস্থায় ক্ষণ-কালও দর্শনদানে আমার নয়নানন্দ বিধান কর ॥ ২ ॥

টীকা—অনুনীয়ানীতাপি বাম্যং ব্যবহরতি ইত্যাহ— স্মরেত্যাদি। পুনঃ কিম্ভূতা বাম্যতঃ স্মরগৃহং মদনবিলাস-সাধন-কুঞ্জম্ অবিশন্তী অতএব ধাম স্বগৃহং গন্তুং সরণিং পন্থানমনুসরন্তী। পুনঃ কিম্ভূতা তেন প্রসিদ্ধেন শ্রীকৃষ্ণেন কর্ত্রা বল-সবলিত-কক্বা কৃত্বা তূর্ণং লম্ভিতা প্রত্যাগমিতা সতী মম নেত্রমানন্দয়েতি সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ। বলেন শক্ত্যা সবলিতা মিশ্রিতা যা কাকুরনুনয়যোগ্য প্রিয়োক্তিরিত্যর্থঃ। স্মিত সবলপদেন শক্ত্যা তস্যাগমন-বিলম্ব-প্রকটনেন তদনুনয়যোগ্য কামস্যাধিক্যে লব্ধে কাকু প্রচারস্য স্বাচ্ছন্দ্যং ব্যজ্যতে। পুনঃ কিম্ভূতা অন্তঃস্মিতেতি। অঞ্চলভাগে প্রকাশমানে অক্ষিণী যস্যাঃ সা ॥ ২ ॥

শুভ্র কুসুম-সম, অঙ্গে বস্ত্র আচ্ছাদন, ধবল ভূষণ পরিধান।
সুবল সখার সঙ্গে, হস্ত রেখে বৃন্দাস্কন্ধে, ঠমকে ঠমকে চলি যান॥
হরি অভিসারিনী, মদীশ্বরী ঠাকুরাণী, ক্ষণকাল দরশন-দানে।
মোর নেত্র চকোরেরে, আনন্দ-বিধান করে, এই বাঞ্ছা হয় মোর মনে॥" ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—স্ফূর্তিভঙ্গে সাধকদশায় শ্রীপাদ রঘুনাথ উৎকণ্ঠায় কাতর। অভিসারিকা শ্রীরাধার রূপমাধুর্যে চিত্তটি মগ্ন। সাধকাবেশে, প্রবল দৈন্যের উদয়ে সেই রূপমাধুরী সাতিশয় দুর্লভ বলিয়া মনে হইতেছে। তাই ব্যাকুলপ্রাণে অন্ততঃ ক্ষণকালও সেই রূপমাধুরী-দর্শনের লালসা জ্ঞাপন করিয়াছেন। যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ "পুরুষযোষিত কিবা স্থাবর-জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥" (চৈঃ চঃ)। যাঁহার রূপমুগ্ধা ব্রজগোপিকাগণ বলিয়াছেন—"অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ" (ভাঃ ১০।২১।৭) অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনই চক্ষুধারিগণের চক্ষুর সর্বশ্রেষ্ঠ ফল।' তাঁহারা আরও বলিয়াছেন— "ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্" (ভাঃ ১০।২৯।৪০) 'হে প্রিয়! ত্রিভুবনসুন্দর তোমার এই রূপ দর্শন করিয়া পশু-পাখী, বৃক্ষ-লতা পর্যন্তও পুলকিত হইয়া থাকে।' এমন কি যে রূপ "বিস্মাপনং স্বস্য চ" (ভাঃ ৩।২।১২) "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার" (চৈঃ চঃ) সেই অনন্তসুন্দর, অনন্তমধুর শ্রীকৃষ্ণেরও মহাচমৎকারিত্ব জাগাইয়া তাঁহাকে পর্যন্ত বিমোহিত করিয়া তোলে যে শ্রীরাধার রূপমাধুরী ; তদ্গতপ্রাণা কিঙ্করী যে সেই রূপমাধুরী আস্বাদনের অভাবে ব্যাকুলিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য কি?

মঞ্জরীভাবের সাধকগণের প্রাণেও সেই রূপমাধুরী দর্শনের অভাবে অল্পবিস্তর উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতা জাগা উচিৎ। উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতা হইতে সাধকগণের চিত্তে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। যে সব সাধক প্রাণভরা ব্যাকুলতা লইয়া ইষ্টের রূপমাধুরী অনুভবের নিমিত্ত পরমানুরাগে ভজন করেন,তাঁহারা অচিরায় ইষ্টের করুণালাভে ধন্য হইয়া থাকেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ অনুভবের অভাবে কাঁদিতেছিলেন, ইত্যবসরে তাঁহার নয়নসম্মুখে পূর্ব লীলাটিরই স্ফুরণ জাগিল। অভিসারিকা শ্রীমতীকে লইয়া সুবল ও বৃন্দা শ্রীরাধাবিরহী শ্রীকৃষ্ণ যে কুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন সেই কুঞ্জের দ্বারে উপনীত হইয়াছেন। কুঞ্জের ভিতর শ্যামকে দর্শন করিয়াই বাম্যভরে শ্রীমতী গৃহের দিকে ফিরিয়া যাইতেছেন। বৃন্দা ও সুবলকে বলিতেছেন—'এখানে তোমরা আমায় কেন নিয়ে এলে?' কি মধুর ভাব! বাম্যের ভিতর দিয়া প্রিয়তম শ্যামসুন্দরকে অপূর্বরসের আস্বাদন দান করিতেছেন।

"গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী। নির্ম্মল-উজ্জ্বলরস-প্রেমরত্নখনি॥
বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো—স্বভাবেতে 'সমা'। গাঢ়প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা'॥
বাম্যস্বভাবে উঠে 'মান' নিরন্তর। উঁহার বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দসাগর॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪ পরিঃ)

রত্নখনি হইতে যেমন বিবিধ জাতীয় বহুমূল্যবান্ রত্নরাজি নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ উজ্জ্বল-রসময় প্রেমরত্নখনি শ্রীরাধারাণী হইতে নানাবিধ ভাবরত্নরাজি প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রতিটি ভাবই মাদনাখ্য-মহাভাব হইতে সমুত্থিত বলিয়া শ্রীরাধার বাম্যভাবও শ্রীকৃষ্ণের আনন্দসিন্ধুকে সমুচ্ছ্বসিত করিয়া তোলে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি হইয়াও প্রেমের বশ—ইহাই তাঁহার বিশাল ঐশ্বর্যের মধ্যে মহামাধুর্য! শ্রীরাধা মহাভাবময়ী। প্রেমের পরমসার মহাভাবরূপ উপাদানে তাঁহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়া। সুতরাং তাঁহার ভাবময় প্রতিটি অঙ্গ-চেষ্টাতেই শ্রীকৃষ্ণ সমধিক বশীভূত ও সমাকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীমতী রাধারাণী যখন বিলাসকুঞ্জে প্রবেশ না করিয়া গৃহের দিকে ফিরিয়া যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার তাৎকালিক ভাবমাধুর্যে প্রলুব্ধ ও বিমোহিত হইয়া শ্রীরাধার পথ অবরোধকরত কাতরবাক্যে কুঞ্জ-গৃহে প্রবেশের জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় ভাবময়ীর শ্রীঅঙ্গে ও শ্রীবদনে ভূরি-ভূরি ভাবোদগম হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিলেন—'পথ ছাড়—আমি যে কুলবালা!' শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাহিরে বাম্যভাব ও অন্তরে অভিলাষ লক্ষ্য করিয়া বলপূর্বক তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বিলাসকুঞ্জে আনয়ন করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীমতী মুখে 'না—না' বলিলেও তাঁহার অন্তরের অভিলাষ নয়নশোভায় ও ঈষৎ হাস্যোদগমে ব্যক্ত হইতে লাগিল। ব্যথিতার ন্যায় বাহ্যে ক্রোধ ও অন্তরে অভিলাষ। কুট্টমিত ভাব।

মুদির রুচির বক্ষস্যুন্নতে মাধবস্য স্থিরচরবরবিদ্যুদ্‌বল্লিবন্মল্লিতল্পে।
ললিত-কনক-যূথীমালিকাবচ্চ ভান্তী ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের নবঘনের ন্যায় স্নিগ্ধবর্ণ, সুন্দর ও সমুন্নত বক্ষঃস্থলে শ্রেষ্ঠ স্থির বিদ্যুৎলতিকার ন্যায় এবং মল্লিকাকুসুমরচিত শয্যায় একটি স্বর্ণযূথিকার মাল্যের ন্যায় সুশোভিত হইয়া হে শ্রীরাধে! ক্ষণকাল আমার নয়নানন্দ বিধান কর ॥ ৩ ॥

টীকা—ততঃ সঙ্কীর্ণসম্ভোগবতী সতীত্যাহ—মুদিরেতি। পুনঃ কিম্ভূতা সতী মাধবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উন্নতে উচ্চে মুদির রুচির বক্ষসি মুদিরো মেঘস্তদ্বদ্রুচিরে মনোহরে উরসি স্থিরচর-বরবিদ্যুদ্‌বল্লিবন্মল্লিতল্পে ললিত-কনকযূথীমালিকাবচ্চ ভান্তী সতী। স্থিরচরা সুস্থিরা যা বরা শ্রেষ্ঠা বিদ্যুদ্‌বল্লী বিদ্যুল্লতা তদ্বদ্‌ঘন্ম-ল্লিতল্পমিত্যর্থঃ। ললিতা ঈপ্সিতা যা কনকযূথীমালিকা তদ্বচ্চ ভান্তী প্রকাশমানেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

"স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধা ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥" (উঃ নীঃ)

'স্তনাধরাদি গ্রহণকালে হৃদয়ে প্রীতি থাকিলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতার ন্যায় যে বাহ্যে ক্রোধের প্রকাশ, পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'কুট্টমিত-ভাব' আখ্যা দিয়া থাকেন।' কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ রঘুনাথ ভাব-ময়ীর সেই অপূর্ব ভাবমাধুরীদর্শনে আনন্দে বিভোর! ভাবের স্বরূপে ভাবাভিব্যক্তি। বৃন্দা ও সুবলসহ রসরাজও রসের সায়রে ভাসিতেছেন। সহসা শ্রীপাদের স্ফূর্তিভঙ্গ। বাহ্যদশায় অন্ততঃ ক্ষণকালও ভাব-ময়ীর সেই ভাবমাধুরী দর্শনের অভিলাষ জাগিয়াছে।

"হে শ্রীরাধে বিনোদিনী, বাম্য-বশতঃ তুমি, বিলাস-কুঞ্জে প্রবেশ না করি।
নিজ গৃহে গমনেতে, যখন যাবে সে পথে, শ্রীগোবিন্দ বল প্রকাশ করি ॥
পথ অবরোধ ক'রে, প্রণতি মিনতি করে, নিবে তোমায় মদন-কুঞ্জেতে।
মৃদু মধুরহাস্য-ছলে, পুনঃ কুঞ্জে যাবে চলে. অমৃত ছড়ায়ে পদে পদে ॥
হে সুন্দরি! নিবেদন, দরশন করি দান, ক্ষণকাল নেত্র-চকোরেরে।
আনন্দ-বিধান কর, মহিমা খ্যাপন কর, এ মিনতি তুয়া পদ ধ'রে ॥" ২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদের স্ফূর্তির বিরাম ও ঐ একটি লীলারই পুনঃপুনঃ স্ফুরণ—এইরূপ অপূর্ব আনন্দ-বেদনা আস্বাদনের পরম্পরা চলিয়াছে! বিরহ-বেদনাটিও পরম আস্বাদ্য কারণ প্রেমরসই তাহার উপাদান। "বহির্বিষজ্বালা হয়, অন্তর আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।" (চৈঃ চঃ) কি বিরহে কি মিলনে প্রেমিকের অপ্রতিহতভাবে রসের আস্বাদনধারা চলিতে থাকে। গোস্বামিপাদগণ নিত্যপার্ষদ। লীলাপরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরই প্রকাশ। "মাতা-পিতা স্থান-গৃহ শয্যাসন আর। এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥" (ঐ) শ্রীকৃষ্ণের লীলারসাস্বাদনে পরিকরগণেরই মুখ্য অধিকার। তাঁহাদের ভাবের

আনুগত্যেই সাধকগণকে লীলারস আস্বাদন করিতে হইবে। কারণ পার্ষদগণের চিত্তে লীলারসাস্বাদন-জনিত যে আনন্দ-তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া উঠে, সাধকভক্ত তাঁহাদের আনুগত্য-ব্যতীত সাক্ষাৎ-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ করিয়া তাহার এক কণিকাও আস্বাদনে সমর্থ হইবেন না। ব্রজপার্ষদগণের আনুগত্যেই তাঁহাদের আস্বাদ্য লীলামাধুর্যের রস সাধকভক্তে সঞ্চারিত হইবে বা তাঁহাদেরও উত্তমরূপে আস্বাদ্য হইবে। গোস্বামিপাদগণ অসাধারণ করুণ, স্বীয় অনুভূত লীলামাধুরীর অবশেষ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই সব গ্রন্থের শ্রবণ-কীর্তনেই সাধকের তাঁহাদের আনুগত্যে লীলারসাস্বাদন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে।

পূর্বশ্লোকে অভিসারিকা শ্রীরাধা বাম্যের ভিতর দিয়া উৎকণ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণকে যে অপূর্ব ভাবমাধুর্যের আস্বাদন দান করিয়াছেন, কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ স্ফুরণে তাহার মাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন। স্ফূর্তির বিরামে হাহাকার জাগিয়াছে, অন্ততঃ ক্ষণকালও সেই লীলা-মধুর স্বীয় ঈশ্বরীকে দর্শনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। ইত্যবসরে স্বপ্রকাশ ঐ লীলাটিই অফুরন্ত মাধুর্যসম্ভার লইয়া শ্রীপাদের নয়নসম্মুখে স্ফুরিত হইয়াছে।

শ্রীমতীকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়াছেন। কুঞ্জের মধ্যে নির্ব্ন্ত মল্লিকাকুসুমের মনোহর শয্যা পাতা রহিয়াছে। ভাবী-বিলাস জানিয়া কুঞ্জদাসীগণ পাতিয়া রাখিয়াছেন। চন্দন, মাল্য, মণিময় জলঝারি, ব্যজনী, সিন্দূর, অলক্তক, কর্পূর, তাম্বূলাদি নানাবিধ বিলাসসামগ্রী কুঞ্জে স্বর্ণচৌকিতে সুন্দররূপে সাজানো। শ্রীশ্রীরাধামাধবের পূর্বরাগের মনোহর ভাবময় চিত্রসমূহ কুঞ্জের ভিতর চারিদিকের ভিত্তিতে সুবিন্যস্ত ও মাল্যদ্বারা সুসজ্জিত। সুগন্ধিত ধূপ, মৃগমদ প্রভৃতির গন্ধে কুঞ্জগৃহ সুবাসিত। ভ্রমর-ঝঙ্কারে ও কোকিলাদি পক্ষীর কলকূজনে কুঞ্জগৃহ মুখরিত! কুঞ্জের শোভামাধুরী দর্শনে শ্রীশ্রীরাধামাধব বিলাস-বাসনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বিলাস-বাসনা বুঝিয়া সুবলের সহিত বৃন্দাদূতী অন্যত্র গমন করিলেন। কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়া যুগলের বিলাস-মাধুরী দর্শনে মগ্না! প্রগাঢ় বিলাসাবেশে শ্রীমতীর উন্মত্ততা! কান্তের লীলায় তৃপ্তি হইতেছে না। স্বয়ং খেলিতে উঠিলেন। কান্তকে বিমুগ্ধ করিলেন। মাদনরসের প্রভূত উপচারের আস্বাদনাতিশযে অপ্রাকৃত নবীন-মদন আত্মহারা! বিপরীত বিলাসের কি মাধুরী!! নবজলধরে বিদ্যুতের খেলা! কিন্তু রমণীগণ পুরুষের ন্যায় কবে বা পৌরুষরস সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছে? শ্রীমতী শ্রান্তা ক্লান্তা। ঘন-ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে। কান্তের বক্ষোপরি নবজলধরে স্থির বিদ্যুৎলতিকার ন্যায় নিপতিত রহিয়াছেন! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি নবজলধরের ন্যায় সুস্নিগ্ধ। "নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ, ইন্দীবর-নিন্দি সুকোমল। জিনি উপমানগণ, হরে সভার নেত্রমন, কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥" (চৈঃ চঃ) সেই সুস্নিগ্ধ নবঘনবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বিস্তীর্ণ, সুন্দর ও সমুন্নত বক্ষঃস্থলে কাঞ্চনবর্ণা শ্রীমতী স্থির-বিদ্যুৎ লতিকার ন্যায় শোভা পাইতেছেন! একে তো ব্রজরমণীগণের মনোহারী শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বক্ষের শোভা—"অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার, কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ। ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সভার মনোবক্ষ,

স্মরবিলসিত-তল্পে জল্পলীলামনল্পাং ক্রমকৃতি-পরিহীনাং বিভ্রতী তেন সার্দ্ধম্।
মিথ ইব পরিরম্ভারম্ভবৃত্তৈকবর্ম্মা ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্॥ ৪॥

অনুবাদ—হে রাধে! কন্দর্প-বিলাস-শয্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাতিশয় ক্রমহীন হাস্য-পরিহাসময় জল্পনালীলার অনুভবে পরস্পরের অঙ্গ আলিঙ্গনারম্ভে সমুৎসুক হইয়া ক্ষণকালও তুমি আমার নয়নানন্দ বিধান কর॥ ৪॥

টীকা—স্মরেত্যাদি। পুনঃ কিম্ভূতা সতী স্মরবিলসিততল্পে কামবিলাস-শয্যায়াং তেন শ্রীকৃষ্ণেন সার্দ্ধম্ অনল্পাং যথেষ্টাং জল্পলীলাং কথোপকথন-খেলাং বিভ্রতী। কিম্ভূতাং ক্রমকৃতি পরিহীনাং ক্রমকরণ পরিত্যক্তাং ক্রমকৃতিত্যাগস্তু হাস্যরস-পোষারেতি গম্যম্। পুনঃ কিম্ভূতা মিথঃ পরস্পরং পরিরম্ভারম্ভ বৃত্তৈক বর্ম্মা ইব পরিরম্ভ আলিঙ্গনং তস্যারম্ভেণ বৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং যস্য এবং ভূতম্ একমদ্বিতীয়ং বর্ম্ম শরীরং যস্যাঃ সা ইব আলিঙ্গনোদ্যতেবেত্যর্থঃ॥ ৪॥

হরিদাসী করিবারে দক্ষ॥" (ঐ) তদুপরি সেই শ্রীকৃষ্ণেরও মনোহারিণী বিদ্যুৎবর্ণা শ্রীরাধা সুস্নিগ্ধ জলধরে স্থির তড়িৎলতার ন্যায় শোভা পাইতেছেন! স্বীয় স্বামিনীর তাৎকালিক রূপমাধুর্যে কিঙ্করীর নয়ন-মন বিমোহিত!

শ্রীমতীকে শ্রান্তা, ক্লান্তা ও ঘর্মাক্ত কলেবরা দর্শনে শ্যাম ধীরে-ধীরে তাঁহাকে বক্ষঃ হইতে শয্যায় নামাইয়া পীতবসনে তাঁহার স্বর্ণদর্পণে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় মুখমণ্ডলের ঘর্মবিন্দুসমূহ সোহাগভরে মুছিয়া দিতেছেন। কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ সেবার সময় বুঝিয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছেন ও ব্যজনী লইয়া যুগলকে বীজন করিতেছেন। স্বামিনী মল্লিকাকুসুমের শয্যোপরি একটি স্বর্ণযুথিকার মালার ন্যায় শোভা পাইতে-ছেন! মল্লিকাকুসুমরাজির উপরে যেন ভ্রমর-কর্তৃক বিমর্দিত একটি স্বর্ণযূথিকার মালা! রূপমাধুর্যে শ্রীপাদের চিত্ত তন্ময়!! সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। বেদনার্ত প্রাণে সেই রূপমাধুরী অন্ততঃ ক্ষণকালও দর্শনের প্রার্থনা ঈশ্বরীর চরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন—অপূর্ব কাব্যকলা-সমন্বিত সুললিত শ্লোকচ্ছন্দে!

"অভিনব সুন্দর, শ্যাম নব জলধর, হরিবক্ষঃ মল্লিকা-শয্যায়।
কনক-যূথিকা গৌরী, বিদ্যুল্লতা মনোহারি, হে শ্রীরাধে! দেখিব তোমায়॥" ৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—স্ফূর্তির আস্বাদনে শ্রীপাদের চিত্ত ভরপুর। স্ফুরণের বিরামে স্ফূর্তির দেবতার রূপ, গুণ, লীলাদি অতি সুদুর্লভ বলিয়া মনে হইতেছে! তাই সাধকাবেশে বিপুল দৈন্যের উদয়ে অন্ততঃ ক্ষণকালও অভীষ্টের লীলামাধুরী আস্বাদনে নয়নানন্দ-বিধানের প্রার্থনা অভীষ্ট-চরণে পুনঃ-পুনঃ জ্ঞাপন করিতেছেন। প্রার্থনার তরঙ্গে ভাসমান শ্রীপাদের উৎকণ্ঠিত চিত্ত আবার লীলারাজ্যে গিয়া স্ফুরণে অতি বিচিত্র শ্রীশ্রীরাধামাধবের রূপ, গুণাদি আস্বাদনের সৌভাগ্যলাভ করিতেছে। এই ভাবেই

আস্বাদনের পরম্পরা চলিয়াছে ! যত আস্বাদন, তত পিপাসা । যত পিপাসা, তত আস্বাদন । এই বিচিত্র ভাবদশা বর্ণনার কোন ভাষা নাই । ইহা "তদ্রসিকৈক বেদ্যঃ" অর্থাৎ যাঁহার হয়, তিনিই বুঝিতে পারেন অন্যের পক্ষে ইহার অনুভব-দ্বার রুদ্ধ । রসরাজ ও মহাভাব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে কিরূপে মধুময়-ভাবে আস্বাদন করিতে হয়, রসিক মহানুভবগণ তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন । এই 'ভাব' শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের রূপাদি মাধুর্যের অনুভববিশেষ । ইহা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের কৃপায় প্রপঞ্চগত ভক্তগণের চিত্তবৃত্তিতেও উদিত হইয়া থাকে । মহৎগণের ভগবন্মাধুরী আস্বাদনের পরিপাটী শ্রবণ, কীর্তন ও চিন্ত-নাদির ফলে তাঁহাদের কৃপায় ভাবসাধারণ্যের অলৌকিক প্রক্রিয়াদ্বারা সামাজিক সাধকভক্তেও উহা সঞ্চা-রিত হইয়া থাকে । গোস্বামিপাদগণের মহাবাণীর শ্রবণ, কীর্তনের ইহাই অসাধারণ ফলশ্রুতি ।

স্ফূর্তির অবসানে শ্রীপাদের চিত্ত বিরহ-বিকল । আবার স্ফুরণ আসিল । শ্রীপাদ কিঙ্করীরূপে বীজন-সেবায় শ্রীশ্রীরাধামাধবের রতিশ্রম অপনোদন করিয়াছেন। সুবাসিত জল, সরস তাম্বূলাদি সেবারও সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন । শ্রীশ্রীরাধামাধব কন্দর্প-বিলাস-শয্যায় মুখোমুখি শয়ন করিয়াছেন । পরস্পরের হাস্য-পরিহাসময় জল্পনা চলিতেছে । "জল্পঃ পরস্পরং গোষ্ঠী বিতথোক্তিশ্চ কথ্যতে ।" (উঃ নীঃ) অর্থাৎ 'পরস্পর গোষ্ঠী এবং বাদানুবাদময় কথাকে 'জল্প' বলে ।' পরস্পরের কতশত রসময় গোষ্ঠী এবং সরস বাদানুবাদময় জল্পনা চলিতেছে, তাহার সীমা নাই । কথায় কথায় কতযুগ কাটিয়া যায় । পরস্পরে ধাক্কা দিয়া সরস পরিহাসময় কথা বলিতেছেন । ক্রমহীন কত কত জল্পনা । যাঁহাদের পরস্পরের কথামৃত পরস্পরের পক্ষেই অতি সুদুর্লভ । চিরকাল ধরিয়া বচনামৃত শ্রবণেও কর্ণের পিপাসা মিটে না। বরং মনে হয় কিছুই শোনা হয় নাই । "বচন অমিয়ারস, অনুখন পিয়লুঁ, শ্রুতিপটে পরশ না ভেলি" (পদ-কল্পতরু) সেই সুদুর্লভ পারস্পরিক বচনামৃতরস আস্বাদনে কাহারো যেন পিপাসার শান্তি হইতেছে না ! পরস্পর রসগোষ্ঠী ও ক্রমহীন বাদানুবাদময় কথায় যুগল মগ্ন ! কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ বীজনসেবা ও পাদ-সম্বাহনাদি সেবার সহিত তাঁহাদের রসগোষ্ঠীর স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন ! পরস্পর পরস্পরের সৌন্দর্য-মাধুর্যাদিতে সমাকৃষ্ট হইয়া কত শতবার পরস্পরকে আলিঙ্গন, চুম্বনাদি করিতেছেন ! অনুক্ষণই উভয়ের শ্রীঅঙ্গে আলিঙ্গনারম্ভের ঔৎসুক্য দেখা যাইতেছে !! কিঙ্করী যে বীজন, পাদ-সম্বাহনাদি করিতেছে, ইহা তাঁহাদের মনেই নাই । সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে । সাতিশয় প্রেম-পিপাসিত প্রাণে লীলাটি ক্ষণ-কালও দর্শন করাইয়া নয়নানন্দ-দানের প্রার্থনা অভীষ্ট-চরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"নিধুবনে দুঁহুজনে, পরম নির্জ্জন স্থানে, স্মর-বিলসিত শয্যোপরি ।
হাস্য-পরিহাস-রঙ্গে, বিগলিত দুঁহু অঙ্গে, প্রতি অঙ্গে আনন্দ-লহরি ॥
পরস্পর দুঁহুজনে, দৃঢ় পরিরম্ভণে, দুঁহু দোঁহা মিলনে উৎসুক ।
হে স্বামিনি শ্রীরাধিকে, নেত্রদ্বয় পদান্তিকে, চায় ক্ষণ দরশন-সুখ ॥" ৪ ॥

**প্রমদ-মদন যুদ্ধ-শ্রান্তিতঃ কান্ত-কৃষ্ণ-প্রচুর-সুখদ-বক্ষঃ-স্ফার-তল্পে স্বপন্তী।
রসমুদিত-বিশাখা জীবিতাদ্ধা সমৃদ্ধা ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥ ৫ ॥**

অনুবাদ—হে শ্রীরাধিকে ! প্রকৃষ্ট মদন-সমরে শ্রান্তিবশতঃ কান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর সুখদ বিশাল-বক্ষঃস্থলরূপ বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করিয়া রসমুদিত সাক্ষাৎ বিশাখা-কর্তৃক বীজিতা পরমসমৃদ্ধা তুমি ক্ষণ-কালও আমার নয়নানন্দ বিধান কর ॥ ৫ ॥

টীকা—প্রমদেতি। পুনঃ কিম্ভূতা সতী প্রকৃষ্টো মদো যত্র এবম্ভূতে মদনযুদ্ধে যা শ্রান্তিস্তস্যা হেতোঃ কান্তে কমনীয়ে কৃষ্ণস্য যৎ প্রচুর সুখদ-বক্ষস্তদেব স্ফারতল্পং বিস্তৃতশয্যা তস্যাং স্বপন্তী শয়ানা। পুনঃ কিম্ভূতা রসেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ স্বস্য মধুরালাপনেন মুদিতং হৃষ্টং যদ্বিশাখা-জীবিতং তদৈবাদ্ধা সাক্ষাৎ সমৃদ্ধং সম্পত্তির্যস্যাঃ সা। স্ববিলাসেন বিশাখান্তঃকরণ-সুখতাৎপর্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের যুগলরসের আস্বাদনধারা অতীব বিচিত্র ! সাধককে স্বরূপ জাগাইয়া বুঝিতে হইবে। ভজনের ক্রম-পরিপাকদশায় রাগসাধক যখন ভাবরাজ্যে উপনীত হন, তখন তাঁহার যথাবস্থিত দেহজ্ঞান পর্যন্ত তিরোহিত হইয়া যায়। ক্রমশঃ শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবাযোগ্য মঞ্জরীর হাব-ভাবাদি তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। সাধক তখন সেইভাবে অভিভূত হইয়া ব্রজ-রসের ভজননিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। তাঁহার সম্মুখ হইতে এই মায়িক বিচিত্রতাপূর্ণ ব্যবহারিক নশ্বর জগতের দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া তাহার স্থানে মহারসের মহামাধুর্যময় নিত্য শাশ্বত ব্রজরাজ্যের মধুর দৃশ্যাবলি ফুটিয়া উঠে। সেই রসরাজ্যে প্রবিষ্ট ভাবুক ভক্তগণই শ্রীপাদ রঘুনাথের এই সব স্তবের যথাসম্ভব মাধুর্যাস্বাদনে সক্ষম হইয়া থাকেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূর্তির বিরামে কুণ্ডতীরে পড়িয়া অধীরপ্রাণে কাঁদিতেছিলেন, আবার স্ফুরণ-ধারা নামিয়া আসিল। মদনশয্যায় শ্রীযুগল পরস্পর ক্রমহীন প্রচুর রসালাপে নিরত। পরস্পরের সৌন্দর্য-মাধুর্যরসে উভয়েরই চিত্তমগ্ন। ক্রমশঃ শ্রীযুগল পুনরায় বিলাস-বাসনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। পাদসেবা নিরতা কিঙ্করী তাঁহাদের বিলাস-বাসনার উপক্রম বুঝিয়া কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়া বিলাসমাধুরী আস্বাদন করিতে লাগিলেন। শ্রীযুগলের প্রকৃষ্ট মদন-সমর আরম্ভ হইয়াছে। "মদয়তীতি মদনঃ" শ্রীশ্রীরাধামাধব যুগলস্বরূপকে মাতাইয়া তোলে—তাই 'মদন'। সাধু সাবধান ! প্রাকৃত মদন নহে। সেই অপ্রাকৃত রসরাজ্যে প্রাকৃত মদনের প্রবেশাধিকার নাই। বিশ্বের মায়ারচিত সপ্তধাতুগঠিত নর-নারীর দেহেই তাহার অধিকার। "যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তাঁহারা ভজনারম্ভেই প্রাকৃত মদনের সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কারণ যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তথায় মায়িক সম্পর্ক কিছুই থাকিতে পারে না। "কৃষ্ণ সূর্য্য-সম মায়া ঘোর অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥" (চৈঃ চঃ)। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অপ্রাকৃত নবীনমদন। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সকল কন্দর্পের মূলস্বরূপ স্বয়ং বৃন্দাবন-অভিনব-কন্দর্প ! কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁহার উপাসনা আগমাদি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। মহাভাববতী ব্রজ-সুন্দরীগণ প্রেমের সার-নিষ্কর্ষ মহাভাবদ্বারা যাঁহার মাধুরী অনুভব করেন এবং মহাভাবরূপ উপচারদ্বারা

অপি বত সুরতান্তে প্রৌঢ়ি-সৌভাগ্যদৃপ্যৎ প্রণয়ধৃত-সুসখ্যোন্মাদ-মত্তোরুগর্ব্বৈঃ।
দর-গদিত-মুকুন্দাকল্পিতাকল্পতল্পা ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে শ্রীরাধিকে ! সুরতাবসানে বিপুল-সৌভাগ্যদৃপ্ত সুসখ্য প্রণয়োন্মাদনাজনিত গর্বে তুমি শ্রীকৃষ্ণকে বেশরচনার জন্য আদেশ করিবে এবং শ্রীকৃষ্ণ তোমার আজ্ঞা-লেশ প্রাপ্ত হইয়াই তোমার বেশ-ভূষাদি রচনা করিবেন ; তদবস্থায় ক্ষণকাল দর্শন দিয়া আমার নয়নানন্দ বিধান কর ॥ ৬ ॥

টীকা—অপি বতেতি। পুনঃ কিম্ভূতা অপি বত হে রাধে সুরতান্তে যৎ প্রৌঢ়িঃ সৌভাগ্যং তেন দৃপ্যৎ প্রকাশমানঃ যঃ প্রণয়স্তেন ধৃতং সুসখ্যং সুমিত্রবৃত্তির্যয়া সেতি চ্ছেদস্তং ধৃতা যা সুসখী অর্থাল্ললিতা তয়া হেতুভূতয়া উরুগর্ব্বৈরহঙ্কারৈর্য উন্মাদো বৈচিত্ত্যতা তয়া মত্তা সতী। অতঃ স্বাধীনভর্ত্তৃকাবস্থা-কর্ত্তৃক স্বকর্ম্মকাদর্শনমাশাস্তে। পুনঃ কিম্ভূতা দরগদিতেন এতৎ কুর্ব্বিত্যল্প-কথনেন হেতুনা মুকুন্দেন শ্রীকৃষ্ণেন

মধুররসে তাঁহার সেবা করেন। সর্বোপরি ব্রজকান্তা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণী, তিনি তাঁহার মাদনাখ্য মহাভাবদ্বারা গড়া শ্রীঅঙ্গদ্বারা এই অপ্রাকৃত নবীন-মদনের অতি অদ্ভুত সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অপ্রাকৃত নবীনমদন হইলেও মদনের সহায়তা-ব্যতীত এই শৃঙ্গারলীলা সরস, মধুর বা পরিপুষ্ট হয় না বলিয়া প্রাকৃত কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতায় তাঁহারই যে শক্তি নিহিত থাকিয়া বিশ্বের নর-নারীকে প্রাকৃত রূপ-রসাদিতে অভিনিবিষ্ট করিয়া থাকে, তাহারই অপ্রাকৃত অংশকে স্বীয় মধুররসলীলায় সঞ্চার করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, যুগলের মদন-সমরের অবসান হইয়াছে। মদন-সমরে শ্রান্তা-ক্লান্তা শ্রীরাধা প্রাণ-কান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর সুখদ বিশাল বক্ষঃস্থলরূপ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। সেবার অবসর জানিয়া কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ রঘুনাথ কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীযুগলের বীজনাদি সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। ইত্যবসরে শ্রীরাধার অভিন্নপ্রাণা বিশাখাসখী কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। পরমপ্রেষ্ঠসখী হইলেও সমপ্রাণা বলিয়া বিশাখায় শ্রীরাধার ততটা সঙ্কোচ নাই। বিশাখা যুগলমাধুরী-দর্শনে রসের সায়রে ভাসমানা। স্বয়ং ব্যজনী লইয়া তিনি শ্রীরাধামাধবকে বীজন করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ কিঙ্করীরূপে শ্রী-বিশাখাসখীরই গণ। সুতরাং বিশাখা-কর্তৃক বীজিতা শ্রীরাধাকে সৌন্দর্য-মাধুর্যাদিতে পরম সমৃদ্ধারূপে অনুভব করিয়াছেন।

"জীবিতাদ্ধা" অপর একটি পাঠ। তাহাতে শ্রীরাধা বিশাখা সখীর যেন সাক্ষাৎ প্রাণস্বরূপা এই ভাবেই বিশাখার নিকট শ্রীমতীকে কিঙ্করী অনুভব করিয়াছেন। সহসা স্ফূর্তির বিরাম হইয়াছে। ব্যাকুলতার সহিত শ্রীপাদ সাধক-দশায় ক্ষণকালও সেই লীলাদর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন—

"রতিরণে পরিশ্রান্ত, হে রাধে ! হইয়া ক্লান্ত, কৃষ্ণ-বক্ষঃ বিস্তৃত শয্যাতে।
এলাইয়া নিজ অঙ্গে, রসালাপ পরসঙ্গে, মুগ্ধ তুমি কর রসরাজে ॥
হে রাধে বিলাসিনী, বিশাখা-জীবনী ধনি, নিজ পাদপদ্ম দান কর।
নেত্র-চকোরের সুখ, দেখাও সে চাঁদমুখ, এ প্রার্থনা হৃদয়েতে ধর ॥" ৫ ॥

কল্পিতে আকল্পতল্পে যস্যাঃ সা। দরাব্যয়ং মনাগর্থে ইতি মেদিনী। ননু ব্যভিচারিরস স্থায়িভাবাদেঃ শব্দবাচ্যত্বেত্যাদি দিশা উন্মাদ-গর্ব্বয়োঃ শব্দবাচ্যত্বেন রসদোষাপত্তৌ কা গতিঃ। অত্রোচ্যতে। যত্র তত্তদ-প্রয়োগেন বিবক্ষিতার্থ প্রতীত্যভাবস্তত্র স্বশব্দেনোক্তৌ ন দোষঃ। তথা চ। ক্বচিদুক্তৌ স্বশব্দেন ন দোষো ব্যভিচারিণঃ। অনুভাব বিভাবাভ্যাং রচনা যত্র নোচিতেতি॥ ৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফুরণধারার কি অপূর্বতা! স্ফুরণে নিজের কোন চেষ্টা নাই। স্বপ্রকাশলীলা শ্রীপাদের বিশুদ্ধসত্ত্বভাবিত চিত্তে ধারাবাহিকভাবে স্বয়ং স্ফুরিত হইয়া চলিয়াছেন। স্ফুরণ নয়—বিস্ফূর্তি, বা সাক্ষাৎকারকল্প। স্ফূর্তি এবং সাক্ষাৎকারের একটা মাঝামাঝি অবস্থা আছে, তাহাকেই বিস্ফূর্তি বা সাক্ষাৎকারভ্রম বলা হয়। অনুরাগী লীলাশুকের বিস্ফূর্তির কথা জানা যায়। শ্রীপাদ রঘুনাথ নিত্যপার্ষদ, তিনি মহাভাবরাজ্যে; সুতরাং তাঁহার প্রগাঢ় বিস্ফুরণ। সাক্ষাৎকার অপে-ক্ষাও নিবিড় আস্বাদন।

এই শ্লোকে স্ফুরণে শ্রীপাদ স্বীয় ঈশ্বরীকে **স্বাধীনভর্তৃকা**-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধা কিঙ্করীগণের চক্ষে যেমনি মধুর বা সুন্দর, তেমনি গৌরবের। কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীনভর্তৃকার একান্ত অধীন হইয়া থাকেন। "স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা" (উঃ নীঃ) "কান্ত যাঁহার একান্ত অধীন হইয়া সতত নিকটে অবস্থান করেন, তাঁহাকে 'স্বাধীনভর্তৃকা' বলা হয়।" পূর্বশ্লোকে শ্রীপাদ সুরত-সমরান্তে শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বক্ষঃশয্যায় শায়িতা শ্রীমতীকে স্ফুরণে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া কান্তের নিকট উপবেশন করিয়াছেন। বিপুলসৌভাগ্য-জনিত গর্বের অনুভবে বুকটি ভরা।

"সৌভাগ্য-রূপতারুণ্য-গুণ-সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ।
ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে॥" (ভঃ রঃ সিঃ—২।৪ ৪১)

"সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভাদি-হেতু অন্যের অবহেলাকে গর্ব বলা হয়।" বিপুল সৌভাগ্যজনিত গর্বের অনুভবে শ্রীমতী স্বাধীনভর্তৃকা-দশা প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে কান্তকে আদেশ করিতেছেন—'বেশ ভূষা সব নষ্ট করিয়া দিয়াছ, সখীগণ দেখিলে পরিহাস করিবে, শীঘ্র বেশ-রচনা করিয়া দাও।' স্বাধীনভর্তৃকা কান্তা স্বচ্ছন্দে নায়ককে বেশ-রচনার জন্য আদেশ করেন এবং নায়কও আজ্ঞানুরূপ বেশ-রচনাদি করিয়া দেন। স্বাধীনভর্তৃকার উক্তিতে শ্রীল কবি জয়দেব—

"রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপলয়োর্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভরম্।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ-পদে কুরু নূপুরাবিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ॥"
(গীতগোবিন্দম্)

"শ্রীমতী বলিলেন—'হে মাধব! আমার কুচযুগলে পত্রভঙ্গ ও কপোলে চিত্ররচনা করিয়া দাও, জঘনে কাঞ্চী পরাইয়া দাও, মল্লিকার মাল্যদ্বারা কবরীভার রচনা কর, হস্তে বলয়শ্রেণী ও চরণে নূপুর পরাও।' শ্রীমতীর এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রীতমনে পীতাম্বর তাহাই করিলেন।" স্বাধীনভর্তৃকা

স্মরদয়িত-নিকুঞ্জপ্রাঙ্গণে ব্যাবহাস্যাং ব্রজনবযুবরাজং বক্রিমাড়ম্বরেণ।
সদসি পরিভবন্তী সংস্তুতালীকুলেন ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে রাধে! কন্দর্প-প্রিয় নিকুঞ্জ-ভবন-প্রাঙ্গণে, রস-পরিহাসময় সভামধ্যে ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণকে তুমি বক্রোক্তিদ্বারা পরাজিত করিলে সখীগণ তোমার স্তুতি করিবেন—সেইরূপে ক্ষণকালও দর্শনদানে আমার নয়নদ্বয়কে আনন্দিত কর ॥ ৭ ॥

কান্তা শ্রীরাধার বেশরচনা শ্রীকৃষ্ণের পরম কাম্য বা একান্ত অভিলষণীয়। কারণ পরমদুর্লভা শ্রীমতীর মহাভাবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অবলোকন ও স্পর্শের সহিত শৃঙ্গাররসময় বেশরচনা হইয়া থাকে! তাই শ্রীমতীর ঈষৎ আদেশেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বেশরচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীচরণে আলতা পরাইবেন। চরণখানি বুকের কাছে ধরিয়াছেন। কিঙ্করীর হাতে রং-এর বাটী। শ্যাম তুলিকা লইয়া চরণে আলতা রঞ্জন করিতে করিতে কত শতবার শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিতেছেন, চুম্বন করিতেছেন। শ্রীমতীর কোন সঙ্কোচ নাই। তিনি সুসখ্য প্রণয়জনিত উন্মাদদশায় বিমত্তা। প্রণয়ের হেতু 'বিশ্রম্ভ'। বিশ্রম্ভ শব্দটি পারিভাষিক। বিশ্রম্ভ শব্দের অর্থ সম্ভ্রমরাহিত্য। ইহাতে নায়িকার নিজের মন, প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদিকে কান্তের মন, প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ, পরিচ্ছদাদির সহিত এক বলিয়াই মনে হয়। এই বিশ্রম্ভও দুই প্রকার—'মৈত্র' ও 'সখ্য'। সবিনয় বিশ্রম্ভকে 'মৈত্র বিশ্রম্ভ' বলা হয়, ইহা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি দক্ষিণানায়িকার। "বিশ্রম্ভঃ সাধ্বসোন্মুক্তঃ সখ্যং স্ববশতাময়ঃ।" (উঃ নীঃ) অর্থাৎ 'বিনয়াদি সম্ভ্রমরহিত বিশ্রম্ভই 'সখ্য', এই সখ্য প্রিয়জনকে নিজ বশীভূতরূপে অনুভব করায়।' শ্রীরাধার 'সুসখ্য প্রণয়'। সুতরাং শ্যামের বেশরচনায় কোন সঙ্কোচ নাই। শ্যাম পরমমধুর রসের স্পর্শ পাইয়া শ্রীমতীর প্রতি অঙ্গে বিচিত্র বেশ, ভূষা, তিলক দি রচনা করিতেছেন। কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ বেশরচনার সামগ্রী শ্যামের হস্তে দিতেছেন। শ্যামের শ্রীমুখে কুন্দকুসুমনিভ শুভ্রহাস্য, তাই এখন তিনি 'মুকুন্দ'। মুকুন্দের হস্তে বেশরচনার কিছু সামগ্রী দিতে গিয়া শ্রীপাদ আর হাতে কিছুই পাইলেন না। স্ফূর্তির বিরাম হইল। স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধার ক্ষণকালও দর্শনের নিমিত্ত আর্তিভরা প্রার্থনা তদীয় চরণে জ্ঞাপন করিলেন বাহ্যদশায়—

"স্মর-কেলি অবসানে, কত না উল্লাস প্রাণে, সুসখ্য প্রণয়ে গরবিনী।
আপনা সৌভাগ্য ভাবি, রস-ভরে ডগমগি, ঢল ঢল চাঁদমুখ-খানি ॥
সুরতান্তে নিজ কেশ, স্খলিত বিচিত্র বেশ, রচনা করিতে আদেশিলে।
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি, তুয়া অঙ্গ হেমাঙ্গিনী, সাজাইবে অতি কুতূহলে ॥
হে রাধে মুগধিনি, কৃষ্ণবক্ষঃ-বিলাসিনী, ঐনা বেশে বারেক দাঁড়াও।
শ্রীঅঙ্গ-লাবণ্য-ধাম, দেখিয়া জুড়াব প্রাণ, কৃপা দিঠে ফিরিয়া তাকাও ॥" ৬ ॥

টীকা — স্মরদয়িতেতি। পুনঃ কিম্ভূতা সতী স্মরদয়িত-নিকুঞ্জপ্রাঙ্গণে ব্যাবহাস্ত্যাং বিশিষ্টাবহাস-যুক্তায়াং সদসি সভায়াং বক্রিমাড়ম্বরেণ ব্রজনবযুবরাজং পরিভবন্তী পরাজয়মানা। স্মরস্য কামস্য দয়িতঃ প্রিয়োনিকুঞ্জস্তস্য প্রাঙ্গণে ইত্যর্থঃ। অতএবালীকুলেন সখীসমূহেন সংস্তুতা সম্যক্ স্তুতা ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—স্ফূর্তির অবসানে এক অব্যক্ত আকুলতায় শ্রীপাদের মন-প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে! মানস-নয়নে ভাসিয়া বেড়াইতেছে—স্ফূর্তির দেবতার রূপ, গুণ, লীলামাধুরীর কত শত রঙিন ছবি! বিরহ-বেদনায় অশ্রুনীরে বুক ভাসাইয়া অন্ততঃ ক্ষণকালও সেই লীলামাধুরী-দর্শনের অভিলাষ অভীষ্ট-চরণে জ্ঞাপন করিতেছেন। আবার স্ফুরণে বিচিত্র লীলামাধুরীর আস্বাদন। এইরূপ ক্রমাগত চলিয়াছে। এই আনন্দ-বেদনা বুঝাইবার কোন ভাষা নাই, ইহা 'মূকাস্বাদনবৎ' নিজেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুভবনীয়। যে সব ভাবুক ভক্ত প্রেমবিভাবিত চিত্তে শ্রীপাদের এই ভাবদশার কথা শ্রবণ, কীর্তন বা স্মরণ করিবেন, তাঁহাদের চিত্ত-মনও সেই অচিন্ত্য আনন্দধামে নিভৃত-নিকুঞ্জলীলা-নিকেতনে ছুটিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। স্থূলদেহ তো এখানেই পড়িয়া থাকে, কিন্তু অন্তশ্চিন্তিত ভাবদেহের গতি-রোধ করিতে পারে কাহার সাধ্য! রাগযজ্ঞের মহাঋত্বিক শ্রীপাদ রঘুনাথের এই অলৌকিক রসাস্বাদনের আমন্ত্রণ-লিপি রসিক ভাবুকের চিত্তকে পরম সুষমাযণ্ডিত ব্রজনিকুঞ্জের দ্বারদেশে টানিয়া আনিবে ভাবদেহে রাধাকিঙ্করীরূপে অপার্থিব যুগল-মাধুর্যরসে প্রলুব্ধ করিয়া। সেই বিপুল সুদূরের অসীম-আহ্বানে স্থির থাকিতে না পারিয়া চিরমুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় ভক্তের প্রাণ-পাখী প্রেমগগনে উড়িয়া বেড়াইবে শ্রীল রঘু-নাথের ভাবের ইসারায়!

রঘুনাথ বিরহ-বিকলপ্রাণে কাঁদিতেছিলেন, আবার স্ফুরণ আসিল। স্বাধীনভর্তৃকা কান্তা শ্রীরাধার বেশরচনা সমাপ্ত হইয়াছে। সখীগণের আগমনের সময় বুঝিয়া শ্রীযুগল সেই কন্দর্পবিলাস-কুঞ্জের প্রাঙ্গণে একটি মণিময় বেদিকায় বসিয়াছেন। যুগল-মাধুর্যে বৃন্দাবন উজলিত! স্থাবর-জঙ্গম পুলকিত। সখীগণ বদনে বসন দিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া শ্রীরাধামাধবের সহিত মিলিত হইয়াছেন। নানাবিধ পরিহাসরসের তরঙ্গ উঠিয়াছে।

সখীগণ বলিলেন—'সখি রাধে! এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? আমরা কতক্ষণ ধরিয়া তোমায় খুঁজিতেছি। এই ধৃষ্টের সঙ্গে তোমার কোথায় মিলন হইল?' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'সখীগণ! আমি ধৃষ্ট না তোমাদের সখী রাধা ধৃষ্টা—তাহা একবার বুঝিয়া দেখ। ইনি এই বনের প্রজাগণের যাবতীয় সম্পত্তি হরণ করিয়া প্রজাগণকে নিঃস্ব করিয়াছেন। বনের রাজা মদন আমায় ইঁহার নিকট হইতে প্রজাগণের সম্পত্তি উদ্ধারের ভার দিয়াছেন। কিন্তু আমি ইঁহার নিকট হইতে হৃত-সম্পদ্ উদ্ধার করিব কি, না ইঁহার ধৃষ্টতায় আমিই স্বয়ং দণ্ডিত হইয়াছি।' এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজঅঙ্গে রতিচিহ্নগুলি সখীগণকে দেখাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে শ্রীমতী কটাক্ষবাণে তাঁহাকে বিদ্ধকরত বলিলেন—'হে কৃষ্ণ! বাল্যকাল হইতে এই ব্রজের পাড়ায় পাড়ায় তোমার দধি, নবনীতাদি চৌর্য-বিদ্যার কথা সর্বত্রই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

**ক্বচন চ দরদোষাদ্দৈবতঃ কৃষ্ণজাতাৎ সপদি বিহিতমানা মৌনিনী তত্র তেন।
প্রকটিত-পটু-চাটুপ্রার্থ্যমানপ্রসাদা ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥ ৮ ॥**

অনুবাদ—হে শ্রীরাধে! কোন সময়ে দৈববশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অত্যল্পমাত্র দোষ-দর্শনে তুমি তৎক্ষণাৎ মানিনী হইয়া মৌন-ধারণ করিয়া থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ-প্রকার চাটুবাক্যে তোমার প্রসাদ-কামনা করিবেন, তদবস্থায় ক্ষণকালও দর্শন দিয়া আমার নয়নানন্দ বিধান কর ॥ ৮ ॥

বস্ত্রহরণদিনে কুমারিকাগণ তোমাকর্তৃক হৃতবসনা হইয়া নগ্নবেশে বস্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্বক তোমার স্তব করিয়াছিল। ঐ স্তবই তোমার সাধুত্বের ও ধার্মিকতার সাক্ষ্য দিতেছে। তুমি নিখিল সাদ্‌গুণ্যে ভূষিত রাজপুত্র, পরমসুন্দর ও অভিনব তরুণবয়স্ক, ব্রজে বিবাহের যোগ্যা পাত্রীও বহু আছেন, কিন্তু তোমার এই চৌর্য এবং পরস্ত্রীলাম্পট্য-দোষে কেহই তোমায় কন্যাদান করেন নাই। আর কোন কন্যাও তোমায় বরণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সেই দুঃখেই তুমি তুরঙ্গম-ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া স্বার্থ-সাধক হইয়া কুমারী ও সাধ্বীগণের ধর্মনাশের জন্য দীক্ষিত হইয়াছ। কি আশ্চর্য! তুমি কখনও এই বনে পুষ্পাদি বৃক্ষসকলের একটি অঙ্কুরমাত্রও রোপণ কর নাই, অথচ তুমি বনের অধিকারী; এবং অসংখ্য গোচারণের দ্বারা তরুলতাসমূহ নির্মূল করিয়া তুমি বনের রক্ষক; একথা সত্যই। আমার সখী বৃন্দা-কর্তৃক এই বন পরিবর্ধিত হওয়ায় এই বনের নাম "বৃন্দাবন" এবং বিধাতা রত্নসমূহের সহিত এই বনে আমায় রাজ্যাভিষেককরত বন আমায় সমর্পণ করিয়াছেন, এই কথা সর্বত্রই প্রসিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কন্দর্প এই বনের রাজা, তুমি রক্ষক ইহাও সত্যকথা। হা কষ্ট! পরের স্থানে স্বত্ব স্থাপন করিয়া কি লজ্জাকে একবারেই বিসর্জনই দিয়াছ? হে ব্রহ্মচারিন্! এখানে আমরা সূর্যপূজার জন্য কুসুমচয়ন করিয়া থাকি, রমণীগণের স্বচ্ছন্দ-বিহারের স্থান পুষ্পবাটিকায় তুমি কেন? তুমি গাভীর রাখাল—শীঘ্র গোচারণের মাঠে চলিয়া যাও।'

ঈষৎহাস্যরুচিরূপ সুশীতল এবং চঞ্চল-নয়ন কুরঙ্গের সংযোগে রম্য শ্রীরাধার বদন-সুধাকর-বিগলিত এইরূপ পরিহাসামৃতরস-পানে শ্রীকৃষ্ণ-চকোর তন্ময় হইয়া নিরুত্তর হইলে সখীগণ পরমানন্দে শ্রীরাধার জয়গান করিতে লাগিলেন! কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় ঈশ্বরীর অভ্যুদয়ে আনন্দে আত্মহারা। সহসা স্ফূর্তির বিরাম হইল। ক্ষণকালও লীলাময়ী শ্রীরাধার দর্শন-কামনায় তদীয় শ্রীচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন—

"কন্দর্পের প্রিয়তম, নিভৃত নিকুঞ্জ-বন, আঙ্গিনাতে গোপীসভা-মাঝে।
বক্রোক্তি করিয়া ধনি, সুচতুরা-শিরোমণি, পরাজিত করে রসরাজে ॥
গরবিনী শ্রীরাধার, স্তুতি করে বার বার, সখীগণে হয়ে পঞ্চমুখ।
সেই দৃশ্য দরশনে, মুগ্ধ করো দু'নয়নে, হে রাধে তবেই মোর সুখ ॥" ৭ ॥

টীকা—ক্বচনেতি। পুনঃ কিম্ভূতা সতী ক্বচন কুত্রচিৎ সময়ে দৈবতো দৈবাৎ কৃষ্ণজাতাৎ দরদোষাৎ অল্পদোষাৎ সপদি তৎক্ষণাদেব বিহিতমানা অতএব মৌনিনী কৃতমৌনা পুনঃ কিম্ভূতা সতী তত্র তৎক্ষণে তেন শ্রীকৃষ্ণেন প্রকটিতো যঃ পটুচাটুস্তেন প্রার্থ্যমানঃ প্রসাদো যস্যাঃ সা। ইতি পঞ্চম্যন্যপদার্থ বহুব্রীহিঃ ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের লীলারসের কি নিবিড় স্ফুরণ। চিন্ময়ানন্দরসের কি বিচিত্র মধুর আস্বাদন। রস স্বপ্রকাশ বস্তু "রসস্য স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিদ্ধ্যতি" (ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।১১২) রসিক ভাগবতগণের চিত্তেই উহা আবির্ভূত ও আস্বাদিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের আস্বাদনই রসের অস্তিত্বের প্রমাণ। আবার রস ও রসের আস্বাদনটি একই বস্তু বলিয়া রস ও রসাস্বাদনে কোন ভেদ উপলব্ধি হয় না। কাব্যকারগণের মতে এই ঐক্যতার জন্য কাব্যরসাস্বাদনকেও "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ" বলা হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, কাব্য-রসাস্বাদনকালে চিত্তে অন্যবিষয়ক জ্ঞান থাকে না। প্রাকৃত কাব্যরসেই যদি চিত্ত বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ হইতে পারে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত ভক্তিরসে যে কোটি কোটি গুণে অধিক আনন্দ বিদ্যমান থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বস্তুতঃ স্থায়িভাবটি যদি জড়াত্মক হয়, তাহা হইলে তাহার আনন্দাত্মক রসরূপতা প্রাপ্তির যোগ্যতা থাকে না। যেহেতু প্রকৃত আনন্দ কখনই জড়ের পরিণাম নহে। ভক্তির প্রভাবে চিত্তের মায়ামলিনতা দূর হইয়া শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ হইলে ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভবপর হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত 'রস' শব্দবাচ্য, লৌকিক বিভাবাদির রসজনকত্ব স্বীকার করা যায় না। "লৌকিকস্য বিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম্" (প্রীতি-সন্দর্ভঃ) শ্রীপাদ রঘুনাথ চিন্ময়ানন্দ-রসসিন্ধুতে সন্তরণ করিয়াও হাহাকার করিতেছিলেন আবার স্ফুরণধারা নামিয়া আসিল।

বহুক্ষণযাবৎ শ্রীরাধার দাক্ষিণ্যময় মিলনানন্দরসের আস্বাদনে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে শ্রীমতী রাধারাণীর কিঞ্চিৎ বাম্যভাব বা মানমাধুরী আস্বাদনের কৌতূহল জাগরিত হইয়াছে। কারণ শ্রীমতীর মানরসের আস্বাদনও প্রচুর এবং প্রভূত। ইহা আপাতদৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকার ক্লেশকর বলিয়া অনুমিত হইলেও বস্তুতঃ ইহার ফলে প্রেমবৃদ্ধি পায় এবং প্রেমরসের আস্বাদন নবনবায়মান হইয়া উঠে! প্রেমের প্রবাহকে সরস, সবেগ এবং শতমুখী করিয়া তোলার জন্যই মানের উদ্ভব হয়! মান নিয়ত আস্বাদ্যবস্তুকে অভিনব মাধুর্যে অতি সুমধুর ও প্রলোভনীয় করিয়া তুলে। মানময়ীর প্রতিটি চেষ্টা, প্রতিটি বাণী শ্রীকৃষ্ণকে প্রভূত আস্বাদদানে ধন্য করিয়া থাকে। "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥" (চৈঃ চঃ)।

শ্রীকৃষ্ণ সহসা শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিতে গিয়া বলিলেন—'সখি চন্দ্রা—' ইহা শ্রবণে শ্রীমতী ভাবিলেন, 'ইনি আমার নিকটে অবস্থান করিলেও ইঁহার অন্তরে সতত চন্দ্রাবলীই খেলা করিতেছেন।' এই চিন্তায় শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ মৌনাবলম্বন-করত অবগুণ্ঠন টানিয়া মানভরে শ্রীকৃষ্ণের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'সখি চন্দ্রাননে! সহসা মৌনাবলম্বন-করত বিমুখী হইলে

পিতুরিহ বৃষভানোর্ভাগ্যভঙ্গী বকারেঃ প্রণয়বিপিনভৃঙ্গীসঙ্গিনী তস্য দেবি !
নিজগণ-কুমুদালেঃ কৌমুদী হা কৃপাব্ধে ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে কৃপাজলধে ! হে দেবি ! এই ব্রজে তুমি শ্রীবৃষভানুরাজার মূর্তিমতী সৌভাগ্য-রূপিণী, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিপিনের ভৃঙ্গীতুল্যা এবং তাঁহার সঙ্গিনী, সখী-কুমুদিনীর আনন্দবিধায়িনী কৌমুদীচ্ছটা—হে রাধে ! ক্ষণকালও দর্শনদানে আমার নয়নানন্দ বিধান কর ॥ ৯ ॥

টীকা—পিতুরিহেতি। পুনঃ কিম্ভূতা বৃষভানোঃ স্বপিতুর্ভাগ্যভঙ্গী চমৎকার সাধনোভাগ্যস্যাকৃতিবিশেষঃ। পুনঃ কিম্ভূতা বকারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রণয়রূপ বিপিনস্য ভৃঙ্গীব সদা কৃষ্ণপ্রেমমগ্নেত্যর্থঃ।

কেন ?' শ্রীমতী ভাবিলেন—প্রথমতঃ স্পষ্টতঃ 'চন্দ্রা' বলিয়া পরে 'চন্দ্রাননে' এই কথায় কখনো চন্দ্রাবলীতে আবিষ্ট মনোভাবকে ঢাকা দেওয়া যায় না। "ক্বচন চ দর-দোষাদ্দৈবতঃ কৃষ্ণজাতাৎ" অর্থাৎ 'কোন সময় দৈববশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অত্যল্প দোষে শ্রীরাধা মানিনী' ভগবৎস্বরূপের উপর দৈব বা অদৃষ্টের কোন প্রভাব নাই। তাই গোস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'দেবো শ্রীভগবান্ তস্যেদং লীলাশক্তি-বৈভবম্' শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির বৈভবকেই 'দৈব' বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধারাণীর মানমাধুরী আস্বাদনের অভিলাষই এখানে 'দৈব' শব্দের বাচ্য। শ্রীমতীর মান-দর্শনে সখীগণ বলিতেছেন, 'রাধে ! তোমার নিকটে কখনই শ্রীকৃষ্ণের গোত্রস্খলন‡ সম্ভবপর নহে। তিনি সত্যই তোমায় 'চন্দ্রাননে' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন। অতএব বাম্যভাব অবলম্বনে মানিনী হইয়া বৃথা কষ্ট পাইও না।' সখীগণের কথায় শ্রীমতীর মনে হইতেছে—'সত্যই আমার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের মনে বিপক্ষের কথা উদিত হওয়া সম্ভব নহে, সখীগণও তাহাই বলিতেছে। তবু যখন তিনি 'চন্দ্রাননে' একসঙ্গে না বলিয়া 'চন্দ্রা' বলিয়া থামিয়াছেন, তখন ইহা তাঁহার অল্প দোষ হইয়াছেই। সুতরাং এই দোষের ক্ষমা না চাহিলে তিনি প্রসন্না হইতে পারেন না। সখীগণ শ্রীমতীর মনের ভাব বুঝিয়া ইঙ্গিতে নায়ককে চাটুবাক্যে শ্রীমতীকে প্রসন্ন করার কথা জানাইলেন। নায়ক শ্রীমতীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বিবিধ চাটুবচনে শ্রীমতীর প্রসাদ-প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সহসা শ্রীপাদের স্ফূর্তির বিরাম হইল। ব্যাকুলপ্রাণে ক্ষণকালও সেই লীলাটি দর্শন করাইয়া নয়নানন্দ বিধানের প্রার্থনা শ্রীমতীর চরণে জ্ঞাপন করিলেন—

"শ্রীকৃষ্ণের অপরাধে, মানিনী হইয়া রাধে, বৈস মান-রত্ন-সিংহাসনে।
তোমার কথাটী লাগি, শ্রীগোবিন্দ অনুরাগী, পায়ে প'ড়ে সাধিবে যখনে ॥
আমার এই নেত্রদ্বয়, তৃষিত-চাতক হয়, ক্ষণকাল দরশন-দানে।
আনন্দ বিধান কর, দাসীর মিনতি ধর, সে সৌভাগ্য হবে কত দিনে ?" ৮ ॥

---

‡ নায়িকার নিকট সহসা বিপক্ষের নামোচ্চারণ-করত নায়িকাকে সম্বোধন করাকে গোত্রস্খলন বলা হয়। ইহাতে নায়িকার প্রাণান্তকর দুঃখ হইয়া থাকে।

পুনঃ কিম্ভূতা হে দেবি ক্রীড়াবতি তস্য কৃষ্ণস্য সঙ্গিনী। পুনঃ কিম্ভূতা নিজগণ-কুমুদালেঃ কুমুদশ্রেণ্যাঃ কৌমুদী জ্যোৎস্না হা কৃপাসাগরে॥ ৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—স্ফূর্তির বিরামে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে বিপুল দৈন্যের উদ্রেক হইয়াছে। দৈন্যের উদয়ে সাধকদশায় এই স্তবের শেষ দুইটি শ্লোকে কোটি প্রাণপ্রতিম স্বীয় পরমাভীষ্ট শ্রীরাধারাণীর কিঞ্চিৎ গুণমাধুরী কীর্তন করিয়া অন্ততঃ ক্ষণকালও তাঁহার দর্শন-কামনা করিতেছেন। সাধকদশাটিও অতি চমৎকার আস্বাদ্য দশা। শ্রীপাদের সিদ্ধস্বরূপাবেশে মানসনয়নে যে সব অপ্রাকৃত রসময়ী লীলা-স্ফুরিত হইয়াছেন, তাহার ভাবচিত্র শ্রীপাদের চিত্তে অঙ্কিত রহিয়াছে। একদিকে সেই লীলামাধুরীর বিপুল আকর্ষণ চিত্ত-মনে নিরতিশয় আলোড়ন জাগাইয়া লীলাময়ী শ্রীরাধারাণীকে সাক্ষাৎ দর্শনের তীব্র উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে! অপর দিকে দৈন্যভরে নিজেকে অনর্থসঙ্কুল সাধারণ সাধক বলিয়া মনে হওয়ায় নিজেকে লীলাদর্শনের অতীব অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন। এই দৈন্য ও উৎকণ্ঠায় চিত্ত বিগলিত হইয়া তাহাতে ইষ্টের গুণ-মাধুরীর স্ফুরণ হইতেছে এবং এতাদৃশ গুণবতীকে ক্ষণকাল দর্শনের লালসা পোষণ করিতেছেন। শ্রীমতীর কৃপাগুণের স্ফুরণে তাঁহার শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও শ্রীমতীর কৃপাতে যে সবই সম্ভবপর হইতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়াই তাঁহাকে 'কৃপাব্ধি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। সাধকের অশেষ অযোগ্যতার নিরসনকারিণী ভগবৎকৃপা। কৃপাব্ধে বা কৃপাজলধি শ্রীমতী রাধারাণীর করুণা ভগবৎকৃপাকেও অতিক্রম করিয়াছে। কারণ করুণায় শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত বিগলিত হওয়ার কথাই জানা যায়, কিন্তু শ্রীল দাসগোস্বামিপাদ করুণায় শ্রীরাধার দেহটি পর্যন্ত বিগলিত হওয়ার সংবাদ দিয়াছেন। করুণাই যাঁহাদের স্বাভীষ্টসিদ্ধির একমাত্র সম্বল, সেই ভক্তজগতে ইহা একটি অনন্যসাধারণ সুসমাচার। শ্রীল গোস্বামিপাদ শ্রীরাধার শতনামস্তোত্রে লিখিয়াছেন—"করুণাবিদ্রবদ্দেহা" অর্থাৎ করুণায় যাঁহার দেহটি পর্যন্ত বিগলিত। শ্রীরাধার করুণা লইয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু পাত্রাপাত্র, দেয়াদেয়, অধিকার, অনধিকারের বিচারশূন্য হইয়া অকাতরে বিশ্বমানবকে প্রেমদান করিয়াছেন। ইহা কৃপাজলধি শ্রীরাধার ভাণ্ডারেরই করুণা, শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব সম্পদ্ নহে।

শ্রীপাদ আবার শ্রীমতীকে 'দেবি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। "দেবি কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।" (চৈঃ চঃ) স্ফুরণের মধ্যে শ্রীমতীকে প্রাপ্ত হইয়া এই বাক্যের সত্যতা শ্রীপাদের বিশেষভাবেই অনুভব হইয়াছে! "কিম্বা কৃষ্ণ ক্রীড়া ব্রজের বসতি নগরী।" স্ফূর্তির দেবতা এই বাক্যেরও অনুভূতি শ্রীপাদের চিত্তে জাগাইয়াছেন। 'দেবি' সম্বোধনের তাই যথার্থ সার্থকতা রহিয়াছে!

"পিতুরিহ বৃষভানোর্ভাগ্যভঙ্গী" 'হে দেবি! তুমি ব্রজে বৃষভানুরাজার মূর্তিমতী ভাগ্যরূপিণী। সৌভাগ্যবান্ রাজাগণ অতুলনীয় রত্ন-সম্পদাদি লাভে সমৃদ্ধ হইয়া থাকেন। প্রেমরত্নই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, এই সম্পদ্ যাঁহাদের তাঁহারাই যথার্থ ধনবান্ এবং সৌভাগ্যবান্। "কৃষ্ণ-প্রেম যার সেই ধনী-শিরোমণি" (চৈঃ চঃ) সেই কৃষ্ণপ্রেমের মূর্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবীই শ্রীরাধা। তিনি সাক্ষাৎ প্রেমলক্ষ্মী। এই প্রেমলক্ষ্মী মূর্তিমতী হইয়া যাঁহার কন্যারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সৌভাগ্যের তুলনা

নিরবধি-গুণসিন্ধো ভদ্রসেনাদিবন্ধো নিরুপম-গুণবৃন্দপ্রেয়সীবৃন্দ-মৌলে।
অতিকদন-সমুদ্রে মজ্জতো হা কৃপার্দ্রে ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে অসীম গুণসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের আদি প্রেমপাত্রি! হে নিরুপম-গুণমণ্ডিতা ব্রজকান্তা-গণের মুকুটমণিস্বরূপে! হে দয়াময়ি! আমি অপার দুঃখসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইতেছি—ক্ষণকাল দর্শন-দানে নয়নানন্দ বিধান কর॥ ১০ ॥

কুত্রাপি হইতে পারে না। বৃষভানুরাজার সৌভাগ্যই মূর্তিধারণ করিয়া যেন তাঁহার কন্যারূপে বিরাজ করিতেছেন।

আবার বলিয়াছেন—"বকারেঃ প্রণয়বিপিনভৃঙ্গীসঙ্গিনী তস্য" 'শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিপিনের ভৃঙ্গীতুল্য এবং তাঁহার সঙ্গিনী।' ভৃঙ্গী যেন বিপিনে প্রস্ফুটিত বিবিধ কুসুমের মধুপানে সতত আসক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিপিনে বিকশিত—

বিবিধ লীলাকুসুমের মকরন্দ-রসাস্বাদনে নিয়ত আসক্তা। 'প্রণয়' শব্দে লীলাভূমিতে শ্রীরাধা-মাধব পরস্পরের দেহ, মন, প্রাণকে এক বলিয়াই মনে করেন বুঝিতে হইবে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর সঙ্গিনী। "রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।" (চৈঃ চঃ)। মাতা-পিতা বা সখাগণের সঙ্গে বিহারকালেও শ্রীমতী সতত শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে খেলা করেন। কখনই শ্রীরাধার স্মৃতি শ্রীকৃষ্ণের অন্তর হইতে বিদূরিত হয় না। তাই তিনিই শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ সঙ্গিনী। শ্রীপাদ শুকমুনিও বলিয়াছেন—"রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ" (ভাঃ ১০।৩০।৩৫) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম ও আপ্তকাম হইয়াও শ্রীরাধার সঙ্গে অখণ্ড বিহার করিয়া থাকেন।

আবার শ্রীমতী "নিজগণ-কুমুদালেঃ কৌমুদী" অর্থাৎ সখী-কুমুদিনীর আনন্দদায়িনী কৌমুদীচ্ছটা। কুমুদকুসুমকে (শালুককে) বিকসিত করিয়া নিরতিশয় আনন্দদান করিয়া থাকে বলিয়া চন্দ্রের কিরণ বা জ্যোৎস্নার অপর একটি নাম 'কৌমুদী'। শ্রীরাধার সঙ্গেই সখীগণের আনন্দ। রাধাবিহনে তাঁহারা ম্লান হইয়া যান। "স্বাত্মনোঽপ্যধিকং প্রেম কুর্ব্বাণান্যোঽন্যমচ্ছলম্। বিশ্রম্ভিণী বয়োবেষাদিভিস্তুল্যা সখী মতা॥" (উঃ নীঃ)। যাঁহারা পরস্পরের প্রতি নিষ্কপটে আত্মা-অপেক্ষাও অধিক প্রীতি করিয়া থাকেন এবং পরস্পরের একান্ত বিশ্বাসভাজন হন, যাঁহাদের বেষ ও বয়সাদির তুল্যতা, তাঁহারাই পরস্পর সখী হইয়া থাকেন।" শ্রীরাধাই সখীগণের জীবাতু। শ্রীপাদ সেই শ্রীরাধাকে একবার ক্ষণকালও দর্শন করিয়া ধন্য হইতে কামনা করেন—

"বৃষভানু-রাজনন্দিনী, ভানুকুলচন্দ্র তুমি, সাধনের ফল পরকাশ।
শ্রীগৌরাঙ্গী রসরঙ্গী, প্রণয়-বিপিন ভৃঙ্গী, কৃষ্ণমুখ-পদ্মেতে বিলাস॥
কুঞ্জে কুঞ্জে বিনোদিনী, কৃষ্ণ-সঙ্গে বিলাসিনী, সখীগণ-কুমুদে কৌমুদী।
নয়নচকোর প্রাণ, দরশন করি দান, ধন্য কর করুণাজলধি॥" ৯॥

টীকা—নিরবধীতি। হে নিরবধি গুণসিন্ধো ন বিদ্যতে অবধিঃ সীমা যস্য এবম্ভূতো যো নির্হেতু দয়ালুতাদি গুণস্তস্য সিন্ধুঃ সমুদ্র ইত্যর্থঃ হে তথাবিধে! হে ভদ্রসেনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আদি বন্ধো স্ব-সজাতীয় সর্ব্বসদ্‌গুণশালিনীত্বেন প্রথমমিত্র। শ্রীকৃষ্ণগুণ সজাতীয়গুণবত্বেন শত্রু-মিত্র উদাসীনতাভাব-শূন্যতয়া মন্নেত্রানন্দ-করণস্যাবশ্যকতা ধ্বনিতা। নন্বু কৃষ্ণসম্বন্ধেনৈব যদ্যহং প্রার্থনীয়া তদা অন্যা অপি তৎ সম্বন্ধিন্যো বিদ্যন্তে কথং তা হিত্বা মামেব প্রার্থয়সে তত্রাহ। হে নিরুপম-গুণবৃন্দ-প্রেয়সীবৃন্দমৌলে নিরুপমং গুণবৃন্দং যস্য এবম্ভূতস্য প্রেয়সীবৃন্দস্য মৌলে ইত্যর্থঃ। মম কিম্ভূতস্য অতিকদন-সমুদ্রে অত্যন্ত দুঃখরূপবারিধৌ মজ্জতো মগ্নস্য ॥ ১০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—সাধকদশায় শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে বিপুল দৈন্য ও আর্তির উদয় হইয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া অপার গুণবতী শ্রীশ্রীরাধারাণীর গুণমাধুর্যের স্মৃতিতে স্বাভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার করুণারই ভরসা করিতেছেন। অভীষ্টদেবের কৃপাই দীন সাধকের স্বাভীষ্টলাভের শ্রেষ্ঠতম আশার আলোক। "আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ। তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ ॥" (চৈঃ চঃ)। 'তোমার করুণা-গুণের স্মৃতিতে মনে হয় আমি দীন অভাজন হইলেও অবশ্য পাইব।' শ্রীপাদ গুণবতী শ্রীমতীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার করুণা কামনা করিতেছেন—'হে অসীম গুণসাগর শ্রীকৃষ্ণের আদি বা প্রথম প্রেমপাত্রি শ্রীরাধে! শ্রীকৃষ্ণের 'আদিবন্ধু' এই উক্তিতে শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিত্য অনাদি-সিদ্ধ প্রেমসম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"সত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল। ত্রিতত্ত্ব-রূপিণী-সাপি রাধিকা প্রাণবল্লভা ॥" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্যানন্দময় হইয়াও বিশ্বের কার্য-কারণ ও তুরীয় এই ত্রিতত্ত্বস্বরূপ, শ্রীরাধাও তেমনি নিত্যানন্দময়ী হইয়া কার্য-কারণ ও তুরীয় স্বভাবস্থিতা। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-কান্তা শ্রীরাধা—অগ্নির দাহিকাশক্তি, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, দুগ্ধের ধবলিমার ন্যায় তত্ত্বে সর্বদা অভিন্ন থাকিয়াও লীলাক্ষেত্রে কান্তারূপে বিরাজমানা। "মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি অগ্নিজ্বালাচয় নাহি কোন ভেদ ॥ তৈছে রাধাকৃষ্ণ দোঁহে একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥" (চৈঃ চঃ)।

"নিরবধি গুণসিন্ধো" এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের যে সব সদ্‌গুণরাজি আছে, তদ্রূপ স্বজাতীয় সকলগুণে শ্রীরাধারাণীও ভূষিতা ইহা সূচিত হইয়াছে। "বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব" (উঃ নীঃ) "কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম রত্নের আকর। অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ কলেবর ॥ যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। যাঁর ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা ॥ যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী। যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার। তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ?" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)।

শ্রীপাদ আরও বলিয়াছেন—"নিরুপম-গুণবৃন্দপ্রেয়সীবৃন্দ-মৌলে" অর্থাৎ 'হে নিরুপম গুণমণ্ডিতা ব্রজকান্তাগণের মুকুটমণি-স্বরূপে!' ব্রজকান্তাগণ সকলেই মহাভাববতী। প্রেমের পরমসার মহাভাব। সেই মহাভাব হইতে যে সকল অলৌকিক গুণমাধুর্যের স্ফুরণ হয় তাঁহারা সকলেই সেই নিরুপম গুণ-মণ্ডিতা। তাৎপর্য এই যে, আনন্দময় পরমপুরুষ শ্রীভগবান্ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা

পরমানন্দরস আস্বাদন করেন এবং ভক্তগণের চিত্তে তুরীয় আনন্দরসের অনুভব প্রদান করেন, তাঁহাকেই হ্লাদিনীশক্তি বলা হয়। "হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥" (চৈঃ চঃ)। হ্লাদিনী অমূর্ত শক্তিরূপে আনন্দঘনতত্ত্বে এবং বৃত্তিরূপে ভক্তিতত্ত্বে নিত্য বিদ্যমান থাকিয়াও পরমপুরুষ শ্রীভগবানকে মধুররসে সেবা করিবার নিমিত্ত স্বরূপের বহির্দেশে মূর্তিমতীরূপে নিত্য অবস্থান করিয়া ভগবৎপ্রিয়া বা ভগবৎকান্তারূপে পরিচিতা হন। এই সমস্ত ভগবৎপ্রিয়াগণ প্রধানতঃ পরমস্বীয়া, স্বকীয়া এবং পরকীয়া ভেদে ত্রিবিধ। বৈকুণ্ঠে শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতি পরমস্বীয়া, অযোধ্যাতে শ্রীসীতা, দ্বারকায় শ্রীরুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি স্বকীয়া এবং ব্রজে গোপীগণই পরকীয়াকান্তারূপে প্রসিদ্ধা। এই পরকীয়ভাবেই শৃঙ্গাররসের সমধিক উচ্ছ্বাস বা আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং পরকীয়ভাবেই প্রেম মহাভাবকক্ষায় আরূঢ় হইতে পারে। এই মহাভাব হইতে যে সব অলৌকিক গুণাবলীর প্রকাশ হয়, ইহার তুলনা অপর কোন ভগবৎকান্তাগণেই সম্ভবপর নহে। সেই মহাভাববতী ব্রজকান্তাগণের মুকুটমণিস্বরূপা শ্রীরাধা। ইনি সাক্ষাৎ মহাভাবস্বরূপিণী। সকল গোপীগণ-মধ্যে প্রেমের বৃত্তি প্রচুররূপে বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীরাধা তাহার সারাংশ উদ্রেকময়ী। শ্রীরাধার মধ্যেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা অনন্যসাধারণ **'মাদনাখ্য'** মহাভাব বিরাজমান্। তাই তিনি গোপীগণের শিরোরত্ন-স্বরূপা।

"অতিকদন-সমুদ্রে মজ্জতো হা কৃপাদ্রে' ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্" 'হে দয়াময়ি! ঈশ্বরি! আমি অতি দুঃখের সিন্ধুতে মগ্ন হইতেছি একবার দর্শনদানে এই দুঃখের সিন্ধু হইতে উদ্ধার করিয়া নেত্রানন্দ বিধান কর।' বিশ্বের জলময়সিন্ধুতে যাহারা ডুবিয়া যায়, তাহারা আশ্রয়হীন হইয়া প্রাণ-হারায় ঠিকই, কিন্তু রঘুনাথ বিরহ-দুঃখের সিন্ধুতে ডুবিয়াছেন, জলের সিন্ধুতে নহে। এই বিরহ-বিষাদ-সাগরের উপরে স্তরে স্তরে যে ভয়াবহ তরঙ্গমালার উচ্ছ্বসিত নৃত্য, তাহা এই মর্তলোকে সিন্ধুতে কুত্রাপি সম্ভবপর নহে। ইহা কেবল সুরসিক রাগমার্গীয় সাধকভক্তগণের ধ্যেয় বা যৎকিঞ্চিৎ অনুভবগম্য। শ্রী-রাধারাণীর বিরহজ্বালা তিনি ভিন্ন অপর কেহই প্রশমিত করিতে পারেন না। তাই রাধাগতপ্রাণ শ্রীপাদ রঘুনাথ রাধা-বিরহে অধীর হইয়া সেই বিরহবেদনা শান্তির নিমিত্ত ক্ষণকাল শ্রীমতীর দর্শন কামনা করিতেছেন—

"হে রাধে গুণসিন্ধু কৃষ্ণ-প্রিয়তমা।
গোবিন্দের আদি বন্ধু কে জানে মহিমা ॥

সর্ব্বগুণ-রত্নখনি যত সখীগণ।
সখীর মুকুটমণি অপূর্ব্ব দর্শন ॥

দুঃখের সমুদ্রে পড়ি ডাকি কাতরেতে।
"অপার করুণাময়ী" ব্রজমণ্ডলেতে ॥

ক্ষণকাল নেত্রদ্বয়ে দিয়া দরশন।
আনন্দিত কর মোরে এই নিবেদন ॥" ১০ ॥

নটয়তি রুচিনান্দীমুন্নয়ন্ সূত্রধার-প্রবর ইব রসজ্ঞা নর্ত্তকীং রঙ্গরূপে।
রসবতি দশকেঽস্মিন্ প্রেমপূরাভিধে যঃ স সপদি লভতে তৎ দ্বন্দ্বরত্নপ্রসাদম্ ॥ ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীপ্রেমপূরাভিধস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ – যিনি শ্রেষ্ঠ সূত্রধারের ন্যায় রুচিরূপ নান্দীপাঠ বা মঙ্গলাচরণপূর্বক এই রসময় প্রেমপূর নামক রঙ্গালয়ে জিহ্বারূপ নর্তকীকে নৃত্য করাইবেন, অর্থাৎ প্রীতিপূর্বক এই দশক পাঠ করিবেন, তিনি শীঘ্রই যুবদ্বন্দ্বরত্ন শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রসাদ লাভে ধন্য হইবেন ॥ ১১ ॥

টীকা—এতৎ পঠন-ফলমাহ—নটয়তীতি। যো রুচিনান্দীম্ উন্নয়ন্ অঙ্গীকুর্ব্বন্ সূত্রধার-প্রবর ইব প্রেমপূরাভিধেঽস্মিন্ দশকে রসজ্ঞা নর্ত্তকীং জিহ্বারূপ-নটিনীং নটয়তি নর্ত্তযতি স সপদি তৎক্ষণাদেব তদ্দ্বন্দ্বরত্নপ্রসাদং প্রসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ-রূপ রত্ন-যুগ্ম-কৃপাং লভতে ইত্যন্বয়ঃ। দশকে কিম্ভূতে রঙ্গরূপে নাট্য-যোগ্যস্থানরূপে পুনঃ কিম্ভূতে রসবতি রসবিশিষ্টে ॥ ১১ ॥

॥ ইতি প্রেমপূরাভিধস্তোত্র-বিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্র পাঠের ফলশ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন। এই প্রেমপূর-নামক দশক পরম রসময়, কারণ ইহাতে শ্রীশ্রীরাধামাধবের মধুরাতিমধুর রহস্যময় শৃঙ্গারলীলামাধুরী বর্ণিত হইয়াছে। একে তো শৃঙ্গাররস অখিল রসের রাজা, তদুপরি সুদিব্য নায়ক-নায়িকা সাক্ষাৎ শৃঙ্গার শ্রীকৃষ্ণও মাদনাখ্য প্রেমবতী শ্রীরাধার মহামাধুর্যময় মিলনমাধুরী এই স্তোত্রে বর্ণিত। সুতরাং এই স্তব চিন্ময় লীলারসপূর্ণ। কিন্তু যাঁহারা শ্রীশ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত রসলীলায় রুচিশীল, অর্থাৎ তাদৃশ পরম মহদ্গণের কৃপায় শ্রীরাধাকিঙ্করী বা মঞ্জরীভাবে শ্রীযুগল-লীলামাধুরীতে শ্রদ্ধাবান্—তাঁহারাই এই স্তোত্র পাঠের যোগ্য অধিকারী। পাঞ্চভৌতিক জড়ীয় নর-নারীদেহের কথা বিস্মৃত হইয়া অন্তশ্চিন্তিত ভাবদেহে বা মঞ্জরীস্বরূপে অভিমান স্থাপন করিতে না পারিলে শ্রীশ্রীরাধামাধ-বের শৃঙ্গারলীলা-রসাস্বাদনে রুচি জাত হয় না। যিনি মঞ্জরীভাবাবিষ্টচিত্তে প্রীতিপূর্বক এই দশক পাঠ করিবেন—তিনি শীঘ্রই মঞ্জরীভাবাভিমানে মত্ত হইয়া অপ্রাকৃত লীলামিথুন শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রসাদলাভে ধন্য হইবেন সন্দেহ নাই। শ্রীপাদ রঘুনাথের এই সিদ্ধবাণী বা করুণার আশীর্বাদ কাব্যমাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া বিশ্বের মঞ্জরীভাব-সাধকগণের প্রতি শতধারে ঝরিয়া পড়িয়াছে! ধন্য শ্রীগোস্বামিপাদগণের করুণা! ১১॥

"রসপূর্ণ "প্রেমপূর" রঙ্গালয় সম। সূত্রধার-রূপে যেই অতি ভাগ্যবান্ ॥
"প্রেমপূর" দশ অঙ্কে অতি সমাদরে। জিহ্বা-রূপ নটিনীকে নাচায় বারে বারে ॥
বৃন্দাবনে যুগলরত্ন শ্রীরাধা-গোবিন্দ। প্রসাদস্বরূপ তারে দেয় প্রেমানন্দ ॥" ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীপ্রেমপূরাভিধস্তোত্রের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

গ্রন্থকর্ত্তুঃ প্রার্থনা

সুবলসখাধরপল্লব-সমুদিত-মুগ্ধমাধুরীলুব্ধাম্ ।
রুচিজিত-কাঞ্চনচিত্রাং কাঞ্চনচিত্রাং পিকীং বন্দে ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যিনি সুবলসখা শ্রীকৃষ্ণের অধরপল্লবে বিকসিত মধুর ও মুগ্ধ-মাধুর্যে লুব্ধ হইয়াছেন, যাঁহার অঙ্গের কান্তি সুবর্ণ-ঘটিত চিত্রের প্রভাকে পরাজিত করিয়াছে ; সেই বিচিত্র স্বর্ণ-কোকিলা শ্রী-রাধাকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

টীকা—স্তবন সময় এব । অকস্মাদাবির্ভবন্তং তন্মিথুনং নমস্করোতি দ্বাভ্যাম্ । তত্র প্রথমতঃ শ্রীরাধিকাং নমতি-সুবলেতি । কাঞ্চনখ্যাতাং চিত্রাম্ আশ্চর্য্যাং পিকীং কোকিলাম্ অর্থাৎ শ্রীরাধিকাং বন্দে নমামি । কিম্ভূতাং রুচিনা কান্ত্যা জিতং কাঞ্চনঘটিত চিত্রং যয়া তাম্ । পক্ষে কৃষ্ণবর্ণায়াঃ কোকি-লায়াঃ কাঞ্চনবর্ণত্বেন চিত্রতা । পুনঃ কিম্ভূতাং সুবলসখস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যদধরপল্লবং তত্র সমুদিতং প্রকাশমানং যন্মধু তেন মুগ্ধা সুন্দরী যা মাধুরী মাধুর্য্যং তত্র লুব্ধাম্ । পক্ষে সুবলসখাধর ইব যৎ পল্লবম্ ইত্যাদি অন্যৎ সমানম্ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত-মন যুগলমাধুর্যের স্রোতে অসীমের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে ! শ্রীশ্রীরাধামাধব যেন শ্রীপাদের অন্তর জুড়িয়া বসিয়াছেন । তাঁহাদের রূপ, গুণাদির মাধুর্য-তরঙ্গে চিত্ততরীখানি ডগমগ করিতেছে ! তাহারই রসোদ্গার এই প্রার্থনার চারিটি শ্লোকে সংক্ষেপতঃ প্রকাশ করিতেছেন । প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যে লুব্ধা কাঞ্চনপিকী শ্রীরাধার বন্দনা করিতেছেন অপূর্ব ও অলৌকিক কাব্যকলা সমাবেশে সামাজিকের চিত্তকে রসস্রোতে ভাসাইয়া ।

শ্রীপাদ স্ফুরণে দেখিতেছেন—সম্মুখে একটি মধুর কুঞ্জবন । শ্রীমতী রাধারাণী দুই তিনটি সখীসঙ্গে কুসুমচয়নরতা । কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ ছায়ার মত শ্রীমতীর পিছনে । প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের সহিত মিলন-কামনাতেই কুসুমচয়ন-ব্যপদেশে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেন শ্রীমতী । শ্যামসুন্দরও শ্রীমতীর অলৌ-কিক অঙ্গগন্ধ পাইয়া সখীসহ শ্রীরাধার আগমন বুঝিয়া সেই দিকেই আসিতেছেন । সুবলসখার স্কন্ধে বামবাহু বিন্যাস করিয়া সহাস্যবদনে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে আসিতেছেন । অধর-মঞ্জ-রীতে অসীম সুষমারাশি প্রকাশিত হইতেছে ! সৌন্দর্য-মাধুর্যে দিগন্ত উজলিত !

> "সিন্দূরসুন্দরতরাধরমিন্দুকুন্দমন্দার-মন্দহসিতদ্যুতিদীপিতাংশম্ ।
> বন্যপ্রবালকুসুমপ্রচয়াবকৢপ্তগ্রৈবেয়কোজ্জ্বল-মনোহর-কম্বুকণ্ঠম্ ॥
> মত্তভ্রমদ্ভ্রমরজুষ্ট-বিলম্বমান-সন্তানক-প্রসবদাম-পরিষ্কৃতাংশম্ ।
> হারাবলী-ভগণরাজিতপীবরোরো-ব্যোমস্থলী-ললিতকৌস্তুভভানুমন্তম্ ॥

শ্রীবৎসলক্ষণ-সুলক্ষিতমুন্নতাংসমাজানুপীন-পরিবৃত্ত-সুজাতবাহুম্।
আবন্ধুরোদরমুদারগভীরনাভিং ভৃঙ্গাঙ্গনানিকরবঞ্জুল-রোমরাজিম্॥”

(ক্রমদীপিকা—৩।১০-১২)

“শ্রীকৃষ্ণের অধর সিন্দূর-অপেক্ষাও সুন্দর, চন্দ্রকিরণ, কুন্দপুষ্প ও মন্দারকুসুম-সদৃশ শুভ্র মন্দহাস্যে বদনখানা উজ্জলিত। শঙ্খের ন্যায় কণ্ঠদেশ নবপল্লব ও পুষ্পদ্বারা বিরচিত কণ্ঠাভরণে দীপ্তিমান্। দুইস্কন্ধ চঞ্চল ও মত্ত ভ্রমরনিকর-কর্তৃক সেব্যমান আপাদ-লম্বিত সন্তানক কুসুমের মালায় সুশোভিত! হারাবলী-রূপ তারকানিকরশোভিত তাঁহার বিশাল বক্ষোরূপ নভমণ্ডলে তপনের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে মনোহর কৌস্তুভমণি। বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, স্কন্ধদেশ সমুন্নত, গোলাকার, পুষ্ট ও সুন্দর বাহুযুগল আজানু-লম্বিত। উদর ঈষৎ উন্নতানত, নাভিস্থল- প্রশস্ত ও গভীর, তাহাতে রোমাবলী ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে।” অফুরন্ত সুধার আধার শ্রীকৃষ্ণের অধর-দর্শনে স্বভাবতঃই ব্রজবালাগণের লালসার অনন্ত তরঙ্গ সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে! সেই দুরন্ত লালসায় অধরসুধা-বিহনে তাঁহারা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। রাসরজনীতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবাণী শ্রবণে বলিয়াছিলেন—

“সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥”

(ভাঃ ১০।২৯।৩৫)

“হে কৃষ্ণ! তোমার সহাসদৃষ্টি ও মধুর মুরলীরবে আমাদের হৃদয়ে যে কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা তোমারই অধরামৃতরসসেচনে নির্বাপিত কর। তাহা না হইলে হে সখে! আমরা তোমার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তোমার চরণ ধ্যান করিতে করিতে জন্মান্তরেও তোমার চরণসান্নিধ্যে উপনীত হইব।”

শ্রীকৃষ্ণ বামহস্ত সুবলের স্কন্ধে বিন্যাস করিয়া ডানহস্তে একটি লীলাকমল সঞ্চালন করিতে করিতে শ্রীরাধারাণীর প্রতি কটাক্ষ-সঞ্চার করিয়া সহাস্যবদনে সুবলের সহিত আলাপ করিতে করিতে আসিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অধর-মঞ্জরীর সুষমা-দর্শনে বিচিত্র কাঞ্চনপিকী শ্রীমতী লুব্ধা। বসন্তকালে কোমল আম্রমঞ্জরী-দর্শনে যেমন পিকী বা কোকিলা প্রলুব্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ চিত্র বা আশ্চর্য* কাঞ্চন-কোকিলা-শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অধর-মঞ্জরীর অফুরন্ত সুষমা-দর্শনে নিরতিশয় প্রলুব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। দেহবল্লরীতে কত শত ভাবকুসুমের বিকাশ। শ্রীঅঙ্গ হইতে স্বর্ণকান্তিধারা সমুৎসারিত হইতেছে। অবহিত্থা বা ভাবগোপনের জন্য শ্রীমতী সখীগণের সঙ্গে নানাকথা আলাপ করিতেছেন। কোকিলকণ্ঠ-নিন্দি শ্রীমতীর কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে প্রলুব্ধ শ্রীপাদ তাঁহাকে স্বর্ণপিকীরূপে অনুভব করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীমতীর দেহে

---

* কোকিলা কৃষ্ণবর্ণ-ই হইয়া থাকে। শ্রীরাধা কাঞ্চনবর্ণা কোকিলা বলিয়া চিত্র বা আশ্চর্য কোকিলা।

বৃষরবিজাধরবিম্বী-ফলরসপানোৎকমদ্ভুতং ভ্রমরম্।
ধৃতশিখিপিঞ্ছকচূলং পীতদুকূলং চিরং নৌমি॥ ২॥

অনুবাদ—যিনি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার অধররূপ বিম্বফলের রসাস্বাদনে সমুৎসুক সেই অদ্ভুত ভ্রমর শিখিপিঞ্ছমৌলি পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি॥ ২॥

টীকা—ততঃ শ্রীকৃষ্ণং নমতি—বৃষরবিজেতি। বৃষ রবিজাধর-বিম্বীফল-রসপানোৎকমদ্ভুতং ভ্রমরং নৌমি স্তৌমি। বৃষরবি র্বৃষভানুস্তস্মাজ্জাতা যা রাধিকা তস্যা যোঽধরঃ স এব বিম্বীফলম্ আরক্তফল-বিশেষং তত্র যো রসস্তস্য পানায় উৎকং সাভিলাষমিত্যর্থঃ। ভ্রমরস্য ফলে রসপানাপ্রসিদ্ধেরদ্ভুতত্বম্। ধৃতেতি ধৃতা পিঞ্ছকেন ময়ূরপুচ্ছেন সহিতা চূলা চূড়া যেনেত্যর্থঃ। পুনঃ কিন্তু্তং পীতে দুকূলে যস্য তং পরার্দ্ধার্থ-সম্বন্ধে-নাপি ভ্রমরস্যাদ্ভুতত্বং তত্তু স্পষ্টমেব॥ ২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—কি চমৎকার শ্রীপাদ রঘুনাথের যুগলমাধুর্য-রসাস্বাদনের পরিপাটি! যে মাধুরী মহাভাবাখ্য প্রেমবিভাবিত নয়নে যৎকিঞ্চিৎ দৃশ্য বা আস্বাদ্য স্বপ্রকাশ সেই যুগলমাধুরী অফুরন্ত সুষমা লইয়া শ্রীপাদের অন্তরে বাহিরে স্বয়ং স্ফুরিত হইতেছেন। এই অবস্থা যে কি আনন্দময় তাহা কে বলিতে পারে? পূর্বশ্লোকে শ্রীপাদ যে লীলার ভিতরে তাঁহার পরমাভীষ্ট শ্রীরাধারাণীকে কাঞ্চনপিকীরূপে অনুভব করিয়াছেন, এই শ্লোকে সেই লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণকে অদ্ভুত ভ্রমররূপে অনুভব করিতেছেন।

বিবিধ ভাবালঙ্কারে ভূষিতা অদ্ভুত মাধুর্যবতী শ্রীরাধার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ যন্ত্রিতের বা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রীরাধার সমীপে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ কিঙ্করীরূপে শ্রীরাধার নিকটে অবস্থান-করত শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের অভিলাষ সবই বুঝিতেছেন। শ্রীরাধার অধর-বিম্বফলের রসাস্বাদনে তিনি সমুৎসুক। ঔৎসুক্য তাঁহার নয়নে বদনে অভিব্যক্ত! তাঁহার অন্তরের অখণ্ডপ্রেমই যেন শ্রীমতীর অধরবিম্বরূপে বাহিরে প্রকাশিত। তাই প্রেমরসাস্বাদনলোলুপ শ্রীকৃষ্ণের তাহাতে এতাদৃশ লোভ! মহাজন বলিয়াছেন—

"বন্ধোর্হরেজীবতয়াস্য তত্তা প্রেম্ণো বহির্বিম্বতয়া তথাস্য।
রাধাধরোষ্ঠাবিতি বন্ধুজীববিম্বৌ স্বয়ং তন্নহি সাম্যমাভ্যাম্॥" (গোঃ লীঃ ১১।৭৮)

সহসা জাড্যভাবের উদয় হইয়াছে। চিত্রলেখার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিলে মনে হয় কোন নিপুণ শিল্পী আকাশপটে সুবর্ণের একটি মনোহর চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছে! শ্রীপাদ স্বরূপাবিষ্টদশায় সেই আশ্চর্য কাঞ্চন-কোকিলার বন্দনা করিতেছেন—

"সুবলের সখা কৃষ্ণ-অধর-পল্লব। যাহার মাধুর্যরাশি নিত্য নব নব॥
সে অধর দরশনে মুগ্ধ গৌরাঙ্গিণী। কৃষ্ণকেলি আরাধিকা রাধা-ঠাকুরাণী॥
কাঞ্চন-কোকিলা সেই সোণার প্রতিমা। রাধা-পাদপদ্ম নিত্য করিয়ে বন্দনা॥" ১॥

জিতঃ সুধাংশুর্যশসা মমেতি গর্ব্বং মুধা মা বহ গোষ্ঠবীর।
ত্বদারিনারী-নয়নাম্বুপালী জিগায় তাতং প্রসভং যতোঽস্য ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে গোষ্ঠবীর শ্রীকৃষ্ণ! 'আমার কীর্ত্তিনিচয় চন্দ্রকেও জয় করিয়াছে'—এইপ্রকার বৃথা গর্বভার আর বহন করিও না। যেহেতু তোমার অরি-রমণীগণের অবিচ্ছিন্ন শোকাশ্রুধারা চন্দ্রের জনক সমুদ্রকেও জয় করিয়াছে ॥ ৩ ॥

টীকা—তদ্‌যুব-মিথুনাবির্ভাবানন্দিত-হৃদয়ো ব্যাজস্তুত্যা শ্রীকৃষ্ণং স্তৌতি—জিত ইতি। হে গোষ্ঠবীর! মম যশসা সুধাংশুশ্চন্দ্রোজিত ইতি মুধা মিথ্যা গর্ব্বমহঙ্কারং মা বহ তত্র কারণমাহ। যত-স্ত্বদারি-নারীনয়নাম্বুপালী কর্ত্রী অস্য সুধাংশোঃ পিতরং সমুদ্রং প্রসভং হঠাৎ জিগায় জিতবতী। অরয়ঃ শত্রবস্তেষাং যা নার্য্যাস্তাসাং যা নয়নজলশ্রেণীত্যর্থঃ। ত্বন্মারিত শত্রুস্ত্রীণাং শোকাশ্রুভিঃ স্বপ্রাচুর্য্যেণ সমুদ্রস্তিরস্কৃত ইতি ব্যাজস্তুত্যলঙ্কারেণ উদাত্তালঙ্কারো ব্যঞ্জিতঃ উভৌ স্পষ্টৌ ॥ ৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদের স্ফুরণধারা একভাবেই চলিয়াছে। লীলারসে চিত্তটি ডুবিয়া আছে। নয়ন-সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে লীলার কত শত মধুময়ী ছবি! মিলন-বাসনায় অধীর শ্রীযুগলকে

"বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণের জীবনস্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধার অধরের বন্ধুজীবতা এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধার ওষ্ঠের বিম্বতা প্রকাশ পাইতেছে। অতএব শ্রীরাধার অধরোষ্ঠই প্রকৃত বন্ধুজীব ও বিম্ব, জগতের বন্ধুজীবকুসুম ও বিম্বফলের সহিত তাই তাহার কোন তুলনাই হইতে পারে না।" ক্ষুধাতুর ভৃঙ্গ যেমন কুসুমের মধুপানের নিমিত্ত লোলুপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীরাধার অধর-বিম্বের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণভৃঙ্গের লোভ জাত হইয়াছে। ভৃঙ্গ ফুলের মকরন্দই আস্বাদন করিয়া থাকে, তাহার ফলের রসা-স্বাদনের শক্তি নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভৃঙ্গ শ্রীরাধার অধরবিম্বফলের রসাস্বাদনে লোলুপ বলিয়া তাঁহাকে 'অদ্ভুত ভ্রমর' বলা হইয়াছে! এই শ্লোকে—

শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণকে শিখিপিঞ্ছমৌলি ও পীতাম্বরধারিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 'শিখিপিঞ্ছমৌলি' বলিয়া বিলাসের সূচনা করা হইয়াছে। "মদশিখিপিঞ্ছলাঞ্ছিতমনোজ্ঞকচপ্রচয়ম্।" (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্) "যাঁহার কেশকলাপ মদমত্ত ময়ূরপুচ্ছে লাঞ্ছিত হইয়া সাতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে।" নবঘনকান্তি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে যে সব ময়ূর আনন্দমত্ত হইয়া বিপুল নৃত্য করিতে থাকে, তাঁহাদের স্খলিত পুচ্ছ কেশপাশ ভূষিত করায় ব্রজসুন্দরীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণেরও অনঙ্গ-মদ-মত্ততা সূচিত হয়। শ্রীরাধারাণীর বর্ণসাম্যে শ্রীকৃষ্ণ পীতাম্বর পরিধান করেন, ইহাতে তাঁহার প্রিয়াজীর প্রেমবশ্যতা সূচিত হইয়া থাকে। স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদ বলিতেছেন—"এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি সতত প্রণাম করি!"

"বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধার অধর। বিম্বফল-সমতুল আরক্ত সুন্দর ॥
আস্বাদনে মধুপূর রস বিম্বাধর। সর্ব্বদা উৎসুক যিনি মত্ত মধুকর ॥
সেই শিখিপিঞ্ছমৌলী পীতাম্বর হরি। পুনঃ পুনঃ পাদপদ্মে নমস্কার করি ॥" ২ ॥

কুঞ্জে কুঞ্জে পশুপবনিতাবাহিনীভিঃ সমন্তাৎ
স্বৈরং কৃষ্ণঃ কুসুমধনুষো রাজ্যচর্চ্চাং করোতু।
এতৎ প্রার্থ্যং সখি মম যথা চিত্তহারী স ধূর্ত্তো
বদ্ধং চেতস্ত্যজতি কিমু বা প্রাণমোষং করোতি ॥ ৪ ॥

নিকটবর্তি একটি গোপনকুঞ্জে মিলিত করিয়াছেন সখীগণ। নিবিড় যুগল-বিলাস। কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়া শ্রীপাদ কিঙ্করীরূপে আস্বাদন করিয়াছেন অপূর্ব যুগল বিলাসমাধুরী। লীলাবসানে যুগল কুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কুঞ্জপ্রাঙ্গণে একটি রত্নবেদিকায় উপবেশন করিয়াছেন। সখীগণসঙ্গে নানাবিধ হাস্য-পরিহাসরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে! শ্রীপাদ কিঙ্করীরূপে বীজনাদি সেবা করিতে করিতেই সসখী যুগলের পরিহাসরসমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। বিবিধ পরিহাসের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে সখীসমাজে শ্রীকৃষ্ণ আপনার শ্লাঘা প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'সখীগণ! আমার অমল যশোরাশি চন্দ্রের শুভ্রতাকেও জয় করিয়া সর্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে।' শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে শ্রীরাধারাণী নয়ন-ইঙ্গিতে ব্যাজস্তুতিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য কিঙ্করীরূপে বীজনরত শ্রীপাদকে আদেশ করিয়াছেন। কিঙ্করী বলিতেছেন—'হে গোষ্ঠবীর শ্রীকৃষ্ণ! তোমার অমল যশোরাশি চন্দ্রকে জয় করিয়াছে, এইরূপ বৃথা গর্বভার বহন করিও না। কারণ তোমার শত্রু-স্ত্রীগণের নয়নের অবিচ্ছিন্ন শোকাশ্রুধারা চন্দ্রের পিতা সমুদ্রকেও জয় করিয়াছে।' ইহাই ব্যাজস্তুতি। নিন্দাছলে মহিমাপ্রকাশ অর্থাৎ তুমি এতই শত্রুনিধন করিয়াছ যে, তাহাদের রমণীগণের শোকাশ্রুনীরে চন্দ্র যাহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সমুদ্রেরও পরাভব হইয়াছে। নয়নাশ্রু লবণাক্ত, সমুদ্রের জলও লবণাক্ত। তাই মনে হয় তাহাদের অশ্রুতেই সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে ইহাই ব্যঞ্জনা। সখীর কক্ষায় থাকিয়াই কিঙ্করী। তাই পরিহাসরসেও কোন সঙ্কোচ নাই। কিঙ্করীর কথা শ্রবণে সখীসহ শ্রীমতী হাসিতেছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—'এতাদৃশ মাধুর্যময় লীলায় কি এই প্রকার ঐশ্বর্যসংঘটিত ব্যাজস্তুতি রসাবহ হইতে পারে?' এই জাতীয় শঙ্কা নিরসনের জন্যই 'গোষ্ঠবীর' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। গোষ্ঠে বা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল অসুরাদি নিধন করিয়াছেন, তাহা সব মাধুর্যময় গোষ্ঠবিহারের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে মাধুর্য-ভাবসম্পন্ন ব্রজবাসিগণের অন্তরে কিছুমাত্র ঐশ্বর্যজ্ঞানের লেশও জন্মায় নাই। তাঁহাদের প্রেমের ধারণায় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নারায়ণীশক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া অসুরমারণাদি কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহা কোমলদেহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু বিরহে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এবং পরিহাসাদিকালে কখনও কখনও ইহা শ্রীকৃষ্ণের কার্য বলিয়া ইঁহারা মুখে বলিয়া থাকেন মাত্র। বস্তুতঃ ইহাতে তাঁহাদের মাধুর্যজ্ঞানের কোনরূপ হানি হয় না।

"চন্দ্রকে করিল জয় মোর যশোরাশি"। মিথ্যা গর্ব্ব করিওনা "গোষ্ঠবীর" শশী ॥
তব অরি-নারী-নেত্রে যেই ধারা বয়। চন্দ্র-পিতা সমুদ্রকে করিয়াছে জয় ॥" ৩ ॥

অনুবাদ—হে সখি! গোপবালারূপ সৈন্যগণসহ স্বেচ্ছাবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে কুঞ্জে মদনরাজের রাজ্যবিষয়ক চর্চা করেন করুন, কিন্তু আমার এই প্রার্থনা যে—চিত্তহারী সেই ধূর্ত তাঁহাতে বদ্ধচিত্ত আমায় যদি ত্যাগ করেন, তাহা হইলে যেন আমার প্রাণকেই হরণ করেন, কারণ তাঁহার বিরহ অতি দুর্বিসহ ॥ ৪ ॥

টীকা—স্বানুভব তদ্‌যুগলসেবন সাক্ষাদনুভবে কাল-বিলম্বাসহমানঃ স্বাতিদৈন্যেন প্রার্থিত বিশেষং নিবেদয়তি—কুঞ্জে ইতি। সখীতি স্বসঙ্গিনাং কস্যাপি সম্বোধনং ততঃ সখে ইত্যুক্তে আত্মনোঽতিকাতর্য্যেণ সখীতি প্রয়োগঃ। হে সখি! স ধূর্ত্তঃ কৃষ্ণঃ কুঞ্জে কুঞ্জে পশুপবনিতাবাহিনীভির্গোপস্ত্রীসেনাভিঃ সহ কুসুমধনুষঃ রাজ্যচর্চ্চাং স্বৈর যথাস্যাত্তথা করোতু কিন্তু এতৎ প্রার্থ্যং কিং তত্তত্রাহ। চিত্তহারী স মম বদ্ধং চেতো যথা ত্যজতি কিমু বা মম প্রাণমোষং প্রাণনাশং যথা করোতি তথা বিহরত্বিতি। অলভ্যবস্তুপ্রতি চিত্তোৎকণ্ঠা কেবলং দুঃখবহেতি। দুঃখজীবিতাত্তু মরণমেব শ্রেয়ঃ ইতি চ দৈন্য পরাকাষ্ঠেতি ধ্বনিঃ। কিন্ত্বিতি ন্যূনপদতা তু বিষাদোক্তৌ দোষতাং ন বহতি ॥ ৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদের স্ফূর্তির বিরাম হয় নাই। স্ফূর্তির দেবতা তাঁহার চিত্তে যেন আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। অসীম আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়সিন্ধুতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে কত শত ভাব-তরঙ্গ। সাধকের সাধন-জীবনেও একটু আধটু অনুভূতি আসা চাই। অনুভবই আশার আলোক। ইষ্টদেব ক্রমশঃ উত্তম অনুভূতি দিয়া সাধকের চিত্ত-মনকে ভাবরাজ্যে টানিয়া নেন। ভক্তের হৃদয়াকাশে আশা-নিরাশার মেঘের কোলে শ্রীভগবান্ ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণকালের জন্য স্ফুরিত হইয়া থাকেন। সেই স্ফূর্তিজনিত আনন্দে অসীম দুঃখও ভক্তের সুখের হইয়া থাকে। দর্শনাকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। তখন মনে হয়, চিরবিরহের আঁধার ছিল ভাল, এখন ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোক সে আঁধার আরও নিবিড়তম করিয়া তুলিল! তখন একাকী নির্জনে প্রিয়তমের ধ্যানই ভক্তের জীবাতু হইয়া থাকে। ক্রমশঃ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ধ্যানপ্রবাহ উপস্থিত হয়। কখনো বা প্রিয়তমের জন্য চিত্ত এতই চঞ্চল হয় যে, তাঁহার ধ্যানও যেন অসম্ভব হইয়া উঠে। আর কিছুই ভাল লাগে না। বিশ্ব শূন্য শূন্য মনে হয়। যিনি ভক্তের বিরহী-জীবনে আদি, অন্ত ও মধ্যে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহাদের চিত্তকে সর্বতোভাবে নিজের দিকে টানিয়া নেন—তিনিই তখন ভক্তের একমাত্র স্পৃহণীয় হইয়া থাকেন। ভাব-রাজ্যের ইহা একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত স্তর।

শ্রীপাদ স্ফূর্তির মধ্যে সখীসমাজে শ্রীরাধারাণীর ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাজস্তুতিতে পরিহাস করিয়াছেন। ক্রমশঃ শ্রীরাধার অন্যান্য সখীগণ এবং অপরাপর গোপীগণও আসিয়া মিলিয়াছেন। কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অদ্ভুত বিহার চলিতেছে। বিহারের মাধুর্যে কিঙ্করীর চিত্ত-মন সমাকৃষ্ট! ইহাই যেন কিঙ্করীরূপা শ্রীপাদের জীবাতু বলিয়া মনে হইতেছে। তখন তাঁহার সমপ্রাণা এক সখীর নিকটে প্রাণের কথা বলিতেছেন—'দেখ সখি! স্বতন্ত্রলীল শ্রীকৃষ্ণ কেমন গোপবধূরূপ সৈন্যগণ-

সহ কুঞ্জে কুঞ্জে মদনরাজের রাজ্যবিষয়ক আলোচনা করিয়া বেড়াইতেছেন। বৃন্দাবনে প্রাকৃত মদনের অবস্থান নাই। এখানে শ্রীকৃষ্ণই অপ্রাকৃত নবীনমদন। গোপবধূগণ মহাভাবের ছবি। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ শৃঙ্গার শ্রীকৃষ্ণের মহাতত্ত্বময় বিহারমাধুরী ভাগবত পরমহংসগণের ধ্যানধ্যেয়-বস্তু এবং সাধ্য-সাধনার চরম আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ্। গোপবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ভক্ত ও ভগবানের পরমরহস্য-ময় মিলনমাধুরী-ব্যতীত আর কিছুই নহে। মধুররসাশ্রয়ী ভক্তের চিত্তমন এই মাধুর্যাস্বাদনের স্রোতে যে কোথায় ভাসিয়া যায়, তাহা এই রসের সংস্কার-সম্পন্ন ভক্তই কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। ইহার ন্যায় লোভনীয় সম্পদ্ অধ্যাত্মরাজ্যে আর কিছুই নাই।

শ্রীপাদ মহাভাবরাজ্যে। শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিহারমাধুর্যে প্রলুব্ধ হইয়া কিঙ্করীরূপে সমপ্রাণা সখীর নিকট বলিতেছেন—'সখি! যদি এই চিত্তহারী হরি আমায় ত্যাগ করেন, তবে তিনি যেন কৃপা করিয়া আমার প্রাণই হরণ করেন—তাঁহার শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা। কারণ এই লীলারস যাঁহারা একবার আস্বাদন করিয়াছেন, ইহার বিরহে তাঁহাদের প্রাণে যে কি কষ্ট বা দুঃখ হয়, তাহা কাহারো ধারণা-গোচর হইতে পারে না। গোপীসহ গোপীনাথের বিরহ অতি দুর্বিসহ। ইহা ভোগ করিবার পূর্বেই যেন প্রাণবিয়োগ হয়—শ্রীহরির নিকট ইহাই প্রার্থনা করি।' প্রশ্ন হইতে পারে, তিনি করুণাময়, তিনি আপনাকে ত্যাগ করিবেন এইরূপ অসঙ্গত আশঙ্কা আপনার মনে কিরূপে জাগিল? তাই বলিয়াছেন—তিনি যে ধূর্ত ধূর্ততাবশতঃ যদি কখনো ত্যাগ করেন, তখন যেন এই সেই হরি এই দেহ হইতে প্রাণকে হরণ করেন। প্রার্থনাটি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইলেও শ্রীরাধাপাদপদ্মনিষ্ঠ শ্রীপাদের যুগল-মাধুরী আস্বাদনের নিমিত্তই এতাদৃশ লোভ জানিতে হইবে।

"কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীগোবিন্দ গোপীসেনা-সঙ্গে।
স্বচ্ছন্দ বিহার করু স্মর-কেলি রঙ্গে ॥
স্বেচ্ছাময় হরিপদে এ মোর প্রার্থনা।
ওগো সখি! তোরে কহি মরম-বেদনা ॥
তাঁতে বদ্ধ হিয়া মোরে যদি ছাড়ি যায়।
তার পূর্ব্বে প্রাণ যেন হরে করুণায় ॥" ৪ ॥

॥ ইতি গ্রন্থকর্তার প্রার্থনার স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

অথ স্বনিয়মদশকম্

শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর-শচীগর্ব্ভজ-পদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়-প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বাসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবে, ইষ্টমন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে, শ্রীস্বরূপ গোস্বামিতে, শ্রীরূপগোস্বামিতে, স্বগণশ্রেষ্ঠ শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামিতে, গিরিরাজ-গোবর্ধনে, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে, মথুরাপুরীতে শ্রীবৃন্দাবনে, গোষ্ঠে, ভক্তে, ব্রজবাসিজনে আমার পরমানুরাগ নিয়ত বর্ধিত হউক ॥ ১ ॥

টীকা—স্বভজন-নিয়মন্ত সর্ব্বান্‌রাগানুগীয়মার্গান্তঃপাতিনো ভক্তজনান্ প্রত্যুপদিশতি—গুরাবিত্যাদি পদ্যদশকেন। তত্র গুরাবিতি। গুর্ব্বাদিষু পরং নিযোজিতা যদ্বা পরমা মহতী মম রতিরস্তু ভবতু। পরং নিয়োগে তিতিক্ষায়ামিতি মেদিনী। তদীয় প্রথমজে শ্রীরূপস্য প্রথমজে শ্রীসনাতনে। গিরীন্দ্রে গোবর্দ্ধনে। গান্ধর্ব্বাসরসি শ্রীরাধাকুণ্ডে। মনঃশিক্ষাদৈকাদশে গৃহীতানামপি গুর্ব্বাদীনামত্র পুনরুক্তিস্তত্র তত্র রতের্দৃঢ়তমাবশ্যকতা সূচনার্থা। এতেন শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্ত্রং বৈধিবুদ্ধ্যা হেয়তয়োপেক্ষিতানামাধুনিকানাং স্বগণ-মুখ্যানাং শ্রীযুত দাসগোস্বামিপাদানাং শিক্ষিতাকরণে স্বতন্ত্রাভিলষিতত্বেন মহদুচ্ছৃঙ্খলতা সুব্যক্তেতি। ননু গুরাবিত্যাদ্যেক বচনান্তঃপাতিনো গোষ্ঠালয়িষ্বিত্যস্য বহুবচনান্তঃ প্রয়োগে বচন-ক্রমভঙ্গদোষঃ স্যাৎ। উচ্যতে। যত্রৌচিত্যমর্য্যাদয়া ভগ্নক্রমরূপেণ শব্দঃ প্রযুজ্যতে তত্র ন দোষঃ। তথাচ অনৌচিত্যাদৃতেনান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণমিতি অত্রতু গোষ্ঠালয়িষ্বিতি বহুবচনেন গোষ্ঠস্থ যাবদ্ব্যক্তিষু রতেরৌচিত্যং বিবক্ষিতমিতি ন দোষঃ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ সাধকাবেশে পরমদৈন্যভরে নিজেকে অজাতরতি সাধারণ সাধকজ্ঞানে এই স্বনিয়ম-দশকস্তবে স্বীয় ভজননিষ্ঠামূলক দশটি নিয়মপালনের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন। ভজননিষ্ঠ সাধকগণের পক্ষে প্রেমসিদ্ধির নিমিত্ত স্বীয় ভজনের নিয়মগুলি দৃঢ়তার সহিত পালন করা কর্তব্য। "রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।" (চৈঃ চঃ)। শ্রীরঘুনাথের ভজননিয়মাবলী প্রস্তর-ক্ষোদিত লেখ্যের ন্যায় অবিলোপ্য। যাঁহারা ভাবরাজ্যে বিচরণশীল, সে সকল মহানুভাবের পক্ষে যদিও ভজননিয়মপালনের কোন বাধ্যতা থাকে না। কারণ ভাবের প্রবাহে ভাসিয়া

অনেক সময় হয়ত বাহ্যানুসন্ধানের অভাবপ্রযুক্ত বাহ্যনিয়মে নিষ্ঠা রক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব বা কঠিন হইয়া পড়ে ; তবু মহাজনগণের আদর্শ-ভজন-নিয়মে জ্ঞানতঃ কোনপ্রকার শৈথিল্য দৃষ্ট হয় না। নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বৃদ্ধবয়সে শ্রীহরিনাম জপের নিয়ম অপূর্ণ হওয়ায় নির্বিণ্ণ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনাকরত স্বেচ্ছায় অন্তর্ধানলীলা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথের নিয়মপালনের দৃঢ়তা-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ষষ্ঠতরঙ্গে লিখিত আছে—

"অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে॥
যদ্যপিও শুষ্কদেহ বাতাসে হালয়।
তথাপি নির্ব্বন্ধক্রিয়া সব সমাধয়॥
ভূমে পড়ি প্রণমি উঠিতে নাহি পারে।
ইথে যে নিষেধে কিছু না কহয়ে তারে॥
অনুকূল হৈলে প্রশংসয় বারবার।
দেখিয়া সাধনাগ্রহ দেবেও চমৎকার॥"

এই স্তবে শ্রীল রঘুনাথ ভজনের যে দশটি নিয়ম বা সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধকগণের এগুলি ধ্রুবতারার ন্যায় ভজনের আদর্শ লক্ষ্যস্থান। এই প্রথমশ্লোকে শ্রীপাদ যাঁহাদের শ্রীচরণে সমধিক রতি বা অনুরাগ কামনা করিতেছেন, ইতিপূর্বে মনঃশিক্ষা-স্তবেও প্রথমে তাঁহাদের প্রতি রতিমতি কামনা করিয়াছেন। পুনরায় এই স্বনিয়মদশকের প্রথমে তাঁহাদের চরণে রতি কামনা করিয়া প্রেমলাভের পথে ইঁহাদের প্রতি অনুরাগ যে অপরিহার্য, তাহাই দৃঢ়ভাবে সূচনা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ শ্রীপাদ শ্রীগুরুচরণে অনুরাগ কামনা করিতেছেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ নিরূপণে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়, শ্রীভগবন্মন্ত্র গ্রহণপূর্বক শ্রীগুরুর নিকট হইতে ভজনশিক্ষা এবং বিশ্বাস সহকারে শ্রীগুরুর সেবা এই তিনটি ভক্তির অঙ্গকে ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের দ্বার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা" বিশ্রম্ভ বা দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাদ্বারা বা তাঁহার শ্রীচরণে অনুরাগময়ী ভক্তির দ্বারা শ্রীগুরুতত্ত্বের প্রসন্নতা বিধান করিতে হইবে। শ্রীগুরুর প্রসন্নতা-ব্যতীত ভগবদ্ভজন কোন প্রকারেই সুসিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা সর্বশাস্ত্রের অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত। 'তৎপ্রসাদো হি মূলম্' (শ্রীজীব) ভজনসাধনের মুলেই রহিয়াছে শ্রীগুরুর প্রসন্নতা। "যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে।" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)। শ্রীগুরু-প্রসন্নতার আনুসঙ্গিক ফলে সংসার নাশ এবং মুখ্য ফলে শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্ত হইয়া সাধক সর্বতোভাবে ধন্য বা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। তরলজল যেমন জমাট বাঁধিয়া বরফের আকৃতি ধারণ-করত অধিকতর শৈত্যাদি গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ অপারকরুণা-পারাবার শ্রীভগবানের করুণাই যেন ঘনীভূত হইয়া মূর্তি পরিগ্রহকরত শ্রীগুরুরূপে বিশ্বে আবির্ভূত হন। তাই

শ্রীগুরুচরণে রতি বা অনুরাগের ফলেই সাধকের প্রেমসিদ্ধি, শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি ইত্যাদি সকলপ্রকার অভিলাষ সহজেই পূর্ণ বা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। "শ্রীগুরুচরণে রতি, সেই সে উত্তমাগতি, যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)।

অতঃপর ইষ্টমন্ত্রে শ্রীপাদ রতি বা অনুরাগ কামনা করিতেছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দীক্ষা-লব্ধ যে মন্ত্র তাহাই ইষ্টমন্ত্র। "যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্" (বামনকল্প)। মন্ত্র, গুরু ও হরি স্বরূপতঃ ভিন্নতত্ত্ব নহেন অর্থাৎ শ্রীগুরুতে এবং ইষ্টমন্ত্রে ও শ্রীহরিতে কোন ভেদ নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে হইলে সদ্‌গুরুর নিকট হইতেই মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। "মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞানম্" (ভাঃ ১১।২১।১৫) শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—"সদ্‌গুরুমুখাৎ যথাবৎ পরিজ্ঞানং মন্ত্রশুদ্ধিঃ" অর্থাৎ সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে যথাবৎ মন্ত্র প্রাপ্তিই মন্ত্রশুদ্ধি। কিন্তু গ্রন্থাদিতে কোন মন্ত্র দেখিয়া উহার জপাদিতে অনুরাগ প্রকাশ করিলেও জাপকের কোন মঙ্গললাভ হয় না।

ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রসমূহে ভগবদিচ্ছায় শ্রীনারদাদি ঋষিগণকর্তৃক বীজ ও 'স্বাহা' 'নমঃ' প্রভৃতি শব্দ ভূষিত হইয়া কোন শক্তিবিশেষ আহিত হইয়াছে। তাই মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রজপকারীর সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিয়া থাকে। রতি বা অনুরাগের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপে সাধক অচিরায় ভগবৎ-পাদপদ্মে প্রেমসেবা লাভে ধন্য হইয়া থাকেন।

তারপর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীহরিনামে রতি বা অনুরাগ কামনা করিতেছেন। ভগবন্নাম এবং নামী শ্রীভগবান্ এক বা অভিন্নতত্ত্ব বলিয়া শ্রীভগবানের ন্যায় নামও মায়াতীত, পূর্ণ চিদানন্দস্বরূপ ও স্ব-প্রকাশ। সাধক স্বীয় সাধন-প্রযত্নের দ্বারা কখনই নামে রতি বা অনুরাগ আনয়ন করিতে সক্ষম হন না। শ্রীভগবানের ন্যায় শ্রীনাম জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য না হইলেও জীব যখন সেবোন্মুখ হয়, স্বপ্রকাশ শ্রীনাম তখনই কৃপা করিয়া তাঁহার রসনায় স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৩৪)

'সেবোন্মুখ' বাক্যের তাৎপর্য এই যে, সেব্যের আনুকূল্য বা সুখোৎপত্তি বিধানের নামই 'সেবা'। সৎ মহাপুরুষের সঙ্গ বা কৃপার ফলে যখন সাধকের এই প্রকার পরিজ্ঞান লাভ হয় যে, নামকীর্তনে শ্রীভগ-বানের সবিশেষ সুখোদয় বা আনন্দলাভ হইয়া থাকে, তখন তাহাতে(নামকীর্তনে)প্রবৃত্তির উদয় হয়। মহৎ-কৃপায় শ্রীনাম তখন স্বয়ংই জিহ্বায় উদিত হইয়া স্বীয় আস্বাদ্যধর্ম বিস্তার করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের প্রীত্যা-নুকূল্যাত্মক ভাব-ব্যতীত যদি অন্যবাঞ্ছার প্রেরণায় নাম-গ্রহণের ইচ্ছার উদগম হয়, তাহা হইলে নাম স্বীয় প্রকাশধর্মকে আভাসিত করিয়া থাকেন। আভাসিত নাম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলেও তাহাতে রতি বা অনুরাগ লাভ করা যায় না। অন্যবাঞ্ছাশূন্য হইয়া ভগবৎ-প্রীত্যানুকূল্যে শ্রীনামকীর্তনের দ্বারা শ্রীনামের কৃপাতেই শ্রীনামে অনুরাগ ও শ্রীভগবানের চরণে প্রেমলাভে সাধকাত্মা ধন্য হইয়া থাকেন।

"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব। যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমা পরম-পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
× × × ×
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্বশাস্ত্রে কয়।" ইত্যাদি (চৈঃ চঃ)

অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে রতি বা অনুরাগ কামনা করিতেছেন! শ্রীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার অলৌকিক রতি বা অনুরাগ বিশ্ববিশ্রুত। তবু ভক্তির অতৃপ্তিস্বভাববশতঃ দৈন্যভরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে রতি বা অনুরাগ কামনা করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাধকগণকে শ্রীগৌরভজনের অনুপ্রেরণা দিতেছেন। যুগল-উপাসক গৌড়ীয়বৈষ্ণবের শ্রীযুগলচরণে অনুরাগ বা রতি-মতির মূল উৎসই শ্রীগৌরাঙ্গচরণে রতি বা গৌরচরণভজন। "গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ" (প্রার্থনা)। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ (৮৮ শ্লোক) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"যথা যথা গৌরপদারবিন্দে, বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথাতথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মাৎ, রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ॥"

"বিপুল সুকৃতিসম্পন্ন-জন শ্রীগৌরপাদপদ্মে যে অনুপাতে ভক্তি লাভ করিবেন, শ্রীশ্রীরাধাপাদপদ্মের প্রেমসুধাসিন্ধুও তাঁহার চিত্তে সেই পরিমাণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিবে!" এই বিশেষ কলিতে শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় ভজন শ্রীগৌরসুন্দরেরই করুণার অবদান। যাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি যুগে মহা মহা মনীষিগণেরও অলভ্য, কলির পাপতাপাদি বিহত দুর্গত মানবকুলকে ব্রজের সেই মধুররসভজনের সমুন্নত কক্ষায় উন্নীত করিয়াছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু। সুতরাং তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়-ব্যতীত ব্রজমাধুরীর আস্বাদন কখনই সম্ভবপর নহে।

"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিগে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনহংস চরাহ তাহাতে॥
× × × ×
চৈতন্যলীলামৃত পূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর, দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু-গুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সে-ই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য॥
যে লীলা-অমৃত বিনে, খায় যদি অনুপানে, তভু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।"
ইত্যাদি (চৈঃ চঃ)

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামাধুরী আস্বাদনের উপায়-স্বরূপেই যে গৌরভজন আশ্রয় করিতে হইবে তাহা নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধামাধব-পাদপদ্ম উভয়ই গৌড়ীয়বৈষ্ণবের সমানভাবে উপাস্য এবং সাধ্য বা প্রাপ্যবস্তু। "হেথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ" (শ্রীল ঠাকুর মহাশয়)। শ্রীপাদ 'শচীগর্ভজ' বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিচয় দিয়া দৈন্যভরে ইহাই সূচনা করিয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে

তিনি স্নেহময়ী জননী-জনোচিত করুণালাভ করিয়াছেন, কিন্তু পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-ভজনে ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, ইহাই তাঁহার দুর্দৈব।

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বরূপের হস্তে শ্রীরঘুনাথকে সমর্পণকরত 'স্বরূপের রঘু' করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন—সেই স্বরূপের চরণে শ্রীপাদ রতি বা অনুরাগ কামনা করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে সম্ভ্রম-সঙ্কোচে কথাটি পর্যন্ত বলিতেন না রঘুনাথ। যাহা কিছু অন্তরের কথা প্রভুকে জানাইবার প্রয়োজন হইত, তাহার মাধ্যম ছিলেন শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর। "প্রভু আগে কথা মাত্র না করে রঘুনাথ। স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহায় নিজ বাত॥" (চৈঃ চঃ)। স্বরূপ রঘুনাথের হইয়া প্রভুকে তাঁহার নিবেদনটি জ্ঞাপন করিলেই প্রভু সহাস্যবদনে রঘুকে বলিতেন—

"হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল—। তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব শিখ ইঁহাস্থানে। আমি তত নাহি জানি ইঁহ যত জানে॥" (চৈঃ চঃ)

এইরূপে প্রভু স্বয়ংই সর্বতোভাবে স্বরূপদামোদরের আশ্রিত করিয়াছিলেন রঘুনাথকে। দৈন্যভরে রঘুনাথের মনে হইতেছে—'প্রভু স্বরূপের ন্যায় এমন অনর্ঘরত্ন আমায় পাওয়াইয়া দিলেন, কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার চরণে আমার রতি বা অনুরাগ জন্মিল না! তাই অনুরাগের সহিত যাহাতে স্বরূপের ভজন করিতে পারেন, তাহারই সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ।

তারপর শ্রীপাদ শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের প্রতি রতি মতি কামনা করিয়া তদীয়চরণে অনুরাগ প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীরূপই যে শ্রীরঘুনাথের বিধিসম্বলিত রাগমার্গের গুরু—তাহা রঘুনাথ এই স্তবাবলীর শেষে অভীষ্টসূচন-স্তবে (২) স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন—

"যদ্‌যত্নতঃ শম-দমাত্মবিবেকযোগৈ, রধ্যাত্মলগ্নমবিকারমভূন্মনো মে।
রূপস্য তৎ স্মিতসুধং সদয়াবলোক,-মাসাদ্য মাদ্যতি হরেশ্চরিতৈরিদানীম্॥"

অর্থাৎ 'যে শ্রীরূপের যত্নে বা চেষ্টায় আমার মন, শম, দম, আত্মবিবেকযোগ অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠতা, জিতেন্দ্রিয়তা এবং চিৎ ও জড়ের বিচার ও ধ্যানদ্বারা বিকারশূন্য হইয়া শ্রীভগবানে লগ্ন হইয়াছিল, সেই মন এখন তদীয় কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধামাধবের লীলারসে প্রমত্ত হইতেছে।' শ্রীল রঘুনাথ তাঁহার রচিত গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে শ্রীরূপগোস্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি।" (মুক্তাচরিত)। "আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজ-রজোঽহং স্যাং ভবে ভবে॥" (দানকেলিচিন্তামণি)। অর্থাৎ 'দন্তে তৃণধারণপূর্বক আমি ইহাই প্রার্থনা করি যে, যেন জন্মে জন্মে আমি শ্রীরূপের পাদপদ্মের পরাগ হইয়া সতত শ্রীচরণে লগ্ন হইয়া থাকিতে পারি।' শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলিতে লিখিয়াছেন—

"ইদং রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলীকলিমধু প্রিয়ালীনর্ম্মালীপরিমলযুতং যস্য ভজনাৎ।
মমান্ধস্যাপ্যেতদ্বচনমধুপেনাল্পগতিনা মনাগ্‌ঘ্রাতং তন্মে গতিরতুলরূপাঙ্ঘ্রিজরজঃ॥"

"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উজ্জ্বলরসাত্মক কুসুমকেলিকলহরূপ মধু যাহা প্রিয়সখীগণের পরিহাসরসবাসিত, তাহা একমাত্র শ্রীরূপগোস্বামিপাদের-শ্রীচরণ ভজনের ফলেই মাদৃশ অজ্ঞানান্ধ এবং অরসিকব্যক্তির স্বল্প-শক্তিশীল বাক্যরূপ ভ্রমরের দ্বারা ঈষৎস্পৃষ্ট হইয়াছে।" এতদ্দ্বারা শ্রীপাদের শ্রীরূপগোস্বামীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তবু শ্রীপাদ দৈন্য বা ভক্তির অতৃপ্তিস্বভাববশতঃ শ্রীরূপচরণে অনুরাগ কামনা করিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীপাদ স্বগণশ্রেষ্ঠ শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীতে রতি বা অনুরাগ কামনা করিতেছেন। শ্রীপাদ বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে (৬ শ্লোক) শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদের শ্রীচরণে প্রপন্ন হইতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-রপায়য়ন্মামনভীপ্সু মন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥"

"করুণাসাগর এবং পরদুঃখে দুঃখী যে শ্রীসনাতন প্রভু অজ্ঞানান্ধ অতএব ভক্তিরসাস্বাদনে অনিচ্ছুক আমায় বিশেষ যত্নসহকারে বৈরাগ্যসমন্বিত ভক্তিরসপান করাইয়াছেন—সেই শ্রীসনাতন প্রভুকে আশ্রয় করি।" শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহকাতর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগোবর্ধনে ভৃগুপাত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গবিরহ-তাপিত দেহ বিসর্জনের বাসনা লইয়া যখন ব্রজধামে আসিয়াছিলেন, শ্রীল রূপ-সনাতনই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া শ্রীকুণ্ডবাসের যুক্তি দিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথের ধারণা—তাঁহার ভজন সাধন, ইহকাল-পরকাল যাহা কিছু সবই শ্রীল রূপ-সনাতনের কৃপার ফল। কিন্তু এত অহৈতুকী করুণা যাঁহাদের, তাঁহাদের প্রতি তিনি চিত্তে রতি বা অনুরাগ আনয়ন করিতে পারিলেন না—দৈন্যবশতঃ এই চিন্তায় অধীর হইয়াই শ্রীপাদ বারবার শ্রীরূপ-সনাতনের প্রতি রতি বা অনুরাগ কামনা করিয়াছেন এবং ভজনের অপরিহার্য অঙ্গরূপে শ্রীরূপ-সনাতনের চরণভজনের দৃঢ় সংকল্পও গ্রহণ করিতেছেন।

তারপর গিরিরাজ শ্রীগোবর্ধনে রতি-মতি কামনা করিয়াছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীরঘুনাথকে তাঁহার প্রাণাপেক্ষাপ্রিয় শ্রীগোবর্ধন-শিলা দিয়া তাঁহার স্বরূপতত্ত্বটি তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন—"প্রভু কহে—এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ। ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥" (চৈঃ চঃ)। রঘুনাথও প্রভুর কৃপায় সেবাকালে শিলাতে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেন—"পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন'।" (ঐ)। প্রভু গোবর্ধনশিলাটি রঘুনাথকে দান করায় ইহার আভ্যন্তরীণ রহস্যটিও রঘুনাথের বিশুদ্ধসত্ত্বভাবিত চিত্তে ধরা পড়িয়াছিল তিনি আনন্দে বাহ্য-হারা হইয়াছিলেন।

"রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল। গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল—॥
শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে। গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকাচরণে ॥
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ। কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গচরণ ॥" (ঐ)

প্রভুর বিরহে আজ রঘুনাথের বেদনাজর্জরিত প্রাণে হাহাকার জাগিতেছে—হায়! প্রভু যে গোবর্ধনের শ্রীচরণে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন প্রভুদত্ত একান্ত শরণ্য সেই গিরিরাজের শ্রীচরণে তাঁহার রতি মতি জন্মিল না। তাই রঘু গুণনিধি হরিদাসবর্য শ্রীল গিরিরাজের চরণে অনুরাগ স্থাপনের দৃঢ়-সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন।

আবার শ্রীপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে পরমানুরাগ বর্ধিত হওয়ার কামনা করিতেছেন। কুণ্ডবাসী শ্রীল রঘুনাথ—শ্রীকুণ্ডে তাঁহার অসাধারণ অনুরক্তির কথা সর্বজনবিদিত। শ্রীরাধাকুণ্ডের সঙ্গে শ্রীরঘুনাথের স্মৃতি যেন ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। শ্রীরাধাকুণ্ড বলিতেই সকলের শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর কথা মনে পড়ে। শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিগূঢ় লীলাস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ডকেই রঘুনাথ ঐকান্তিকভাবে দৃঢ়তর নিষ্ঠার সহিত আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং এই প্রিয়াজীর সরসীর নিকটেই তিনি শ্রীশ্রীরাধামাধবের দর্শন এবং সেবালাভের প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহার যুগল-বিরহ-তাপিত প্রাণকে সুশীতল করিতে চাহিয়াছিলেন—

"স্বকুণ্ডং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ায়া সদাস্পদম্।
অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতিঃ॥"

"হে শ্রীসরোবর সদা ত্বয়ি সা মদীশা প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ।
তচ্চেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব তয়োরিতীমাং হা দর্শয়াদ্য কৃপয়া মম জীবিতং তাম্॥"

"হে চপলনয়নে শ্রীরাধে! এই রাধাকুণ্ড তোমার ও তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় প্রেমবিলাসের স্থান। অতএব এই শ্রীকুণ্ডতীরেই আমার বাস ও নিত্যস্থিতি হউক।"

"হে শ্রীরাধাকুণ্ড! আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমার সমীপস্থ কুঞ্জ-মধ্যে কামরঙ্গে বিবিধ খেলা খেলেন। তুমি তাঁহাদের প্রিয় হইতেও অতীব প্রিয়পাত্র, তাই তোমার নিকট প্রার্থনা করি—তুমি কৃপা করিয়া আমার জীবনস্বরূপা শ্রীরাধাকে অদ্যই দর্শন করাও।"

শ্রীপাদ শ্রীমথুরাপুরীতেও অনুরাগময়ী ভক্তি কামনা করিতেছেন। শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন—"অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী। দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥" "শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরাপুরী গরীয়সী, যেহেতু তথায় একদিনমাত্র বসবাস করিলেও হরিভক্তির উদয় হইয়া থাকে।" পৃথিবীর শ্রেষ্ঠধাম সপ্তপুরীর মধ্যে মথুরাপুরী শ্রেষ্ঠা এবং অন্যান্য পুরীর আরাধ্যা। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের মথুরাষ্টক স্তবে দৃষ্ট হয়—

"অদ্যাবন্তি! পতদ্গ্রহং কুরু করে মায়ে! শনৈর্বীজয়
চ্ছত্রং কাঞ্চি! গৃহাণ কাশি! পুরতঃ পাদুযুগং ধারয়।
নাযোধ্যে! ভজ সম্ভ্রমং স্তুতিকথাং নোদ্গারয় দ্বারকে!
দেবীয়ং ভবতীষু হন্ত মথুরা দৃষ্টিপ্রসাদং দধে॥" (স্তবমালা)

"হে অবন্তি! তুমি অদ্য হস্তে পিক্‌দানী গ্রহণ কর, হে মায়াপুরি! তুমি চামর ব্যজন কর; হে কাঞ্চি! তুমি ছত্র গ্রহণ কর, হে কাশি! তুমি অগ্রে পাদুকাদ্বয় ধারণ কর, হে অযোধ্যে! তুমি

আর ভীত হইও না, হে দ্বারকে! তুমি অন্য স্তুতিবাক্য প্রকাশ করিও না, যেহেতু দেবী মথুরা অন্য কিঙ্করীস্বরূপা তোমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া কৃপাদৃষ্টি-পাত করিতেছেন।” তাই শ্রীপাদ প্রেমভক্তিপ্রদায়িনী পুরীশ্রেষ্ঠা মথুরায় অনুরাগ বা রতি কামনা করিতেছেন।

শ্রীপাদ অতঃপর ব্রজবনে বা শ্রীবৃন্দাবনে রতি বা অনুরাগ কামনা করিতেছেন। এখানে ‘বৃন্দাবন’ বলিতে পঞ্চক্রোশীয় পরিক্রমার অন্তর্গত স্থানবিশেষ (বর্তমান সহরবিশেষ) বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সারা ব্রজমণ্ডল বা মথুরামণ্ডল অর্থেও ‘বৃন্দাবন’ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ‘বৃন্দাবন’ বলিতে এক অর্থে স্থানবিশেষের নাম, অপরার্থে অঞ্চলবিশেষের নাম—দুইটি ভৌগোলিক অর্থেই ‘বৃন্দাবন’ শব্দটির প্রয়োগ হয়।

লুপ্ততীর্থ শ্রীরাধাকুণ্ড যেমন শ্রীপাদের কোটিপ্রাণ-প্রতিম শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবিষ্কার বলিয়া পরম-প্রিয় ভজনস্থলী, তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবনও শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতনের আবিষ্কার বলিয়া শ্রীপাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়স্থান। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ব্রজে আগমন করেন, তখন এই বৃন্দাবন একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থান-ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ব্রজপরিক্রমায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষ গন্তব্যস্থান শ্রীবৃন্দাবন। অক্রূরে থাকিয়া তিনি সেখানে প্রতিদিন যাতায়াত করিতেন। নির্জন বৃন্দাবনে লীলাস্মৃতি ও নাম-কীর্তনে আনন্দলাভ করিতেন! শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের বর্ণনানুসারে তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনের ভ্রমণ-সূচী এইরূপ। প্রথম দিন—কালীয়হ্রদে এবং প্রস্কন্দনতীর্থে স্নান, দ্বাদশআদিত্য, কেশীঘাট ও রাসস্থলী দর্শন। সন্ধ্যায় অক্রূরে ফিরিয়া ভোজন ও বিশ্রাম। দ্বিতীয় দিন—চীরঘাটে স্নান, তেঁতুলতলায় বিশ্রাম ও নামসঙ্কীর্তন এবং মধ্যাহ্নে অক্রূরে ফিরিয়া ভোজন। তৃতীয় দিন—নির্জন বৃন্দাবনে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত নাম-সংকীর্তন (অক্রূরেও লোকসমাগমে সংকীর্তনে বাধা হওয়ায় নির্জন বৃন্দাবনকেই প্রভু নাম-সংকীর্তনের উপযোগী স্থানরূপে নিরূপণ করিয়াছিলেন) কৃষ্ণদাস নামক এক রাজপুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ। মধ্যাহ্নে অক্রূরে প্রত্যাবর্তন। চতুর্থ দিন—প্রাতঃকালে আবার কৃষ্ণদাস সহ বৃন্দাবনে আসিয়া নাম-সংকীর্তন। যদি বৃন্দাবনে মন্দিরাদি কোন অবস্থানের মত স্থান থাকিত, তবে প্রভুকে প্রতিদিন অক্রূরে আসিয়া ভিক্ষা-নির্বাহ করিতে হইত না।

একদিন অক্রূরঘাটের উপর বসিয়া যমুনার জলের মধ্যে অক্রূরের বৈকুণ্ঠদর্শন এবং ব্রজবাসি-গণের গোলোকদর্শনের কথা ভাবিতে ভাবিতে আবেশে প্রভু যমুনায় ঝাঁপ দিয়া জলের ভিতর ডুবিয়া রহিলেন। কৃষ্ণদাসের চিৎকার শুনিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য প্রভুকে উঠাইলেন। বলভদ্র বুঝিলেন মহাপ্রভুকে ব্রজে রাখা নিরাপদ নহে, কারণ ‘বৃন্দাবনে ডুবে যদি কে উঠাবে তাঁরে।’ (চৈঃ চঃ)। ইহাতেও বৃন্দা-বনের জনশূন্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যদেবই দ্বাদশআদিত্য, কেশীঘাট রাসস্থলী, চীরঘাট প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। পরে শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা বৃন্দাবনের সমস্ত লীলাস্থলী মহাপ্রভুর আদেশে ও কৃপায় আবিষ্কৃত হন। বর্তমানে আমরা যে শ্রীবৃন্দাবনের রূপ দেখিতেছি, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং রূপ-সনাতনেরই করুণার অবদান। পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের—“পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্।

কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী ॥ অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ। সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ ॥ আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্ম-চক্ষুষা ॥" অর্থাৎ "এই পঞ্চযোজন বৃন্দাবন আমার দেহস্বরূপ। পরমামৃতবাহিনী এই কালিন্দী সেই দেহের সুষুম্না নামে অভিহিতা। এখানে দেবগণ, ভূতগণ সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। সর্বদেবময় আমি কখনই এই বন ত্যাগ করি না। এখানে যুগে যুগে আমার আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া থাকে। এই রমণীয় বৃন্দাবন তেজোময় চর্মচক্ষুর অদৃশ্য।" সেই বৃন্দাবন ও বৃন্দাবনলীলা কালপ্রাপ্ত হইয়া লুপ্ত হইলে শ্রীপাদের প্রাণারাধ্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও রূপ-সনাতনদ্বারা পুনঃ প্রকটিত হইয়া প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় হইয়াছেন। তাই তিনি শ্রীবৃন্দাবনে রতি-মতি কামনা করিতেছেন।

অথবা ব্রজবন বলিতে শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন ও উপবনাদিকেও বুঝা যায়। "তেন দৃষ্টা চ সা রম্যা কেশবস্য পুরী তথা। বনৈর্দ্বাদশভির্যুক্তা পুণ্যা পাপহরা শুভা ॥" অর্থাৎ "কেশবের সেই দ্বাদশ-বনযুক্তা পুণ্যপ্রদা, পাপহারিণী, মঙ্গলময়ী তথা রমণীয়া পুরী তিনি দর্শন করিলেন।" পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয়—"ভদ্র-শ্রী-লৌহ-ভাণ্ডীর-মহা-তাল-খদিরকাঃ। বহুলা-কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা ॥ দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি, কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে ! পূর্ব্বে পঞ্চ বনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্ ॥" অর্থাৎ "ভদ্র, শ্রী, লৌহ, ভাণ্ডীর, মহাবন, তালবন, খদির, বহুলা, কুমুদ, কাম্য, মধুবন ও বৃন্দাবন—এই দ্বাদশবন। তন্মধ্যে সাতটি বন কালিন্দীর পশ্চিমপারে এবং পঞ্চবন কালিন্দীর পূর্বপারে বিরাজিত।" এই পরমপাবনী দ্বাদশবনে শ্রীপাদ অনুরাগ বা রতি কামনা করিয়াছেন।

অতঃপর ব্রজে বা গোষ্ঠে অর্থাৎ সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণক্ষেত্রে শ্রীপাদ রতি-মতি কামনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই গোষ্ঠ-লীলামাধুরীর তুলনা নাই। "নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ-চারণরঙ্গে, বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দবিহার। যাঁর বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী, পুলক কম্প বহে অশ্রুধার ॥" (চৈঃ চঃ)। আবার সেই মোহনবেণুরবে আকৃষ্ট হইয়া সখীসঙ্গে শ্রীমতী রাধারাণী গোষ্ঠে আগমন করিবেন এবং শ্রীকুণ্ডতীরে শ্রীযুগলের অপূর্ব মিলনমাধুরীর রসাস্বাদনে ধন্য হইবেন শ্রীরাধার কিঙ্করীরূপে। গোষ্ঠের কৃপায় গোষ্ঠে অনুষ্ঠিত এই সব লীলামাধুরীর আস্বাদনে শ্রীপাদ ধন্য বা কৃতার্থ হইবেন—তাই গোষ্ঠে রতি বা অনুরাগ কামনা করিতেছেন। আবার ভক্তে ব্রজবাসিজনে শ্রীপাদ নিত্য রতি বা অনুরাগ কামনা করিতেছেন। যাঁহাদের করুণাব্যতীত স্বাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবের দর্শন এবং প্রেমসেবা লাভ সর্বথাই অসম্ভব। এ বিষয়ে আমরা মনঃশিক্ষাস্তবের প্রথমশ্লোকের ব্যাখ্যাতেও যথামতি আলোচনা করিয়াছি তাহা দ্রষ্টব্য।

"শ্রীগুরু করুণাময়, বন্দো তাঁর পদদ্বয়, প্রেমকল্পতরু বর দাতা।
দীক্ষামন্ত্র হরিনাম, যাঁহার অমূল্য দান, কিবা গাব তাঁর গুণ-গাথা ॥
নাম-নামী অভেদ জানি, গুরুবাক্য সত্য মানি, জপ মন পরম আদরে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবে, স্বরূপ-গোস্বামি-পদে, মতি রহু যুগ-যুগান্তরে ॥

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু-সনাথেঽপি সুজনাদ্-
রসাস্বাদং প্রেম্না দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের স্থিতি এবং প্রীতির সহিত মহতের শ্রীমুখ-নির্গত শ্রীহরিকথারসাস্বাদনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলেও আমি অন্য ধামাদিতে ক্ষণকালও বাস করিব না, কিন্তু ব্রজভূমিতে গ্রাম্য বা ইতর-জনের সঙ্গেও গ্রাম্যকথা আলাপ করিয়াও জন্মে জন্মে বসবাস করিব ॥২॥

টীকা—নম্বন্যত্র বদরিকাশ্রমাদৌ বহূনাং সিদ্ধানাং সমাজে বস তেনৈব সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবিষ্যতি। কিমনয়া ব্রজরতি প্রার্থনয়েত্যাহ—ন চেতি। হরি-তনু-সনাথে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহযুক্তেঽপি অন্যত্র ক্ষেত্রে ক্ষণমপি ন বসামি। কিন্তুতঃ সন্ সুজনাদ্বৈষ্ণবাৎ সকাশাৎ প্রেম্না রসাস্বাদং দধৎ কুর্ব্বন্নপি। তদা কিং কর্ত্তব্যম্? তত্রাহ প্রতিভবং প্রতিজন্ম ব্রজভুবন এব সংবাসং সম্যগ্বসতিং বিধাস্যে করিষ্যে। কিন্তুতঃ সন্নপি এতস্মিন্ ব্রজে যা গ্রাম্যাবলয়ঃ অতিনিকৃষ্টজাতিশ্রেণয়স্তাভিঃ সমং সহ অভিসর্ব্বতোভাবেন কথাং তত্তদ্যোগাবার্ত্তাং তন্বন্নপি বিস্তারয়ন্নপি ॥ ২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে সাতিশয় প্রীতির সহিত ব্রজধামের প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া ব্রজবাসের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধনপঞ্চকের* অন্যতম ব্রজবাসের যথাকথঞ্চিৎ সম্পর্কমাত্রেই নিরপরাধ সাধকের চিত্তে প্রেমের উদ্গম হইয়া থাকে। সুতরাং নিষ্ঠার সহিত ব্রজবাসে যে প্রেমসিদ্ধি সহজলভ্য হইবে, তাহাত বলাই বাহুল্য। ব্রজরসনিষ্ঠ রাগমার্গের

প্রভুর অভিন্ন রূপ, নাম যাঁর শ্রীরূপ, উজ্জ্বল-রসের কারিগর।
যাঁর শুদ্ধ কলেবরে, শক্তি সঞ্চারিত ক'রে, প্রভু করে রসের প্রচার ॥
শ্রীরূপ-গোস্বামি-পদে, মতি রহু পদে পদে, ভজন-রাজ্যের অধিপতি।
দশনেতে তৃণ ধরে, এই ভিক্ষা পদে পড়ে, যুগলের মনের পীরিতি ॥
তাঁহার অগ্রজ যিনি, বৈরাগ্যের চূড়ামণি, শ্রীল সনাতন যাঁর নাম।
বৃন্দাবনে বৃক্ষমূলে, হা কৃষ্ণ গোবিন্দ বলে, যাঁর হৃদে গৌর-গুণধাম ॥
বৃহদ্ভাগবতামৃত, পদে পদে পরামৃত, হরিভক্তিবিলাসাদি করি।
গ্রন্থরত্ন করে দান, ত্রিভুবনে জয়গান, তাঁর পদ হৃদয়েতে ধরি ॥
রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনে, বন্দো মুই সর্ব্বক্ষণে, যুগল-পীরিতি করে দান।
মধুপুরী বৃন্দাবনে, গোষ্ঠে যত ভক্তগণে, পদে পদে অনন্ত প্রণাম ॥
ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণে, মুই দীন অকিঞ্চনে, ব্রজের যত স্থাবর-জঙ্গম।
গললগ্নী কৃতবাসে, নিত্য বন্দি অভিলাষে, অনুরাগ বৃদ্ধির কারণ ॥" ১ ॥

---

* সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত শ্রবণ, শ্রীনাম-সংকীর্তন ও ব্রজবাস।

সাধকগণকে ব্রজবাস করিয়াই সাধন-ভজন করিতে হয়—"কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা" (ভঃ রঃ সিঃ) রাগানুগীয় সাধকের ইহা একটি পরম অন্তরঙ্গ ভজনাঙ্গ। প্রীতি বা নিষ্ঠার সহিত ব্রজবাসে যে ভাবভক্তির উদয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি, কিন্তু ব্রজভূমি স্পর্শমাত্রেই নিরপরাধ ব্যক্তির চিত্তে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, ইহাও শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকেন। "পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ।" (ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ) অলৌকিক এবং অচিন্ত্যবস্তুশক্তির প্রভাব কোন বুদ্ধিবৃত্তির অপেক্ষা করে না।

মন্দিরে মন্দিরে ভগবদ্বিগ্রহ দর্শনের এবং মহতের শ্রীমুখ-নির্গলিত ভগবৎকথা প্রীতির সহিত শ্রবণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলেও শ্রীপাদ রঘুনাথ বদরিকাশ্রমাদি অন্যধামে ক্ষণকালও বসবাসের ইচ্ছা করেন না। পরন্তু ব্রজভূমিতে গ্রাম্য বা ইতরজনের সঙ্গে গ্রাম্যবার্তা আলাপ করিয়াও যদি তাঁহাকে কালযাপন করিতে হয়, তবু জন্মে জন্মে তিনি ব্রজবাসেরই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। তাৎপর্য এই যে, মাধুর্যোপাসক ব্রজভক্তগণের অন্য ধামাদিতে ঐশ্বর্যভাবনাপর ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনেও ঐশ্বর্যভাবের স্ফূর্তি এবং মাধুর্যভাবের হানি হওয়ার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা। মাধুর্যের ধাম, ব্রজ-ছাড়া অন্য ধামে ভগবদ্বিগ্রহাদির দর্শনেও চিত্তে ঐশ্বর্যভাবের উদয় অবশ্যম্ভাবী।

মাধুর্যোপাসক ব্রজের সখ্যরসের উপাসক শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের শ্রীগোপকুমার শ্রীবৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা, দ্বারকাদি ধামে গমন এবং তথায় সপার্ষদ সাক্ষাৎ শ্রীমন্নারায়ণ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীদ্বারকানাথের দর্শনলাভ করিয়াও ঐশ্বর্যভাবের উদয়ে খিন্ন হইয়াছিলেন। পরিশেষে দ্বারকায় শ্রীউদ্ধবের গৃহে শ্রীনারদ ও উদ্ধব মহাশয় গোপকুমারকে ব্রজের মাধুর্যময় প্রেমপ্রাপ্তির নিমিত্ত ঐশ্বর্যের ধাম ত্যাগ করিয়া মাধুর্যের নিলয় ব্রজধামে বাসেরই যুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীনারদের উক্তিতে দৃষ্ট হয়—(বৃঃ ভাঃ ২।৫।২১৭, ১৮ ও ২০)।

"তত্ত্ব লৌকিকসদ্বন্ধুবুদ্ধ্যা প্রেমভয়াদিজম্। বিঘ্নং নিরস্য তদেগাপগোপীদাস্যেপ্সয়ার্জ্জয়েৎ।
তদ্ধি তত্তদ্ব্রজক্রীড়া-ধ্যানগানপ্রধানয়া। ভক্ত্যা সম্পদ্যতে প্রেষ্ঠ-নামসংকীর্ত্তনোজ্জ্বলম্॥

× × × ×

তদ্ধে তস্য প্রিয়ক্রীড়াবনভূমৌ সদা রহঃ। নিবসংস্তন্নুয়াদেবং সম্পদ্যেতাচিরাদ্ধ্রুবম্॥"

"হে গোপকুমার! ব্রজ-গোপ-গোপীর দাস্য ইচ্ছা করিয়া লৌকিক সদ্বন্ধুভাবে ভয়াদি জনিত বিঘ্ন অপসারণ করত শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়ে ব্রজপ্রেম অর্জন করিতে হয়। যে ভক্তিতে ব্রজলীলার ধ্যান ও গান প্রধানরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং প্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তনদ্বারা যাহা উজ্জ্বলীকৃত, সেই ভক্তি হইতেই ব্রজ-জাতীয় প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। এই জন্যই, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ক্রীড়াভূমি ব্রজে সর্বদা একান্তে বসবাস করিয়া প্রেম-সাধনার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে সুনিশ্চিতভাবে অতি শীঘ্রই সেই প্রেমবস্তু সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।"

আবার একান্তিভক্তগণের যেমন আপনাপন উপাস্যস্বরূপেই ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রকাশ পায়, ইহা যেমন ভজনসিদ্ধির নিমিত্ত অতি বরণীয় বা শ্লাঘনীয়ই হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বীয় উপাস্যের লীলাভূমিতেও

সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল-খেলা-স্থলযুজং
ব্রজং সংত্যজ্যৈতদ্‌যুগবিরহিতোঽপি ত্রুটিমপি।
পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি নহি চলামীক্ষিতুমপি॥ ৩॥

অনুবাদ—যুগযুগান্ত ধরিয়া বিরহদশা ভোগ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই যদি আদেশ করেন তবু শ্রীশ্রীরাধামাধবের রসোল্লসিত অতুলনীয় লীলাস্থলী সমন্বিত এই ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া আমি বিপুল বৈভবশালী যদুপতিকে দর্শন করিতে ক্ষণকালও দ্বারকায় যাইব না॥ ৩॥

টীকা—অহো জ্ঞাতং তবাভিপ্রেতং বরমত্রৈব তিষ্ঠামি। তথাপি তাদৃক্ পরিহাসাদি লীলারহিত শ্রীকৃষ্ণযুতং ক্ষেত্রং ন গচ্ছামীতি নহি নহীত্যাহ—সদেতি। এতদ্‌যুগ-বিরহিতোঽপি সন্ ব্রজং সংত্যজ্য পুনর্দ্বারাবত্যাং দ্বারকায়াং প্রৌঢ়-বিভবৈঃ স্ফুরন্তং প্রকাশমানমপি যদুপতিমীক্ষিতুমপি তদ্বাচা অয়ে রঘুনাথ-দাস কিমিত্যুদ্বিজসি অত্রাগত্য স্বাভীষ্টাং পরিচর্য্যাং কুর্ব্বিতি প্রকারয়া তস্য যদুপতের্ব্বাচাপি ত্রুটিমপি ক্ষণং সূক্ষ্মকালমপি নহি চলামি বসনস্য কা বার্ত্তা ইতি। এতয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্যুগং যুগলং তেন বিরহিতস্তৎ সাহিত্য রহিত ইত্যর্থঃ। ব্রজং কিন্তুৎ তং রাধাকৃষ্ণয়োরুচ্ছলন্ত্যঃ প্রবাহ ইব ধারাবাহিণ্যো যা অতুল খেলা-স্তাসাং যানি স্থলানি তৈর্যুজং যুক্তম্॥ ৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ অন্যান্য ভগবদ্ধামে নিরন্তর সাধুসঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-সেবার সুযোগ পাইলেও ব্রজধাম ছাড়িয়া ক্ষণকালও অন্যধামে বসবাসের ইচ্ছা করেন না বরং ইতরজনসঙ্গে

ঐকান্তিকগণের সাতিশয় নিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাহা স্বীয় ভাবসিদ্ধির পরম অনুকূলই হয়। সুতরাং ভাবলাভেচ্ছু জনের ইহাও বরণীয় বা শ্লাঘনীয়। আপনাপন উপাস্যস্বরূপে সাতিশয় নিষ্ঠায় যেমন অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের প্রতি অবজ্ঞা বা তুচ্ছবুদ্ধি প্রকাশ পায় না কেননা "অনন্তরূপে একরূপ নাহি কোন ভেদ।" (চৈঃ চঃ)। তদ্রূপ স্ব-স্ব উপাস্যের ধাম-নিষ্ঠায় যে একই সন্ধিনীশক্তির প্রকাশ অন্য ভগবদ্ধামে তুচ্ছবুদ্ধি প্রকাশ পায় তাহা নহে। বরং ইহাতেই শ্রীধাম এবং ধামেশ্বর একান্তিগণের প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এইজন্যই শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজবাসী ইতরজনসঙ্গে গ্রাম্যবার্তা আলাপ করিয়াও স্বীয়ভাবের পরম অনুকূল বা পরমোদ্দীপক তাঁহার স্বাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলাভূমি ব্রজধামেই জন্ম-জন্ম বসবাসের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং অন্য ধামাদিতে শ্রীবিগ্রহদর্শন, সৎসঙ্গ, শ্রবণ-কীর্তনাদির সু-যোগ পাইলেও অন্যত্র বসবাসের ইচ্ছাকে পরিহার করিয়াছেন।

"ব্রজ ছাড়ি অন্য ধামে, রসিক-ভকত-সনে, হরিকথা-মহোৎসব হয়।
যাঁহাকে ভজনা করি, শ্রীগোবিন্দ যদি হেরি, তবু মন তথা নাহি ধায়॥
কিন্তু এই বৃন্দাবনে, ইতর জনের সনে, গ্রাম্যালাপ করিতে করিতে।
জন্মে জন্মে বাস করি, সেহো শ্রেয়ঃ মনে করি, এ লালসা সদা মোর চিতে॥" ২॥

গ্রাম্যবার্তাতেও ব্রজেই কালযাপন করিতে বাসনা করেন ; ইহা পূর্বশ্লোকের মর্মে জানা গিয়াছে। এক্ষণে যদি প্রশ্ন হয়, শ্রীকৃষ্ণবিরহজ্বালায় পীড়িত শ্রীপাদ রঘুনাথকে যদি শ্রীকৃষ্ণ নিজে দর্শন দিয়া বিরহজ্বালা অপ-নোদনের নিমিত্ত দ্বারকায় আহ্বান করেন, তবে তিনি ব্রজ ছাড়িয়া দ্বারকায় যাইতে ইচ্ছুক কিনা ? এই-রূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া তজ্জাতীয় সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া অধিকতর ব্রজবাসের নিষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'স্বল্পসময়ের কথা কি, যুগযুগান্ত ধরিয়া যদি আমি শ্রীকৃষ্ণবিরহজ্বালা ভোগ করি, তবু শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশেও তাঁহার দর্শনার্থে ক্ষণকালও বিপুল বৈভবশালী যদুপতিকে দর্শন করিতে দ্বারকায় যাইব না। প্রকটলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করেন, নন্দাদি ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে নিদারুণ পীড়া ভোগ করিয়াও এই সামান্য দূর মথুরায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কারণ ব্রজবাসিগণের প্রেম মাধুর্যভাবনিষ্ঠ। তাঁহাদের লৌকিক প্রীতি মাধুর্যময় ব্রজধামেই শ্রীকৃষ্ণকে মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি ভাবে পাইয়া সুখী। মথুরায় গেলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের ভাবের অনুকূলরূপে দেখিতে পাইবেন না। বিপুল বৈভবের মধ্যে কর্তব্যরত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদের প্রীতি সঙ্কুচিতই হইবে। বিশেষতঃ ব্রজবাসিগণের প্রেমে বিন্দুমাত্র আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাসনার স্থান নাই। শ্রীকৃষ্ণ-সুখভাবনাতেই তাঁহাদের চিত্তমন তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত। ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের দর্শনে সঙ্কুচিতই হইবেন। কারণ ব্রজে যেমন মাধুর্যময়-ভাবে শ্রীনন্দবাবার পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া, যশোমতী মাতার শ্রীচরণরেণু মস্তকে ও অঙ্গে মাখিয়া, সখাগণের সঙ্গে খেলায় হারিয়া, মানিনী শ্রীমতী রাধার চরণে পড়িয়া আনন্দলাভ করেন, ঐশ্বর্যের ধাম মথুরাদিতে তাহা পারিবেন না। অতএব ব্রজ-ব্যতীত অন্যত্র তাঁহাদিগকে পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখো-দয়ও হইবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণসুখৈকনিষ্ঠ ব্রজবাসিগণ ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যাইতেও ইচ্ছা করেন না। কদাচিৎ অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইলে তাঁহারা অধিকতর বেদনাতুরচিত্তে বলেন—'তোমার যে অন্যবেশ, অন্যসঙ্গ অন্যদেশ, ব্রজজনে কভু নাহি ভায়। ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে, ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥' (চৈঃ চঃ)। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিয়াছেন—'যুগ-যুগান্ত ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহজ্বালা ভোগ করিলেও আমি শ্রীকৃষ্ণের আদেশেও বিপুল বৈভবশালী যদুপতিকে দেখিতে দ্বারকায় যাইব না।'

বিশেষতঃ শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপে শ্রীরাধার প্রিয়কিঙ্করী। তাই শ্রীশ্রীরাধামাধবের অতুলনীয় রসোল্লসিত বহু লীলাস্থলী সমন্বিত এই ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া তিনি কুত্রাপি যাইতে ইচ্ছা করেন না। শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম। দ্বারকাদি ধামের লীলাতে ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ থাকায় ভক্তের সম্ভ্রম-সঙ্কোচের উদয় হয় বলিয়া লীলারসের সম্যক্ আস্বাদন সম্ভবপর হয় না। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুরী একটি অসা-ধারণ গুণ। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ ॥" (চৈঃ চঃ)। বিশেষতঃ নবকিশোর নটবর ব্রজনন্দন

গতোন্মাদৈ রাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্টহৃদয়া
স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতিতটে।
তদাহং তত্রৈবোদ্ধতমতি পতামি ব্রজপুরাৎ
সমুড্‌ডীয় স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্রাদপি জবাৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—'উন্মাদদশাবশতঃ শ্রীরাধা দ্বারকায় গমনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া প্রকাশ্যে শোভা পাইতেছেন' এই কথা যদি আমার শ্রুতিগোচর হয়, তবে আমি মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী পক্ষিরাজ গরুড় হইতেও সবেগে ব্রজপুর হইতে উড্ডীয়মান হইয়া দ্বারকায় নিপতিত হইব ॥ ৪ ॥

টীকা—নন্বু শ্রীকৃষ্ণেনাদৃতশ্চেন্ন চলসি তত্ত্বতঃ পরমালসতৈব সুব্যক্তেতি নহি নহি যতস্তত্র মৎ-প্রাণেশ্বরী-সম্বন্ধো নাস্তি অতস্তত্র ন গমনাকাঙ্ক্ষা কিন্তু প্রাণেশ্বরী-সম্বন্ধে যত্র তত্রৈব গচ্ছামীত্যাহ—গতো-ন্মাদৈরিতি। যদি দ্বারাবত্যাং হরিণা শ্রীকৃষ্ণেন শ্লিষ্টহৃদয়া সতী স্ফুটং সর্ব্বজনগোচরং যথা ভবতি তথা যদি রাধা স্ফুরতীতি শ্রুতিতটে শৃণোমি তদা অহং স্বান্তাধিক গতি খগেন্দ্রাদপি জবাৎ বেগাৎ সমুড্ডীয় উদ্ধতমতি যথাস্যাত্তথা ব্রজপুরাত্তত্রৈব পতামীত্যন্বয়ঃ। স্বান্তং মনঃ তস্মাদধিকা গতির্যস্য সচাসৌ খগেন্দ্রো গরুড়শ্চেতীত্যর্থঃ। নন্বু নিত্য ব্রজস্থিতায়া রাধায়াঃ কুতো দ্বারকায়াং স্ফুরণং তত্রাহ। কিন্তু তা রাধা উন্মাদৈর্দ্বারকায়াং প্রকটবিহারিণং নন্দনন্দনং শ্রুত্বা অনবস্থিত চিত্ততাভিঃ কৃত্বা গতেতি ॥ ৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীশ্রীরাধামাধবের সমুচ্ছ্বসিত শৃঙ্গাররস-লীলার অতুলনীয় নিকেতন এই ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া বিরহী রঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনহেতু তাঁহার আহ্বানেও ক্ষণকালও দ্বারকায় যাইবেন

সাক্ষাৎ শৃঙ্গার। মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণসঙ্গে তাঁহার শৃঙ্গাররস-লীলা-মাধুর্যের তুলনা নাই। সর্বোপরি ব্রজবালা-শিরোমণি মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররস-লীলাতেই লীলা-মাধুর্যের অনন্ত বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার প্রিয়কিঙ্করী। ব্রজে শ্রীশ্রীরাধামাধবের শৃঙ্গাররসোল্লাসময় লীলার স্মৃতি বুকে লইয়া তত্তৎলীলাস্থান আশ্রয় করিয়া থাকাতেই তাঁহার আনন্দ। বিশেষতঃ লীলাস্থলীর কৃপা হইলে তত্তৎস্থানে অনুষ্ঠিত স্বপ্রকাশ শ্রীরাধামাধবের লীলা অফুরন্ত মাধুর্য লইয়া সাধকের নয়নগোচরও হইয়া থাকেন। যেমন লীলাশুক প্রভৃতি ভাগ্যবান্ সাধকগণের নয়নসম্মুখে যুগললীলা ভাসিয়া উঠিয়াছিলেন। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীশ্রীরাধামাধবের এই অতুলনীয় লীলাস্থলী ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশেও শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত ক্ষণকালও দ্বারকায় যাইতে ইচ্ছা করেন না, ব্রজবাসেই তিনি সুদৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন—

"যুগল-বিলাস খেলা, যথা নিত্যনব লীলা, সুখময় শ্রীবৃন্দাবন।
ব্রজধাম ত্যাগ করে, যেতে দ্বারাবতী পুরে, আজ্ঞা করে মদনমোহন ॥
প্রৌঢ়-বিভবশালী, যদুপতি যাঁরে বলি, সেই প্রভু করিতে দর্শন।
লব-নিমেষার্দ্ধতরে, যাইব না ব্রজ ছেড়ে, এ সঙ্কল্প করেছি গ্রহণ ॥" ৩ ॥

না বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন। আচ্ছা, যদি শ্রীরাধারাণী দ্বারকায় গমন করেন এবং শ্রীপাদের যুগল-মাধুরী আস্বাদনের সৌভাগ্যলাভ হয়, তবে তিনি দ্বারকায় যাইতে রাজী আছেন কিনা? এইরূপ প্রশ্ন জাগিলে তদুত্তরে শ্রীপাদ এই শ্লোকে প্রথমতঃ বলিতে চাহিয়াছেন, স্বাভাবিকভাবে কখনই শ্রীরাধারাণী ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় যাইতে পারেন না। ইহার সযৌক্তিক হেতুটি পূর্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। তবে শ্রীকৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী হইয়া স্বাভাবিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলে হয়ত তিনি দ্বারকায় যাইতেও পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধারাণীর সূর্যোপরাগে কুরুক্ষেত্র-গমনের বিষয় বর্ণিত আছে। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর শ্রীললিতমাধব-নাটকে শ্রীকৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী শ্রীরাধার যমুনায় খেলাতীর্থে ঝাঁপ দিয়া সূর্যলোকে গমন এবং তথা হইতে দ্বারকায় নববৃন্দাবনে অবস্থান-প্রসঙ্গ বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু এই দুইটিই মূল শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার প্রকাশভেদ বলিয়া শাস্ত্র ও মহাজনগণ বর্ণনা করিয়াছেন। মূল বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা কখনই বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার দুইটি প্রকাশ—(১) সংযোগিনী, (২) বিয়োগিনী। সংযোগিনী প্রকাশটি কুরুক্ষেত্রে ও বিয়োগিনী প্রকাশটি সূর্যলোকে এবং দ্বারকায় নববৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

"শক্তিঃ সংযোগিনী কামা বামা শক্তির্বিয়োগিনী।
হ্লাদিনী কীর্ত্তিদাপুত্রী চৈবং রাধাত্রয়ং ব্রজে॥
মম প্রাণেশ্বরঃ কৃষ্ণস্ত্যক্ত্বা বৃন্দাবনং ক্বচিৎ।
কদাচিন্নৈব যাতীতি জানীতে কীর্ত্তিদা-সুতা॥

× × × ×

মথুরাং মথুরানাথো বাসুদেবো জগাম হ। অন্তর্হিতে নন্দসুতে শ্রীমদ্বৃন্দাবনে মুনে॥
প্রবাসাখ্যং রসং লেভে রাধা বৈ কীর্ত্তিদাসুতাম্। ততো বদন্তি মুনয়ঃ প্রবাসং সঙ্গবিচ্যুতিম্॥
মম জীবননেতা চ ত্যক্ত্বা মাং মথুরাং গতঃ। ইতি বিহ্বলিতা বামা রাধা যা বিরহাদভূৎ॥
যমুনায়াং নিমগ্না সা প্রকাশং গোকুলস্য চ। গোলোকং প্রাপ্য তত্রাভূৎ সংযোগরসপেশলা॥
কামা রাধা চ মাথুরবিরহেণ নিপীড়িতা। কুরুক্ষেত্রং গতা তীর্থযাত্রা-পরমলালসা॥"
(শ্রীল গোপালগুরু-গোস্বামি-কৃত পদ্ধতিত্রয়ে সনৎকুমার সংহিতা-বাক্য)

অর্থাৎ "সংযোগিনী বা কামা, বিয়োগিনী বা বামা এবং কীর্তিদাপুত্রী—ব্রজে এই ত্রিবিধ রাধা। কামা ও বামা রাধাদ্বয় কীর্তিদাপুত্রী শ্রীরাধারই প্রকাশান্তর। 'আমার প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কোথাও যান না,' ইহা কীর্তিদাসুতা জানেন। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব-প্রকাশে মথুরায় গমন করিলে শ্রীনন্দনন্দন ব্রজে অন্তর্হিত হন, তাহাতে কীর্তিদাপুত্রী শ্রীরাধার প্রবাসাখ্য রসের আস্বাদন হয়। মুনিগণ সঙ্গবিচ্যুতিকেই 'প্রবাস' আখ্যা দিয়া থাকেন। 'আমার জীবননাথ শ্রীকৃষ্ণ আমায় ত্যাগ করিয়া মথুরায় গিয়াছেন,' এই ধারণায় বিহ্বলা বামা রাধা যমুনায় নিমগ্না হইয়া গোকুলের প্রকাশবিশেষ

গোলোকে গমন করিয়া সংযোগ-রসাস্বাদন করেন। অপর প্রকাশ কামা রাধা মাথুরবিরহে নিপীড়িতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনলালসায় তীর্থযাত্রাছলে কুরুক্ষেত্রে গমন করেন।"

যদিও প্রকাশবিশেষে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় কুরুক্ষেত্রে গেলেন বটে, কিন্তু ব্রজছাড়া অন্যত্র মিলনমাধুরীর আস্বাদন সম্ভবপর হইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

"অন্যের 'হৃদয়' মন, আমার মন 'বৃন্দাবন', মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
প্রাণনাথ! শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম, না পাইলে না রহে জীবন॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধার অপর প্রকাশ বামা রাধা যমুনায় ঝাঁপ দিয়া সূর্যলোক হইয়া দ্বারকায় গিয়াছিলেন, তবু তাঁহার নব-বৃন্দাবনেই বাস হইয়াছিল এবং দ্বারকানাথ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বেশে উপস্থিত হইলে তবেই তিনি তাঁহাতে মিলনেচ্ছা প্রকাশ করিতেন। এই সব বিষয় হইতে স্পষ্টতঃই উপলব্ধি হয় যে, কীর্তিদাসুতার দ্বারকায় গমন এবং দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সর্বথাই অসম্ভব।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'তবু তর্কের খাতিরে মানিয়া লইতেছি—উন্মাদিনী শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা শ্রীরাধা যদি শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় যান এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া বিরাজমান থাকেন, ইহা আমি শুনিতে পাই, তবে মন-অপেক্ষাও বেগবান্ যে পক্ষিরাজ গরুড়, তাঁহা-অপেক্ষাও অধিকতর বেগভরে উড়িয়া গিয়া আমি দ্বারকায় নিপতিত হইব এবং যুগলমাধুরী আস্বাদন করিয়া ধন্য হইব।'

শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপে শ্রীরাধার প্রিয়কিঙ্করী। যুগলমাধুরীই তাঁহার জীবাতু। যুগলমাধুরী এবং যুগলসেবারসাস্বাদনের অনন্য নিকেতন বলিয়াই ব্রজবাসে তাঁহার এতাদৃশ নিষ্ঠা বা অনুরক্তি। সুতরাং যেখানে যুগলমাধুরী ও সেবারসাস্বাদনের সুযোগ লাভ হইবে, সেই স্থানকেই কায়-মনোবাক্যে তিনি আশ্রয় করিবেন—ইহাই অভিপ্রায়। বিশেষতঃ কিঙ্করীগণ শ্রীরাধার ছায়ার ন্যায় সতত নিকটে অবস্থান করেন। কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধার নিকটে তাঁহার পরিচর্যা, সান্ত্বনাদান প্রভৃতি সেবা লইয়া তাঁহারা থাকিতে পারেন। কিন্তু শ্রীরাধাব্যতীত কুত্রাপি একক্ষণও তাঁহাদের অবস্থানের সম্ভাবনাই করা যায় না। সুতরাং যেখানে শ্রীরাধা, সেইস্থানই শ্রীপাদের পরম-স্পৃহণীয় আশ্রয়—ইহাই এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং এইশ্লোকে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণমিলনের লালসাতেও শ্রীরাধা সুস্থমনে ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করেন না বলিয়াই ব্রজবাসে শ্রীপাদের এতাদৃশ অনুরক্তি।

"বিরহেতে উন্মাদিনী, বৃষভানু-রাজনন্দিনী, দ্বারকায় গমন করিলে।
শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে, সুখে হন অগেয়ানে, নয়নেতে দেখিছে সকলে॥
এই কথা যদি শুনি, মনোধিক দ্রুতগামী, গরুড় হইতে সবেগেতে।
ব্রজ ছেড়ে শীঘ্র উড়ে, যাই দ্বারাবতী পুরে, আঁখি ভ'রে যুগলে হেরিতে॥" ৪॥

অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতিমৃদুর্ব্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎকারুণ্যঃ প্রগুণকরুণাহীন ইতি বা।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং সূনুর্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনাদি বা সাদি অতি সুদক্ষ বা মৃদুল, পরমকারুণ্যগুণযুক্ত বা করুণাশূন্য যাহাই হউন, মহাবৈকুণ্ঠাধীশ শ্রীনারায়ণ-অপেক্ষাও ঐশ্বর্যশালী বা নরই হউন—এই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই জন্মে জন্মে আমার প্রভুবর বা আরাধ্য ॥ ৫ ॥

টীকা—নন্থ নরবরস্য নন্দনন্দনস্য পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষয়া কিং পরমেশ্বরং ভজেত্যাহ—অনাদিরিতি। ব্রজপতের্নন্দস্যায়ং সূনুঃ পুত্রঃ প্রতিজনি প্রতিজন্ম গোষ্ঠে ব্রজে নত্বন্যত্র মম প্রভুবর আস্তাং ভবতু। নন্থ সপ্তর্ষীণামিব প্রধানাপ্রধানে বিচারৈর্ব প্রভোঃ কর্ত্তব্যতেত্যাহ। সতু অনাদি-র্ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য সঃ স সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবানিত্যর্থঃ। সাদি আদিনা কারণেন সহ বর্ত্তমানোঽবতার ইত্যর্থঃ। পটুঃ সর্ব্বত্র নিপুণঃ মৃদুরনিপুণঃ প্রতিপদং প্রতিক্ষণং প্রমীলৎ প্রকাশমানং কারুণ্যং যস্য সঃ। প্রকৃষ্টো গুণো যস্যা হেতোরেবম্ভূতয়া করুণয়া হীনঃ করুণারহিত ইত্যর্থঃ। মহাবৈকুণ্ঠস্য পরব্যোম্ন ঈশো যো নারায়ণ-স্তস্মাদধিক উৎকৃষ্টঃ। নরো মানুষ ইত্যাদি বিচারো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—পরম একান্তী শ্রীপাদ রঘুনাথ সাধকাবেশে এইশ্লোকে আরাধ্যতত্ত্ব মাধুর্য-মূরতি শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাতিশয় প্রকাশ করিতেছেন। শ্রুতিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা এবং বৈকুণ্ঠ-পতি শ্রীনারায়ণেরও মূলাবতারিত্ব বর্ণিত রহিয়াছে। মাধুর্যনিষ্ঠ ব্রজবাসিগণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যে কোন গুণাবলীদর্শনে তাঁহাকে প্রীতি করেন তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের প্রীতি স্বাভাবিক। যে প্রীতি গুণদর্শনে সঞ্চারিত হয়, দোষদর্শনে তাহার হ্রাস হইতে পারে এবং অধিক গুন দেখিলে তাহার বৃদ্ধিও হইতে পারে, কিন্তু যে প্রীতি দোষগুণের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া স্বভাবতঃই সঞ্চারিত হয়—তাহা নিরুপা-ধিক বা স্বাভাবিক; দোষে বা গুণে তাহার কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভবপর হয় না। "দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া।" (বিদগ্ধমাধব)। ইহাই ব্রজপ্রেমের স্বভাব। শ্রীপাদ রঘুনাথ নিত্যপার্ষদ শ্রীরাধার নিত্যকিঙ্করী, সুতরাং তাঁহার প্রীতিও নিত্যসিদ্ধ। যাঁহারা ব্রজানুগত্যে ভজন করেন, তাঁহাদেরও এই জাতীয় শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠাময় ভাবের অনুসরণ করিতে হয়।

অনাদিসিদ্ধ ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থের প্রারম্ভেই শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা মূলাবতারিত্ব এবং সর্বকারণকারণত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"

"সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তিনি অনাদি, সকলের আদি এবং সর্বকারণের কারণ।" শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" 'হে অর্জুন আমা'অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব আর কিছুই নাই।' সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই পরিভাষাবাক্যে মহামুনি বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা বা বৈকুণ্ঠাধীশ শ্রীনারায়ণাদিরও মূলাবতারিত্ব দৃঢ়রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাস উক্ত শ্লোকটিকে ভাগবৎ-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব-নিরূপণে প্রতিজ্ঞাবাক্যরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের মৌলিকতত্ত্বের পরিভাষা। পরিভাষা শাস্ত্রে একবার মাত্রই পঠিত হয়, আবৃত্তি হয় না। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই শ্লোকটি সমগ্র ভাগবতে একবার মাত্রই পঠিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য তত্ত্বনিরূপণে শ্লোকটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। মহারাজ চক্রবর্তির ন্যায় এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের স্বাধীন বিজয়-পতাকা অন্য সকল বাক্যের মস্তকোপরি সগর্বে উড্ডীয়মান। এইবাক্যেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সর্বশক্তি-সমন্বিত পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ অংশ নহেন, তিনি অংশী, কলা নহেন কলানিধি, পুরুষ নহেন পুরুষোত্তম, ভগবানই নহেন তিনি স্বয়ং ভগবান্। অন্যান্য নিখিল ভগবৎস্বরূপ ও তাঁহাদের ঐশ্বর্য-মাধুর্যাদি শক্তির তিনিই মূল নিকেতন। সুতরাং নিখিল ভগবৎস্বরূপ হইতে তিনি পরম কারুণ্যগুণযুক্তও। "রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।" (চৈঃ চঃ)। সব ভগবৎস্বরূপে করুণাগুণ বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ ব্রজজাতীয় মাধুর্যময় প্রেমদান করেন বলিয়া তিনি পরম করুণ। নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে নিখিল ঐশ্বর্য ও গুণরাজি বিরাজমান থাকিলেও ব্রজভক্তগণ তাঁহার গুণাবলি-দর্শনে প্রীতি করেন না। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যে প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-সায়রে নিমজ্জিত হয়। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ সর্বনিরপেক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণ অনাদিই হউন বা সাদিই হউন, সর্ববিষয়ে অতি সুদক্ষই হউন বা মৃদু অর্থাৎ অপটুই হউন, নিখিল কারুণ্যগুণ-সমন্বিতই হউন বা অকরুণই হউন, মহাবৈকুণ্ঠাধীশ শ্রীনারায়ণ-অপেক্ষা ঐশ্বর্যশালীই হউন বা নরই হউন—এই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই জন্মে জন্মে আমার প্রভুবর বা আরাধ্য।'

"অনাদির আদি যিনি, বৃন্দাবন লীলাভূমি, অবতারী স্বয়ং ভগবান্।
আদির সহিত বর্ত্তমান, প্রতিক্ষণে প্রকাশমান, কারুণ্যশালী গুণবান্॥
সর্ব্বত্র সুনিপুণ, ভূষিত বিবিধ গুণ, কিম্বা তিঁহো কারুণ্য বিহীন।
পরব্যোম অধিপতি, নারায়ণ হৈতে খ্যাতি, কিম্বা নরমাত্রই হউন॥
নন্দসুত বলি যাঁরে, সকলেই গান করে, সেই কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
জন্মে জন্মে বৃন্দাবনে, এ লালসা মোর মনে, শ্রীগোবিন্দ প্রভুবর হউন॥" ৫ ॥

অনাদৃত্যোদগীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদাদি মুনিগণ এবং নিগমশাস্ত্র বা বেদ যাঁহার মহিমা গান করেন, সেই প্রবীণা শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমা শ্রীরাধারাণীকে অনাদরপূর্বক যে ব্যক্তি একা গোবিন্দের ভজন করে, সে কপটী বা দাম্ভিক; তাহার অপবিত্র সান্নিধ্যে আমি ক্ষণকালও গমন করি না—ইহাই আমার ব্রত বা স্থির-সংকল্প ॥ ৬ ॥

টীকা—নম্বনাদিঃ সাদির্ব্বেত্যাদি বচনেন তত্ত্ববিচারে কিমিতি কুণ্ঠো ভবসি তত্ত্ববাদিনং গত্বা পৃচ্ছ তদভীষ্টদেবস্যৈব সর্ব্বাবতারিত্বং সেৎস্যতীত্যত্রাহ—অনাদৃত্যেতি। যো গান্ধর্ব্বাং শ্রীরাধামনাদৃত্য একং কেবলং গোবিন্দং ভজতি তদভ্যর্ণে নিকটে ক্ষণমপি ন যামীতি ব্রতং মমেত্যন্বয়ঃ। তত্ত্ববাদী তু ন রাধা-ভজনং জানাতীতি ভাবঃ। গান্ধর্ব্বাং কিম্ভূতাং বৈণিকমুখৈর্নারদাদিভির্মুনিগণৈর্নিগমৈর্বেদৈরপ্যুদ্গীতাম্ অতএব প্রবীণাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠাম্। পুনঃ কিম্ভূতাং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমাম্। যো ভজতি স কিম্ভূতঃ দাম্ভিকতয়া কপটী নতু সিদ্ধান্তজ্ঞঃ। অভ্যর্ণে কিম্ভূতে শীর্ণে বিশীর্ণে অসংস্কৃতে ইতি যাবৎ ॥ ৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্বশ্লোকে মাধুর্য-মূরতি ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই আরাধ্যতত্ত্বরূপে জন্মে জন্মে উপাসনা করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ স্বরূপে শ্রীরাধারাণীর কিঙ্করী, শ্রীরাধা-চরণেই তাঁহার একান্ত নির্ভরতা বা পরানিষ্ঠা। শ্রীরাধার প্রাণনাথ বলিয়াই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভজনে এত অনুরক্তি, স্বতন্ত্রভাবে নহে। "আমার ঈশ্বরী হন বৃন্দাবনেশ্বরী। তাঁর প্রাণনাথ বলি ভজি গিরিধারী ॥" ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধকের শ্রীকৃষ্ণভজনের মূলমন্ত্র। আসলে শ্রীরাধার উপাসনা বা তাঁহার প্রসাদ-ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি বা উজ্জ্বলরসাস্বাদন অতিশয় দুর্ঘট। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবাবলীতে সংকল্পপ্রকাশ-স্তোত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন—

"অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু-, মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাব-গম্ভীরচিত্তান্, কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ ?"

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি শ্রীরাধার চরণরেণুর আরাধনা করে নাই, শ্রীরাধাচরণাঙ্কিত শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করে নাই এবং শ্রীরাধাভাবে নিমগ্ন গম্ভীরচিত্ত জনগণের সম্ভাষণ করে নাই, সে ব্যক্তি শ্যামসিন্ধু বা উজ্জ্বল (শৃঙ্গার) রসসিন্ধুতে কিরূপে অবগাহন করিবে ?' রসসিন্ধুতে অবগাহনের কথা দূরে, শ্রীল প্রবোধানন্দ সর-স্বতীপাদ লিখিয়াছেন—যাহারা শ্রীরাধার ভজন করে না, শ্যামসিন্ধুকে প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের বিন্দুই লাভ হইয়া থাকে, অধিক কিছুই নহে।

"রাধাদাস্যমপাস্য যঃ প্রযততে গোবিন্দসঙ্গাশয়া
সোঽয়ং পূর্ণসুধারুচেঃ পরিচয়ং রাকাং বিনা কাঙ্ক্ষতি।

কিঞ্চ শ্যামরতিপ্রবাহলহরীবীজং ন যে তাং বিদু-
স্তে প্রাপ্যাপি মহামৃতাম্বুধিমহো বিন্দুং পরং প্রাপ্নুয়ুঃ ॥" (রাধারসসুধানিধি ৮০)

"যিনি শ্রীরাধার দাস্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভের চেষ্টা করেন, তিনি পূর্ণিমাতিথি বিনাই যেন পূর্ণচন্দ্রের পরিচয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। পরন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-প্রবাহের উৎপত্তি-স্থান শ্রী-রাধাকে না জানেন, অহো! তাঁহারা মহামৃতের সিন্ধু প্রাপ্ত হইয়াও বিন্দুমাত্রই লাভ করেন।"

তাৎপর্য এই যে, শ্রীরাধার সান্নিধ্যেই মাধুর্যমূরতি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যসিন্ধু অনন্তগুণে সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহন।" "যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ। তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে। এ-দর্পণের আগে নব-নবরূপে ভাসে ॥" (চৈঃ চঃ)। সুতরাং শ্রীরাধার দাস্যই মাধুর্যসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যামৃত আস্বাদন করার শ্রেষ্ঠতম উপায়। শ্রীরাধার শ্রীচরণাশ্রয়-পূর্বক যাঁহারা শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী আস্বাদনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, শ্রীরাধাদাস্য ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণমাধুরী আস্বাদন করিতে যাওয়া যেন নিতান্তই ব্যর্থ বা বহুলাংশে নিষ্ফল।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'শ্রীনারদাদি মুনিগণ এবং নিগমশাস্ত্র বা বেদ যে শ্রীরাধার মহিমা নিয়ত গান করিয়া থাকেন।' শ্রীনারদ শ্রীগুরু শঙ্করের নিকট হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্বজ্ঞানামৃত লাভ করিয়া শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উহা প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে শ্রীনারদ শ্রীরাধাকে **'পরা প্রকৃতি'** বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—"লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা পরা। ভক্ত্যা নমন্তি যৎ শশ্বৎ তং নমামি পরাৎপরম্ ॥" 'লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী এবং পরাশক্তি শ্রীরাধা ভক্তিপূতচিত্তে যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করেন, সেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে আমি সর্বদা প্রণাম করি।' এইবাক্যে শ্রীনারদ শ্রীরাধার সম্বন্ধেই **'পরা'** বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়া শ্রীরাধাই যে সর্বশক্তিবর্গের শ্রেষ্ঠা, ইহা সুনিশ্চিতরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীরাধার সম্বন্ধে 'পরা' শব্দটি ঐশাস্ত্রে শ্রীনারদ-কর্তৃক বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে—"দেবী রাধা পরা প্রোক্তা চতুর্বর্গপ্রসবিনী", "রসিকা রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা" অর্থাৎ 'ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ-প্রসবিনী শ্রীরাধা শ্রীভগবানের পরাশক্তি।' 'শ্রীরাধা রসময়ী, রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী এবং পরা।' **'পরান্তে শ্রেষ্ঠ বাচকা'** অর্থাৎ অন্তে প্রযুক্ত 'পরা' পদটি শ্রেষ্ঠতার বাচক হয়, এই নিয়মানুসারে শ্রীরাধাই যে সর্বশক্তিবর্গের শ্রেষ্ঠা ইহা নিরূপিত হইয়াছে।

তদ্রূপ নিগমশাস্ত্রে বা বেদেও শ্রীরাধার মহিমা নানাস্থানে গান করিয়াছেন। ঋক্, সাম ও অথর্ববেদে বিশেষ গৌরবের সহিত রাধানামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্ব্বাহো বীর যস্য তে" (ঋক্—১ ৩০।৫, সাম—১৬০০, অথর্ব—২০।৪৫।২) অর্থাৎ হে বীর রাধানাথ! 'স্তুতিভাজন' তোমার এইরূপ স্তোত্র ; তোমার বিভূতি সত্য ও প্রিয় হউক।' ঋক্-পরিশিষ্টে লিখিত আছে—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা—" অর্থাৎ 'শ্রীরাধার দ্বারা মাধব এবং মাধবের দ্বারা শ্রীরাধা দীপ্তিমান্ হইয়া জনগণের মধ্যে বিরাজিত।' গোপালতাপনী-শ্রুতিতে দেখা যায়—

অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়া সিক্ত-জনয়া-
হনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈ তচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—এই ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার 'রাধা' এই মধুময় নাম-শ্রবণে নিখিল মানব প্রেমামৃতে অভি-ষিক্ত হন, সেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যিনি প্রেমনমিতচিত্তে উপাসনা করেন, আমি তাঁহার শ্রীচরণ-যুগল প্রক্ষালনকরত সেই পবিত্রজল সহর্ষে পান করিয়া নিত্য মস্তকে ধারণ করি। (ইহাও আমার অপর একটি ব্রত বা সংকল্প।) ॥ ৭ ॥

টীকা—ননু বাসে বহূনাং কলহ ইতি দিশা নিঃসঙ্গং ভজনং প্রার্থ্যতে ভদ্রং ভদ্রমিতি নহীত্যাহ—অজাণ্ডে ইতি। অজাণ্ডে অনয়া সহ যঃ কৃষ্ণং ভজতি এতস্য চরণকমলে কেবলং প্রক্ষাল্য অহো তার্কিকাঃ প্রেম-নমিতঃ সন্ তজ্জলং মুদা হর্ষেণ পীত্বা প্রতিদিনং শশ্বন্নিরন্তরং শিরসি চ বহামীত্যন্বয়ঃ। অনয়া কয়া

"তস্যাদ্যা প্রকৃতি রাধিকা নিত্যা নির্গুণা যস্যাংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তয়ঃ।" অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের আদ্যাশক্তি শ্রীরাধিকা নিত্যা নির্গুণা, লক্ষ্মী, দুর্গাদি সব ভগবৎশক্তিবর্গ যাঁহার অংশ।" এইপ্রকার নিগমশাস্ত্রে নানাস্থানে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধার মহিমা পুনঃ পুনঃ কীর্তিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই প্রবীণা শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমা শ্রীরাধারাণীকে অনাদরপূর্বক যে ব্যক্তি একা শ্রীগোবিন্দের ভজন করে, সে কপটী বা দাম্ভিক।' শ্রীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর যুগের আচার্য। শ্রীরাধারাণীর আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণভজনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনন্যসাধারণ অবদান। এই মহাপ্রভুর যুগে কৃষ্ণভজন করিয়াও যাঁহারা শ্রীরাধার করুণায় বঞ্চিত, তাহারা নিতান্তই হতভাগ্য। যাঁহার আশ্রয়ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ বা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাস্বাদন কোন মতেই সম্ভবপর নহে, তাঁহাকে অনাদর করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করা যে নিতান্তই কাপট্য বা দাম্ভিকতার পরিচায়ক—ইহা বলাই বাহুল্য। অধিক কি শ্রীমন্মহাদেব মহাদেবীর নিকট তাহাদিগকে 'পাতকী' বলিয়াও তিরস্কার করিয়াছেন—"গৌরতেজো বিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সম-র্চ্চয়েৎ। জপেদ্বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ **পাতকী** শিবে॥" অর্থাৎ 'হে শিবে! যাহারা শ্রীরাধা-বিরহিত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান, জপ ও অর্চনাদি করিয়া থাকে, তাহারা পাতকী।' পাতকীর সঙ্গ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া শ্রীপাদ বলিতেছেন—'তাহাদের অপবিত্র সান্নিধ্যে আমি ক্ষণকালও গমন করি না—ইহাই আমার ব্রত বা সুদৃঢ় সংকল্প।'

"বীণাবাদ্যে নারদাদি, বেদ-বেদান্ত-পুরাণাদি, গান করে মহিমা যাঁহার।
কৃষ্ণ-প্রিয়তমা যিনি, শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী, গান্ধর্ব্বিকায় করি অনাদর॥
যে কপটী দম্ভভরে, গোবিন্দ ভজনা করে, আমি তার অপবিত্র সঙ্গ।
ক্ষণকাল করিব না, তার মুখ দেখিব না, স্থির ব্রত না করি তা-ভঙ্গ॥" ৬॥

রাধা ইতি স্ফুরন্তী সর্ব্বত্র খ্যাতিমাপ্তা যা অভিধা নাম তয়া। সিক্তা অমৃতেনৈব সুতর্পিতা জনা লোকা যয়া তয়া গান্ধর্ব্বয়েত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্বশ্লোকে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা করিয়াও শ্রীরাধার অনাদর করেন, তাঁহাদের অপবিত্র সান্নিধ্যে ক্ষণকালও যাইবেন না, এইপ্রকার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে—'শ্রীপাদ! যাঁহারা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহাদের প্রতি আপনি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তদুত্তরে এইশ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। যুগল-উপাসকগণ শ্রীরাধার আশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমলক্ষ্মী, প্রেমেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যে কোনরূপে তাঁহার নাম, গুণ, লীলাদির সহিত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রেই ভাগ্যবান্ মানব প্রেমলাভে ধন্য বা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার প্রতি অনাদরপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা যে বিড়ম্বনামাত্রই তাহাতে সন্দেহ কি?

এই রহস্যটি প্রতিপাদন করিবার জন্যই এইশ্লোকের প্রথমেই বলিয়াছেন—'যাঁহার "রাধা" এই মধুময় নাম শ্রবণমাত্রেই নিখিলমানব প্রেমামৃতে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন।' ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীরাধা-নামের মহিমাবর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—" 'রা' শব্দোচ্চারণাদেব স্ফীতো ভবতি মাধবঃ। 'ধা' শব্দোচ্চারত পশ্চাদ্ধাবত্যেব সসম্ভ্রমঃ॥" অর্থাৎ " 'রা' শব্দ উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠেন, এবং 'ধা' শব্দ উচ্চারণমাত্রে সসম্ভ্রমে উচ্চারণকারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন।" একমাত্র প্রেম-ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করা যায় না। 'রাধা' নামের মধ্যে এতই অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক প্রেমমাধুরী নিহিত রহিয়াছে যে, কোন সাধনান্তরের অপেক্ষা না করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাধানাম শ্রবণ-কীর্তনকারীর নিকট তৎক্ষণাৎ আকর্ষিত হইয়া থাকেন! নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর প্রেমের পূর্ণতম অভিব্যক্তি তাঁহার নামে নিহিত রহিয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে পরমামৃতময় 'রাধা' নামেরই এতাদৃশ অদ্ভুত প্রেমময়তার কথা জানা যায়। রাধানাম শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক মহাবিদ্যাস্বরূপ এবং চিত্তে বিপুল প্রেমরসোদ্ভাবনের অদ্ভুত সিদ্ধমন্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শ্রীপাদ শুকমুনি শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণনাকালে ঠিক এই কারণেই শ্রীরাধা-নামোচ্চারণ করেন নাই। কারণ শ্রীরাধানামের সহিত প্রেমরসের এমনি অদ্ভুত-স্ফুরণ ওতপ্রোতভাবে নিহিত রহিয়াছে যে, রাধানামোচ্চারণ করিলে শ্রীশুকের মায়ামুক্ত পরমনির্মল-চিত্তে প্রেমানন্দের এরূপ আশ্চর্য স্ফুরণ হইত যাহাতে তিনি দীর্ঘসময় সমাধিস্থ বা মূর্ছিতদশা প্রাপ্ত হইতেন। মাত্র সপ্তাহকাল যাঁহার পরমায়ুঃ, সেই মহারাজ পরীক্ষিতকে হয়ত আর ভাগবতকথা শ্রবণ করানো সম্ভবপর হইত না। এই কারণেই শুকমুনি শ্রীরাধারাণীর নাম বা অন্যান্য কোন গোপীর নাম ভাগবতে উচ্চারণ করেন নাই, অথচ রুক্মিণী, সত্যভামাদি মহিষীবর্গের নাম তিনি বারবার উল্লেখ করিয়াছেন*।

যাহা হউক শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যিনি প্রেমনমিত-চিত্তে উপাসনা করেন, আমি তাঁহার শ্রীচরণযুগল প্রক্ষালনকরত সেই পবিত্রজল সহর্ষে পান করিয়া নিত্য

* শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ১।৭।১৫৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মস্তকে ধারণ করি—ইহাও আমার অপর একটি ব্রত বা দৃঢ় সঙ্কল্প।' শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুব-যুগলের উপাসনা প্রেমনমিতচিত্তেই করা বিধেয়। শ্রীযুগলের উপাসনার উপযোগী প্রেমনমিতচিত্ত কাহাদের? শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানন্দ-সংবাদে শ্রীল রামানন্দরায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমকে সাধ্য-শিরোমণিরূপে স্থাপন করিলে প্রভু যখন শ্রীযুগল-উপাসনার বিষয় রামানন্দকে প্রশ্ন করেন, তখন শ্রীরামরায় বলিয়াছেন—

"রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর। দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার। সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী-বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥
সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি। সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥"

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনাশূন্য সুনির্মল গোপীপ্রেম, ইহাতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যরসের প্রেমিকগণ অপেক্ষা প্রেমনমিতচিত্ততা সমধিক। তাহাও আবার সম্ভোগেচ্ছাময়ী (নায়িকাভাব) ও তত্তাবেচ্ছা-ত্মিকা (সখীভাব) দুইভাগে বিভক্ত। ব্রজনায়িকা-শিরোমণি প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর সখীগণের প্রেম-নমিতচিত্ততার তুলনা নাই। সেই সখীগণের মধ্যেও যাঁহারা শ্রীরাধার কিঙ্করী বা মঞ্জরী তাঁহাদের প্রেম-নমিততার পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধার নিত্যসিদ্ধা কিঙ্করীগণের আনুগত্যে যে সকল ভাগ্যবান্ সাধক মঞ্জরী-ভাবে শ্রীরাধাস্নেহাধিকা প্রীতিতে যুগলের উপাসনা করেন, শ্রীরাধার নিত্যকিঙ্করী শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই সজাতীয়াশয় ভক্তগণের প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধাপূতচিত্তে সদৈন্যে তাঁহাদের শ্রীচরণোদক নিত্য পান ও মস্তকে ধারণ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ পরম মহদ্‌গণের শ্রীচরণোদক নিষে-বণ তাদৃশ প্রেমপ্রাপ্তির অব্যভিচারী উপায়।

"ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্ত-অবশেষ—তিন মহাবল ॥
এই-তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ। বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ হইয়াও সাধকাবেশে শ্রীযুগল-উপাসকের শ্রীচরণোদক সহর্ষে নিত্যপান ও সেই পবিত্রজল মস্তকে সিঞ্চন করার সংকল্প প্রকাশ করিয়া যুগল-উপাসকের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন এবং গৌড়ীয় সাধকগণকেও শ্রীযুগলচরণে ভক্তিলাভের বা প্রেম-সিদ্ধির অব্যভিচারী সাধন শ্রীযুগলউপাসকের শ্রীচরণোদকাদি নিষ্ঠার সহিত নিত্য নিষেবণের বা তাঁহাদের প্রতি ভক্তিপ্রকাশের অনুপ্রেরণা দিতেছেন—

"জয় জয় রাধানাম, কি অমৃত রসধাম, পদে পদে প্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রবণেতে প্রেমরসে, বাল-বৃদ্ধ-যুবা ভাসে, জপিতে জপিতে রত্নখনি ॥

পরিত্যক্তঃ প্রয়োজন-সমুদয়ৈর্বাঢ়মসুধী-
র্দুরন্ধো নীরন্ধ্রং কদনভর-বার্দ্ধৌ নিপতিতঃ।
তৃণং দন্তৈর্দষ্ট্বা চটুভিরভিযাচেঽদ্য কৃপয়া
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদনলিনান্তং নয়তু মাম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অতিশয় দুর্বুদ্ধি আমি শ্রীপাদ স্বরূপ শ্রীল রূপ-সনাতনাদি প্রিয়জনকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি, তাঁহাদের অপ্রকটকালেও জীবনধারণ করিয়া মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছি। তাই দন্তে তৃণধারণপূর্বক অতিশয় দৈন্যভরে কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছি যে, এখন স্বয়ং শ্রীরাধিকা কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণসরোজপ্রান্তে আমায় লইয়া যাউন ॥ ৮ ॥

টীকা—বিনা রাধাপ্রসাদেন হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভেতি দিশা তৎপ্রাপ্তৈব কৃষ্ণপ্রাপ্তিঃ সুকরেত্যাহ—পরিত্যক্ত ইতি। দন্তৈ র্দশনৈস্তৃণং দষ্ট্বা চটুভিঃ কাতরোক্তিভিরভিযাচে। যাচনমাহ গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধা স্বয়ং স্বপদনলিনান্তং স্বপাদপদ্মনিকটং মাং নয়তু প্রাপয়তু। কালবিলম্বাসহনাৎ স্বশব্দ প্রয়োগঃ। কিন্তূতঃ সন্ যাচে ইতি দৈন্যসূচকানি বিশেষণান্যাহ পরিত্যক্ত ইত্যাদি। প্রয়োজন-সমুদয়ৈঃ স্বস্যাপ্রকটতাং কুর্ব্বদ্ভিঃ শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপগোস্বামিভিস্ত্যক্তঃ মাং পরিত্যজ্য তেষামপ্রকটত্বেন বঞ্চিত। তেষামদর্শন সময় এব ভবতাপ্যনশনাদিনা তৎ সঙ্গিতা কিং ন প্রাপ্তা তত্রাহ অসুধীঃ অসৌ প্রাণ-ধারণে ধীর্বুদ্ধির্যস্য অতএব দুরন্ধঃ ভদ্রাভদ্র-জ্ঞানশূন্যঃ অতএব কদনভর-বার্দ্ধৌ দুঃখসমুদ্রে নীরন্ধ্রমনবকাশং যথাস্যাত্তথা নিপতিতঃ ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—এই স্বনিয়মদশকস্তোত্রে শ্রীপাদ রঘুনাথ সাধকাবেশে স্বীয় ভজন-নিয়মের সংকল্প গ্রহণ করিতে করিতে সহসা বিরহসিন্ধুর উচ্ছলনে সাতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন! শ্রীশ্রীরাধামাধবের, শ্রীগৌরসুন্দরের এবং শ্রীপাদ স্বরূপের বিরহজ্বালায় অধীর হইয়া শ্রীপাদ রঘুনাথ গোবর্ধনে ভৃগুপাতপূর্বক দেহত্যাগের সংকল্প লইয়াই ব্রজে আসিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন রঘুর বিরহতাপিতপ্রাণে কথঞ্চিৎ শান্তির প্রলেপ দিয়া তাঁহাকে শ্রীকুণ্ডতটাশ্রয়পূর্বক ভজনের পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিরহবিধুর প্রাণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনের অন্তর্ধানে রঘুর বিরহানল শত শতগুণে বিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার অন্তরকে জ্বালাময় করিয়া তুলিয়াছিল! ভগবৎ-বিরহে সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ মর্মীভক্তই সান্ত্বনাদানে বিরহীর প্রাণরক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের বিয়োগ ঘটিলে সেই দুঃখ অতিশয় দুর্বিসহই হইয়া উঠে! "কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর।" (চৈঃ চঃ)। শ্রীভগবানের বিরহ বরং সহনীয় কিন্তু ভক্তবিরহ হইতে গুরুতর দুঃখ আর কিছুই নাই। ভগবদ্‌বিরহে সজাতীয়াশয়, সমপ্রাণ মর্মীভক্তগণ

রাধা-সঙ্গে শ্রীগোবিন্দ, ব্রজনব যুব-দ্বন্দ্ব, যেই জন প্রেম-সেবা করে।
ওহে তার্কিক বলি শুন, নিত্য তাঁর শ্রীচরণ, ভক্তিভরে প্রক্ষালন করে,—
পাদোদক পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি, ধূলি করি মস্তকভূষণ।
পদজল করি পান, শিরেতে করি ধারণ, যাতে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ ॥" ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে বিরহবেদনা কথঞ্চিৎ উপশান্ত করেন, কিন্তু তাদৃশ ভক্তের অভাব ঘটিলে বিশ্ব শূন্যময়ই হইয়া থাকে। এই পদ্যটি পাঠ করিলে শ্রীপাদ রঘুনাথের তাদৃশ মানসিক অবস্থার কিঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা" (চৈঃ চঃ)। শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের ভজন-নিয়ম প্রস্তর-খোদিত লেখ্যের ন্যায় অবিলোপ্য! এই স্বনিয়ম-দশকস্তবে সেই ভজননিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করিতে করিতেই সহসা শ্রীপাদের চিত্তে শ্রীল রূপ-সনাতনের স্মৃতি সমুদিত হইয়াছে এবং তাহাতে তিনি সাতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহাদের সাক্ষাৎ করুণাই শ্রীল রঘুনাথের ভজন-সাধনের মূলভিত্তি, তাঁহাদের অন্তর্ধানে আজ যাঁহার নিকট সারা বিশ্ব অন্ধকার ; তাঁহাদের বিহনে ভজন করিবার শক্তি দূরে থাকুক তাঁহার পক্ষে প্রাণধারণ করাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে ! বিরহের মূর্তি রঘুনাথ তাই দৈন্যভরে বলিতেছেন—'শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ-সনাতনাদি প্রিয়জন-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি।' যিনি অতুল রাজবৈভব ও বিপুল সংসার-সুখকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণ-সরোজপ্রান্তে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন এবং প্রভু যাঁহাকে ব্রজরসের মূর্তিমান্‌স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। শ্রী-পাদ স্বরূপই ছিলেন যাঁহার প্রাণরক্ষার এবং ভজনশিক্ষার একমাত্র অবলম্বন, কর্তা ও যথাসর্বস্ব ! যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ে থাকিয়া শ্রীপাদ রঘুনাথ দীর্ঘ ষোড়শবর্ষকাল শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম বিগলিত মহামত্ততাজনক দিব্য-প্রেমমকরন্দরস পানে ভৃঙ্গের ন্যায় মত্ত হইয়াছিলেন এবং নিরন্তর যাঁহার কৃপাসঙ্গলাভে ধন্য হইয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর অলৌকিক লীলাবলী দর্শন করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও স্বরূপের অন্ত-র্ধানে রঘুর বিশ্ব শূন্য হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের বিরহ-সন্তপ্ত প্রাণ ত্যাগ করিবার বাসনায় ব্রজে আসি-য়াছিলেন এবং তৎকালে ব্রজের সর্বেসর্বা, প্রেমভক্তি ও ব্রজরসের সুমহান্ আদর্শস্বরূপ শ্রীল রূপ-সনাতনকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের সান্ত্বনাবাণীতেই রঘুর প্রাণরক্ষার এবং ভজন-সাধনের প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল এবং যাঁহাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে থাকিয়া দীর্ঘকাল শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে নিগূঢ় লীলারসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। পরিশেষে প্রগাঢ় ভজনাবেশে দেহ গেহ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে সাক্ষাৎ শ্রীরাধার কিঙ্করীজ্ঞানে প্রেমসেবা-ধিকার অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন দিনযামিনী স্বামিনী-বিরহিণী সেবিকার ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। অশ্রুনীরে অহর্নিশি অভিস্নাত হইয়াই যাঁহার আন্তর ভজন চলিয়াছিল এবং যুগপৎ বাহ্যদেহে ভজননিষ্ঠার তীব্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই শ্রীস্বরূপ, রূপ ও সনাতনের স্মৃতিতে শ্রীপাদ রঘুনাথ সাতিশয় কাতর হইয়া বলিতেছেন—'অতিশয় দুর্বুদ্ধি আমি তাঁহাদের অপ্রকটকালে এখনো জীবন-ধারণ করিয়া আছি এবং মহাদুঃখের সাগরে নিমগ্ন হইতেছি। এই দুঃখসিন্ধু হইতে নিস্তার লাভের এখন একটিমাত্রই উপায়—স্বয়ং গান্ধর্বা শ্রীরাধারাণীর করুণা। তাই দন্তে তৃণধারণপূর্বক দৈন্যভরে অতি কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছি যে, স্বয়ং শ্রীরাধিকা কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-সরোজ-প্রান্তে আমায় লইয়া যান।'

"স্বরূপ রূপ সনাতন, যে মোর বান্ধবগণ, একে একে হৈল অদর্শন।
বিরহসমুদ্র-জলে, ফেলে মোরে গেল চলে, শূন্য হাটে করিয়ে ক্রন্দন ॥

ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরাশনবসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
বসামীশা-কুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি-পুরতঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ব্রজে উৎপন্ন গব্যাদি ভোজ্যদ্রব্য এবং পরিধেয়-বস্ত্রাদিতে দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়া অভিমানশূন্য হইয়া নিয়মপূর্বক আমি শ্রীগিরিরাজের তটদেশে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বসবাস করিব এবং অন্তিমকাল আসন্ন হইলে এই শ্রীকুণ্ডতীরেই শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব ॥ ৯ ॥

টীকা—অন্যদপি নিয়মনং শৃন্বিত্যাহ—ব্রজেতি। ব্রজে উৎপন্নানি যানি ক্ষীরাণি অশনানি ভোজন-দ্রব্যাণি বসনানি বস্ত্রাণি তৈঃ পদার্থৈরহং অদম্ভমনহঙ্কারং যথাস্যাত্তথা ব্যবহৃতিং ব্যবহারং নির্বাহ্য স নিয়মঃ সন্ ঈশাকুণ্ডে শ্রাধাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চ গোবর্দ্ধনে বসামি সময়ে প্রাণবিয়োগকালে জীবাদি-পুরতঃ শ্রীজীবগোস্বাম্যাদীনাং সম্মুখে খলু এব প্রেষ্ঠে সরসি ঈশাকুণ্ডে তু পুনর্মরিষ্যে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ সাধকাবেশে এইশ্লোকে তাঁহার দেহ ও সর্বেন্দ্রিয়কে ব্রজ-ধামনিষ্ঠ করিয়া আমরণ ব্রজবাসের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছেন এবং একান্তভাবে ব্রজধামের শরণাপন্ন হইতে-ছেন। শ্রীভগবানের লীলাস্থানকে একান্তভাবে আশ্রয় করা ভগবৎ-শরণাগতির একটি অন্যতম অঙ্গ। "তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্। তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥" "যিনি মুখে বলেন—'হে ভগবন্! আমি তোমার', মনেও সেইরূপ অভিমান করেন ও দেহে শ্রীভগবানের লীলা-স্থানকে আশ্রয় করিয়া আনন্দানুভব করেন—তিনিই শরণাগত।" কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌বর্গ-অধিকৃত সংসারভয়ে বাধ্য হইয়া মানুষ পরিত্রাণের উপায় না পাইয়াই অনন্যগতি শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করে, আবার ভগবদ্বৈমুখ্যজনক নানাবিধ ভক্তিবাধা বিনাশের জন্যও ভক্তিমাত্রকামী মানব শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়া থাকে—ইহাই শরণাগতি-বিষয়ে ভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত। প্রেমভক্তি-দশায় এই শরণাগতি-তেই সাধক 'তদৈকজীবন' হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ মহাভাবরাজ্যে, তাই তাঁহাতে শরণাগতির পরাকাষ্ঠা।

শরণাগত ভক্ত শ্রীভগবানের সম্পর্ক-ব্যতীত জড়ীয় কোন বস্তুর সহিতই সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছা করেন না। অন্তরেন্দ্রিয়ে তো নয়ই, বাহ্যেন্দ্রিয়ে দেহযাত্রাদি নির্বাহ-বিষয়েও তাঁহাদের চেষ্টাসমূহ শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার ধামাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্লোকে ব্রজে উৎপন্ন গব্যাদি ভোজ্যদ্রব্য এবং পরিধেয় বস্ত্রাদিতে গ্রাসাচ্ছাদনরূপ দেহযাত্রা নির্বাহের সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন। চিন্ময় ব্রজধামে সমুৎপন্ন দ্রব্যাদিও সব চিন্ময়,—ভক্তি বা ভজনের পুষ্টিকর। নিত্যপার্ষদ শ্রীপাদ রঘুনাথ

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, ত্রিভুবন দেখি শূন্য, দন্তে তৃণ করি নিবেদন।
অদ্য মোরে গান্ধর্ব্বিকা, মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা, পাদপদ্মে করুন গ্রহণ॥
হে রাধে দাসী বলি, কাতরেতে এই বলি, পদসেবায় নিযুক্ত করিবে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যিনি, ব্রজে ইন্দ্রনীলমণি, কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনায়াসে হবে॥" ৮ ॥

সতত প্রেমামৃতেই পরিতৃপ্ত; ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁহার চিন্ময় দেহেন্দ্রিয়ে কোনপ্রকার ক্ষোভ জন্মাইতে সমর্থ নহে। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে—

"শ্রীমান্ রঘুনাথ দাস যে গোস্বামী। প্রচণ্ড বৈরাগ্য যাঁর মহাভক্ত প্রেমী॥
অনুরাগ-পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধাগোবিন্দে। দিবানিশি নাহি জানে মত্ত প্রেমানন্দে॥
× × × ×
শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে করিলেন বাস। দিবানিশি সদা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমোল্লাস॥
রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি লাগি সদা উৎকণ্ঠিত। সদা হাহাকার ক্ষণে স্থির নহে চিত্ত॥
হে হে বৃন্দাবনেশ্বরি হে ব্রজনাগর। দেখাইয়া শ্রীচরণ রাখ প্রাণ মোর॥
নিদ্রাহার নাহি সদা করয়ে ফুৎকার। বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥"

তবু তিনি সাধকাবেশে দেহযাত্রা নির্বাহ-নিমিত্ত যে তক্রাদি যৎকিঞ্চিৎ ভোজ্য-দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবেন—তাহাও ব্রজেই সমুৎপন্ন হওয়া চাই। ব্রজের বাহিরের তাদৃশ গব্যাদিও তিনি গ্রহণ করিবেন না—ইহাই সংকল্প। পরিধেয় বস্ত্রাদিও যাহা গ্রহণ করিবেন, তাহাও ব্রজেই সমুৎপন্ন হইবে—অন্যত্র নহে। এইভাবেই তাঁহার দেহ-দৈহিকাদির নিখিল চেষ্টা ব্রজধামকেই আশ্রয় করিবে।

দ্বিতীয়তঃ তিনি এইভাবে ব্রজচৌরাশীক্রোশের মধ্যেও শ্রীগিরিরাজের তটে শ্রীকুণ্ডতীরেই চির-কাল বসবাস করিবেন। শ্রীপাদ রঘুনাথের এই স্তবাবলীগ্রন্থে বহুস্থানেই তাঁহার শ্রীকুণ্ডবাসের দৃঢ়নিষ্ঠা বা সংকল্প নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধন-সিদ্ধির মূলে মহাপুরুষগণের জীবনে যেমন স্থান-বিশেষে অবস্থানের অচল অটল প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হয় তদ্রূপ। ভগবান্ বুদ্ধদেব সিদ্ধির পূর্বে বোধিদ্রুমতলে বসিয়া যেরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—

"ইহাসনে শোষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং বিলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

অর্থাৎ "এই বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট আমার শরীর অনাহারে অনিদ্রায় শুষ্ক হইয়া যাক্, আমার দেহের ত্বক্, অস্থি, মাংস প্রভৃতি বিলীন হউক। বহুকল্প-সাধনাপেক্ষ্য জ্ঞান না পাওয়া পর্যন্ত এই আসন হইতে আমার শরীর যেন কিছুমাত্রও বিচলিত না হয়।" শ্রীপাদ রঘুনাথের শ্রীকুণ্ডবাসের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তাংশে ইহা-অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।

তৃতীয়তঃ অন্তিমকালে শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি পরম মহদ্গণের সম্মুখেই দেহত্যাগের কামনা করিয়াছেন। মহতেরা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানেরই অভিন্নস্বরূপ শ্রীভগবানেরই করুণার প্রকটমূরতি সুতরাং তাঁহাদের সম্মুখে দেহত্যাগও সাধকের একান্তই বাঞ্ছনীয়—শ্রীপাদের প্রার্থনায় ইহাও অভিব্যক্ত হইয়াছে।

"অহঙ্কার-শূন্য হইয়া, তৃণাদপি নীচ হইয়া, ব্রজোৎপন্ন ক্ষীরাদি ভোজনে।
ব্রজবাসীর যে বসন, অঙ্গে করি আচ্ছাদন, আনন্দেতে যাহা করে দানে॥

স্ফুরল্লক্ষ্মীলক্ষ্মীব্রজবিজয়িলক্ষ্মীভর-লসদ্-
বপুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বা-স্মরনিকর দিব্যদ্গিরিভৃতোঃ।
বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধ বরিবস্যাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীরূপাখ্য-প্রিয়তম জনস্যৈব চরমঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—আমি শ্রীরূপের আনুগত্যে নিখিল রমাগণ-অপেক্ষাও পরম-সৌন্দর্যবতী ব্রজরামাগণেরও শোভা-বিজয়িনী শ্রীরাধারাণীর সহিত নিখিল কন্দর্পবিজয়ী গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময় নির্জন নিকুঞ্জসেবা করিতে অভিলাষ করি ॥ ১০ ॥

টীকা—অন্যদপি শৃণ্বিত্যাহ—স্ফুরল্লক্ষ্মীতি। স্ফুরল্লক্ষ্মী লক্ষ্মীব্রজবিজয়ি-লক্ষ্মীভরলসদ্বপুঃ শ্রী-গান্ধর্ব্বা স্মর-নিকর-দিব্যদ্গিরিভৃতোর্বিবিধ বরিবস্যাঃ পরিচর্য্যাঃ সরভসং সশ্লাঘং যথাস্যাত্তথা কুঞ্জাদৌ রহ একান্তে বিধাস্যে ইত্যন্বয়ঃ। স্ফুরন্তী লক্ষ্মীঃ শোভা যেষাং এবম্ভূতা যে লক্ষ্মীব্রজা লক্ষ্মীসমূহাস্তেষাং বিজয়ী যো লক্ষ্মীভরঃ শোভাতিশয়স্তেন লসৎ শোভমানং বপুঃ শরীরং যস্যা এবম্ভূতা যা গান্ধর্ব্বা রাধা সা চ স্মর-নিকরাৎ কন্দর্পসমূহাদপি দীব্যন্ শোভমানো যো গিরিভৃৎ শ্রীকৃষ্ণঃ স চ তয়োরিত্যর্থঃ। কিম্ভূতঃ সন্ শ্রীরূপ আখ্যা যস্য তস্য প্রিয়তম-জনস্য চরমঃ পশ্চাদগামী সন্। যদ্বা শ্রীরূপ এব অর্থাত্তয়ো প্রিয়তমজন-স্তস্যৈব চরম ইতি ॥ ১০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বনিয়মদশকস্তবের এই শেষশ্লোকে তাঁহার হার্দ্য কামনাটি প্রকাশ করিয়া স্তবের উপসংহার করিতেছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের নিখিল সাধনার চরমসাধ্য শ্রীশ্রী-রাধামাধবের রহস্যময় নিকুঞ্জসেবা লাভ। আচার্যপাদগণ ব্রজনিকুঞ্জের নিত্যকিঙ্করী হইয়াও শ্রীমন্মহা-প্রভুর সঙ্গে বিশ্বে আসিয়াছেন—রাগভজনের আদর্শ প্রচার করিয়া বিশ্বসাধকগণকে নিকুঞ্জরসে প্রলুব্ধকরত তাহাদের ব্রজনিকুঞ্জে লইয়া যাইতে। ইহা-ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা রাধাদাস্যময় মঞ্জরীভাবসাধনাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচরী করুণার অবদান। শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি আচার্যপাদগণ হইতে ইহার প্রচার। তাঁহারা ব্রজের নিত্যপার্ষদ হইয়াও "আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।" (চৈঃ চঃ)। এই ন্যায়ে সাধারণ সাধকের ন্যায় কুঞ্জসেবা কামনা করিয়াছেন।

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের, সন্নিহিত সরোবরে, রাধাকুণ্ড-তীরে করি বাস।
এই মোর অভিমত, শুন হে বান্ধব যত, বিধি কি পূরাবে মোর আশ ?
রাধে রাধে রাধে বলি, ডাকিব কি বাহু তুলি, প্রেমে কণ্ঠ হইবে যে রোধ।
মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা, সঙ্গে সঙ্গে দিবে দেখা, রাখিবে কি এই অনুরোধ ?
প্রিয় রাধাকুণ্ড-তীরে, যুগল-দর্শন করে, এই দেহ পতন হইবে।
প্রভুর প্রিয় পারিষদ, শ্রীজীব-গোস্বামী যত, সে সময় সম্মুখে থাকিবে ॥
কুণ্ডতীরে রঘুনাথ, এ ভাবনায় দিন-রাত, প্রতিক্ষণ করিছে যাপন।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে, "হরিপদ" পাবে কি দর্শন ?" ৯ ॥

শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্লোকে শ্রীরূপের পশ্চাদ্‌গামী হইয়া বা তাঁহার আনুগত্যে ব্রজনিকুঞ্জের সেবা প্রার্থনা করিতেছেন। আনুগত্য-ব্যতীত ব্রজরসোপাসনা সিদ্ধ হয় না। "সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ—১।২।২৯৫)। অর্থাৎ "ব্রজভাব-লিপ্সু সাধক যথাবস্থিত সাধকদেহে এবং অন্তশ্চিন্তিত স্বাভীষ্ট তৎসেবোপযোগী দেহে ব্রজলোকের আনুগত্যে সেবা করিবেন।" "সাধকরূপেণ কায়িক্যাদি সেবা তু শ্রীরূপ-সনাতনাদিব্রজবাসিজনানামনুসারেণ, তথা চ সিদ্ধরূপেণ মানসীসেবা শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদীনামনুসারেণ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ।" (টীকা—শ্রী-বিশ্বনাথ)। অর্থাৎ 'ব্রজভাবের উপাসক সাধকদেহে শ্রীরূপ-সনাতনাদি ব্রজজনের আনুগত্যে এবং সিদ্ধ-দেহে শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির আনুগত্যে যথাক্রমে কায়িকসেবা ও মানসসেবা সম্পাদন করিবেন।' "নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥" (চৈঃ চঃ)। শ্রীপাদ রঘুনাথের যথাবস্থিত দেহে নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এবং সিদ্ধস্বরূপের কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীরূপমঞ্জরী। এই নিমিত্তই শ্রীরূপের আনুগত্যে যুগলসেবা কামনা করিয়া শ্রীপাদ গৌড়ীয়সাধকগণকেও শ্রীরূপের আনুগত্যময় ভজনধারা শিক্ষা দিতেছেন।

শ্রীপাদ বলিয়াছেন—'নিখিল রমাগণ-অপেক্ষাও পরমসৌন্দর্যবতী ব্রজরামাগণ, তাঁহাদেরও শোভা-বিজয়িনী শ্রীরাধারাণী।' ভগবৎ-কান্তাগণের সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি গুণ প্রেমের অনুরূপভাবেই নিরূ-পিত হইয়া থাকে, দৈহিক সৌন্দর্যের অনুরূপে নহে। কারণ যে গুণ প্রেমোত্থিত নয়, তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা কখনই সম্ভবপর নহে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদের ললিতমাধব-নাটকে দৃষ্ট হয়, রুক্মিণী-হরণের জন্য গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক ভগবান্ শ্রীদ্বারকানাথ কুণ্ডিননগরে গমন করিলে রুক্মিণীর রূপমাধুরী-দর্শনে শ্রীগরুড় বিমোহিত হইয়া শ্রীদ্বারকানাথকে বলিয়াছিলেন (৫।২৯)—

"সৌন্দর্য্যাম্বুনিধের্বিধায় মথনং দম্ভেন দুগ্ধাম্বুধে-
র্গীর্বাণৈরুদহারি চারুচরিতা যা সারসম্পন্ময়ী।
সা লক্ষ্মীরপি চক্ষুষাং চিরচমৎকারক্রিয়াং চাতুরীং
ধত্তে হন্ত! তথা ন কান্তিভিরয়ং রাজ্ঞঃ কুমারী যথা॥"

অর্থাৎ "দেবগণ ক্ষীরসিন্ধু-মন্থন-ছলে সৌন্দর্যসিন্ধু মন্থনপূর্বক শোভনচরিত্রা লক্ষ্মীকে আহরণ করিয়াছেন, অহো! এই রাজকুমারী স্বীয়-সৌন্দর্যে যেমন চক্ষুর চিরচমৎকারিতা সম্পাদন করিতেছেন, লক্ষ্মীদেবীও সেরূপ নয়নানন্দ বিধান করিতে পারেন নাই।" গরুড়ের বাক্য-শ্রবণে দ্বারকানাথ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "সখে! ভবতু কিমেতেন, যদেষ রূপমাত্রেণ ন হার্য্যো হরিঃ।" সখে! তাহা হউক, কিন্তু তাহাতে আমার কি? আমি নিজেই অখিল বিশ্বের চিত্তহারী হরি, রূপমাত্রেই আমায় কেহ মুগ্ধ করিতে পারে না। (তাহার প্রেম কতখানি তাহাই বল)।

ব্রজলক্ষ্মীগণ সকলেই মহাভাববতী। প্রেমের পরম সারাংশই মহাভাব। ইহা কেবল ব্রজ-দেব্যৈক বেদ্য। অন্য কোন কমলায় এই মহাভাবের স্থিতি নাই। ব্রজসুন্দরীগণের সৌন্দর্য এই মহাভাব

কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজনিয়ম-শংসি স্তবমিমং
পঠেদ্‌যো বিস্রব্ধঃ প্রিয়যুগলরূপেঽর্পিতমনাঃ।
দৃঢ়ং গোষ্ঠে হৃষ্টো বসতি-বসতিং প্রাপ্য সময়ে
মুদা রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি স হি তেনৈব সহিতঃ ॥ ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীস্বনিয়মদশকং সম্পূর্ণম্ ॥ ১২ ॥

হইতেই উত্থিত, তাই ইঁহারা অন্য রমাগণ-অপেক্ষা পরমসৌন্দর্য্যবতী। শ্রীমতী রাধারাণী সেই ব্রজরামাগণের শোভা-বিজয়িনী। কারণ তাঁহাতে মহাভাবেরও পরম সারতর অংশ মাদনাখ্য মহাভাবের স্থিতি। তিনি সাক্ষাৎ মহাভাব-স্বরূপিণী। তাই তাঁহার সৌন্দর্যমাধুর্যের তুলনা আর কুত্রাপি নাই।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, 'আমি সেই রাধারাণীর সহিত নিখিল কন্দর্প-বিজয়ী গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময় নির্জন নিকুঞ্জসেবা করিতে অভিলাষ করি।' শ্রীরাধারাণী যেমন অখিল রমাগণশ্রেষ্ঠা ব্রজকান্তাগণের শোভা-বিজয়িনী, শ্রীগিরিধারী শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ নিখিল কন্দর্পগণের শোভাবিজয়ী! তিনি প্রাকৃত অপ্রাকৃত নিখিল-কন্দর্পের মূলস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত-নবীন-মদন। আগমাদি শাস্ত্রে কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁহার উপাসনা বিহিত হইয়াছে। ইনি কোটি মদন-বিমোহন, অশেষ চিত্তাকর্ষক এবং সহজ মধুরতর লাবণ্যামৃতের কল্লোলিত সিন্ধু! মহাভাবদ্বারাই ইঁহার এতাদৃশ মাধুর্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই রূপমাধুরী-দর্শনে মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণই বলিতে পারেন—

"সজনি! যব ধরি পেখলুঁ কান।
তব ধরি জগভরি ভরল কুসুমশর
নয়নে না হেরিয়ে আন॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীপাদ রঘুনাথ কোটি মদন-বিমোহন সেই অপ্রাকৃত-নবীন-মদন শ্রীগিরিধারী এবং কোটি কমলা-বিমোহিনী শ্রীরাধারাণীর রহস্যময় নির্জন নিকুঞ্জসেবা প্রার্থনা করেন। শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় নিকুঞ্জ-বিহার, যেখানে পরম-প্রেষ্ঠসখী শ্রীললিতা, বিশাখাদিরও গমনাগমনের অধিকার নাই; কেবল শ্রীমতীর অভিন্নপ্রাণা পরম-অন্তরঙ্গা কিঙ্করী বা মঞ্জরীগণই যেখানে সেবার্থে গমনাগমন করিয়া রহস্যময় যুগল-বিলাস-মাধুরীদর্শনের সহিত শ্রীযুগলের অতিশয় নিগূঢ়-সেবালাভে ধন্য হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই রহস্যময় নিকুঞ্জসেবা লাভের নিমিত্তই একান্ত প্রলুব্ধ।

"যাঁর অঙ্গ-সুলাবণি, দেদীপ্যমান শোভাশ্রেণী, জয় করে ব্রজে জয়শ্রী।
সেই শ্রীল গান্ধর্ব্বিকা, মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা, পদ-নখ মণি-মঞ্জু-শ্রী॥
সৌন্দর্য্যগুণেতে যিনি, নিখিল কন্দর্প জিনি, শ্রীগোবিন্দ নাম গিরিধারী।
নিভৃত নিকুঞ্জবনে, শ্রীরূপগোস্বামী সনে, কুঞ্জে যিনি শ্রীরূপমঞ্জরী॥
তাঁহার পশ্চাতে থাকি, যুগল-মাধুর্য্য দেখি, অনুরাগে করিব সেবন।
এ সঙ্কল্প করি মনে, বন্দো গুরু-শ্রীচরণে, যাঁর কৃপায় বাঞ্ছিত পূরণ॥" ১০ ॥

অনুবাদ—কোন অতি দীনজন-কর্তৃক প্রণীত নিজনিয়মসূচক এইস্তোত্র যিনি বিশ্বাস সহকারে পাঠ করিবেন, তিনি আনন্দিত মনে এই বৃন্দাবনে বসতিসুখ লাভ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলস্বরূপে চিত্তার্পণপূর্বক প্রীতির সহিত যুগল-ভজন-সম্পদ্‌লাভে ধন্য হইবেন ॥ ১১ ॥

টীকা—এতৎ পঠন-ফলমাহ—কৃতমিতি। কেনাপি ক্ষুদ্রেণ কৃতম্ ইমং নিজনিয়ম-শংসি স্তবং নিজনিয়মসূচক-স্তোত্রং বিস্রব্ধঃ কৃতবিশ্বাসঃ সন্ যঃ পঠেৎ স হি দৃঢ়ং যথাস্যাত্তথা প্রিয়যুগলরূপে প্রেমাস্পদ-যুগলরূপে রাধাকৃষ্ণ-যুগ্মস্বরূপেঽর্পিতমনাঃ সন্ হৃষ্টঃ সন্ গোষ্ঠে বসতৌ ভবনে যা বসতির্নিবাসস্তাং প্রাপ্নোতি কদাচিৎকো নিবাসঃ পরিহৃতঃ। সময়ে পরিচরণকালে তেনানুভূতেন শ্রীরূপেণ সহিতঃ সন্ মুদা হর্ষেণ রাধাকৃষ্ণৌ ভজতীত্যন্বয়ঃ ॥ ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীস্বনিয়মদশক-বিবৃতি ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ অতি দৈন্যভরে এইশ্লোকে স্বনিয়মদশকস্তবের ফলশ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন। এই স্তবটি তাঁহার নিজস্ব ভজনের নিয়মসূচক। এইস্তবে শ্রীপাদের ভজন-নিয়মের কঠোরতা এবং প্রেমভক্তির কোমলতা যুগপৎ এই দুইটি মিলিত হইয়া গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের ন্যায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের আদর্শ ভজনতীর্থে পরিণত হইয়াছে! শ্রীপাদ নিয়ত ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়াও রাগানু-গীয় সাধকগণের প্রতি পরম করুণাভরেই এই সব অতুলনীয় ভাবসম্পদ্ রাখিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা সংসারের পরপারে গিয়া ব্রজের লীলাকুঞ্জকাননে স্বীয়-ভাবদেহে শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবা অভিলাষ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই স্বনিয়মদশক স্তবটি মৃতসঞ্জীবনী-সুধার ন্যায় হিতকারী।

যাঁহারা এই স্তবে পঠিত আদর্শ ভজননিয়মাবলির অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই, কিন্তু যাঁহারা বিশ্বস্তচিত্তে অর্থাৎ এই সব মহাজন-বর্ণিত ফলশ্রুতির কোনরূপেই অন্যথা হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাসযুক্তহৃদয়ে এই স্তব পাঠ করিবেন, তাঁহারা আনন্দিত মনে শ্রীবৃন্দাবনে বসতি-সুখ লাভ করিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের যুগলস্বরূপে চিত্তার্পণ-পূর্বক প্রীতির সহিত তাঁহাদের ভজন-সম্পদ্‌লাভে ধন্য হইবেন।

তাৎপর্য এই যে চিত্তে নানাবিধ ইতরবাসনা থাকিলে ব্রজে বাস করিয়াও ধামাপরাধ, নামাপ-রাধাদির ফলে শ্রীরাধামাধবে চিত্তার্পণ এবং প্রীতিপূর্বক তাঁহাদের শ্রীচরণভজন সুদূরপরাহতই হইয়া থাকে। মহাজনের এইসব সিদ্ধবাণীতে এমনি কোন অচিন্ত্যশক্তি নিহিত রহিয়াছে যে, এইসব স্তবাদির শ্রবণ-কীর্তনে চিত্ত কৃষ্ণেতর বাসনাশূন্য হইয়া যায় এবং নিষ্ঠার সহিত যুগলভজন-সম্পদ্‌লাভে সাধকাত্মা ধন্য বা কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

"কোন অকিঞ্চন জনে, এ সঙ্কল্প করি মনে, বাস করে রাধাকুণ্ড-তীরে।
স্বনিয়ম-দশরত্ন, হৃদয়ে করিয়া যত্ন, পাঠ করে পরম আদরে॥
ভাগ্যবান্ সেই জনে, সুখময় বৃন্দাবনে, রাধাপদ-দাসী অভিমানে।
প্রেমাস্পদ-কৃষ্ণপদে, চিত্তার্পণ করি তাতে, ভজে নিত্য শ্রীরূপের সনে॥

(১৩)

অথ শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্রম্

শ্রীগান্ধর্ব্বায়ৈ নমঃ

অবীক্ষ্যাত্মেশ্বরীং কাচিদ্‌বৃন্দাবন-মহেশ্বরীম্‌।
তৎপদাম্ভোজমাত্রৈকগতির্দাস্যতিকাতরা ॥ ১ ॥
পতিতা তৎসরস্তীরে রুদত্যার্ত্তরবাকুলম্‌।
তচ্ছ্রীবক্ত্রেক্ষণাবাপ্ত্যৈ নামান্যেতানি সংজগৌ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীরাধার পাদপদ্মই যাহার একমাত্র গতি এইরূপ কোন এক দীনা দাসী প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর অদর্শনে অতীব কাতরা হইয়া তাঁহারই কুণ্ডতীরে পতিত হইয়া তাঁহার মুখচন্দ্র দর্শন করিবার লালসায় আর্তকণ্ঠে রোদনকরত এইসকল নামাবলী গান করিয়াছিল ॥ ১-২ ॥

টীকা—শ্রীরাধিকা নামাষ্টোত্তরশত বর্ণন-প্রয়োজনং স্বয়মেব কথয়তি—অবীক্ষ্যেত্যাদি দ্বাভ্যাম্‌। কাচিদ্দাসী বৃন্দাবনেশ্বরীম্‌ অবীক্ষ্য ন দৃষ্ট্বাতিকাতরা সতী তৎসরস্তীরে রাধাকুণ্ডতীরে পতিতা আর্ত্তরবাকুলং যথাস্যাত্তথা রুদতী সতী এতানি নামানি সংজগৌ গীতবতীতি পর শ্লোকে ক্রিয়া-সম্বন্ধঃ। দাসী কিন্তুতা তস্যাঃ আত্মেশ্বর্য্যাঃ পাদাম্ভোজমাত্রম্‌ একা অদ্বিতীয়া গতির্যস্যাঃ সা ॥ ১ ॥

টীকা—পতিতেতি। তস্যা আত্মেশ্বর্য্যাঃ শ্রীবক্ত্রস্য যদীক্ষণং দর্শনং তদাপ্ত্যৈ তৎপ্রাপ্ত্যৈ ॥ ২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবে শ্রীরাধারাণীর অষ্টোত্তরশতনাম কীর্তন করিতেছেন। শ্রীভগবান্‌ এবং তাঁহার স্বরূপশক্তিবর্গের নাম স্বপ্রকাশতত্ত্ব, সেবোন্মুখ-জিহ্বাদিতে স্বয়ংই স্ফুরিত হইয়া থাকেন।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥" (ভঃ রঃ সিঃ)

ভক্তপ্রাণের আকুলতাই সেবার প্রাণবস্তু। সেব্যের সুখবিধানের নিমিত্ত যিনি যতখানি ব্যাকুল, তিনিই ততখানি সেবোন্মুখ! এই সেবোন্মুখতার তারতম্য অনুসারেই স্বপ্রকাশ নামের স্ফুরণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্যাকুলপ্রাণ-ভক্তের চিত্তে শ্রীনাম অতি রহস্যময়ভাবে পরিস্ফুরিত হইয়া থাকেন। অন্যান্য ভক্তেরা যেভাবে শ্রীভগবান্‌ বা তাঁহার স্বরূপশক্তিবর্গের শতনামাদি কীর্তন করেন, শ্রীপাদ রঘুনাথ কিন্তু ঠিক সেইভাবে শ্রীরাধার এই শতনাম কীর্তন করিতেছেন না। শ্রীরঘুনাথ রাধা-বিরহেরই মূর্তি। শ্রীমতীর অদর্শনে তাঁহার বুকফাটা আর্তি! শ্রীরাধারাণীর শ্রীপাদপদ্মই যে তাঁহার একমাত্র আশ্রয়!

কুণ্ডতীরে কুটিরেতে, মোর দাস রঘুনাথে, ডুবি কৃষ্ণভজন সমুদ্রে।
স্বনিয়ম-দশরত্ন, তুলিল করিয়া যত্ন, ভেট দিলা সাধক-জগতে ॥" ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীস্বনিয়মদশকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

রাধা গান্ধর্ব্বিকা গোষ্ঠযুবরাজৈক-কামিতা।
গান্ধর্ব্বা রাধিকা চন্দ্রকান্তির্মাধব-সঙ্গিনী ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—রাধা (১) গান্ধর্বিকা (২) গোষ্ঠযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত বাঞ্ছিতা (৩) গান্ধর্বা-রাধিকা (৪) চন্দ্রকান্তি (৫) মাধবসঙ্গিনী (৬) ॥ ৩ ॥

টীকা—গোষ্ঠযুবরাজে শ্রীকৃষ্ণে একমদ্বিতীয়ং কামিতমভিলষিতং যস্যা ইত্যেকং নাম। গান্ধর্ব্বিকা গন্ধর্ব্বোদ্ভবা গান্ধর্ব্বা গাননিপুণা। গান্ধর্ব্বারাধিকেতি চ নামদ্বয়মেতেন যন্নামানি ॥ ৩ ॥

যেহেতু তিনি শ্রীরাধার দীনা কিঙ্করী। তদ্গতপ্রাণা কিঙ্করীর শ্রীরাধাপাদপদ্ম-ব্যতীত যে আর প্রাণ জুড়াইবার স্থান নাই। শ্রীরাধাবিহনে রাধাগতপ্রাণা কিঙ্করীর যে বিশ্বশূন্য !!

শ্রীরাধা-বিরহকাতর রঘু শ্রীকুণ্ডতটে পড়িয়া শ্রীরাধারাণীর দর্শন-লালসায় অহর্নিশ রোদন ও বিলাপ করিতেছেন! যথাবস্থিত দেহের কথা ভুল হইয়াছে। রাধাগতপ্রাণা কিঙ্করীর শ্রীমতীর বিরহানলে বিরহলীনা ক্ষীণা তনুলতিকা নিয়ত দগ্ধ হইতেছে! শ্রীরাধার অদর্শন-জ্বালা আর সহ্য হয় না। সেই বিরহ-দুঃখের সাগর এত গম্ভীর, বিশাল এবং দুষ্পার যে, ব্যাখ্যাদ্বারা তাহার গভীরতা বুঝাইবার কোন উপায়ই নাই। শ্রীমতীও সহসা আসিয়া প্রিয়কিঙ্করীকে দর্শন দিতেছেন না। করুণাময়ী ঈশ্বরী হয়ত অন্তরালে দাঁড়াইয়া রঘুনাথের বিরহবেদনায় স্বয়ং রোদন করিতেছেন এবং মনে মনে বুঝি বলিতেছেন— 'রঘুনাথ! কাঁদো, এইভাবে কাঁদাই যে আমায় একান্তভাবে লাভ করার এবং আমার মাধুর্যাস্বাদনের একমাত্র উপায়।' ইহাই যদি না হইবে, তবে করুণাময়ী স্বামিনী প্রিয়কিঙ্করীর এই বিরহবিলাপে স্থির হইয়া আছেন কি করিয়া? যিনি একটি সদ্যজাত গোবৎসের মুখ কোমল তৃণাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইতে দেখিয়া ব্যথিতপ্রাণে সাশ্রুনেত্রে সেই ক্ষতস্থান কুঙ্কুমদ্বারা লেপন করিয়াছিলেন, তিনি কি তদ্গতপ্রাণা সেবিকার এতাদৃশ বিরহজাত রোদন ও বিলাপ শ্রবণে স্থির থাকিতে পারেন?

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডতটে পড়িয়া রোদন করিতেছেন। অশ্রুনীরে কুণ্ডতীর পঙ্কিল হইয়াছে! শ্রীমতীর মুখচন্দ্রদর্শন-লালসায় উচ্চকণ্ঠে আর্তিভরে বিলাপ করিতেছেন। শ্রীমতীর শ্রীচরণদর্শন ব্যতীত প্রাণধারণ করিবার আর কোন উপায় নাই। দুর্বিসহ বিরহজ্বালা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া ভাবিতেছেন— শ্রীমতীর চরণদর্শনের কি উপায়? সহসা মনে পড়িয়াছে—শ্রীনামই নামীকে আকর্ষণ করিবার একমাত্র অমোঘ উপায়। তাই কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমতীর এই অষ্টোত্তরশতনাম কীর্তন করিতেছেন। বিরহী রঘুর আর্তিভরা স্বচ্ছহৃদয় পাইয়া শ্রীরাধারাণীর স্বপ্রকাশ নামাবলীও তাঁর শ্রীমুখে স্বয়ং স্ফুরিত হইতেছেন এবং শ্রীপাদ সেই নামামৃতমাধুরীপানে স্বয়ং প্রমত্ত হইয়া বিশ্বসাধকগণকেও আপ্যায়িত করিবার জন্য স্তোত্রাকারে সেই নামাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

"ব্রজমধ্যে রাধাপদ-দাসী একজন। রাধা-পাদপদ্ম যার সরবস ধন ॥
অদর্শনে আত্মেশ্বরী রাধাকুণ্ড-তীরে। পতিত হইয়া কাঁদে রাধানাম ক'রে ॥
শ্রীরাধার মুখপদ্ম করিতে দর্শন। অষ্টোত্তর শতনাম করিছে কীর্তন ॥" ১-২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্লোকে শ্রীরাধারাণীর ছয়টি নাম প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমতীর 'রাধা' এই মুখ্য নামটিই প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। আরাধনা অর্থে 'রাধ্' ধাতুর প্রয়োগ হয়। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণ-আরাধিকা, তাই তাঁহার নাম 'রাধা'। এই নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধা কারণ তাঁহার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনা আর কাহারো জানা নাই। যাহাতে যাঁহার আনন্দ বা সন্তোষ, কায়মনোবাক্যে তাহাই করার নাম আরাধনা। অখণ্ড প্রেমরস-আস্বাদনেই শ্রীকৃষ্ণের পরম সন্তোষ। শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রীতিরসাস্বাদনের বাসনাটি শ্রীরাধা একাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। যদ্যপি অন্যান্য গোপিকাগণও শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতিরসাস্বাদন করাইয়া থাকেন বটে, তবু তাঁহাদের কাহারো নাম 'রাধা' নহে। কারণ তাঁহাদের প্রীতিরসাস্বাদন কার্যটি সসীম বা নিজের প্রেমের জাতি এবং পরিমাণানুরূপই হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহারা কেহ 'রাধা' হইতে পারেন না। শৃঙ্গাররসঘনমূরতি শ্রীগোবিন্দের অখণ্ড প্রীতিরস আস্বাদনের বাসনা-পূরণ করিতে অখণ্ড মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধাই একমাত্র সমর্থা, অন্য কেহই নহেন। "রেমে-তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ" রাসলীলার এই শ্লোকাংশে এই তথ্যটিই প্রকাশ করিয়াছেন রাসলীলার বক্তা পরমহংস-শিরোমণি শ্রীপাদ শুকমুনি। তিনি রাসলীলায় কোন গোপিকার নাম উচ্চারণ না করিলেও প্রকারান্তরে শ্রীকৃষ্ণ-আরাধিকা শ্রীমতীর 'রাধা' নামটি উচ্চারণ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার অখণ্ড কৃষ্ণ-আরাধনার ও মহাপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া কৌশলে 'রাধা' নাম কীর্তন করিয়া শ্রীপাদ শুকমুনি নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং জগতকেও ধন্য করিয়াছেন!

"অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥" (ভাঃ ১০।৩০।২৪)

মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ সব গোপীগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধারাণীকে লইয়া অন্তর্হিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণচিহ্নের নিকট শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণচিহ্ন-দর্শনে শ্রীরাধারাণীর বিপক্ষা গোপীগণ নানাবিধ ক্ষোভ-প্রকাশ করিতে থাকিলে সুহৃৎপক্ষা কোন গোপীর উক্তিতে শ্রীশুকদেব বলিলেন—'এই রমণী নিশ্চয়ই ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছেন এইজন্যই শ্রীগোবিন্দ আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীত-চিত্তে ইঁহাকে নির্জনে লইয়া গিয়াছেন।' এইশ্লো'কে যেমন শ্রীরাধার অনন্যসাধারণ আরাধনার উল্লেখ করা হইয়াছে তেমনি শ্রীরাধানামের প্রকাশও করা হইয়াছে। এইশ্লোকের তোষণী-টীকায় লিখিত আছে—"রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকরণশ্চ দর্শিতম্" অর্থাৎ 'রাধিতো' শব্দে যিনি আরাধনা করেন, তিনিই 'রাধা' এইভাবে 'রাধা'-নাম ভাগবতে নিহিত রহিয়াছেন! তবে রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতির নাম বারবার উল্লেখ করিলেও শুকদেব যে 'রাধা' নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ এই যে রাধানাম উচ্চারণ করিলে তাঁহার বিশেষ স্মৃতিতে শ্রীরাধারাণীর সর্ববিলক্ষণ পরম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত বিপুল প্রেমানলশিখার একটি স্ফুলিঙ্গকণিকার স্পর্শে শ্রীশুকমুনি মহাবৈকল্যদশাপ্রাপ্ত হইতেন, যাঁহার সাত-দিনমাত্র পরমায়ু সেই মহারাজ পরীক্ষিতকে ভাগবত-শ্রবণ করান হইত না। (বৃহদ্ভাগবতামৃত—১।৭।১৫৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা বলেন—'ভাগবতে কেন রাধা-নামের উল্লেখ নাই' তাঁহারা বৃহদ্ভাগবতামৃতে

শ্রীমৎ সনাতনগোস্বামিপাদের উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, ভাগবতে স্পষ্টভাবে 'রাধা' নামের উল্লেখ না থাকায় রাধানামের পরমোৎকর্ষই আবিষ্কৃত হইয়াছে—কোনরূপ অপকর্ষ নহে। ঠিক এই একই কারণে শ্রীল শুকমুনি অপর কোন গোপীর নামও ভাগবতে উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমতীর দ্বিতীয়নামটি উল্লেখ করিয়াছেন—**'গান্ধর্ব্বিকা'** "গান্ধর্ব্বং কারযত্যুচ্চা-রয়তীতি গান্ধর্ব্বিকা" (শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ) গন্ধর্বগণ সঙ্গীত-বিদ্যায় অতিশয় সুনিপুণ, এইজন্য সঙ্গীতবিদ্যার অপর নাম গান্ধর্ববিদ্যা। সেই সঙ্গীত-বিদ্যায় শ্রীরাধারাণী অদ্বিতীয়া, এইজন্যই তাঁহার একটি নাম 'গান্ধর্ব্বিকা'। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে শ্রীরাধারাণীর একটি গুণ লিখিয়াছেন —"সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা" অর্থাৎ সঙ্গীত-বিদ্যায় যিনি পরম অভিজ্ঞা। শ্রীরূপপাদ এইগুণের দৃষ্টান্তে লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণসার-হর-পঞ্চমস্বরে মুঞ্চ গীতকুতুকানি রাধিকে।
প্রেক্ষতেঽত্র হরিনানুধাবিতাং ত্বাং ন যাবদতিরোষণঃ পতিঃ॥"

শ্রীবিশাখা শ্রীরাধারাণীর প্রতি বলিলেন—'হে রাধে! তোমার পঞ্চমস্বরদ্বারা মৃগকুল আকুল হয়, তোমার পতির স্বভাব অতি কোপন, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না কৃষ্ণসার হরিণকে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে দেখেন, তাবৎ গীতকৌতুক পরিত্যাগ কর।' পক্ষে 'হে রাধে! তোমার কোকিলতুল্য পঞ্চমস্বরদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্য অপহৃত হয়, অতএব কোপনস্বভাব তোমার পতি যতক্ষণ তোমার পশ্চাতে শ্রীহরিকে অনুধাবন করিতে না দেখেন, তাবৎ গীত-কৌতুক পরিত্যাগ কর।'

শ্রীমতীর তৃতীয় নাম **'গোষ্ঠযুবরাজৈককামিতা'** অর্থাৎ গোষ্ঠযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত বা একমাত্র বাঞ্ছিতা শ্রীরাধা। গোষ্ঠযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য-মূরতি এবং আত্মারাম আপ্ত-কাম। প্রেমিকের প্রেমব্যতীত তাঁহার চিত্তে কামনার তরঙ্গ জাগাইতে পারে, এমন কোনবস্তুই বিশ্বজগতে নাই। প্রেম যে তাঁহার চিত্তে কামনা জাগায়, ইহাতে তাঁহার আত্মরামতার কিছুমাত্র হানি হয় না। কেননা প্রেম তাঁহার স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি। তাই তিনি যুগপৎ আত্মারাম হইয়াও প্রেমারাম। শ্রীরাধা-রাণী সেই প্রেমেরই সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রীদেবী। যে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি প্রেম, সেই হ্লাদিনীশক্তির মূলী-ভূততত্ত্ব বা স্বয়ং হ্লাদিনীশক্তিই শ্রীরাধা। নিজে স্বয়ং কান্তারূপে অনন্যসাধারণ মাদনাখ্য প্রেমদ্বারা সতত শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র কামিতা বা অভিলষিতা হইয়া থাকেন। শ্রীরাধার প্রেমরসাস্বাদনে তাঁহার নিখিল গোপীগণের প্রেমরসাস্বাদনই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ এই মাদনপ্রেম সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী। সুতরাং শ্রীরাধাই তাঁহার একমাত্র কামিত বা অভিলষিত। শ্রীরাধার প্রেমমাধুরী আস্বাদনের বৈচিত্রী পোষণ করেন বলিয়া চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সঙ্গে মিলনের কামনা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে জাগিয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করিলে খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতাদি দশা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসের আস্বাদনদানে চমৎকৃত করিয়া থাকেন। তাই চন্দ্রাবলী প্রভৃতির কামনা মুখ্যতঃ রাধারই কামনা। এই প্রকার কান্তারস-পরিপুষ্টির নিমিত্ত মাতা-পিতা, সখা-সখী, আত্মীয়-স্বজন

সবই দরকার। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি কামনাও শ্রীরাধার কামনাই। তাই বলা হইয়াছে—"রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে" (চৈঃ চঃ)। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গেই যদি রাত্রিদিন কুঞ্জ-ক্রীড়া করেন, তবে মাতা-পিতা, আত্মীয় স্বজনাদির সঙ্গে কখন লীলা করেন ? তদুত্তরে বলা হইতেছে, তাঁহাদের সঙ্গে লীলাকালেও ফল্গুধারার ন্যায় রাধারসাস্বাদনের স্রোত শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে প্রবাহিত থাকে। রসিকজন ইহা সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন।

'গোষ্ঠযুবরাজ' কথার তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ রাজা নহেন যুবরাজ, সুতরাং রাজ্যপালনাদির চিন্তা তাঁহাকে ব্যগ্র করে না। তিনি স্বচ্ছন্দবিলাসী, ধীরললিত নায়ক। "বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ। নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ—২।১।২৩০)। 'যে নায়ক বিদগ্ধ, নবতরুণ, পরিহাসপটু, নিশ্চিন্ত এবং প্রায়শঃই প্রেয়সীর প্রেমে বশীভূত হইয়া থাকেন—তাঁহাকে ধীরললিত নায়ক বলা হয়।' তাই শ্রীরাধারাণীর কামনা সতত অন্তরে পোষণ করায় তাঁহার কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি হইতে পারে না।

আবার শ্রীরাধা মূলা হ্লাদিনীশক্তি বলিয়া বৃত্তিরূপে অনন্ত পার্ষদ-ভক্ত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ এবং বিশ্বের জাতরতি, জাতপ্রেম ভক্তের অন্তরে বিরাজ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ভক্তের প্রেমরসাস্বাদন-কামনাটিও মূলতঃ রাধারই কামনা—তাই তাঁহার **'গোষ্ঠযুবরাজৈককামিতা'** নামের পরম বা চরম সার্থকতা।

শ্রীরাধারাণীর চতুর্থনাম **'গান্ধর্বারাধিকা'** গান্ধর্ববিদ্যা বা সঙ্গীতবিদ্যার বিবিধ কলানৈপুণ্যদ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনি গান্ধর্বারাধিকা। প্রসিদ্ধি আছে—"ন বিদ্যা সঙ্গীতপরঃ।" সঙ্গীতবিদ্যা-অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কিছুই নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" যাহাদ্বারা শ্রীভগবৎপাদপদ্মে মতি বা বুদ্ধির নিশ্চলাস্থিতি লাভ হয়, তাহাই বিদ্যা—"যয়াক্ষরমধিগম্যতে"। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ? রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥" (চৈঃ চঃ)। সুতরাং এই সঙ্গীতবিদ্যা যদি পরাবিদ্যা ভক্তির সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবার বা সুখের হেতু হয়, তবেই সঙ্গীতবিদ্যার যথার্থ সার্থকতা হইতে পারে, অন্যথা নহে !

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার প্রস্থানভেদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, গান্ধর্ববেদ চারিটি উপবেদের অন্যতম। সুতরাং উহা অষ্টাদশ বিদ্যার অন্তর্গত। সঙ্গীতবিদ্যা অনাদিকাল হইতেই আছে। শ্রীমন্মহাদেবের শ্রীমুখ হইতে প্রথমতঃ একটি রাগ এবং শ্রীপার্বতীর শ্রীমুখ হইতে পাঁচটি রাগ নির্গত হইয়া ছয় রাগ প্রকাশ লাভ করে এবং পরে ব্রহ্মা উহা শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার পাঁচটি শিষ্য যথা নারদ, রম্ভা, তুম্বুরু, হুহু ও ভরত। ইঁহাদের মধ্যে তুম্বুরু, হুহু প্রভৃতি দেবসভায় সঙ্গীতবিদ্যার নৈপুণ্য প্রকাশকরত 'গান্ধর্বাচার্য' আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং নারদ ও ভরত সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপনা-বিষয়ে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ইন্দ্রের সভায় নাট্যকলার প্রয়োগ, পরিচালক ও প্রবর্তকরূপে ভরতমুনি প্রথমে নাট্যশাস্ত্র

প্রকাশ করেন। এইরূপে বিশ্বে যত কিছু সঙ্গীতবিদ্যার প্রবর্তন হইয়াছে, ব্রজগোপিকাগণ-সঙ্গে শ্রী-কৃষ্ণের রাসলীলায় যে সঙ্গীতবিদ্যা বা গান্ধর্ববিদ্যা প্রকাশ পাইয়াছে ; উহাই কিন্তু নিখিল গান্ধর্ববিদ্যার মূল উৎস ! সঙ্গীতসার-গ্রন্থে লিখিত আছে—

"তাবন্ত এব রাগাঃ স্যুর্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ।
তেষু ষোড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরা ॥"

অর্থাৎ বিশ্বে যতগুলি জীব বিদ্যমান, রাগও তদনুরূপ সংখ্যায় বিরাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে পুরাকালে ব্রজগোপীকৃত ষোড়শসহস্র রাগই সর্বোৎকৃষ্ট। মহাভাববতী রতিপ্রিয়া ব্রজবধূগণের চিত্ত ও কণ্ঠ প্রেমরসস্নিগ্ধ। তাঁহাদের কণ্ঠে কফাদি-দোষ নাই, যেহেতু তাঁহারা প্রেমেরই মূর্তি। তাঁহাদের অনুরাগ-রঞ্জিতকণ্ঠে যে গান্ধর্ববিদ্যা বা রাগরাগিণী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও প্রেমরসনিষিক্ত ও মহামধুর। গান্ধর্বা শ্রীরাধারাণী স্বীয় কায়ব্যূহে অনন্ত গোপীরূপে এবং স্বয়ং প্রেমরসমধুর গান-বিদ্যাদ্বারা রাসাদি লীলায় রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন, তাই তাঁহার একটি সার্থক নাম 'গান্ধর্বারাধিকা'।

শ্রীরাধার পঞ্চমনাম **'চন্দ্রকান্তি'**। চন্দ্রকান্তি অর্থাৎ জ্যোৎস্নার ন্যায় যাঁহার অঙ্গচ্ছটা-দর্শনে প্রখর কন্দর্পতাপে সন্তপ্ত শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-মন জুড়াইয়া যায় এবং সেই কান্তি-সুধাপানে কৃষ্ণচকোর বিমুগ্ধ হন—এই জন্যই তাঁহার 'চন্দ্রকান্তি' নামের সার্থকতা। আবার যাঁহার প্রেমস্নিগ্ধালোকে দর্শকের সংসার-তাপ প্রশমিত হইয়া চিত্ত-মন প্রেমানন্দরসলাভে কৃতার্থ হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধি আছে যে প্রেমময়ী শ্রী-রাধারাণীর দর্শনলাভ করিলে দর্শক বিনা সাধনায়ই প্রেমলাভে ধন্য হইয়া থাকেন। এই বিশেষ কলিতে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-মূর্তি গৌরাঙ্গ-স্বরূপে শ্রীরাধার সেই প্রেমস্নিগ্ধ-চন্দ্রকান্তি ঝলমল করিতেছিল বলিয়াই গৌরাঙ্গের দর্শনমাত্রই অখিল বিশ্বমানব প্রেমলাভে ধন্য হইয়াছেন !

শ্রীরাধার 'চন্দ্রকান্তি' নামের অপর হেতু এই যে, পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—"শ্রীগোপালের শ্রীমূর্তির অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়া চন্দ্রকান্তি-নাম্নী গন্ধর্বকন্যা অংশতঃ অবতার করিলেন এবং যোষিত-বিশেষের সহিত প্রেমনৃত্যাদিদ্বারা গোপালের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তদ্‌যোগ্যদিব্যরূপা হইয়া শ্রীগোপালের একান্ত ভক্ত ব্রহ্মার বরে স্বয়ং সর্বাংশে অবতার-করত শ্রীবৃষভানুকন্যা শ্রীরাধায় মিলিত হইয়াছেন।" শ্রীরাধার সহিত চন্দ্রকান্তি-নাম্নী গন্ধর্বকন্যা মিলিত হইলে তাহা অহংগ্রহোপাসনায় পর্যবসিত হয়, অথচ রাগানুগা-ভজনব্যতীত কিছুতেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই দুর্গমসঙ্গমনী-নাম্নী টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ এ বিষয়ে রাগা-নুগীয় সাধনাভিবেশজাত ভাবের অনুরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"······নিত্যতন্মহাশক্তিরূপতয়া প্রসিদ্ধায়াঃ শ্রীরাধায়া বিভূতিরূপা বালাশব্দেন মন্তব্যা। কিন্তু স্বয়ং শ্রীরাধিকা তু তস্যাঃ ফলাবস্থায়াং তাং সখীং বিধায়, তস্যাঃ সাধনসিদ্ধিগতং সর্ব্বং কৃপয়া আত্মন এব মেনে ইত্যেবাভেদেন নির্দ্দেশে কারণং জ্ঞেয়ম্।" (ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।১৪ টীকা শ্রীজীব) অর্থাৎ এই বালা চন্দ্রকান্তি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যমহাশক্তিরূপে প্রসিদ্ধা শ্রীরাধার বিভূতি, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধিকালে শ্রীরাধা তাঁহাকে নিজের সখীত্বদানে তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত সাধনগত এবং

সিদ্ধিগত সকলকার্যই আত্মকৃত বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহাকে এইভাবে অঙ্গীকার করা একমাত্র অপার করুণাসাগররূপিণী শ্রীরাধারাণীর পক্ষেই সম্ভবপর হইয়াছে। এইজন্যই ভক্তিশাস্ত্রে কোথাও চন্দ্র-কান্তির সহিত শ্রীমতীকে অভেদরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এইজন্যও শ্রীরাধার অপর একটি নাম 'চন্দ্রকান্তি'।

শ্রীরাধার ষষ্ঠ নাম **'মাধবসঙ্গিনী'**। শ্রীরাধার ন্যায় এমন মাধবসঙ্গিনী আর কে-ই বা আছে? শ্রীরাধামাধব নিত্য অভিন্নস্বরূপ হইয়াও লীলা-রসাস্বাদনার্থে দুইস্বরূপে বিরাজমান!

"মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥" (চৈঃ চঃ)

অমূর্ত শক্তিরূপে সর্বদা কৃষ্ণের মধ্যে বিরাজ করিয়া বৃষভানুনন্দিনীরূপে লীলার ক্ষেত্রে নিত্য-সঙ্গিনী। শৃঙ্গাররসঘনমূরতি শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসাস্বাদনের বাসনা একমাত্র শ্রীরাধাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। শ্রীরাধার সহিত মিলনরসের পরিপুষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য গোপিকার সান্নিধ্য প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণপ্রাণ-প্রিয়া শ্রীরাধার সান্নিধ্য-ব্যতীত অন্যান্য শতকোটি গোপীও শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধানে সমর্থ নহেন।

"রাধা-সহ-ক্রীড়া-রসবৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা—কৃষ্ণপ্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ॥" (চৈঃ চঃ)

আবার 'সঙ্গ' শব্দের একটি অর্থ 'আসক্তি'। শ্রীরাধার মাধবে প্রবল আসক্তি এইজন্যই তিনি 'মাধবসঙ্গিনী'। শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকে বর্ণিত আছে—পৌর্ণমাসীদেবী শ্রীরাধার প্রেমপরীক্ষার্থে বলিলেন—'হে রাধে! তুমি সামান্যা এক গোপকন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণ কমলাবাঞ্ছিত-চরণ, তাঁহাকে পাওয়ার ইচ্ছা তোমার বামনের চাঁদ ধরিবার ইচ্ছার ন্যায় হাস্যাস্পদ-ব্যতীত কিছুই নহে। অতএব শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি-ত্যাগ কর।' তদুত্তরে শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ বলিলেন—

"ময়া তে নির্ব্বন্ধাদুরবিজয়িনি রাগঃ পরিহৃতো
ময়ি স্নিগ্ধে কিন্তু প্রথয় পরমাশীস্তুতিমিমাম্।
মুখামোদোদ্গারগ্রহিলমতিরদ্যৈব হি যতঃ
প্রদোষারম্ভে স্যাং বিমলবনমালামধুকরী॥"

"হে দেবি! আমি আপনার আগ্রহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বা অনুরাগ পরিহার করিলাম। কিন্তু হে স্নিগ্ধে! আমার প্রতি এই আশীর্বাদ প্রদান করুন, যেন আমি এখনি এই দেহ ত্যাগ করিয়া

দামোদরাদ্বৈতসখী কার্ত্তিকোৎকীর্ত্তিদেশ্বরী
মুকুন্দদয়িতাবৃন্দ-ধম্মিল্ল মণিমঞ্জরী ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীদামোদরের অদ্বিতীয়া সখী (৭) কার্তিকমাসের উৎকৃষ্ট কীর্তিপ্রদায়িনী ও ঈশ্বরী (৮) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবর্গের শিরোমণি-মঞ্জরী (৯) ॥ ৪ ॥

টীকা—দামোদরেতি। অধিষ্ঠাত্রীত্বেন কার্ত্তিকস্য তন্নাম মাসবিশেষস্য উৎকৃষ্ট কীর্ত্তিদা সা চাসৌ ঈশ্বরী চেতীতি নামৈকম্। মুকুন্দদয়িতাবৃন্দস্য যে ধম্মিল্লাস্তত্র মণিমঞ্জরীতি নামৈকং তেনাত্র ত্রীনি নামানি ॥ ৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্লোকে শ্রীরাধারাণীর সপ্তম হইতে নবম এই তিনটী নামের প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার সপ্তম নাম "দামোদরাদ্বৈতসখী" অর্থাৎ শ্রীদামোদরের অদ্বিতীয়া সখী। মাতা যশোমতি বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের নবনীত চৌর্যাদির অপরাধে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া সুশান্ত করিবার নিমিত্ত রজ্জুদ্বারা উলুখলে বন্ধন করিয়াছিলেন, এইজন্যই তাঁহার 'দামোদর' নামের প্রসিদ্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই দামোদর নামটি বড়ই ভক্তবাৎসল্যের পরিচায়ক। শ্রীভগবান্ প্রেমিকভক্তের প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে সতত অবস্থান করিতেছেন বটে, কিন্তু এই ব্রজলীলাতে তিনি বাহিরেও মাতা যশোমতীর বন্ধন অঙ্গীকার করিয়া অন্তর-বাহিরে বদ্ধ হইয়া প্রেমের একান্ত বশ্যতা ঘোষণা করিয়াছেন। কেবল বাল্যলীলায় মাতা যশোমতীই যে তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছেন তাহা নহে, কৈশোরে শ্রীরাধারাণীও তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছেন—তাই তাঁহার 'নীবিদামোদর' নামের প্রসিদ্ধি। ভবিষ্যপুরাণ-উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

আজই প্রদোষারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের মুখ-পরিমলে বাসিত বিমলবনমালায় মধুকরী হইতে পারি।" ভগবতি পৌর্ণমাসীদেবী তাই শ্রীনান্দীমুখীর প্রতি বলিয়াছিলেন—

"প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্মনোধিৎসতে
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।
যস্য স্ফূর্ত্তিলবায় হন্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে
মুগ্ধেয়ং কিল পশ্য তস্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি ॥" (ঐ)

'হে নান্দীমুখি! কি আশ্চর্য দেখ, মুনিগণ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া মনকে ক্ষণকালের জন্যও যে শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, এই বালা কিনা সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে মনকে প্রতি-নিবৃত্ত করিয়া বিষয়ে নিয়োগ করিতে চাহিতেছে! হায়! যোগিগণ চিত্তে যাঁহার স্ফূর্তিলেশ-কামনায় কত কৃচ্ছ্রসাধনা করিয়া থাকেন, এই মুগ্ধা তাঁহাকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিয়াও বিফলকাম হইয়াছে!' এতদ্দ্বারা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরমাসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তিনি যথার্থই মাধবসঙ্গিনী।

"সঙ্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংসজ্জয়া রাধয়া,
প্রারভ্য ভ্রূকুটিং হিরণ্যরসনাদাম্না নিবদ্ধোদরম্।
কার্ত্তিক্যাং জননীকৃতোৎসববরে প্রস্তাবনাপূর্ব্বকং
চাটুনি প্রথয়ন্তমাত্মপুলকং ধ্যায়েম দামোদরম্ ॥"

অর্থাৎ "একদা কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমায় নিশাযোগে সঙ্কেতাবসরে বিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জে উপনীত হইলে মানিনী শ্রীরাধা রোষভরে ভ্রূকুটী-চালনাপূর্ব্বক স্বর্ণখচিত নীবিবন্ধন-রজ্জু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদরে বন্ধন করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ নিজ জননীকৃত উৎসবের বৃত্তান্ত বলিয়া চাটুবচনে প্রেয়সী শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধাও তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন। তদবধি শ্রীকৃষ্ণ 'নীবিদামোদর' বা 'দামোদর' নামে খ্যাত হইয়াছেন। আমরা সেই উৎপুলকাঞ্চিত শ্রীদামোদরকে ধ্যান করি।" সেই দামোদরের অদ্বিতীয়া সখী শ্রীরাধা। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে সখীপ্রকরণের আরম্ভেই সখীর কার্য-নিরূপণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী" 'প্রেম, লীলা ও বিহারের সম্যক্ বিস্তারকারিণীকে সখী বলে।' শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রেম, লীলা ও বিহারাদির বিস্তারে বা বিবর্ধনে অদ্বিতীয়া। শ্রীমতীর মাদনপ্রেম পরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া প্রেম-বিলাসবিবর্তের চরমে উন্নীত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণকে অতুলনীয় আনন্দসায়রে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। তদ্রূপ রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর নিমিত্তই সর্বলীলামুকুটমণি রাসাদি লীলা বা বিহার প্রকটিত হইয়া রাসরসিকের অতুলনীয় আনন্দবিধান করিয়া থাকে। তাই শ্রীদামোদরের অদ্বিতীয়া সখী শ্রীরাধা। এমনটি আর কেহই নাই।

শ্রীমতীর অষ্টম নাম **'কার্ত্তিকোৎকীর্ত্তিদেশ্বরী'** কার্তিকমাসের উৎকৃষ্ট কীর্তি-বিধায়িনী ও ঈশ্বরী। শ্রীমতী কার্তিকমাসের পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিয়া তাঁহার দামোদর নামের প্রকাশ করেন, তাই কার্তিক-মাস মহাপুণ্যময় মাসরূপে কীর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয়, এইমাসে বৈষ্ণবগণ নিয়মের সহিত শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের সেবা, ধামবাস, শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তিঅঙ্গসমূহ যাজন করিয়া থাকেন বলিয়া ইহাকে 'নিয়মসেবা' আখ্যাও দেওয়া হয়। স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণাদিতে এইমাসের বহু মহিমা বা কীর্তি লিখিত রহিয়াছে। আমরা কিঞ্চিদংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পদ্মপুরাণে শ্রীনারদ শৌনকাদি সংবাদে দৃষ্ট হয়—

"দ্বাদশস্বপি মাসেষু কার্ত্তিকঃ কৃষ্ণবল্লভঃ। তস্মিন্ সম্পূজিতো বিষ্ণুরল্পকৈরপ্যুপায়নৈঃ।
দদাতি বৈষ্ণবং লোকমিত্যেবং নিশ্চিতং ময়া ॥
যথা দামোদরো ভক্তবৎসলো বিদিত জনৈঃ। তস্যায়ন্তাদৃশো মাসঃ স্বল্পমপ্যুরুকারকঃ ॥
দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্ল্লভকালঃ কার্ত্তিকো হরিবল্লভঃ ॥
দীপেনাপি হি যত্রাসৌ প্রীয়তে হরিরীশ্বরঃ। সুগতিঞ্চ দদাত্যেব পরদীপপ্রবোধনাৎ ॥"

অর্থাৎ "দ্বাদশমাসের মধ্যে কার্তিকমাস শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়, এইমাসে সামান্য কিছু উপচারে পূজিত হইলেই শ্রীবিষ্ণু পূজককে বৈষ্ণবলোক বা তাঁহার নিজধাম প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা আমি নিশ্চয় করিয়াছি। দামোদর যেমন এই বিশ্বে ভক্তবৎসল বলিয়া বিদিত, এই দামোদর মাসও তদ্রূপ স্বল্প অনুষ্ঠানেই বহুফলপ্রদান করিয়া থাকেন। ক্ষণভঙ্গুর দেহসমূহের মধ্যে যেমন মানুষদেহই পরম দুর্লভ, তেমনি কালসমূহের মধ্য ভগবৎপ্রিয় এই কার্তিকমাস পরম দুর্লভকাল। অন্যান্য উপচারের কথা দূরে থাকুক, এইমাসে সামান্য একটি দীপমাত্র দান করিলেও ভগবান্ শ্রীহরি পরম প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং দীপমাত্র দানকারীকে সুগতিপ্রদান করিয়া থাকেন। অধিক কি, অন্যের প্রদত্ত নির্বাপিতপ্রায় দীপশিখার উদ্বোধনেও তাদৃশ ফললাভ করা যায়।" কার্তিকমাসের এতাদৃশ উৎকৃষ্ট বা মহাকীর্তি-বিধায়িনী শ্রীমতী রাধারাণী। তিনি এইমাসের ঈশ্বরীও—এজন্য **'উর্জেশ্বরী'** নামে তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে। 'উর্জা' কার্তিকমাসের একটি নাম, তাহার ঈশ্বরী বলিয়াই তিনি উর্জেশ্বরীনামে খ্যাতা।

শ্রীরাধারাণীর নবম নাম **'মুকুন্দদয়িতাবৃন্দ-ধম্মিল্লমণিমঞ্জরী'** অর্থাৎ শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবর্গের শিরোমণি-মঞ্জরী। নিখিল ভগবৎপ্রিয়াবর্গের শিরোমণি-স্বরূপা শ্রীরাধা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

"কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ-সার। শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের বিস্তার॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ-স্বরূপ॥
আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥
বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রসভেদে। কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা—গোবিন্দ-মোহিনী। গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব—সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥"

নিখিল ভগবৎস্বরূপবৃন্দের পরমাশ্রয় যেমন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তদ্রূপ নিখিল ভগবৎপ্রিয়াগণের পরমাশ্রয় স্বয়ং ভগবতী শ্রীরাধা। যেমন নিখিল অবতারবৃন্দ সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইতেই আবির্ভূত হন, তেমনি নিখিল ভগবৎপ্রিয়াগণের অংশিনী শ্রীরাধা হইতেই ভগবৎকান্তাগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। রসিকশেখর শৃঙ্গাররসরাজ শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছনীয় নিখিল প্রীতিরসের মূল উৎস বলিয়া এবং মাদনাখ্য মহাভাবের অদ্বিতীয় আধারহেতু শ্রীমতী রাধারাণী নিখিল কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি-স্বরূপা। মাদনাখ্য-মহাভাব হইতে উত্থিত অতি অদ্ভুত রূপ, লীলাদি মাধুর্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গাররসানন্দে সর্বদা বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে 'মুকুন্দদয়িতাবৃন্দ-ধম্মিল্লমণিমঞ্জরী' এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

"জয় জয় জয় রাধা জয় গান্ধর্ব্বিকা। জয় চন্দ্রকান্তি জয় গান্ধর্ব্বা রাধিকা॥

ভাস্করোপাসিকা বার্ষভানবী বৃষভানুজা।
অনঙ্গমঞ্জরী-জ্যেষ্ঠা শ্রীদামাবরজোত্তমা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সূর্যোপাসিকা (১০) বার্ষভানবী (১১) বৃষভানুজা (১২) অনঙ্গমঞ্জরীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নি (১৩) শ্রীদামের অনুজা (১৪) উত্তমা (১৫) ॥ ৫ ॥

টীকা—ভাস্করেতি। ভাস্করং সূর্য্যম্ উপাস্তে ভাস্করোপাসিকা বৃষভানোঃ কন্যাবার্ষভানবী বৃষভানোর্জাতা প্রাদুর্ভূতা বৃষভানুজা অনঙ্গমঞ্জর্য্যা-জ্যেষ্ঠা শ্রীদাম্নোঽবরজা কনিষ্ঠা উত্তমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অত্র ষন্নামানি ॥ ৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্লোকে শ্রীরাধার ছয়টি নামের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমতীর দশমনাম '**সূর্যোপাসিকা**'। সূর্যোপাসনায় শ্রীমতীর ঐকান্তিকী নিষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ-উপাসকগণ অন্যান্য দেব-দেবীর আরাধনা করেন না, ইহাতে তাঁহাদের অনন্যভক্তির হানি হয়—ইহাই বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াও সূর্যোপাসনা করেন কেন? এইপ্রকার প্রশ্ন অনেকেই করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সাধনরাজ্য-অপেক্ষা পার্ষদগণের, সর্বোপরি ব্রজপার্ষদগণের ভাবের বিপুল বৈলক্ষণ্য আছে। ব্রজপার্ষদগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রিয়জন। ব্রজগোপিকাগণের নিকট তিনি অপার সৌন্দর্যমাধুর্যমণ্ডিত ব্রজরাজকুমার, তাঁহাদের কোটিপ্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম নাগর। তাঁহার মঙ্গলকামনায় বা নিরোগ-স্বাস্থ্যকামনায় শ্রীরাধারাণী সূর্যদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই সূর্যপূজায় এতাদৃশ নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীরাধারাণীর সূর্যপূজা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমেরই রূপান্তর-ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই সূর্যপূজাকালে শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিতের বেশে শ্রীরাধারাণীকে জটিলাদির সম্মুখে সূর্যআরাধনা করাইবার ছলে নিজেরই আরাধনা করাইয়া থাকেন! এইপ্রকার সূর্যপূজা সসখী শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলারসপুষ্টির পরম সহায়ও হইয়া থাকে।

'**বার্ষভানবী**' ও '**বৃষভানুজা**' শ্রীমতীর একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যক নাম। দুইটি নামের **অর্থ** একই —তিনি শ্রীবৃষভানুরাজার কন্যা। শ্রীরূপের ললিতমাধবনাটকে বর্ণিত আছে, বিন্ধ্যপর্বত ব্রহ্মার নিকট হিমালয়ের জামাতা মহাদেব-অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জামাতা প্রাপ্তির বর চাহিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মাও তাঁহাকে দুইটি তাদৃশ কন্যা লাভের বর প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বরের সত্যতার নিমিত্ত যোগমায়া কীর্তিদার গর্ভ হইতে শ্রীরাধাকে এবং চন্দ্রভানুরাজার পত্নীর গর্ভ হইতে চন্দ্রাবলীকে আকর্ষণ করিয়া বিন্ধ্যপর্বতের পত্নীর গর্ভে স্থাপন করেন। তাঁহাদের আবির্ভাবের পর কংসের প্রেরিতা পূতনা তাহাদের হরণ করিয়া গোকুলে আনয়ন করে। কারণ কংস দেবকীকন্যাকে নিধন করিবার চেষ্টা করিলে তিনি আকাশে গমন করিয়া কংসের প্রাণহারী হরির এবং তাঁহার শক্তিবর্গের আবির্ভাবের কথা কংসের নিকট জ্ঞাপন করিয়া অন্তর্হিতা হন। তাই কংস বালঘাতিনী পূতনাকে আদেশ করিয়াছিল— অসাধারণ বালকগণকে হত্যা

গোষ্ঠযুবরাজৈক কামিতা যে ধনি। দামোদরাদ্বৈত-সখী মাধব-সঙ্গিনী ॥
কার্ত্তিক মাসেতে রাধা কীর্ত্তিদা-ঈশ্বরী। কৃষ্ণপ্রিয়া-বৃন্দ ধম্মিল্লমণিমঞ্জরী ॥" ৩-৪ ॥

করিয়া অসাধারণ কন্যাদের তাহার নিকট আনয়ন করিবার জন্য। যখন পূতনা শ্রীরাধাকে হরণ করিয়া বিন্ধ্যরাজার গৃহ হইতে আকাশপথে মথুরায় আগমন করে, তখন বিন্ধ্যরাজার পুরোহিত রাক্ষসীনাশন মন্ত্র পাঠ করিলে শ্রীরাধা পূতনার কম্পিত-হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া যমুনার স্রোতে নিপতিত হন এবং কীর্তিদা যমুনায় স্নানকালে কমলের উপরে ভাসমান সেই কন্যাকে প্রাপ্ত হন। ইহা কাদাচিৎকী লীলা, অর্থাৎ কোন কোন কল্পে এইপ্রকার লীলা হইয়া থাকে। প্রতিকল্পেই তিনি বৃষভানুর গৃহে কীর্তিদার গর্ভেই জাত হন। যে কল্পে শ্রীমতী বিন্ধ্যরাজার পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, সে কল্পেও যে তিনি বার্ষভানবী এবং বৃষভানুজা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি নিত্যকালই বৃষভানুরাজা ও কীর্তিদার নন্দিনী।

শ্রীমতীর ত্রয়োদশ নাম **'অনঙ্গমঞ্জরীজ্যেষ্ঠা'**, অর্থাৎ যিনি অনঙ্গমঞ্জরীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। শ্রীরাধা-কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"বসন্তকেতকীকান্তির্মঞ্জুলানঙ্গমঞ্জরী।
যথার্থাক্ষরনামেয়মিন্দীবরনিভাম্বরা॥
দুর্মদো মদবানস্যাঃ পতির্যো দেবরঃ স্বসুঃ।
প্রিয়াসৌ ললিতাদেব্যা বিশাখায়া বিশেষতঃ॥" (১১৯-১২০)

"অনঙ্গমঞ্জরীর অঙ্গকান্তি অতি মনোহর বসন্তকেতকীকুসুমের ন্যায়। নীল-কমলের ন্যায় বসনের কান্তি, ইঁহার অনঙ্গমঞ্জরী নামটি অন্বর্থ বা সার্থকনামা যেহেতু রূপমাধুর্যে অনঙ্গেরও স্পৃহণীয়া। ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীরাধার দেবর দুর্মদ গোপ ইঁহার পতি। ইনি ললিতার বিশেষতঃ বিশাখার সমধিক প্রীতি-পাত্রী।" এই বাক্যেও শ্রীরাধাকে অনঙ্গমঞ্জরীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বলিয়া জানা যায়।

শ্রীমতীর চতুর্দশনাম **'শ্রীদামাবরজো'**—অর্থাৎ শ্রীদামের কনিষ্ঠা ভগ্নী। শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশে শ্রীরাধার পরিচয়ে বলা হইয়াছে—"শ্রীদামা পূর্ব্বজোভ্রাতা কনিষ্ঠানঙ্গমঞ্জরী" যাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম শ্রীদাম এবং কনিষ্ঠা অনঙ্গমঞ্জরী।

পঞ্চদশনাম **'উত্তমা'** অর্থাৎ যিনি সকলের শ্রেষ্ঠা। যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা বড় শ্রীভগবানের চতুষ্পাদ বিভূতির মধ্যে আর কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ পরতত্ত্বের চরমসীমা, তাঁহা-অপেক্ষা পরতত্ত্ব আর কিছুই নাই—ইহাই শাস্ত্রসকলের মত। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও শ্রীগীতা-শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"মত্তঃ পরতরং নাস্তি কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" অর্থাৎ 'হে অর্জুন! আমা-অপেক্ষা পরতত্ত্ব আর কিছুই নাই।' সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহা-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব কুত্রাপি না থাকিলেও একমাত্র শ্রীরাধারাণীতেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে।

"আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন। আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ। সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব। একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥

×　　　×　　　×　　　×

কীর্ত্তিদাকন্যকা মাতৃস্নেহপীযূষপুত্রিকা।
বিশাখাসবয়াঃ প্রেষ্ঠবিশাখা-জীবিতাধিকা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কীর্তিদা কন্যকা (১৬) মাতৃস্নেহপীযূষ-পুত্রিকা (১৭) বিশাখা-সবয়া (১৮) প্রেষ্ঠবিশাখা জীবিতাধিকা (১৯) ॥ ৬ ॥

টীকা—কীর্ত্তিদেতি কীর্ত্তিদায়া এতন্নাম্ন্যা গোপিকায়াঃ কন্যকা মাতুঃ স্নেহ এব পীযূষমমৃতং তস্য পুত্রিকা তদ্ঘটিত পুত্তলিকেতার্থঃ। বিশাখায়াঃ সবয়াঃ সখীপ্রেষ্ঠং যদ্বিশাখাজীবিতং জীবনং তস্মাদধিকা ইতি চত্বারি ॥ ৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীমতীর ষোড়শ ও সপ্তদশ নাম **'কীর্ত্তিদাকন্যকা'** এবং **'মাতৃস্নেহপীযূষ-পুত্রিকা'**। মাতা কীর্তিদার গর্ভরত্ন মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধারাণী। রাধারাণীকে কন্যারূপে প্রকাশ করিয়াই তাঁহার 'কীর্তিদা' নামটি সার্থক হইয়াছে। "কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণ-প্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥" (চৈঃ চঃ)। শ্রীরাধা সাক্ষাৎ প্রেমময়ী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অধিষ্ঠাত্রীদেবী; যাঁহার দর্শনমাত্রেই মানব বিনা সাধনায় প্রেমলাভ করিয়া ধন্য হন এবং যাঁহারা সাধন-ভজন করিয়া প্রেমলাভ করেন—শ্রীরাধার করুণাতে বৃত্তিরূপে হ্লাদিনীশক্তি তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াই প্রেমরূপে পরিণতি লাভ করে; বস্তুতঃ যে শ্রীরাধার করুণাব্যতীত প্রেমলাভের আর কোন উপায়ই নাই; সেই রাধারাণীকে অসাধারণ প্রেমবলে যিনি কন্যারত্নরূপে লাভ করিয়াছেন, তিনিই বিশ্বের যথাযথ কীর্তি-প্রদায়িনী। তাঁহার কন্যা বলিয়াই শ্রীমতীর একটি নাম 'কীর্তিদাকন্যকা। মাতা কীর্তিদার অসাধারণ স্নেহামৃতে ঢালাই করা স্বর্ণপুত্তলিকা শ্রীমতী রাধারাণী, তাই তাঁহার একটি নাম 'মাতৃস্নেহপীযূষপুত্রিকা'। বস্তুতঃ মহাভাবের পুত্তলিকা শ্রীরাধা! মহাভাবামৃত দিয়াই তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি গঠিত। "প্রেমের

মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ। মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগত সরস। রাধার অধর-রস আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু। রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

অতএব 'উত্তমা' নামের যথাযথ সার্থকতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রাণাধিকা শ্রীমতী রাধারাণীতেই সম্ভব হইয়া থাকে।

"জয় বৃষভানুজা শ্রীবার্ষভানবী। দিবাকর-উপাসিকা হরি-অনুরাগী॥
শ্রীদামাবরজা রাধা ব্রজেতে উত্তমা। অনঙ্গমঞ্জরী-বরা কৃষ্ণপ্রিয়তমা॥" ৫॥

প্রাণাদ্বিতীয়-ললিতা বৃন্দাবনবিহারিণী।
ললিতাপ্রাণলক্ষৈকরক্ষা বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ললিতা সখী যাঁহার অদ্বিতীয় প্রাণস্বরূপা (২০) বৃন্দাবন-বিহারিণী (২১) ললিতার লক্ষপ্রাণদ্বারা যাঁহার রক্ষা হইতেছে (২২) বৃন্দাবনেশ্বরী (২৩) ॥ ৭ ॥

টীকা—প্রাণেতি। প্রাণানামদ্বিতীয়া ললিতা যস্যাঃ সা। ললিতায়াঃ প্রাণলক্ষেণ একং কেবলং রক্ষা যস্যাঃ সা অত্র চত্বারি ॥ ৭ ॥

পরম সার—'মহাভাব' জানি। সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥" (চৈঃ চঃ)। মহাভাবকে 'বরামৃত' বলা হইয়াছে। 'বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ' (উঃ নীঃ)। অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ অমৃতই মহাভাবের স্বরূপভূত সম্পদ্, যাহা মনকে নিজস্বরূপপ্রাপ্ত করাইয়া থাকে।' "বরামৃতস্যেব স্বরূপ-শ্রীর্যস্য সঃ লৌকিকেষু স্বাদনীয়বস্তুষু মধ্যেঽমৃতাদধিকং পরং নাস্তি, তথৈবালৌকিকেষু প্রেম-বিশেষেষু মহাভাবাদিতি ভাবঃ।" (আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)। অর্থাৎ 'লৌকিক জগতের আস্বাদ্যবস্তুসমূহের মধ্যে যেমন অমৃতই সর্বশ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ অলৌকিক প্রেমরাজ্যে মহাভাবই সর্বাধিক আস্বাদ্যবস্তু, তাই মহাভাবকে 'বরামৃত' বলা হইয়াছে। সেই মহাভাবের পুত্তলিকা মাতা কীর্তিদার কন্যারূপে অবতীর্ণা।

"প্রিয় এব বরণীয়ো ভবতি" ইহা একটি সুপরিচিত সত্য। প্রিয়তা বা ভালবাসা অসুন্দরকেও সুন্দর করিয়া তোলে। 'হাবা' ছেলের মুখটি তার মায়ের চক্ষে চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর মনে হয়। যেখানে প্রিয়তারও পরাকাষ্ঠা এবং সৌন্দর্যেরও পরাকাষ্ঠা; সেখানে প্রিয়তা যেন সীমাহীনভাবে ছড়াইয়া পড়ে! তাই অপার সৌন্দর্য-মাধুর্যবতী মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীকে মাতা কীর্তিদা তাঁহার অসাধারণ প্রেমদ্বারা যখন স্নেহ করেন, তখন মনে হয় যেন মায়ের স্নেহামৃতদ্বারাই শ্রীমতীর বিগ্রহ গঠিত হইয়াছে। তাই 'মাতৃস্নেহপীযূষপুত্রিকা' শ্রীরাধারাণীর একটি সফল নাম।

শ্রীমতীর অষ্টাদশ নাম '**বিশাখা-সবয়াঃ**' অর্থাৎ বিশাখার সমবয়স্কা এবং ঊনবিংশতি নাম '**প্রেষ্ঠ-বিশাখা জীবিতাধিকা**' অর্থাৎ বিশাখার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়সখী। শ্রীমতী বিশাখার সমবয়স্কা, তাই বিশাখা শ্রীমতীর কৌতুকের পাত্রী এবং বিশাখার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তিনি ক্ষণকালও থাকেন না। বিশাখার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়সখী শ্রীরাধা। এমন কি শ্রীপাদ বিশাখানন্দদ-স্তোত্রের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—'ভাব-নাম-গুণাদীনামৈক্যাৎ শ্রীরাধিকৈব যা' অর্থাৎ 'ভাব, নাম ও গুণাদির একতাহেতু যিনি শ্রীরাধিকারই ন্যায়।' তাই শ্রীবিশাখার নিকটে শ্রীমতীর গোপনীয় কিছুই নাই। এ বিষয়ে বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি-স্তবের ৯৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

"কীর্ত্তিদা মাতার পরম ধন্যা নন্দিনী। মাতৃস্নেহ-পীযুষ-পুত্রিকা বিনোদিনী ॥
বিশাখার সমবয়াঃ মরম-সঙ্গিনী। বিশাখা জীবিতাধিকা সেই ধনী-মণি ॥ ৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ এইশ্লোকে শ্রীমতীর চারিটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। বিংশতি নামটি বলিতেছেন—**'প্রাণাদ্বিতীয়ললিতা'** অর্থাৎ ললিতা সখী 'যাঁহার অদ্বিতীয় প্রাণস্বরূপা।' এবং দ্বাবিংশতি নামটি বলিয়াছেন—**'ললিতা-প্রাণলক্ষৈকরক্ষা'** 'ললিতার লক্ষপ্রাণদ্বারা যাঁহার রক্ষা হইতেছে।' শ্রী-রাধার সহস্র সহস্র সখীবর্গের মধ্যে ললিতাদি অষ্টসখীকেই 'পরমপ্রেষ্ঠসখী' আখ্যা দেওয়া হয়। শ্রীরাধার নিখিল সখীকুলের মধ্যে ইঁহারাই সর্বশ্রেষ্ঠা। এই অষ্টসখীর মধ্যেও আবার ললিতা প্রধানা। অতএব শ্রীরাধার সখীগণের অধিনেত্রী শ্রীললিতা।

"তত্রাদ্যা ললিতাদেবী স্যাদষ্টাসু বরীয়সী।
প্রিয়সখ্যা ভবেজ্জ্যেষ্ঠা সপ্তবিংশতিবাসরৈঃ॥
অনুরাধতয়া খ্যাতা বামপ্রখরতাং গতা।
গোরোচনা-নিভাঙ্গী সা শিখিপিচ্ছনিভাম্বরা॥
জাতা মাতরি সারদ্যাং পিতুরেষা বিশোকতঃ।
পতির্ভৈরবনামাস্যাঃ সখা গোবর্দ্ধনস্য যঃ॥" (গণোদ্দেশদীপিকা—৮১)

'শ্রীরাধার প্রধানা অষ্টসখীর মধ্যেও শ্রীললিতা সখী সকলের শ্রেষ্ঠা। প্রিয়সখী শ্রীরাধার সপ্তবিংশতি দিনের জ্যেষ্ঠা। ইনি 'অনুরাধা' নামে খ্যাতা এবং বামাপ্রখরা স্বভাব প্রাপ্তা। ইঁহার অঙ্গকান্তি গোরোচনার তুল্য, ময়ূরপিচ্ছের ন্যায় বস্ত্র। জননী সারদী, পিতা বিশোক, পতি ভৈরব নামক গোপ—যিনি গোবর্ধনমল্লের সখা।' শ্রীরাধার ললিতা অদ্বিতীয়-প্রাণস্বরূপা। শ্রীললিতা সখীগণের মধ্যে অধিকা। শ্রীউজ্জ্বলে দেখা যায়—"প্রেমসৌভাগ্যসাদ্গুণ্যাদ্যাধিক্যাদধিকা সখী" সখীদের মধ্যে যাঁহার প্রেম, সৌভাগ্য ও সাদ্গুণ্যের সর্বাপেক্ষা আধিক্য তাঁহাকে 'অধিকা' বলা হয়। শ্রীরাধাও সর্বাধিক প্রেম বলিয়াই রাধার ইনি অদ্বিতীয় প্রাণস্বরূপা। দেহে কিছুমাত্র আঘাত লাগিলে যেন প্রাণ অতিশয় কাতর হইয়া পড়ে, তদ্রূপ শ্রীরাধার কিঞ্চিন্মাত্র কষ্ট উপস্থিত হইলে ললিতা অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। ললিতা শ্রীরাধার গণে 'অধিক প্রখরা'। ইহার দৃষ্টান্তে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"সুমধ্যে মা যাসীস্ত্বমধিকমমীভির্মৃদুলতাং
মদস্তোপাদানৈঃ শঠকুলগুরোর্জল্পমধুভিঃ।
অয়ি ক্রীড়ালুব্ধে কিমু নিভৃতভৃঙ্গেন্দ্রভণিতে
কুড়ুঙ্গে রাধায়া ক্লমমপি বিসস্মার ভবতী॥" (উঃ নীঃ)

"একদা শ্রীরাধা মানিনী হইলে শ্রীকৃষ্ণ চাটুবাক্যে সুমধ্যা-নাম্নী সখীকে বশীভূত করিয়া শ্রীরাধার মানভঙ্গের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। তখন ললিতা শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত ঐ সুমধ্যাকে তিরস্কারপূর্বক বলিলেন—'দূতি! তুমি কি শ্রীকৃষ্ণের গুণ জানো না? তিনি শঠকুলের গুরু, তুমি যেন তাঁহার মত্ততাজনক মধুর-বচনে সখীগণসহ নিজের মৃদুলতা স্বীকার করিও না। হে ক্রীড়ালুব্ধে! তোমার কি স্মরণ হইতেছে না,

ঐ শঠের বাক্যজালে মুগ্ধ হইয়া শ্রীমতী কুঞ্জে যেরূপ দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তাহা কি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছ ?' ইহাতে শ্রীরাধার দুঃখে নিরতিশয় ব্যথিত হওয়াতে তিনি যে শ্রীমতীর প্রাণতুল্য, ইহাই বুঝা যাইতেছে। এই জগতে লোকে প্রাণকে অতি সযত্নে দেহের মধ্যে রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু প্রেমরাজ্যে ইহার বিপরীত। ললিতা প্রাণ, শ্রীরাধা দেহ, ইহাতে শ্রীরাধার দ্বারাই ললিতার রক্ষা হওয়া সমুচিত, কিন্তু তাহা না হইয়া ললিতার লক্ষপ্রাণদ্বারা শ্রীরাধা সুরক্ষিত হইয়া থাকেন, ইহা এক অদ্ভুত বৈলক্ষণ্য। শ্রীরাধারাণীর আপদে, বিপদে, অভিসারে, বিরহে, বিরুদ্ধজন হইতে ত্রাণ-ব্যাপারে শ্রীললিতার 'তৎপরতা' এবং সজীব ও সক্রিয় আন্তরিক প্রযত্ন দেখিয়া মনে হয় ললিতার লক্ষপ্রাণদ্বারাই যেন শ্রীমতীর রক্ষা হইতেছে!

শ্রীরাধার একবিংশতি নাম **'বৃন্দাবন-বিহারিণী'** ব্রজের পরকীয়রসে শ্রীশ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক মিলনের পথে সতত নিহিত রহিয়াছে—বহুবার্যমাণতা, প্রচ্ছন্নকামতা এবং দুর্লভতা। অর্থাৎ পরকীয়ভাবে শ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক মিলনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। ঘরের বাধা, বনের বাধা, লোকজনের বাধা, মনের বাধা—এতসব বাধা অতিক্রম করিয়া পূর্বরাগের ভূমি হইতে চলিতে থাকে পরস্পর মিলনের প্রয়াস। দ্বারকার স্বকীয়ভাবে মহিষীগণের সহিত মিলনের ন্যায় নিজ সুখসদনে শ্রীশ্রীরাধামাধবের মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই। দুর্বার প্রেম সতত বনের পথে টানিয়া লইতে চায়। বংশীরবে আকৃষ্ট বা আত্মবিস্মৃত হইয়া যমুনার জল আনয়নাদির ছলে প্রতিনিয়ত চলিতে থাকে বৃন্দাবন-বিহার। এই বৃন্দাবনেই প্রথম মিলন মহারাসে। তারপরও শ্রীরাধামাধবের উৎকণ্ঠাময় মিলনভূমি ব্রজের নিকুঞ্জবন, বৃক্ষলতায় বেষ্টিত বৃন্দাবনের নিকুঞ্জমন্দির। এইজন্য শ্রীরাধারাণীর প্রতিনিয়তই চলিতে থাকে বৃন্দাবনবিহার। তাই তাঁহার একটি সার্থক নাম 'বৃন্দাবন-বিহারিণী'।

শ্রীমতীর ত্রয়োবিংশ নাম **'বৃন্দাবনেশ্বরী'**। পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে (৪৬.৩৮ শ্লোকে) বর্ণিত আছে—"বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রসীদতা" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনের আধিপত্য প্রদান করেন। এই পুরাণবাণী অবলম্বনে শ্রীল গোস্বামিপাদগণের শ্রীরাধারাণীর বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেক-বর্ণনায় প্রচুর আবেশ দৃষ্ট হয়। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ স্তবমালায় রাধাষ্টকে, দানকেলিকৌমুদীতে ও প্রেমেন্দুসুধাসত্রে শ্রীরাধার বৃন্দাবনাধিপত্যের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ মুক্তাচরিতে, ব্রজবিলাসস্তবে (৬১) বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে (৮৭)* শ্রীরাধার বৃন্দাবন-রাজ্যাভিষেকের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ এই সব প্রমাণমূলে এবং শ্রীরূপগোস্বামি-পাদের ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়া 'মাধবমহোৎসব' মহাকাব্যে বিস্তারিতভাবে শ্রীরাধার বৃন্দাবনরাজ্যাভিষেক বর্ণনা করিয়া এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসপরিবেষণে শ্রীরাধারাণীর প্রিয়ভক্তগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

---

* বিলাপকুসুমাঞ্জলির ৮৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ব্রজেন্দ্রগৃহিণী কৃষ্ণপ্রায়-স্নেহনিকেতনম্।
ব্রজগোগোপগোপালী-জীবমাত্রৈকজীবনম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ — যিনি ব্রজেন্দ্রগৃহিণী যশোদার শ্রীকৃষ্ণতুল্য প্রেমাস্পদা (২৪) ব্রজ-গো, গোপ, গোপী এবং জীবমাত্রের একমাত্র জীবনস্বরূপা (২৫) ॥ ৮ ॥

টীকা—ব্রজেন্দ্রেতি। ব্রজেন্দ্রগৃহিণ্যা যশোদায়াঃ কৃষ্ণপ্রায়ঃ শ্রীকৃষ্ণ ইব স্নেহ নিকেতনং গৃহম্। ব্রজে যানি গাবশ্চ গোপাশ্চ গোপাল্যো গোপ্যশ্চ জীব মাত্রাণি চ তেষামেক জীবনম্ ইত্যেকং নাম এতেনাত্র নাম দ্বয়ম্ ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীরাধারাণীর চতুর্বিংশ সংখ্যক নাম '**ব্রজেন্দ্র-গৃহিণী-কৃষ্ণপ্রায়-স্নেহনিকেতনম্**,' অর্থাৎ 'শ্রীরাধা শ্রীযশোমতীমায়ের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই স্নেহাস্পদা'। তত্ত্বের দিক্ দিয়া "রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥" (চৈঃ চঃ)। প্রেম তত্ত্ববস্তুকে চিনিবার কষ্টিপাথর। তত্ত্ববস্তু যেরূপেই সম্মুখে আসুক না কেন প্রেম তাহাকে ধরিয়া ফেলিবেই। যে দিন হইতে মাতা যশোমতী শ্রীরাধারাণীকে দর্শন করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার যাদৃশ বাৎসল্য-স্নেহ বিদ্যমান, তদনুরূপ স্নেহ শ্রীরাধারাণীতেও প্রকাশ পাইয়াছে! নিত্যই শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত রন্ধনের জন্য নন্দীশ্বরে আগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে মাতার যেরূপ কষ্ট হয়, শ্রীমতীর অদর্শনেও তিনি তদনুরূপ কষ্ট পান। রাধারাণীর দর্শনমাত্রেই মা যশোমতী ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরেন। শ্রীমতীও নবনীত-পুত্তলিকার ন্যায় যেন মায়ের বুকে মিলাইয়া যান। মায়ের স্নেহাশ্রুনীরে শ্রীরাধারাণী অভিষিক্তা হন। মা যশোমতী শ্রীমতীকে পুত্রবধূর মতই কত লালন, মুখদর্শন, চুম্বন, মস্তকাঘ্রাণ করেন। মাতার বাৎসল্য-স্নেহে বিগলিতা হইয়া শ্রীমতী বাষ্পরুদ্ধ গদগদ কণ্ঠে বলেন—'মা! আমি যে তোমারই!' বস্তুতঃ শ্রীমতী তো মা যশোমতীরই। কিন্তু পাছে আকর্ষণ বা আস্বা-

---

কেবল রস বা লীলার দিক্ দিয়াই নহে, তত্ত্বের দিক্ দিয়াও শ্রীরাধাকে সর্বেশ্বরী বলা হইয়াছে, অতএব বৃন্দাবনেশ্বরীও যে তিনি, তাহা সহজেই জানা যায়। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে—"সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল। ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা প্রাণবল্লভা॥" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্যানন্দময় হইয়াও বিশ্বের কার্য, কারণ ও তুরীয় এই ত্রিতত্ত্বস্বরূপ ; শ্রীরাধাও তেমনি নিত্যানন্দময়ী হইয়াও কার্য-কারণ ও তুরীয় এই ত্রিতত্ত্বরূপিণী। শ্রীমদ্ভাগবত, গীতাদি শাস্ত্র যেমন শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ পুরুষোত্তম ও সর্বেশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীনারদপঞ্চরাত্র এবং গৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসকলও তেমনি শ্রীরাধাকে পরাশক্তি ও সর্বেশ্বরীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব কি ঐশ্বর্যে কি মাধুর্যে যথার্থ শ্রীরাধাই বৃন্দাবনেশ্বরী।

"ললিতা যাঁর অদ্বিতীয়া প্রাণ-স্বরূপিণী। নিত্যকাল যিনি বৃন্দাবন-বিহারিণী॥
লক্ষপ্রাণে ললিতা যাঁরে রক্ষে যত্ন করি। বৃন্দা-বিপিনিতে যিহোঁ রাজ-রাজেশ্বরী॥" ৭॥

স্নেহলাভীর-রাজেন্দ্রা বৎসলাচ্যুতপূর্ব্বজা।
গোবিন্দপ্রণয়াধার-সুরভীসেবনোৎসুকা ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—গোপরাজ শ্রীনন্দ যাঁহাকে নিরতিশয় স্নেহ করেন। (২৬) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলদেব যাঁহাতে বাৎসল্যযুক্ত (২৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভাজন সুরভীর সেবাকার্যে যিনি নিয়ত উৎসুকা (২৮) ॥ ৯ ॥

দন কমিয়া যায় তাই লীলাশক্তি তাহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে দেন না। তাই রন্ধন ও শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের পরে সসখী শ্রীমতীর ভোজন ও বিশ্রামান্তে যখন শ্রীমতী গৃহে যাইতে উদ্যত হন তখন মাতা যশোমতী কৃষ্ণবৎ স্নেহে শ্রীমতীকে বুকে জড়াইয়া রোদন করিতে করিতে বলেন—

"ও মোর বাছনি ধনি, সতীকুল-শিরোমনি, ক্ষণেক বিশ্রাম কর সুখে।
না হয়ে উছর বেলা, সখীসঙ্গে কর খেলা, কর্পূর-তাম্বূল দাও মুখে ॥
রূপ গুণ কাজ তোর, পরাণ-নিছনি মোর, শুতিয়া স্বপনে দেখি সদা।
তোমা হেন গুণনিধি, আমারে না দিলা বিধি, পরাণে রহিয়া গেল সাধা ॥
ধাতার মাথায় বাজ, যে করয়ে হেন কাজ, আমারে ভাঙ্গিলা কিবা দোষে।
বাছার বিবাহ-তরে, হেন নারী নাহি পুরে, চাহিয়া না পাই কোন দেশে ॥
যশোদা-বিষাদ কথা, শুনি বৃষভানু সুতা, বদনে বসন দিয়া হাসে।
পুলকে পূরল গা, মুখে নাহি সরে রা, ভাসিল রাণীর নেহ রসে ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীমতীর পঞ্চবিংশতি নাম **'ব্রজগোগোপগোপালী-জীবমাত্রৈক-জীবনম্'**। অর্থাৎ ব্রজের গো, গোপ, গোপী এবং জীবমাত্রের একমাত্র জীবনস্বরূপা শ্রীরাধা। কেবল মাতা যশোমতীই নহেন, ব্রজের গোপ, গোপী, গাভীগুলি এমনকি জীবমাত্রেরই একমাত্র জীবনরূপা শ্রীরাধা। ব্রজের গোপ, গোপী, গাভী এমন কি জীবমাত্রই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম চিত্তে উদিত হইলে এই প্রেমই প্রেমিকের জীবাতু হইয়া থাকে।

"জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন, প্রেম বিনু এই মত ভক্ত।
চাতক-জলদগতি, এমত একান্ত-রীতি, যেই জানে সেই অনুরক্ত ॥
লুবধ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন, পতিব্রতাজন-যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের হেম, এইমত প্রেমভক্তি-রীতি ॥"
(প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা)

মূর্তিমতী কৃষ্ণপ্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধা। যে হ্লাদিনীশক্তি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অমূর্তরূপে বিরাজ করেন এবং যিনি বৃত্তিরূপে ভক্তের চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া প্রেমরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হন ; সেই হ্লাদিনী-শক্তির মূর্তিমতী অধিষ্ঠাত্রীদেবই শ্রীরাধা। এইজন্যই তিনি ব্রজের সকলের সাক্ষাৎ জীবনস্বরূপা।

"কৃষ্ণ-সম শ্রীরাধিকা নয়ন-অঞ্জন। ব্রজরাজ-গৃহিণীর স্নেহ নিকেতন ॥
বৃন্দাবনে গোপ-গোপী যত ধেনুগণ। একমাত্র শ্রীরাধিকা জীবের জীবন ॥" ৮ ॥

টীকা—স্নেহলেতি। স্নেহং লাতি গৃহ্ণাতীতি স্নেহলঃ স্নেহযুক্ত আভীর রাজেন্দ্রোনন্দো যত্র সা। বৎসলো বাৎসল্যোদ্ভূত স্নেহযুক্তোঽচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বজো বলরামো যত্র সা। গোবিন্দস্য প্রণয়াধারঃ প্রেমপাত্রং যা সুরভী তস্যাঃ সেবনে উৎসুকা ইতি অত্র ত্রীণি ॥ ৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—এইশ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর তিনটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীপাদ ষড়বিংশ নামটি বলিতেছেন—'**স্নেহলাভীররাজেন্দ্রা**' অর্থাৎ 'ব্রজরাজেন্দ্র শ্রীনন্দমহারাজ যাঁহাতে সমধিক স্নেহযুক্ত।' আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, তত্ত্ববস্তু যেভাবেই নয়নগোচর হোন না কেন, প্রেমিকের প্রেম তাহাকে চিনিয়া নেয়। শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতত্ত্ব, তাঁহার মূলাশক্তিরূপিণী শ্রীরাধারাণীর প্রতি ব্রজ-রাজের স্নেহরাশি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই নিয়ত ঝরিয়া পড়ে। 'আভীররাজেন্দ্র' বাক্যের তাৎপর্য এই যে, আভীর বা গোপগণের শুদ্ধমাধুর্যময় প্রেম। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ ঐশ্বর্যদর্শনেও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া মনে হয় না; নিজ প্রিয়জন বলিয়াই মনে হয়। শ্রীনন্দমহারাজ তাঁহাদের রাজা, অতএব মাধুর্যময়ভাবেও তিনি পরম সমৃদ্ধ। অসুর-মারণ, কালিয়দমন, গোবর্ধন-ধারণাদি বিশাল ঐশ্বর্যপর্বত-নিপাতেও তাঁহার অসীম মাধুর্যসিন্ধু বিন্দুমাত্রও বিক্ষুব্ধ হয় নাই। রাজা যেমন প্রজাবর্গকে পালন করিয়া থাকেন, তেমনি নন্দমহারাজ মাধুর্য-জ্ঞানদ্বারা ব্রজবাসী গোপগণের পরিপালন করেন। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণ-লীলায় যখন ব্রজবাসী গোপগণের চিত্তমন সেই বিশাল ঐশ্বর্যের তরঙ্গে আলোড়িত হইয়াছিল, তখন মহারাজ নন্দই মাধুর্যভাবদ্বারা তাঁহাদের পোষণ করিয়াছিলেন। মহালক্ষ্মীগণেরও পরমঅংশিনী শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের রন্ধনের নিমিত্ত নন্দালয়ে নিত্যই গমন করেন। নন্দমহারাজ অনুভবও করেন যে বিপুল ধন-রত্নাদির সমৃদ্ধি, ইহা সাক্ষাৎ কমলা-স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীর কৃপাদৃষ্টিরই ফল। তবু ঐশ্বর্যভাবের লেশমাত্র তাঁহার চিত্তে উদিত হয় না, নিয়ত শ্রীরাধারাণীর প্রতি তাঁহার স্নেহরাশিই বর্ষিত হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ শ্রীরাধারাণীর সপ্তবিংশতি নামটি বলিলেন, '**বৎসলাচ্যুতপূর্ব্বজা**' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলদেব যাঁহাতে অতিশয় বাৎসল্যযুক্ত বা স্নেহশীল। বলদেব শ্রীরাধারাণীকে ভ্রাতৃবধূর মতই বাৎসল্যভরে লালন করিয়া থাকেন। শঙ্খচূড়-বধপ্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে হোরীলীলায় নিধন করিয়া তাহার মস্তকের স্যমন্তকমণি গ্রহণপূর্বক সব গোপিকার সমক্ষে শ্রীবলদেবের হস্তে উহা অর্পণ করেন। তিনি জানিতেন রাধারাণীর প্রতি অগ্রজের যাদৃশ বাৎসল্য, তাহাতে তিনি স্যমন্তক শ্রীরাধারাণীকেই অর্পণ করিবেন। বলদেবও মণিটি মধুমঙ্গলের হস্ত দিয়া শ্রীরাধারাণীকে উপহাররূপে প্রেরণ করিলেন।

শ্রীমতীর অষ্টবিংশ নাম '**গোবিন্দ প্রণয়াধারসুরভীসেবনোৎসুকা**' 'শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়াধার সুরভীর সেবাকার্যে যিনি সতত সমুৎসুক।' ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-গোপকুলে অবতীর্ণ, গোধনই গোপগণের একমাত্র সম্পদ্; সুতরাং গোপাল শ্রীকৃষ্ণের গাভীর প্রতি প্রীতি স্বাভাবিক। গিরিধারণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধী হইয়া ইন্দ্র যখন ব্রহ্মার নিকটে শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার বা তাঁহার নিকট অপরাধ নাশের উপায় জিজ্ঞাসা করেন, তখন ব্রহ্মা ইন্দ্রকে সুরভীমাতাকে সঙ্গে লইয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমনের যুক্তি প্রদান করেন। সুরভীমাতার সঙ্গে ইন্দ্রকে দর্শন করিয়া সুরভীর প্রণয়াধার শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের সব অপরাধ

ধৃতনন্দীশ্বরক্ষেমগমনোৎকণ্ঠিমানসা।
স্বদেহাদ্বৈততাদৃষ্টি ধনিষ্ঠা-ধ্যেয়দর্শনা ॥ ১০ ॥
গোপেন্দ্রমহিষীপাকশালাবেদিপ্রকাশিকা।
আয়ুর্বর্দ্ধকরাদ্ধান্না রোহিণীঘ্রাতমস্তকা ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার মনে নন্দীশ্বরগমনের নিমিত্ত বিপুল উৎকণ্ঠা বিরাজিত (২৯) অভিন্নদেহা ধনিষ্ঠা; যাঁহার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন (৩০)॥ ১০ ॥

নন্দরাজ-মহিষীর পাকশালার বেদীকে যিনি প্রকাশিত করেন (৩১) যাঁহার শ্রীহস্তের পাচিত অন্ন পরমায়ুর বৃদ্ধিকর (৩২) রোহিণীমাতা যাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করেন (৩৩) ॥ ১১ ॥

টীকা—ধৃতেতি। ধৃতং নন্দীশ্বরে ক্ষেমগমনায় উৎকণ্ঠি সোৎকণ্ঠং মানসং যয়া সা ইত্যেকম্। স্বদেহস্যাদ্বৈততা অদ্বিতীয়ত্বং দৃষ্টা যয়া এবম্ভূতয়া ধনিষ্ঠয়া ধ্যেয়মভিকাঙ্ক্ষিতং দর্শনং যস্যাঃ সা ইত্যেকঞ্চ ইত্যত্র নামদ্বয়ম্ ॥ ১০ ॥

টীকা—গোপেন্দ্রেতি। গোপেন্দ্রস্য নন্দস্য মহিষী শ্রীযশোদা তস্যা যা পাকশালাবেদী তাং প্রকাশয়তি যা সেত্যেকম্। আয়ুষোবর্দ্ধকং রাদ্ধান্নং সিদ্ধান্নং যস্যাঃ সা ইত্যেকম্। রোহিণ্যা বলদেব-জনন্যা আঘ্রাতো মস্তকো যস্যাঃ সেতি চৈকম্ এতেনাত্র ত্রীণি ॥ ১১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ দশম ও একাদশ এই দুইটি শ্লোকে শ্রীরাধারাণীর ঊনত্রিংশ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ এই পাঁচটি নামের প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য রন্ধনের নিমিত্ত সখীসঙ্গে শ্রীমতীর নন্দীশ্বরে গমনলীলার স্মৃতিতেই এই পাঁচটি নামের প্রকাশ। দুর্বাসা ঋষির বরে শ্রীমতী অমৃতহস্তা; যাহা পাক করেন, তাহাই অমৃতনিন্দি স্বাদু হয় এবং তাহার ভক্ষণে নিরোগ স্বাস্থ্যলাভ হয় ও আয়ুবৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কৃষ্ণহিতৈষিণী মাতা যশোমতী এই বার্তা-শ্রবণে প্রত্যহই শ্রীমতীকে রন্ধনের জন্য নন্দীশ্বরে আনয়নের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃজায়া কুন্দলতাকে যাবটে জটিলার নিকট প্রেরণ করেন। জটিলার নিকট ব্রজেশ্বরীর অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা লইয়া যখন কুন্দলতা শ্রীরাধার নিকট আগমন করেন, তখন নন্দীশ্বরে গমনের নিমিত্ত বিপুল উৎকণ্ঠাবতী শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহাকে বলেন—

"ব্রজপুর-পরমেশ্বরী-প্রসাদং ময়ি সখি ! বক্তি তবোদয়ো হ্যকস্মাৎ।
ন শিশিররুচিনা বিনৈব পূর্ব্বাং দিশমধিরাত্রি সমেতি কাপি লক্ষ্মীঃ ॥

মার্জনা করেন এবং সুরভীমাতা স্বীয় স্তন্যামৃতে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়া তাঁহাকে **'গোবিন্দ'** অর্থাৎ গাভীসকলের ইন্দ্র বা পালক এই নামে অভিহিত করেন। প্রাণনাথের পরম প্রণয়াধার বলিয়া শ্রীমতী গাভীর সেবায় সতত সমুৎসুকা হইয়া থাকেন।

"ব্রজরাজ-স্নেহামৃত সিঞ্চে অবিরাম। বাৎসল্যের নিধি রাধা দেখে বলরাম ॥
গোবিন্দপ্রণয়াধার সুরভী-সেবনে। উৎসুকা শ্রীরাধিকা এই বৃন্দাবনে ॥" ৯ ॥

তদহমনুমিমে নিদেশ-দম্ভাৎ, কিমপি কৃপামৃতমেব সা ব্যতারীৎ ।
যদিদমনুপলভ্য যন্মমাত্মা, স্বমপি সখেদমবৈত্যনাত্মনীনম্ ॥
অজনি রসবতী-বিধাপনার্থা রসবতি ! তে গতিরিত্যবৈমি নূনম্ ।
অথ কিমিতরথা জবাদযাসীঃ প্রথমমিতোঽনুনয়ন্ত্যমূং মদার্য্যাম্ ॥" (কৃঃ ভাঃ ৫।১-৩)

'হে সখি ! কুন্দলতে ! তোমার অকস্মাৎ আগমনে আমার প্রতি ব্রজেশ্বরীর প্রসাদই অভিব্যক্ত হইতেছে, কেননা রজনীতে চন্দ্রোদয় ব্যতীত পূর্বদিক্ কোনও অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করে না ! হে সখি ! আমি অনুমান করি যে, ব্রজেশ্বরী আজ্ঞাছলে আমার প্রতি কোন কৃপামৃতই বিতরণ করিয়াছেন, যাহার অপ্রাপ্তিতে আমার দুঃখিত মন নিজেকেই নিজের অহিতকারী বলিয়া বোধ করিতেছিল !! হে রসবতি ! তুমি রসবতী ক্রিয়ার বা পাকের জন্যই আমায় লইতে আসিয়াছ—ইহাই তো বুঝিলাম, নচেৎ কেন তুমি প্রথমতঃ আমার শ্বশ্রূকে অনুনয় করিয়া অতিবেগে আমার কাছে আসিয়াছ ? নন্দীশ্বরে যাইবার জন্য এতাদৃশ উৎকণ্ঠাবতী বলিয়াই তাঁহার একটি নাম **'ধৃতনন্দীশ্বরক্ষেমগমনোৎকণ্ঠিমানসা'** ।

শ্রীপাদ ত্রিংশসংখ্যক নামটি বলিতেছেন—**'স্বদেহাদ্বৈততাদৃষ্টি ধনিষ্ঠাধ্যেয়দর্শনা'** 'অভিন্নদেহা ধনিষ্ঠা যাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা করেন ।' শ্রীমতী শ্রীকুন্দলতা ও সখীগণ-সঙ্গে নন্দীশ্বরে শ্রীনন্দালয়ে গমন করেন । ধনিষ্ঠা-গুণমালা প্রভৃতি সখীগণ নন্দালয়ে অবস্থান করিয়াই সেবা করিয়া থাকেন । "ধনিষ্ঠা গুণমালাদ্যা বল্লভেশ্বরগেহগাঃ" (গণোদ্দেশদীপিকা) । শ্রীরাধারাণীর অভিন্নদেহা ধনিষ্ঠা । মাতা যশোমতী-কর্তৃক প্রেরিতা কুন্দলতা শ্রীমতীকে আনয়নের নিমিত্ত যাবটে গমন করিলেই ধনিষ্ঠা শ্রীরাধারাণীর আগমন-চিন্তায় তন্ময় হইয়া তাঁহার দর্শন-লালসায় বারবার ঘর ও বাহির যাতায়াত করিতে থাকেন । যেমনি দেখা, অমনি ছুটিয়া গিয়া শ্রীরাধারাণীকে জড়াইয়া ধরেন । বলেন 'এত বিলম্ব কেন ? তোমায় না দেখিয়া কত যে কষ্ট পাই ।' শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলেন—'আমি তো পরাধীনা—' তৎকালে ধনিষ্ঠাকে দেখিয়াই মনে হয়, শ্রীরাধার অভিন্নদেহা ধনিষ্ঠা শ্রীমতীর দর্শনোৎকণ্ঠায় শ্রীমতীর আগমনের ধ্যানে যেন এতক্ষণ তন্ময় হইয়াছিলেন ! তাই শ্রীমতীর একটি নাম 'স্বদেহাদ্বৈততাদৃষ্টি ধনিষ্ঠাধ্যেয় দর্শনা' ।

শ্রীমতীর একত্রিংশ নাম **'গোপেন্দ্রমহিষীপাকশালাবেদিপ্রকাশিকা'** 'শ্রীযশোদার পাকশালার বেদিকে যিনি প্রকাশিত করেন ।' শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, শ্রীরাধারাণীর নিত্য-কিঙ্করী । স্ফুরণে এই সমস্ত লীলারসের নিত্যই আস্বাদন করেন । শ্রীরাধার স্বপ্রকাশ রূপ, গুণ, লীলানুরূপ নামাবলী শ্রীপাদের মহাভাবরসভাবিত-চিত্ত হইতে স্বয়ংই স্ফুরিত হইতেছেন । ধনিষ্ঠা শ্রীমতীকে যশোদামাতার নিকটে লইয়া যান । শ্রীমতী মাতা যশোমতীর শ্রীচরণে প্রণতা হইলে মাতা বুকে জড়াইয়া ধরেন এবং অশ্রুধারায় স্নান করাইয়া কত শত আশীর্বাদ প্রদান করেন । অতঃপর দাসীগণ শ্রীমতীর শ্রীচরণ ধৌত করিয়া মুছাইয়া দেন । মাতা যশোমতীর আদেশে রোহিণীমায়ের সঙ্গে পাকশালায় প্রবেশ করেন শ্রীমতী ।

"আসি দাসীগণ, রাধার চরণ, দোয়াল শীতল নীরে।
অতি সুকোমল, ও থলকমল, মুছাল পাতল চীরে॥
রোহিণী সহিতে, রন্ধন করিতে, বসিল রাজার ঝি।
সব সখীগণ, যোগায় যোগান, শেখর যোগায় ঘি॥" (পদকল্পতরু)

রোহিণীমা কন্যার ন্যায় সস্নেহে শ্রীমতীকে বলেন—"পচন-চতুরতা রতাসি জাতে! পচ মনসা তব ভাতি যদ্ যথা তৎ" (কৃষ্ণভাবনামৃতম্)। 'বৎসে! তুমি রন্ধনকার্যে অতি সুচতুরা, তোমার মনে যাহা উদিত হয়, তুমি সেইরূপ পাক কর।' এই কথা বলিয়া রোহিণীমা শ্রীমতীকে পাকশালার বেদীতে বসাইয়া দেন। শ্রীমতীও মাতাকে প্রণাম করিয়া পাকশালার বেদীতে উপবেশন করেন। শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের নিমিত্ত রন্ধন করিতে বসিয়াছেন, এই কৃষ্ণসেবার সুখস্মৃতিতে শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ হইতে গলিত স্বর্ণকান্তিধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হইতে থাকে। শ্রীমতীর অঙ্গের প্রভায় যেন পাকশালার বেদী প্রকাশিত বা সমালোকিত হইয়া উঠে! তাই শ্রীমতীর একটি সার্থকনাম 'গোপেন্দ্রমহিষীপাকশালাবেদি প্রকাশিকা'। শ্রীমতী যখন রন্ধনকার্যে ব্যস্ত, তখন পাকশালার গবাক্ষপথ দিয়া নাগরমণি তাঁহার মাধুর্যাস্বাদন করেন। নাগরের দর্শনে নাগরমণির মাধুর্যে পাকশালা উদ্ভাসিত হয়, এইজন্যও শ্রীমতীর ঐ নামের সার্থকতা।*

শ্রীমতীর দ্বাত্রিংশ ও ত্রয়স্ত্রিংশ দুইটি নাম—'আয়ুর্বর্দ্ধকরাদ্ধান্না' ও 'রোহিণী-ঘ্রাত-মস্তকা' অর্থাৎ 'যাঁহার শ্রীহস্তের পাচিত অন্ন আয়ুঃ বৃদ্ধিকর' এবং 'রোহিণী মা যাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করেন'। শ্রীমতীর পাককার্য সমাপ্ত হইলে মাতা যশোমতী শ্রীমতীর পাচিত অন্নব্যঞ্জনাদি দর্শন করেন। মাতা রোহিণী সব অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যশোমতীকে দর্শন করান।

"সৌরভ্য-সদ্বর্ণ-মনোহরং তৎ, সা বীক্ষ্য সর্ব্বং মুদিতা বভূব।
জিজ্ঞাসমানামথ-তদ্বিধানং, তাং রোহিণী বিস্ময়পূর্ব্বমাহ॥
সামগ্রী সৈব সামান্যা পাকস্য প্রক্রিয়াপ্যসৌ।
কিন্ত্বপূর্ব্বগুণে হেতুর্গান্ধর্ব্বা-হস্তসৌষ্ঠবম্॥" (গোবিন্দলীলামৃত ৩।১১০-১১)

মাতা যশোদা শ্রীমতীর পাচিত সুবাসিত, সদ্বর্ণ এবং মনোহর অন্নব্যঞ্জনাদি দর্শন-করত আনন্দিত হইয়া রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করেন, পাচিত দ্রব্য এত সুন্দর হইল কিরূপে? তদুত্তরে রোহিণী বলেন, 'পাকসামগ্রী এবং পাকক্রিয়া তো সর্বসাধারণেরই গম্য, কিন্তু ইহাদের অসামান্যগুণের নিদান হইতেছে শ্রীরাধার হস্তসৌষ্ঠব!' তখন মাতা যশোমতীর শ্রীরাধার প্রতি শ্রীদুর্বাসা মুনির বরের কথা মনে হয় এবং কৃষ্ণহিতৈষিণী মা পুলকিত মনে ভাবেন—'এই অন্নব্যঞ্জনাদির ভোজনে শ্রীকৃষ্ণের পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হইবে।' শ্রীরাধারাণীর তখন 'আয়ুর্বর্দ্ধকরাদ্ধান্না' নামের সার্থকতা উপলব্ধি করেন শ্রীপাদ রঘুনাথ। মাতা যশোমতী চলিয়া গেলে শ্রীরাধার গুণে রোহিণীমায়ের হৃদয়, বাৎসল্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে! তিনি

---

* বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তবের ৬২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সুবল-ন্যস্তসারূপ্যা সুবলপ্রীতিতোষিতা।
মুখরাদৃক্ সুধানপ্ত্রী জটিলাদৃষ্টিভীষিতা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যিনি সুবলে সারূপ্য অর্পণ করিয়াছেন (৩৪) সুবলের সন্তোষে যিনি সন্তুষ্ট হন (৩৫) মুখরার দৃষ্টিতে যিনি অমৃতের নাতিনী (৩৬) যিনি জটিলার দৃষ্টিতে ভয় প্রাপ্ত হন (৩৭) ॥ ১২ ॥

টীকা—সুবলেতি। সুবলে তন্নাম গোপবালকে ন্যস্তং সারূপ্যং যয়া সেত্যেকং সুবল প্রীত্যা তোষিতা সন্তুষ্টেত্যেকম্। মুখরায়া দৃশোঃ সুধামৃতরূপা নপ্ত্রীত্যেকং জটিলায়া দৃষ্ট্যা ভীষিতা প্রাপ্তভয়েতি চেত্যেকমেতেনাত্র চত্বারি ॥ ১২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীমতীর চতুস্ত্রিংশ ও পঞ্চত্রিংশ নাম '**সুবলন্যস্তসারূপ্যা**' অর্থাৎ 'সুবলে যিনি সারূপ্য অর্পণ করিয়াছেন' এবং '**সুবলপ্রীতিতোষিতা**' অর্থাৎ 'সুবলের প্রীতিতে যিনি সন্তোষিত হন।' প্রেমের পরমসার মহাভাব, সেই মহাভাবের মুরতি শ্রীরাধা। সুতরাং রূপে, গুণে, লীলায় তাঁহার মত তিনিই। তাঁহার সহিত আর কাহারো তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম-সখা সুবলকে নিজসারূপ্য অর্থাৎ সমানরূপতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীরাধারাণীর মতই সুবলের চেহারা। তাহার কারণ এই যে, ব্রজে শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরকীয়ভাবে পারস্পরিক মিলনের পথে বহু বাধা-বিঘ্ন। অনেক সময় সুবল শ্রীরাধারাণীর মত বেশ-ভূষা পরিধান করিয়া জটিলার গৃহে অবস্থান করেন এবং নিজের বেশ রাধারাণীকে পরাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসার করান। রাধারাণী ও সুবলের একরূপ চেহারা বলিয়া ইহাতে জটিলাদি প্রতারিত হইয়া থাকেন।

একদা জটিলা নিজ পুত্রবধূ শ্রীরাধার কৃষ্ণ-কলঙ্ক শ্রবণে অধীরা হইয়া বধূকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং নন্দপুত্র যাহাতে কোন ছলে গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে, বা বধূও কোন ছলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে না পারে এজন্য গৃহের বহির্দ্বারে স্বয়ং পাহারা দিতেছেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর সহিত মিলনকামনায় রাধাকুণ্ডতীরে আসিয়া রাধাবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। সঙ্গে প্রিয়-নর্মসখা সুবল। সুবল শ্রীকৃষ্ণের বিরহদশা-দর্শনে তাঁহাকে ধৈর্য-দান করিয়া যাবটে জটিলালয়ে আসিয়া বহির্দ্বারে বৃদ্ধা জটিলাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন। জটিলা সুবলের সেখানে আগ-মনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুবল বাছুরী অন্বেষণে আসিয়াছেন বলিলেন এবং তিনি যে খুব পিপাসিত,

---

বাৎসল্যভরে শ্রীমতীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বারবার তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করেন। তখন শ্রীমতীকে 'রোহিণীঘ্রাতমস্তকা' বলিয়াই মনে হয়।

"নন্দীশ্বরে অভিসারে উৎকণ্ঠিতা রাধা। এক তনু ধনিষ্ঠার ধ্যায়ানে সর্ব্বদা ॥" ১০ ॥
"গোপেন্দ্র-মহিষী পাকশালা যে বেদিকা। প্রকাশিকা কান্তিজালে এই শ্রীরাধিকা ॥
পরমায়ু-বৃদ্ধি করে সিদ্ধান্ন রাধার। মস্তক-আঘ্রাণ করে রোহিণী যাঁহার ॥" ১১ ॥

তাহাও জানাইলেন। জটিলা তাঁহাকে অভ্যন্তরে নিজবধূর নিকট গমন করিয়া জলপান করিয়া আসিতে বলিলেন।

শ্রীসুবল শ্রীরাধার মন্দিরে গমন করিলে শ্রীমতী তাঁহার মুখে প্রিয়তমের বিরহবার্তা শ্রবণে একান্ত অধীরা হইয়া পড়িলেন। সুবল শ্রীরাধারাণীকে নিজের বেশ পরাইয়া দিলেন এবং শ্রীমতীর বেশ নিজে পরিয়া শ্রীমতীর আলয়ে রহিলেন। শ্রীমতী একটি সদ্যজাত বাছুরী বক্ষোপরি বহন করিয়া স্ত্রীচিহ্ন গোপনকরত সুবলের বেশে জটিলার নিকটে তাঁহার গোশালাতেই বাছুরীপ্রাপ্তির সংবাদ জানাইয়া তাঁহার আদেশ লইয়া শ্রীকুণ্ডতীরে গমন করিলেন। জটিলা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীমতী কুণ্ডতটে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সুবলের বেশে আগমন করিলে কৃষ্ণও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না; এবং শ্রীমতীকে সুবল মনে করিয়া সে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ভাবিয়া শ্রীমতীর বিরহে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন! প্রিয়তমের বিরহদশা-দর্শনে এবং তিনি যে শ্রীমতীকে চিনিতে পারেন নাই তাহা বুঝিতে পারিয়া একটু রহস্যাস্বাদনের ইচ্ছায় সুবলের স্বরের অনুকরণে শ্রীমতী বলিলেন—'ভাই সখা! আজ শ্রীমতীকে পাইবার কোন উপায়ই নাই, কারণ তাঁহার শ্বশ্রূমাতা জটিলা তোমার সহিত বধূর অপবাদ শ্রবণে ক্ষুব্ধা হইয়া শ্রীমতীকে গৃহে অবরুদ্ধ রাখিয়া স্বয়ং দ্বারদেশে পাহারা দিতেছেন। অতএব আমি চন্দ্রাবলীর নিকট গিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া আসিয়াছি, তুমি যদি আজ্ঞা দাও, তবে চন্দ্রাবলীকে আনিয়া মিলাইতে পারি।' শ্রীকৃষ্ণ সুবলবেশ-ধারী শ্রীরাধার এই কথা শ্রবণে 'হা রাধে! হা রাধে!' বলিতে বলিতে মূর্ছাদশা প্রাপ্ত হইলেন! শ্রীমতী তখন বাছুরী রাখিয়া প্রিয়তমকে বক্ষে ধারণকরত তাঁহার মূর্ছা অপনোদন করিলেন এবং মিলনানন্দদানে তাঁহাকে পরম সুখী করিলেন। এইসব লীলারসের পরিপুষ্টির জন্যই শ্রীমতী সুবলকে স্বীয় সারূপ্য দান করিয়াছেন, তাই তাঁহার একটি নাম—'সুবলন্যস্তসারূপ্যা'।

শ্রীমতী সুবলকে কেবল বাহিরে স্বীয় রূপের সাদৃশ্যই অর্পণ করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু অন্তরেন্দ্রিয়ের সাধর্ম্যও প্রদান করিয়াছেন। এইজন্য সুবলের সন্তোষে শ্রীমতীও সন্তোষিতা হইয়া থাকেন। সুবলকে অন্তরেন্দ্রিয়ের সাধর্ম্য প্রদানের হেতু এই যে দানলীলাদিতে সসখী শ্রীরাধারাণীর সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের সঙ্গে দানগ্রহণের কথা বলিতে বলিতে শ্রীসুবলকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করেন, তখন সখার আলিঙ্গনলাভে সুবলের অন্তরে যে সন্তোষ জাত হয়, শ্রীমতী শৃঙ্গারভাবে তাহার রসমাধুরী আস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহাতে শ্রীমতীর অন্তরে যে আনন্দপুলক জাত হয়, বাহিরেও পুলক, কম্পাদিরূপে তাহা প্রকাশিত হইলে সখীগণের নিকট তাহা গোপন করিবার জন্য বলেন—'সখি! জানিনা সুবল জন্মান্তরে কি তপস্যা করিয়াছিল, যাহাতে সকলের সমক্ষে সে প্রিয়তমের এতাদৃশ গাঢ় আলিঙ্গনলাভে ধন্য হইভেছে!' সুবলের সন্তোষে সন্তুষ্টা বলিয়া তাঁহার একটি নাম—'সুবলপ্রীতিতোষিতা'। অথবা সুবলের প্রীতিতে বা ভালবাসায় যিনি অতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন, এইজন্যও তাঁহার নাম সুবলপ্রীতিতোষিতা।

মধুমঙ্গল-নর্ম্মোক্তি জনিত-স্মিতচন্দ্রিকা।
পৌর্ণমাসী-বহিঃখেলৎ-প্রাণপঞ্জর-সারিকা ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ – মধুমঙ্গলের পরিহাসবাণীতে যাঁহার ঈষৎহাস্যচন্দ্রিকা প্রকাশিত হয় (৩৮) যিনি পৌর্ণমাসীদেবীর বাহিরে ক্রীড়মান প্রাণ-পঞ্জরের সারিকা (৩৯) ॥ ১৩ ॥

টীকা —মধ্বিতি। মধুমঙ্গলস্য নর্ম্মোক্ত্যা কৌতুকং বাচা জনিতা প্রাদুর্ভূতা স্মিতরূপা চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না যস্যাঃ সেত্যেকম্। পৌর্ণমাস্যা এতন্নাম্ন্যা দেব্যা বহিঃখেলন্তী যা প্রাণরূপ পঞ্জরস্য সারিকা সেতি চৈকমেতেনাত্র দ্বে ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাধার অপর একটি নাম—'মুখরাদৃক্ সুধানপ্ত্রী' অর্থাৎ 'মুখরার নয়নে যিনি অমৃতের নাতিনী।' অমৃত জিহ্বায় আস্বাদন করা যায়, মুখরা কিন্তু নয়নেই অমৃত আস্বাদন করেন। রাধারাণীর দর্শনে যেন মুখরার নেত্রে আস্বাদন বা রস মূর্ত্ত হইয়া যায়! যেমন বিশ্বজগতে সর্বাপেক্ষা আস্বাদ্যবস্তু অমৃত, তেমনি প্রেমের রাজ্যে সর্বাধিক আস্বাদ্যবস্তু মহাভাব। শ্রীমতী মহাভাবেরই প্রতিমা। মহাভাব দ্বারাই তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত। তাই শ্রীরাধা তাঁহার মাতামহী মুখরার নয়নে অমৃতের নাতিনী।

শ্রীমতীর আর একটি নাম **'জটিলাদৃষ্টিভীষিতা'** 'যিনি জটিলার দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া থাকেন।' শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দিনীশক্তি হইলেও শৃঙ্গাররসের চমৎকারিতা পোষণের নিমিত্ত যোগমায়া পরকীয়রসের অবতারণা করিয়াছেন। "পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস।" এই পরকীয়াভাব পরিপুষ্টির নিমিত্তই শ্রীরাধারাণীর অভিমন্যুগোপের সহিত বিবাহের স্বাপ্নিক প্রতীতি জন্মাইয়াছেন যোগমায়া। বস্তুতঃ অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণ কোনদিন কৃষ্ণকান্তা শ্রীরাধারাণী প্রভৃতিকে নয়নেও দেখিতে পান না। তাঁহারা গোপিকার সদৃশ যোগমায়া-কল্পিত এক একটি ছায়ামূর্তির দর্শনপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গোপিকার অনুরূপমূর্তি বলিয়া সেই ছায়ামূর্তির সঙ্গেও পতিম্মন্য গোপগণের কোনদিন অঙ্গসঙ্গ হয় না, ইহাই ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত। গোপীগণ কিন্তু নিজেদের অন্যান্য গোপদের সঙ্গে বিবাহিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা বলিয়া মনে করেন। ইহা-ব্যতীত মধুররসে দুর্লভতা, বহুবার্যমানতা এবং প্রচ্ছন্নকামতা প্রকাশ পায় না এবং তাহাব্যতীত মধুরপ্রেম নিঃসীমভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে না। শ্রীরাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পথে জটিলা প্রধান বাধা। তরঙ্গায়িত সিন্ধুর ন্যায় ভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর দেহ-মনে সতত কৃষ্ণপ্রেমের তরঙ্গরাজি উদ্বেলিত হইয়া উঠে! এই বুঝি শ্বশ্রূমাতা জটিলা কিছু টের পাইলেন, যাবটে অবস্থানকালে সবসময়ই তাঁহার এইকথা মনে হয়। তাই জটিলাকে দেখিলেই শ্রীমতী অতিশয় ভীতা হইয়া পড়েন। এইজন্য একটি নাম 'জটিলাদৃষ্টিভীষিতা'।

"সুবলেতে রাধিকায় একরূপ দেখি। সুবলের মুখ দেখি রাধা হয় সুখী ॥
মুখরার সুধা-নপ্ত্রী শ্রীরাধা-মুরতি। জটিলার দরশনে ভয়ে ভীতা অতি ॥" ১২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমতীর অষ্টাত্রিংশ নামটি বলিতেছেন—**'মধুমঙ্গলনর্ম্মোক্তি-জনিতস্মিতচন্দ্রিকা'** মধুমঙ্গলের নর্ম্মোক্তিতে যাঁহার ঈষৎহাস্যকৌমুদী প্রকাশিত হয়। শ্রীমধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখা, মূর্তিমান্ হাস্যরস।

"ঈষচ্ছ্যামলবর্ণোঽপি শ্রীমধুমঙ্গলো ভবেৎ।
বসনং গৌরবর্ণাঢ্যং বনমালাবিরাজিতঃ॥
পিতা সান্দীপনির্দেবো মাতা চ সুমুখী সতী।
নান্দীমুখী চ ভগিনী পৌর্ণমাসী পিতামহী॥
বিদূষকঃ কৃষ্ণসখঃ শ্রীমধুমঙ্গলঃ সদা॥" (গণোদ্দেশদীপিকা)

শ্রীমধুমঙ্গল ঈষৎ শ্যামবর্ণ, বস্ত্র গৌরবর্ণ, দেহে বনমালা শোভিত, পিতা সান্দীপনি মুনি, মাতা সুমুখী সতী, নান্দীমুখী ইঁহার ভগ্নী, পৌর্ণমাসী পিতামহী। মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের সখা ও বিদূষক।' "বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ" 'বিকৃত অঙ্গভঙ্গী বাক্য ও বেশদ্বারা যিনি সর্বদাই হাস্যরস জন্মাইয়া থাকেন, তাঁহাকে বিদূষক বলা হয়।

প্রাতর্লীলায় নন্দালয়ে সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনকালে বিদূষক মধুমঙ্গল অতি বিচিত্র হাস্যরসের অবতারণা করেন। "রোহিণীনন্দন, করয়ে ভোজন, কানুর ডাহিনে বসি। বামেতে সুবল, সম্মুখে মঙ্গল, সঘনে উঠয়ে হাসি॥" (পদকল্পতরু)। লজ্জাবতী শ্রীমতী রাধারাণী, ভোজ্যসামগ্রী আনিয়া রোহিণীমায়ের হাতে দিতেছেন এবং তাঁর হাত হইতে খালিপাত্র লইয়া যাইতেছেন। কি অপূর্ব গমনাগমন-ভঙ্গী! ললাটের উপরে ঘোমটা, লজ্জায় মুখমণ্ডল আরক্তিম! রোহিণীমায়ের হাতে ভোজ্যদ্রব্য প্রদান-কালে শ্যামকে একটু দেখিয়া লইতেছেন। 'আহা! কি সুন্দর আমার প্রিয়তম!' শ্যামও অন্যের দৃষ্টি এড়াইয়া শ্রীমতীর বদনখানি একটু দেখিতেছেন। মধুমঙ্গলের হাস্যরসের কথায় স্বামিনীর বদনচন্দ্রে ঈষৎ হাস্যকৌমুদী প্রকাশিত হইতেছে! সেই চান্দ্রী-সুধা আস্বাদনে শ্যামের নয়নচকোর বিভোর! এইপ্রকার পাশাক্রীড়া, দানলীলা, কুসুমচয়নলীলা, স্নানলীলাতে মধুমঙ্গলের হাস্যরসের কথায় শ্রীমতীর ঈষৎ হাস্য-কৌমুদী প্রকাশিত হইয়া শ্যামের নয়নচকোরকে আপ্যায়িত করে। তাই তাঁহার একটি নাম—'মধুমঙ্গল-নর্ম্মোক্তি-জনিতস্মিতচন্দ্রিকা'।

শ্রীমতীর ঊনচত্বারিংশ নাম—**'পৌর্ণমাসী-বহিঃখেলৎ-প্রাণপঞ্জরসারিকা'** অর্থাৎ 'পৌর্ণমাসীদেবীর প্রাণপঞ্জরের বাহিরে ক্রীড়মান সারিকা শ্রীরাধারাণী।' সান্দীপনিমুনির মাতা পৌর্ণমাসীদেবী, যিনি ব্রজলীলার সাক্ষাৎ অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তি যোগমায়া; শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বেই ব্রজলীলারস আস্বাদন-মানসে অবন্তীপুর হইতে আসিয়া একান্তভাবে ব্রজধামকে আশ্রয় করেন। তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আনন্দিনী শক্তি গোপীগণের মধুর বা শৃঙ্গাররসকে সমধিক উচ্ছ্বসিত করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-প্রিয়াগণের অন্যান্য গোপগণের সঙ্গে বিবাহের স্বাপ্নিক প্রতীতি জন্মাইয়া গোপীসহ গোপীনাথের বিহার-রসের পরিপুষ্টি সাধন করেন। মূলতঃ মাদনাখ্য ভাববতী শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলারসের

স্বগণাদ্বৈতজীবাতুঃ স্বীয়াহঙ্কার-বৰ্দ্ধিনী।
স্বগণোপেন্দ্রপাদাব্জস্পর্শ-লম্ভনহর্ষিণী ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যিনি নিজ সখী-মঞ্জরীগণের একমাত্র জীবাতু (৪০) যিনি নিজ জনের অহঙ্কার বর্ধন করেন (৪১) সখীগণের সহিত যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মলাভে নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়া থাকেন (৪২) ॥ ১৪ ॥

টীকা—স্বগণেতি। স্বগণস্যাদ্বৈতঃ অদ্বিতীয়রূপা জীবাতুঃ জীবনোপায়েত্যেকম্। স্বীয়ানাম-হঙ্কারং বর্দ্ধয়তীতি যা সেত্যেকং স্বগণেন সহ উপেন্দ্রপাদাব্জস্য স্পর্শলম্ভনেন লব্ধ্যা হর্ষিণী জাতহর্ষা। যদ্বা স্বগণস্য যদুপেন্দ্রপাদাব্জস্পর্শলম্ভনং তেন হর্ষিণীত্যেকমেতেনাত্র ত্রীণি ॥ ১৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীমতীর চত্বারিংশ নাম **'স্বগণাদ্বৈত-জীবাতুঃ'** অর্থাৎ 'যিনি নিজসখী-মঞ্জরী-গণের একমাত্র জীবাতু বা প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়।' সখী-মঞ্জরীগণের শ্রীরাধারাণীতে ঐকান্তিকী প্রীতি। শ্রীরাধারাণীর আশ্রয়েই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভজন, স্বতন্ত্রভাবে নহে। ঐকান্তিকভাবে আত্মসমর্পণ শ্রীরাধারাণীতেই। ইঁহারা কোটি কোটি প্রাণ-অপেক্ষাও শ্রীরাধারাণীকে ভালবাসেন। রাধারাণীই তাঁহাদের একমাত্র জীবনৌষধিস্বরূপা।

শ্রীরাধারাণীর সখী পঞ্চবিধ। সখী, প্রিয়সখী, প্রাণসখী, নিত্যসখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী। ইঁহাদের সকলেরই শ্রীরাধারাণী অদ্বিতীয় প্রাণস্বরূপা। উক্ত পঞ্চবিধ সখীর আবার ত্রিবিধ ভেদ (১) সমস্নেহা অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ বহন করেন, প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতি ও পরমপ্রেষ্ঠ সখী ললিতা, বিশাখা প্রভৃতিই সমস্নেহা। (২) অসমস্নেহা, অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীরাধারাণী-অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে

বৈচিত্রী পোষণের জন্যই অন্যান্য গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিহার হইয়া থাকে। "রাধাসহ ক্রীড়ারস আস্বাদ কারণ। আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥" (চৈঃ চঃ)। যাঁহার বিহাররস-পরিপুষ্টির জন্যই ভগ-বতী পৌর্ণমাসী যোগমায়ার এত চাতুরী, সেই রাধারাণী তাঁহার প্রাণপঞ্জরের সারিকা। অর্থাৎ সারিকা যেমন পিঞ্জরের মধ্যে লালিত পালিত বা সুরক্ষিত হইয়া থাকে, তেমনি ভগবতী যোগমায়া এই পরকীয়-রসের সকল প্রকার আপদ্ বিপদ্ হইতে শ্রীমতী রাধারাণীকে রক্ষা করিতেছেন! শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের মূলাশক্তি, সুতরাং তাঁহাকে রক্ষার কোন প্রশ্ন না থাকিলেও ব্রজলীলায় বিন্দুমাত্র ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ আসিলেই মাধুর্য-লীলার হানি হইয়া থাকে। এইজন্য পৌর্ণমাসীদেবীকে সততই শ্রীরাধার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। তিনিও মহাযত্নে নিজ প্রাণপিঞ্জরের মধ্যে এই অপূর্ব হেম-সারিকাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার সতত সজাগ এবং সক্রিয় রক্ষণাবেক্ষণ দেখিলে মনে হয় তাঁহার প্রাণরূপ পিঞ্জরের সারিকাই যেন বাহিরে রাধারাণীরূপে খেলা করিতেছেন।

"মধুমঙ্গলের নর্ম্ম-বাক্য পরিহাসে। রাই মুখ-পদ্মে স্মিত চন্দ্রিকা প্রকাশে॥
পৌর্ণমাসীর কোটী প্রাণ-পঞ্জর-সারিকা। খেলা করে বহির্দেশে এই শ্রীরাধিকা॥" ১৩॥

কিঞ্চিৎ অধিক প্রীতি বহন করেন, সখী ধনিষ্ঠাদিই অসমস্নেহা। (৩) অধিকস্নেহা, যাঁহারা শ্রীরাধারাণী-তেই অধিক স্নেহ বহন করেন, প্রাণসখী ও নিত্যসখীগণই অধিকস্নেহা, ইঁহাদিগকেই 'মঞ্জরী' আখ্যা দেওয়া হয়।

সখী ধনিষ্ঠার যে শ্রীরাধারাণী প্রাণস্বরূপা তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। পরমপ্রেষ্ঠসখী ললিতা, বিশাখাদির যে শ্রীরাধারাণী প্রাণস্বরূপিণী ইহাও পূর্বে লিখিত হইয়াছে। সর্বাধিক প্রাণসখী ও নিত্য-সখী রাধাস্নেহাধিকা কিঙ্করী বা মঞ্জরীগণের তিনি অদ্বিতীয় প্রাণস্বরূপা। শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে লিখিত আছে—

"ক্ষণং চরণবিচ্ছেদাচ্ছ্রীশর্য্যাঃ প্রাণহারিণীম্।
পদারবিন্দ-সংলগ্ন-তয়ৈবাঽহর্নিশং স্থিতাম্॥
বহুনা কিং স্বকান্তেন ক্রীড়ন্ত্যাঽপি লতাগৃহে।
পর্য্যাঙ্কাঽধিস্থাপিতাং বা বস্ত্রৈর্বাচ্ছাদিতাং ক্বচিৎ॥" (৮।২৩-২৪)

'ক্ষণকাল ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণ-বিচ্ছেদ হইলেই যাঁহাদের প্রাণহরণ হইয়া থাকে, সুতরাং অহর্নিশি যাঁহারা শ্রীরাধার পদারবিন্দ-সন্নিকটেই অবস্থান করিয়া থাকেন। অধিক কি, লতাগৃহে নিজ-কান্তের সঙ্গে ক্রীড়াকালেও শ্রীমতী ইঁহাদের শয্যাতেই রাখেন, কখনো বা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন।' ইঁহাদের পরিপূর্ণতম শরণাগতি শ্রীরাধারাণীতেই। শ্রীরাধারাণী-ব্যতীত ইঁহারা জীবনধারণ করিতে পারেন না। শ্রীপাদ রঘুনাথ বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে স্বয়ং বলিয়াছেন—"তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা" 'হে শ্রীরাধিকে! আমি তোমারই, আমি যে তোমারি; আমি তোমা-ব্যতীত আর ক্ষণকালও বাঁচিতে পারি না।' এত প্রগাঢ় মমত্বপূর্ণ আত্মসমর্পণ রাধাদাসীব্যতীত আর কাহারো নাই, তাই শ্রীরাধারাণী 'স্বগণাদ্বৈতজীবাতুঃ'।

তিনি '**স্বীয়াহঙ্কারবর্দ্ধিনী**' 'শ্রীমতীর একচত্বারিংশ নাম তিনি নিজজনের অহঙ্কার বর্ধন করেন ' মহাজন বলেন—"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন, বৃথা তার অশেষ ভাবনা।" (প্রেঃ ভঃ চঃ)। যেখানে অহঙ্কার, অভিমান—সেখানে ভক্তি নাই, তাই ভগবানও সেখানে নাই এবং যেখানে ভক্তি ও ভগবান্, সেখানে কখনই অহঙ্কার থাকিতে পারে না। শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াও নিজজনের অহঙ্কার নাশ না করিয়া অহঙ্কার বর্ধন করেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীরাধারাণী যে অহঙ্কার বর্ধন করেন, ইহা রজঃ তমোগুণজনিত মায়িক অভিমান বা অহঙ্কার নহে, ইহা স্বরূপভূত অহঙ্কার। প্রেম হইতেই ইহার উদ্ভব হয়। শ্রীরাধারাণীকে যাঁহারা কোটি কোটি প্রাণের তুল্য ভালবাসেন, শ্রীরাধার অভ্যুদয়-দর্শনে তাঁহাদের অন্তরে বিপুল গৌরবের উদয় হইয়া থাকে ইহাকেই এখানে 'অহঙ্কার' বলা হইয়াছে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"রাসারম্ভে বিলসতি পরিত্যজ্য গোষ্ঠাম্বুজাক্ষী-
বৃন্দং বৃন্দাবনভুবি রহঃ কেশবেনোপনীয়।

ত্বাং স্বাধীনপ্রিয়তমপদপ্রাপণেনার্চ্চিতাঙ্গীং

দূরে দৃষ্ট্বা হৃদি কিমচিরাদর্পয়িষ্যামি দর্পম্ ॥" (উৎকলিকাবল্লরিঃ-৪২)

"হে শ্রীমতী রাধিকে ! শ্রীবৃন্দাবনে রাসক্রীড়া আরম্ভ হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া তোমায় লইয়া নির্জনে গমন করিবেন, সেথায় তোমার আজ্ঞাধীন হইয়া নানাবিধ কুসুম-দ্বারা তোমার রূপসজ্জায় নিরত হইবেন, তাহা দূর হইতে দর্শন করিয়া কবে গর্বে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিবে ?" শ্রীমতী কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি, সুতরাং তাঁহার নানাবিধ অভ্যুদয়ে তাঁহার নিজজন সখীমঞ্জরী-গণের চিত্তে সতত অহঙ্কার বর্ধিত হইয়া থাকে, তাই তিনি 'স্বীয়াহঙ্কারবর্ধিণী' ।

শ্রীমতীর দ্বিচত্বারিংশ নাম '**স্বগণোপেন্দ্র-পাদাব্জস্পর্শলম্ভনহর্ষিণী**' 'যিনি সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মলাভে নিরতিশয় আনন্দযুক্ত হন বা আনন্দলাভ করিয়া থাকেন ।' সখীগণের সান্নিধ্য বা সহায়তা ব্যতিরেকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলারসের পরিপুষ্টি সাধিত হয় না ।

"বিভুরতিসুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ

ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ ।

প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ

শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥" (গোবিন্দলীলামৃত ১০।১৭)

"পরমেশ্বর বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট হইয়াও চিচ্ছক্তিব্যতীত যেমন পরিপুষ্টি লাভ করেন না, তদ্রূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব বিভু, অতি সুখরূপ এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও নিজ সখী-ব্যতীত ক্ষণকালও রসপুষ্টি ধারণ করে না । অতএব কোন্ রসজ্ঞভক্ত ঈদৃশী সখীগণের চরণাশ্রয় না করেন ?" "সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয় । সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥" (চৈঃ চঃ) । তাই সখীগণের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ লাভে অতিশয় আনন্দিতা হইয়া থাকেন শ্রীমতী রাধারাণী ।

অথবা 'স্বগণোপেন্দ্রপাদাব্জস্পর্শলম্ভনহর্ষিণী' 'স্বগণস্য যদুপেন্দ্রপাদাব্জস্পর্শলম্ভন তেন হর্ষিণী' এইভাবেও অন্বয় করিয়া এই নামের মাধুর্য আস্বাদন করা যাইতে পারে । অর্থাৎ যিনি নিজ সখীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে সবিশেষ আনন্দলাভ করিয়া থাকেন ।

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন ।

তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥

নানাছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায় ।

আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায় ॥

অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেম করে রসপুষ্ট ।

তা-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিঃ)

"স্বীয় সখীগণে রাধা জীবাতু সর্ব্বদা । বর্দ্ধিতকারিণী মান গৌরব মর্য্যাদা ॥

স্বগণ-সহিত কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভে । হর্ষিণী শ্রীরাধিকা হরি-অনুরাগে ॥" ১৪ ॥

স্বীয় বৃন্দাবনোদ্যানপালিকী-কৃতবৃন্দকা।
জ্ঞাত-বৃন্দাটবী সর্ব্বলতাতরু-মৃগদ্বিজা ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ – যিনি বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবীকে উদ্যান-পালিকারূপে নিযুক্ত করিয়াছেন (৪৩) বৃন্দাবন-মধ্যে নিখিল তরুলতা, মৃগ, পক্ষিগণ যাঁহার পরিচিত (৪৪) ॥ ১৫ ॥

টীকা – স্বীয়েতি। স্বীয় বৃন্দাবনস্য পালিকীকৃতা বৃন্দা যয়া সেত্যেকং জ্ঞাতা বৃন্দাটব্যাং সর্ব্বে লতা-তরু-মৃগদ্বিজাঃ পক্ষিণো যয়া সেতি চৈকমেতেনাত্র দ্বে ॥ ১৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা – শ্রীরাধার ত্রিচত্বারিংশ নাম **'স্বীয়-বৃন্দাবনোদ্যানপালিকীকৃতবৃন্দকা'** অর্থাৎ বৃন্দাবনে যিনি বৃন্দাদেবীকে উদ্যান-পালিকারূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাতে লিখিত আছে—

"বৃন্দা বৃন্দারিকা মেনা মুরল্যাদ্যাস্তু দূতিকাঃ।
কুঞ্জাদিসংস্ক্রিয়াভিজ্ঞা বৃক্ষায়ুর্ব্বেদকোবিদাঃ ॥
বশীকৃতস্থানবরা দ্বয়োঃ স্নেহেন নির্ভরাঃ।
গৌরাঙ্গ্যশ্চিত্রবসনা বৃন্দা তাসু বরীয়সী ॥"

বৃন্দা, বৃন্দারিকা, মেনা এবং মুরলা প্রভৃতিকে দূতি বলা হয়। ইঁহারা শ্রীশ্রীরাধামাধবের কুঞ্জ-সংস্কারাদি বিষয়ে অভিজ্ঞা এবং বৃক্ষলতাদির চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিনী। শ্রীরাধামাধবের বিলাসের শ্রেষ্ঠস্থানগুলিকে ইঁহারা নিজের আয়ত্তে রাখেন। ইঁহারা তাঁহাদের প্রতি স্নেহে পরিপূর্ণা, গৌরাঙ্গী ও বিচিত্র বসন পরিধানা। ইঁহাদের মধ্যে বৃন্দাই শ্রেষ্ঠা। ইনি বৃন্দাবনের বনদেবী নামেও খ্যাতা। শ্রীবৃন্দার বিশেষ বিবরণ-প্রসঙ্গে ঐ গণোদ্দেশে লিখিত আছে—

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা বৃন্দা কান্তির্মনোহরা।
নীলবস্ত্রপরিধানা মুক্তা-পুষ্পবিরাজিতা ॥
চন্দ্রভানুঃ পিতা তস্যাঃ ফুল্লরা জননী তথা।
পতিরস্যা মহীপালো মঞ্জরী ভগিনী চ সা ॥
বৃন্দাবন-সদাবাসা নানাকেলীরসোৎসুকা।
উভয়োর্মিলনাকাঙ্ক্ষী তয়োঃ প্রেমপরিপ্লুতা ॥"

"শ্রীবৃন্দার দেহকান্তি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় মনোহর, নীলবসন পরিহিতা ও মুক্তা এবং কুসুমদ্বারা বিভূষিতা। ইঁহার পিতার নাম চন্দ্রভানু, জননীর নাম ফুল্লরা, পতির নাম মহীপাল, ভগ্নীর নাম মঞ্জরী। সর্বদা বৃন্দাবনে ইঁহার বাস, ইনি শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিবিধ লীলারসে সমুৎসুকা, যুগলের মিলনাকাঙ্ক্ষী এবং তাঁহাদের প্রেমরসে পরিপ্লুতা।" শ্রীবৃন্দার নেতৃত্বে শত শত কুঞ্জ-পরিচারিকা কুঞ্জ-পরিচর্যা এবং বৃক্ষ-লতাদির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এই সব কার্যে শ্রীবৃন্দার সাতিশয় দক্ষতা বলিয়া শ্রীমতী রাধারাণী বৃন্দাকে বৃন্দাবনের উদ্যানপালিকারূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।

যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীকেশবদেব, শ্রীহরিদেব, শ্রীগোপালদেব (শ্রীনাথজী), শ্রীসাক্ষীগোপালাদি মূর্তি নির্মাণ করেন, তখন শ্রীবৃন্দাদেবীর মূর্তিও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। দিল্লির বাদশাহ হিন্দুধর্মবিদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে শ্রীবিগ্রহগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হইলে ঐ বিগ্রহগণকে বৃন্দাবন হইতে জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হইতেছিল। কাম্যবনে আসিয়া শ্রীবৃন্দাদেবী স্বপ্নাদেশ করেন যে, তিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্যত্র কিছুতেই যাইবেন না। তখন তাঁহাকে কাম্যবনেই রাখা হয়। অদ্যাপি তিনি কাম্যবনে অবস্থানকরত ব্রজবন-পরিপালন করিতেছেন।

শ্রীমতীর চতুশ্চত্বারিংশ নাম **'জ্ঞাতবৃন্দাটবী-সর্ব্বলতাতরু-মৃগদ্বিজা'** অর্থাৎ 'বৃন্দাবনের সব তরু-লতা মৃগ-পক্ষিগণ যাঁহার পরিচিত।' শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীকে বৃন্দাবনরাজ্ঞীরূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন—'বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রতুষ্যতা' (পদ্মপুরাণ)। তাই শ্রীবৃন্দাবনের তরু-লতা, মৃগ, পক্ষী, ভৃঙ্গ আদি সবই শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর প্রজা। রাজার যেন তাঁহার রাজ্যের সব প্রজাবর্গের সহিতই সম্বন্ধ বা পরিচয় স্বাভাবিক, তদ্রূপ বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গমের সঙ্গে বৃন্দাবনেশ্বরীর সম্বন্ধ ও পরিচয় স্বাভাবিক। বিশেষতঃ শাস্ত্রে দেখা যায় শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষলতা সবই কল্পতরু-কল্পলতা—'কল্পতরবো দ্রুমা' (ব্রহ্মসংহিতা)। হরিণাদি পশুগুলি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক—"ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দনমুপাত্ত বিচিত্রবেষম্। আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ, পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥" (ভাঃ ১০।২১।১১)। ব্রজসুন্দরীগণ হরিণীগণের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—'হে সখিগণ! অহো! হরিণীগণ বিবেকহীন পশুজাতি হইলেও তাহাদের জীবন ধন্য, যেহেতু তাহারা বিচিত্র বেশ-ভূষায় ভূষিত শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্রই নিজ নিজ পতিগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকে।' ঐ ব্রজদেবীগণই বলিয়াছেন—বৃন্দাবনের পক্ষিসকল প্রায়ই মুনি-ঋষি। "প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্" 'ও মা! এই বৃন্দাবনে যেসব পক্ষিগণ বাস করে, তাহারাও মুনি ঋষি।' সুতরাং বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর তাহাদের প্রতি প্রীতি বা পরিচয় স্বাভাবিক। বৃক্ষলতা সব কল্পতরু ও কল্পলতা এবং পক্ষী,ভৃঙ্গাদি মুনি-ঋষি হইলেও এইরূপ ঐশ্বর্যভাবে মাধুর্যের রাজা শ্রীবৃন্দাবনে তাহাদের সহিত ঈশ্বরীর পরিচয় নাই। তাহারা সকলেই লীলার সহায় বলিয়া মাধুর্যভাবে তাহাদের সকলের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়। বৃক্ষ-লতাগুলির দ্বারা তাঁহার প্রাণনাথের সহিত বিবিধ বিহারের সহায় মধুর কুঞ্জগৃহ রচিত। তাহাদের পুষ্প-পল্লবাদি প্রাণনাথের সেবার উপকরণ ও উদ্দীপন। হরিণ, হরিণী প্রভৃতি বন্যপশুসমূহ ইতস্ততঃ বিহার করিয়া শ্রীযুগলের বন্যবিহারে ভাবের উদ্দীপন ঘটায়। পক্ষী, ভৃঙ্গাদি কূজন করিয়া তাঁহাদের লীলারসের পরিপুষ্টি-বিধান করিয়া থাকে। এইভাবেই তাহাদের সঙ্গে ব্রজবনেশ্বরীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়া থাকে!

"স্বীয় বৃন্দাবন ধামে শ্রীবৃন্দাদেবীকে। স্থাপিতা করিলা রাধা পালিকা-রূপেতে॥
বৃন্দাবনে তরুলতা মৃগ-পক্ষিগণ। শ্রীরাধার পরিচিত স্থাবর-জঙ্গম॥" ১৫॥

ঈষচ্চন্দন-সংঘৃষ্ট-নবকাশ্মীরদেহভাঃ।
জবাপুষ্পপ্রভাহারি-পট্টচীনারুণাম্বরা ॥ ১৬ ॥
চরণাব্জতল-জ্যোতিররুণীকৃত-ভূতলা।
হরিচিত্তচমৎকারি চারুনূপুর-নিঃস্বনা ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যাঁহার দেহকান্তি ঈষৎ চন্দনপঙ্কমিশ্রিত নবকুঙ্কুমের ন্যায় (৪৫) যাঁহার সূক্ষ্মপট্ট-বস্ত্রের শোভা জবাকুসুমের কান্তিহারী (৪৬) ॥ ১৬ ॥

যাঁহার পদাম্বুজতলের প্রভায় ভূতল অরুণবর্ণ হইয়া থাকে (৪৭) যিনি মনোহর নূপুরধ্বনিতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে চমৎকারিত্ব জাগাইয়া থাকেন (৪৮) ॥ ১৭ ॥

টীকা—ঈষদিতি। ঈষচ্চন্দন-সংঘৃষ্টেন স্বল্পচন্দনপঙ্কেন সহ যন্নবকাশ্মীরং কুঙ্কুমং তদিব দেহভা দেহকান্তির্যস্যাঃ সা। ঈষচ্চন্দনেন সহ সংঘৃষ্টং যন্নবকাশ্মীরং তদ্বদিতি বেত্যেকম্। জবাপুষ্পস্য প্রভা কান্তিস্তদ্ধরণশীলং পট্টস্য চীনং সূক্ষ্মমরুণমারক্তমম্বরং বস্ত্রং যস্যাঃ সেতি চৈকমেতেন দ্বে ॥ ১৬ ॥

চরণাব্জতলস্য জ্যোতিষা কান্ত্যা অরুণীকৃতং ভূতলং যয়েত্যেকম্। হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্ত চমৎকারশীলং চারু মনোহরং নূপুর-নিঃস্বনং যস্যাঃ সেতি চৈকমেতেনাত্র দ্বে ॥ ১৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ ইহার পর কয়েকটি শ্লোকে শ্রীরাধারাণীর রূপমাধুরী সম্পর্কিত নামগুলি বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর মহা অনুভবময়বাণী এই শ্রীরাধার শতনাম-স্তোত্র। এই স্তোত্রে যেন শ্রীরাধারাণীই মূর্তিমতী হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। রাধারাণী যে কি বস্তু তাহা এই স্তোত্রপাঠে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হয়। শ্রীপাদ ষোড়শ ও সপ্তদশ এই দুইটি শ্লোকে শ্রীমতীর পঞ্চ-চত্বারিংশ হইতে অষ্টচত্বারিংশ পর্যন্ত চারিটি নাম কীর্তন করিতেছেন। শ্রীমতীর একটি নাম '**ঈষচ্চন্দন-সংঘৃষ্ট-নবকাশ্মীরদেহভাঃ**' অর্থাৎ যাঁহার দেহকান্তি ঈষৎ চন্দনপঙ্কমিশ্রিত নবকুঙ্কুমের ন্যায়। কাশ্মীর ও কুঙ্কুম এক পদার্থবাচী শব্দ। অমরকোষে দেখা যায়—'কুঙ্কুমম্ কাশ্মীর-জন্মন্' কুন্‌ক্ (পাওয়া)+উম্ (র্ম—জ্ঞা৹) যাকে বহুযত্নে ও মূল্যে পাওয়া যায়। কাশ্মীরজাত একপ্রকার সুগন্ধপুষ্প শুষ্ক করিয়া তাহার কেশরগুলি মাত্র লইতে হয়। তন্মধ্যে স্ত্রীকেশরগুলিই সমধিক সুগন্ধযুক্ত ও উৎকৃষ্ট উহা বহুমূল্য 'শাহিজাফ্রান' নামে অভিহিত। ধনিব্যক্তিগণ চন্দনসহ গাত্রে লেপন করিয়া থাকেন। অরুণবর্ণের নবকাশ্মীর বা নবকুঙ্কুম ঈষৎ চন্দনপঙ্কের সহিত মিশ্রিত হইলে যেরূপ উজ্জ্বল পীতারুণবর্ণ হইয়া থাকে, শ্রীমতী রাধারাণীর অঙ্গকান্তিও তদ্রূপ। 'প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত'। (চৈঃ চঃ)। জাগতিক কোন বস্তুর সঙ্গেই তাহার তুলনা হয় না। মহাজনগণ বিদ্যুৎমালা, গলিত কাঞ্চন, স্বর্ণকান্তমণি, স্বর্ণ-কমলাদির সঙ্গে শ্রীমতীর অঙ্গকান্তির তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু এইগুলি সবই পঞ্চভুতের বিকার-ব্যতীত আর কিছুই নহে। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীর দেহে বস্তুতঃ মহাভাবের কান্তিমালাই বিচ্ছুরিত হয়। সাধকগণের ধ্যান, ধারণাদির সুবিধার নিমিত্ত মহাজনগণ বিশ্বের বস্তুবিশেষের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার প্রযত্ন করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীমতীর অপর একটি নাম—**'জবাপুষ্পপ্রভাহারি-পট্টচীনারুণাম্বরা'** অর্থাৎ যাঁহার অরুণবর্ণ সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রের শোভা জবাকুসুমের কান্তিকে হরণ করিয়া থাকে। প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর শ্রীঅঙ্গের বসন-ভূষণাদি সবই প্রেমময়। লবণাকরে নিপতিত বস্তু যেমন শীঘ্রই লবণময় হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীরাধার মহাভাবময় অঙ্গের ব্যবহৃত সব বস্ত্রাদি দ্রব্যই মহাভাবময় হইয়া থাকে। এইজন্যই বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ-বসন" (চৈঃ চঃ)। সুতরাং বিশ্বের কোন বস্তুর সঙ্গেই তাহার তুলনা সম্ভবপর নহে। তবু শ্রীমতীর অরুণাম্বরকে জবাপুষ্পপ্রভাহারী বলিয়া অরুণাম্বরের বর্ণের কিঞ্চিৎ ধারণা দেওয়ার প্রয়াস করা হইয়াছে মাত্র।

শ্রীমতীর অপর একটি নাম—**'চরণাব্জতলজ্যোতিররুণীকৃতভূতলা'** অর্থাৎ যাঁহার চরণাব্জতলের জ্যোতিতে ভূতল অরুণবর্ণ হইয়া থাকে।' শ্রীরাধারাণী স্বয়ং ভগবতী—কোটি কমলাগণের কাম্যচরণা। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-জ্যোতিতে যেমন বৃন্দাবন স্বর্ণকান্তিতে উজ্জলিত হইয়া থাকে, তেমনি তাঁহার পদাব্জতলের অরুণজ্যোতিতে ভূতল অরুণবর্ণ হইয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথের অনুভবময়বাণী। তিনি সতত স্মরণে স্ফুরণে স্বপনে তাঁহার পরম আকাঙ্ক্ষিত ঐ শ্রীচরণের অনুভব পাইয়া থাকেন। সেই অনুভবটিই কাব্যা-কারে নিবদ্ধ করিয়া 'চরণাব্জতলজ্যোতিররুণীকৃত-ভূতলা' নামটি প্রকাশ করিয়াছেন। নামটি শুনিলেই মনে হয় যেন শ্রীমতী বৃন্দাবনের বনপথে কুঞ্জাভিসারে চলিয়াছেন এবং তাঁহার শ্রীচরণতলের প্রভায় বৃন্দাবন অরুণবর্ণ হইতেছে! স্বাভাবিক অরুণবর্ণ চরণাব্জতলে সখীগণ অলক্তক পরাইয়া দিয়াছেন। সেই অলক্তকও মহাভাবের শ্রীচরণ পাইয়া মহাজ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে! নামটি শুনিলেই যেন চরণযুগলের অরুণিমা চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে!

অপ্রাকৃতকাব্য প্রণয়ন-কালে কবির চিত্ত ইষ্টের রূপ, গুণ, লাবণ্যে ও লীলায় প্রগাঢ় অভিনি-বেশ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দরসে নিমগ্ন হইয়া যায়। যাঁহারা তাদৃশ কাব্যরস আস্বাদন করেন তাঁহাদের চিত্তেরও এতাদৃশ অবস্থা হইয়া থাকে। ইহাই অপ্রাকৃত কাব্যরচনার ও শ্রবণ-কীর্তনের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমতীর একটি নাম –**'হরিচিত্তচমৎকারি-চারুনূপুর-নিঃস্বনা'** 'যিনি মনোহর নূপুরধ্বনিতে শ্রী-কৃষ্ণের চিত্তে চমৎকারিত্ব জাগাইয়া থাকেন।' শ্রীমতীর রসের চরণে রসের নূপুর ঝঙ্কৃত হয়। অপ্রাকৃত রসঘনমূরতি শ্যামসুন্দর এই নূপুরধ্বনি শ্রবণ-নিমিত্ত কুঞ্জে অনন্ত প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন। নূপুর-ধ্বনি শ্রবণ-ব্যতিরেকে কিছুতেই সেই উৎকণ্ঠাময় প্রতীক্ষার অবসান হয় না। "তোমার নূপুরধ্বনি, আপন শ্রবণে শুনি, তবে মোর ক্ষমা হয় চিতে।" (পদকল্পতরু) শ্রীকৃষ্ণ নিজেই 'হরি'—সৌন্দর্য-মাধুর্যে, নাম, গুণ, লীলায় বিশ্বমানবের চিত্তকে হরণ করিয়া থাকেন। মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর চরণের নূপুর মহাভাবের ঝঙ্কার তোলে। তাই সেই মহামধুর নূপুরধ্বনি শ্রীহরির চিত্ত-চমৎকারিত্ব জাগায়! শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন শ্রীরাধার নূপুরধ্বনি নিখিল নাদ-নগরীর সাম্রাজ্যলক্ষ্মী।

"ধ্বস্তব্রহ্মমরালকূজিতভরৈরূর্জ্জেশ্বরীনূপুর,–
ক্বাণৈরূর্জ্জিতবৈভবস্তব বিভো বংশীপ্রসূতঃ কলঃ।

কৃষ্ণশ্রান্তিহর-শ্রোণিপীঠ বল্গিত-ঘণ্টিকা।
কৃষ্ণসর্ব্বস্বপীনোদ্যৎকুচাঞ্চন্মণিমালিকা ॥ ১৮ ॥
নানারত্নোল্লসচ্ছঙ্খচূড়া-চারুভুজদ্বয়া।
স্যমন্তকমণি-ভ্রাজন্মণিবন্ধাতিবন্ধুরা ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার নিতম্বতটের কিঙ্কিণীধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের ক্লান্তি হরণ করিয়া থাকে (৪৯) শ্রীকৃষ্ণের পরমসম্পদ্ যাঁহার পীনোন্নত কুচযুগলে মণিমালা আন্দোলিত হয় (৫০) ॥ ১৮ ॥

যাঁহার সুবলিত বাহুদ্বয় নানারত্নখচিত শঙ্খচূড়িতে শোভিত (৫১) যাঁহার মণিবন্ধ (প্রকোষ্ঠদেশ) স্যমন্তকমণির প্রভায় নিম্নোন্নত মনে হয় (৫২) ॥ ১৯ ॥

টীকা—কৃষ্ণেতি। কৃষ্ণস্য শ্রান্তিহরং যচ্ছ্রোণিপীঠং তত্র বন্দিতা শব্দায়মানা ঘন্টিকা যস্যাঃ সেত্যেকং কৃষ্ণসর্ব্বস্বে যৌ পীনৌ আয়তৌ অথচ উদ্যন্তৌ উচ্চৌ কুচৌ তত্রাঞ্চন্তী আন্দোলায়মানা মণি-মালিকা যস্যাঃ সেতি চৈকমিত্যনেনাত্র দ্বে ॥ ১৮ ॥

নানেতি। নানারত্নেনোল্লসন্তৌ শোভমানে যে শঙ্খস্য চূড়ে চূড়ীতি প্রসিদ্ধে তাভ্যাং চারু সুন্দরং ভুজদ্বন্দ্বং যস্যাঃ সেত্যেকম্। স্যমন্তকমণিনা ভ্রাজমানো শোভমানো যো মণিবন্ধঃ প্রকোষ্ঠান্তোহস্তগ্রন্থিস্তেনাতিবন্ধুরা শোভমানা ইত্যেকমিত্যনেনাত্র দ্বে ॥ ১৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ অষ্টাদশ ও উনবিংশতি শ্লোকে শ্রীরাধারাণীর উনপঞ্চাশৎ হইতে দ্বিপঞ্চাশৎ এই চারিটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। লীলাময়ী শ্রীরাধারাণী, লীলাকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার প্রতিটি নামের প্রকাশ। তাঁহার একটি নাম—'**কৃষ্ণশ্রান্তিহরশ্রোণিপীঠবল্গিত-ঘণ্টিকা**' অর্থাৎ 'যাঁহার নিতম্বতটের কিঙ্কিণীধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রান্তি হরণ করিয়া থাকে।' শ্রীরাধারাণীর বিশাল নিতম্বদেশে সতত কিঙ্কিণীজাল পরিশোভিত থাকে। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার সঙ্গীতমাধবে লিখিয়াছেন—

লব্ধঃ শস্তসমস্তনাদনগরীসাম্রাজ্যলক্ষ্মীং পরা,-
মারাধ্যঃ প্রমদাৎ কদা শ্রবণয়োর্দ্বন্দ্বেন মন্দেন মে ॥" (উৎকলিকা-২৭)

অর্থাৎ 'হে বিভো! ব্রহ্ম-মরাল-কূজন-নিন্দি শ্রীরাধার নূপুরধ্বনিতে সমৃদ্ধ তোমার বংশীধ্বনি কবে পরমানন্দে এই বিষয়বার্তা-বিদূষিত কর্ণে শুনিতে পাইব? রাসমণ্ডলে নৃত্যপরায়ণা শ্রীরাধার চরণে রসের নূপুর ঝঙ্কৃত হইবে তোমার বংশীনাদের সঙ্গে তা শ্রবণ করে কবে নিখিল নাদনগরীর সাম্রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিলাম বলিয়া আমার মনে হইবে?'

"ঈষৎ চন্দনপঙ্কে কুঙ্কুমে মিশ্রিত। সেই মত অঙ্গকান্তি অতি অদভুত।
জবাপুষ্প-প্রভাহারী সূক্ষ্ম পট্টশাড়ী। পরিধান করিয়াছে নবীনা কিশোরী ॥" ১৬ ॥
"চরণ-কমল-তলের অরুণ-ছটায়। ভূতল অরুণ-বর্ণ অপূর্ব্ব শোভায় ॥
হরি-চিত্ত-চমৎকারী নূপুরের ধ্বনি। জয় রাধে জয় রাধে এই মাত্র শুনি ॥" ১৭ ॥

'কিঙ্কিণিজাল খচিত পৃথুসুন্দরনবরসরাশি-নিতম্বাম্' অর্থাৎ 'যাঁহার নবরসরাশিস্বরূপ বিপুল ও সুন্দর নিতম্ব-দেশে কিঙ্কিণীজাল পরিশোভিত রহিয়াছে!' শ্রীমতীর নিতম্বদেশ নবরসরাশি-স্বরূপ, তাই উহার শোভা রসময় নাগরের মনটিকে নিঙ্ড়াইতে থাকে। যখন মত্তগজনিন্দিগতিতে শ্রীমতী গমন করেন, নিতম্বের কি শোভা! নিতম্বের শোভায় নাগর বিভোর! আবার তদুপরি রসের কিঙ্কিণী ঝঙ্কৃত হয়!! নবরস-রাশিস্বরূপ নিতম্বের আশ্রয় পাইয়া কিঙ্কিণীও রসময় হইয়া ওঠে! তাই তাহার ঝঙ্কারে নাগরমণি বিমোহিত হন। রাসে যখন বিবিধ তালে শ্রীমতী ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য করেন, নিতম্বের কি অপূর্ব আন্দোলন! তাহাতে আবার কিঙ্কিণীর মধুর রব! নাগর আস্বাদনসায়রে সন্তরণ করেন।

একদা রাসে উভয়েই নৃত্য করিতেছেন। শ্যামসুন্দরের শ্রান্তি-ক্লান্তি নাই। শ্রীমতীর রসের নিতম্বে রসের কিঙ্কিণী ঝঙ্কৃত হইতেছে! একে তো নিতম্বের আন্দোলন-শোভায় নাগরমণি বিমোহিত, আবার কিঙ্কিণীর মনোহর রব শ্যামের নিখিল শ্রান্তি হরণ করিতেছে! যাঁহার নাম, গুণ, লীলা বিশ্ব-জীবের সংসার-শ্রান্তি দূর করিয়া থাকে, সেই শ্যামসুন্দরেরও শ্রান্তি দূর করিতেছে শ্রীমতী রাধারাণীর নিতম্বের কাঞ্চির রব! ধন্য শ্রীমতীর কাঞ্চিকলাপ! শ্রীপাদ রঘুনাথ লীলাতে ইহার অনুভব পাইয়াই শ্রীমতীর এই মধুর নামটি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরাধার অপর একটি নাম—**'কৃষ্ণ-সর্ব্বস্বপীনোদ্যৎ-কুচাঞ্চন্মণিমালিকা'** 'যাঁহার শ্রীকৃষ্ণের সর্বস্বধন পীনোন্নত কুচযুগলে মণিমালা আন্দোলিত হয়।' শ্রীমতী রাধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমেরই মূরতি—"প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেম-বিভাবিত।" (চৈঃ চঃ)। এই প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের সর্বস্বসম্পদ্। প্রেম-ব্যতীত আত্মারাম, আপ্তকাম, স্বতঃসুখস্বরূপ, সর্বৈশ্বর্য-মাধুর্য-নিকেতন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে লোভ বা অভাব জাগাইতে পারে, এমন কোন বস্তুই বিশ্বজগতে নাই। তিনি এই প্রেমেরই বুভুক্ষু, এমন কি ভক্তপ্রেমের তিনি কাঙাল। কারণ এই প্রেমবস্তুই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য। প্রেমরসাস্বাদন-লোলুপতাধর্মেই তিনি যুগে যুগে ধর-ণীতে অবতীর্ণ হন এবং কত শত লীলা করেন। এই প্রেমাস্বাদন-লোলুপতা-ধর্মেই তিনি লীলাময়, রসময়, প্রেমময়, করুণাময়—অনন্তসুন্দর, অনন্তমধুর! সেই প্রেমেরই চরম-পরিপাক মহাভাব এবং সেই মহাভাব দিয়াই শ্রীরাধার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গড়া। কোন স্ত্রৈণপুরুষ যেমন স্ত্রীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দর্শনে ক্ষুব্ধ হয়, প্রলুব্ধ হয়, শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদৃশ নহে এবং শ্রীকৃষ্ণের লোলুপতাও তাদৃশ নহে। ইহা সচ্চিদানন্দ-ঘনতত্ত্ব স্বয়ং ভগবানের প্রেমের পরমসার মহাভাবের প্রতি বিপুল রসলোলুপতা! এই রসলোলুপতা-গুণেই প্রেমময়ী শ্রীরাধার পীনোন্নত কুচযুগল শ্রীকৃষ্ণের সর্বস্ব-সম্পদ্স্বরূপ হইয়াছে।

শ্রীমতীর সেই পীনোন্নত কুচযুগলে মণিমালা আন্দোলিত হয়। মণিমালাটি শ্রীরাধারাণীর বড়ই প্রিয়, তাই সর্বদা বক্ষে ধারণ করেন মণিমালা। গুরুজনের সমক্ষে লজ্জাবতী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পারেন না, মণিমালার প্রতিটি মণিতেই শ্রীকৃষ্ণ প্রতিবিম্বিত হন, শ্রীমতী অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে মণির ভিতরে প্রিয়তমকে দর্শন করেন। রাধারাণী সূর্যমন্দিরে সূর্যপূজনে আসিয়াছেন, রসময় শ্রীকৃষ্ণই পুরো-হিতের বেশে বৃদ্ধা জটিলাকে প্রতারণা করিয়া শ্রীমতীকে সূর্যপূজার ছলে নিজেরই পূজা করাইয়াছেন।

শ্রীমতীর আনন্দের সীমা নাই। যখন শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে গৃহে গমন করিতেছেন, তখন পুরোহিত-বেশধারী কৃষ্ণকে আর একবার দর্শনের বিপুল লোভ জাগিয়াছে। গোপনে মণিমালার সূত্রটি ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। মণিগুলি ছড়াইয়া পড়িলে মণিগুলি কুড়াইবার ছলে প্রিয়তমকে দেখিয়া লইতেছেন। তাই তাঁহার সার্থকনাম 'কৃষ্ণ-সর্বস্বপীনোদ্যৎ-কুচাঞ্চন্মণিমালিকা'।

শ্রীমতী রাধারাণীর একটি নাম—**'নানারত্নোল্লসচ্ছঙ্খ-চূড়াচারু-ভুজদ্বয়া'** অর্থাৎ 'যাঁহার সুবলিত বাহুদ্বয় নানারত্নখচিত শঙ্খচূড়িতে শোভিত।' স্বর্ণমৃণাল জিনিয়া শ্রীমতীর বাহুর শোভা, যাহা শ্রীকৃষ্ণের মতি-হংসীর ধৈর্য-বিনাশক। শ্রীমতীর সেই স্বভাব-সুন্দর সুবলিত বাহুযুগলে সর্বদা নানারত্নখচিত শঙ্খচূড়ী শোভা পাইয়া থাকে। রমণী-হস্তের শঙ্খচূড়ী সধবার চিহ্নবিশেষ। পতিব্রতা রমণীগণ পতির মঙ্গল-কামনায় হস্তে শঙ্খের চূড়ী পরিধান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের আয়ুঃ ও মঙ্গলবৃদ্ধি-কামনায় হস্তে শঙ্খচূড়ী পরিধান করেন। শঙ্খচূড়ীগুলি নানারত্নদ্বারা খচিত। গুরুজনের সমক্ষে শ্রীমতী ঐরত্নে প্রতিবিম্বিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শন করেন। নৃত্যকালে শ্রীমতীর হস্তের চূড়ী বাজে, যখন শ্যামসুন্দরের সহিত পাশাক্রীড়া করেন, তখন চূড়ী ঝঙ্কৃত হয় বিহারকালে চূড়ীর মধুর শব্দ উত্থিত হয়—শ্যামসুন্দর অপূর্ব হস্তমাধুরীর সহিত নানারত্নখচিত শঙ্খচূড়ীর শব্দ শ্রবণে ও রূপদর্শনে বিমোহিত হইয়া থাকেন।

শ্রীমতীর অপর একটি নাম—**'স্যমন্তকমণি ভ্রাজন্মণিবন্ধাতিবন্ধুরা'** 'যাঁহার মণিবন্ধ বা প্রকোষ্ঠদেশ স্যমন্তকমণির ছটায় নিম্নোন্নত মনে হয়।' এই স্যমন্তককে 'শঙ্খচূড়শিরোমণি'ও বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড় যক্ষকে নিধন করিয়া তাহার শিরোমণি গ্রহণপূর্বক অগ্রজ বলদেবের হস্তে প্রদান করেন, বলদেব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা বুঝিয়া মধুমঙ্গলের দ্বারা উহা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধারাণীকে উপহাররূপে প্রেরণ করেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে লিখিয়াছেন—"কিং তে স্যমন্তকমণিং তরলং করিষ্যে ?" 'হে রাধে ! স্যমন্তকমণিকে কি তোমার হারের মধ্যমণি করিয়া দিব ?' ইহাতে স্যমন্তকমণিকে শ্রীমতীর গলদেশে হাররূপে ব্যবহারের কথাই জানা যায় এবং এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে। মণিবন্ধে বা প্রকোষ্ঠে স্যমন্তকমণি ব্যবহারের কথা বড় একটা জানা যায় না। অথচ এইস্থানে স্যমন্তকমণির প্রভায় শ্রীমতীর মণিবন্ধ নিম্নোন্নত মনে হয় এইপ্রকার লিখিত আছে। ইহাতে মনে হয়, ব্রজরমণীগণ অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া উহা স্খলিত হইবার ভয়ে বামহস্তে প্রায়শঃ ধারণ করিয়া রাখেন, তাহাতে মণিবন্ধটি ঠিক বক্ষের নিকট থাকে।* তাহাতে হারের মধ্যমণির প্রভায় মণিবন্ধটি আলোকিত হইতে পারে। স্যমন্তকমণির প্রভা অসাধারণ, তাই উহার ছটায় শ্রীমতীর মণিবন্ধ নিম্নোন্নত মনে হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীপাদ লীলার ভিতরে অনুভব করিয়াই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন।

---

* অধুনা ব্রজের রমণীগণেরও এইপ্রকার রীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুবর্ণদর্পণজ্যোতিরুল্লঙ্ঘি-মুখমণ্ডলা
পক্কদাড়িমবীজাভ-দন্তাকৃষ্টাঘভিচ্ছুকা ॥ ২০ ॥
অব্জরাগাদি সৃষ্টাব্জকলিকা-কর্ণভূষণা।
সৌভাগ্যকজ্জলাঙ্কাক্ত-নেত্রনিন্দিত-খঞ্জনা ॥ ২১ ॥

অনুবাদ – যাঁহার মুখমণ্ডল স্বীয় কান্তিদ্বারা স্বর্ণদর্পণের প্রভাকেও পরাজিত করে (৫৩) যাঁহার সুপক্কদাড়িম্ববীজতুল্য দন্তরাজির শোভায় শ্রীকৃষ্ণরূপ শুকপক্ষী সমাকৃষ্ট হন (৫৪) ॥ ২০ ॥

যিনি পদ্মরাগাদি মণিবিরচিত পদ্মকলিকার কর্ণভূষণে ভূষিতা (৫৫) যাঁহার সৌভাগ্য-কজ্জল-রঞ্জিত নয়নদ্বয় খঞ্জনকেও নিন্দা করিয়া থাকে (৫৬) ॥ ২১ ॥

টীকা—সুবর্ণেতি। সুবর্ণ-দর্পণস্য জ্যোতিষঃ কান্তেরুল্লঙ্ঘি কৃতোল্লঙ্ঘনং মুখমণ্ডলং যস্যাঃ সেত্যেকম্। পক্কদাড়িমবীজাভা যে দন্তাস্তৈরাকৃষ্টোঽঘভিৎ কৃষ্ণরূপঃ শুকো যয়া সেতি চৈকমিত্যনেনাত্র দ্বে ॥২০॥

অব্জেতি। অব্জরাগাদিনা পদ্মরাগাদিমণিনা সৃষ্টা রচিতা যা অব্জকলিকা পদ্মকুট্মলং তদেব কর্ণভূষণং যস্যাঃ সেত্যেকম্। অব্জকর্ণিকেতি পাঠে স্পষ্টম্। সৌভাগ্য-কজ্জলাঙ্কেন চিহ্নেন আক্তে যুক্তে যে নেত্রে তাভ্যাং নিন্দিতৌ খঞ্জনৌ যয়া সেতি চৈকমিত্যনেনাত্র দ্বে ॥ ২১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ বিংশ ও একবিংশ শ্লোকে শ্রীমতী রাধারাণীর ত্রিপঞ্চাশৎ হইতে ষট্পঞ্চাশৎ এই চারিটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীরাধারাণীর একটি নাম—**'সুবর্ণদর্পণজ্যোতি-রুলঙ্ঘি-মুখমণ্ডলা'** অর্থাৎ 'যাঁহার মুখমণ্ডলের কান্তি স্বর্ণদর্পণের প্রভাকেও পরাভূত করে।' শ্রীমতীর অঙ্গ হইতে মহাভাবের কান্তিধারা নিঃসৃত হয়, সুতরাং প্রাকৃত পঞ্চভূতের বিকার কোন বস্তুর সঙ্গেই তাহার তুলনা হয় না। প্রাপঞ্চিক কোন বস্তুই সেই প্রপঞ্চাতীত স্বরূপের কোন ধারণা দিতে পারে না। প্রেমের সাধনা-ব্যতীত সেই বস্তুকে উপলব্ধি করিবার কোন উপায় নাই। তবু যেসব প্রেমিক মহাজন সেই রূপের যৎকিঞ্চিৎ অনুভব পাইয়াছেন, তাঁহারা বিশ্ববাসীকে সেই প্রেমময় স্বরূপের কিঞ্চিৎ ধারণা দেওয়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু জগতের মানুষ তো জগদাতীত কোন বস্তুকে ধারণা করিতে পারিবে না, প্রাপঞ্চিক বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের সেই প্রপঞ্চাতীত বস্তুকে বুঝাইতে হইবে। তাই তুলনা দেওয়ার প্রয়াস।

জগতের মানুষ সুবর্ণ দেখিয়াছে এবং দর্পণও দেখিয়াছে। সুবর্ণে আছে উজ্জ্বল পীতকান্তি এবং দর্পণে আছে চাক্‌চিক্য—প্রতিবিম্বগ্রহণের শক্তি। যদি উজ্জ্বল পীতকান্তি সুবর্ণের দর্পণ হয়, অর্থাৎ তাহাতে দর্পণের ন্যায় চাক্‌চিক্য ও প্রতিবিম্বগ্রহণের শক্তি থাকে ; শ্রীরাধার মুখমণ্ডলের কান্তি বা প্রভা

"নিতম্ব-ঘন্টিকা শব্দ অমৃতের পূর। মধুর শবদে কৃষ্ণ-শ্রান্তি করে দূর ॥
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব পীন-উন্নত কুচেতে। রতন-মালিকা দোলে কত গরবেতে ॥" ১৮ ॥
"নানা রত্নে সুশোভিত দিব্য-শঙ্খচূড়ী। সুবলিত ভুজ যুগে শোভে বলিহারী ॥
মণিবন্ধে স্যমন্তক-মণি সুশোভিত। দরশনে মনে হয় যেন নিম্নোন্নত ॥" ১৯ ॥

সেই স্বর্ণদর্পণের প্রভাকেও পরাভূত করিবে। যে বদনমণ্ডলের শোভা বা কান্তি দর্শনে অনন্তসুন্দর অনন্ত-মধুর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অতিশয় চমৎকৃত—কখনো কখনো মূর্ছিতও হইয়া থাকেন—সেই রাধাবদনমণ্ড-লের কি কোন তুলনা আছে? "মৃদুমৃদুহাসললিতমুখমণ্ডল-কৃতশশীবিম্ববিড়ম্বাম্" (সঙ্গীতমাধব)। 'শ্রী-রাধিকা মৃদু মৃদু হাস্যযুক্ত রমণীয় মুখমণ্ডলদ্বারা চন্দ্রমণ্ডলকেও বিড়ম্বিত বা ধিক্কৃত করিয়া থাকেন।'

শ্রীমতীর অপর একটি নাম—'**পক্ক-দাড়িম্ববীজাভদন্তাকৃষ্টাঘভিচ্ছুকা**' অর্থাৎ 'যাঁহার পক্ক দাড়িম্ব-বীজতুল্য দন্তরাজির শোভায় শ্রীকৃষ্ণরূপ শুকপক্ষী সমাকৃষ্ট হন।' শ্রীকৃষ্ণবিলাসেই প্রেমময়ী শ্রীরাধা-রাণীর সৌন্দর্য। তাঁহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রেমের পরমসার মহাভাব দিয়া গড়া। তাই প্রতিটিতেই শ্রীকৃষ্ণ একান্ত প্রলুব্ধ হইয়া থাকেন। অঘাসুরের ন্যায় মহাবলশালী অসুরকে যিনি অনায়াসে নিধন করিয়াছেন এতবড় মহাবীরও শ্রীরাধার পক্কদাড়িম্ববীজাভ দশনকান্তি-দর্শনে শুকপক্ষীর ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন শুকপক্ষীর সর্বোৎকৃষ্ট লোভনীয় বা স্বাদিষ্ট খাদ্য পক্কদাড়িম্ববীজ, তদ্রূপ শৃঙ্গাররসরাজ শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকৃষ্ট আস্বাদ্য বা লোভনীয় বস্তু শ্রীরাধার দন্তরাজী। পক্কদাড়িম্ববীজের কান্তি রক্তাভ। শ্রীরাধার সুবলিত ও কুন্দকুসুমনিভ দন্তরাজী নিয়ত সখী-মঞ্জরীগণকর্তৃক অর্পিত তাম্বূলাদির সেবনে পক্ক-দাড়িম্ববীজের ন্যায় রক্তাভ হইয়া থাকে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীরাধারাণীর শ্বেতকান্তি দশনপংক্তির দাড়িম্ববীজাভ হওয়ার অপর একটি হেতুও দেখাইয়াছেন—

"কুন্দাকৃতির্হীররুচির্বিচিত্রা, শ্রীরাধিকায়া রদকীররাজিঃ।
যা নিত্যকৃষ্ণাধরবিম্বমাত্রা-, স্বাদেন লেভে শিখরচ্ছবিত্বম্ ॥" (গোঃ লীঃ ১১।৮১)

অর্থাৎ 'শ্রীরাধার দশনরূপ শুকশ্রেণী কুন্দপুষ্পাকৃতি, হীরককান্তি ও বিচিত্র। উহারা নিত্য শ্রীকৃষ্ণের অধররূপ বিম্বফলমাত্রের আস্বাদনদ্বারা পক্কদাড়িম্বের ন্যায় কান্তিলাভ করিয়াছে!' শ্রীরাধার কুন্দপুষ্প বা হীরককান্তি শ্বেতবর্ণ দন্তরাজী শ্রীকৃষ্ণের বিম্বফলের ন্যায় অরুণবর্ণ অধর নিত্য আস্বাদনের ফলেই পক্কদাড়িম্বের ন্যায় অরুণকান্তি লাভ করিয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণরূপ শুকপক্ষী ইহাতে নিত্য সমাকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীরাধার অপর একটি নাম—'**অজরাগাদি-সৃষ্টাব্জকলিকা-কর্ণভূষণা**' অর্থাৎ 'যিনি পদ্মরাগাদি মণিবিরচিত পদ্মকলিকার কর্ণভূষণ ধারণ করেন।' পদ্মের ন্যায় রাগ বা বর্ণ যাহার সেই পদ্মবর্ণমণিকেই পদ্মরাগমণি বলা হয়। চলিত কথায় যাহাকে 'পলা' বলা হইয়া থাকে। সেই মণিদ্বারা বিরচিত কমল-কলিকাকৃতি কর্ণভূষণ যিনি ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীরাধারাণী মহাভাবের প্রতিমা, সতত বিবিধ ভাবালঙ্কারে ভূষিতা সুতরাং আভরণ বিনাই শ্রীকৃষ্ণকে অপার আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীল গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম-যশঃ-শ্রাব-বতংসোল্লাসি-কর্ণিকাম্" (প্রেমাম্ভোজমকরন্দ)। "কৃষ্ণ-নাম গুণ যশ অবতংস কানে।" (চৈঃ চঃ)। শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাই সতত ভাবময়ীর কর্ণভূষণ হইয়া থাকে। তবু সখীগণ লোকরীতি অনুসারে অপার সৌন্দর্য-মাধুর্যবতী শ্রীমতীকে এইসব অলঙ্কার পরিধান করাইয়া থাকেন।

শ্রীমতীর আর একটি নাম—**'সৌভাগ্য-কজ্জলাঙ্কাক্ত-নেত্রনিন্দিতখঞ্জনা'** অর্থাৎ 'যাঁহার সৌভাগ্য-রূপ কজ্জলে রঞ্জিত নয়নদ্বয় খঞ্জনকেও নিন্দা করিয়া থাকে।' শ্রীরাধারাণীর সৌভাগ্যই যেন নয়নে কজ্জলরূপে শোভা পাইতেছে। 'যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।' (চৈঃ চঃ)। সত্যভামাদি সমঞ্জসা রতিমতী মহিষীগণের কথা দূরে থাক, সমর্থারতিমতী মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণ-অপেক্ষাও যিনি সৌভাগ্যে পরম গরীয়সী। মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ নিখিল ব্রজসুন্দরীগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে নির্জনে লইয়া গিয়াও বিবিধ বিলাসদ্বারা তাঁহার মহাসৌভাগ্য দুন্দুভি-নিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন। তাই লিখিত আছে—

"রাসলীলা জয়ত্যেষা যয়া সংযুজ্যতেঽনিশম্।
হরের্বিদগ্ধতাভের্য্যা রাধা-সৌভাগ্যদুন্দুভিঃ ॥"

অর্থাৎ 'শ্রীরাসলীলার জয় হউক, এই রাসলীলাতেই শ্রীশ্যামসুন্দরের বিদগ্ধতারূপ ভেরী এবং শ্রীরাধার সৌভাগ্য-দুন্দুভি সর্বদা তুমুলনাদে নিনাদিত হইয়া থাকে !' শ্রীমতীর সেই অতুলনীয় সৌভাগ্যই যেন কজ্জলরূপে নয়নে স্থান পাইয়াছে। যে নয়নের শোভা স্বভাবতঃই নৃত্যশীল খঞ্জনের শোভাকেও পরাভূত করিয়া থাকে—"মদচলখঞ্জন-খেলনগঞ্জন-লোচনকমলবিশালাম্" (সঙ্গীতমাধব)। অর্থাৎ 'যাঁহার বিশাল নয়নকমলযুগল মদভরে চঞ্চল খঞ্জনের ক্রীড়াকেও তিরস্কার করিয়া থাকে।' বিশ্বজগতের কোন বস্তুর সঙ্গেই মহাভাবময়ীর নয়নযুগলের তুলনা হয় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"নয়নযুগবিধানে রাধিকায়া বিধাত্রা জগতি মধুরসারাঃ সঞ্চিতাঃ সদ্‌গুণা যে।
ভুবি পতিত-তদংশৈস্তেন সৃষ্টান্যসারৈ-ভ্র´মরমৃগচকোরাম্ভোজমীনোৎপলানি ॥"

(গোঃ লীঃ—১১।১০০)

অর্থাৎ 'বিধাতা শ্রীরাধার নেত্রযুগল নির্মাণ করিবার জন্য বিশ্বে যে সকল মধুর, সার ও প্রশস্ত গুণসমূহ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সারাংশ গ্রহণ করিয়াই শ্রীরাধার নয়নদ্বয় নির্মাণ করিয়াছেন এবং যে সমস্ত অসার অংশ ভূমিতে পতিত হইয়াছে তদ্দ্বারা ভ্রমর, মৃগনয়ন, চকোর, কমল, মীন ও উৎপল এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।' সেই নিরুপম নয়নদ্বয় সৌভাগ্য-কজ্জলে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

"সুবর্ণ-দর্পণ-জ্যোতিঃ করি উল্লঙ্ঘন। শ্রীমুখ-মণ্ডল-শোভা সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
সুপক্ক-দাড়িম্ব-বীজ হেন যে দশন। কৃষ্ণরূপ শুকে করে সদা আকর্ষণ ॥" ২০ ॥
"পদ্মরাগ নানাবিধ রত্নে বিরচন। পদ্মের কলিকা দুটী কর্ণের ভূষণ ॥
সৌভাগ্য-কজ্জল-চিহ্ন রঞ্জিত নয়ন। অপূর্ব্ব সুষমা দেখি নিন্দিত খঞ্জন ॥" ২১ ॥

সুবৃত্তমৌক্তিকামুক্তনাসিকা-তিলপুষ্পিকা ।
সুচারু-নবকস্তূরীতিলকাঞ্চিত-ভালকা ॥ ২২ ॥
দিব্যবেণীবিনির্দ্ধূত-কেকিপিঞ্ছবরস্তুতিঃ ।
নেত্রান্তশর-বিধ্বংসীকৃত-চানুরজিদ্ধৃতিঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহার নাসিকারূপ তিলপুষ্প সুবর্তুল মুক্তাফল সমন্বিত (৫৭) যাঁহার ললাট-ফলকে সুচারু নবকস্তূরীতিলক সুশোভিত (৫৮) ॥ ২২ ॥

যিনি মনোহর কেশকলাপদ্বারা ময়ূরপুচ্ছের উৎকৃষ্ট স্তুতিকেও দূরীভূত করিয়াছেন (৫৯) যিনি মনোহর কটাক্ষপাতদ্বারা চানুর-বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণকেও অধীর করিয়া তুলেন (৬০) ॥ ২৩ ॥

টীকা—সুবৃত্তেতি। সুবৃত্তং সুবর্তুলং যন্মৌক্তিকং মুক্তা তেনামুক্তং যুক্তং নাসিকা তিলপুষ্পং যস্যাঃ সেত্যেকম্। সুচারুণা নবকস্তূরীতিলকেন অঞ্চিতঃ শোভিতো ভালো ললাটং যস্যাঃ সেতি চৈকমেতেনাত্র দ্বে ॥ ২২ ॥

দিব্যেতি। দিব্যবেণ্যা বিনির্ধূতান্যক্কৃতা কেকিনাং ময়ূরাণাং পিঞ্ছানাং বরা শ্রেষ্ঠা স্তুতির্যয়া সেত্যেকম্। নেত্রান্তশরেণ কটাক্ষেণ বিধ্বংসীকৃতা চানূরজিতঃ কৃষ্ণস্য ধৃতির্ধৈর্য্যং যয়া সেতি চৈকমিত্যনেনাত্র দ্বে ॥ ২৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ দ্বাবিংশ ও ত্রয়বিংশ শ্লোকে শ্রীরাধার চারটি নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীমতীর সপ্তপঞ্চাশৎ নামটি বলিয়াছেন—**'সুবৃত্তমৌক্তিকামুক্ত-নাসিকা-তিলপুষ্পিকা'** 'যাঁহার তিলপুষ্পের ন্যায় নাসিকায় সুবর্তুল মুক্তার নোলক শোভা পাইতেছে।' শ্রীমতীর নাসিকা তিলকুসুমের ন্যায় স্বভাবতঃই অতি মনোহর। মহাজন বলিয়াছেন—'যেন মদনের বাণাধার।' বাণাধার বা তূণের আকৃতিও ঠিক তিলকুসুমের ন্যায়ই হইয়া থাকে।

> "অমুষ্যাঃ শ্রীনাসাতিলকুসুমতূণো রতিপতে-
> রধোবক্ত্রং পূর্ণং কুসুমবিশিখৈশ্চিত্রমৃগয়োঃ।
> মুখদ্বারা তস্মাৎ স্মিতচয়মিষাত্তে নিপতিতাঃ
> শরব্যত্বং যেষামলভত হরেশ্চিত্তহরিণঃ ॥" (গোঃ লীঃ ১১।৭৮)

'শ্রীরাধার নাসিকা তিলকুসুমের তূণ অর্থাৎ বাণাধার, আশ্চর্য ব্যাধরূপ রতিপতি মদনের কুসুমশরে পরিপূর্ণ! সেই বাণাধার হইতে মুখদ্বারা ঈষৎ হাস্যচ্ছলে যে শরসমূহ নির্গত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের মনোমৃগ ঐ বাণের লক্ষ্য হইয়াছে!' শ্রীমতীর সেই মনোহর নাসিকায় সুবর্তুল মুক্তার নোলক নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, কথাবার্তায় অপূর্বরসের সংস্পর্শ দিয়া আন্দোলিত হয়। কুসুম হইতে মধুবিন্দু বাহির হইয়া পড়িবার পূর্বে যেমন ঝুলিতে থাকে তদ্রূপ। কৃষ্ণভৃঙ্গের অতিশয় লোভোৎপাদক!

শ্রীমতীর অষ্টপঞ্চাশৎ নামটি—**'সুচারু-নবকস্তূরীতিলকাঞ্চিতভালকা'** 'যাঁহার ললাট-ফলকে সুচারু নবকস্তূরীর তিলক সুশোভিত।' কস্তূরী কালো শ্রীকৃষ্ণও কালো। কস্তূরীর গন্ধও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের ন্যায়। তাই কৃষ্ণময়ী শ্রীমতী তাঁহার ললাটে সতত কস্তূরীর তিলক ধারণ করেন। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণোন্মাদক 'কামযন্ত্র' তিলক ললাট-ফলকে ধারণ করিয়া থাকেন। সখীগণ তাঁহার ললাটে এই কাম-যন্ত্র তিলক অঙ্কন করিয়া দেন। প্রথমতঃ ললাটে ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে চন্দনরেখাদ্বারা একটি সূক্ষ্ম কমল অঙ্কন করা হয় তাহার চারিপাশে অরুণবর্ণের বিন্দু বিন্যাস করা হয় এবং মধ্যস্থানে নবকস্তূরীর বিন্দু দেওয়া হয়। খুব সম্ভবতঃ শ্রীমতীর এই নামটিতে সেই কামযন্ত্র তিলককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহা শ্রীমতীর অতিশয় প্রিয়, কারণ ইহার দর্শনমাত্রেই অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীশ্যামসুন্দর যন্ত্রবৎ শ্রীমতীর অধীন হইয়া থাকেন। এইজন্যই এই কস্তূরীতিলক অতিশয় সুচারু বা মনোহর।

শ্রীরাধারাণীর উনষষ্টি নাম—**'দিব্যবেণী-বিনির্দ্ধূত-কেকিপিঞ্ছবরস্তুতি'** 'যিনি মনোহর কেশকলাপ-দ্বারা ময়ূরপুচ্ছের উৎকৃষ্ট স্তুতিকেও দূরীভূত করিয়াছেন।' বিশ্বের রমণীগণের কেশের ন্যায় প্রেমময়ী শ্রী-রাধারাণীর কেশকলাপ পাঞ্চভৌতিক দেহবিকারমাত্র নহে। ইহা তাঁহার অসাধারণ প্রেমেরই বিচিত্র পরিণতি! এ বিষয়ে মহাজনের অনুভবময় বাণী—

"রাধামনোবৃত্তি-লতাঙ্কুরাগতাঃ কৃষ্ণস্য যে ভাবনয়া তদাত্মতাম্।
সূক্ষ্মায়তাঃ প্রেমসুধাভিষেকতস্তে নিঃসৃতাঃ কেশমিষাদ্বহির্ধ্রুবম্॥"

(গোঃ লীঃ ১১।১১২)

অর্থাৎ 'শ্রীরাধার মনোবৃত্তিরূপ লতাঙ্কুরসমূহ শ্রীকৃষ্ণের ভাবনাদ্বারা কৃষ্ণবর্ণত্বপ্রাপ্ত ও প্রেমসুধায় অভিষিক্ত হওয়ায় সূক্ষ্ম অথচ আয়ত হইয়া যেন কেশছলে বহির্ভাগে নির্গত হইয়াছে।' ময়ূরপুচ্ছের একটা শ্রেষ্ঠ প্রশংসা আছে। ইহা স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের কেশকলাপে চূড়ারূপে শোভিত হয়, এজন্য সক-লেই ইহাকে ভালবাসেন। কিন্তু প্রেমময়ী শ্রীরাধার কেশকলাপের সৌন্দর্যের নিকট ময়ূরপুচ্ছের সে প্রশংসা দূরীভূত হয়।

"বিলাসবিস্রস্তমবেক্ষ্য রাধিকাশ্রীকেশপাশং নিজপুচ্ছপিঞ্ছয়োঃ।
ন্যক্কারমাশঙ্ক্য হ্রিয়েব ভেজিরে গিরিং চমর্য্যো বিপিনং শিখণ্ডিনঃ॥" (ঐ ১১।১১৬)

'বিলাসভরে আলুলায়িত শ্রীরাধার সুশোভিত কেশকলাপ দর্শনে স্বীয় পুচ্ছ ও পিঞ্ছের তিরস্কার আশঙ্কায় চমরীগণ পর্বতে ও ময়ূরগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে।'

শ্রীরাধার ষষ্টি সংখ্যক নাম—**'নেত্রান্তশরবিধ্বংসীকৃতচানূরজিদ্ধৃতিঃ'** 'যিনি নেত্রান্তশরে চানূর-বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণেরও ধৈর্যনাশ করেন।' শ্রীরাধার নয়নে আছে মাদনরসের উপচার। তাই সেই নয়নের কটাক্ষলেশমাত্রেই অপ্রাকৃত নবীনমদন আত্মহারা হইয়া থাকেন। কংসের ধনুর্যজ্ঞসভায় সকলের প্রত্যক্ষে চানূর-মুষ্টিকের ন্যায় মহাবলশালী মল্লকে যিনি নিধন করিয়াছেন; এতবড় বীরও শ্রীরাধার নেত্রান্তশরে জর্জরিত হইয়া মূর্ছাদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন!

স্ফুরৎ-কৈশোর-তারুণ্যসন্ধি-বন্ধুরবিগ্রহা।
মাধবোল্লাসকোন্মত্তপিকোরু-মধুরস্বরা ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—কৈশোর ও তারুণ্যের শোভার সম্মীলনে যাঁহার শ্রীবিগ্রহ অতি মনোহর হইয়াছে (৬১) শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত যাঁহার উল্লাস বিধান করেন (৬২) উন্মত্ত কোকিলের কণ্ঠধ্বনির ন্যায় যাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর (৬৩) ॥ ২৪ ॥

টীকা— স্ফুরদিতি। স্ফুরন্তী প্রকাশমানে যে কৈশোরতারুণ্যে তয়োঃ সন্ধিনা পরস্পর মিলনেন বন্ধুরো মনোহরো বিগ্রহঃ শরীরং যস্যা সেত্যেকম্। মাধবোল্লাসকেত্যেকম্। উন্মত্তপিকস্য কোকিলস্য ইব উরুর্মহান্ মধুরঃ স্বরো যস্যাঃ সেতি চৈকমেতেনাত্র ত্রীণি ॥ ২৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের বিশুদ্ধসত্ত্বভাবিত চিত্তে শ্রীরাধারাণীর নামাবলী স্বয়ং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইতেছেন। এই শতনামস্তোত্রে যেন সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণী বিরাজ করিতেছেন। মহাভাব-ময়ীর সৌন্দর্য, মাধুর্য, গুণ, লীলাদি লইয়াই সব নামাবলীর প্রকাশ। রাধারাণী যে কি বস্তু, তাহা এই স্তব পাঠে উপলব্ধি হয়। এইশ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীমতীর তিনটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। 'স্ফুরৎ কৈশোর-তারুণ্য-সন্ধিবন্ধুরবিগ্রহা' অর্থাৎ প্রকাশশীল কৈশোর ও তারুণ্যের সম্মীলনে যাঁহার শ্রীবিগ্রহ অতি মনো-হর হইয়াছে। এই নামে শ্রীরাধারাণীর কৈশোর ও তারুণ্যের উল্লেখ করিতে গিয়া শ্রীপাদ প্রথমেই 'স্ফুরৎ' এই শব্দটি বিন্যাস করিয়াছেন। ইহার অর্থ 'প্রকাশশীল' অর্থাৎ সেই কৈশোর ও তারুণ্য

"বেণুঃ করান্নিপতিতঃ স্খলিতং শিখণ্ডং, ভ্রষ্টঞ্চ পীতবসনং ব্রজরাজসূনোঃ।
যস্যাঃ কটাক্ষশরঘাত-বিমূর্চ্ছিতস্য, তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন ॥"

(রাধারসসুধানিধি—৩৯)

"যাঁহার কটাক্ষ-শরাঘাতে শ্রীনন্দনন্দনের হস্ত হইতে বেণু নিপতিত হয়, ময়ূরপুচ্ছের চূড়া স্খলিত হইয়া পড়ে, পীত-উত্তরীয় ভ্রষ্ট হয় এবং অবশেষে যিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন, সেই শ্রীরাধারাণীকে কবে রসের সহিত পরিচর্যা করিব ?" কোন মহাবীরপুরুষের বুকে যুদ্ধক্ষেত্রে অমোঘাস্ত্র বিদ্ধ হইলে যেন তাঁহার ধনু-র্বাণ, বসন-ভূষণাদি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং আলুলায়িত দেহে তিনি যেন মূর্ছিত হইয়া পড়েন, তদ্রূপ যিনি অনায়াসে চানূরাদি মহাশক্তিশালী বীরগণকে অবহেলায় নিধন করিয়াছেন, শ্রীরাধার নেত্রান্তশরে তিনি ধৈর্যহারা হইয়া মূর্ছাদশা পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাই শ্রীমতীর একটি সার্থকনাম—'নেত্রান্ত-শরবিধ্বংসীকৃতচানূরজিদ্ধৃতিঃ'।

"তিল-পুষ্প সমতুল উন্নত নাসিকা। ঝলমল করে তায় সুবৃত্ত মৌক্তিকা ॥
ললাটে তিলক চারু নব-মৃগমদে। দরশনে মুগ্ধ শ্যাম নবীন জলদে ॥" ২২ ॥
"বেঁধেছে বিচিত্র বেণী কেশে শ্রীরাধিকা। শোভা হেরি ধিক্ ধিক্ ময়ূর-চন্দ্রিকা।
নয়ন-কটাক্ষ-বাণে যদুকুলবীর। চানূর-বিজেতা কৃষ্ণ হইল অস্থির ॥" ২৩ ॥

অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত একরূপ। জগতের পাঞ্চভৌতিক নর-নারীদেহের কৈশোর বা তারুণ্য ক্ষণে ক্ষণে পরিণাম-প্রাপ্ত ও নশ্বর বা ক্ষণভঙ্গুর। কারণ বিশ্বের সবকিছুই কামময়। কামেরও শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য কি জগতে আছে? হয়ত স্বর্গে কিছু আছে। সেখানের উর্বশী, রম্ভা নাকি স্থিরযৌবনা—চির-কিশোরী। কিন্তু সে দেহও তো প্রাকৃত ও নশ্বর, ব্রহ্মার একদিন পর্যন্ত স্থায়ী। দৈনন্দিন প্রলয়ে সবই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অপ্রাকৃত রাজ্যে যেসব রূপ, তাহার সৃষ্টি-প্রলয় নাই। সেখানে 'কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা।' বিশুদ্ধসত্ত্বের হৃদয় লইয়া সেই রূপের সাধনা করিতে পারিলে স্বপ্রকাশ সেই রূপের কিঞ্চিৎ অনুভূতি আসিতে পারে। তখন বুঝা যাইবে সেই রূপ স্বয়ং প্রকাশশীল, নয়ন তাহাকে দেখিতে পারে না, সেই রূপই কৃপা করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রকাশপ্রাপ্ত হয়। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরম্॥" (ভঃ রঃ সিঃ ২।১।৩০৯)

ক্রমলীলায় 'শ্রীহরি এবং তাঁহার কান্তাগণের পাঁচবর্ষ যাবৎ কৌমার, দশবর্ষ পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং পঞ্চদশবর্ষ যাবৎ কৈশোর তৎপরে যৌবন।' উজ্জ্বলরসে কৈশোরকালই শ্রেষ্ঠ—"শ্রৈষ্ঠ্যমুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ" (ঐ—২।১।৩১১) উজ্জ্বলনীলমণির মতে মধুররসে বয়স চারিপ্রকার—

"বয়শ্চতুর্ব্বিধং তত্র কথিতং মধুরে রসে।
বয়সন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতিক্রমাৎ॥

অর্থাৎ 'বয়ঃসন্ধি, নব্য, ব্যক্ত ও পূর্ণ মধুররসে বয়স এই চারিপ্রকার। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই নব্য, ব্যক্ত ও পূর্ণ বয়সকেই আদ্য, মধ্য ও শেষ কৈশোর বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।' "আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ" (ভঃ রঃ সিঃ—২।১।৩১২)। শ্রীরাধারাণীর কৈশোরের সহিত তারুণ্যের অপূর্ব সম্মীলনে নিঃসীম মনোহরতা দেহকে আশ্রয় করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে দৃষ্ট হয়—

"সজনি অপরূপ পেখলুঁ বালা।
হিমকর মদন মিলিত মুখমণ্ডল তা'পর জলধর মালা॥
চঞ্চল নয়নে হেরি মুঝে সুন্দরী মুচকায়ই ফিরি গেল।
তৈখনে মরমে মদন-জ্বর উপজল জীবইতে সংশয় ভেল॥
অহনিশি শয়নে স্বপনে আন না হেরিয়ে অনুখন সোই ধেয়ান।
তাকর পিরিতি কি রীতি নাহি সমুঝিয়ে আকুল অথির পরাণ॥
মরমক বেদন তোহে পরকাশল তুহুঁ অতি চতুর সুজান।
সো পুন মধুর মূরতি দরশায়বি এ রাধাবল্লভ গান॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীমতীর অপর একটি নাম—'**মাধবোল্লাসক**' অর্থাৎ 'মাধব নিয়ত যাঁহার উল্লাসবিধান করেন।' ভক্তের উল্লাসবিধান বা ভক্তবাঞ্ছাপূর্তিই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র কৃত্য। "কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য।

ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ত্তি বিনু নাহি অন্য কৃত্য ॥" (চৈঃ চঃ)। হ্লাদিনীশক্তির একবিন্দু বৃত্তিরূপে ভক্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রেমরূপে পরিণতি লাভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সততই তাঁহার উল্লাস-বিধানের প্রযত্ন করেন। শ্রীরাধারাণী সেই হ্লাদিনীশক্তির সাক্ষাৎ মূর্তিমতী অধিষ্ঠাত্রীদেবী, সুতরাং রাধাকে উল্লসিত করাই মাধবের একমাত্র কার্য। ব্রজে অহর্নিশি কুঞ্জবিলাসাদির দ্বারা ধীরললিতনায়ক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর উল্লাস-বিধান করিয়া থাকেন। "রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে। কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥" (ঐ)। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপ বা রসস্বরূপ হইয়াও শ্রীমতীর প্রেমরসাস্বাদন ও তাঁহার উল্লাস বিধানের জন্য সতত তাঁহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন। শ্রীমতীর অনুভবই তাহার প্রমাণ—

"কি পুছসি রে সখি ! কানুক নেহ। এক জিউ বিহি সে গঢ়ল ভিন দেহ ॥
কহিল কাহিনী পুছয়ে কত বেরি। না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি ॥
বিনি মঝু দরশ-পরশে নাহি জীব। মো বিনু পিয়াসে পানি নাহি পীব ॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পাই। চীবহি বিনু তাম্বূল নাহি খাই ॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ। মান ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস ॥
আন সঙে কাহিনী না সহে পরাণ। আন সম্ভাষণে হরয়ে গেয়ান ॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বর নারি। তোহারি পরস রসে লুবধ মুরারি ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীরাধার অপর একটি নাম—'**উন্মত্ত-পিকোরুমধুরস্বরা**' অর্থাৎ 'উন্মত্ত কোকিলের কণ্ঠধ্বনির ন্যায় যাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর।' বসন্তের আগমনে কোকিলকুল স্বভাবতঃই আনন্দোন্মত্ত হইয়া থাকে এবং রসালমুকুল ভক্ষণে সেই উন্মত্ত কোকিলের কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর হইয়া থাকে। শ্রীরাধারাণীর মহাভাবের কণ্ঠ হইতে স্বাভাবিকভাবে যে স্বরমাধুরী নির্গত হয়, তাহা উন্মত্ত কোকিলকুলকেও আকুলিত করে এবং অমৃতেরও বৈফল্য জন্মায়। শ্রীরাধার 'রম্যবাক্' গুণের দৃষ্টান্তে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিত আছে—

"সুবদনে বদনে তব রাধিকে, স্ফুরতি কেয়মিহাক্ষরমাধুরী।
বিকলতাং লভতে কিল কোকিলঃ সখি যয়াদ্য সুধাপি মুধার্থতাম্ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর প্রতি বলিলেন—'হে শ্রীরাধিকে ! তোমার সুবদনে এ কি অপূর্ব অক্ষর-মাধুরী স্ফুরিত হইতেছে ! এ যে কোকিলকুলকে আকুল করিল, অধিক আর কি বলিব হে সখি ! উহা-দ্বারা অমৃতেরও বৈফল্য ঘটিল।' তাই 'কহিল কাহিনী পুছয়ে কত বেরি' অর্থাৎ শ্রীরাধারাণীর বলা কথাটিই পুনঃ পুনঃ শ্রবণের লোভে শ্রীকৃষ্ণ না শোনার মত বারবার উহাই জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন।

"কৈশোর-তারুণ্য দুই মধুর মিলনে। লাবণ্য-তরঙ্গ অঙ্গে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ॥
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি ত্রিভঙ্গিম-ঠাম। রাধিকার করে সদা উল্লাস বিধান ॥
উন্মত্ত কোকিলা-কুল-কাকলি নিছনি। সুমধুর কণ্ঠ-ধ্বনি সুধা-শিখরিণী ॥" ২৪ ॥

প্রাণাযুতশতপ্রেষ্ঠ-মাধবোৎকীর্ত্তিলম্পটা।
কৃষ্ণাপাঙ্গতরঙ্গোদ্যৎস্মিতপীযূষবুদ্বুদা ॥ ২৫ ॥
পুঞ্জীভূত-জগল্লজ্জা-বৈদগ্ধীদিগ্ধবিগ্রহা।
করুণাবিদ্রবদ্দেহা মূর্ত্তিমন্মাধুরীঘটা ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অসংখ্য প্রাণ-অপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের যশে যাঁহার অতিশয় আসক্তি (৬৪) শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ-তরঙ্গে যাঁহার হাস্যামৃত বুদ্বুদ শোভা পায় (৬৬) ॥ ২৫ ॥

বিশ্বের পুঞ্জীভূত লজ্জা ও বৈদগ্ধী যাঁহার বিগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছে (৬৬) করুণায় যাঁহার দেহ দ্রবীভূত (৬৭) যাঁহাতে মাধুর্য্যঘটা মূর্তিমতী (৬৮) ॥ ২৬ ।

টীকা—প্রাণেতি। প্রাণানামযুত শতাদপি প্রেষ্ঠঃ প্রিয়তমো যো মাধবস্তস্যোৎকীর্ত্তৌ উৎকৃষ্ট-খ্যাতো লম্পটা পরমাবিষ্টা ইত্যেকম্। কৃষ্ণস্যাপাঙ্গতরঙ্গেন উদ্যন্ স্মিতপিযূষ বুদ্বুদো যস্যাঃ সেতি চৈকম্ এতেনাত্র দ্বে ॥ ২৫ ॥

পুঞ্জীতি। পুঞ্জীভূতে যে জগতাং লজ্জা বৈদগ্ধ্যৌ তাভ্যাং দিগ্ধোলিপ্তো বিগ্রহো যস্যাঃ সেত্যেকম্। করুণয়া বিদ্রবন্ দেহো যস্যাঃ সেত্যেকম্। মূর্ত্তিমতী মাধুরীঘটা যত্র সেতি চৈকমেবমত্র ত্রীণি ॥ ২৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ শ্লোকদ্বয়ে শ্রীমতী রাধারাণীর পাঁচটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমতীর একটি নাম—**'প্রাণাযুতশতপ্রেষ্ঠ-মাধবোৎকীর্ত্তিলম্পটা'** অর্থাৎ 'অযুতশত বা অসংখ্য প্রাণ-অপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের যশে যাঁহার নিরতিশয় আসক্তি।' শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃই সকলের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়, কারণ তিনি আত্মারও আত্মা বা পরমাত্মার পূর্ণতম-স্বরূপ। সকল প্রিয়তা যাঁহা হইতে উৎসারিত হইয়া দেহ-দৈহিকাদি নিখিল বিশ্বকে এত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে—সেই রসময়, প্রেমময়, মধুময় শ্রীকৃষ্ণ-ভিন্ন এমন প্রিয়তম বিশ্বে আর কিছুই নাই। কল্যাণময়ী শ্রুতিও তার-স্বরে ঘোষণা করিতেছেন—'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়-মাত্মা—' (বৃহদারণ্যক উঃ ১।৪।৮)। অর্থাৎ 'অন্তরতর এই পরমাত্মা পুত্র, বিত্ত অপর সকল বস্তু হইতে প্রিয়তর।' যাঁহার প্রিয়তার সম্পর্কেই জীবের প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মা, দারা, পুত্র ও ধনাদি এত প্রিয় হইয়াছে তাঁহা-অপেক্ষা জীবের পরম প্রিয়বস্তু আর কি আছে ?

"প্রাণবুদ্ধিমনঃ স্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোঽন্যঃ পরঃ প্রিয় ॥" (ভাঃ ১০।২৩।২৭)

পরমাত্মারও পরাবস্থা শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃই সকল জীবের প্রাণাপেক্ষাও সমধিক প্রিয় হইলেও ভক্তির সহযোগিতা বা কৃপাব্যতীত সেই প্রিয়তার অনুভূতি জাগে না। কৃষ্ণে স্বাভাবিক প্রীতিসম্পন্ন

ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে নিজপুত্রঅপেক্ষাও প্রিয়তার অনুভূতি জাগিয়াছিল — ইহা ভাগবতে গোবৎস-গোপ-বালকহরণ-লীলায় দেখা যায়। শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপিণী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অসংখ্য প্রাণাপেক্ষাওপ্রিয়তম। সেই শ্রীকৃষ্ণের যশে বা গুণলীলায় শ্রীরাধারাণীর পরম আসক্তি। "কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-অবতংস কাণে। কৃষ্ণ নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে ॥" (চৈঃ চঃ)।

মাধবের কীর্তিতে শ্রীরাধারাণীর এতই লাম্পট্য বা আসক্তি যে, মাথুরবিরহে ভ্রমরগীতায় ভ্রমরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের দোষোদ্গার করিতে করিতে নির্বেদ সঞ্চারিটি এতই গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, শ্যামবর্ণ-মাত্রের দোষ-কীর্তন করিতেছিলেন। ভ্রমর যেন বলিতেছিল, কৃষ্ণের যদি এতই দোষ, তবে তিনি কৃষ্ণের কথাই বলিতেছেন কেন ? যিনি দোষীর দোষ-কীর্তন করেন তিনি কি বড় ভালমানুষ ? তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ।" 'ওরে মধুপ ! সবই জানি, তবু তাহা'র কথারূপসম্পত্তি ত্যাগ করিতে আমরা অসমর্থা। সব ত্যাগ করা যায়, এমন কি তোর সখাকেও ত্যাগ করিয়া থাকা যায়, কিন্তু তাহার কথা ত্যাগ করিতে পারা যায় না। এই দুরন্ত বিরহে তোর বন্ধুকে ত্যাগ করিয়াও বাঁচিয়া আছি, কিন্তু তাহার কথা এক মুহূর্তত্যাগ করিলে এই বিরহতাপিত দেহে আর প্রাণ থাকিবে না।' ইহাতে শ্রীরাধারাণীর মাধবের কীর্তিতে অত্যধিক আসক্তির কথা জানা যায়।

শ্রীমতীর অপর একটি নাম—**'কৃষ্ণাপাঙ্গ তরঙ্গোদ্যৎস্মিতপীযূষবুদ্বুদা'** অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ-তরঙ্গে যাঁহার হাস্যামৃত বুদ্বুদ শোভা পায়।' শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপে শ্রীরাধারাণীর নিত্যকিঙ্করী। শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁহার প্রিয়পার্ষদরূপে আসিয়াছেন, শ্রীরাধারাণীর পরিচয় বিশ্ববাসীকে জানাইয়া তাঁহাদের সকলকেই ব্রজের নিকুঞ্জে লইয়া যাইতে। আপনাপন ইষ্টদেবের শতনাম অনেকেই কীর্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীরঘুনাথের এই শতনামস্তোত্রে যেন রাধারাণী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ! ব্রজনিকুঞ্জে স্বীয় ঈশ্বরীকে যেমনটি দেখিয়াছেন—তেমনই শতনামে তাঁহাকে প্রকাশ করিতেছেন।

খরস্রোতা তরঙ্গিণীর তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বুদ্বুদ বা ফেনারাশি উদ্গত হয়—তদ্রূপ রসের প্রবাহ শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ-তরঙ্গের দর্শনে যাঁহার শ্রীমুখে ঈষৎ হাস্যামৃত বুদ্বুদ বা ফেনা উদ্গত হইতেছে ! ভাবেই রসের অভিব্যক্তি এবং রসেই ভাবের প্রকাশ। অখণ্ড রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং অখণ্ড মহারস স্বরূপিণী শ্রীরাধা। রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গচ্ছটায় যে অফুরন্ত রসতরঙ্গ উদ্গত হয়, তাহার আস্বাদনেই মহাভাবময়ী শ্রীরাধার হাস্যামৃত-বুদ্বুদ উদ্গত হইয়া থাকে। তাই এই নামের সার্থকতা।

শ্রীরাধার অপর একটি নাম—**'পুঞ্জীভূতজগল্লজ্জা-বৈদগ্ধীদিগ্ধবিগ্রহা'** "বিশ্বজগতের পুঞ্জীভূত লজ্জা ও বৈদগ্ধী যাঁহার বিগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছে।" শ্রীমতী পরম-লজ্জাবতী। এই 'লজ্জা' বা ব্রীড়া একটি সঞ্চারিভাব। ভাবের গতি সঞ্চারণ করে তাই সঞ্চারী। সিন্ধুর তরঙ্গরাজী যেমন সিন্ধুকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তাহাতেই মিশিয়া যায়, তদ্রূপ এইসব ভাবতরঙ্গরাজি শ্রীরাধারাণীর শোভা-সিন্ধুকে সমুচ্ছ্বসিত করিয়া তাঁহাতেই অবস্থান করে।

"নবীনসঙ্গমাকার্য্যস্তবাবজ্ঞাদিনা কৃতা। অধৃষ্টতা ভবেদ্‌ব্রীড়া তত্র মৌনং বিচিন্তনম্॥
অবগুণ্ঠন ভূলেখৌ তথাধোমুখতাদয়ঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ ২।৪ ১১৩)

'নবসঙ্গম, অকার্য, স্তব ও অবজ্ঞাদিহেতু কৃত যে ধৃষ্টতা বিরোধী ভাব, তাহাকে 'ব্রীড়া' বলা হয়। ইহাতে মৌন, বিচিন্তা,অবগুণ্ঠন, ভূমিলিখন ও অধোমুখতা প্রকাশ পায়।' ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে সবগুলিরই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষ জানিবার ইচ্ছা হইলে সেখানে দ্রষ্টব্য। 'পুঞ্জীভূত বিশ্বের লজ্জা যেন শ্রীমতীর বিগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছে' এইবাক্যে শ্রীমতীর 'ব্রীড়া' ব্যভিচারীর অতিশয় আধিক্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

তদ্রূপ 'বৈদগ্ধী'দ্বারাও শ্রীমতীর শ্রীবিগ্রহ লিপ্ত রহিয়াছে। 'কলা-বিলাস-দিগ্ধাত্মা বিদগ্ধ ইতি কীর্ত্ত্যতে' 'বিবিধ কলাবিলাসাদিতে যাঁহার চিত্ত সতত সংলিপ্ত তাঁহাকে 'বিদগ্ধ' বলে। শ্রীরাধারাণীর 'বিদগ্ধা' গুণের দৃষ্টান্তে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"আচার্য্যা ধাতুচিত্রে পচনবিরচনা-চাতুরী-চারুচিত্তা
বাগ্‌যুদ্ধে মুগ্ধয়ন্তী গুরুমপি চ গিরাং পণ্ডিতা মাল্যগুম্ফে।
পাঠে শারীশুকানাং পটুরজিতমপি দ্যূতকেলিষু জিষ্ণু-
র্বিদ্যাবিদ্যোতবুদ্ধিঃ স্ফুরতি রতিকলাশালিনী রাধিকেয়ম্॥" (উঃ নীঃ)

গার্গীর প্রতি কুন্দলতা বলিলেন—"হে দেবি! শ্রীরাধার বৈদগ্ধীর কথা আর কি বলিব, তিনি ধাতুচিত্র অঙ্কনে স্বয়ং আচার্যস্বরূপা, বিবিধ পাকক্রিয়ায় অতি সুনিপুণা, বাক্যযুদ্ধে বাক্‌পতি শ্রীকৃষ্ণকেও বিমুগ্ধ করেন; মাল্য-রচনায় সুপণ্ডিতা, শুক-শারীর পাঠে অতিশয় পটু, দ্যূতক্রীড়ায় অজিতকেও জয় করেন, গান-বাদ্যাদি বিদ্যায় প্রতিভাশালিনী ইত্যাদি গুণবতী হইয়াও সাক্ষাৎ রতিকলারূপে বিরাজ করিতেছেন।"

শ্রীমতীর আর একটি নাম—'**করুণাবিদ্রবদ্দেহা**' অর্থাৎ 'করুণায় যাঁহার দেহ পর্যন্ত বিগলিত।' করুণা একপ্রকার চিত্তধর্মবিশেষ। অন্যের দুঃখ-দুর্দশা দর্শনে চিত্তের যে বিগলিতাবস্থা, তাহাকেই 'করুণা' বলা হয়। সুতরাং করুণার উদ্রেকে চিত্ত বিগলিত হওয়ার কথাই জানা যায়, দেহবিগলিত হওয়ার কথা শোনা যায় না। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর করুণার এক অদ্ভুত সমাচার বিশ্বজগতে আনয়ন করিয়াছেন। **করুণায় শ্রীরাধার দেহটি পর্যন্ত বিগলিত!** বিশ্বজীবকে প্রেমদানেই ঐশীকৃপার যথাযথ সাফল্য। শ্রীমতীর দেহটি করুণায় বিগলিত বলিয়া শ্রীরাধার দর্শনমাত্রেই সাধনার কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই দর্শকের প্রেমোদয় হইয়া থাকে। এই মহাপ্রভুর কলিতে এই সত্যটি মানবের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর অঙ্গকান্তি লইয়াই গৌর হইয়াছেন। করুণায় বিগলিত শ্রীরাধার দেহকান্তি দেখাইয়াই গৌর বিশ্বমানবকে বিনা সাধনায় প্রেমদানে ধন্য করিয়াছেন। ইহা 'করুণাবিদ্রবদ্দেহা' শ্রীরাধারাণীরই করুণা, শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব করুণা নহে। কারণ শ্রীকৃষ্ণকৃপা মানসধর্ম বলিয়া প্রেমদানের

জন্য যথাকথঞ্চিৎ সাধনের অপেক্ষা রাখেই, কিন্তু শ্রীরাধার করুণা দেহধর্ম বলিয়া ইহাতে সাধনের কোন অপেক্ষা নাই।

শ্রীরাধার অপর একটি নাম—**'মূর্ত্তিমন্মাধুরীঘটা'** 'অনন্ত মাধুরী যেন মূর্তিমতী হইয়া শ্রীরাধারূপে বিরাজ করিতেছেন।' 'মাধুরী' এবং 'মাধুর্য' এক পর্যায়বাচীশব্দ। "মাধুর্য্যমসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহরং স্বাভাবিকরূপগুণলীলাদিসৌষ্ঠবম্" (শ্রীজীবপাদ)। 'অসমোর্দ্ধ সর্বমনোহর স্বাভাবিক রূপ, গুণ, লীলাদির সৌষ্ঠব বা সুচারুতাকেই মাধুর্য বা মাধুরী বলা হয়।' অসমোর্দ্ধ রূপ, গুণ, লীলা-মহোদধি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন পর্য্যন্ত যে রাধারাণীর রূপ, গুণ, লীলাদির সুচারুতায় বিমোহিত হইয়া থাকেন! আনন্দময়ের আনন্দমূর্ছা পর্যন্ত জাগাইয়া থাকে—শ্রীরাধার রূপ-গুণাদির সৌষ্ঠব! তিনি স্বয়ং অনুভব করিয়া থাকেন তাঁহা-অপেক্ষা শ্রীরাধার রূপ-গুণাদির আধিক্য !!

"আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব। একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার। অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-সাম্য নাহি যার ॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ। মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ ॥
যদ্যপি আমার রসে জগত সুরস। রাধার অধররস আমা করে বশ ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল। রাধিকার স্পর্শ আমা করে সুশীতল ॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু। রাধিকার রূপ-গুণ আমার জীবাতু ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ব্রজে যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের অনুভব প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—'মাধুর্যমেব নু' ইনি কি সাক্ষাৎ মাধুর্য? সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকুণ্ডতীরে শ্রীরাধারাণীকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—'সাক্ষাৎ বা কিমু মাধুরী তনুমতী?' 'ইনি কি সাক্ষাৎ মূর্তিমতী মাধুরী?' অতএব শ্রীরাধারাণী মাধুর্যের সাম্রাজ্ঞী। তাই তাঁহার 'মূর্ত্তিমন্মাধুরীঘটা' নামের যথার্থ সার্থকতা।

"শ্রীমাধব-মাধবীর প্রাণকোটী প্রেষ্ঠ।
মাধবের কীর্ত্তি শুনি হয় প্রেমাবিষ্ট ॥
শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ-তরঙ্গে রাধিকার।
হাস্যামৃত বুদ্‌বুদ অতি চমৎকার ॥" ২৫ ॥

"জগতের পুঞ্জীভূত লজ্জা বৈদগধী।
শ্রীরাধার শ্রীবিগ্রহে লিপ্ত নিরবধি ॥
করুণা গুণেতে সদা দ্রবীভূত অঙ্গ।
মাধুর্যের ঘটা মূর্ত্তি কিশোরী বরাঙ্গ ॥" ২৬ ॥

জগদ্‌গুণবতীবর্গ-গীয়মান-গুণোচ্চয়া।
শচ্যাদি-সুভগাবৃন্দ-বন্দ্যমানোরুসৌভগা ॥ ২৭ ॥
বীণাবাদন-সঙ্গীত-রাসলাস্য-বিশারদা।
নারদ প্রমুখোদগীত জগদানন্দি-সদ্‌যশাঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—বিশ্বের গুণবতীগণ যাঁহার গুণাবলী কীর্তন করেন (৬৯) শচী প্রভৃতি সৌভাগ্য-শালিনী স্ত্রীগণও যাঁহার বিপুল সৌভাগ্যের বন্দনা করিয়া থাকেন (৭০) ॥ ২৭ ॥

বীণাবাদ্য, সঙ্গীত ও রাসনৃত্যে যিনি অতি সুনিপুণা (৭১) নারদাদি প্রমুখ মুনিগণ যাঁহার জগদানন্দি সুনির্মল যশোগান করিয়া থাকেন (৭২) ॥ ২৮ ॥

টীকা—জগদিতি। জগতি যে গুণবতীবর্গাস্তৈর্গীয়মাণো গুণোচ্চয়ো গুণসমূহো যস্যাঃ সেত্যে-কম্। শচ্যাদি সুভগাবৃন্দেন বন্দ্যমানম্। স্তূয়মানমুরু মহৎ সৌভগং যস্যাঃ সেতি চৈকমত্র দ্বে ॥ ২৭ ॥

বীণেতি। বীণাবাদনঞ্চ সঙ্গীতঞ্চ রাসলাস্যং নৃত্যঞ্চ এষু বিশারদা নিপুণেত্যেকম্। নারদ-প্রমুখৈরুদগীতং জগদানন্দি-সদ্‌যশো যস্যাঃ সেত্যেকমিত্যত্র দ্বে ॥ ২৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ সপ্তবিংশ ও অষ্টবিংশ শ্লোকে শ্রীরাধারাণীর চারিটি নাম কীর্তন করিতেছেন। **'জগদগুণবতীবর্গগীয়মানগুণোচ্চয়া'** 'যাঁহার নিরুপম গুণাবলী বিশ্বের গুণবতীগণ গান করিয়া থাকেন।' মহাভাবময়ী শ্রীরাধা। তাঁহার গুণাবলী সবই মাদনাখ্য মহাভাব হইতে উত্থিত। এইজন্য অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার গুণাবলীর অন্ত পান না। "কৃষ্ণ যার অন্ত না পায় জীব কোন্ ছার।" (চৈঃ চঃ)। শ্রীকৃষ্ণের গুণ যেমন অনন্ত শ্রীরাধারাণীরও তদ্রূপ অনন্তগুণ। তথাপি মধুররসে পঞ্চবিংশতি গুণ বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়া থাকে। যথা—উজ্জ্বলনীলমণি-রাধাপ্রঃ—

> "মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা। চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিত মাধবা ॥
> সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা। বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা ॥
> লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী। সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী ॥
> গোকুলপ্রেমবসতিজগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ। গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতা বশা ॥
> কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা। বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥"

এই সব গুণাবলীর দৃষ্টান্ত শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে রাধাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য। শ্রীরাধারাণীর এই সব গুণাবলী বিশ্বের গুণবতীগণ গান করিয়া থাকেন। মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণ এইসব গুণাবলী সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। রুক্মিণী, সত্যভামাদি দ্বারকার মহিষীগণও গান করেন, তবে তাঁহাদের অতিশয় চমৎকৃতিজনক হইলেও সাক্ষাৎ অনুভবের উপায় নাই। অন্যান্য গুণবতীগণ নিজ নিজ সত্ত্বানুসারে শ্রীরাধার গুণাবলী শ্রবণ-কীর্তনাদি করিয়া থাকেন। শ্রীমতীর 'জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ' অর্থাৎ 'সমস্ত বিশ্ব যাঁর যশে ব্যাপ্ত' এই গুণটির দৃষ্টান্তে শ্রীউজ্জ্বলে লিখিত আছে—

"উৎফুল্লং কিল কুর্ব্বতী কুবলয়ং দেবেন্দ্রপত্নীশ্রুতৌ
কুন্দং নিক্ষিপতী বিরিঞ্চিগৃহিণী রোমৌষধিহর্ষিণী।
কর্ণোত্তংসসুধাংসু রত্নসকলং বিদ্রাব্য ভদ্রাঙ্গি তে
লক্ষ্মীমপ্যধুনা চকার চকিতাং রাধে যশঃকৌমুদী॥"

শ্রীপৌর্ণমাসী শ্রীরাধারাণীর প্রতি বলিলেন, 'হে রাধে! তোমার যশশ্চন্দ্রিকার কি আশ্চর্য প্রভাব! ইহা নিখিল বিশ্বরূপ কুমুদ-কুসুমকে উৎফুল্ল করিতেছে। দেবেন্দ্রপত্নী শচীর কর্ণে পতিত হইয়া কুন্দপুষ্পের ভ্রান্তি জন্মাইতেছে। ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রীর রোমরূপ ঔষধির হর্ষ বিধান করিতেছে। হে ভদ্রাঙ্গি! তোমার যশঃচন্দ্রিকাদ্বারা কর্ণভূষণস্থ চন্দ্রকান্তমণিখণ্ড দ্রবীভূত দর্শনে বৈকুণ্ঠবাসিনী কমলাও চকিতা হইয়াছেন।' এই দৃষ্টান্তে নিখিল বিশ্বের আনন্দদায়ক শ্রীরাধার গুণাবলী শচী হইতে সাবিত্রীর এবং তাঁহা অপেক্ষাও লক্ষ্মীদেবীর অধিক আস্বাদ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ শ্রীমতী "কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেমরত্নের আকর। অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ-কলেবর॥" (চৈঃ চঃ)।

শ্রীমতীর আর একটি নাম—**'শচ্যাদিসুভগাবৃন্দ-বন্দ্যমানোরুসৌভগা'** অর্থাৎ 'শচী প্রভৃতি সৌভাগ্যশালিনী রমণীগণ যাঁহার-বিপুল সৌভাগ্যের বন্দনা করিয়া থাকেন।' শ্রীমতী রাধারাণী স্বয়ং-ভগবতী, অনন্ত কমলাগণের মূলাশ্রয়স্বরূপা; শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াশিরোমণি সুতরাং তাঁহার সৌভাগ্যের কি সীমা পরিসীমা আছে? যাঁহার যে পরিমাণ কৃষ্ণপ্রেম, সেই পরিমাণেই তাঁহার সৌভাগ্য। "প্রেমময়—বপু কৃষ্ণ ভক্ত প্রেমাধীন। শুদ্ধপ্রেমরস-গুণে-গোপিকা প্রবীণ॥" এই গোপিকাগণের মধ্যেও শ্রীরাধা-রাণী সকলের শ্রেষ্ঠা, একমাত্র ইঁহারই পরম মহান্ প্রেম। সুতরাং শচী প্রভৃতি সৌভাগ্যবতীগণও ইঁহার বন্দনা করিয়া থাকেন। শচীদেবীর আর কথা কি, তিনি তো জীবকোটির মধ্যে; কিন্তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণই শ্রীরাধার সৌভাগ্যের বন্দনা ও কামনা করিয়া থাকেন।

"যাঁহার সৌভাগ্যগুণ-বাঞ্ছে সত্যভামা। যাঁর ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী। যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার। তাঁর গুণ-গণিবে কেমনে জীব ছার?" (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধার অপর একটি নাম—**'বীণাবাদন-সঙ্গীত রাসলাস্যবিশারদা'** 'যিনি বীণাবাদ্য, সঙ্গীত ও রাসনৃত্যে অতিশয়—সুনিপুণা' শ্রীরাধারাণী বাদ্য, গীত, নৃত্য প্রভৃতি সঙ্গীতবিদ্যায় বা গান্ধর্ববিদ্যায় অতি সুনিপুণা এইজন্যই তাঁহার একটি নাম 'গান্ধর্বা', ইহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণী বাদ্য, নৃত্য, সঙ্গীত-বহুল রাসলীলারদ্বারা রাসরসিক শ্রীশ্যামসুন্দরের অতুলনীয় সেবা-বিধান করিয়া থাকেন। "রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস। বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস॥ কৈশোর-বয়স, কাম, জগত-সকল। রাসাদিলীলায় তিন করিল সফল॥" (চৈঃ চঃ)। শৃঙ্গাররসঘনমূরতি শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণের সহিত যে সকল শৃঙ্গাররসময় লীলা করিয়াছেন তন্মধ্যে রাসলীলাই আদি বা প্রধান এবং যেসব ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গে রাসাদি লীলা করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীরাধিকাই সকলের আদি

ধা প্রধান। কারণ বলা হইয়াছে—'সম্যক্ সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা। রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥' (চৈঃ চঃ)। সর্বগোপীজনশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধারাণীর সহিত যে রাসাদি বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কৈশোরবয়সকে, মদনকে এবং সারা বিশ্বকে সফল করিয়াছেন, সেই রাসাদি লীলায় বীণাবাদ্য, সঙ্গীত ও নৃত্যেরই প্রাচুর্য। তাই ঐসব বিদ্যায় শ্রীরাধার অসাধারণ নৈপুণ্য।

শ্রীমতীর আর একটি নাম—'**নারদপ্রমুখোদগীত-জগদানন্দি-সদ্‌যশা**' 'নারদাদি প্রমুখ ঋষিগণ যাঁহার জগদানন্দি নির্মল যশোগান করিয়া থাকেন।' প্রেম যতই আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাসনাশূন্য ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখভাবনাপর হইয়া থাকে, ততই প্রেমের নৈর্মল্য এবং প্রেমিকের যশঃও সেই পরিমাণেই সুনির্মল ও জগদানন্দপ্রদাতা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সুখবাসনায় তন্ময় ব্রজগোপীগণের প্রেমের নৈর্মল্য সর্বাধিক।

"আত্মসুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥
কৃষ্ণ-লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ-সুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধার প্রেমে নির্মলতার পরাকাষ্ঠা। "না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হয় মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥" (ঐ) এইকথা শ্রীরাধার ভাব বুকে লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলিতে পারিয়াছেন। বিশুদ্ধ ব্রজের প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, আত্মসুখের যাঁহা নাহি গন্ধ।" ইহাও ঐ প্রাসঙ্গিক উক্তি। শ্রীরাধার সুনির্মলপ্রেমকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলা হইয়াছে।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বহুস্থানে দেবর্ষিনারদ শ্রীরাধাকে পরাশক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মহর্ষি পরাশর সেই পরাশক্তিকে বাক্যমনের অগোচর, কেবল ভাগবত-পরমহংসগণের অনুভবাত্মক জ্ঞানের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরমহংস-শিরোমণি শ্রীপাদ শুকমুনি সর্বলীলামুকুটমণি শ্রীশ্রীরাসলীলা-বর্ণনায় যাঁহার জগদানন্দী সদ্‌যশ অশেষ-বিশেষ-প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও সাক্ষাদ্‌ভাবে শুকমুনি 'রাধা' এই নামটি উল্লেখ করেন নাই, তবু পুরাণান্তরের সঙ্গতি লইয়া তিনি যে শ্রীরাধাই, ইহা বুঝিতে কাহারো অসুবিধা থাকে না। শুকমুনির 'রাধা' নাম উল্লেখ না করার কারণও যে রাধার প্রেমের নৈর্মল্যই ইহা স্পষ্টতঃ বৃহদ্ভাগবতামৃতে বর্ণিত রহিয়াছে। অর্থাৎ রাধানামের উচ্চারণে শ্রীরাধার বিশেষ স্মৃতিতে শুকমুনি এতই বিহ্বল হইয়া পড়িতেন যে, মাত্র সপ্তদিবস যাঁহার আয়ুঃ সেই পরীক্ষিত মহারাজকে হয়ত তাঁহার ভাগবত-শ্রবণ করানো সম্ভবপরই হইত না।

"ভুবন-মণ্ডলে যত গুণবতীগণ। শ্রীরাধার গুণরাশি করেন কীর্ত্তন ॥
ইন্দ্রপত্নী করি যত সৌভাগ্যশালিনী। রাধার সৌভাগ্য বন্দে দিবস-রজনী ॥" ২৭ ॥
"বীণা-বাদ্যে বিশারদা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা। শ্রীরাসমণ্ডলে নৃত্যে সঙ্গীতে নিপুণা ॥
নারদাদি মুনিগণ পুলকের ভরে। রাধার জগদানন্দী যশঃ গান করে ॥" ২৮ ॥

গোবর্দ্ধনগুহা-গেহগৃহিণী কুঞ্জমণ্ডনা।
চণ্ডাংশুনন্দিনী-বদ্ধভগিনীভাববিভ্রমা ॥ ২৯ ॥
দিব্য-কুন্দলতা-নর্ম্মসখ্যদাম-বিভূষিতা।
গোবর্দ্ধনধরাহ্লাদি-শৃঙ্গাররসপণ্ডিতা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যিনি গোবর্ধন-গিরিস্থিত গুহা-গৃহের গৃহিণী (৭৩) যাঁহার আগমনে কুঞ্জগৃহ বিভূষিত হয় (৭৪) যমুনাদেবীর প্রতি যাঁহার ভগ্নীভাবত্ব প্রতীত হয় (৭৫) ॥ ২৯ ॥

শ্রীকুন্দলতার সুন্দর নর্ম-সখ্য-দামে যিনি বিভূষিতা (৭৬) গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের সুখদ শৃঙ্গার-রসে যিনি সুপণ্ডিতা (৭৭) ॥ ৩০ ॥

টীকা—গোবর্দ্ধনেতি। গোবর্দ্ধনগুহাসু যদ্‌গেহং তত্র গৃহিণী গোবর্দ্ধনগুহাগেহস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গৃহিণীতি বেত্যেকম্। কুঞ্জং মণ্ডয়তি স্বগমনেন ভূষয়তীতি কুঞ্জমণ্ডনেত্যেকম্। চণ্ডাংশুনন্দিন্যাং সূর্যকন্যায়াং যমুনায়াং বদ্ধো ভগীনীভাবস্ত ভগীনীত্বস্য বিভ্রমো ভ্রান্তির্যয়া সেতি চৈকমেবমত্র ত্রীণি। বিভ্রমো ভ্রান্তি হাবয়োরিতি মেদিনী ॥ ২৯ ॥

দিব্যেতি। দিব্যে সুন্দরে যে কুন্দলতায়া নর্ম্মসখ্যে তে এব দাম তেন ভূষিতেত্যেকম্। গোবর্দ্ধনধরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আহ্লাদী যঃ শৃঙ্গাররসস্তত্র পণ্ডিতা। ইত্যেকমিতি দ্বে। বিবক্ষিতার্থ প্রতিপাদকত্বেনৌচিত্যাৎ শৃঙ্গারস্য শব্দবাচ্যতা রূপদোষোঽদোষ এব ॥ ৩০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই দুইশ্লোকে শ্রীমতীর পাঁচটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর একটি নাম **'গোবর্দ্ধনগুহাগেহগৃহিণী'** অর্থাৎ 'গিরিরাজ গোবর্ধনের গুহা-গৃহের গৃহিণী শ্রীমতী রাধারাণী।' হরিদাসবর্য গিরিরাজ গোবর্ধন শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাসের নিমিত্ত মণিমন্দির-অপেক্ষাও রমণীয় গুহা নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল নির্জন-গুহায় বিলাসিযুগলের অতি অদ্ভুত বিলাস সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই সকল রত্নময় গুহায় বিলাসিযুগলের সেবার জন্য হরিদাসবর্য শ্রীগিরিরাজ রত্নপালঙ্ক, মণিপ্রদীপ, মণিদর্পণ, সুবর্ণের জলঝারি, মণিময় তাম্বূলসম্পুট, ব্যজনাদি সবই রাখিয়াছেন। সুদক্ষা গৃহিণী যেমন গৃহের আসবাব-পত্রাদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া যথাস্থানে সুসজ্জিত করিয়া রাখেন, অন্যের অলক্ষিত রহস্যময় সেই সব নির্জনগুহায় প্রাণ-কান্তের সেবার নিমিত্ত শ্রীরাধারাণীও বিলাসোপকরণসমূহ যথাস্থানে উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিয়া রাখেন। তাই তাঁহার 'গোবর্দ্ধনগুহাগেহ-গৃহিণী' নামের সার্থকতা।

শ্রীমতীর অপর একটি নাম—**'কুঞ্জমণ্ডনা'** অর্থাৎ 'যাঁহার আগমনে কুঞ্জগৃহ বিভূষিত হয়। দ্বারকার রুক্মিণী-সত্যভামাদি মহিষীগণের মত বা অযোধ্যার সীতাদেবীর মত নিজ-সুখ-সদনেই ব্রজকান্তাগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন-বিলাসাদি হয় না। শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দিনী-শক্তি হইলেও যোগমায়া-কর্তৃক পরকীয়াভিমানে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া বহুবার্যমাণতা, প্রচ্ছন্নকামতা ও

দুর্লভতার ভিতর দিয়াই ব্রজকান্তাগণের প্রাণনাথের সঙ্গে মিলন-বিলাসাদি হইয়া থাকে। তাই নির্জন বৃন্দাবনের কুঞ্জমন্দিরেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ও বিলাসাদি হয়। অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যবতী শ্রী-রাধারাণী কখনো উৎকণ্ঠাভরে অভিসার করিয়া কুঞ্জে প্রাণনাথের জন্য প্রতীক্ষা করেন, শ্রীকৃষ্ণও উৎকণ্ঠা-ভরে কুঞ্জে আগমন করিয়া দেখেন যেন নিকুঞ্জদেবী কুঞ্জগৃহকে বিভূষিত বা উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। কখনো বা শ্রীকৃষ্ণই কুঞ্জে অভিসার করিয়া শ্রীরাধারাণীর জন্য অনন্ত প্রতীক্ষা লইয়া বসিয়া থাকেন। প্রিয়াজীর অভাবে তাঁহার সবই শূন্য বলিয়া মনে হয়। ইত্যবসরে শ্রীমতী কুঞ্জে আগমন করিলে তাঁহার রূপে, গুণে, প্রেমে যেন শূন্যকুঞ্জগৃহ পরম সুশোভিত হইয়া উঠে শ্রীপাদ রাধারাণীর নিত্যকিঙ্করী, শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে ছায়ার মত অবস্থান করেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের অনুভবের মধ্যদিয়াই 'কুঞ্জমণ্ডনা' নামটি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরাধার অপর একটি নাম—**'চণ্ডাংশুনন্দিনীবদ্ধভগিনীভাববিভ্রমা'** 'যমুনাদেবীর প্রতি যাঁহার ভগ্নীভাবত্ব প্রতীত হয়।' শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিচিত্র মধুর রাসাদি বিহার শ্রীযমুনার তটেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাসবিলাসান্তে যমুনাতে শ্রীশ্রীরাধামাধবের অপূর্ব জলবিহার লীলা হয়। মহাভাগ্যবতী যমুনা শ্রীশ্রীরাধামাধবের এই সব শৃঙ্গাররসময় বিবিধ লীলার দর্শন ও স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইয়া থাকেন। শ্রীরাধামাধবের নানাবিধ লীলার সহায়কারিণী বলিয়া শ্রীমতীর যমুনাতে ভগ্নীভাবত্ব প্রতীত হয়।

শ্রীরাধার পিতামহের নাম মহীভানু, পিতার নাম বৃষভানু, পিতৃব্যগণের নাম রত্নভানু, সুভানু ও ভানু এবং পিতৃস্বসার নাম ভানুমুদ্রা। সকলের নামের সঙ্গেই 'ভানু' শব্দের যোগ থাকায় সূর্যদেব ইঁহাদের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়াই মনে করেন। শ্রীরাধারাণী 'বৃষভানুজা' অর্থান্তরে জ্যৈষ্ঠমাসের সূর্য হইতে উৎপন্না। সুতরাং রাধারাণীতে চণ্ডাংশু বা সূর্যের কন্যাভাবত্ব প্রতীত হয় এবং রাধা-রাণীরও সূর্যে পিতৃবৎ পূজ্যবুদ্ধি হইয়া থাকে। এইজন্যও সূর্যকন্যা যমুনাতে শ্রীরাধারাণীর ভগ্নীভাব হইয়া থাকে।

শ্রীমতীর আর একটি নাম—**'দিব্যকুন্দলতানর্মসখ্যদামবিভূষিতা'** 'যিনি শ্রীকুন্দলতার সুন্দর নর্ম সখ্যরূপমাল্যে সুশোভিতা।' কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃজায়া, শ্রীরাধার পরম-প্রিয় সখী। সর্বদা নন্দীশ্বরে থাকিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিবিধ লীলার সহায়তা করেন কুন্দলতা। শ্রীরাধারাণীর নর্মসখ্যে কুন্দলতার অনন্যসাধারণ ভূমিকা রহিয়াছে। শ্রীরাধারাণীকে নিত্য শ্রীকৃষ্ণের রন্ধনের নিমিত্ত যাবট বা বর্ষাণ হইতে নন্দীশ্বরে আনয়নে এবং পুনরায় তথায় জটিলা বা মুখরার হস্তে তাঁহাকে প্রত্যর্পণে, কুণ্ডমিলন লীলায় পুষ্প-চয়ন, বংশীহরণ, বিলাস, বন্যবিহার, জলক্রীড়া, পাশাক্রীড়া, সূর্যপূজা ইত্যাদি লীলায় কুন্দলতার নর্মসখ্যের এক একটি অপূর্ব ও সরস ভূমিকা থাকে। তদ্রূপ রাত্রিলীলায় বৃন্দাবনে রাসাদি বিহারেও কুন্দলতার নর্ম-সখ্যের অনন্য-ভূমিকা বিদ্যমান। তাই শ্রীরাধারাণী যেন সততই কুন্দলতার নর্মসখ্যরূপমাল্যে বিভূষিতা বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীমতীর অপর একটি নাম—**'গোবর্দ্ধনধরাহ্লাদিশৃঙ্গাররসপণ্ডিতা'** 'গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ-দায়ক শৃঙ্গাররসে যিনি সুপণ্ডিতা।' অপ্রাকৃত সর্বরস-কদম্বমূর্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তৈত্তিরীয়শ্রুতি যাঁহাকে 'রসো বৈ সঃ' এবং ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ যাঁহাকে 'সর্বরসঃ' বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। তিনিই সকলরসের পূর্ণতম আশ্রয়। তাঁহা হইতে রসকণিকা নিস্যন্দিত হইয়া অন্যান্য বস্তুকেও রসময় করিয়া তুলে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।' সাক্ষাৎ রসস্বরূপ হইয়াও যুগপৎ তিনি রসের আস্বাদক, যেমন মধু ও ভ্রমর। ভক্তের ভক্তিরসাস্বাদনে তিনি চিরলোলুপ। বিশেষতঃ পরম ও চরম রসঘনরূপে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য নব-নব লীলায় স্বীয়শক্তিগণের সহিত যে শৃঙ্গাররসাস্বাদন করিয়া থাকেন, তাহাতেই রসাস্বাদনের অবধি। সর্বোপরি উজ্জ্বলরসের শ্রেষ্ঠতম আধার মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীর শৃঙ্গাররসাস্বাদনেই শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসাস্বাদনের পরাকাষ্ঠা। যিনি ব্রজ-লীলায় গিরিরাজ গোবর্ধনের ন্যায় মহাশৈলকে বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে অনায়াসে সপ্তদিবস ধারণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীরাধারাণীর অপার গম্ভীর ও নিত্য নব-নব ভাবতরঙ্গসমাকুল মধুরারতি রস-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন! কোন্ কৃতী তাহার বর্ণনে সমর্থ হইবে? শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্ব্বিগাহতাম্।
স্পৃষ্টঃ পরঃ তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো ময়া ॥" (উঃ নীঃ)

অর্থাৎ 'এই মধুররসসিন্ধু অতল, অপার ও দুর্বিগাহ্য। কেহই ইহার সীমা নির্ধারণে সমর্থ নহেন। আমি কেবল ঐ বিশাল রসসিন্ধুর তটে দাঁড়াইয়া একটিমাত্র অঙ্গুলীদ্বারা উহার এক কণিকা উত্তোলন করিয়া নিজ জিহ্বায় প্রদান করিয়া ধন্য হইয়াছি মাত্র।' এইখানেই শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহাতে ব্রজের মধুররসের বিশালত্ব ও রহস্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে এই মধুররসাস্বাদনদানে পরম সুপণ্ডিতা শ্রীরাধারাণী নিয়ত তাঁহাকে পরমানন্দ-সিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে দৃষ্ট হয়—

"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন্ বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥
রাধিকার প্রেমগুরু আমি শিষ্য নট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥" (চৈঃ চঃ)

"গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন-গুহার গৃহিণী। কুঞ্জ আলো করে রাই রাজার নন্দিনী ॥
রবিসুতা যমুনায় রাধা-বিনোদিনী। ভগিনী ভাবেতে সদা বিভ্রমশালিনী ॥" ২৯ ॥
"কুন্দলতার দিব্য-নর্ম-সখ্যেতে সর্ব্বদা। বিভূষিতা শ্রীরাধিকা বৃষভানু-সুতা ॥
শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদক শৃঙ্গার-রসেতে। সুপণ্ডিতা গান্ধর্ব্বিকা বিচিত্র রূপেতে ॥" ৩০ ॥

গিরীন্দ্রধর-বক্ষঃশ্রীঃ শঙ্খচূড়ারিজীবনম্।
গোকুলেন্দ্রসুত প্রেমকামভূপেন্দ্রপত্তনম্ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে যিনি নিরতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (৭৮) যিনি শঙ্খচূড়ারি শ্রীকৃষ্ণের জীবনস্বরূপ (৭৯) গোকুলেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপ মদনরাজের যিনি নিবাসস্থান (৮০) ॥ ৩১ ॥

টীকা—গিরীতি। গিরীন্দ্রধরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ষসি শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ শ্রীরূপা বেত্যেকম্। শঙ্খ-চূড়ারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য জীবনমিত্যেকম্। গোকুলেন্দ্রসুতস্য শ্রীনন্দনন্দনস্য প্রেম্ণা যঃ কামোঽভিলাষঃ স এব-ভূপস্তস্য পত্তনং নিবেশ-স্থানমিত্যেকমিত্যত্র ত্রীণি ॥ ৩১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার এই শতনামস্তোত্রে প্রেমময়ীর অদ্ভুত নামাবলী কীর্তন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার মধুর কাব্য-তরঙ্গিণী ভাবতরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে রাধারসসিন্ধুর সহিত মিলনের জন্য তীব্রগতিতে অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে! কৃষ্ণানুরাগে দীপ্তিমতী মাধুর্যময়ী শ্রীরাধার প্রেমের বা দিব্যমধুরমত্ততাজনক মাদনাখ্য মহাভাবের যে অপূর্ব রসবৈচিত্রী বা বৈদগ্ধী তাহাই তাঁহার অভিনব নামামৃতরূপে রসিকভক্তগণের আস্বাদ্য হইয়াছে!

শ্রীপাদ প্রেমময়ীর একটি নামোল্লেখ করিতেছেন—**'গিরীন্দ্রধরবক্ষঃ-শ্রীঃ'** গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে যিনি নিরতিশয় শোভা-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' সচ্চিদাঘনমূরতি অনন্ত সৌন্দর্যমাধুর্যময় শ্রী-কৃষ্ণের বক্ষে প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর শোভা কি অপূর্ব! ইহার কোন তুলনাই বিশ্বে নাই। মহাকবিগণ তুলনা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াও বিফলকাম হইয়াছেন। কারণ বিশ্বের সবই পঞ্চভূতের বিকার। সেই আনন্দঘনমূরতি শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রেমঘনমূরতি শ্রীরাধার দৃষ্টান্ত কি জগতে সম্ভব? কেহ বলেন—যেন নীল-কান্তমণিতে স্বর্ণকান্তমণি জড়িত, কিন্তু সে যে কঠিন, এ তো অতি কোমল। কোমলতার সামঞ্জস্য রাখিয়া কেহ বলেন—যেন নীলকমলে স্বর্ণকমলিনী সুশোভিতা, কিন্তু কমল তো রাত্রিকালে সঙ্কুচিত হয়; এ তো দিবারাত্র সমান প্রকাশ। কেহ বলেন—যেন নবমেঘে বিজুরীলতা জড়িতা, কিন্তু সে তো চপলা, এ তো স্থিরা। স্থিরতার সামঞ্জস্য রাখিয়া কেহ বলেন—যেন নবতমালে স্বর্ণলতা বিজড়িতা, কিন্তু সে তো স্থাবর। সব দৃষ্টান্তই সেখানে ব্যর্থ। মহাজনগণ বিশ্বমানবকে যুগলরূপের কিঞ্চিৎ ধারণা দেওয়ার নিমিত্ত ঐ সব তুলনা দিয়াও বলিয়াছেন সেইরূপ নিরুপম!

"দুঁহু মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা। কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা ॥
নব-গোরোচনা গোরী কানু ইন্দিবর। বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর ॥
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল। নবঘনমাঝে যেন বিজুরি পশিল ॥
রাই-কানুরূপের নাহিক উপাম। কুবলয় চান্দ মিলল এক ঠাম ॥
রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর। দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীমতীর আর একটি নাম—**'শঙ্খচূড়ারিজীবনম্,'** 'যিনি শঙ্খচূড়ারি শ্রীকৃষ্ণের জীবন-স্বরূপ।' হোরিকা-লীলার রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব ব্রজসুন্দরীগণের সহিত বৃন্দাবনে বিহার করিতেছিলেন, ইত্যবসরে কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় নামক যক্ষ ব্রজসুন্দরীগণকে চালিত করিয়া উত্তরদিকে লইতেছিল। গোপীগণ ব্যাকুলভাবে রোদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে নিধন করিয়া তাহার শিরোমণি স্যমন্তক গ্রহণপূর্ব্বক বলদেবের হস্তে প্রদান করেন। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধার নিকট মধুমঙ্গলের হস্ত দিয়া উপহাররূপে প্রেরণ করেন। সেই শঙ্খচূড়ারি শ্রীকৃষ্ণের জীবন-স্বরূপা শ্রীরাধা। শ্রীরাধার অনুভবই তাহার প্রমাণ।

"কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ। এক জিউ বিহি সে গঢ়ল ভিন দেহ॥
কহিল কাহিনী পুছয়ে কত বেরি। না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি॥
বিনি মঝু দরশ পরশে নাহি জীব। মো বিনু পিয়াসে পানি নাহি পীব॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পাই। চীবহি বিনু তাম্বূল নাহি খাই॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ। মানভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সঙে কাহিনী না সহে পরাণ। আন সম্ভাষণে হরয়ে গেয়ান॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বর নারি। তোহারি পরশ রসে লুবধ মুরারি॥" (পদকল্পতরু)

অথবা 'জীবয়তীতি জীবনম্' শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা-বিরহ উপস্থিত হইলে শ্রীরাধারাণী-ব্যতীত অন্যান্য শতকোটি ব্রজবালাও তাঁহার প্রাণে সান্ত্বনা দান করিতে সমর্থ হন না। কবি জয়দেবের বসন্তরাসই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের শতকোটি গোপীর সঙ্গে মিলন-দর্শনে শ্রীরাধিকা মান করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সকলকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে গমন করিলেন। "কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী॥" কিন্তু কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া কন্দর্পশরাঘাতে ব্যথিতচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটবর্ত্তি কুঞ্জে শ্রীরাধার নিমিত্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥"

"ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীমতীর আর একটি নাম—**'গোকুলেন্দ্রসুতপ্রেম-কামভূপেন্দ্রপত্তনম্,'** 'শ্রীনন্দনন্দনের প্রেমরূপ কন্দর্পরাজের যিনি নিবাসস্থান।' ব্রজে গোপিকাগণের সুনির্ম্মল প্রেমই 'কাম' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্। ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥" 'ব্রজরামাগণের অনন্যসাধারণ প্রেমই 'কাম' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উদ্ধবাদি ভগবৎপ্রিয় মহামনীষিগণও

বৃষবিধ্বংস-নর্ম্মোক্তি-স্বনির্ম্মিত-সরোবরা।
নিজকুণ্ডজলক্রীড়াজিত-সঙ্কর্ষণানুজা ॥ ৩২ ॥
মুরমর্দ্দন-মত্তেভ-বিহারামৃতদীর্ঘিকা।
গিরীন্দ্রধর-পারীন্দ্ররতি-যুদ্ধোরুসিংহিকা ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—বৃষাসুর-হন্তা শ্রীকৃষ্ণের নর্মোক্তিতে যিনি নিজ সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড নির্মাণ করিয়াছেন (৮১) নিজকুণ্ডে জলক্রীড়ায় যিনি বলদেবানুজ শ্রীকৃষ্ণকে পরাভূত করিয়াছেন (৮২) ॥ ৩২ ॥

মুরারী শ্রীকৃষ্ণরূপ মত্তহস্তির বিহারের যিনি অমৃতসরোবর (৮৩) গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণরূপ সিংহের সহিত রতিযুদ্ধে যিনি সিংহিকা (৮৪) ॥ ৩৩ ॥

টীকা—বৃষেতি। বৃষবিধ্বংসস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নর্ম্মোক্ত্যা কৌতুকবাচা স্বস্মিন্নাত্মনি নির্ম্মিতং সরোবরং সাত্ত্বিকবিশেষঃ ঘর্ম্মপূরো যস্যাঃ সেত্যেকম্। নিজকুণ্ডে যা জলক্রীড়া তয়া জিতঃ পরাভূতঃ সঙ্কর্ষণস্যানুজঃ শ্রীকৃষ্ণো যয়া সেতি চৈকমেবাত্র দ্বে ॥ ৩২ ॥

মুরেতি। মুরমর্দ্দনঃ শ্রীকৃষ্ণএব মত্তেভঃ মত্তহস্তী তস্যা বিহারস্যামৃত-দীর্ঘিকা ইত্যেকম্। গিরীন্দ্রধরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব পারীন্দ্রঃ সিংহস্তস্য রতিযুদ্ধে উরু সিংহিকা ইতি চৈকমেবমত্র দ্বে ॥ ৩৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর একাশীতি হইতে চুরাশীতি চারিটি নামের প্রকাশ করিতেছেন দুইটি শ্লোকে। শ্রীমতীর একটি নাম—**'বৃষবিধ্বংস-নর্ম্মোক্তি-স্বনির্ম্মিত-সরোবরা'** অর্থাৎ 'অরিষ্টাসুর-হন্তা শ্রীকৃষ্ণের নর্মোক্তিতে যিনি নিজ-সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড নির্মাণ করিয়াছেন।'

ইহা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন মাত্র কিন্তু লাভ করিতে পারেন না।" ভক্তের প্রেম আত্মারাম ও আপ্তকাম শ্রীভগবানের অন্তরে কামনার তরঙ্গ জাগায়, ইহা ভক্তপ্রেমের স্বরূপসিদ্ধধর্ম। প্রেমের জাতি এবং পরিমাণানুরূপ সেই প্রেমরসাস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীভগবানের অন্তরে ব্যাকুলতা বা লালসা জাগিয়া থাকে। ব্রজগোপীগণের প্রেম বা অপ্রাকৃত কাম শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে বিপুল কন্দর্পোন্মাদনা জাগাইয়া থাকে। কিন্তু এই কন্দর্প কখনই প্রাকৃত নহে, তিনি স্বয়ং অপ্রাকৃত নবীন-মদন, তাঁহার অন্তরে প্রাকৃত মদনের কোন প্রভাব নাই। গোপীগণের শৃঙ্গাররসময়ী সেবাকাঙ্ক্ষা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে তাঁহাদের প্রেমসেবা গ্রহণের যে উদ্দামবাসনা জাগায়, তাহাকেই কন্দর্পোন্মাদনা বলা হইয়াছে। সেই কন্দর্পরাজের নিবাসস্থান বা মণিমাণিক্যাদি খচিত সুরম্য রাজভবনই শ্রীরাধা। শ্রীরাধারাণীকে আস্বাদন করাই ব্রজে শৃঙ্গারলীলার একমাত্র উদ্দেশ্য, অন্যান্য গোপীগণ তাহার পরিপুষ্টি-বিধান করিয়া থাকেন মাত্র। তাই শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসাস্বাদন বাসনার নিবাসস্থান শ্রীরাধাই। "কৃষ্ণের সকলবাঞ্ছা রাধাতেই রহে।" (চৈঃ চঃ)।

"গিরিধারী-বক্ষ-শ্রী কৃষ্ণ-প্রিয়তমা। শঙ্খচূড়ারি কৃষ্ণের প্রাণের প্রতিমা ॥
কাম-কলা-মহারাজ ব্রজেন্দ্রকুমার। প্রেমের নিবাস-স্থান শ্রীঅঙ্গ রাধার ॥" ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করিবার পর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে **'বৃষঘাতী'** বলিয়া পরিহাস করিতেছিলেন এবং পৃথিবীর সর্বতীর্থে স্নান করিয়া আসিলে তবে গোপীগণকে তিনি **স্পর্শ** করিতে পারিবেন বলিলেন। গোপীগণের কথা-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বামচরণের গোড়ালীর আঘাতে শ্যামকুণ্ড-নির্মাণ করিয়া তাহাতে সর্বতীর্থকে আহ্বান করিয়া স্নান করিলেন এবং তিনি এত বড় তীর্থ নির্মাণ করিলেন কিন্তু গোপীগণ ধর্ম-কর্মাদি রহিত বলিয়া তাঁহাদের পরিহাস করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধারাণীও একটি মনোহর কুণ্ড-নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং শ্যামকুণ্ডের পশ্চিমে সংলগ্ন ভূমিতে অরিষ্টাসুরের ক্ষুরাঘাতের বিশাল গর্ত দেখিতে পাইয়া সমস্ত সখীগণের সহিত স্বহস্তে তাহা-হইতে মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া দুইদণ্ডের মধ্যে একটি মনোহর কুণ্ড-খনন করিলেন। শ্রীরাধার কুণ্ডশোভা-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া শ্যামকুণ্ড হইতে সর্বতীর্থের জল আনিয়া শ্রীরাধারাণীর কুণ্ডকে পূর্ণ করিতে বলিলেন। শ্রীরাধিকা তখন শ্যামকুণ্ডের ঐ গোবধ-পাতক-লিপ্ত জল আনয়ন করিলে তাঁহাদের এত পরিশ্রম সব নিষ্ফল হইবে, তিনি সখীসঙ্গে মানসগঙ্গার পবিত্রজল আনয়ন করিয়া তাঁহার কুণ্ডপূর্ণ করিবেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে সর্বতীর্থরাজি শ্যামকুণ্ড হইতে উঠিয়া পরম ভক্তিভরে শ্রীরাধারাণীকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীরাধারাণী তাঁহাদের বর দিতে চাহিলে তীর্থগণ শ্রীরাধারাণীর কুণ্ডে থাকিবার বর চাহিলেন। শ্রীমতী তাঁহাদের নিজকুণ্ডে আসিতে আদেশ করিলে তীর্থগণ হর্ষোল্লাসে শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যস্থ ভিত্তি ভেদ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড পূর্ণ করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসোক্তিতেই সর্বতীর্থময় শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকাশিত হইলেন।

শ্রীমতীর আর একটি নাম—**'নিজকুণ্ডজলক্রীড়াজিত-সঙ্কর্ষণানুজা'** অর্থাৎ 'নিজকুণ্ডে জলক্রীড়ায় যিনি বলদেবানুজ শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিয়াছেন।' শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীরাধারাণীর অভিন্নস্বরূপ অতএব শ্রীকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধারাণীর মতই প্রিয়!

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥" (পদ্মপুরাণ)

'সমস্ত গোপীগণ হইতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া এবং শ্রীরাধা তাঁহার যেমন প্রিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডও তাঁহার তদ্রূপই প্রিয়।' "যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে। জলে জলকেলি করে—তীরে রাসরঙ্গে।" (চৈঃ চঃ)।

একদা মধ্যাহ্নে শ্রীকুণ্ডে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের জলক্রীড়া হইতেছে। শ্রীপাদ রঘুনাথ কিঙ্করীরূপে কুণ্ডতটে দাঁড়াইয়া স্ফুরণে জলক্রীড়া-দর্শন করিতেছেন। সখীগণ জলক্রীড়ার উপযোগী বসন পরিধান করাইয়াছেন। শ্রীরাধারাণীর অঙ্গে সাদা পাতলা শাড়ী ও শ্যামসুন্দরের অঙ্গেও শ্বেতবস্ত্র শোভা পাইতেছে। চারিদিকে সখীগণ আছেন, কুন্দলতা মধ্যস্থা। কিঙ্করীগণ তীরে দাঁড়াইয়া জলবিহার দর্শন করিতেছেন।

শ্রীরাধা-শ্যাম পরস্পরের অঙ্গে জলসিঞ্চন করিতেছেন। জলসেকে শ্রীমতীর শ্বেত-সূক্ষ্মবসন আর্দ্র হইয়া অঙ্গের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। শ্রীমতীর অঙ্গমাধুরী-দর্শনে শ্যাম বিবশ ! জলসিঞ্চনকালে শ্রীমতীর হস্তের কি শোভা, চুড়ির কি মধুর শব্দ ; নয়নের ও বদনের কি অপূর্ব সৌন্দর্য ! সব মিলিয়া শ্যামের দেহ-মনকে করিয়া তুলিয়াছে অনঙ্গশরে জর জর !! বলরামানুজের মত বীর পরাভব স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীরাধারাণীর জয়গানে, শ্রীকুণ্ড মুখরিত ! সখী মঞ্জরীগণ, কুণ্ডতীর ও নীরের পক্ষিগণ পর্যন্ত 'রাধে জয় রাধে জয়' কোলাহলে আনন্দোল্লাসে মত্ত। স্বামিনীর জয় অনুভব করিয়া শ্রীরঘুনাথ তাঁহার সার্থক নামটি প্রকাশ করিয়াছেন—'নিজকুণ্ডজলক্রীড়া জিতসঙ্কর্ষণানুজা'।

শ্রীমতীর একটি নাম—'মুরমর্দ্দনমত্তেভ-বিহারামৃতদীর্ঘিকা' অর্থাৎ 'যিনি মুরারী শ্রীকৃষ্ণরূপ মত্ত-হস্তীর বিহারের অমৃত-সরোবর।' শ্রীকৃষ্ণ অখিল-রসামৃতবারিধি—কিন্তু শৃঙ্গারেরই প্রাধান্য। তিনি যেন মূর্তিমান্ শৃঙ্গাররস। 'শৃঙ্গারঃ সখি ! মূর্ত্তিমানিব' (গীতগোবিন্দম্)। "মূর্ত্তিমান্ শরীরী শৃঙ্গার ইব শৃঙ্গাররস ইব" (টীকা—প্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ)। শ্রীকৃষ্ণ যেন দেহধারী অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসের মূর্তি। ব্রজসুন্দরীগণের আত্মেন্দ্রিয়সুখভাবনাশূন্য সুনির্মল প্রেম তাঁহার অন্তরে মধুররসাস্বাদনের অদম্য আকাঙ্খা জাগাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অখণ্ড শৃঙ্গাররসের মূর্তি, শ্রীরাধারাণী তদ্রূপ অখণ্ড মহাভাবের মূর্তি। অখণ্ড শৃঙ্গাররসের অখণ্ড মধুররসাস্বাদনের বাসনা পূর্ণ করিতে একমাত্র অখণ্ড মহাভাবই সমর্থ। যেন কোন মহামত্ত গজেন্দ্র অতি বিশাল অমৃতের সায়রে স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ মত্ত-গজেন্দ্র-লীল শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ শৃঙ্গাররস-বাসনা পূর্তির অমৃতসায়র শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণীই—অপর কেহ নহেন।

শ্রীমতীর অপর একটি নাম—'গিরীন্দ্রধর পারীন্দ্ররতি যুদ্ধোরুসিংহিকা' 'গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণরূপ সিংহের সহিত রতিযুদ্ধে যিনি সিংহিকা।' শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাস সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ ও প্রেমেরই মহাতত্ত্বময় মিলনমাধুরী-ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরস্পর পরস্পরকে সুখী করিবার নিমিত্তই বিলাসরস-সায়রে উভয়েই সন্তরণ করেন। শ্রীরাধামাধবের সম্ভোগের লক্ষণ-নিরূপণে শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে।" (উঃ নীঃ)

"আনুকূল্যাৎ পরস্পরসুখতাৎপর্য্যকত্বেন পারস্পরিকাদিত্যর্থঃ" (আনন্দচন্দ্রিকা টীকা) 'পরস্পর পরস্পরকে সুখী করিবার বাসনায় নায়ক-নায়িকার দর্শনালিঙ্গনাদি যে উল্লাসময় ভাব, তাহাকেই 'সম্ভোগ' বলা হয়।' শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীরাধারাণীর মাদনরসের সেবাগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবার নিমিত্ত রতিরণে প্রবৃত্ত হন, শ্রীমতীও তদ্রূপ মাদনাখ্য-মহাভাবদ্বারা অপ্রাকৃত নবীনমদনকে সুখী করিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত মহামত্ততাময় রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য উল্লিখিত নামটির সার্থকতা।

স্বতনূসৌরভোন্মত্তীকৃতমোহনমাধবা।
দোর্ম্মূলোচ্চালনক্রীড়া-ব্যাকুলীকৃতকেশবা॥ ৩৪॥
নিজকুণ্ডতটীকুঞ্জক৯প্তকেলিকলোদ্যমা।
দিব্যমল্লিকুলোল্লাসি-শয্যাকল্পিতবিগ্রহা॥ ৩৫।

অনুবাদ—যিনি মোহন মাধবকেও স্বীয় অঙ্গ-সৌরভে উন্মত্ত করেন (৮৫) যিনি বাহুমূলের সঞ্চালন-লীলাতে কেশবকে ব্যাকুলিত করেন (৮৬) ॥ ৩৪॥

শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থ কুঞ্জাবলীতে যিনি স্বীয় কেলিকলার উদ্যম প্রকাশ করেন (৮৭) দিব্য-মল্লিকাকুসুমে রচিত শয্যায় যিনি শ্রীঅঙ্গবিন্যাস করেন (৮৮) ॥ ৩৫॥

টীকা—স্বতন্বিতি। স্বতনূ-সৌরভেন উন্মত্তী কৃতো মোহয়তি সর্ব্বানিতি মোহন এবম্ভূতোঽপি মাধবো যয়া সেত্যেকম্। দোর্ম্মূলস্য উচ্চালন-ক্রীড়ায়াং ব্যাকুলীকৃতঃ কেশবো যয়া সেতি চৈকমেবমত্র দ্বে॥ ৩৪॥

নিজেতি। নিজকুণ্ডস্য তট্যাং তটে যঃ কুঞ্জস্তত্র ক৯প্ত আরব্ধঃ কেলি-কলায়া উদ্যমো যয়া সেত্যেকম্। দিব্যমল্লিকুলেন মল্লিকাপুষ্প-সমূহেন উল্লাসিনী প্রকাশমানা যা শয্যা তত্র কল্পিতঃ স্থাপিতো বিগ্রহো যয়া সেতি চৈকমেবং দ্বে॥ ৩৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ দুইটি শ্লোকে শ্রীরাধার পঁচাশীতি হইতে অষ্টাশীতি এই চারিটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমতীর একটি নাম—'**স্বতনূসৌরভোন্মত্তীকৃতমোহনমাধবা**' 'যিনি মোহন মাধবকেও স্বীয় অঙ্গসৌরভে উন্মত্ত করেন।' শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীরাধার পঞ্চবিংশতি গুণের মধ্যে একটি গুণ লিখিয়াছেন—"গন্ধোন্মাদিতমাধবা" অর্থাৎ 'যাঁহার অঙ্গগন্ধে মাধব উন্মাদিত হন।' শ্রীপাদ রূপগোস্বামিচরণ এইগুণের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"বল্লীমণ্ডলপল্লবালিভিরিতঃ সঙ্গোপনায়াত্মনো,
মা বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি কৃথা যত্নং মুধা মাধবি।
ভ্রাম্যদ্ভিঃ স্ববিরোধিভিঃ পরিমলৈরুন্মাদনৈঃ সূচিতাং,
কৃষ্ণস্ত্বাং ভ্রমরাধিপঃ সখি ধুবন্ ধূর্ত্তো ধ্রুবং ধাস্যতি॥"

তুঙ্গবিদ্যা শ্রীমতীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, 'হে মাধবি! তুমি বৃন্দাবনমধ্যে সর্বপ্রধানা, কদাচ তোমার আত্মগোপন সম্ভবপর নহে। লতামণ্ডলীর পল্লবদ্বারা নিজাঙ্গ-গোপনার্থ বৃথা যত্ন করিতেছ

"শ্রীহরি বৃষভাসুরে করিলে নিহত। নর্মবাক্যে দিব্য-সরোবর প্রকাশিত॥
নিজকুণ্ডে জলকেলি-বিলাসে সতত। বলানুজ শ্রীগোবিন্দ সদা পরাজিত॥" ৩২॥
"কৃষ্ণ-মত্ত-করিবরের সতত রাধিকা। জল-কেলি-বিহারেতে অমৃত-দীর্ঘিকা॥
মদমত্ত কৃষ্ণরূপ সিংহে শ্রীরাধিকা। কুঞ্জমাঝে রতিযুদ্ধে উন্মত্ত-সিংহিকা॥" ৩৩॥

উন্মাদজনক ও সর্বত্র প্রসরণশীল ত্বদীয় গাত্রপরিমল তোমার আত্মগোপনভাবের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া তোমার পরিচায়ক হইবে। কৃষ্ণরূপী ভ্রমররাজ অতিশয় ধূর্ত তাঁহার স্থানাস্থান কালাকাল বিচার নাই; তিনি বলপূর্বক কম্পিত করিয়া তোমায় পান করিবেন।' মোহন মাধবকেও শ্রীমতী নিজাঙ্গ-গন্ধদ্বারা পাগল করিয়া তুলেন! যিনি নিজেই স্বীয় অঙ্গগন্ধে বিশ্বরমণীগণকে উন্মত্ত করেন তাঁহাকেও পাগল করে রাধার অঙ্গগন্ধ-মাধুরী! রাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উন্মাদিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ—

"কস্তূরীলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল, তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে, নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥
সখি হে! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়।
নারীর নাসায় পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে, কৃষ্ণ-পাশে ধরি লঞা যায়॥
× × × ×
হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন, খসায় নীবী, ছুটায় কেশবন্ধ।
করি আগে বাউরী, নাচায় জগত-নারী, হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ॥
সেই গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা, কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, 'পিঙো পিঙো' তভু করে, না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এইপ্রকার উন্মাদক যাঁহার অঙ্গগন্ধ সেই মোহন মাধবকেও নিজাঙ্গ-গন্ধদ্বারা উন্মাদিত করেন রাধারাণী। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধির মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন, শ্রীরাধারাণীর আঁচলের একটু বাতাস পাইলেই শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ধন্য মনে করেন।

"যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ-ধন্যাতিধন্য-পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি, তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি॥"

'যোগীন্দ্রগণেরও দুর্গমগতি মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার বসনাঞ্চল-সঞ্চালনোত্থ ধন্যাতিধন্য পবনস্পর্শে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা যে দিকে অবস্থিত—সেই দিক্‌কে নমস্কার।'* তাই শ্রীমতীর সার্থকনাম 'স্বতনুসৌরভোন্মত্তীকৃতমোহনমাধবা'।

শ্রীরাধারাণীর অপর একটি নাম—**'দোর্মূলোচ্চালনক্রীড়া-ব্যাকুলীকৃতকেশবা'** 'যিনি বাহুমূলের সঞ্চালন-লীলাতে কেশবকে ব্যাকুলিত করেন।' শ্রীকৃষ্ণ কেশব অর্থাৎ কেশী নামক দৈত্যের নিধনকারী, অথবা ব্রহ্মা, মহেশ্বরাদিরও জনক। এতবড় প্রভাবাপন্ন পুরুষ যাঁহার বাহুমূল প্রকটনমাত্রেই ব্যাকুলিত হইয়া থাকেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বাহুমূল-প্রকটনকে নায়িকার আঙ্গিক দৌত্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন—

* মৎসম্পাদিত শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধি গ্রন্থের উক্ত শ্লোকের রসবর্ষিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

"অঙ্গুলীস্ফোটনং ব্যাজসংভ্রমাম্বঙ্গসংবৃতিঃ।
পদা ভূলেখনং কর্ণকণ্ডূতিস্তিলকক্রিয়া॥
বেশক্রিয়া ভ্রুবোধূর্তিঃ সখ্যামাশ্লেষতাড়নে।
দংশোঽধরস্য হারাদিগুম্ফো মণ্ডনশিঞ্জিতম্॥
দোর্মূলাদিপ্রকটনং কৃষ্ণনামাভিলেখনম্।
তরৌ লতায়া যোগাদ্যাঃ কৃষ্ণস্যাগ্রে স্যুরাঙ্গিকাঃ॥"

অর্থাৎ 'অঙ্গুলীস্ফোটন, ব্যাজহেতু সম্ভ্রম বা ত্বরা, শঙ্কা বা লজ্জাবশতঃ গাত্রাবরণ, চরণদ্বারা ভূ-লেখন, কর্ণকণ্ডূয়ন, তিলকক্রিয়া, বেশরচনা, ভ্রূ-চালন, সখীকে আলিঙ্গন, সখীকে তাড়না, অধরদংশন, হারগুম্ফন, ভূষণাদির শিঞ্জন, বাহুমূল-প্রকটন, কৃষ্ণনাম লিখন, বৃক্ষেতে লতাসংযোগ ইত্যাদি কার্য কৃষ্ণের অগ্রে কৃত হইলে এইসকলকে আঙ্গিক-দৌত্য বলে।' অন্তরের প্রেমই শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণের মৌলিকহেতু। ঐশ্বর্যজ্ঞানগন্ধশূন্য কৃষ্ণসুখৈক-ভাবনাময় ব্রজনায়িকাগণের মধুর প্রেমই হইতেছে ঐ সমস্ত চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতার একমাত্র কারণ। সুতরাং প্রেমের তারতম্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণবশ্যতারও তারতম্য হইয়া থাকে। শ্রীমতী রাধারাণীতে প্রেম পরমমহান্‌, তাই ঐ সমস্ত স্বাভিযোগের একটিতেই শ্রীকৃষ্ণের অতি বশ্যতা বা নিরতিশয় ব্যাকুলতা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীমতীর আর একটি নাম—**'নিজকুণ্ডতটীকুঞ্জক্লৃপ্তকেলিকলোদ্যমা'** অর্থাৎ 'শ্রীরাধাকুণ্ডতীরস্থ কুঞ্জসমূহে যিনি স্বীয় কেলিকলার উদ্যম প্রকাশ করিয়া থাকেন।' শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমতীর নিজত্ব জ্ঞান। শ্রীকুণ্ডতীরের চতুর্দিকস্থ কুঞ্জসমূহকে তিনি স্বীয় প্রিয়সখীগণের নামে পরিচিত করিয়াছেন। শ্রীকুণ্ডের মত শ্রী শ্রীরাধামাধবের নির্জন বিলাসের স্থান ব্রজমণ্ডলে আর অন্যত্র নাই। তাই ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধা-কুণ্ড শ্রীশ্রীরাধামাধবের মধ্যাহ্নলীলার অনন্য-নিকেতন। এখানে প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণী যেমন স্বচ্ছন্দে এবং উল্লাসভরে তাঁহার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গাররসাস্বাদন করাইয়া থাকেন, এমন ব্রজের আর অন্যত্র সম্ভবপর হয় না। পরম বিদগ্ধা শ্রীশ্রীরাধারাণী শ্রীকুণ্ডতীরস্থ কুঞ্জসমূহে অদ্ভুত-কেলিকলা-বৈদগ্ধী প্রকাশ করিয়া সাক্ষাৎ শৃঙ্গার শ্রীকৃষ্ণকে অখণ্ড শৃঙ্গাররসাস্বাদন দানে ধন্য করিয়া থাকেন। অতি স্বচ্ছন্দ বিলাস-স্থান স্বীয় কুণ্ডতটস্থ কুঞ্জসমূহে শ্রীরাধারাণীর যে প্রকার কেলিকলাসমূহের উদ্যম প্রকাশ পাইয়া থাকে, এমন আর অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কুণ্ডাশ্রয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফুরণে লীলার অনুভব প্রাপ্ত হইয়াই এই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমতীর আর একটি নাম—**'দিব্যমল্লিকুলোল্লাসি-শয্যাকল্পিতবিগ্রহা'** 'যিনি দিব্যমল্লিকা কুসুমের রচিত শয্যায় অঙ্গবিন্যাস করিয়াছেন।' শ্রীপাদ রঘুনাথ যেমনি 'শ্রীকুণ্ডতটবর্তি নিকুঞ্জে শ্রীমতীর কেলিকলার উদ্যম প্রকাশ পায়' তাঁহার এই নামটি প্রকাশ করিলেন, অমনি কুণ্ডাশ্রয়ী শ্রীপাদের সম্মুখে শ্রীকুণ্ডের করুণায় কুণ্ডেশ্বরীর অপূর্ব বিলাস-মাধুরী ফুটিয়া উঠিল! শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূর্তিতে লীলাবিলাস দর্শন করিয়াই লীলানুরূপ কয়েকটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীপাদ স্ফুরণে দেখিতেছেন, শ্রীকুণ্ডের

কৃষ্ণবামভুজান্যস্ত-চারুদক্ষিণগণ্ডকা।
সব্য-বাহুলতাবদ্ধ-কৃষ্ণদক্ষিণসদ্ভুজা॥ ৩৬॥
কৃষ্ণদক্ষিণ-চারূরুশ্লিষ্ট-বামোরু-রম্ভিকা।
গিরীন্দ্রধর-ধৃগ্বক্ষো-মর্দ্দিসুস্তন-পর্ব্বতা॥ ৩৭॥
গোবিন্দাধরপীযূষ-বাসিতাধরপল্লবা।
সুধা সঞ্চয়-চারূক্তি শীতলীকৃত-মাধবা॥ ৩৮॥
গোবিন্দোদগীর্ণ-তাম্বূলরাগরজ্যৎকপোলিকা।
কৃষ্ণসম্ভোগসফলীকৃত-মন্মথসম্ভবা॥ ৩৯॥
গোবিন্দমার্জ্জিতোদ্দামরতিপ্রস্বিন্নসন্মুখা।
বিশাখাবীজিত-ক্রীড়াশ্রান্তি-নিদ্রালুবিগ্রহা॥ ৪০॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বামবাহুতে যিনি সুচারু দক্ষিণ গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়াছেন (৮৯) যিনি স্বীয় বামবাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণবাহুকে বদ্ধ করিয়াছেন (৯০) শ্রীকৃষ্ণের মনোহর দক্ষিণ উরুদ্বারা

তটবর্তি একটি মধুর নিকুঞ্জে মল্লিকাকুসুমদ্বারা রচিত বিলাস-শয্যায় শ্রীমতী শ্রীঅঙ্গবিন্যাস করিয়াছেন। কুঞ্জদাসীগণ যুগলের বিলাসের নিমিত্ত কুসুমশয্যাটি পাতিয়াছেন। দিব্যমল্লিকাকুসুমদ্বারা শয্যাটি রচিত হইয়াছে। কারণ নবমল্লিকাদ্বারা রচিত শয্যায় কোমলাঙ্গী শ্রীরাধার অঙ্গে ব্রণ হওয়ার বর্ণনা দেখা যায়।

"অভিনব নবমালিকাময়ং সা শয়নবরং নিশি রাধিকাধিশিশ্যে।
ন কুসুমপটলং দরাপি জগ্লৌ তদনুভরাত্তনুরেব সব্রণাসীৎ॥" (উঃ নীঃ)

শ্রীরূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরীর প্রতি বলিলেন—'সখি! গতনিশায় শ্রীরাধা অভিনব নবমল্লিকার উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল পুষ্প কিঞ্চিন্মাত্রও ম্লান হয় নাই, পরন্তু শ্রীরাধার কোমলাঙ্গে ব্রণসকল সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব হে সখি! আজ হইতে আর নবমল্লিকার শয্যা রচনা করিও না।' 'দিব্য' অর্থে অচিন্ত্য বা পরমোৎকৃষ্ট, অর্থাৎ অম্লান হইয়াও শ্রীমতীর কোমলাঙ্গের সুখদ ঐ মল্লিকাকুসুম। অতএব শয্যাটি উল্লসিত বা পরম প্রকাশমান বা শোভায়মান। শ্রীপাদ স্ফূর্তিতে শ্রীমতীকে ঐ শয্যার উপরে শায়িত দর্শনেই এই নামটি প্রকাশ করিলেন।

"নিজ অঙ্গ-সৌরভেতে ভুবন-মোহন। মাধবে উন্মত্ত করে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
বাহুমূল-সঞ্চালনে সুধা-শিখরিণী। কেশবে ব্যাকুল করে রাই কমলিনী॥" ৩৪॥

"নিজ কুণ্ড-তটী কুঞ্জ করিয়া উজ্জ্বলা। উদ্যমে বিস্তার করে চারু-কেলি-কলা॥
সুগন্ধি মল্লিকা-পুষ্প শয্যার উপরি। নিজাঙ্গ স্থাপন কৈল নবীনা কিশোরী॥" ৩৫॥

যাঁহার বামউরু রম্ভা যন্ত্রিত (৯১) গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের ধৃষ্ট বক্ষঃস্থলে যাঁহার স্তনশৈল বিমর্দিত হইতেছে (৯২) গোবিন্দের অধরামৃতে যাঁহার অধরপল্লব সুবাসিত (৯৩) যিনি অমৃতরাশি-সদৃশ মধুরবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে সুশীতল করেন (৯৪) শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুলরাগে যাঁহার কপোলদেশ সুরঞ্জিত হইয়াছে (৯৫) শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসে যিনি মন্মথের জন্মকে সফল করিয়াছেন (৯৬) যাঁহার রতি-শ্রমে ঘর্মাক্তবদন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মার্জন করেন (৯৭) বিলাসাবসানে শ্রমবশতঃ নিদ্রিত হইলে বিশাখাসখী চামরব্যজনদ্বারা যাঁহাকে সুস্থ করিয়া থাকেন (৯৮) ॥ ৩৬ ৪০ ॥

টীকা—কৃষ্ণেতি। কৃষ্ণস্য বামভুজায়াং ভুজে ন্যস্তশ্চারু দক্ষিণগণ্ডো যয়া সেত্যেকম্। সব্য-বাহুলতয়া বদ্ধঃ কৃষ্ণস্য দক্ষিণ-সদ্ভুজো যয়েতি চৈকমেবং দ্বে ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণদক্ষিণেতি। কৃষ্ণস্য যো দক্ষিণ চারুর্মনোহর উরুস্তেন শ্লিষ্টা আলিঙ্গিতা বামোরুরম্ভা যস্যাঃ সেত্যেকম্। গিরীন্দ্রধরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যো ধৃক্ ধৃষ্টং বক্ষস্তেন মর্দ্দিনৌ প্রাপ্তমর্দ্দনৌ স্তনপর্ব্বতৌ যস্যাঃ সেতি চৈকমেবং দ্বে ॥ ৩৭ ॥

গোবিন্দেতি। গোবিন্দস্য অধর-পীযূষেণামৃতেন বাসিতম্ অধরপল্লবং যস্যাঃ সেত্যেকম্। সুধায়াঃ সঞ্চয়ো যত্র এবম্ভূতয়া চারুক্ত্যা মনোহর বাচা শীতলীকৃতো মাধবো যয়েতি চৈকমেবং দ্বে ॥ ৩৮ ॥

গোবিন্দেতি। গোবিন্দেন উদ্গীর্ণং চুম্বনেন কপোলং রঞ্জয়িতুং মুখাদীষদ্বহিঃ কৃতঃ যত্তাম্বূলং তস্য রাগেণ রজ্যন্ কপোলো যস্যাঃ সেত্যেকম্। কৃষ্ণেন সহ সম্ভোগেন সফলীকৃতো মন্মথস্য সম্ভবো জন্ম যয়েতি চৈকমেবং দ্বে ॥ ৩৯ ॥

গোবিন্দমার্জিতেত্যাদি। গোবিন্দেন মার্জিতং উদ্দামবত্যা প্রস্বিন্নং সঘর্ম্মং সৎ শোভনং মুখং যস্যাঃ সেত্যেকম্। বিশাখয়া বীজিতঃ ক্রীড়য়া যা শ্রান্তিস্তয়া নিদ্রালুর্বিগ্রহো যস্যাঃ সেতি চৈকমেবং দ্বে ॥ ৪০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ ষটত্রিংশ হইতে চত্বারিংশ এই পাঁচটি শ্লোকে শ্রীমতীর দশটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণবিলাসের মূর্তি শ্রীমতী রাধারাণী। "কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু-পান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম।" (চৈঃ চঃ)। শৃঙ্গাররসঘনমূরতি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে যেসব শৃঙ্গাররসাস্বাদনের বাসনা জাগরিত হয়, তাহা পূর্তির মূর্তিমতী অধিদেবীই প্রেমরসঘনমূরতি শ্রীরাধা। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডতটে যুগলবিলাসের নিরবচ্ছিন্ন স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াই এই দশটি নাম প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীপাদ পূর্বশ্লোকে স্ফুরণে শ্রীরাধারাণীকে দিব্যমল্লিকাকুসুমের শয্যায় শায়িত অবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে ঐ কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া ঐ শয্যায় শয়ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বামবাহুতে শ্রীমতী তাঁহার সুচারু দক্ষিণ গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহুকে উপাধানরূপে ব্যবহার করিতেছেন। একে তো স্বর্ণমণি-দর্পণতুল্য মনোহর গণ্ডস্থল, আবার নীলমণিদণ্ডতুল্য শ্রীকৃষ্ণের বাহুতে স্থাপিত হওয়ায় কৃষ্ণের বাহু শ্রীরাধার গণ্ডস্থলের তুল্যকান্তি প্রতীত হইতেছে! শ্রীপাদ কবি কর্ণ-পুর লিখিয়াছেন—

"রাধাভাসো মরকতময়ীং কুর্ব্বতে কৃষ্ণকান্তিং
কৃষ্ণস্যাভা অপি চ হরিতং কুর্ব্বতে ধাম তস্যাঃ।
স্থানে স্থানে যদি নিবসতস্তৌ তদা গৌরনীলা-
বেকস্থানে যদি বত তদা তুল্যাভাসৌ বিভাতঃ॥" (অলঙ্কারকৌস্তুভ)

'শ্রীরাধার স্বর্ণকান্তি শ্যামল শ্রীকৃষ্ণকান্তিকে মরকতময়ী করিয়া থাকে, আবার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্ছটা শ্রীরাধার কান্তিকে হরিতাভ করে। ইঁহারা যদি উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থান করেন, তবে শ্রীরাধা শুদ্ধ গৌরবর্ণা এবং শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণরূপে বিরাজ করেন। উভয়ে একস্থানে অবস্থান করিলে পরস্পরের দেহ-কান্তির মিশ্রণে উভয়েই সমান দ্যুতি বিচ্ছুরিত করিয়া থাকেন।' শ্রীকৃষ্ণের বামভুজে শ্রীমতীর দক্ষিণগণ্ডের মাধুরীদর্শনে শ্রীপাদ রঘুনাথ—**'কৃষ্ণবামভুজান্যস্ত-চারুদক্ষিণগণ্ডকা'** শ্রীমতীর এই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দিকে পাশ ফিরিয়া উভয়েই মুখোমুখি শয়ন করিয়াছেন। শ্রীমতী বামবাহু-লতাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণবাহুকে বদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণভুজ 'সদ্ভুজ' অতি সুশোভন, আবার ব্রজসুন্দরীগণের নিকট অতি বিষমও বটে! শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাব বক্ষে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহুর যুগপৎ সুশোভনতার এবং বিষমতার অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—

"সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভুজ যুগল, ভুজ নহে,—কৃষ্ণসর্প-কায়।
দুই শৈলছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে, মরে নারী সে বিষ-জ্বালায়॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

কিন্তু মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর বামবাহুলতাদ্বারা আবদ্ধ হইয়া বা বামবাহুলতার পরশ পাইয়া বিষমতা ত্যাগ করিয়া উহা সদ্ভুজরূপেই অবস্থান করিতেছে। কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার বামবাহুলতার মহত্ত্বের অনুভব পাইয়া বলিলেন—**'সব্যবাহুলতাবদ্ধ-কৃষ্ণদক্ষিণসদ্ভুজা'**।

শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ-উরুর দ্বারা শ্রীমতীর বামউরু যন্ত্রিত। শ্রীকৃষ্ণের উরুর শোভা অতি মনোহর। গোবিন্দলীলামৃতে (১৬.২৫) লিখিত আছে—

"মরকতমণি-রম্ভাস্তম্ভসন্তেদি ধাত্রা ভুবনভবনমূলস্তম্ভতাং লম্ভিতং যৎ।
যুবতি-নিচয়চেতঃ পীলুনীলাশ্মকীলং প্রণয়তু হরিজঙ্ঘাযুগ্মথং হো বিঘাতম্॥"

অর্থাৎ 'মরকতমণি-নির্মিত রম্ভাস্তম্ভের ধৈর্যভেদী যে জঙ্ঘাযুগলকে বিধাতা ত্রিভুবনরূপগৃহের মূলস্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং যাহা যুবতীবৃন্দের চিত্তকরীর সম্বন্ধে ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত স্তম্ভতুল্য, শ্রীকৃষ্ণের সেই জঙ্ঘাদ্বয় আমাদের পাপসমূহ বিনাশ করুন।' শ্রীকৃষ্ণের সেই দক্ষিণ উরুর দ্বারা শ্রীরাধার বামউরু অবরুদ্ধ। 'বামোরু-রম্ভিকা' অর্থাৎ রম্ভাতরুর ন্যায় শ্রীমতীর বাম উরু।

"স্বস্থিত্যৈব স্তম্ভিত-স্বর্ণরম্ভাস্তম্ভারম্ভে দীব্যতোঽস্যাঃ সুজঙ্ঘে।
ধাত্রানঙ্গোষ্ণার্তকৃষ্ণেভশীতচ্ছায়াশালাস্তম্ভতাং লম্ভিতে যে॥" (গোঃ লীঃ ১১।৪৫)

'আহা ! যাহা স্বীয় স্থিতিদ্বারা স্বর্ণরম্ভা ও স্তম্ভের আড়ম্বরকে স্তম্ভিত করিয়াছে এবং যাহা বিধাতা-কর্তৃক কন্দর্পরূপ গ্রীষ্মকাল-পীড়িত কৃষ্ণমতঙ্গজের সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট রাধারূপ গৃহস্থিত স্তম্ভের ন্যায় হইয়াছে, শ্রীরাধার সেই শোভন উরুদ্বয় দীপ্তি পাইতেছে !' শ্রীপাদ যুগলের উরুর শোভা অনুভব করিয়া স্বীয় ঈশ্বরীর **'কৃষ্ণদক্ষিণ-চারূরুশ্লিষ্ট-বামোরু রম্ভিকা'** এই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমতী রাধারাণীর বিশাল স্তনশৈল গিরিধারীর সুশোভন বক্ষে বিমর্দিত হইতেছে ! যিনি সুবিশাল শৈলরাজ গোবর্ধনকে বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে সপ্তদিবারাত্র একভাবে ধারণ করিয়াও কোনরূপ শ্রান্তি-ক্লান্তিবোধ করেন নাই, কিন্তু যেমনি শ্রীরাধার স্তনস্তবকে দৃষ্টিসঞ্চার করিলেন, তেমনি দেহ ঘর্মাক্ত হইল ও হস্তকম্পিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণকে পরিশ্রান্ত জানিয়া তখন সরল-স্বভাব নন্দাদি গোপগণ যষ্টি উত্তোলন-করত গিরিরাজ ধারণের উদ্যম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে যিনি ঈষৎহাস্যসহকারে ক্রমশঃ সুস্থির হইয়াছিলেন। শ্রীরাধার স্তনশৈলের এমনি অদ্ভুত প্রভাব ! গিরিধারীর বক্ষদেশ-ধৃষ্ট। শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ধৃষ্টতার অনুভবে বলিয়াছেন—

"অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সভার মনোবক্ষ,
হরি-দাসী করিবারে দক্ষ ॥" (চৈঃ চঃ)

সেই বিশাল ও ধৃষ্টবক্ষোদেশে অতি উচ্চ ও কঠিন শ্রীরাধার স্তনশৈলকে বিমর্দিত হইতে দেখিয়া শ্রীপাদ শ্রীমতীর **'গিরীন্দ্রধর-ধৃষ্টবক্ষোমর্দ্দি-সুস্তনপর্ব্বতা'** এই সার্থক নামটি প্রকাশ করিলেন।

শ্রীরাধার রূপমুগ্ধ নাগর পুনঃ পুনঃ শ্রীমতীর অধরসুধাপান করিতে লাগিলেন ! শ্রীগোবিন্দের অধরামৃতরসে শ্রীরাধার অধর সুবাসিত হইল। অতি সুদুর্লভ গোবিন্দের অধরসুধা। পরম সুকৃতিবন্তই ইহা লাভ করিতে পারেন—"সুকৃতিলভ্য ফেলালবঃ"।

"সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব, এই দম্ভে কেবা পাতিয়ায়।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে, সে সুকৃতি তার লব পায় ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী ভোজ্য ও তাম্বূলাদিতেই সুকৃতিগণ তাঁহার অধরামৃতের আস্বাদনলাভে ধন্য হন। মধুররসবতী গোপীগণের কিন্তু কান্তভাবে অধরামৃতের প্রতি অতি দুর্নিবার লোভ বা আকর্ষণ জাগে। তাই শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের যথেষ্ট নিষেবণকারী বেণুর প্রতি তাঁহাদের ঈর্ষ্যা জাগরিত হয় (ভাঃ ১০।২১।৯)—

"গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্দ্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥"

শ্রীরাধার ভাবে মহাপ্রভু এইশ্লোকের অতি অপূর্ব অর্থাস্বাদন করিয়াছেন—

"গোপীগণ ! কহ সভে করিয়া বিচারে ।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধ-মন্ত্র জপ, এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ॥
হেন কৃষ্ণাধরসুধা, যে কৈল অমৃত মুধা, যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ ।
এ বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষ-জাতি, সেই সুধা সদা করে পান ॥
যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে, পিতে তারে ডাকিয়া জানায় ।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইঁহার ভাগ্যবল, ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥
মানসগঙ্গা কালিন্দী, ভুবন-পাবন নদী, কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান ।
বেণুর ঝুটাধররস, হঞা লোভে পরবশ, সেই কালে হর্ষে করে পান ॥
এত নারী রহু দূরে, বৃক্ষসব তার তীরে, তপ করে পর-উপকারী ।
নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া, কেন পিয়ে বুঝিতে না পারি ॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত, মধু-মিষে বহে অশ্রুধার ।
বেণুকে মানি নিজজাতি, আর্য্যের যেন পুত্র-নাতি, বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ-বিকার ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীকৃষ্ণের যে অতি সুদুর্লভ অধরসুধার লোভে গোপিকাগণের এত সুদূর প্রসারী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে, শ্রীপাদ সেই অধরসুধারসে শ্রীমতীর অধর যথেষ্ট বাসিত হইতে দেখিয়া **'গোবিন্দাধর-পীযূষবাসিতাধরপল্লবা'** তাঁহার এই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন ।

শ্রীমতী হাসিতে হাসিতে প্রাণনাথের সঙ্গে কথা বলিতেছেন । পরস্পরে কত শত রসালাপ চলিতেছে এমনি কথায় কথায় কতকাল কাটিয়া যায় । "বচন অমিয়ারস, অনুখন পিয়লুঁ, শ্রুতি-পুটে পরশ না ভেলি ॥" শ্রীমতীর সুধারাশির তুল্য বচনামৃতরস অতৃপ্তপ্রাণে আস্বাদন করিতেছেন শ্যাম-চকোর । 'কহিল কাহিনী, পুছয়ে কত বেরি' শ্রীরাধার বলা কথাটি পুনরায় শ্রবণের লালসায় শ্যাম বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন । যে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃতমাধুরী শ্রবণের অভাবে ব্রজসুন্দরীগণ কর্ণকে বৃথা রন্ধ্র মনে করেন—"কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী, তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে । কানাকড়ি ছিদ্র সম, জানহ সেই শ্রবণ, তার জন্ম হৈল অকারণে ॥" (চৈঃ চঃ) । গোপিকাগণের কর্ণ-চকোর যাঁহার বচনামৃতের আশায় বাঁচিয়া থাকে, তাহার অভাব হইলে তৃষ্ণায় মরিয়া যায় । গোপীভাব-ভাবিত-চিত্তে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"সেই শ্রীমুখভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত, স্মিতকর্পূর তাহাতে মিশ্রিত ।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি, প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত ॥
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ-চকোর জীবন, কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে ।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়, না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥" (ঐ)

সেই শ্যামসুন্দরও শ্রীরাধার মুখচন্দ্র হইতে নির্গত অমৃতপুঞ্জস্বরূপ বচনামৃতরস আস্বাদনের নিমিত্ত পিপাসিত চকোরের ন্যায় তাঁহার বদনপানে তাকাইয়া আছেন ! শ্রীপাদ এই লীলার অনুভবে শ্রীমতীর **'সুধাসঞ্চয়-চারূক্তি-শীতলীকৃতমাধবা'** এই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরাধারাণীর বচনামৃতরসের অদ্ভুতমাধুর্যে প্রলুব্ধ নায়কমণি বারবার শ্রীমতীর কপোলে সোহাগ-ভরে চুম্বন করিতেছেন। গোবিন্দের অধরের তাম্বূলরাগে শ্রীমতীর স্বর্ণদর্পণতুল্য কপোলদেশ সুরঞ্জিত হইয়াছে। কি অপূর্ব শোভা ! মহাভাবের উপর সচ্চিদানন্দরসের রং ফলানো ! আস্বাদন করিবে কে? সখীমঞ্জরীগণের সহিত শ্যামসুন্দর **'গোবিন্দোদ্গীর্ণতাম্বূলরাগরজ্যৎকপোলিকা'** শ্রীরাধার কপোলের সেই শোভা আস্বাদন করেন।

শ্রীশ্রীরাধামাধব বিলাস-লালসায় আকুলিত হইয়াছেন। কিঙ্করী কুঞ্জদ্বাররুদ্ধ-করত কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন অর্পণপূর্বক যুগলবিলাস-মাধুরী আস্বাদন করিতে লাগিলেন। কি অপূর্ব বিলাস-পরিপাটী ! উভয়েই পরস্পরকে সুখী করিবার উদ্দাম-বাসনায় বিলাসের স্রোতে অসীমের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছেন ! বিশ্বের পাঞ্চভৌতিক দেহধারী নর-নারীর মত আত্মেন্দ্রিয়-বাসনায় জঘন্য পশুবৎ শৃঙ্গার নহে। ইহা সচ্চিদানন্দ ও মহাভাবের মহাতত্ত্বময় মিলন-মাধুরী !! প্রেমিকের প্রেমসেবার এবং শ্রীভগবানের প্রেমসেবাগ্রহণাকাঙ্খার উদ্দাম উচ্ছ্বাসময়ী লীলা ! সুতরাং ইহাতেই কন্দর্পের জন্ম সফল হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত মিলনলীলায় প্রাকৃত-কামের কোন সম্পর্কই নাই। তবু এই লীলায় কন্দর্প নিজ-জন্মের সাফল্য অনুভব করিয়া থাকেন। কারণ কামের ভিতরে ভোগের অদম্য আকাঙ্খায় নিজেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছারূপ স্বার্থাভিসন্ধি একটি ঘৃণ্য উপাধি। গোপীগণের প্রেম সর্বপ্রকার উপাধিরহিত এবং পরম বিশুদ্ধ বলিয়া এবং ইহা অপ্রাকৃত হইলেও ইহাতে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক মিলনাদির সাদৃশ্যহেতু ইহাতে সেই ঘৃণ্য উপাধিটি দূরীভূত হইয়াছে মনে করিয়া কাম নিজের জন্মকে সফল মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ কামের একটি নাম 'অনঙ্গ' অর্থাৎ অঙ্গহীন। বিশুদ্ধ প্রীতির সহিত যোগ না হইলে অনঙ্গ সাঙ্গতা লাভ করে না। গোপীপ্রেমেই তাঁহার এই অনঙ্গ-কলঙ্কটি দূরীভূত হইয়াছে বলিয়াও তিনি মনে করেন। সর্বোপরি শ্রীমতী রাধারাণীর মাদনাখ্য মহাভাবময় বিলাসদ্বারাই মদন যথার্থতঃ পরিপূর্ণ কলেবরে সাফল্যলাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছে ! শ্রীপাদ রঘুনাথ তাই শ্রীমতীর **'কৃষ্ণসম্ভোগসফলীকৃত-মন্মথসম্ভবা'** এই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন।

বিলাসের অবসান হইয়াছে। শ্রীশ্রীরাধামাধব বিলাস-শয্যোপরি উপবেশন করিয়াছেন। বিপুল রতিশ্রমে শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ঘর্মাক্ত, ঘনঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে ! কেশ-বেশ আলুলায়িত ! বদনমণ্ডলে স্বর্ণদর্পণোপরি মুক্তাবিন্দুর ন্যায় ঘর্মরাজি শোভা পাইতেছে ! অতি উদ্দামরতিরসাবেশ, তাই এতাদৃশ পরিশ্রম ! শ্যামসুন্দর রতিশ্রান্তা শ্রীমতীর বদনমণ্ডল স্বীয় পীতোত্তরীয়দ্বারা মুছাইয়া দিতেছেন। তৎকালে রসময় নায়কমণির কি অপূর্ব শোভা ! "তরুণারুণ করুণাময়-বিপুলায়তনয়নম্" (কর্ণামৃত)

গোবিন্দচরণ-ন্যস্ত-কায়মানসজীবনা।
স্বপ্রাণার্ব্বুদ-নির্ম্মঞ্ছ্য-হরিপাদরজঃকণা ॥ ৪১ ॥
অণুমাত্রাচ্যুতাদর্শ-শপ্যমানাত্মলোচনা।
নিত্যনূতন-গোবিন্দবক্ত্রশুভ্রাংশুদর্শনা ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—যাঁহার কায়মনোপ্রাণ সবই শ্রীগোবিন্দচরণে সমর্পিত (৯৯) যিনি নিজের অসংখ্য প্রাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-রজঃকণাকে নির্মঞ্ছন করিয়া থাকেন (১০০) ॥ ৪১ ॥

তরুণে মদনমদোদগারিণী স্বতো মধুপানেন চারুণে চ বীজনাদিনা তচ্ছ্রমাপনোদনার্থং হৃদ্যুদ্গতা যা করুণা তদুদগারিণী চ স্বতো বিপুলে আয়তে চ নয়নে যস্য" (সারঙ্গরঙ্গদা টীকা)। শ্রীকৃষ্ণের মদনমদোদগারী নয়ন স্বভাবতঃই তরুণ অরুণবর্ণ, আবার শ্রীরাধার বিলাসশ্রম অপনোদনার্থ তাঁহার প্রতি যে করুণা তাহাতে স্বভাবতঃই বিপুল ও আয়ত নয়ন সমধিক বিপুলায়ত বা বিস্ফারিত হইয়াছে! সোহাগভরে তিনি শ্রীমতীর বদনমণ্ডল মার্জন করিয়া দিতেছেন। এই লীলার অনুভবেই শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমতীর **'গোবিন্দ-মাজ্জিতোদ্দামরতিপ্রস্বিন্নসন্মুখা'** এই নামটি প্রকাশ করিয়াছেন। কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া যুগলসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

ইত্যবসরে শ্রীরাধার অভিন্নপ্রাণা বিশাখাসখী কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। বিশাখা শ্রীরাধামাধবকে শ্রান্ত-ক্লান্ত দর্শনে নিজহস্তে ব্যজনী লইয়া বীজন করিতে লাগিলেন। বিশাখার বীজনে শ্রীশ্রীরাধামাধবের নয়ন নিদ্রায় মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে! ক্রীড়াশ্রান্ত শ্রীরাধামাধব শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই লীলার অনুভবে শ্রীরাধার **'বিশাখাবীজিত-ক্রীড়াশান্তি-নিদ্রালুবিগ্রহা'** নামটি প্রকাশ করিলেন। বিশাখার সঙ্গে কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ রঘুনাথ বীজনসেবায় নিরতা। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইল। স্ফূর্তিপ্রাপ্ত লীলার স্মৃতিতে নামগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"কৃষ্ণ বাম ভুজে রাধা চারু গণ্ডস্থল। অর্পণ করিলা সুখে করে ঝলমল ॥
বাম বাহু-লতা দ্বারা কতই না সুখে। বদ্ধ কৈলা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ বাহুকে ॥" ৩৬ ॥
"বাম উরু শ্যামের ডান উরু'পরে। আবদ্ধ রয়েছে কিবা চারু ভঙ্গীভরে ॥
কৃষ্ণের বিশাল বক্ষে সম্ভোগ-বিলাসে। স্তন-শৈল বিমর্দ্দিত অশেষ-বিশেষে ॥" ৩৭ ॥
"গোবিন্দ-অধরামৃত পরম-সম্পদে। সুবাসিত শ্রীরাধার অধর-পল্লবে ॥
অমৃত-মধুর বাক্যে কুঞ্জ-বিলাসিনী। কৃষ্ণে সুশীতল করে দিবস-রজনী ॥" ৩৮ ॥
"শ্রীগোবিন্দ স্মিত-গণ্ডে চুম্বন করিলে। সুরঞ্জিত যাঁর গণ্ড চর্ব্বিত-তাম্বূলে ॥
কৃষ্ণ-সঙ্গে সম্ভোগ-বিলাসে বিজয়িনী। মনমথে ধন্য কৈল রাধা-বিনোদিনী ॥" ৩৯ ॥
"মুখ-পদ্মে ঘর্ম্ম-বিন্দু উদ্দাম-শৃঙ্গারে। সুখেতে মার্জিত করে ব্রজেন্দ্র-কুমারে ॥
ক্রীড়া অন্তে শ্রান্ত-ক্লান্ত নিদ্রালু রাধিকা। চামর-ব্যজনে সুস্থ করে বিশাখিকা ॥" ৪০ ॥

যিনি ক্ষণমাত্রকাল শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইলে নিজের নয়নকে অভিশাপ দেন (১০১) গোবিন্দের মুখচন্দ্রকে যিনি নিত্যনূতন দর্শন করিয়া থাকেন (১০২) ॥ ৪২ ॥

টীকা—গোবিন্দচরণেতি। গোবিন্দচরণে ন্যস্তানি কায়মানস-জীবনানি যয়েত্যেকম্। স্বস্য প্রাণার্ব্বুদেন নির্ম্মঞ্ছ্যো হরিপাদরজঃকণো যয়েত্যেকমেবং দ্বে ॥ ৪১ ॥

অণ্বিতি। অণুমাত্রং স্বল্পকালমাত্রং যদ্গোবিন্দস্য অদর্শনং তেন শপ্যমানে আত্মলোচনে যয়া সেত্যেকম্। নিত্যনূতনস্যৈব গোবিন্দবক্ত্র-শুভ্রাংশোর্মুখচন্দ্রস্য দর্শনং যস্যাঃ সেতি চৈকমেবং দ্বে ॥ ৪২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ দুইটি শ্লোকে শ্রীরাধার চারিটি নাম প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমতীর একটি সার্থক নাম—**'গোবিন্দচরণন্যস্ত-কায়মানসজীবনা'** অর্থাৎ 'যাঁহার কায়মনোপ্রাণ সবই শ্রী-গোবিন্দচরণে সমর্পিত।' "কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে" (চৈঃ চঃ)। পূর্ব্বরাগদশায় একবার সেই শ্যামরূপ দর্শনেই যাঁহার বিশ্ব শ্যামময় হইয়াছিল। দুতি শ্যামসুন্দরকে শ্রীমতীর অবস্থা জ্ঞাপন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—

"লোচন শ্যামর, বচনহি শ্যামর, শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার, হৃদয়-মণি শ্যামর, শ্যামর সখী করু কোর ॥
মাধব, ইথে জনি বোলবি আন।
অচপল কুলবতি, মতি উমতায়লি, কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান ॥
মরমহি শ্যামর, পরিজন পামর, ঝামর মুখ অরবিন্দ।
ঝর ঝর লোরহি, লোলিত কাজর, বিগলিত লোচন-নিন্দ ॥
মনমথ-সাগর, রজনি উজাগর, নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাস, কতহুঁ আশোয়াসব, মিলবহি নন্দকিশোর ॥" (পদকল্পতরু)

তাই মিলনের ভূমিতে শ্যামচরণে সবই সমর্পণ করিয়াছিলেন—

"বঁধু! কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়াছিলাম এতিন ভুবনে আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
এ-কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল-পায় ॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর ॥

আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন গলায় গাঁথিয়া পরি॥"

যাঁহার প্রেম জাতিতে এবং পরিমাণে যত বৃহত্তর, তিনি তদনুরূপই গোবিন্দ-চরণে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ। একমাত্র শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমই পরম মহান্—সুতরাং তাঁহার গোবিন্দচরণে শরণাগতিও অনন্যসাধারণ। তাই তাঁহার "গোবিন্দচরণন্যস্ত-কায় মানসজীবনা" নামের যথার্থই সার্থকতা।

শ্রীমতীর অপর একটি নাম—**'স্বপ্রাণার্ব্বুদ-নির্ম্মঞ্ছ্যহরিপাদরজঃকণা'** 'যিনি অসংখ্য প্রাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম রজঃকণাকে নির্মঞ্ছন করিয়া থাকেন।' 'নির্মঞ্ছন' শব্দের অর্থ 'আরত্রিক' বা 'নীরাজন'। দীপমালিকাদ্বারা আরাধ্য দেবতার আলাই-বালাই দগ্ধ করা হয়, শঙ্খজলদ্বারা অমৃতনিষিক্ত করা হয় এবং শুদ্ধবস্ত্র খণ্ডদ্বারা অমঙ্গলাদি নিছিয়া মুছিয়া নেওয়া হয়। যদিও শ্রীভগবানের চিন্ময় বা মঙ্গলময় দেহে কোন প্রকার আপদ্ বিপদ্ বা অমঙ্গলাদি থাকিতে পারে না, তথাপি প্রীতির স্বভাবই এই যে, সে সর্বদাই প্রিয়জনের অনিষ্টাশঙ্কা প্রীতিমানের চিত্তে জাগাইয়া থাকে। সর্বোপরি ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্য শুদ্ধমাধুর্যময় ব্রজপ্রেমে ইহা অতিশয় প্রবলভাবে সতত প্রেমিকের চিত্তে জাগরূক থাকে। যেখানে একদিকে কৃষ্ণকে প্রাণকোটি প্রিয়জন, অপরদিকে নবনীতের ন্যায় অতি সুকোমল বিগ্রহ বলিয়া মনে হয়, সুতরাং ব্রজপ্রেমিকগণের চিত্ত সততই শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় প্রবলভাবে সন্ত্রস্ত থাকে। সতত ব্রজে এত অসুর-রাক্ষসাদির উৎপাত, না জানি কোন মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণের কি বিপদ্ সংঘটিত হইবে! এই আশঙ্কাতেই যশোদামাতা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলানুধ্যানে সতত তাঁহার রক্ষাবন্ধনাদি, নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ-ভোজন ও তাঁহাদের গো দানাদি করিয়া থাকেন। সর্বোপরি শ্রীরাধারাণী; যাঁহার মাদনভাব সতত শ্রীকৃষ্ণকে কোটী প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়রূপে অনুভব করায়, এইজন্য তিনি শ্রীগোবিন্দের বিগ্রহকে তো বটেই, শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণে যে রজঃসমূহ লিপ্ত থাকে, তাহার একটি কণাকে পর্যন্ত নিজের অর্বুদপ্রাণ বা অসংখ্য প্রাণদ্বারা নীরাজন করিয়া থাকেন। ইহা কেবল মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধারাণীর দ্বারাই সম্ভব।

শ্রীরাধারাণীর একটি নাম—**'অণুমাত্রাচ্যুতাদর্শ-শপ্যমানাত্মলোচনা'** 'যিনি ক্ষণকাল শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে নিজ নয়নকে অভিশাপ দেন।' শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে 'ক্ষণকল্পতা' ব্রজসুন্দরীগণের মহাভাবের একটি অনুভাব। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ইঁহাদের এতই দুর্বিসহ বিরহজ্বালা উপস্থিত হয় যে, এক একটি ক্ষণ ইঁহাদের নিকট একটি কল্পের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। ইহা 'রূঢ়' মহাভাবের অনুভাব। শ্রী-রাধারাণীতে শ্রীকৃষ্ণবিরহে 'অধিরূঢ়' মহাভাবের চরমদশা 'দিব্যোন্মাদ' পর্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং এই রাধার বিরহভাব অবলম্বন করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে স্বীয় নয়নের মাথায় বাজ পড়িয়া যাক্ বলিয়া নিজ নয়নকে অভিশাপ দিয়াছেন।

"বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান, যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ॥" (চৈঃ চঃ)

'নিত্যনূতন-গোবিন্দবক্ত্রশুভ্রাংশুদর্শনা' শ্রীরাধার অপর একটি নাম। 'শ্রীগোবিন্দের মুখচন্দ্রকে যিনি নিত্য নূতন দর্শন করিয়া থাকেন।' ইহা অনুরাগেরই কার্য। অনুরাগময়ী ভক্তি নিত্যানুভূত শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলায় ক্ষণে ক্ষণে নব-নবতার জনয়িত্রী! অনুরাগের লক্ষণে বলা হইয়াছে—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগঃ ইতীর্য্যতে॥" (উঃ নীঃ)

'সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকে যে রাগে নূতন নূতনরূপে অনুভব করায় এবং রাগও স্বয়ং নব নব হইয়া থাকে, তাহাই অনুরাগ বলিয়া কীর্তিত হয়।' তৃষ্ণাময়ী অনুরাগ শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরীকে অনুরাগবতীর নয়নে ক্ষণে ক্ষণে নব নব বা অননুভূতপূর্বরূপে প্রতীত করায়। প্রবাহের জল যেমন প্রতিক্ষণেই নূতন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণমাধুরীও অনুরাগবতীর সম্মুখে নব নবরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে।

"প্রপন্নঃ পন্থানং হরিসকৃদেতন্নঃনয়োরপূর্ব্বোঽয়ং পূর্ব্বং ক্বচিদপি ন দৃষ্টো মধুরিমা।
প্রতীকেপ্যেকস্য স্ফুরতি মুহুরঙ্গস্য সখি যা শ্রিয়স্তস্যাঃ পাতুং লবমপিসমর্থা ন দৃগিয়ম্॥" (ঐ)

গোবর্ধন-দানঘাটিতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধারাণী বৃন্দার প্রতি বলিলেন—'হে সখি! হরি পুনঃ পুনঃ আমার নয়নগোচর হইয়াছেন বটে, কিন্তু এইরূপ অপূর্ব মাধুর্য তো কখনই দর্শন করি নাই। ইঁহার এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে শোভা স্ফুরিত হইতেছে, তাহার এক অণুমাত্রও আস্বাদন করিতে আমার নয়ন সমর্থ নহে!' তাই শ্রীমতী রাধারাণী—"নিত্যনূতনগোবিন্দবক্ত্রশুভ্রাংশুদর্শনা"। ক্ষণে ক্ষণে নব-নবায়মান শ্রীগোবিন্দ, নব নবায়মানা শ্রীরাধা, তাঁহাদের চিন্ময়ী বিলাসভূমি শ্রীবৃন্দাবনের প্রতিটিবস্তুই নব নব হইয়া প্রেমিককে এক অভিনব রসাস্বাদনদানে ধন্য করিয়া থাকে। শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুর এই নব নবতার অনুভবে লিখিয়াছেন—

"নব বৃন্দাবন　নব নব তরুগণ　নব নব বিকসিত ফুল।
নবল বসন্ত　নবল মলয়ানিল　মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই　নবল-কিশোর।
কালিন্দী-পুলিন　কুঞ্জ নব শোভন,　নব-নব-প্রেম-বিভোর॥
নবল-রসাল-　মুকুল-মধু-মাতিয়া　নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ-　চিত উমতায়ই　নবরসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ　নবল নব-নাগরী　মীলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন　নব নব খেলন　বিদ্যাপতি-মতি মাতি॥"

"কৃষ্ণ-কেলি-আরাধিকা কায় বাক্য মন।　শ্রীগোবিন্দ-শ্রীচরণে কৈল সমর্পণ॥
প্রাণকোটী প্রেষ্ঠ হরিপদ-রজঃকণা।　নির্গুঞ্ছন করে সদা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা॥" ৪১॥
"অণু-মাত্র অদর্শনে শ্রীনন্দ-নন্দনে।　অভিশাপ দেন রাধা আপন-লোচনে॥
চন্দ্র-কোটী মহোজ্জ্বল গোবিন্দ-বদন।　ক্ষণে ক্ষণে নব নব করেন দর্শন॥" ৪২॥

নিঃসীম-হরিমাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যাদ্যেকভোগিনী।
সাপত্ন্যধাম-মুরলীমাত্রভাগ্য-কটাক্ষিণী ॥ ৪৩ ॥
গাঢ়বুদ্ধিবলক্রীড়াজিত-বংশীবিকর্ষিণী।
নর্ম্মোক্তিচন্দ্রিকোৎফুল্ল-কৃষ্ণকামাব্ধিবর্দ্ধিনী ॥ ৪৪ ॥
ব্রজচন্দ্রেন্দ্রিয়গ্রাম-বিশ্রাম-বিধুশালিকা।
কৃষ্ণসর্ব্বেন্দ্রিয়োন্মাদিরাধেত্যক্ষর-যুগ্মকা ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—যিনি অসীম কৃষ্ণ-সৌন্দর্য-মাধুর্যের একমাত্র ভোক্ত্রী (১০৩) যিনি সাপত্ন্যাস্পদ্ মুরলীর ভাগ্যের প্রতি কটাক্ষ করেন (১০৪) ॥ ৪৩ ॥

যিনি গাঢ়বুদ্ধিবলে খেলায় মুরলী জয় করিয়া উহা আকর্ষণ করেন (১০৫) যিনি নর্মোক্তিরূপ চন্দ্রিকাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কামসিন্ধুকে বর্ধিত করেন (১০৬) ॥ ৪৪ ॥

যিনি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গ্রামের বিশ্রামের চন্দ্রশালিকা (১০৭) যাঁহার 'রাধা' এই নামাক্ষরদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয়কে উন্মাদিত করেন (১০৮) ॥ ৪৫ ॥

টীকা—নিঃসীমেতি। নিঃসীমং সীমারহিতং যদ্ধরের্মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যাদি তদেকস্য ভোগিনীত্যেকং সাপত্ন্যধাম সাপত্ন্যস্থানং যা মুরলী তন্মাত্রস্য ভাগ্যকটাক্ষয়তীতি তথেতি চৈকমেবং দ্বে ॥ ৪৩ ॥

গাঢ়েতি। গাঢ়া দৃঢ়া যা বুদ্ধিবল ক্রীড়াস্তাভির্জিতা বংশীরূপা বিকর্ষিণী যয়া সেত্যেকম্। নর্ম্মোক্তি-চন্দ্রিকয়া জ্যোৎস্নয়া উৎফুল্ল উচ্চলিতো যঃ কৃষ্ণকামাব্ধিঃ কামসমুদ্রস্তস্য বর্দ্ধিনীত্যেকমেবং দ্বে ॥ ৪৪ ॥

ব্রজচন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য য ইন্দ্রিয়সমূহস্তস্য বিশ্রামায় বিধুশালিকা চন্দ্রশালা ইত্যেকম্। কৃষ্ণসর্ব্বেন্দ্রিয়স্য উন্মাদি রাধেত্যক্ষরযুগ্মং যস্যাঃ সেত্যেবমেবং দ্বে সমুদায়েঽষ্টোত্তরশতম্ ॥ ৪৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ তিনটি শ্লোকে শ্রীরাধারাণীর শেষ ছয়টি নাম প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীরাধারাণীর একটি নাম—**নিঃসীমহরিমাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যাদ্যেকভোগিনী** 'যিনি নিঃসীম শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য-মাধুর্য একাকী ভোগ করিয়া থাকেন।' শ্রীকৃষ্ণ 'হরি' অর্থাৎ স্বীয় সৌন্দর্য-মাধুর্য নাম, গুণ, লীলাদির দ্বারা ভক্তবৃন্দের চিত্তকে হরণ করেন বলিয়াই তিনি 'হরি'। কিন্তু সবভক্তই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য সমানভাবে আস্বাদন করিতে পারেন না। যাঁহার যেরূপ প্রেম, তিনি তদনুরূপই কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। সীমাহীন কৃষ্ণমাধুর্যের কেহই পার পান না। একমাত্র শ্রীরাধারাণীর অখণ্ড মাদনপ্রেম-দ্বারাই অখণ্ড শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের সমগ্র আস্বাদন সম্ভবপর হইয়া থাকে।

"অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা। ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥" (চৈঃ চঃ)

এই বিশ্বে বহু সাধনশক্তিসম্পন্ন মুনি, ঋষি থাকিলেও যেমন একমাত্র অগস্ত্য ঋষিই সপ্তসিন্ধুর জলকে গণ্ডূষে শোষণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই বিশ্বে বহু প্রেমিক থাকিলেও একমাত্র শ্রীরাধারাণীই তাঁহার মাদনপ্রেমেরদ্বারা নিঃসীম কৃষ্ণমাধুর্য সমগ্র আস্বাদনে শক্তিধারণ করিয়া থাকেন।

'সাপত্ন্যধাম-মুরলীমাত্রভাগ্য-কটাক্ষিণী' শ্রীরাধারাণীর একটি নাম। 'যিনি সাপত্ন্যাস্পদ বা সপত্নীর তুল্য মুরলীর ভাগ্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন।' মুরলী সব সময় শ্রীকৃষ্ণের অধরে বিন্যস্ত থাকিয়া শ্রীরাধারাণীর অতি স্পৃহণীয় এবং পরম দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা পান করিয়া থাকে। এইজন্য মুরলী শ্রীরাধারাণীর সপত্নীতুল্য বা দ্বেষের পাত্র। মুরলী যে সৌভাগ্যে সবসময় শ্রীকৃষ্ণের অধরে বিন্যস্ত থাকিয়া তাঁহার সুদুর্লভ অধরামৃত আস্বাদনের সুযোগ পাইয়াছে, শ্রীমতী সেই ভাগ্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন।* এবং কোন্ তপস্যার ফলে মুরলীর সেই সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে ইহা অবগত হইলে তিনিও সেই তপস্যা করিয়া মুরলীর ন্যায় সৌভাগ্য অর্জন করিতেন বলিয়া আক্ষেপ করেন। ইহা মহাভাবেরও চরমকোটির ভাব যে মাদন, তাহারই অনুভাব-বিশেষ। "অত্রের্ষ্যায়া অযোগ্যেহপি প্রবলের্ষ্যাবিধায়িতা।" (উঃ নীঃ)। অর্থাৎ 'মাদনরস ঈর্ষ্যার অযোগ্যবস্তুতেও প্রবল ঈর্ষা বিধান করিয়া থাকে' শ্রীরাধারাণী বলিলেন—

"সখি মুরলি বিশালছিদ্রজালেন পূর্ণা লঘুরতিকঠিনা ত্বং নিরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন॥" (বিদগ্ধমাধব)

'হে সখি মুরলি ! তুমি বিশাল-ছিদ্রজালে পরিপূর্ণ, লঘু, অতিশয় কঠিনা নীরসা এবং গ্রন্থিলা ; তথাপি কি পুণ্যের প্রভাবে নিরন্তর শ্রীহরির গাঢ় চুম্বনানন্দ ও তাঁহার করের নিবিড় আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইতেছ ?'

শ্রীরাধার অপর একটি নাম—**'গাঢ়বুদ্ধিবলক্রীড়াজিত-বংশীবিকর্ষিণী'** 'যিনি স্বীয় গাঢ়বুদ্ধিবলে খেলায় শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া তাঁহার বংশী কাড়িয়া লন। হিন্দোলিকা, মধুপান, জলকেলি প্রভৃতি ক্রীড়া, যাহাতে দৈহিক বলে জয় ; প্রায়ই শ্রীমতী তাহাতে বলবান্ নাগরকে পারিয়া উঠেন না। তাই সখীগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নাগরকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত পাশাক্রীড়া আরম্ভ করেন। পাশাক্রীড়াতে বুদ্ধির বলে ঈশ্বরী সাক্ষাৎ জয়শ্রী-স্বরূপা। শ্রীকুণ্ডতটে সুদেবীর কুঞ্জে রাধাশ্যাম পাশাক্রীড়ায় সমুখা-সমুখী বসিয়াছেন। মাঝখানে পাশাসারি। সখীগণ চারিদিকে উপবিষ্টা। নান্দীমুখী ও বৃন্দা সাক্ষী। দ্যূত-প্রবর্তিকা কুন্দলতা। রাধাশ্যামের বিজিগীষাময় ক্রীড়ায় পণ থাকে। শ্রীকৃষ্ণের বেণু ও শ্রীরাধার বীণা সম্মুখে পণ রাখা হইল। খেলায় শ্রীমতী কি অপূর্ব প্রতিভা প্রকাশ করিয়া ক্রমশঃ জয়োন্মুখী হইতেছেন ! সখীগণ কেহ কেহ পরিহাস করিয়া শ্যামকে বলিতেছেন—'শ্যাম ! তোমার সর্বস্ব

---

* মুরলীর সৌভাগ্যবিষয়ে 'গোবিন্দাধর-পীযূষবাসিতাধরপল্লবা' নামের ব্যাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ দ্রষ্টব্য।

মুরলীটি এবার গেল ! হায় ! কেন মুরলী পণ রাখিলে ?' দেখিতে দেখিতে রাধারাণীর জয় হইল ! তৎক্ষণাৎ শ্যাম তাঁহার মুরলীটি তুলিয়া লইলেন। রাধারাণী বলিতেছেন—'মুরলী দাও !' শ্যাম বংশী দিবেন না, রাধারাণী লইবেন। বংশী লইয়া কাড়াকাড়ি হইতেছে। বিজয়িনী রাধারাণী তাঁহার জোর তখন দেখে কে ? শ্যামের বুকের উপর পড়িয়া বাঁশিটি কাড়িয়া লইলেন। কুণ্ডতটের এই মধুর লীলার অনুভব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধারাণীর এই নামটি প্রকাশ করিলেন শ্রীপাদ রঘুনাথ।

শ্রীমতীর আর একটি নাম—**'নর্ম্মোক্তিচন্দ্রিকোৎফুল্ল-কৃষ্ণকামাব্ধিবর্দ্ধিনী'** 'যিনি নর্মোক্তিরূপ চন্দ্রিকাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কামসিন্ধু বর্ধিত করেন।' শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দসিন্ধু, আত্মারাম, আপ্তকাম—তাঁহার কখনো 'কাম' থাকিতে পারে না। যাঁহার নাম-কীর্তনমাত্রে জীবের কামনা-বাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়, তাঁহার নিজের কি কাম থাকা সম্ভব ? 'যাঁহা রাম তাঁহা কাম নহি, যাঁহা কাম তাঁহা নহি রাম।' কাম ও কৃষ্ণ আলো ও আঁধারের ন্যায় অত্যন্ত প্রতিযোগীবস্তু। একস্থলে কখনই উভয়ের স্থিতি হয় না। তাই কেবল 'কাম' না বলিয়া বলিতেছেন 'কামাব্ধি'। অর্থাৎ কামসিন্ধু। তিনি যেমন সিন্ধুর ন্যায় অপার, অগাধ ও দুর্বিগাহ, তাঁহার কামও তদ্রূপ অপার, অগাধ ও অতলস্পর্শ ! তাৎপর্য এই যে, শ্রী-ভগবান্ চিদানন্দসিন্ধু ও স্বতঃপূর্ণতত্ত্ব হইলেও ভক্তের প্রেম স্বীয় জাতি ও পরিমাণানুরূপ তাঁহার অন্তরে কামনার তরঙ্গ জাগায়—ইহা প্রেমেরই স্বরূপসিদ্ধধর্ম। সুতরাং মধুররসজাতীয় প্রেম যেমন কান্তাভাবে তাঁহার সেবা করিবার উৎকট আকাঙ্খা গোপীদের চিত্তে জাগাইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার চিত্তেও কান্তভাবে সেই সেবাগ্রহণ-বাসনা জাগায়—ইহাকেই শ্রীকৃষ্ণের 'কাম' বলা হইয়া থাকে। এইজাতীয় আকাঙ্খা ব্রজলীলায় একমাত্র গোপিকাগণের মধ্যেই অবস্থান করে, তাই তাঁহাদের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণেরও অন্তরে কান্ত-ভাবে সেই অপ্রাকৃত বা চিন্ময় 'কাম' জাগিয়া থাকে।

সর্বোপরি গোপিকা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণী। তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তা ভাবে বিবিধ নর্মোক্তি প্রয়োগ করেন, তাঁহার মুখচন্দ্র হইতে তাৎকালিক হাব, ভাব, কটাক্ষাদিতে সৌন্দর্য মাধুর্যরূপ-চন্দ্রিকা নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কামসাগরকে সমুচ্ছুসিত করিয়া তোলে !

নানা দিক্ দেশবর্তি নদ-নদীসমূহের জলরাশি অবিরত সিন্ধুতে প্রবেশ করিলেও সিন্ধু কখনই স্বীয় মর্যাদা বা বেলাভূমিকে অতিক্রম করে না কিন্তু আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে সে তাহার বিশাল বিকার সহ্য করিতে পারে না। তদ্রূপ দ্বারকালীলায় ষোড়শসহস্র মহিষীবৃন্দ যুগপৎ হাব, ভাব, কটাক্ষাদি প্রকাশ করিয়াও যাঁহার ইন্দ্রিয়কে চঞ্চল করিতে সমর্থ হন নাই (ভাঃ ১০।৬১।৪) শ্রীমতী রাধারাণীর মুখ-চন্দ্রের উদয় এবং তাঁহার নর্মবচনরূপ কিরণ-সম্পাতে সেই শ্রীকৃষ্ণের কামসিন্ধু বীচি-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালায় সমুচ্ছুসিত হইয়া উঠে !! তাই শ্রীমতীর 'নর্ম্মোক্তিচন্দ্রিকোৎফুল্ল-কৃষ্ণকামাব্ধিবর্দ্ধিনী' এই নামের সার্থকতা।

আবার **'ব্রজচন্দ্রেন্দ্রিয়গ্রাম-বিশ্রাম-বিধুশালিকা'** শ্রীরাধারাণীর একটি নাম। 'যিনি বৃন্দাবন-চন্দ্রের ইন্দ্রিয়সমূহের বিশ্রামের চন্দ্রশালিকা।' শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনচন্দ্র, চন্দ্রের কিরণ যেন সকলেরই সুখ বা

আনন্দদায়ক হয়, তদ্রূপ ব্রজবাসি সকলেরই তিনি পরমানন্দদায়ক কারণ তিনি তাঁহাদের প্রাণকোটি প্রিয়। ব্রজের সকলের তো বটেই, কিন্তু যিনি ত্রিভুবনের আনন্দদাতা—তাহারও পরমানন্দ প্রদাতা শ্রীরাধারাণী! শ্রীকৃষ্ণের স্বানুভবের কথা—

"আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন। আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন ॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ। সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব। একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥" (চৈঃ চঃ)

চন্দ্রশালা যেমন বিশ্রামের স্থান, তদ্রূপ ব্রজচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়সমূহের বিশ্রামের চন্দ্রশালা শ্রীরাধারাণী। শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়সমূহের বিশ্রাম বা আনন্দ-প্রদাতা এমনটি আর দ্বিতীয় কেহই নাই।

"কৃষ্ণেন্দ্রিয়াহ্লাদিগুণৈরুদারা, শ্রীরাধিকা রাজতি রাধিকেব।
সর্ব্বোপমানাবলিমর্দ্দিশীলা, হ্যঙ্গানি বাঙ্গানি চ ভান্ত্যমুষ্যাঃ ॥" (গোঃ লীঃ ১১।১১৮)

"শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়চয়ের আহ্লাদকারী সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি গুণে ভূষিতা শ্রীরাধিকা শ্রীরাধিকারই তুল্যা এবং নিখিল উপমান-বস্তুর অহঙ্কারনাশক শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই ন্যায় শোভা পাইতেছে!"

শ্রীমতীর অষ্টোত্তর-শতনামের শেষ নামটি—'**কৃষ্ণসর্ব্বেন্দ্রিয়োন্মাদি-রাধেত্যক্ষর-যুগ্মকা**' যাঁহার 'রাধা' এই নামাক্ষরদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয়কে উন্মাদিত করেন।' শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমতী রাধারাণীর 'রাধা' এই মুখ্যনামেই এই শতনামস্তোত্র আরম্ভ করিয়াছেন এবং স্তোত্রটি 'রাধা' এই নামেই সমাপ্ত করিতেছেন। নাম-নামী অভিন্ন বস্তু। বেদের নিগূঢ়া শ্রীরাধা যেমন অতি রহস্যময় তত্ত্ব; শ্রীরাধার নামাবলীও তদ্রূপ পরম নিগূঢ় বা রহস্যময়। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ শতনামস্তোত্রের আরম্ভ ও সমাপ্তিতে বা উপক্রম-উপসংহারে 'রাধা' এই পরাক্ষরদ্বয়রূপ দৃঢ় কবাটের দ্বারা নিগূঢ় নামাবলীকে যেন সযত্নে সুরক্ষিত রাখিয়াছেন!

'রাধা' এই অক্ষরদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয়কে উন্মাদিত বা পাগল করিয়া তোলে! নামের মধ্যে নামীর সর্বশক্তি নিহিত রহিয়াছে বলিয়া শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব (মদয়তীতি মাদনঃ) যেমন শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত করে, তদ্রূপ শ্রীরাধা-নামাক্ষরদ্বয়ও শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয়কে উন্মাদিত করে। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অখিলরসামৃতমূর্তি, তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহও অখিলরসাত্মক বা চিন্ময়ানন্দের পূর্ণতম আশ্রয়। সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়ের উন্মাদিত হওয়ার কোন হেতু দেখা যায় না। লোকে তিনটি কারণে উন্মাদিত হয়—(১) কোন একটি বিষয়ে অতিশয় আবেশ সঞ্জাত হইলে (২) যাহার আধারে যতটা সুখ বা দুঃখ ধরে, তদপেক্ষা অধিক সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে (৩) জ্ঞানাচ্ছন্নকারী অজ্ঞানের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের এই তিনটিই সর্বথা অসম্ভব। কারণ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের অন্যত্র আবেশ সম্ভব নয়, যেহেতু তাহারা অখিলরসাত্মক। অধিক সুখ বা দুঃখ তাঁহার ইন্দ্রিয়ে আসাও অসম্ভব, যেহেতু উহা পূর্ণানন্দস্বরূপ এবং দুঃখের অত্যন্ত প্রতিযোগী। জ্ঞানাচ্ছন্নকারী অজ্ঞানও তাঁহার ইন্দ্রিয়ে আসা একবারেই অসম্ভব, কারণ তাহারা

ইদং শ্রীরাধিকা-নাম্নামষ্টোত্তরশতোজ্জ্বলম্।
শ্রীরাধালম্ভকং নাম স্তোত্রং চারু রসায়নম্ ॥ ৪৬ ॥
যোঽধিতে পরমপ্রীত্যা দীনঃ কাতরমানসঃ।
স নাথামচিরেণৈব সনাথামীক্ষতে ধ্রুবম্ ॥ ৪৭ ॥

॥ ইতি শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীরাধারাণীর অষ্টোত্তরশতনামে উজ্জ্বল, অতি সুশোভন, হৃৎকর্ণরসায়নও শ্রীরাধার প্রাপক এই স্তোত্রটি যিনি প্রীতিপূর্ব্বক, দৈন্যসহকারে ও কাতরচিত্তে অধ্যয়ন করেন, তিনি অচিরায় সুনিশ্চিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধারাণীকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৪৬-৪৭ ॥

টীকা—ইদমিতি। ইদং নাম স্তোত্রং কাতর-মানসঃ সন্ পরম-প্রীত্যা যোঽধীতে ইতি পরেণ ক্রিয়াসম্বন্ধঃ। কিম্ভূতং শ্রীরাধিকা-নাম্নামষ্টোত্তরশতেনোজ্জ্বলম্। পুনঃ কিম্ভূতং শ্রীরাধালম্ভকং প্রাপকম্। চারু শোভনং রসায়নম্ আস্বাদনার্হম্ ॥ ৪৬ ॥

য ইতি। নাথাং শ্রীরাধাং ধ্রুবং নিশ্চিতম্ অচিরেণৈব শীঘ্রম্ ঈক্ষতে পশ্যতি। নাথাং কিম্ভূতাং সনাথাং নাথেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ বর্ত্তমানাম্ ॥ ৪৭ ॥

॥ ইতি শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র-বিবৃতিঃ ॥ ১৩ ॥

চিন্ময় বা জড় প্রতিযোগী স্বপ্রকাশলক্ষণ বস্তু। তবু 'রাধা' নামাক্ষরদ্বয় তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহকে উন্মাদিত করে—ইহা রাধা-নামাক্ষরেরই অচিন্ত্য প্রভাব! তাই পূর্বরাগদশায় শ্রীরাধার নামে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-গুলির উন্মাদনার কথা দূতী শ্রীরাধার নিকট বলিয়াছিলেন—

"বৃষভানু-নন্দিনী, জপয়ে রাতি দিনি, ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনি, বোলয়ে মধুর-বাণি, স্বপনে না পাতয়ে কান॥
'রা' কহি 'ধা' পহুঁ কহই না পারই, ধারা ধরি' বহে লোর।
সোই পুরুখ-মণি, লোটায় ধরণী পুন, কো কহ আরতি ওর॥
গোবিন্দদাস তুয়া, চরণে নিবেদিল, কানুক এতহুঁ সম্বাদ।
নীচয়ে জানহ, তছু দুঃখ-খণ্ডক, কেবল তুয়া পরসাদ॥" (পদকল্পতরু)

"কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যামৃত মধুর-লাবণি। চূড়ান্ত করিয়া ভোগ করে বিনোদিনী॥
ব্রজেতে সাপত্ন্য-ধাম মুরলীর প্রতি। ভাগ্যের কটাক্ষ করে রাধিকা শ্রীমতী॥" ৪৩ ॥
"বুদ্ধিবলে পাশাক্রীড়ায় লভিয়া বিজয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশী যিঁহো বলে কাড়ি লয়॥
নর্ম্মোক্তি-চন্দ্রিকা দ্বারে ভানুকুল-ইন্দু। সর্ব্বদা বর্দ্ধিত করে কৃষ্ণ-কামসিন্ধু॥" ৪৪ ॥
"কৃষ্ণেন্দ্রিয়-বিশ্রামের সুচন্দ্র-শালিকা। রূপে গুণে ডগমগি রাই পঞ্চালিকা॥
'রাধা' এই দু' আখরে কি অমৃত ঝরে। গোবিন্দের সর্বেন্দ্রিয় উন্মাদিত করে॥" ৪৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ দুইটিশ্লোকে এই স্তবের ফলশ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন। এই স্তোত্রটি শ্রীরাধারাণীর অষ্টোত্তরশতনামে উজ্জ্বল, অর্থাৎ প্রেমময়ীর পরম প্রকাশময় প্রেমরসোজ্জ্বল নামাবলী এই স্তোত্রে বিরাজ করিতেছেন। আবার স্তোত্রটি অতি সুশোভন ও হৃৎকর্ণরসায়ন। কারণ রাধাপ্রেমের প্রভাব ও ঐ প্রেমের দ্বারে শ্রীভগবানের বশ্যতাই এই স্তোত্রের বিষয়বস্তু সুতরাং ভক্তবৃন্দের নিকট ইহা অপেক্ষা সুশোভন এবং হৃৎকর্ণরসায়ন বস্তু আর কি থাকিতে পারে? শ্রীরাধারাণীর রূপ, গুণ, লীলারসে ভরপুর বলিয়া ইহা শ্রীরাধার প্রাপক। যিনি অভিমানাদি বিসর্জনপূর্বক দৈন্যসহকারে এবং আর্তিপূর্ণচিত্তে এই স্তবের অনুশীলন বা শ্রবণ-কীর্তনাদি করিবেন, তিনি অচিরায় সুনিশ্চিতভাবে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য বা কৃতার্থ হইবেন ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর নিত্যকিঙ্করী, রহস্যময় ব্রজনিকুঞ্জের খবর বিশ্ববাসীকে জানাইয়া তাঁহাদের ব্রজনিকুঞ্জে লইয়া যাইতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সঙ্গে বিশ্বজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা যে সমস্ত মহাবাণী বিশ্বে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহা মন্ত্রের ন্যায় মহাশক্তিশালী' আবৃত্তিমাত্রেই মন্ত্রদেবতাকে আকর্ষণ করিয়া সম্মুখে মূর্ত করিয়া দেয়। সুতরাং এই মহাবাণীর শ্রবণ, কীর্তন বা অনুশীলনের মত ইষ্টপ্রাপক সাধনা বিশ্বে আর কিছুই নাই। ইহাদের শ্রীমুখবাণী মহাসিদ্ধবাণী, কখনই বিফল হইবার নহে।

"কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্তি-বিনু নাহি অন্য কৃত্য॥" (চৈঃ চঃ)

"শ্রীরাধার অষ্টোত্তর শত নামাবলী।
উন্নত উজ্জ্বল প্রেম-রসামৃত-কেলি॥
কুঞ্জ-মাঝে কুঞ্জেশ্বরীর চরণ-সেবন।
প্রাপ্তিহেতু রাধা-নাম অমূল্য-রতন॥
সর্বেন্দ্রিয় রসায়ন নামাবলী-স্তোত্র।
মণীন্দ্র-কৌস্তভ সম পরম পবিত্র॥
ভাগবত-চূড়ামণি রঘুনাথ দাস।
অষ্টোত্তর শতনাম করিলা প্রকাশ॥
ভক্তকোটী পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম।
ছন্দ করি 'হরিপদ' নাম করে গান॥" ৪৬-৪৭॥

॥ ইতি শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর-শতনাম-স্তোত্রের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

অথ শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্

**রসবলিত-মৃগাক্ষী-মৌলিমাণিক্যলক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরি প্রেমবাপি-মরালী।
ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্য-গীর্ব্বাণবল্লী
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ১ ॥**

অনুবাদ যিনি রসবতী মৃগনয়নাগণের শিরোমণির শোভা-সম্পদ্, যিনি আনন্দিত মুরারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমতড়াগের হংসী এবং ব্রজশ্রেষ্ঠ শ্রীল বৃষভানুরাজের যিনি পবিত্র কল্পলতা-স্বরূপ, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ? ॥ ১ ॥

টীকা—পুনরষ্টকেন তদ্দাস্যং প্রার্থয়তে—রসবলিতেতি। রাধিকা কদা মাং নিজদাস্যে স্নপয়তি দাস্য-রাজ্যেঽভিষেচয়তীত্যন্বয়ঃ। ননু বহ্ব্যস্তদ্দাস্যঃ সন্তি ত্বাং কথং স্নপয়তীত্যাহ। কিন্তূতা ব্রজে বরঃ শ্রেষ্ঠো যো বৃষভানুস্তস্য পুণ্যরূপ গীর্ব্বাণবল্লী কল্পলতা কল্পলতাতু যাচকাভীষ্টং পূরয়ত্যেবেতি ভাবঃ। নম্বন্যা অপি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্যঃ সন্তি তা বিহায় কথমস্যা এব দাস্যং প্রার্থ্যতে তত্রাহ। পুনঃ কিন্তূতা রসেন বলিতা ব্যাপ্তা যা মৃগাক্ষ্যস্তাসাং মৌলিষু মস্তকেষু মাণিক্যরূপ লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যা এব দাস্যং সমুচিতমিতি ভাবঃ। সর্ব্ব ব্রজ-স্ত্রীভ্যোঽপি শ্রীকৃষ্ণস্য পরম প্রেমপাত্রত্বেঽপীত্যাহ। পুনঃ কিন্তূতা প্রমুদিত মুরবৈরিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমা এব বাপী সরোবরং তত্র মরালী হংসী মরাল্যাঃ সরোবরমিব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমৈব অস্যাঃ পরমাশ্রয়ত্বেন সর্ব্বসাধর্ম্যমিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর সাক্ষাৎ দাস্যপ্রাপ্তির অভাবে সাতিশয় কাতরপ্রাণে কুণ্ডতীরে পড়িয়া রোদন করিতেছেন। দাস্য না পাইলে প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না। ভক্তির অর্থই 'সেবা' বা 'দাস্য'. শ্রীরাধার কিঙ্করীগণ সাক্ষাৎ সেবারসেরই মূর্তি। সেবারস দিয়া গড়া তাঁহাদের স্বরূপ। সেবা বা দাস্যই যাঁহাদের জীবাতু, তাঁহাদের নিকট যদি সেবা না আসে, তাহা হইলে তাঁহাদের কি জাতীয় দুঃখ হয় ; ইহা কাহারো ধারণা করিবার সাধ্য নাই।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বুকফাটা আর্তির সহিত শ্রীরাধার দাস্যকামনা করিয়া শ্রীমতীর রূপ, গুণ, লীলাদি ময় এই শ্রীরাধিকাষ্টক প্রকাশ করিতেছেন। **'স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু'** এই শ্রীরাধিকাষ্টকের আটটি শ্লোকেরই শেষে শ্রীপাদ রঘুনাথের এই আর্তিভরা প্রার্থনা অভিব্যক্ত হইয়াছে। **'শ্রীরাধারাণী কবে আমায় তাঁহার নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ?'** মঞ্জরীভাবের সাধকগণের শ্রীরাধার দাস্যই একমাত্র কাম্য, শ্রীরাধার দাস্যের অন্তর্গতভাবেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণদাস্য বা কৃষ্ণসেবা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়। মঞ্জরীগণের মত এত মহত্তম কৃষ্ণদাস্য বা কৃষ্ণসেবা আর কাহারো নাই। যেহেতু মাদ-

নাখ্য-মহাভাবরূপ উপচারে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহাদের কোটিপ্রাণপ্রতিম শ্রীরাধারাণীই তাঁহাদের গোবিন্দসেবার শ্রেষ্ঠ উপচার। এইজন্য গোবিন্দের দাস্যের নিমিত্ত তাঁহাদের পৃথক্ কোন কামনা না থাকিলেও গোবিন্দ স্বয়ংই তাঁহাদিগকে দাস্য বা সেবা দিয়া ধন্য করিয়া থাকেন 'নিজদাস্য' কথাটির ইহাই ধ্বনিগম্য অর্থ।

শ্রীপাদ শ্রীরাধারাণীর দাস্যে স্নপিত বা অভিষিক্ত হওয়ার প্রবল বাসনা পোষণ করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীরাধারাণীর দাস্য কোন অপূর্ব রসামৃত বস্তু, তাই তাহাতে অভিষিক্ত হওয়ার নিমিত্ত শ্রীপাদের বুকভরা আর্তি। সাধক ভাবসাধনরাজ্যে যত সমুন্নত আস্বাদনের স্তরে আরোহণ করিতে পারেন, শ্রীরাধার দাস্যামৃতরসেই তাহার পরাকাষ্ঠা বা চরম সোপান। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন—"রাধানাগর-কেলিসাগর-নিমগ্নালীদৃশাং যৎসুখম্। ন-তল্লেশ-লবায়তে ভগবতঃ সর্ব্বোঽপি সৌখ্যোৎসবঃ।" (বৃঃ মঃ)। "যুগলসেবারসমগ্না শ্রীরাধার কিঙ্করীগণের নয়ন-শফরী শ্রীরাধা-মাধবের কেলিসিন্ধুতে সন্তরণ করিয়া যে আনন্দলাভ করিয়া থাকে, নিখিল ভগবৎরাজ্যের আনন্দোৎসব সেই সুখসিন্ধুর এককণাও হইতে পারে না।"

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর দাস্যামৃতরসে অভিসিঞ্চিত হওয়ার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে গিয়া শ্রীমতীর কিছু গুণমাধুরী কীর্তন করিতেছেন। প্রথমতঃ বলিতেছেন—"রসবলিত-মৃগাক্ষী-মৌলিমাণিক্য-লক্ষ্মীঃ" 'যিনি রসবতী মৃগনয়নাগণের শিরোভূষণমণির শোভা-সম্পদ্' এখানে 'রস' বলিতে চিন্ময়রস বা প্রেমরস বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সুতরাং 'রসবলিত-মৃগাক্ষী' অর্থে ভগবৎকান্তাগণকেই বুঝা যাইতেছে। নিখিল ভগবৎকান্তাগণের শিরোভূষণমণির সৌন্দর্য-সম্পদ্ শ্রীরাধা। শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার স্বরূপশক্তি-বর্গকে জানার দুইটি দিক্— একটি তত্ত্ব অপরটি রস। তত্ত্বের দিক্ দিয়া স্বয়ং ভগবতী কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা নিখিল ভগবৎকান্তাগণের অংশিনী।

"কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার—। এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণসার। শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥
অবতারী যৈছে কৃষ্ণ করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥
লক্ষ্মীগণ-তাঁর বৈভব বিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ-স্বরূপ ॥
আকার-স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥" (চৈঃ চঃ)

রসের দিক্ দিয়াও তদ্রূপ ঐশ্বর্যজ্ঞানগন্ধশূন্য ব্রজের উন্নত উজ্জ্বলরস অর্থাৎ পরকীয়াভাবময় সমুন্নত শৃঙ্গাররসে শ্রীকৃষ্ণকে রাসাদি লীলামাধুরী আস্বাদন করাইয়া থাকেন প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণী।

"তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস ভেদে। কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে ॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী। গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব— সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥" (ঐ)

আবার যিনি "প্রমুদিত-মুরবৈরী-প্রেমবাপী-মরালী" 'আনন্দিত মুরারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-তড়াগের মরালিনী।' মরালিনী যেমন সরোবরে সর্বদা সুখবিহার করিয়া থাকে এবং তাহার অতি প্রিয়খাদ্য

স্ফুরদরুণ-দুকূলদ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভি-বরকাঞ্চী-লাস্যমুল্লাসয়ন্তী।
কুচকলস-বিলাস-স্ফীত-মুক্তাসর-শ্রীঃ
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ২ ॥

কমল-মৃণাল ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে ; তদ্রূপ প্রেমময়ী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসায়রে সতত সুখে সন্তরণ করিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণকেলিরূপ সুমৃণাল আহার করিয়াই প্রাণধারণ করেন।

দ্বিতীয়তঃ দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইলে একমাত্র হংসিনীর জিহ্বাই দুগ্ধটি গ্রহণ করিয়া জলকে পৃথক্ করিতে সক্ষম, অন্য কোন প্রাণীর জিহ্বার এই সামর্থ্য নাই। তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমসায়রে সতত বিহার-পরায়ণা স্বর্ণমরালিনী শ্রীরাধারাণীই আত্মেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছারূপ জলকে নিঃশেষে নিষ্কাসিত করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছারূপ দুগ্ধকে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরাধার ভাব লইয়াই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য। মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥" (চৈঃ চঃ)

আবার শ্রীমতী "ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্য গীর্ব্বাণবল্লী" ব্রজশ্রেষ্ঠ শ্রীল বৃষভানুরাজার যিনি পুণ্যময়-কল্পলতা।' মহারাজ বৃষভানু ব্রজের শ্রেষ্ঠ। শ্রীল নন্দমহারাজের তুলনা ব্রজমণ্ডলে নাই, কারণ যাঁহার গৃহে স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ। মহারাজ বৃষভানুর গৃহে কিন্তু স্বয়ং প্রেমই অবতীর্ণ হইয়াছেন। মহাজনগণ যে কুলে ভগবান্ অবতীর্ণ, তাহাকে যত না প্রশংসার আসন দিতে পারেন, যে কুলে প্রেমের অবতার, সেই কুলকেই ততোধিক প্রশংসার আসন দিয়া থাকেন। কারণ এই প্রেমের দ্বারাই শ্রীভগবা-নের ঐকান্তিক বশ্যতা স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই বিচারে বৃষভানুরাজার মহত্তের তুলনা আর কুত্রাপি নাই—যেহেতু যাঁহার গৃহে সাক্ষাৎ প্রেমলক্ষ্মী শ্রীরাধারাণী অবতীর্ণা!

সেই বৃষভানুরাজার পুণ্যময় কল্পলতা শ্রীরাধা। শ্রীবৃষভানুরাজার অনন্ত পুণ্যই যেন মূর্তি-ধারণ করিয়া রাধারূপে অবতীর্ণ। প্রেমকল্পলতা শ্রীরাধারাণী প্রেমেরই অধিষ্ঠাত্রীদেবী। সাধারণ কল্পলতা প্রার্থীকে তাহার প্রার্থিত বস্তুই দান করিয়া থাকে। কল্পলতার সন্ধান পাইয়া অবোধ প্রার্থী যদি নিজের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অহিতকেই হিতজ্ঞানে কল্পলতার নিকট প্রার্থনা করে, কল্পলতা তাহাই দান করিয়া থাকে। প্রেমকল্পলতা শ্রীরাধারাণী কিন্তু জীবমাত্রের পরম কল্যাণ প্রেমব্যতীত অন্যবস্তু প্রদান করেন না। শ্রীপাদ রঘুনাথ অন্য বাসনাশূন্য হইয়া এই প্রেমকল্পলতারই দাস্যামৃতরসে অভিসিঞ্চিত হওয়ার প্রার্থনা তাঁহার শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিতেছেন—'স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু'।

"রসিকা মৃগাক্ষীগণের এই শ্রীরাধিকা। মৌলি-মাণিক্য-লক্ষ্মী সর্ব্ব-আরাধিকা ॥
প্রমুদিত-মুরবৈরি প্রেম-দীর্ঘিকায়। কলহংসীরূপে রাধা বিহরে সদায় ॥
ব্রজবর-বৃষভানু-রাজার কুমারী। পবিত্র-কলপ-লতা রাধিকা সুন্দরী ॥
সেই শ্রীরাধিকা নিজ দাস্যপদ দিয়া। অভিষিক্ত করিবে কি করুণা করিয়া ॥" ১ ॥

অনুবাদ—অরুণবর্ণ-বসনে সুশোভিত নিতম্বদেশে মুখরিত কাঞ্চীকলাপের মাধুর্য প্রকটনপূর্বক যিনি নৃত্যকলা প্রকাশ করিতেছেন এবং যাঁহার কুচ-কলসোপরি আন্দোলিত পুষ্ট মুক্তার মালা শোভা পাইতেছে—সেই শ্রীরাধিকা আমায় কবে তাঁহার দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ?

টীকা—কৃষ্ণপ্রেম-সাধনানি বিশেষণান্যাহ - সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ। পুনঃ কিন্তূতা স্ফুরৎ প্রকাশমানং যদরুণ দুকূলং রক্তপট্টবস্ত্রং তেন দ্যোতিতং শোভিতং যদুদ্যৎ উদয়ং প্রাপ্নুবৎ নিতম্বস্থলং তদভি তস্য সর্ব্বতো যা বরকাঞ্চী শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রঘণ্টিকা তস্যা লাস্যং নৃত্যং উল্লাসয়ন্তী প্রকাশয়ন্তী। পুনঃ কিন্তূতা কুচকলসে বিলাসো যস্য এবং ভূতো যঃ স্ফীত আয়তো মুক্তাসরো মুক্তামালা তেন শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ সা। ॥ ২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের সিদ্ধস্বরূপের নিবিড় আবেশ! যথাবস্থিত দেহের স্মৃতি ভুল হইয়াছে। নিজেকে শ্রীরাধার কিঙ্করী বলিয়াই মনে করিতেছেন। তাই শ্রীমতীর সাক্ষাদ্দাস্য বা সেবাব্যতীত আর অন্য আকাঙ্খা নাই। শ্রীমতীর দাস্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত তন্ময়! দাস্যের অভাবে প্রাণ কণ্ঠাগত। সহসা স্ফূর্তিতে একটি লীলার ছবি নয়ন-সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল!

জ্যোৎস্নাবতী রজনী। রাস হইতেছে। নিত্যরাস। শ্রীরাধার সহস্র-সহস্র সখী মণ্ডলীবন্ধে শ্যামসুন্দরের সহিত নৃত্য করিতেছেন। মধ্যে শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন শ্যামসুন্দর। নিখিল আস্বাদনময়ী লীলা এই রাস। 'রস' শব্দের উত্তর সমূহার্থে 'ষ্ণ' প্রত্যয় করিয়াই 'রাস' শব্দটি নিষ্পন্ন। রস বা আস্বাদনসমূহ যাহাতে আছে তাহাই রাসলীলা। অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রমণীয় লীলায় যে আস্বাদনটি খণ্ডিতভাবে নিহিত রহিয়াছে, এই রাসলীলার মধ্যে তাহাই অখণ্ডিতভাবে বিদ্যমান্। অনেক নিগূঢ় রসময়ী লীলার রস একাধারে নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই ইহাকে 'পরমরসকদম্বময়' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্, রসিকশেখর ও পরম করুণ এই তিনটি অসাধারণগুণ-সমন্বিত অপ্রাকৃত নটরাজ ব্রজবিহারী শ্যামসুন্দর, মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধা এবং মহাভাববতী গোপসুন্দরীগণের সমাবেশ ভিন্ন ঈদৃশ মহারসময়ী লীলাবিলাস কাহারো দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। যাঁহারা স্বীয় অনন্ত ঐশ্বর্য, অচিন্ত্যস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া কেবলই বিশুদ্ধ প্রীতিরসাস্বাদনে ব্যাকুল, যাঁহারা সর্বদাই প্রীতির মর্যাদা রক্ষণে তৎপর ; সেই স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং তাঁহার অভিন্নস্বরূপ সাক্ষাৎ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা ও তাঁহারই কায়ব্যূহস্বরূপা গোপীগণের দ্বারাই এতাদৃশ মহারসময়-লীলাবিনোদ সম্ভবপর হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ স্বীয় মঞ্জরীস্বরূপে দেখিতেছেন—রাসমণ্ডলীর মাঝে তাঁহার ঈশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণী অনন্তমাধুর্য প্রকাশ করিয়া নৃত্যকলা প্রকাশ করিতেছেন! শ্রীমতী অরুণবর্ণ-পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। স্বীয় মহাভাবস্বরূপে যেন কৃষ্ণ-অনুরাগই অরুণবসনরূপে (অনুরাগের বর্ণ অরুণ) আপাদমস্তক ব্যাপিয়া শোভা পাইতেছে!! নৃত্যকালে অরুণবসনে সুশোভিত রমণীয় নিতম্বদেশের কি অপূর্ব শোভা! একে তো শ্রীরাধার অদ্ভুত রসরাজি-সমন্বিত নিতম্বের স্বাভাবিক শোভাতেই শ্যাম বিমোহিত হইয়া থাকেন। মহাজন বলিয়াছেন, শ্রীরাধার নিতম্ব-পুলিনেও রাস হইয়া থাকে—

"রাধাশ্রেণিরিয়ং সমা ন পুলিনৈঃ সত্যা কবের্গীরিয়ং
যদ্বেণী যমুনা তদেব পুলিনং কাঞ্চী মরালততিঃ।
নোচেত্তত্র হরের্মনোনটবরঃ শ্রীরাসলাস্যং কথং
স্বাভির্বৃত্তিসখীনটীভিরনিশং কুর্ব্বন্ন বিশ্রাম্যতি॥" (গোঃ লীঃ ১১·৬০)

শ্রীরাধার নিতম্ব যমুনাপুলিনের মত—কবির এই বাক্য কি সত্য নয়? অবশ্যই সত্য। যেহেতু শ্রোণীমধ্যে বেণীরূপা যমুনা বিরাজমানা, নিতম্বদেশ পুলিন এবং কাঞ্চিই হংসশ্রেণী হইয়াছে। যদি তাহা না হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের মনোরূপ নটরাজ স্বীয় মনোবৃত্তিসখীরূপ নটীগণের সহিত সেখানে নিরন্তর সুন্দর রাসনৃত্যকরত কেনই বা বিশ্রান্ত হইতেছেন না?"

সেই অপূর্ব শোভাময় নিতম্বে নৃত্যের তালে তালে ঝঙ্কৃত কাঞ্চীকলাপের কি অপূর্ব মাধুরী! শ্যাম নিজের নৃত্য রাখিয়া শ্রীমতীর নৃত্যমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীমতীর নৃত্যের সহিত শ্যাম বংশী বাজাইতেছেন। অনন্তমধুর বাঁশির সুরকেও ছাপাইয়া ঝঙ্কৃত হইতেছে শ্রীমতীর কাঞ্চীকলাপের মধুর নিক্কণ! যাঁহার নিক্কণ-ধ্বনিতে শ্যাম বিমোহিত!

আবার শ্রীমতীর নৃত্যের তালে তালে তাঁহার কুচ-কলসোপরি আন্দোলিত হইতেছে গলদেশের মুক্তামালা। মুক্তাগুলি পুষ্ট। শ্যামসুন্দরের নৃত্যকালে মুক্তামালার মধ্যে প্রতিবিম্বিত শ্যামের নৃত্য-মধুর রূপটি দর্শন করেন শ্রীমতী পুষ্টমুক্তার মালাটি এইজন্যই তাঁহার অতিশয় প্রিয়। মহাভাবের অঙ্গে স্থান পাইয়া সব অলঙ্কারগুলিই ভাবময় হইয়া গিয়াছে! ভাবকে বাদ দিয়া তাহাদের কোন পরিচয় নাই।

রাসে শ্রীরাধারাণী এবং তাঁহার সখীগণের সহিতই শ্যামসুন্দরের নৃত্য হইয়া থাকে। কিঙ্করীগণ বীজন, জলদান, তাম্বূলদান, শ্রীচরণসম্বাহনাদি সেবা করিয়া থাকেন। রাসনৃত্যকালে কিঙ্করীগণ যে তাম্বূলদান, বীজনাদি সেবা করেন, নৃত্যচ্ছন্দেই তাঁহারা সেই সব সেবা করিয়া থাকেন। কারণ সেখানে গান, নৃত্য ও তালাদির এমনি আতিশয্য যে, সেখানে আপনা আপনিই নৃত্যভঙ্গিমা প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথ কিঙ্করীরূপে নৃত্য করিতে করিতেই নৃত্যপরায়ণা শ্রীমতীকে বীজন করিতে যাইতেছেন। ব্যজনী লইতে গিয়া হাতে আর কিছুই পাইলেন না, তখন বুঝিলেন ইহা স্ফুরণ। আর্তির সহিত শ্রীমতীর দাস্যরসে অভিষিক্ত হওয়ার প্রার্থনা শ্রীমতীর চরণে জ্ঞাপন করিলেন—

"রক্তবর্ণ-পট্টবস্ত্র শোভে নিতম্বেতে।
দুলিতেছে বরকাঞ্চী যাঁহার নৃত্যেতে॥
কুচ-কুম্ভে সঞ্চালিত মুকুতার মালা।
করিয়াছে অঙ্গশোভা অধিক উজালা॥
সেই শ্রীরাধিকা মোরে করুণা করিয়া।
অভিষিক্ত করিবে কি সেবামৃত দিয়া?" ২॥

সরসিজবরগর্ত্তা-খর্ব্বকান্তিঃ সমুদ্যৎ-
তরুণিম-ঘনসারাশ্লিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ ।
দরবিকসিত-হাসস্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যিনি উৎকৃষ্ট কমলের কিঞ্জল্কের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্টা, যাঁহার কৈশোরামৃত সমুজ্জ্বল তারুণ্যরূপ কর্পূরদ্বারা বাসিত হইয়াছে এবং যাঁহার বিম্বাধরাগ্রে ঈষৎ-বিকসিত হাস্য-মকরন্দ নিঃস্যন্দিত হইতেছে—সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ? ৩ ॥

টীকা—পুনঃ কিম্ভূতা সরসিজ-বরস্য পদ্মশ্রেষ্ঠস্য যো গর্ভঃ কর্ণিকা স ইব অখর্ব্বা অতিশয়িতা কান্তির্যস্যাঃ সা। পুনঃ কিম্ভূতা সমুদ্যত্তরুণিমা সমুদ্যত্তারুণ্যমেব ঘনসারঃ কর্পূর তেন শ্লিষ্টঃ মিশ্রিতঃ কৈশোররূপঃ সীধুরমৃতং যস্যাঃ সা। পুনঃ কিম্ভূতা দরমীষৎ বিকসিতো যো হাসস্তং স্যন্দি তৎপ্রচারণশীলং বিম্বাধরাগ্রং যস্যাঃ সা ॥ ৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—স্ফূর্তিতে শ্রীপাদ রঘুনাথ রাসের মধ্যে অভীষ্টের মাধুরী আস্বাদনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। স্ফূর্তির বিরামে স্ফূর্তির দেবতার লীলামাধুরী, রূপমাধুরী যেন চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে ! সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধারাণীর দাস্যের অদম্য নবনব আকাঙ্খা শ্রীপাদের হৃদয়-পারাবারে কল্লোল-ময়ী উর্মিমালার মত উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে ! এই নিবিড় আকাঙ্খাই আস্বাদনের পরিমাপক। সুতীব্র লালসায় অভীষ্টবস্তু অনন্ত মাধুরী লইয়া যেন শ্রীপাদের নয়ন সম্মুখে খেলা করিতেছেন ! এই-শ্লোকে সাধকাবেশে সেই রূপমাধুরী বর্ণনা করিয়াই শ্রীমতীর দাস্য প্রার্থনা করিয়াছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ।

পূর্বশ্লোকের স্ফুরণ—রাসে শ্রীরাধার অদ্ভুত নৃত্যমাধুরীদর্শনে নিজের নৃত্য রাখিয়া শ্রীমতীর নৃত্য রস আস্বাদন করিতেছিলেন শ্যামসুন্দর। নয়নে অশ্রু, দেহে পুলক ! মধ্যে মধ্যে মুগ্ধ হইয়া বাহবা দিতে-ছিলেন। শ্রীমতী শ্যামকে সুখী করিতে পারিয়াছেন জানিয়া তাঁহার শ্রী অঙ্গ হইতে সুবর্ণকান্তিধারা উচ্ছ-লিত হইয়া উঠিতেছিল ! সেই রূপটি শ্রীপাদের নয়ন-সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে ! তাই বলিতেছেন—"সরসিজবরগর্ত্তাখর্ব্বকান্তিঃ" শ্রেষ্ঠকমলের কিঞ্জল্কের উজ্জ্বল পীতকান্তির ন্যায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি। শ্রেষ্ঠ কমল বলিতে উত্তমকালে এবং উত্তমভাবে জন্মাইয়া যে কমল সুবিকসিত হইয়াছে। যেমন ব্রজসুন্দরীগণ গোপীগীতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নের সুষমা-বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—"শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ সরসি-জোদরশ্রীমুষা দৃশা।" অর্থাৎ 'শরৎকালীন স্বচ্ছজলপূর্ণ অগাধ সরোবরে সুজাত ও সুবিকসিত কমলকোষের অরুণায়মান অন্তর্দলের কান্তিহরণকারী তোমার সুন্দর নয়নদ্বারা তুমি আমাদের বধ করিতেছ।' সেই প্রকার শ্রেষ্ঠকমলের কিঞ্জল্কের উজ্জ্বল পীতবর্ণের ন্যায় যিনি অতি উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তিবিশিষ্টা। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তির কোন তুলনা এই বিশ্বজগতে নাই। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন—"গাত্রে কোটিতড়িচ্ছবি"—শ্রীরাধার অঙ্গচ্ছটা কোটি বিদ্যুৎমালার ন্যায় উজ্জ্বল ! তৈজসপদার্থের বিকার বিদ্যুতের উৎকট আলোকে চক্ষু ঝলসাইয়া যায় কিন্তু কোটি বিদ্যুৎমালার ন্যায় উজ্জ্বল হইলেও শ্রীরাধার কান্তিতে

নয়ন জুড়ায়। অনুভবীজন-ব্যতীত এইসব তর্কাতীত বস্তু ধারণা করিবার কাহারো সাধ্য নাই। সুতরাং 'উত্তম কমলের কিঞ্জল্কের ন্যায় অতিশয় উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্টা' বলিয়া শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই অতুলনীয় অঙ্গ-কান্তির কিঞ্চিৎ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র।

আবার বলিয়াছেন—"তরুণিম-ঘনসারাশ্লিষ্টকৈশোরসীধুঃ" 'যাঁহার কৈশোরামৃত সমুজ্জ্বল তারুণ্য-রূপ কর্পূরদ্বারা বাসিত হইয়াছে।' অমৃত যেন স্বভাবতঃই মধুর বা স্বাদু, শ্রীরাধার কৈশোর তদ্রূপ অমৃত-তুল্য স্বভাবতঃই মধুর। অমৃত যেন মধুরতায় বিশ্বে অতুলনীয়, কিশোরী শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও মাধুর্যে অতুলনীয়। মহাজন বলিয়াছেন—

"হরি হরি কো ইহ অপরূপ বালা।
কুন্দন কনয়া কান্তি কবল কর নিরুপম রূপকশালা॥
চিকণ-চামরি চামর-চয়-রুচি পদ অবলম্বিত কেশা।
কান্তি কলাযুত কামিনী মদহর ত্রিভুবন বিজয়ী বেশা॥
ইন্দীবর বর গরব গরাসিত খঞ্জন গঞ্জন নয়না।
কোমল বিমল কমলক কৌশল জিত স্মিত বিকসিত বয়না॥
থল কমলারুণ রাতুল পদতল জিত চাঁদ নখচাঁদ শোভা।
হেরইতে লাবণি অমিয়া সার জিনি রাধামোহন মনলোভা॥" (পদকল্পতরু)

মহাজনের রূপবর্ণনার এইসব ভাষার মধ্যে একটা অদ্ভুত ইন্দ্রজাল আছে। এই ভাবগর্ভ সুন্দর ভাষায় মরুহৃদয়েও মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হয়, নিষ্প্রাণ জীবনও যেন সঞ্চারিত হইয়া উঠে! রূপানু-রাগের উত্তালতরঙ্গমালায় পাঠকহৃদয়কে আপ্লাবিত করিয়া দিতে ভাবাবেগময় এইসব পদাবলীর ভাষা সত্যই অতুলনীয়! মহাজন বলিতেছেন—'হরি হরি! উজ্জ্বলস্বর্ণকান্তি-নিন্দী নিরুপম রূপের আধার এই বালা কে? চিকণ চামরের মত সুন্দর আগুল্‌ফ-লম্বিত ইঁহার কেশ। কান্তিকলাযুক্ত কামিনী মদহারী ত্রিভুবন-বিজয়ী ইঁহার বেশ। শ্রেষ্ঠ নীলকমলের গর্ব খর্বকারী খঞ্জন গঞ্জিত ইহার নয়ন। অম্লান কোমল কমলের সৌন্দর্য-বিজয়ী স্মিত বিকশিত ইহার বদন। রক্ত-স্থলকমল জিনিয়া ইহার অপূর্ব রাতুল পদতল। শত চাঁদের শোভা জিনিয়া ইহার শ্রীচরণ-নখদল! সুধাসার জিনিয়া ইহার লাবণ্য-শোভা। যাহা শ্রী-কৃষ্ণের (পক্ষান্তরে পদকর্তা রাধামোহনের) মনলোভা!!'

অমৃতের সঙ্গে কর্পূরের যোগ হইলে যেমন তাহার মাধুর্য স্বতঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধার সেই কৈশোরামৃত তারুণ্যরূপ কর্পূরমিশ্রণে আরও মধুরতর হইয়াছে। দশমবর্ষ হইতে পঞ্চদশবর্ষ পর্যন্ত কৈশোর, লাবণ্যের বা সৌন্দর্যের আধিক্যবশতঃ এরই মধ্যে যোগ হইয়াছে সমুজ্জ্বল তারুণ্য বা যৌবনের! মহাজনপদে আমরা ইহারও অপূর্ব আস্বাদন পাইয়া থাকি—

অতি-চটুলতরং তং কাননান্তর্মিলন্তং
ব্রজনৃপতিকুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুরমৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥ ৪॥

অনুবাদ—কাননমধ্যে মিলিত অতিশয় চপল ব্রজরাজকুমারকে দর্শন করিয়া যাঁহার নেত্রদ্বয় শঙ্কাকুলিত হইয়াছে এবং যিনি নয়নভঙ্গী-বিস্তার করিয়া মৃদু-মধুরবাক্যে তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন—সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় স্বীয় দাস্যামৃতে অভিষিক্ত করিবেন? ৪॥

টীকা—পুনঃ কিম্ভূতা ব্রজনৃপতিকুমারং বীক্ষ্য শঙ্কয়া আকুলে অক্ষিণী যস্যাঃ সা এবম্ভূতা সতী নেত্রভঙ্গ্যা উপলক্ষিতা সতী মধুর মৃদু-বচোভিঃ সংস্তুতা স্তুতবতী। ব্রজনৃপতিকুমারং কিম্ভূতম্ অতি চটুলতরং চঞ্চলতরম্ অথচ কাননান্তর্মিলন্তম্। সংস্তুবানেব ভঙ্গ্যেতি পাঠঃ সুগমঃ কর্ত্রর্থে ক্রিয়াফলে আত্মনে-পদম্॥ ৪॥

"নবুঙা বদনী ধনী বচন বহসি হসি। অমিয়া বরিখে যেন শরদ পূর্ণিম শশী॥
অপরূপ রূপ রমণীমণি। যাইতে পেখলুঁ গজরাজ-গমনি ধনি॥
সিংহ জিনি মাঝা খিনি তনু অতি কোমলিনী। কুচছিরিফলভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি॥
কাজরে রঞ্জিত বনি ধয়ল নয়নবর। ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর॥
কবিরঞ্জন ভণে অশেষ অনুমানি। রাত্র নসরৎ শাহ ভুলল কমলা বাণী॥" (ঐ)

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—শ্রীরাধার সেই তারুণ্যমিশ্রিত কৈশোরামৃতপূর্ণ বিগ্রহের বিম্বা-ধরাগ্রে ঈষৎ-বিকসিত হাস্য-মকরন্দ নিঃস্যন্দিত হইতেছে!' শ্রীমতীর অপূর্ব নৃত্যকলামাধুরী দর্শনে বিমো-হিত বা মুগ্ধ নায়কমণিকে দেখিয়া শ্রীরাধার বদন-কমলে বিম্বফলের ন্যায় রক্তিম অধরাগ্রে ঈষৎ-বিকসিত হাস্যরূপ মকরন্দরস নিঃস্যন্দিত হইতেছিল! যাহা কৃষ্ণভৃঙ্গের সাতিশয় লোভনীয় হইয়াছিল!

"যঁহা লহু হাস সঞ্চার। তঁহি তঁহি অমিয়া বিথার॥" (বিদ্যাপতি)

শ্রীমতীর রূপে, গুণে, লীলায় বিমুগ্ধ রঘুনাথ লালসাভরে প্রার্থনা করিতেছেন—"স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু"।

"বিনিন্দিত বিকসিত পদ্মের কর্ণিকা। দ্যোতমানা পরমা সুন্দরী শ্রীরাধিকা॥
তারুণ্য-ঘনসারে হইয়া মিশ্রিত। যাঁহার কৈশোরামৃত অতি অদ্ভুত॥
বিম্বাধর অগ্রভাগে স্মিতহাস্য রস। নিরন্তর প্রকাশেতে ত্রিভুবন বশ॥
সেই শ্রীরাধিকা মোরে দাসী-পদ দিয়া। অভিষিক্ত করিবে কি করুণা করিয়া॥" ৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীরাধারাণীর সাক্ষাৎ সেবার লালসায় শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল। ভক্তের প্রেমদর্পণে তাঁহার ব্যাকুলতার ছবি কি ভাবে বা কতভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, ইহা দেখিবার জন্য প্রেমময়ীর কত আকাঙ্খা! স্ফূর্তির মাঝে এক একবার দেখা দিয়া তখনি আড়াল! শ্রীপাদ রাধা-দাস্যের নিবিড় আকাঙ্খা বুকে লইয়া কাঁদিতেছেন। আবার স্ফুরণ আসিল।

অপরাহ্ণকাল। কিঙ্করীরূপে যাবটে শ্রীপাদ শ্রীরাধারাণীর সেবা-নিরতা। শ্যামসুন্দরের নিমিত্ত ঈশ্বরীর মন ব্যাকুল। শ্যাম-দর্শনের আকাঙ্খায় যমুনার জল আহরণের ছলে বাহির হইয়া পড়িলেন। কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ ছায়ার মত শ্রীমতীর পিছনে পিছনে চলিয়াছেন। কাননমধ্যে দূর হইতে শ্যামসুন্দর শ্রীমতীর অঙ্গগন্ধ পাইয়া ব্যাকুলিত প্রাণে সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। শ্যাম 'ব্রজনৃপতি-কুমার' অর্থাৎ শ্রীনন্দনন্দন। একদিকে যেমন নন্দমহারাজের ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্য শুদ্ধমাধুর্যময় বাৎসল্যপ্রেমে তিনি নিজেকে ব্রজরাজকুমারমাত্র বলিয়াই মনে করেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্ এবং অনন্ত ঐশ্বর্যশালী হইলেও নন্দমহারাজের বাৎসল্যসিন্ধুর অতলতলে সমগ্র ঐশ্বর্যজ্ঞান সমাহিত থাকে; অপরদিকে তেমনি তিনি নিজে রাজা নহেন, রাজপুত্র; অতএব নিশ্চিন্ত ও ধীরললিত নায়ক। নিরবধি প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর চিন্তাতেই ডুবিয়া থাকেন! আবার গোপরাজকুমার বলিয়া গোপীগণের প্রতি তাঁহার প্রীতি স্বাভাবিকী। "গোপজাতি কৃষ্ণ—গোপী প্রেয়সী তাঁহার। দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥" (চৈঃ চঃ) সর্বোপরি গোপিকা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণী। তাঁহার মাদনরস আস্বাদনেই অপ্রাকৃত নবীন মদনের কৈশোরের চরম সাফল্য! তাই শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গগন্ধে উন্মাদিত হইয়া সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন!

শ্রীরাধারাণী দেখিতেছেন—নাগর অতিশয় চপল—'অতিচটুলতরং'। প্রেমতৃষ্ণা তাঁহার অন্তরে সর্বদা জাগরুক বলিয়াই তিনি এত চঞ্চলস্বভাব। তিনি স্বরূপানন্দে সতত রমণ করিয়াও তৃপ্ত হন না, ভক্তের প্রেমরসানন্দে রমণ-বিশেষ অভিলাষ করেন। সর্বোপরি অখণ্ড মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী, তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্রই তাঁহার হৃদয়ে অফুরন্ত লালসার উদ্গম হইয়া থাকে। দর্শন দূরে থাক, তাঁহার স্মৃতি, তাঁহার অঙ্গগন্ধ প্রাপ্তিমাত্রেই তিনি উন্মত্ত হন। যিনি কোটি সমুদ্র অপেক্ষাও গম্ভীর—তিনিই তখন লীলারসতরঙ্গে তরলিত ও চপলিত হইয়া থাকেন। রাধাপ্রেমেরই এমনি অচিন্ত্য ও অদ্ভুত প্রভাব! তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

"বৃষভানু-নন্দিনী, জপয়ে রাতি দিনি, ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনি, বোলয়ে মধুরবাণি, স্বপনে পাতয়ে কান॥
'রা' কহি 'ধা' পঁহু, কহই না পারই, ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখ-মণি, লোটায় ধরণী পুন, কো কহ আরতি ওর॥" (পদ কল্পতরু)

শ্রীপাদ রঘুনাথ বিশাখানন্দদস্তোত্রে লিখিয়াছেন—"গোবিন্দানঙ্গ-রাজীবে ভানুশ্রীর্বার্ষভানবী" "শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের অনঙ্গরূপ কমল-বিকাশে সূর্যকিরণের শোভা সদৃশী।" অর্থাৎ সূর্যকিরণ-

ব্রজকুলমহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপপতিগৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্।
সুললিত-ললিতান্তঃ-স্নেহফুল্লান্তরাত্মা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৫ ॥

সম্পাতে যেরূপ কমল বিকসিত হয়, তদ্রূপ বৃষভানুকুমারীর দর্শনমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের অনঙ্গ-কমল বিকসিত হইয়া উঠে। আমরা বলিয়াছি—শ্রীভগবান্ আপ্তকাম বা আত্মারাম হইলেও ভক্তের প্রেম তাঁহার চিত্তে স্বীয় জাতি ও পরিমাণ অনুরূপ কামনার তরঙ্গ জাগাইয়া থাকে, ইহা প্রেমের স্বরূপসিদ্ধধর্ম। সুতরাং এখানে শ্রীকৃষ্ণের 'অনঙ্গ' বলিতে শ্রীরাধার মাদনপ্রেমের সেবাগ্রহণাকাঙ্খাই বুঝিতে হইবে। এইজন্যই নাগরেন্দ্র এতখানি চঞ্চল।

কাননমধ্যে চপল-শিরোমণির দর্শনে শ্রীমতী শঙ্কাকুলা হইয়াছেন। শঙ্কা নয়নে অভিব্যক্ত! এই শঙ্কা বা ভয় প্রেমেরই ব্যভিচারী ভাব। সিন্ধুর তরঙ্গের ন্যায় প্রেমসিন্ধুকে বর্ধিত করিয়া তাহাতেই মিশিয়া যায়। "শঙ্কা তু প্রবরস্ত্রীণাং ভীরুত্বাদ্ভয়কৃদ্ভবেৎ" (উঃ নীঃ)। 'উত্তমা স্ত্রীগণের ভীরু স্বভাবহেতু শঙ্কাই ভয়োৎপাদিকা হইয়া থাকে।' যিনি কোন সময় মানভরে প্রাণবল্লভকে কঠোরবাক্যে তিরস্কার করেন, পাদপল্লবে নাগর পতিত হইলেও যাঁহার দুর্জয়মান অপগত হয় না। মানিনীর তাৎকালিক চেষ্টায় নাগরমণিই ভীত হইয়া থাকেন, তিনিই ভাববিশেষ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শঙ্কিতা হন। এইপ্রকার যুগপৎ ভয় ও অভয় বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশেই শ্রীরাধার প্রেমের অসমোর্ধ্ব-সৌন্দর্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে!

ভীতা শ্রীমতী নয়নভঙ্গী বিস্তার করিয়া মৃদুমধুর বচনে নায়কমণিকে স্তুতি করিতেছেন। 'হে কমলনয়ন! পথ ছাড়িয়া দাও—জল আহরণের জন্য সুদূর যমুনায় আসিয়াছি। গৃহে বহু কার্য, বেলাও আর অধিক নাই, বিলম্ব করিবার সময় নাই।' মুখভঙ্গী, নয়নভঙ্গীতে অভিলাষ প্রকাশ পাইতেছে! মৃদুমধুর বচনভঙ্গী নয়ন-ইঙ্গিতে যেন কোন প্রার্থিত অভীষ্ট অনুমোদন ও অভ্যর্থনা করিতেছেন। শ্রীমতীর বাক্যামৃত আস্বাদনে ও তাৎকালিক শোভা দর্শনে নাগর মুগ্ধ! স্বামিনীর অনুগতারূপে কিঙ্করী নাগরকে ইঙ্গিতে আশান্বিত করিতেছেন। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। সাধকাবেশে তাদৃশ চেষ্টা-পরায়ণ ও মধুর ভাবময়ী শ্রীরাধার দাস্যরসে অভিষিক্ত হওয়ার প্রার্থনা আর্তিভরাকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে!

"কাননে আগত যিনি অতীব চপল। সজল-জলদ কাঁতি করে ঝলমল ॥
দরশন করি সেই ব্রজেন্দ্র-কুমার। নেত্রদ্বয় শঙ্কাকুল হয়েছে যাঁহার ॥
নেত্র-ভঙ্গি করি মৃদু মধুর বাক্যেতে। স্তব স্তুতি করে যিনি আপন বল্লভে ॥
সেই শ্রীরাধিকা কবে দাস্য-পদ দিয়া। অভিষিক্ত করিবে কি করুণা করিয়া?" ৪ ॥

অনুবাদ নিখিল ব্রজসুন্দরীগণের যিনি প্রাণস্বরূপা, নন্দপত্নী যশোদামাতার কৃষ্ণতুল্য স্নেহাস্পদা এবং ললিতা সখীর সুললিত আন্তরিকস্নেহে যাঁহার অন্তর প্রফুল্লিত হয়, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ?

টীকা—ব্রজেতি। পুনঃ কিম্ভূতা অখিলানাং ব্রজকুলমহিলানাং ব্রজস্ত্রীণাং প্রাণভূতা প্রাণস্বরূপা। পুনঃ কিম্ভূতা পশুপতের্নন্দস্য গৃহিণ্যা যশোদায়াঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্। পুনঃ কিম্ভূতা ললিতঃ সর্ব্বস্মাদতিমনোহরো যো ললিতায়াঃ অন্তঃ স্নেহস্তেন ফুল্লং প্রফুল্লং যদন্তরং তেন সহ বর্ত্তমান আত্মবিগ্রহো যস্যাঃ সা ॥ ৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—স্ফুরণের বিরামে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত বিরহ-বিবশ। স্ফূর্তিপ্রাপ্ত লীলাটি অনন্ত সুষমা লইয়া যেন নয়ন-সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে ! শ্রীমতীর দাস্যকামনায় অতিশয় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীরাধারাণী যেন বলিতেছেন—'রঘুনাথ ! তুমি আমার দাস্যের জন্যই এতখানি ব্যাকুলপ্রাণে রোদন করিতেছ কেন ? যদি তোমার গোপিকার দাস্য করিবারই এত লালসা জাগিয়া থাকে, ব্রজে তো আমার ন্যায় আরও অনেক গোপীই আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারো দাস্যপ্রাপ্ত হইলেও তো তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ?' তদুত্তরে এইশ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ আর্তকণ্ঠে বলিতেছেন—'ব্রজকুলমহিলানাং প্রাণভূতাঽখিলানাম্' 'হা শ্রীমতী রাধিকে ! তুমি যে নিখিল ব্রজসুন্দরীগণের প্রাণস্বরূপিণী'। যেমন দেহেন্দ্রিয়াদি সব প্রাণেরই সেবা করিয়া থাকে, তদ্রূপ নিখিল ব্রজসুন্দরীগণ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শ্রীরাধারাণীরই সেবা করিয়া থাকেন।

"রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণপ্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুরাতিমধুর রাসাদি লীলাসুখ বৃদ্ধি করাইবার জন্য অন্যান্য গোপীগণ সেই লীলারসের পোষণ করিয়া থাকেন। যেমন নানারসসম্বলিত ব্যঞ্জনাদি অন্ন আস্বাদনেরই সহায়তা করিয়া থাকে, অন্ন ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যঞ্জনাদি আস্বাদনের কোন বিচিত্রতা নাই ; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য আস্বাদ্য শ্রীরাধার সহিত মধুর লীলাসুখবৃদ্ধির জন্য অন্যান্য গোপীগণ সহায়তা করিয়া থাকেন। স্বপক্ষ, বিপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ ও তটস্থপক্ষ বিনা ব্রজের শৃঙ্গারলীলারসের সুখবৈচিত্রী ঘটে না, অথচ শ্রীরাধা বিনা ঐ চারিপক্ষই শ্রীকৃষ্ণের লীলারসবৈচিত্রী-সম্পাদনে সমর্থা নহেন। তাঁহারা যেন সকলেই দেহেন্দ্রিয়াদির ন্যায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রাণস্বরূপিণী শ্রীরাধারই সেবা করিয়া থাকেন। এইজন্যই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—নিখিল ব্রজসুন্দরীগণের প্রাণস্বরূপিণী শ্রীরাধা। 'হা ঈশ্বরি শ্রীরাধিকে ! সব ব্রজসুন্দরীগণই যখন তোমার সেবা লইয়া আছেন, তখন আমি তোমার চরণ ছাড়িয়া কোথায় যাইব বল ?'

আবার শ্রীমতী রাধারাণী যে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই গুণবতী, তাহা মাতা যশোমতীর অনুভবের মধ্য দিয়া ঈশ্বরীর চরণে জ্ঞাপন করিতেছেন—'পশুপপতিগৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্' 'যিনি নন্দপত্নী মাতা যশোমতীর কৃষ্ণতুল্য স্নেহভাজন।' তত্ত্ববস্তুর নিরূপণে বা পরিচয়ে ভক্তের প্রেম কষ্টিপাথরের তুল্য। তত্ত্ববস্তু যেরূপে বা যেভাবেই সম্মুখে আসুন না কেন, প্রেমিকের অনুভব তাহাকে চিনিয়া ফেলিবেই। শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতত্ত্ব তাঁহার সর্বশক্তি-বরীয়সী ও কান্তাগণ-শিরোমণি শ্রীরাধারাণীকে মাতা যশোমতীর অনুভব ধরিয়া ফেলিয়াছে। নিজগৃহে সঙ্কুচিতা শ্রীরাধারাণীকে দেখিয়া মাতা যশোমতী বলেন—

"ন সুতাসি কীর্ত্তিদায়াঃ কিন্তু মমৈবেতি তথ্যমাখ্যামি।
প্রাণিমি বীক্ষ্য মুখন্তে, কৃষ্ণস্তেবেতি কিং ত্রপসে ?" (উঃ নীঃ)

"বৎসে! লজ্জা কি? তুমি তো কীর্তিদার কন্যা নও, সত্য বলিতেছি তুমি আমারই কন্যা। তোমার মুখদর্শনে শ্রীকৃষ্ণমুখদর্শনবৎ আনন্দলাভে আমি জীবিতা আছি।" তাই শ্রীযশোদার শ্রীকৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রী শ্রীরাধা।

আবার বলিলেন—'সুললিত-ললিতান্তঃ-স্নেহ-ফুল্লান্তরাত্মা' 'ললিতাসখীর সুললিত আন্তরিক স্নেহে যাঁহার অন্তর প্রফুল্লিত' "সখীপ্রণয়িতাবশা" শ্রীরাধারাণীর একটি নাম। শ্রীমতী সখীগণের প্রণয়ের অধীন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ ইহার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"উপদিশ সখি বৃন্দে! বল্লবেন্দ্রস্য সূনুং কিময়মিহ সখীনাং মামধীনাং তুনোতি।
অপসরতু সশঙ্কং মণিরান্মানিনীনাং কলয়তি ললিতায়াঃ কিং ন শৌটীর্য্যধাটীম্॥"

শ্রীরাধা বলিলেন—"সখি বৃন্দে! ব্রজরাজনন্দনকে উপদেশ দাও, আমি যে সখীগণের অধীন। আমায় বৃথা কেন ব্যথা দিতেছেন? আমরা মানিনী, আমাদের গৃহে উঁহার অবস্থান সমুচিত নয়। সভয়-চিত্তে পলায়ন করিতে বল, উনি কি ললিতার পরাক্রম জানেন না?"

ললিতার সুললিত আন্তরিক স্নেহে উৎফুল্লিত হইয়াই যাঁহার এতাদৃশ বশ্যতা। সখীগণের তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা প্রীতি। নায়িকার ভাবমাধুর্যই ইঁহাদের একমাত্র কাম্য। নায়িকাই ইঁহাদের কোটি কোটি প্রাণতুল্য প্রিয়, সুতরাং এত সুললিত আন্তরিক স্নেহ আর কি থাকিতে পারে? নায়িকাকে সর্বতোভাবে সুখী করাই সখীর কার্য—

"মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা।
অভিসারদ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণম্॥
নর্ম্মাশ্বাসনং নেপথ্যং হৃদয়োদ্ঘাটপাটবম্।
ছিদ্রসম্বৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা॥
শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ।
তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা।
নায়িকাপ্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়াঃ॥" (উঃ নীঃ)

নিরবধি সবিশাখা শাখি-যূথপ্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘবিজয়িবরোরঃ-প্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যিনি বৃন্দাবনে বিশাখার সহিত বিবিধ বৃক্ষসমূহের কুসুমচয়ন করিয়া বৈজয়ন্তী মালা রচনা করিতেছেন, যিনি অঘারি শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ বক্ষঃস্থলের মঙ্গলরূপা প্রেয়সী—সেই শ্রীরাধা কবে আমায় নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ? ৬ ॥

টীকা—নিরবধীতি। পুনঃ কিম্ভূতা ইহ বনান্তে নিরবধি নিরন্তরং সবিশাখা বিশাখয়া সহ বর্ত্তমানা সতী শাখীযূথপ্রসূনৈর্ব্বৃক্ষসমূহপুষ্পৈঃ কৃত্বা বৈজয়ন্তীং স্রজং মালাং রচয়ন্তী নির্ম্মান্তী। পুনঃ কিম্ভূতা শ্রেয়সী মঙ্গলরূপা অতএব অঘবিজয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য যদ্বরং শ্রেষ্ঠম্ উরো বক্ষস্তস্য প্রেয়সী। সেতি ক্বচিৎ কঃ পাঠঃ সতু অঘবিজয় বরোরঃ প্রেয়সীত্যনেনৈব বিবক্ষিতার্থস্য সুষ্ঠু লব্ধেঃ পুনরুক্তত্বেনানুপযুক্তঃ স্যাৎ ॥ ৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসিয়াছে—রাধাদাস্যের শাশ্বত আকাঙ্খা। ভাবিতেছেন শ্রীরাধারাণী কৃপা করিয়া যদি তাঁহার নিজদাস্য দান করেন, তবেই সে আকাঙ্খার পরিপূর্তি সম্ভব। সাধকের সাধনপ্রয়াস অভীষ্টের করুণাতেই সফলিত হইয়া থাকে। ইক্ষুদণ্ড স্বভাবতঃ রসপূর্ণ হইলেও পেষণ-ব্যতীত যেমন তাহার রস নিষ্কাসিত হয় না, তদ্রূপ শ্রীরাধারাণী স্বভাবতঃই অতি করুণা-কোমল-চিত্তা হইলেও সাধকের সাধনোৎকণ্ঠাতেই সেই কৃপার নিঃসরণ সম্ভবপর হইয়া থাকে।

"নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রেম-গুণাদির উৎকীর্তন অর্থাৎ নায়কের প্রতি নায়িকার এবং নায়িকার প্রতি নায়কের প্রেম-গুণাদির উৎকর্ষ-কীর্তন, পরস্পরের আসক্তিকারিতা, পরস্পর অভিসার করানো কৃষ্ণেতে সখীসমর্পণ, পরিহাস, আশ্বাস প্রদান, নায়ক-নায়িকার বেশরচনা, মনোগত ভাব প্রকাশে দক্ষতা, নায়িকার দোষ গোপন, পত্যাদির বঞ্চনা, শিক্ষা-প্রদান, উচিত সময়ে নায়ক-নায়িকার মিলন করানো, চামরাদিদ্বারা সেবন, নায়ক-নায়িকার প্রতি তিরস্কার, সংবাদ-প্রেরণ ও নায়িকার প্রাণরক্ষার্থ যত্ন এই সব সখীর কার্য।" শ্রীরাধার সখীর গণে শ্রীললিতা সর্বপ্রধানা, সখীগণের অধিনেত্রী। সুতরাং তাঁহার সুললিত স্নেহপূর্ণ ঐ সব সখ্যরসময় কার্যে শ্রীরাধার অন্তর সর্বদা উৎফুল্লিত। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ?'

"ব্রজবধুগণের যিনি প্রাণের রতন। যশোদার কৃষ্ণতুল্য স্নেহের ভাজন ॥
ললিতার সুললিত স্নেহে নিরন্তর। রাত্রিদিন প্রফুল্লিত যাঁহার অন্তর ॥
সেই শ্রীরাধিকা কবে দাস্য-পদ দিয়া। অভিষিক্ত করিবে কি করুণা করিয়া ?" ৫ ॥

শ্রীপাদ রঘুনাথ নিত্যপার্ষদ, সাধক জীব নহেন ; তিনি উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতারই মূর্তি। শ্রীরাধারাণীও তাঁহার অন্তরে বাহিরে খেলা করিতেছেন, তবু শ্রীপাদের প্রেমোৎকণ্ঠাররস আস্বাদনের জন্য নিকটে আসিয়া ধরা দিতেছেন না।

পূর্বশ্লোকে সাধকদশায় শ্রীমতীর মহিমা-মাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন শ্রীপাদ। দেখিতে দেখিতে স্ফুরণ আসিয়াছে। কিঙ্করীরূপে দেখিতেছেন—বৃন্দাবনে শ্রীরাধারাণী বিশাখার সহিত কুসুমচয়ন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য ঈশ্বরী বৈজয়ন্তী মালা গাঁথিবেন। পঞ্চবর্ণ-পুষ্পে গ্রথিত মালাকে বৈজয়ন্তীমালা বলা হয়। সুতরাং তাঁহারা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পুষ্পচয়ন করিতেছেন। "কল্পতরবো-দ্রুমাঃ" (ব্রহ্মসংহিতা)। যদিও বৃন্দাবনের বৃক্ষ সবই কল্পতরু, একটি বৃক্ষই সবপ্রকার বা বিভিন্নবর্ণের কুসুম দিতে সক্ষম। কুসুমের কথা কি—তাঁহারা অনায়াসে প্রার্থীকে চতুর্বর্গও দিতে পারেন। তবু তাঁহারা তাহাদেন না এবং ব্রজবাসিগণও ফুল, ফল-ব্যতীত তাঁহাদের নিকট অন্য কিছুই কামনা করেন না। একটি বৃক্ষ সর্বপ্রকার ফুল-ফল দিলে একদিকে যেমন ঐশ্বর্যের প্রকাশে মাধুর্যলীলার হানি হয়, অপরদিকে তেমনি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাময় সেবাশ্রমেরও অভাব ঘটে। তাই সামর্থ্যসত্ত্বেও বৃক্ষগণ তাহা দেন না। স্বয়ং বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীও তাই প্রিয়সখী বিশাখার সঙ্গে নানা বৃক্ষরাজী হইতে কত প্রয়াস স্বীকার করিয়া বিভিন্ন বর্ণের কুসুমচয়ন করিতেছেন।

কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ স্ফূর্তিতে দেখিতেছেন—কুসুমচয়ন হইয়া গেলে একটি কুঞ্জভবনের অলিন্দে বসিয়া বিশাখার সঙ্গে স্বামিনী বৈজয়ন্তীমালা গুম্ফন করিতেছেন। স্ফূর্তি হইলেও লীলাটি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায়ই শ্রীপাদের নয়নসম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। স্ফুরণ বলিয়া মনে হইলে দুঃখ হইবে, তাই সাক্ষাৎকার ভ্রান্তি ঘটিতেছে! ঈশ্বরী যাঁহার নিমিত্ত মালা গাঁথিতেছেন, তাঁহার আগমন-পথ-পানে বার-বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। মাল্যগুম্ফন হইয়া গিয়াছে। শ্যামের সঙ্কেত-সময়ও অতীত হইতেছে। শ্রীমতী বিরহকাতরদশায় কুঞ্জের ভিতর বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বিশাখা কিঙ্করীকে ইঙ্গিতে শ্যামের অন্বেষণে প্রেরণ করিয়া কুঞ্জের মধ্যে বিরহিণীকে প্রবোধদান করিতে লাগিলেন।

কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ ইতঃস্তত শ্যামকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 'হা রাধানাথ! কোথায় আছ, দর্শন দাও—তোমার বিরহে প্রিয়াজী অধীরপ্রাণে রোদন করিতেছেন।' কিছু দূর গিয়া কিঙ্করী দেখিতেছেন—বৃন্দাবনের শোভা দর্শনে শ্রীরাধার বিপুল উদ্দীপনে অধীর হইয়া শ্যাম সঙ্কেতকুঞ্জের পথ ভুলিয়া ইতঃস্তত শ্রীরাধার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। অঘবিজয়ীর মত বীর রাধারাণীর বিরহে পরাভূত হইয়া দিক্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন! কিঙ্করীকে দেখিয়াই উৎফুল্লিত প্রাণে শ্যাম স্বামিনীর বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শ্রীমতী যে তাঁহারই বিরহে রোদন করিতেছেন এবং বনে বনে কিঙ্করী তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতেছেন, শুনিয়া কিঙ্করীর সহিত শ্যাম প্রিয়াজীর কুঞ্জে আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'অঘবিজয়ী' বা অঘনাশন, 'অঘ' শব্দের একটি অর্থ 'দুঃখ'। শ্যামকে দেখিয়াই ঈশ্বরীর বিপুল বিরহদুঃখ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমতী কিঙ্করীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সে শ্যামকে কোথায় পাইয়াছে? কিঙ্করী যখন

প্রকটিল-নিজবাসং স্নিগ্ধবেণু-প্রণাদৈ-
দ্রু‘তগতি-হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণকুহরকণ্ডূং তন্বতী নম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজদাস্তে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বেণুনাদ শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া ত্বরিত-গতিতে লীলাকুঞ্জকাননে গিয়া কুঞ্জমধ্যে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে দর্শন-করত নতবদনে ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত নয়নে কর্ণকুহরের কণ্ডূয়ন বিস্তার করিয়াছিলেন—সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৭ ॥

টীকা—প্রকটিতেতি। পুনঃ কিম্ভূতা কুঞ্জে প্রকটিত নিজবাসং হরিং স্নিগ্ধবেণু-প্রণাদৈর্হেতুভিঃ দ্রুতগতি যথাস্যাত্তথা আরাৎ নিকটে প্রাপ্য স্মিতাক্ষী স্বল্প প্রকাশিত লোচনা সতী শ্রবণকুহর কণ্ডূং তন্বতী বিস্তারয়ন্তী সতী নম্রবক্ত্রা নতমুখী ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—ভাবের শৈল-শিখরে সমারূঢ় অনুরাগী মহানুভাবগণ বিশ্বে যাহা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা রসস্বরূপেরই কৃপার দান। স্বপ্রকাশ রসবস্তু তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের যেরূপ ভাষা প্রকাশ করাইয়াছেন, যাহা বলাইয়াছেন—তাঁহারা তাহাই বলিয়াছেন। প্রেমিক-গণের এই যে অনুভূতি, ইহা কোন শাস্ত্রবিশেষ অধ্যয়নের দ্বারা সঞ্জাত হইয়াছে তাহা নহে, ইহা তাঁহাদের মরমের বাণী। অনুভূতির ঊর্ধ্বভূমিকায় আরোহণ করিয়া বিশ্বের সকল নিয়ম হইতে তাঁহারা বিনির্মুক্ত। দেশ, কালাদির জীর্ণবন্ধন হইতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত। তাঁহারা স্বপ্রকাশরসের আবেশে মগ্ন—ভাবলোকের

বৃন্দাবনের শোভাদর্শনে রাধাউদ্দীপনে শ্যামের দিক্‌ভ্রান্তি ও ইতঃস্তত শ্রীরাধারাণীরই অন্বেষণের কথা জানাইলেন—তখন স্বামিনী সোহাগভরে বৈজয়ন্তী মালাটি শ্যামের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া তাঁহার বক্ষে লিপ্ত হইলেন। অঘবিজয়ীর বিশাল নীলমণিপ্রস্তরের ন্যায় বক্ষে কনকরেখার ন্যায় শোভিতা হইলেন শ্রীমতী। প্রেয়সী-শিরোমণিকে বক্ষে পাইয়া অভীষ্ট-বস্তুলাভে শ্যামও নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। তিনি কতই ‘শ্রেয়সী’ অর্থাৎ মঙ্গলময়ী; যাঁহার বিরহে মঙ্গলময় শ্যামও সাতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে বক্ষে পাইয়া শ্রীমতীকে ‘শ্রেয়সী প্রেয়সী’ অর্থাৎ মঙ্গলময়ী প্রেয়সী বলিয়াই মনে হইল।

সহসা স্ফূর্তির লীলাটি সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। রঘুনাথ যেন লীলারস-নন্দন-কানন হইতে বিরহের মরুকান্তারে পড়িলেন! মঙ্গলময়ী স্বামিনীর দাস্যামৃতরসে অভিষিক্ত হওয়ার প্রবল আকাঙ্খা স্বামিনীর শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিলেন রোদন বিজড়িত আর্তকণ্ঠে!

“নিরবধি বিশাখার সঙ্গে কুঞ্জবনে। নবীন-কুসুমাবলি করিয়া চয়নে ॥
বৈজয়ন্তী মালা যিনি করিয়া রচনা। শ্রেয়সী প্রেয়সী হইলা কৃষ্ণপ্রিয়তমা ॥
হরিবক্ষ-বিলাসিনী সেই কুঞ্জেশ্বরী। দাস্যপদ দিবে কবে রাধিকা সুন্দরী ॥” ৬ ॥

আলোক ও মাধুর্যে মণ্ডিত। তাঁহাদের অবদান সত্যই বিশ্বমানবের গৌরবের বস্তু। শ্রীপাদ রঘুনাথের অপ্রাকৃত রসকাব্য এই স্তবাবলীর রসমাধুর্যের কোন তুলনা হয় না।

পূর্বশ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূর্তির ভিতরে শ্রীমতীর একটি অতুলনীয় সেবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। স্ফুরণের বিরামে সাক্ষাৎ দাস্তলাভের আকাঙ্খায় অধীরপ্রাণে কাঁদিতেছেন। ঈশ্বরীর কৃপায় আবার স্ফুরণ আসিয়াছে। শ্রীপাদ রঘুনাথ কিঙ্করীরূপে যাবটে শ্রীরাধারাণীর নিকট অবস্থান করিতেছেন। দূর বনে শ্যামের মোহনবেণু বাজিয়া উঠিল। বেণুনাদ-শ্রবণে শ্রীমতী রাধারাণী বিমোহিতা। বেণুনাদ 'স্নিগ্ধ', অর্থাৎ আর্দ্র। সরস ও প্রেমময় বেণুর সুর। শ্রবণকারীর চিত্তকে দ্রবিত করাই বেণুনাদের স্বভাব। স্নিগ্ধবেণুনাদ নাম ধরিয়াই যেন শ্রীরাধারাণীকে ডাকিতেছে। শুধু নাদ নহে '**প্রণাদ**' বা প্রকৃষ্টনাদ। ইহাতে সবই মধুময় হইয়া যায়। এই নাদামৃতে স্থাবর-জঙ্গম মাতিয়া যায়। ভাগবত বলিলেন—"অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং" 'ইহাতে স্থাবর জঙ্গমের এবং জঙ্গম স্থাবরের ধর্ম প্রাপ্ত হয়।' বেণুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অমৃতলহরী! এক একটি রন্ধ্রে এক একটি সুর। কোন রন্ধ্রে ব্রহ্মার ভাঙ্গে ধ্যান, কোন রন্ধ্রে যমুনা বহে উজান, কোন রন্ধ্রে দ্রব হয় পাষাণ, কোন রন্ধ্রে মৃত তরু পায় প্রাণ। ব্রজ গোপ-গোপীর নিকট যাঁহার যেমন প্রাণ, বা যেমন কান, তাঁহার নিকট তেমনি মুরলীর গান। যশোমতী 'শুনে বাঁশি ননী দে মা নন্দরাণী। পিতা নন্দ শুনে বাঁশি এই যে বাধা আনি। সখাগণ শুনে বাঁশি চল গোষ্ঠে যাই। কমলিনী শুনে বাঁশি **বাহির হও রাই**।' এই জন্যই বেণুর সুর 'প্রণাদ'। রাধারাণীর নিকট এই প্রণাদ বড়ই বিষম! বাঁশি বাজিলে আর তাঁহার গৃহে থাকিবার উপায় নাই।

বেণুনাদ শ্রবণমাত্রে শ্রীমতী দ্রুতগতি কুঞ্জকাননে ছুটিয়া চলিয়াছেন। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা! কিঙ্করী ছায়ার মত শ্রীমতীর পিছনে পিছনে চলিয়াছেন। এদিকে বংশীনাদে শ্রীমতীকে আহ্বান জানাইয়া নাগর কুঞ্জমধ্যে তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। শ্রীহরি বংশীসুরে শ্রীরাধার মন প্রাণ চুরি করিয়া যে কুঞ্জে বসিয়া আছেন, শ্রীমতী শ্যামের অঙ্গগন্ধানুসারে সহসা সেই কুঞ্জের দ্বারদেশে গিয়া নিকটে তাঁহার মনোচোর হরিকে দেখিতে পাইয়াছেন। শ্রীহরির দিকে একটু তাকাইয়াই শ্রীমতী লজ্জা ও সম্ভ্রমবশতঃ নতবদনা হইয়াছেন। 'স্মিতাক্ষী' নয়নে ঈষৎ হাস্যের প্রকাশ! ঈষৎহাস্য নয়নদ্বারে অভিব্যক্ত! বামহস্তের তর্জনী অঙ্গুলীদ্বারা বামকর্ণকুহরের কণ্ডুয়ন বিস্তার করিতেছেন! ভাবের মূর্তিতে ভাবাভিব্যক্তি! এখানে শ্রীমতীর 'বিলাস' নামক অলঙ্কারটি প্রকাশিত হইয়াছে।

"গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্॥" (উঃ নীঃ)

'গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদি কর্ম সকলের প্রিয়সঙ্গমজন্য যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য তাহাকে 'বিলাস' বলা হয়।' এই বিলাসের দৃষ্টান্তে শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন—

"কৃণৎসি পুরতঃ স্ফুরত্যঘহরে কথং নাসিকাশিখাগ্রথিতমৌক্তিকোন্নমনকৈতবেন স্মিতম্।
নিরাস্থদচিরং সুধাকিরণকৌমুদীমাধুরীং মনাগপি তবোদ্গতা মধুরদন্তি দন্তদ্যুতিঃ॥" (ঐ)

অমল-কমলরাজিস্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজ-সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্।
পরিজনগণযুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥ ৮ ॥

অনুবাদ—গ্রীষ্মঋতুতে সায়ংকালে কমলরাজির সংস্পর্শে শীতলবায়ুর সঞ্চালনে সুখ-শীতল নিজ সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ডে যিনি পরমানন্দে সখীগণসহ বকারি শ্রীকৃষ্ণকে জলক্রীড়া করাইতেছেন—সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজদাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৮ ॥

টীকা—অমলেতি। পুনঃ কিম্ভূতা নিদাঘে গ্রীষ্মে সায়ং সন্ধ্যায়াং নিজ-সরসি সরোবরে উল্লাসিনী উল্লাসযুক্তা, সরসি কিম্ভূতে অমলা নির্ম্মলা যা কমলরাজিঃ পদ্মশ্রেণী তৎস্পর্শশীলো বাতো যত্র তচ্চ তৎ শীতঞ্চেতি তস্মিন্। যদ্বা অমল-কমল-স্পর্শিনা বাতেন প্রশীতে। এতেন বায়োর্মান্দ্য সৌগন্ধ্য শৈত্যানি তত্র অমলকমল-স্পর্শিত্বেন মান্দ্যং প্রচণ্ড বাতেন শৈবালাদি মিশ্রিতত্বেনামলত্বাভাবাৎ। অন্যে তু স্পষ্টে। পুনঃ কিম্ভূতা পরিজন-গণযুক্তা সতী বকারিং শ্রীকৃষ্ণং ক্রীড়য়ন্তী ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—কুণ্ডাশ্রয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপাবিষ্ট দশায় শ্রীরাধারাণীর লীলানুভূতির ভিতর দিয়া এই রাধিকাষ্টকে শ্রীমতীর দাস্য প্রার্থনা করিয়াছেন প্রতিটি শ্লোকে। স্ফূর্তিতে যে যে লীলার অনুভব পাইয়াছেন, সেই সেই লীলানুকূল সেবার কামনাই শ্রীপাদের অন্তরে জাগিয়াছে। শেষের এইশ্লোকে শ্রীকুণ্ডেরই একটি মনোহর লীলা শ্রীপাদের নয়ন-সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে স্ফুরণে।

গ্রীষ্মকাল। সায়ংকালে শ্রীপাদ কুণ্ডতীরে শ্রীমতীর দাস্য-কামনায় অধীরপ্রাণে রোদন করিতেছেন। ইত্যবসরে তিনি সখীগণসহ শ্রীমতী রাধারাণীকে তাঁহার প্রাণনাথের সঙ্গে কুণ্ডতীরে স্ফূর্তিতে

বীরা নাম্নী দূতি শ্রীরাধারাণীকে বলিলেন—'হে মধুরদন্তি শ্রীরাধিকে! অগ্রে স্ফূর্তিশীল অঘারি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তোমার যে হাস্য উদ্গত হইতেছে; তাহা কেন তুমি নাসাগ্রের মুক্তা উন্নমনছলে অবরোধ করিতেছ। কেনই বা তুমি আপন ঈষৎ উদ্গত দন্তদ্যুতিদ্বারা সুধাকিরণের কৌমুদীমাধুরীকে নিরাশ করিতেছ? আর আপনভাব সঙ্গোপনের চেষ্টা করিও না।'

কিঙ্করী শ্রীশ্রীরাধামাধবের মিলন-সম্পাদন করিয়াছেন। তাৎকালিক যুগলের সেবারও সৌভাগ্য পাইয়াছেন তিনি। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। আর্তিভরে শ্রীরাধার দাস্যামৃতে অভিষিক্ত হওয়ার প্রার্থনা ঈশ্বরীর শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"স্নিগ্ধ বেণুনাদ শুনি নবীনা কিশোরী। আসিলা কুঞ্জেতে শীঘ্র যথা বংশীধারী॥
স্বল্প প্রকাশিত করি দুটী নেত্রদ্বয়। নতমুখী হৈয়া রাধা দাঁড়াইয়া রয়॥
দুটী কর্ণকুহরের কৈল কণ্ডূয়ন। হরিচিত্ত-চমৎকারী অপূর্ব্ব দর্শন॥
সেই শ্রীরাধিকা মোরে করুণা করিয়া। অভিষিক্ত করিবে কি দাস্যপদ দিয়া?" ৭॥

দেখিতে পাইলেন। শ্রীকুণ্ডের কি মনোহর শোভা! কুণ্ডনীরে রাশি রাশি কমল বিকসিত! চারিদিকে শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত চতুর্বিধ কমলের বন। গ্রীষ্মের রবি-কর-প্রতপ্ত-সমীরণ কমলবনের সংস্পর্শে যেমন সুখ-শীতল তেমনি সুরভিত হইয়াছে! সখীগণসহ শ্রীরাধারাণী প্রাণনাথকে শ্রীকুণ্ডে জলবিহার করাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন! শ্রীকৃষ্ণের করযুগলে ধারণ করিয়া বলিতেছেন—'প্রিয়তম! এস, আমার কুণ্ডে কিছুক্ষণ জলক্রীড়া করি।' অনন্তর সকলে পট্টবসন ত্যাগ করিয়া জলক্রীড়ার উপযোগী বসন-ভূষণাদি ধারণপূর্বক পরস্পরের হস্তে ধারণ করিয়া গজরাজ করিণীর ন্যায় শ্রীকুণ্ডের জলে অবতরণ করিলেন। গোপীগণ অন্যোন্যে হস্তধারণ করিয়া একটি স্বর্ণজালের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং জ্যোৎস্না-রাশি যেমন মেঘপটলকে আবরণ করে তদ্রূপ তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিলেন। বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষভঙ্গী বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং বিপুল জলপ্রবাহবর্ষণদ্বারা মণ্ডলীবন্ধন ভঙ্গ করিলেন। সখীগণ তখন সকলে নিকটে আসিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া জলসিঞ্চন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ হর্ষভরে নিজনয়ন রুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের জলবর্ষণ সহ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকৃত বারিবর্ষণবেগে সুন্দরীদের সকল অঙ্গই ব্যাকুল হইল, একমাত্র বদনবিম্ব চন্দ্রমাবৎ আনন্দভরে শোভা পাইতে লাগিল। মণিময় কঙ্কণের শব্দের সহিত শ্রীরাধা প্রাণনাথকে জলসিঞ্চন করিতে থাকিলে কাম-দেবের বরুণাস্ত্রের ন্যায় তাহা তাঁহার অতি অসহনীয় হইয়া উঠিল!

অতঃপর সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মহান্ জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ কান্তাগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতি মৃদু মৃদু জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সখীগণ নিরন্তর বিপুল জলধারায় শ্রীকৃষ্ণকে সেচন করিতে থাকিলে এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অবিরত জলধারায় সিক্ত হইয়া তাঁহারা সভয়ে হস্তাঙ্গুলীদলে আপনাপন নেত্র, নাসিকা ও শ্রবণদ্বয় আচ্ছাদন-পূর্বক অধোবদনা হইলেন। সখীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়াকালে শ্রীরাধা স্বর্ণকমলবনে লুক্কায়িত হইলেন। অতঃপর শ্রী-হরি শ্রীমতীকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীরাধার সুন্দর বদনকমলভ্রমে কমলে কমলে চুম্বন করিতে লাগিলেন, শ্রীরাধারাণী তাহা দেখিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন সখীগণও হাস্য করিতে থাকিলে কান্ত সম্বিত পাইয়া প্রিয়তমাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শ্রীরাধা সকল সখীগণের সহিত নাগরমণির গাত্রে বিপুল জলরাশি সিঞ্চন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বদনচন্দ্র অবনত করিয়া বলিতে লাগিলেন—'আর না আর না,—আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম।' শ্রীকৃষ্ণ বকারি, বকাসুরের ন্যায় মহাবলশালী অসুরকে বীরণপত্রের ন্যায় অনায়াসে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তিনি সখীগণসহ শ্রীরাধারাণীর সহিত জলক্রীড়ায় পরা-ভব স্বীকার করিলেন! এই পরাভবই তাঁহার যথার্থ বিজয়-সাফল্য! শ্যামসুন্দরের সেই সুধাপূর্ণ বাক্য-সমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা জলসেকে বিরত হইয়া অতি মোহন ও আশ্চর্য হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন সখীগণ শ্রীরাধাকে বলিলেন—'অয়ি রাধিকে! তুমি স্বীয় কুণ্ডনীরে সম্যক্ বিনোদ বিস্তার কর, পরাজিত ও পলায়মান শ্রীকৃষ্ণকে জলসেচনে আর কি ফল? ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের চূড়া পশ্চাদ্দেশে লম্বমান হইয়াছে, কৌস্তুভমণি প্রতিবিম্বচ্ছলে তোমার গণ্ডদেশে আশ্রয় লইয়াছে, কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় কম্পবশতঃ চঞ্চল হইয়াছে,

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্ট-রাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্।
পশুপপতিকুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজজনগণমধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ —যে ব্যক্তি নিখিল আশা-পরম্পরা পরিত্যাগকরত সকাতরে ও শুদ্ধচিত্তে অতি নির্ম্মল এই শ্রীরাধিকাষ্টক পাঠ করিবেন, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকার নিজ গণমধ্যে পরিগণিত করিবেন।

টীকা —পঠন ফলমাহ। পঠতীতি। যো বিমলচেতা নির্ম্মলচিত্তঃ সন্ মৃষ্টং নির্ম্মলং রাধাষ্টকং পঠতি তং পশুপপতিকুমারঃ নন্দনন্দনঃ রাধিকায়া নিজজনগণমধ্যে তনোতি প্রবর্ত্তয়তীত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতঃ সন্ পঠতি তত্রাহ পরিহৃতা দূরীকৃতা নিখিলে তদ্ভিন্নাশেষে আশানাং সন্ততিঃ পরম্পরা যেন এবম্ভূতঃ কাতরঃ সন্। পশুপপতিকুমারঃ এবম্ভূতঃ কামং যথেষ্টমামোদিতঃ সকাতর্য্য পঠনেন তেনৈব হর্ষিত স্তোষিত ইতি যাবৎ ॥ ৯ ॥

॥ শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টক-বিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা —শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্লোকে শ্রীশ্রীরাধাষ্টকের ফলশ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন। প্রথমতঃ কিভাবে এই রাধিকাষ্টক পাঠ করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন—নিখিল আশা-পরম্পরা ত্যাগ করিয়া কাতরপ্রাণে ও শুদ্ধচিত্তে এই রাধিকাষ্টক পাঠ করা বিধেয়। 'নিখিলাশা' বলিতে এখানে বিষয়াশার কথাই বুঝিতে হইবে। অনাদিকাল হইতেই বিষয়াশার পরম্পরা সংসারী মানবের অন্তরে

ললাটের তিলক বিলীন এবং গলদেশের বনমালা ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। অতএব হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ সাতিশয় কাতর হইয়াছেন, ইঁহাকে আর পীড়াপ্রদান করিও না।' এইপ্রকার অতি বিচিত্র জলবিহার করিয়া সখীগণসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধামাধব তীরে উঠিলেন, মঞ্জরীগণ তাঁহাদের বসন-ভূষণাদি পরিধান করাইয়া বিবিধ সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফুরণের বিরাম হইল। তিনি কুণ্ডেশ্বরীর শ্রীচরণে তাঁহার মধুর দাস্যামৃতে অভিষিক্ত হওয়ার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

"অমল কমল-রাজি পরশ করিয়া। মন্দ মন্দ বহে বায়ু পরাগ লইয়া॥
সেই বায়ুদ্বারে সুশীতল সরোবর। নিজ কুণ্ডে শ্রীরাধিকা জুড়াতে অন্তর॥
নিদাঘেতে সায়ংকালে পরম আনন্দে। বেষ্টিত হইয়া ধনি সহচরী সঙ্গে॥
বকারি শ্রীকৃষ্ণে জলক্রীড়া করাইয়া। রসের পাথারে সবে রহিল ডুবিয়া॥
সেই শ্রীরাধিকা কবে করুণা করিয়া। অভিষিক্ত করিবে কি দাসী-পদ দিয়া॥" ৮ ॥

বদ্ধমূল হইয়া আছে। এক একটি বিষয়ের আশা আবার বহু আশার জনক হইতেছে, এইরূপে নিখিল বিষয়াশা-পরম্পরা তাহাদের চিত্তকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সাধুশাস্ত্র গুরুমুখে কত সৎপ্রসঙ্গই না মানুষ শ্রবণ করিতেছে, কিন্তু বিষয়াশা উপশান্ত হইতেছে না ; বরং দিনে দিনে বিষয়তৃষ্ণা বিবর্ধমান হইয়া রাগদ্বেষের প্রতি আসক্তি জন্মাইয়া ঘনীভূত তিমিরপুঞ্জের মতই চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া তুলিতেছে ! জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ. শোক, ত্রিতাপাদি ভয়ঙ্কর দুঃখপূর্ণ ক্ষুদ্র বিষয়সুখের নেশাতেই মানব এই আশা-পরম্পরাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে অনাদিকাল হইতে।

কল্যাণময়ী শ্রুতিজননী এই তিমিরপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হওয়ার নিমিত্ত মানবকুলকে আলো দেখাইতেছেন—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।" 'অল্পে' অর্থাৎ বিষয়ভোগে সুখ নাই, সুতরাং বিষয়াশা পোষণ করা দুঃখেরই হেতু। যিনি 'ভূমা' অর্থাৎ আনন্দের মূলকেন্দ্র শ্রীভগবান্—সেই কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্রতম বিষয়সুখের আশায় মানবকুল সংসারসাগরের মহাভয়াবহ উত্তাল জন্মজরামরণ-তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতেছে ! সাধু-গুরুর আশ্রয়ে সেই ভগবানের ভজনলালসা অন্তরে পোষণ করিলেই দিবালোকে অন্ধকারের ন্যায় ঐ নিখিল বিষয়াশা-পরম্পরা দূরীভূত হইবে এবং তখনি মায়ামলিন-চিত্ত পরিশুদ্ধও হইবে এবং অন্তরে ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত কাতরতা বা আর্তিও জাগিবে।

এই ভজনলালসার মধ্যেও আবার যে ভজনলালসার কথা শ্রীরাধিকাষ্টকে বিবৃত রহিয়াছে, তাহা সকলপ্রকার ভজনাশার পরাকাষ্ঠা—কেশ-শেষাদিরও দুর্গম শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচরী করুণার অবদান যুগলভজনলালসা। অতএব এই রাধিকাষ্টক পরম সুনির্মল। যাঁহারা এই রাধিকাষ্টক পাঠ (উপলক্ষণে শ্রবণ, স্মরণাদি) করিবেন, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি পরম প্রসন্ন হইবেন এবং তাঁহাকে শ্রীরাধিকার দাসী করিয়া সর্বসাধ্যশিরোমণি রাধাদাস্য দান-করত তাঁহাকে চিরতরে ধন্য বা কৃতার্থ করিবেন। শ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ী শ্রীশ্রীরাধামাধবের একান্ত প্রিয়জন শ্রীরাধাকুণ্ডের ঋষি শ্রীপাদ রঘুনাথের এই সিদ্ধবাণী—বিশ্বমানবের প্রতি করুণার আশীর্বাদ ! তাই শ্রীল গোস্বামিপাদের প্রণীত এই শ্রীরাধিকাষ্টক কণ্ঠহার করিয়া প্রত্যেক ভক্তেরই নিত্যপাঠ করা একান্ত প্রয়োজন।

"যেই জন সর্ব্ব আশা করি পরিত্যাগে। শুদ্ধচিত্তে নিরন্তর কাতর-স্বভাবে ॥
পরিশুদ্ধ রাধাষ্টক নিত্য করে পাঠ। শ্রীগোবিন্দ হৃষ্ট হৈয়া দেখায় প্রেমনাট ॥
অনন্ত ভুবন-মাঝে সেই ভাগ্যবান্। রাধিকার গণে তার লিখে দেয় নাম ॥
'রাধাষ্টক' অনুবাদ ভজন-সম্পদ্। গান করে অশ্রুজলে নিত্য 'হরিপদ' ॥" ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

অথ প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ ॥

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ॥

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তা-রত্নোদ্ভাবিত-বিগ্রহাম্ ।
সখীপ্রণয়সদগন্ধ-বরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মহাভাবরূপ উজ্জ্বলচিন্তামণিদ্বারা ভাবিত যাঁহার বিগ্রহ, সখীগণের প্রণয়রূপ সুগন্ধিত শ্রেষ্ঠ উদ্বর্তনে যাঁহার অঙ্গকান্তি উজ্জ্বল হইয়াছে ॥ ১ ॥

টীকা—শ্রীদাসগোস্বামি-সুপাদপদ্ম ধ্যানাপ্ত সাতস্ত তু চিত্তভৃঙ্গঃ। তদ্দিষ্টভাবার্থ গলন্মরন্দে স্তোত্রাম্বুজেহস্মিন্ রমতাং মমৈষঃ। অথ প্রার্থনাদৌ প্রণমতি মহাভাবেতি। ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জন ইত্যেকাদশশ্লোকে ক্রিয়াসম্বন্ধঃ। ত্বামিত্যস্ত বিশেষণানি দশপদ্যস্থ পদানি। তত্র মহা-ভাবেতি। ত্বাং কিন্তূতাং মহাভাব এব উজ্জ্বলং সকান্তিকং চিন্তারত্নং চিন্তামণিস্তেন উদ্ভাবিতো বিগ্রহো যস্যাস্তাং জলময্যাং পৃথ্ব্যাং জলশব্দ প্রয়োগবৎ মহাভাববত্যামপি তদ্ঘটিতত্বে প্রয়োগঃ। মহাভাব-স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সীতি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিপ্রয়োগাৎ মহাভাব-স্বরূপেত্যত্র ভেদ প্রতীতেঃ নহি কৃষ্ণস্বরূপ ইত্যুক্তে কৃষ্ণেনাভেদঃ প্রতীয়তে তৎসদৃশস্যৈব প্রতীতেঃ। অতএব শ্রীভাগবতামৃতে হরিস্বরূপরূপা যে পরাবস্থেভ্য ঊনকাঃ। শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাত্তেতদাখ্যকা ইতি। অস্যার্থঃ। শক্তীনাং তার-তম্যেন যে হরেঃ স্বরূপরূপা অতএব পরাবস্থেভ্যঃ ঊনকা লঘবস্তে ক্রমাত্তত্তদাখ্যকাঃ যে হরিস্বরূপা হরেঃ কিঞ্চিন্ন্যূনা অংশাস্তে প্রাভবাঃ! যে হরিরূপা হরের্ন্যূনাস্তে বৈভবা ইত্যর্থঃ। তত্র পরাবস্থেভ্য ঊনত্বেন স্বরূপপদেন ভেদ প্রতীতির্নত্বভেদস্য। যদ্বা মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নেন করণেন সহেতি বা উৎকৃষ্টরূপেণ ভাবিতোরত্নাঙ্গলঙ্কারেণ প্রাকৃত শরীরবৎ সুসজ্জীকৃতো বিগ্রহো যস্যাস্তামিতি সর্ব্বমনবদ্যম্। ননু সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাসৌ সমর্থা চ। কুব্জাদিষু মহিষীষুচ গোকুলদেবীষু ক্রমত ইত্যনেন সমর্থা রতিমত্যো গোকুলদেব্যঃ তত্রাপি স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা চোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্। স্যান্মানঃ প্রণয়োরাগোহনুরাগো ভাব ইত্যপীতি দিশা সমর্থায়ারতেরেব পরাকাষ্ঠাপন্নত্বেন ভাব ইত্যত্র পর্য্যবসানং তত্র আদ্যা প্রেমান্তিমাং তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা। রতির্ভাবান্তিনাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতইত্যত্র সমর্থায়া ভাবান্তিমসীমত্বেন সমর্থারতিমতীনাং ব্রজবধূনাং সর্ব্বাসামেব মহাভাববতীত্বে লব্ধে কথং রাধিকায়া এব মহাভাব-স্বরূপত্বম্। অত্রোচ্যতে। ভাবান্তিমসীমত্বেন সমর্থায়াঃ গোকুলদেবীনাং চন্দ্রাবলি প্রভৃতিনামপি ভাববতীত্বমস্ত্যেব নতু তৎপরাকাষ্ঠাপন্নস্য ভাবস্য যা মহাভাবাখ্যা তদ্বতীত্বমিতি। তথা চ স্বরূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ। মোদনোমাদনশ্চাসাবধিরূঢ়ো দ্বিধোচ্যতে। তত্র মাদনঃ! সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোহয়ং

পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদেত্যনেন মাদনস্তৈব মহাভাব ইতি সংজ্ঞাবিশেষ ইতি সর্ব্বমনবদ্যম্। অত্র গৌরবভিয়া নবীন মতমুদ্ধৃত্য ন পরিহৃতং তত্তু যদি কচিৎ শ্রূয়তে তদানয়ৈব দিশা পরিহর্ত্তব্যমিতি। প্রকৃতমনুসরামি। পুনঃ কিন্তূতাং সখীনাং প্রণয় এব সদ্গন্ধবরোদ্বর্ত্তনং তেন সুশোভনা প্রভা কান্তির্যস্যাস্তাম্। সন্ মনোহরো গন্ধো যস্য তচ্চ তৎ বরং শ্রেষ্ঠং যদুদ্বর্ত্তনং কুঙ্কুমাদি তচ্চেতি বিগ্রহঃ॥ ১॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবের নাম রাখিয়াছেন—'**প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ**' অর্থাৎ 'প্রেম-কমলের মকরন্দ নামক' স্তবরাজ। শ্রীপাদ এই স্তবাবলীতে যতগুলি স্তব প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্তবটি সকলের রাজা বা শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহাতে প্রেমের পরমসার যে মহাভাব, সেই মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীর স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীরাধার তত্ত্ব অনুভব হইবে প্রেমের মাঝে। 'প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত' (চৈঃ চঃ)। শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের নিখিলশক্তির মূল উৎস। তিনি সর্বলক্ষ্মীময়ী, সুতরাং অনন্ত ঐশ্বর্যের মহাঅধীশ্বরী। কিন্তু অনন্ত মাধুর্যসিন্ধুমধ্যে ঐ ঐশ্বর্য নিমগ্ন থাকায় রাধাতত্ত্বে ঐশ্বর্যের কোন প্রকাশ নাই। তাঁহাতে শুদ্ধপ্রেমতত্ত্বেরই পূর্ণতম প্রকাশ। সকল গোপীগণমধ্যেই প্রেমের বৃত্তি প্রচুররূপে বিদ্যমান্ থাকিলেও শ্রীরাধা তাহার সারাংশ উদ্রেকময়ী। অর্থাৎ কেবল শ্রীরাধাস্বরূপেই প্রেমের পরম পরাকাষ্ঠা মাদনাখ্য মহাভাব বিরাজমান। শ্রীপাদ রঘুনাথের শ্রীরাধাপাদপদ্মে নিষ্ঠা অসাধারণ। তিনি রাধাগতপ্রাণ। তাই তাঁহার প্রেম-ভাবিতচিত্তে শ্রীরাধাতত্ত্ব স্বয়ং যেরূপ স্ফুরিত হইয়াছেন, তিনি এই স্তবে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! অতিশয় দুর্জ্ঞেয় এই স্তবের রহস্য, কারণ ইহাতে প্রেমস্বরূপেরই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। প্রেমবস্তুটি স্বানুভববেদ্য ও নিরুপম। ইহা ভাষাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। নিজের হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব না হইলে, অন্যের নিকট শ্রবণ করিয়াও ইহা বোধগম্য হয় না, কারণ পদার্থবোধ উপলব্ধি সাপেক্ষ। যাঁহার হৃদয়খনি হইতে এই স্তবরূপ চিন্তামণি প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন আমরা সেই শ্রীপাদ রঘুনাথের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া এই স্তবের কিঞ্চিৎ মর্ম বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীপাদ প্রথমেই বলিতেছেন—শ্রীরাধা 'মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তা-রত্নোদ্ভাবিত-বিগ্রহাম্।' 'মহাভাবরূপ উজ্জ্বলচিন্তামণিদ্বারা ভাবিত যাঁহার বিগ্রহ।' প্রথমে মহাভাব কি বস্তু, আমাদের তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কোথায় ক্ষুদ্র জীব, আর কোথায় সেই প্রেমের পরমসার মহাভাব! তবু এই বিশেষ কলিতে মহাভাব-রসরাজ-মিলিত-মূরতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে মহাভাববতী শ্রীরাধারই সখী-মঞ্জরীগণ গোস্বামিপাদরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের অনুভূত মহাভাবের তত্ত্ব বা মাহাত্ম্য বিশ্ববাসীকে জানাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই অনুভবময় মহাবাণীই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"প্রেম ক্রমে বাড়ে, হয়—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব মহাভাব হয়॥

বীজ ইক্ষুরস গুড় তবে খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিশ্রী শুদ্ধমিশ্রী আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদিকে তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥"

"প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।" ইত্যাদি (চৈঃ চঃ)। যেমন ইক্ষুবীজ হইতে ইক্ষুদণ্ড, ইক্ষুরস, গুড়, চিনি, মিশ্রী, উত্তমমিশ্রী এইগুলি ক্রমশঃ উত্তম, উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা স্বাদিষ্ট ও মধুরতর হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রেম ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ ইত্যাদি ক্রমোৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া চরমে মহাভাব হইয়া থাকে। **প্রেমের পরমসারবস্তুই মহাভাব।** শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ মহাভাবের লক্ষণ নিরূপণে লিখিয়াছেন—

"অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥" (উঃ নীঃ)

অর্থাৎ 'অনুরাগ যখন স্বসংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করে, তখন তাহার নাম হয় 'মহাভাব'। এখানে 'স্বসংবেদ্যদশা' বলিতে এই পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত অনুরাগ যাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করেন, সেই ব্রজদেবীগণেরই একমাত্র ইহা গোচর হইয়া থাকেন। অন্যের কথা কি, শ্রীকৃষ্ণেরই মহিষী রুক্মিণী, সত্যভামাদিরও এই মহাভাবটি সর্বথা অগোচর। 'স্বসংবেদ্য' শব্দের লোচনরোচনী টীকায় এইরূপই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁহার আনন্দচন্দ্রিকাটীকায় এই স্বসংবেদ্যদশাটির দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া দুর্জ্ঞেয় মহাভাব বস্তুকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার মর্ম এই যে, অনুরাগের যে অবস্থাটি অনুরাগের নিজের অনুভবযোগ্য, তাহাই হইল তাহার স্ব-সংবেদ্যদশা। অনুরাগদশার তিনটি স্বরূপ—করণ, কর্ম ও ভাব। যাহার সাহায্যে কোন কাজ করা হয়, তাহা হইল সেই কার্যের করণ। সংবিদংশে অনুরাগদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করা হয় সুতরাং অনুরাগই হইল শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের করণ। এই অনুরাগ যখন সর্বোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, তখন তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাদি সর্বোৎকর্ষে আস্বাদনের হেতুরূপে অনুরাগোৎকর্ষই হইল করণ। "প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের কারণ॥" (চৈঃ চঃ)। তারপর অনুরাগের কর্মস্বরূপ। যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম। যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহা আস্বাদনের কর্ম। কৃষ্ণমাধুর্যাদি আস্বাদনের দ্বারা অনুরাগোৎকর্ষ অনুভব করা যায়। "গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥" (ঐ)। গোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের ফলে এই যে আনন্দ—ইহা স্বীয় অনুরাগোৎকর্ষের প্রভাবে। এইরূপে অনুরাগোৎকর্ষের যে অনুভব, তাহাই অনুরাগের কর্মস্বরূপ। আবার ভাবস্বরূপে এই অনুরাগোৎকর্ষ কেবলমাত্রই অনুভব—আনন্দাংশে শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ। ইহাতে আস্বাদক এতই তন্ময় হইয়া থাকেন যে,

আস্বাদ্য ও আস্বাদকের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া থাকে কেবল অখণ্ড আস্বাদনের অনুভূতি ! ইহাই অনুরা-গোৎকর্ষের ভাবস্বরূপ । যে অবস্থায় এই করণ, কর্ম ও ভাবস্বরূপে অনুরাগের পূর্ণতম অভিব্যক্তি—তাহাই অনুরাগের '**স্ব-সংবেদ্যদশা**' ।

যাবদাশ্রয়বৃত্তির তাৎপর্য এই যে, অনুরাগের আশ্রয় রাগ, এই রাগটি যতটা পরিমাণে উদিত হওয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে ততটা উদিত হইলেই তাহার নাম অনুরাগের যাবদাশ্রয়বৃত্তি । রাগের লক্ষণে বলা হইয়াছে—"দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে । যত্রস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥" (উঃ নীঃ) । অর্থাৎ প্রণয়ের উৎকর্ষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত অতিশয় দুঃখ ও চিত্তে অতিশয় সুখরূপে প্রতিভাত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে 'রাগ' সংজ্ঞা দিয়া থাকেন । সুপ্রতিষ্ঠিত কুলকন্যা ও কুলবধূগণের পক্ষে লজ্জা ও পাতিব্রত্য ত্যাগ যত দুঃখদায়ী, অগ্নিপ্রবেশে বা বিষপানে দেহত্যাগও তত দুঃখদায়ী নহে । শ্রীকৃষ্ণসেবা বা তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য ব্রজবধূগণ আকুল পিপাসার আবেগে পরম-সুখে লজ্জা ও পাতিব্রত্যধ্বংসকে স্বীকার করায় তাঁহাদের মধ্যে রাগের ইয়ত্তার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে ! ইহাই অনুরাগের '**যাবদাশ্রয়-বৃত্তিত্ব**' । অনুরাগ স্বসংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াও যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করিয়া যখন মহাভাব হয়, তখন উদ্দীপ্ত, সুদীপ্তাদি সাত্ত্বিকভাবে ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাভাবকে 'উজ্জ্বল-চিন্তারত্ন' বা 'উজ্জ্বলরস-চিন্তামণি' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন । চিন্তামণি যেমন সব চিন্তনীয় বা আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তুই প্রদান করিয়া থাকে, তদ্রূপ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার শ্রীকৃষ্ণের মধুররস-সম্বন্ধীয় নিখিল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ করিয়া থাকে এই মহাভাব । "এই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার । কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার ॥" (চৈঃ চঃ) । শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে মধুররসাস্বাদনের যেসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাসনাসমূহ জাগরিত হয় তাহা পরিপূর্তির মৌলিক উপাদান এই মহাভাব । শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ মহা-ভাব-স্বরূপিণী, তাঁহাতে মহাভাবের পরমপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মাদনাখ্যমহাভাব বিরাজিত । মহাভাবের উপাদান দিয়াই তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গঠিত । যেমন কাঞ্চনপ্রতিমার অন্তর বাহির সবটিই কাঞ্চন তদ্রূপ শ্রীরাধা-রাণীর অন্তর বাহির সবই মহাভাব । এইজন্যই বলা হইয়াছে "মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিত-বিগ্রহাম্" মহাভাবরূপ উজ্জ্বলচিন্তামণিদ্বারা ভাবিত বা গঠিত যাঁহার বিগ্রহ । এই শ্লোকাংশের এইপ্রকার অভি-প্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ "মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ ।" (চৈঃ চঃ) ।

তারপর বলিলেন—"সখীপ্রণয়সদ্গন্ধ-বরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাম্" 'সখীগণের প্রণয়রূপ সুগন্ধিত শ্রেষ্ঠ উদ্বর্তনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ উজ্জ্বল হইয়াছে ।' সৌন্দর্য-মাধুর্যবতী রমণীগণ স্নানের পূর্বে অঙ্গে তৈল মর্দনান্তে তৈলাপসারণ ও অঙ্গের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনের জন্য পদ্মপরাগাদি সুগন্ধিত চূর্ণের উদ্বর্তনদ্বারা অঙ্গমার্জন করিয়া থাকেন । ললিতাদি সখীগণের শ্রীরাধারাণীর প্রতি যে প্রণয় বা একপ্রাণতা তাহাই মহাভাবের প্রতিমা শ্রীরাধারাণীর অঙ্গে সুগন্ধিত শ্রেষ্ঠ উদ্বর্তন । ইহাদ্বারাই যাঁহার শ্রীবিগ্রহের ঔজ্জ্বল্য সাধিত হইয়াছে । সখীগণের প্রণয়ই মহাভাবের বিগ্রহে উদ্বর্তন । ভাবের বিগ্রহ সখীপ্রণয়দ্বারাই সুগন্ধিত ও

কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃত-ধারয়া।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্ ॥ ২ ॥
হ্রীপট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্য-ঘুসৃণাঞ্চিতাম্।
শ্যামলোজ্জ্বল কস্তূরী-বিচিত্রিত-কলেবরাম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যিনি প্রাতে কারুণ্যরূপ অমৃততরঙ্গে, মধ্যাহ্নে তারুণ্যরূপ অমৃতধারায় এবং সায়াহ্নে লাবণ্যরূপ অমৃতবন্যায় স্নাতা হইয়া ইন্দিরাদেবীকে পর্যন্ত গ্লানিযুক্ত করিতেছেন। লজ্জারূপ পট্টবস্ত্রদ্বারা যাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদিত, সৌন্দর্যরূপ কুঙ্কুমদ্বারা সুশোভিত এবং শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল বা শৃঙ্গাররসরূপ কস্তূরীদ্বারা যাঁহার অঙ্গ চিত্রিত হইয়াছে ॥ ২-৩ ॥

টীকা—কারুণ্যেতি। পুনঃ কিম্ভূতাং প্রাতঃপ্রবাহেষু স্নানসৌচিত্যাৎ কারুণ্যামৃতবীচীভিঃ স্নপিতাং কারিতস্নানাম্। কারুণ্যং করুণতা তদেবামৃতং জলং পীযুষং বা তস্য বীচীভিস্তরঙ্গৈঃ। বয়ঃসন্ধাবেব বাল্যচাপল্য বিনাশাৎ করুণতেতি তেন প্রথমতস্তদ্বিশিষ্টামিত্যর্থঃ। মধ্যাহ্নে সুকুমারীণাং দাসীভির্নিসৃষ্টয়া জলধারয়া স্নানসৌচিত্যাৎ তারুণ্যং যৌবনমেবামৃতং তস্য ধারয়া স্নপিতাম্। সায়াহ্নে নিদাঘাপনয়নায় জলসমূহেঽবগাহনস্যৌচিত্যাৎ লাবণ্যমেবামৃতং তস্য বন্যাভিঃ সমূহৈঃ স্নপিতামিতি ত্রিসবন স্নানমুক্তং শ্লিষ্টার্থস্তু স্পষ্ট এব। পুনঃ কিম্ভূতাং গ্লপিতাগ্লানিঃ কৃতা ইন্দিরা লক্ষ্মীর্যয়া তাম্ ॥ ২ ॥

হ্রীতি। পুনঃ কিম্ভূতাং হ্রীর্লজ্জা সৈব পট্টবস্ত্রং তেন গুপ্তমঙ্গং যস্যাস্তাং পরম লজ্জাবতীমিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং সৌন্দর্য্যমেব ঘুসৃণং কুঙ্কুমং তেনাঞ্চিতাং পূজিতাম্। পুনঃ কিম্ভূতাং শ্যামলঃ শ্যামবর্ণো য উজ্জ্বলঃ শৃঙ্গাররসঃ স এব কস্তূরী তয়া বিচিত্রিতং কলেবরং শরীরং যস্যাস্তাম্ ॥ ৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাভাববিগ্রহা শ্রীরাধারাণীর ভাবেরই স্নান, বেশ-ভূষা বা অলঙ্কারাদি বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীরাধারাণীর স্মরণ, মননাদি ভজনে সৌন্দর্য-মাধুর্যবতী তরুণী রমণীর চিন্তাই আমাদের চিত্ত-মনে উদিত হয়, কারণ জগতের মানুষ আমরা জগদতীত কোনবস্তুকে ধারণা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। শ্রীপাদ রঘুনাথ ভাবের মূর্তির পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া যেন আমাদের সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে সপ্তধাতুগঠিত রমণীমূর্তির মত শ্রীরাধারাণীর স্নান, বেশ-ভূষাদি (উপলক্ষণে অন্যান্য সব চেষ্টাদিই) যেন আমাদের চিত্তে সমুদিত না হয়। ভাবে মগ্ন হইয়াই যেন আমরা মহাভাবময়ীকে বুঝিবার চেষ্টা করি। ভাব-ব্যতীত অভাবে সেই মহাভাবের মূরতির ভজন হয় না। সাধকগণের

উজ্জ্বল হইয়াছে! এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একটু ভিন্নরূপ বর্ণন আছে—"রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধ উদ্বর্তন! তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ ॥"

"প্রেমের প্রতিমা ব্রজে রাধা-ঠাকুরাণী। মহোজ্জ্বল মহাভাব চিন্তারত্ন-খনি ॥
সখীর প্রণয় সদ্গন্ধ উদ্বর্তন। তাহাতে সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ ॥" ১ ॥

সব সময় মনে রাখা দরকার যে, শ্রীকৃষ্ণ যেমন নরাকৃতি পরব্রহ্ম, অর্থাৎ আকৃতিটি নরের মত হইলেও তাঁহার অন্তরে বাহিরে পাঞ্চভৌতিক দেহধারী নরদেহের কোন উপাদানই নাই, তাহা সৎ, চিৎ এবং আনন্দদ্বারাই গঠিত ; তদ্রূপ শ্রীরাধার বিগ্রহটি রমণীমূর্তির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইলেও উহার অন্তরে বাহিরে মহাভাবব্যতীত আর কিছুই নাই। সুতরাং রমণীর ন্যায় স্নান, শৃঙ্গার, ভোজনাদি থাকিলেও উহার সবগুলিই যে ভাববস্তু, তাহা সতত মনে রাখিয়াই তাঁহার স্মরণ, মননাদি কর্তব্য।

শ্রীপাদ দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরাধারাণীর স্নানের পরিচয় দিতেছেন। সুকুমারীগণ দেহের স্নিগ্ধতা ও নির্মলতা-সম্পাদনের জন্য প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া থাকেন। প্রাতঃস্নান নদীর স্রোতেই করা বিধেয়। শ্রীমতী রাধারাণী কারুণ্যরূপ অমৃততরঙ্গে প্রাতঃস্নান করিয়া থাকেন। "পরদুঃখাসহো যস্তু করুণঃ স নিগদ্যতে।" (ভঃ রঃ সিঃ) যিনি অপরের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহাকে করুণ বলা হয়। এই করুণের ভাবই কারুণ্য। অন্যের দুঃখ-দুর্দশা দর্শনে চিত্তের বিগলিতাবস্থাই কারুণ্য। কারুণ্যে চিত্তের বিগলিতাবস্থার কথাই জানা যায়, কিন্তু অপার করুণাসাগররূপিণী শ্রীরাধার দেহ পর্যন্ত করুণায় বিগলিত।* শ্রীরাধার এই প্রাতঃস্নানে তাঁহার বয়সের প্রাতঃকাল বয়সন্ধি-অবস্থাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রাতে নদীর প্রবাহে স্নান করিলে শরীর যেমন স্নিগ্ধ হয়, বয়ঃসন্ধিদশায় বাল্য-চাপল্যাদির নিবৃত্তি ও তৎসহ করুণার উদ্রেকে শ্রীমতীর দেহের স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হয়।

মধ্যাহ্নে তারুণ্যরূপ অমৃতধারায় শ্রীমতীর মধ্যাহ্নস্নান হইয়া থাকে। সুকুমারীগণ গৃহকার্যাদি-বশতঃ মধ্যাহ্নসময়ে নদীতে গিয়া স্নান করিতে পারেন না বলিয়া দাসীগণকর্তৃক আনীত জলদ্বারা গৃহেই মধ্যাহ্নস্নান করিয়া থাকেন। তারুণ্যরূপ অমৃতধারায় শ্রীমতীর মধ্যাহ্নস্নান সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণসঙ্গোচিত মিলনোৎকণ্ঠায় বেশভূষাধারণ ও দর্পণাদিতে নিজমাধুরী দর্শন করিয়া কৃষ্ণসুখোৎপত্তির সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় যে 'তারুণ্যামৃত' প্রকটিত হয়, আবার সখীগণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করাইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি বর্ণন করিয়া শ্রীমতীর মনে যে নবতারুণ্যের ভাবগুলি প্রকটিত করেন—সেই তারুণ্যামৃতধারায় শ্রীমতীর মধ্যাহ্নস্নান সম্পন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ মধ্যাহ্নস্নানে যেমন দেহ স্নিগ্ধ ও কমনীয় হইয়া থাকে তদ্রূপ তারুণ্যামৃতের ভাব-প্রকটনে শ্রীরাধার দেহের স্নিগ্ধতা ও কমনীয়তা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শ্রীমতীর সায়াহ্নস্নান লাবণ্যামৃতবন্যায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। সায়াহ্নে গ্রীষ্ম-তাপাদি নিবা-রণজন্য অবগাহন-স্নান করাই কর্তব্য। তাই বন্যায় স্নান উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীমতীর সায়াহ্নস্নান লাবণ্যামৃতবন্যায় সম্পাদিত হয়। "মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে॥" (উঃ নীঃ)। অর্থাৎ মুক্তাফলের মধ্য হইতে যেমন ঢলঢল কান্তির তরঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ কাহারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে কান্তিতরঙ্গ নির্গত হইলে তাহাকে 'লাবণ্য' বলা হয়। এই লাবণ্য-ধারায় শ্রীমতীর সায়াহ্নস্নান সম্পাদিত হয়। অবগাহনস্নানে যেমন সমস্ত অঙ্গই জলে নিমগ্ন হয় তেমনি

---

* শতনামস্তোত্রে ৬৭ সংখ্যক নামের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

যৌবনোদ্গমে শ্রীমতীর সমস্ত অঙ্গেই লাবণ্য-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। এই ত্রিসন্ধ্যাস্নানের বর্ণনায় বুঝা যাইতেছে যে, মহাভাবময়ীর মহাভাবে ভাবিত দেহ অবিরত কারুণ্য, তারুণ্য ও লাবণ্যের মূলাশ্রয়-স্বরূপ। সুতরাং শ্রীমতী ইহাতে অর্থাৎ কারুণ্য, তারুণ্য এবং লাবণ্যে বৈকুণ্ঠেশ্বরী ইন্দিরাকে পর্যন্ত গ্লানিযুক্ত করিয়া থাকেন। শ্রীরাধারাণী সর্বলক্ষ্মীময়ী। "সর্ব্ব সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥" (চৈঃ চঃ)। "কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম। তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম॥ লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান॥" (ঐ)।

তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—"হ্রীপট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং" অর্থাৎ 'লজ্জারূপ পট্টবসনে যাঁহার দেহ আবৃত।' ভাবময়ীর শ্রীঅঙ্গে ভাবেরই বসন। 'লজ্জা' একটি সঞ্চারি-ভাব। ভাবের গতি সঞ্চারণ করে বলিয়া সঞ্চারি-ভাব বলা হয়। "নবীনসঙ্গমাকার্য্যস্তবাবজ্ঞাদিনা কৃতা। অধৃষ্টতা ভবেদ্‌ব্রীড়া তত্র মৌনং বিচিন্তনম্। অবগুণ্ঠনভূলেখৌ তথাধোমুখতাদয়ঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ)। "নবসঙ্গম, অকার্য, স্তব ও অবজ্ঞাদিহেতু কৃত যে ধৃষ্টতা-বিরোধীভাব তাহাকেই লজ্জা বলা হয়। ইহাতে মৌন, বিচিন্তা, অবগুণ্ঠন, ভূমিলিখন এবং অধোমুখতা প্রকাশ পায়।" শ্রীরাধারাণী পরম লজ্জাবতী, যাঁহার শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই অনন্ত গুণ, কিন্তু যদি তিনি নিজের কোন গুণ বা প্রশংসা শুনিতে পান তখন লজ্জায় নিরতিশয় সঙ্কুচিতা হইয়া থাকেন।

"সঙ্কুচ ন তথ্যবচসা জগন্তি তব কীর্ত্তিকৌমুদী মার্ষ্টি।
উরসি হরেরসি রাধে যদক্ষয়া কৌমুদীচর্চ্চা॥" (উঃ নীঃ)

গার্গীর নিকট পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার মাহাত্ম্য-বর্ণনা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে হঠাৎ শ্রীরাধারাণী তথায় আগমন করিয়া স্বীয় উৎকর্ষ শ্রবণে লজ্জিতা হইতেছিলেন, তদ্দর্শনে শ্রীবৃন্দা বলিলেন—'হে রাধে! সত্যবাক্যে সঙ্কোচ করিতেছ কেন, তোমার কীর্তি-কৌমুদীতে বিশ্ব পূর্ণ হইয়াছে। এই কারণেই হে সখি! শ্রীহরির বিশালবক্ষে অক্ষয় কৌমুদীচর্চারূপে তুমি বিরাজ করিতেছ।'* ধৃষ্টতা পরিহারকেই লজ্জা বলা হইয়াছে, ইহার সহিত 'বিনয়' আসিয়া মিলিত হয় এবং কায়িক, মানসিক ও বাচিক প্রতিটি চেষ্টাকেই মধুময় বা অমৃতময় করিয়া তোলে। এই লজ্জারূপ বসনে শ্রীমতীর আপাদমস্তক আবৃত। "নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান" (চৈঃ চঃ)।

অতঃপর বলা হইতেছে—"সৌন্দর্য্য-ঘুসৃণাঞ্চিতাম্" 'সৌন্দর্যরূপ কুঙ্কুমদ্বারা শ্রীরাধার অঙ্গ চর্চিত।' সুকুমারী সৌন্দর্যমাধুর্যবতী তরুণীগণ স্নানের পর বসন-পরিধান করিয়া কুঙ্কুমাদিদ্বারা অঙ্গ চর্চিত করেন। প্রেমময়ীর প্রেমের কলেবরে সৌন্দর্যই যেন কুঙ্কুম-চর্চার ন্যায় চর্চিত রহিয়াছে। "অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকাণাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্। সুশ্লিষ্টসন্নিবদ্ধঃ স্যাত্তৎ সৌন্দর্য্যমিতীর্য্যতে॥" (উঃ নীঃ)। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির

* আমরা 'স্তব' জনিত লজ্জার দৃষ্টান্তটি উদ্ধৃত করিলাম। নবসঙ্গমাদি প্রত্যেকটি হেতুর দৃষ্টান্ত উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিসকলের যথাযথ মাংসলত্ব তাহাকেই সৌন্দর্য বলা হয়।' শ্রীল গোস্বামিপাদ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

"অখণ্ডেন্দোস্তুল্যং মুখমুরুকুচদ্যোতিতমুরো, ভুজৌ স্রস্তাবংসে করপরিমিতং মধ্যমভিতঃ।
পরিস্কারা শ্রোণী ক্রমলঘিমভাগূরুযুগলং, তবাপূর্ব্বং রাধে কিমপি কমনীয়ং বপুরভূৎ॥" (ঐ)

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে রাধে! তোমার সৌন্দর্যের কথা আর কি বলিব, তোমার মুখমণ্ডল সাক্ষাৎ ইন্দুমণ্ডলতুল্য উচ্চ কুচযুগে বক্ষঃস্থল অতি সুদৃশ্য, ভুজদ্বয় স্কন্ধদেশে নত, মধ্যভাগ মুষ্টি-পরিমিত, নিতম্ব অতিশয় বিশাল ও ঊরুযুগল ক্রমশঃ লঘু হইয়া অদ্ভুতশোভা বিস্তার করিতেছে। হে প্রিয়তমে! তোমার এই দেহ অপূর্ব কমনীয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে।' 'যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মীপার্ব্বতী' (চৈঃ চঃ)। পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে (৪০ অধ্যায়ে) শ্রীরাধারাণীর দর্শন লাভ করিয়া শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন—

"ভ্রান্তং সর্ব্বেষু লোকেষু ময়া স্বচ্ছন্দচারিণা। অস্যা রূপেণ সদৃশী দৃষ্টা নৈব চ কুত্রচিৎ॥
ব্রহ্মলোকে রুদ্রলোক ইন্দ্রলোকে চ মে গতিঃ। ন কোঽপি শোভাকোট্যংশঃ কুত্রাপ্যস্যাবিলোকিতঃ॥
মহামায়া ভগবতী দৃষ্টা শৈলেন্দ্রনন্দিনী। যস্যা রূপেণ সকলং মুহ্যতে সচরাচরম্॥
সাপ্যস্যাঃ সুকুমারাঙ্গী লক্ষ্মীং নাপ্নোতি কর্হিচিৎ। লক্ষ্মীঃ সরস্বতী কান্তির্ব্বিদ্যাদ্যাশ্চ বরস্ত্রিয়ঃ।
ছায়ামপি স্পৃশন্ত্যশ্চ কদাচিন্নৈব দৃশ্যতে॥"

শ্রীরাধারাণীর দর্শনে মুনিবর নারদ মুহূর্তদ্বয় শিলাবৎ নিশ্চল থাকিয়া চৈতন্যলাভ করিলেন এবং ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া মহাবিস্ময়ের সহিত মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন—"আমি সকল জগতে স্বচ্ছন্দচারী হইয়া বিচরণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি এই কন্যার সদৃশী সৌন্দর্য দেখিতে পাই নাই। কি ব্রহ্মলোক, কি রুদ্রলোক, কি ইন্দ্রলোক সর্বত্র আমার অবাধ গতি; কিন্তু এই কন্যার শোভার কোটিভাগের একভাগও কোন কন্যায় দেখিতে পাই নাই। মহামায়া ভগবতী হিমাচল-নন্দিনীকে দেখিয়াছি, যাঁহার রূপে সচরাচর জগৎ মুগ্ধ হইয়া থাকে, সেই সুকুমারাঙ্গীও ইঁহার শোভা লাভ করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কান্তি, বিদ্যা প্রভৃতি বরস্ত্রীগণ কখনো ইঁহার ছায়াও স্পর্শ করিতে সমর্থ নহেন।" শ্রীরাধার সৌন্দর্য যে সাক্ষাৎ মহাভাব হইতেই উত্থিত, দেবর্ষি নারদ ইহা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন, কেননা শ্রীমতীর দর্শনমাত্রেই তিনি গোবিন্দপ্রেমে সাতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। "অস্যাঃ সন্দর্শনাদেব গোবিন্দচরণাম্বুজে। যা প্রেমর্দ্ধিরভূৎ সা মে ভূতপূর্ব্বা ন কর্হিচিৎ॥" (ঐ)। অর্থাৎ 'ইঁহার দর্শনমাত্রে শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্মে আমার যাদৃশ প্রেম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব।' সেই সৌন্দর্য-কুঙ্কুমে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ চর্চিত।

আবার "শ্যামলোজ্জ্বলকস্তুরী-বিচিত্রিত-কলেবরাম্" 'শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল বা শৃঙ্গাররসরূপ কস্তুরীদ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গ চিত্রিত।' শৃঙ্গাররসের বর্ণ শ্যাম। স্নানের পর গৌরাঙ্গীগণ যেমন শ্যামবর্ণ কস্তুরীর

কম্পাশ্রু-পুলক-স্তম্ভ-স্বেদগদ্‌গদরক্ততা।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥ ৪ ॥
কৢপ্তালঙ্কৃতিসংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীম্।
ধীরাধীরাত্ব-সদ্বাসপটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য, উন্মাদ ও জড়তা এই নয়টি উত্তমরত্ন-দ্বারা যিনি অলঙ্কৃতা, গুণশ্রেণীরূপ পুষ্পমালায় যিনি ভূষিতা এবং ধীরাধীরাত্বভাবরূপ পটবাস বা সুগন্ধিত-চূর্ণে লিপ্তাঙ্গী ॥ ৪-৫ ॥

টীকা—কম্পেতি। পুনঃ কিম্ভূতাং কম্পাদি রক্ততান্তাঃ সপ্তসাত্ত্বিকভাবাঃ উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৌ ব্যভিচারিভাবৌ রত্নরূপৈরভি-র্নবভির্ভাবৈঃ কৢপ্তা যা অলঙ্কৃতিরলঙ্কারস্তেন সংশ্লিষ্টামিতি পরশ্লোকে-নান্বয়ঃ। রক্ততা বৈবর্ণ্যম্ ॥ ৪ ॥

কৢপ্তেতি। পুনঃ কিম্ভূতাং যা গুণালী প্রিয়ম্বদত্বাদি গুণশ্রেণী সৈব পুষ্পমালা সা অস্যা অস্তীতি তাম্। নন্থ কর্ম্মধারয়ান্মত্বর্থীয়ো বহুব্রীহিশ্চেদর্থ-প্রতীতিকর ইতি ন্যায়েন কথং কর্ম্মধারয় নিষ্পন্নাদ্‌গুণালী পুষ্পমালা শব্দান্মত্বর্থীয়ঃ ইন্ প্রত্যয়ঃ বহুব্রীহিণৈব বিবক্ষিতার্থস্য লব্ধেঃ। উচ্যতে। কর্ম্মধারয় পদেনাত্র যত্র বিশেষণ বিশেষ্য ভাবেন সমাসঃ প্রধানসূত্রেণ তস্যৈব গ্রহণং নতুদ্দেশ্য বিধেয়তারূপেণ শাক পার্থিবাদিত্বাৎ যত্র মধ্যপদলোপি সমাসস্তস্য গ্রহণমিতি ন দোষঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং ধীরা চাধীরা চ ধীরা-ধীরে তয়োর্ভাবো ধীরাধীরত্বং সন্ শোভনো বাসো গন্ধো যেষাম্ এবম্ভূতা যে পটবাসাঃ কর্পূরাদি চূর্ণানি ততো ধীরাধীরাত্বমেব সদ্বাস পটবাসাস্তৈঃ পরিষ্কৃতাং লিপ্তাম্ ॥ ৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই প্রেমাম্ভোমরন্দাখ্য-স্তবে শ্রীমতী রাধারাণীর যে ভাবের স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার ন্যায় প্রেমময়ীর ঐকান্তিক কৃপাভাজনের পক্ষেই সম্ভবপর

তিলক ধারণ করেন, শ্রীরাধারাণীর শ্রীঅঙ্গ শৃঙ্গাররসরূপ কস্তূরীদ্বারাই চিত্রিত। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত —"সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম, সখীপ্রণয় চন্দন। স্মিতকান্তি কর্পূর—তিনে অঙ্গ-বিলেপন॥ কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর। সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥"

"অপার কারুণ্যামৃত-তরঙ্গ-হিল্লোলে। পূর্ব্বাহ্নে প্রথম স্নান করে কুতূহলে॥
তারুণ্য অমৃত-ধারে কিশোরী বরাঙ্গ। মধ্যাহ্নে দ্বিতীয় স্নান যৌবন-তরঙ্গ॥
সায়াহ্নে লাবণ্যামৃত-বন্যায় স্নান করি। দ্যোতমানা শ্রীরাধিকা পরমা সুন্দরী॥
নব গোরোচনা গৌরী কৃষ্ণ-মনোহরা। গ্লানিযুক্ত হন যাঁর সৌন্দর্য্যে ইন্দিরা॥" ২॥
"লজ্জারূপ পট্টবস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত। সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুমে ধনি অতি সুশোভিত॥
শ্যামল-উজ্জ্বল-রস সুগন্ধি-কস্তূরী। তাতে বিচিত্রিত দেহা রাধিকা সুন্দরী॥" ৩॥

হইয়াছে। অধ্যাত্মরাজ্যে, সর্বোপরি রাধাস্নেহাধিকা মঞ্জরীভাব-সাধকগণের পক্ষে এই স্তবটি শ্রীল দাস-গোস্বামিপাদের যে কি অদ্ভুত অনর্ঘ অবদান, তাহা বর্ণনা করিবার কাহারো সাধ্য নাই। চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যক শ্লোকে প্রথমতঃ শ্রীপাদ সপ্ত সাত্ত্বিকভাব এবং উন্মাদ ও জড়তা এই দুইটি সঞ্চারিভাবের উল্লেখ করিয়া এই নবরত্নদ্বারা যে শ্রীমতী অলঙ্কৃতা তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। সুকুমারীগণ স্নান, বসন-পরিধান ও তিলকাদির পর রত্নাদির অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীমতী রাধারাণীর মহাভাব-ভাবিত অঙ্গে নবরত্নের অলঙ্কার শোভা পায়। নবরত্ন বলিতে সাধারণতঃ মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত এবং নীলকান্তমণিকে বুঝায়। শ্রীরাধারাণীর ভাবের অঙ্গে ভাবেরই নবরত্ন—কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য এই সাতটি সাত্ত্বিক ও উন্মাদ এবং জড়তা এই দুইটি ব্যভিচারিভাব। এই সব ভাবের অলঙ্কারেই শ্রীমতীর মহাভাবের দেহ অলঙ্কৃত থাকে। সাত্ত্বিকভাবগুলি অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে পঞ্চবিধ হইয়া থাকে—ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত ও সুদীপ্ত। যথা—

"অদ্বিতীয়া অমী ভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ। ঈষদ্ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতাঃ।
তে দ্বৌ ত্রয়ো বা যুগপদ্ যান্তঃ সুপ্রকটাং দশাম্। শক্যাঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং জ্বলিতা ইতি কীর্ত্তিতাঃ
প্রৌঢ়াং ত্রিচতুরা ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্ গতাঃ। সম্বরীতুমশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতাঃ॥
একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চধাঃ সর্ব্ব এব বা। আরূঢ়া পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥
উদ্দীপ্তা এব সূদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী। সর্ব্ব এব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি॥"

(ভঃ রঃ সিঃ)

"এই সাত্ত্বিক ভাবগুলির একটি বা দুইটি ঈষৎ ব্যক্ত হইলেও যদি গোপন করিতে পারা যায়, তবে তাহাকে **ধূমায়িত** বলে। দুই তিনটি সাত্ত্বিকভাব যদি যুগপৎ উদিত হয় এবং কষ্টে গোপন করা যায়, তাহাকে **জ্বলিত** বলা হয়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিন, চারি বা পাঁচটি সাত্ত্বিকভাব একই কালে উদিত হয় এবং তাহাদিগকে সম্বরণ করিতে না পারা যায়—তবেই **দীপ্ত** নামক সাত্ত্বিকভাব হয়। একই সময়ে পাঁচ ছয়টি বা সকল সাত্ত্বিকভাবই উদিত হইয়া যদি পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তি করে তবে তাহাকে **উদ্দীপ্ত** বলা হয়। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবগুলিই মহাভাবে **সুদ্দীপ্ত** হয়। তাহাতে যাবতীয় সাত্ত্বিকভাবই চরমকোটির উৎকর্ষদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীরাধারাণী মাদনাখ্য-মহাভাববতী সুতরাং সকল সাত্ত্বিকভাবই তাঁহাতে চরম প্রকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অষ্টসাত্ত্বিকবিকারের উৎপত্তির হেতু ও কার্যসম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন—"স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্য বিষাদামর্ষসম্ভবঃ। তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ॥" হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য, বিষাদ ও অমর্ষ হইতে **স্তম্ভ** সাত্ত্বিকের উদয় হয়, ইহাতে বাগাদিরাহিত্য নৈশ্চল্য ও শূন্যতাদি প্রকাশ পায়।' "স্বেদো হর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ" 'স্বেদ, হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত দেহের ঘর্ম।' "রোমাঞ্চোঽয়ং কিলাশ্চর্য্যহর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ। রোম্ণামভ্যুদ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শনাদয়ঃ॥" আশ্চর্যদর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি কারণে **রোমাঞ্চ** হয়। ইহাতে রোমাবলীর উদ্গম ও গাত্রসংস্পর্শনাদি

হইয়া থাকে। "বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবম্। বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদিকৃৎ॥" 'বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, হর্ষ ও ভীতিজনিত বৈস্বর্যকে **স্বরভেদ** বলে, ইহাতে গদ্গদাদি প্রকাশ পায়।' "বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈর্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ" 'বিত্রাস, অমর্ষ ও হর্ষাদিতে গাত্রের যে চাঞ্চল্য তাহাকে বেপথু বা **কম্প** বলা হয়।' "বিষাদরোষভীত্যাদের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া। ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ" 'বিষাদ, রোষ ও ভয়াদিহেতু বর্ণবিকার হইলে তাহাকে **বৈবর্ণ্য** বলা হয়।' ভাবজ্ঞব্যক্তিগণ ইহাতে মালিন্য ও কৃশতাদির উল্লেখ করেন। "হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রু নেত্রে জলোদ্গমঃ। হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে॥ সর্ব্বত্র নয়নক্ষোভ-রাগসম্মার্জ্জনাদয়ঃ॥" 'হর্ষ, রোষ ও বিষাদাদিদ্বারা নেত্রে জলোদ্গম হইলে তাহাকে **অশ্রু** বলে। হর্ষজ অশ্রুতে শীতলতা এবং রোষাদিজনিত অশ্রুতে উষ্ণতা হয়, কিন্তু সর্বপ্রকার অশ্রুতেই নয়নের ক্ষোভ, রক্তিমা ও সম্মার্জনাদি ঘটিয়া থাকে।' "প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ। অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ॥" 'যাহাতে চেষ্টা ও জ্ঞানাদির অভাব হয়, এইপ্রকার সুখ-দুঃখোত্থ সাত্ত্বিকভাবকে **প্রলয়** বলা হয়। ইহাতে ভূ-পতনাদি অনুভাব প্রকাশ পায়।' এই অষ্টবিধ সাত্ত্বিকভাব। শ্রীপাদ রঘুনাথ আলোচ্যশ্লোকে প্রলয় বা মূর্চ্ছা সাত্ত্বিকটি বাদ দিয়া সপ্তসাত্ত্বিক ভাবের অলঙ্কার উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও শ্রীরাধার সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারই অতিশয় প্রকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া উদিত হয়, তবু প্রেমের কিঙ্করী ঈশ্বরীর 'মূর্চ্ছা' ভাবটির উল্লেখ করেন নাই বুঝিতে হইবে।

নবরত্নের মধ্যে সপ্তসাত্ত্বিক ও উন্মাদ এবং জাড্য বা জড়তা এই দুইটি সঞ্চারিভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। "উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ। অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্। প্রলাপ-ধাবন-ক্রোশ বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ)। 'আনন্দাতিশয়, বিপদ্ ও বিরহাদি হইতে জাত হৃদ্ভ্রমকে **উন্মাদ** বলে। ইহাতে অট্টহাস, নৃত্য, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার ও বিপরীত ক্রিয়াদি প্রকাশ পায়।' "জাড্যমপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্টশ্রুতীক্ষণৈঃ। বিরহাদ্যৈশ্চ তন্মোহাৎ পূর্ব্বাবস্থাপরাপি চ। অত্রানিমিষতা তূষ্ণীম্ভাববিস্মরণাদয়ঃ॥" ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ ও দর্শন এবং বিরহাদি হইতে জাত যে বিচারশূন্যতা তাহাকেই **জাড্য** বা জড়তা বলা হয়। ইহা মোহের পূর্ববর্তি বা পরবর্তি অবস্থার তুল্য, ইহাতে অনিমিষতা, তূষ্ণীম্ভাব এবং বিস্মরণ প্রভৃতি হইয়া থাকে।' এই ভাবের নবরত্নদ্বারা শ্রীরাধা অলঙ্কৃতা। "সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী। এই সব ভাব-ভূষণ-সব অঙ্গে ভরি॥" (চৈঃ চঃ)।

আবার বলিতেছেন—"গুণালীপুষ্পমালিনীম্" 'শ্রীমতী গুণশ্রেণীরূপ পুষ্পমালায় সুশোভিতা।' পুষ্পমালা যেমন দেহের শোভা বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ ভাবময়ী শ্রীরাধার গুণাবলী তাঁহার শোভা বর্ধিত করিয়া থাকে। শ্রীরাধা অপার গুণের সিন্ধু, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই তাঁহার অনন্তগুণ। তবু মধুররসে শ্রীমতী যেসব গুণরাজির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন এবং সখীগণ ও আত্মীয়-স্বজনগণকে আনন্দিত বা বিমুগ্ধ করেন—

সেইরূপ পঁচিশটি গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ। সেইগুলিই এখানে পুষ্পমালার ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা বিস্তার করিয়া থাকে বলিয়া বুঝিতে হইবে। যথা—মাধুর্য, নব্যবয়স, নয়নের চাপল্য, উজ্জ্বলস্মিতত্ব, মনোহর-সৌভাগ্য-রেখা-যুক্তত্ব, সঙ্গীত-প্রবরাভিজ্ঞত্ব, রম্যবচন, পরিহাসে পাণ্ডিত্য, বিনীতত্ব, করুণাপূর্ণত্ব, বৈদগ্ধী, পটুতা, লজ্জাশীলতা, সুমর্যাদা, ধৈর্য, গাম্ভীর্য, সুবিলাসত্ব, মহাভাবের পরমোৎকর্ষতৃষ্ণা-শালিত্ব, গোকুল-প্রেম-বসতিত্ব, বিশ্ববিখ্যাত-কীর্তিত্ব, গুরুজনে অর্পিত গুরুস্নেহত্ব, সখী-প্রণয়-বশত্ব, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যত্ব, সদা বচনাধীন-কেশবত্ব। "গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা-সর্ব্বাঙ্গে-পূরিত।" (চৈঃ চঃ)।

তারপর বলিলেন—"ধীরাধীরত্ব-সদ্বাস-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্"। 'ধীরাধীরত্বভাবরূপ পটবাস বা সুগন্ধিত চূর্ণ যাঁহার অঙ্গে লিপ্ত।' মানাবসরে নায়িকা ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধীরা নায়িকা সাপরাধ প্রিয়কে সোল্লুণ্ঠ উপহাসসহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন। অধীরা নায়িকা ক্রোধভরে বল্লভকে নিষ্ঠুরবচন প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ধীরাধীরা অশ্রুমোচনপূর্বক প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন। "ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পঃ বদতি প্রিয়ম্" ইহার দৃষ্টান্তে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিত আছে—

"গোপেন্দ্রনন্দন ন রোদয় যাহি যাহি, সা তে বিধাস্যতি রুষং হৃদয়াধিদেবী।
ত্বন্মৌলিমাল্যহৃত-যাবকপঙ্কমস্যাঃ পাদদ্বয়ং পুনরনেন বিভূষয়াদ্য॥"

শ্রীরাধা বলিলেন—'হে গোপেন্দ্রনন্দন! যাও যাও আর রোদন করাইও না, তুমি অধিকক্ষণ এখানে অবস্থান করিলে তোমার হৃদয়াধিদেবীও রুষ্টা হইবেন। তোমার শিরোভূষণমাল্যে তাঁহার পাদপঙ্কজের যে অলক্তকরাগ অপহৃত হইয়াছে তাহাদ্বারা অদ্য তাঁহার পাদদ্বয় পুনরায় বিভূষিত কর।' এই ধীরাধীরায় ধীরা ও অধীরা উভয়েরই ভাব মিশিয়া অতি চমৎকার আস্বাদ্য হইয়াছে। এই ধীরাধীরত্বগুণটি পটবাস বা সুগন্ধিচূর্ণের ন্যায় শ্রীমতীর মহাভাবের অঙ্গে লিপ্ত। "ধীরাধীরাত্মকগুণ অঙ্গে পটবাস॥" (চৈঃ চঃ)।

"কম্পাশ্রু পুলক স্তম্ভ স্বেদ গদ্‌গদ।
রক্ততা উন্মাদ জাড্য পরম সম্পদ্॥
সর্ব্বোত্তম নবরত্ন অঙ্গে অলঙ্কার।
পরিধান করে রাই কিবা চমৎকার॥" ৪॥
"সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আদি রাধা-রূপ-গুণ।
সেই সব পুষ্পমালা অতি সুশোভন॥
ধীরা ও অধীরাভাব দিব্যগন্ধময়।
এই পটবাস রাধার অঙ্গেতে শোভয়॥" ৫॥

প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলাম্।
কৃষ্ণনাম যশঃ-শ্রাব-বতংসোল্লাসি-কর্ণিকাম্ ॥ ৬ ॥
রাগতাম্বূলরক্তোষ্ঠীং প্রেমকৌটিল্য-কজ্জলাম্।
নর্ম্মভাষিত-নিঃস্যন্দ-স্মিতকর্পূরবাসিতাম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—প্রচ্ছন্নমানই যাঁহার ধম্মিল্ল বা কবরী-বন্ধন, যিনি সৌভাগ্যরূপ তিলকে উজ্জ্বল, শ্রীকৃষ্ণের নাম ও যশঃ শ্রবণই যাঁহার সুন্দর কর্ণভূষণ, রাগরূপ তাম্বূলে যাঁহার ওষ্ঠাধর রঞ্জিত, প্রেমকৌটিল্যই যাঁহার নেত্রের কজ্জল, পরিহাসবাণী-নিঃস্যন্দিত মৃদুহাস্য-কর্পূরে যিনি সুবাসিতা ॥ ৬-৭ ॥

টীকা—প্রচ্ছন্নেতি। পুনঃ কিম্ভূতাং প্রচ্ছন্নঃ কেনাপ্যবেদ্যো যো মানো বিপ্রলম্ভভেদঃ স এব ধম্মিল্লঃ সংযত কচো যস্যাস্তাম্। ধম্মিল্লস্য বস্ত্রাবৃতত্বেনাবেদ্যত্বাৎ প্রচ্ছন্নমানত্বারোপঃ। সৌভাগ্যং সর্ব্বাভ্যঃ প্রেয়সীভ্যোঽসাবেব শ্রীকৃষ্ণস্য পরম প্রেমপাত্রমিতি খ্যাতিসূচকং তদেব তিলকং তেনোজ্জ্বলাম্। স্বস্য সদ্গুণশালিনীত্বেন সর্ব্বত্র প্রকাশত্বাৎ শিরোধার্য্যত্বস্যৈবৌচিত্যাৎ তিলকত্বারোপঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং কৃষ্ণস্য যে নাম যশসী তয়োঃ শ্রাবঃ শ্রবণমেব বতংসে কর্ণভূষণে তাভ্যামুল্লাসৌ পরম মোহনতা বিশিষ্টৌ কর্ণৌ যস্যাস্তাম্। তত্রারোপ প্রয়োজনন্তু স্পষ্টমেব। ন চ বতংসপদেনৈব কর্ণভূষণমুচ্যতে তত্র কর্ণ শব্দ প্রয়োগস্য পুনরুক্ততা স্যাদিতি বাচ্যং কৃষ্ণনামাদেরবিচ্ছেদ শ্রবণাপেক্ষয়া উভয়ে প্রয়োগস্যাদোষত্বাৎ তথা চ, ধনুর্জ্জ্যাদিষু শব্দাস্তু ধনুরাদয়ঃ। আরূঢত্বাদি বোধায় প্রয়োক্তব্যাঃ স্থিতা অমীতি দর্পণকারাঃ। অত্র ধনুর্জ্জ্যাদি পদেন কর্ণাবতংসাদেগ্র্হণমিতি জ্ঞাতব্যম্ ॥ ৬ ॥

রাগেতি পুনঃ কিম্ভূতাং রাগোঽনুরাগঃ স এব তাম্বূলং তেন রক্তৌ ওষ্ঠৌ যস্যাস্তাম্। লাস্যাদিনা মুখদ্বারৈবানুরাগস্য প্রাকট্যাৎ মুখস্থ তাম্বূলারোপঃ প্রেম্ণাং প্রেম্ণা বা যৎ কৌটিল্যং বক্রতা তদেব কজ্জলং যস্যাস্তাম্। চক্ষুর্দ্বারৈব বক্রতাপ্রাকট্যাৎ তত্ত্বারোপঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং কৃষ্ণস্য সখীনাঞ্চ যন্নর্ম্ম ভাষিতং তস্য নিস্যন্দস্তেন হেতুনা যৎস্মিতং তদেব কর্পূরং তেন বাসিতাং প্রাপ্তগন্ধাম্ ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাভাবের মূরতি শ্রীরাধারাণীর ভাবের বেশভূষা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ বিবিধ ভাবভূষণে ভূষিত। তাই প্রতিটি বেশ-ভূষাই শ্রীকৃষ্ণবশীকরণের মহাশক্তিশালী সিদ্ধৌষধি-তুল্য। প্রচ্ছন্নমানই শ্রীরাধার কবরীবন্ধন। প্রচ্ছন্নমান অর্থে গোপন মান। অতি সুন্দররূপে বদ্ধ কুসুম, পুষ্পমালা ও মুক্তা প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত শ্রীরাধার কবরীবন্ধনকেই 'ধম্মিল্ল' বলা হইয়াছে। কেশগুলি বক্র বা সঙ্কুচিত অথচ দেখিতে অতি সুন্দর বলিয়া প্রচ্ছন্নমান বা গুপ্তমানকে বলিয়াছেন ধম্মিল্ল। ভিতরে মানের বক্রতা বাহিরে দাক্ষিণ্যভাব যাহাদ্বারা ভিতরের মানটি বা বাম্য ভাবটিকে গোপন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, ইহা অতি মনোরম ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক। "প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধম্মিল্ল-বিন্যাস ॥" (চৈঃ চঃ)।

আবার শ্রীমতী—"সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলাম্।" 'সৌভাগ্যরূপ তিলকে যিনি উজ্জ্বল।' যিনি যতখানি কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়াছেন, তিনি ততবড় সৌভাগ্যবান্। সাক্ষাৎ মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর সৌভাগ্যের আর তুলনা কোথায়? 'যাঁহার সৌভাগ্যগুণ-বাঞ্ছে সত্যভামা।' (চৈঃ চঃ)। সত্যভামা কেন, মহাভাববতী ত্রিশতকোটি গোপীকে মহারাসে ত্যাগ করিয়া যাঁহাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং যাঁহার মহাসৌভাগ্য দুন্দুভিনির্ঘোষে বিশ্বে প্রচার করিয়াছেন। তাই মহাজন বলিয়াছেন—"রাসলীলা জয়ত্যেষা যয়া সংযুজ্যতেঽনিশম্। হরের্বিদগ্ধতা-ভের্য্যা রাধা-সৌভাগ্যদুন্দুভিঃ॥" 'শ্রীরাসলীলার জয় হউক। এই রাসলীলার দ্বারাই শ্রীশ্যামসুন্দরের বিদগ্ধতারূপ-ভেরীর সহিত শ্রীরাধার সৌভাগ্য-দুন্দুভি সর্বদা তুমুলনাদে নিনাদিত হইয়াছে।' এই অসমোর্ধ্ব সৌভাগ্যই শ্রীরাধার ললাটে তিলকের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে শোভা পাইতেছে। "সৌভাগ্যতিলক চারুললাটে উজ্জ্বল।" (চৈঃ চঃ)।

শ্রীপাদ আবার বলিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম-যশঃ-শ্রাবাবতংসোল্লাসিকর্ণিকাম্।" শ্রীকৃষ্ণের নাম ও যশঃ শ্রবণই যাঁহার সুন্দর অবতংস বা কর্ণভূষণ। কর্ণভূষণ সুন্দরী তরুণীগণের একটি রমণীয় অলঙ্কার। কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর কর্ণের মনোরম কর্ণভূষণ শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলাদির শ্রবণ। ভাবের মূরতির ইহাই যথাযথ অবতংস। তরুণীগণ যেমন সবসময় কর্ণভূষণ পরিধান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রী-রাধারাণী কর্ণে সবসময় কৃষ্ণের নাম ও যশঃ শ্রবণ করিয়া থাকেন। মিলনকালে তো বটেই, বিরহকালেও সখীগণ কৃষ্ণকথা শুনাইয়া প্রেমময়ীর প্রাণরক্ষা করিয়া থাকেন। প্রবল মাথুরবিরহে যখন সকলেই অঝোরে কাঁদিতেছিলেন, তখনও প্রেমময়ী নিজেই শ্রীকৃষ্ণকথা বলিয়া স্বয়ং তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। তাই ভ্রমরগীতায় ভ্রমরকে বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া তিনি এখনো কৃষ্ণকথা নিষেবণে বাঁচিয়া আছেন—কথার বিরাম হইলে তাঁর বিরহতাপিত দেহে আর প্রাণ থাকিবে না। তাই কৃষ্ণকথা তাঁহার নিকট সর্বথা দুস্ত্যজ্য। "দুস্ত্যজ্যস্তৎকথার্থঃ।" (ভাগবত)। 'কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-অবতংস কাণে। কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে।' (চৈঃ চঃ)।

অতঃপর বলিতেছেন—'রাগতাম্বূলরক্তৌষ্ঠিম্' অর্থাৎ 'রাগরূপ তাম্বূলে যাঁহার ওষ্ঠাধরসুরঞ্জিত।' প্রেমময়ী শ্রীরাধার ওষ্ঠাধরে রাগরূপ তাম্বূলরাগই প্রকাশ পাইয়া থাকে। "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখ-ত্বেনৈব ব্যজ্যতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥" প্রণয়ের উৎকর্ষবশতঃ যাহাতে অধিক দুঃখও চিত্তে সুখরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাকেই 'রাগ' বলা হয়। শ্রীরাধারাণীর মাঞ্জিষ্ঠরাগের দৃষ্টান্তে শ্রী-উজ্জ্বলে লিখিত আছে—

"ময়া তে নির্ব্বন্ধান্মুরজয়িনি রাগঃ পরিহৃতো
ময়ি স্নিগ্ধে কিন্তু প্রথয় পরমাশীস্তুতিমিমাম্।
মুখামোদোদ্গার-গ্রহিল-মতিরত্রৈব হি যতঃ
প্রদোষারম্ভে স্যাং বিমলবনমালামধুকরী॥"

পূর্বরাগদশায় শ্রীরাধারাণীর প্রেমপরীক্ষার্থে শ্রীপৌর্ণমাসীদেবী শ্রীমতীর প্রতি বলিয়াছিলেন— 'হে রাধে ! তুমি একটি সামান্যা গোপকন্যা, শ্রীকৃষ্ণ কমলা-বাঞ্ছিত-চরণ ; তাঁহাকে তোমার প্রাপ্তির আকাঙ্খা এ যেন বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার অভিলাষের মত। সুতরাং কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ কর।' পৌর্ণমাসী দেবীর কথা শ্রবণে শ্রীমতী বলিলেন—'হে দেবি ! আপনার আগ্রহে আমি মুরা-রীর প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু হে স্নিগ্ধে ! আপনি এই আশীর্বাদ করুন আমি যেন এখনি মরিয়া যাই যাহাতে অদ্যই প্রদোষারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরগোষ্ঠকালে তাঁহার মুখ-পরিমলে বাসিত বনমালার মধুকরী হইতে পারি।' ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধমাত্রে তির্যক্‌যোনী প্রাপ্তির পর্যন্ত অভিলাষ জাগিয়াছে। ইহাতে রাগের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। এই রাগরূপ তাম্বুলে শ্রীরাধার অধরোষ্ঠ সুরঞ্জিত। 'রাগ-তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল।' (চৈঃ চঃ)

অতঃপর বলিয়াছেন—'প্রেমকৌটিল্যকজ্জলাম্' 'শ্রীরাধার প্রেমকৌটিল্যই তাঁহার নয়নের কজ্জল।' প্রেমের গতি স্বভাবতঃই কুটিল। "অহেরিব গতিঃ প্রেম্না স্বভাবকুটিলাঃ ভবেৎ। অতোহে-তোরহেতশ্চ যূনোর্ম্মান উদঞ্চতি ॥" অর্থাৎ প্রেমের গতি সর্পিল বা স্বাভাবিকভাবেই বক্র ! তাই কারণে অকারণে প্রেমিকযুগলের মানের উদয় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ব্রজের পরকীয়রসে বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধারাণীর প্রেমকৌটিল্য নানাভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই প্রেমকৌটিল্যকেই শ্রীরাধারাণীর নয়নের কজ্জল বলা হইয়াছে। নয়নদ্বারেই প্রায়শঃ প্রেমকৌটিল্যের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া ইহাকে নয়নের কজ্জল বলা হইয়াছে। "প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কর্জ্জল।" (চৈঃ চঃ)। আবার "নর্ম্মভাষিত নিঃস্যন্দ স্মিতকর্পূরবাসিতাম্।" অর্থাৎ পরিহাসবাণী নিস্যন্দিত মৃদুমন্দহাস্যরূপ কর্পূরে যিনি সুবাসিত। পরকীয় মধুররসে নায়ক-নায়িকার হাস্য-পরিহাস-রসময় বাক্যালাপের আতিশয্য। সখীগণের সান্নিধ্যে শ্যামসুন্দরের প্রতি নর্মবচন প্রয়োগকালে শ্রীমতীর মুখভঙ্গী, নয়নভঙ্গী তৎসহ মৃদুমধুরহাস্য দেখিলে মনে হয় যেন পরিহাসবাণীরূপ কুসুম হইতে মৃদুমন্দহাস্যরূপ মকরন্দরস নিস্যন্দিত হইতেছে ! এই হাস্যরূপ কর্পূরেই শ্রীমতীর অঙ্গ সুবাসিত !

"প্রচ্ছন্ন মান যাঁর কবরী-বন্ধন।
সৌভাগ্য-তিলক ভালে অতি সুশোভন ॥
শ্রীকৃষ্ণের নাম যশঃ কর্ণ-রসায়ন।
তাহাই ধনীর সদা কর্ণের ভূষণ ॥" ৬ ॥
"রাগ তাম্বুলে সদা অধর রঞ্জিত।
প্রেম-কৌটিল্য কজ্জল নয়নে শোভিত ॥
কৃষ্ণ আর সখী সঙ্গে বিনর্ম্ম ভাষিত।
ঈষৎ মধুর-স্মিত-কর্পূরে বাসিত ॥" ৭ ॥

সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া।
নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্য-বিচলত্তরলাঞ্চিতাম্ ॥ ৮ ॥
প্রণয়ক্রোধ-সচ্চোলীবন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাম্।
সপত্নীবক্ত্র হৃচ্ছোষি-যশঃ-শ্রীকচ্ছপীরবাম্ ॥ ৯ ॥
মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধ-লীলান্যস্তকরাম্বুজাম্।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদমধুলী পরিবেশিকাম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—স্বীয় অঙ্গসৌরভরূপ অন্তঃপুরে গর্বরূপ পর্যঙ্কে যিনি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রেম-বৈচিত্ত্যভাব যাঁহার হারের মধ্যগত চঞ্চল তরল ॥ ৮ ॥

প্রণয়কোপরূপ অতি উত্তম কঞ্চুলিকায় যাঁহার বক্ষোজ আবৃত, সপত্নীগণের মুখ ও হৃদয়ের ছবি ম্লানকারী যাঁহার যশঃ-সম্পদই উৎকৃষ্ট কচ্ছপী-রব ॥ ৯ ॥

যিনি কৈশোররূপ নিজসখীর স্কন্ধদেশে স্বীয় করাম্বুজ বিন্যাস করিয়াছেন, যিনি শ্যামা নায়িকা এবং শৃঙ্গাররসদ্বারা মদন-মত্ততারূপ মধু পরিবেশন করেন ॥ ১০ ॥

টীকা—সৌরভেতি। পুনঃ কিম্ভূতাং সৌরভমেবান্তঃপুরং তত্র গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কোপরি নিবিষ্টমিতি পরার্দ্ধেনান্বয়ঃ। সৌরভমিব সৌরভমিতি লক্ষণয়া সর্ব্বত্র প্রসৃতা কীর্ত্তিরুচ্যতে। পুনঃ কিম্ভূতাং প্রেম-বৈচিত্ত্যং বিপ্রলম্ভভেদস্তদেব বিচলত্তরলঃ চঞ্চলহারমধ্যগ পদকমিতি যাবৎ তেনাঞ্চিতাং শোভিতাম্ ॥ ৮ ॥

প্রণয়েতি। পুনঃ কিম্ভূতাং প্রণয়ক্রোধ এব সচ্চোলীবন্ধঃ বিলক্ষণকঞ্চুলিকাবন্ধস্তেন গুপ্তীকৃতৌ স্তনৌ যয়া তাম্। পুনঃ কিম্ভূতাং সপত্ন্যাঃ সপত্নীব ব্যবহরন্ত্যাশ্চন্দ্রাবল্যাদের্যে বক্ত্র হৃদি মুখমনসী তয়োঃ শোষণশীলং যদ্‌যশস্তদেব কচ্ছপ্যা বীণায়া রবঃ শব্দো যস্যাস্তাম্। কচ্ছপীরবরূপেণ যশোহরং প্রাদুর্ভূত-মিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

মধ্যতেতি। পুনঃ কিম্ভূতাং মধ্যতা মধ্যত্বমেবাত্মসখীস্কন্ধস্তত্র লীলয়া লীলারূপেণ ন্যস্তং করা-ম্বুজং যয়া তাং লীলায়াং করাম্বুজত্বারোপঃ সতু নিগূঢ়ার্থঃ সমাসেনৈব স্বনৈপুণ্যেন বোদ্ধব্যঃ। পুনঃ কিম্ভূতা শ্যামাং মহিলাবিশেষাম্। তথা চ। শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালে তু শীতলা। কান্তাকর্ষণ-শীলা যা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতেতি। পুনঃ কিম্ভূতাং শ্যামেন শৃঙ্গাররসেন যঃ স্মরামোদঃ কন্দর্পমত্ততা স এব মধুলী মধু তস্যাঃ পরিবেশিকাং পরিবেশন কর্ত্রী ॥ ১০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—এই প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য স্তবরাজ ভাবমাধুর্যে, রসগাম্ভীর্যে, ভাষা পরি-পাট্যে এবং আস্বাদনপ্রাচুর্যে ভাবুকভক্তগণের নিকট শ্রীপাদ রঘুনাথের এক অনর্ঘ্য অবদান। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত রাধা-স্নেহাধিকা প্রীতিসম্পন্ন গৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতে শ্রীপাদ যে কি অপূর্ব ভাব-সম্পদ্ দান করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐকান্তিক কৃপাভাজন, তাই তাঁহার পক্ষেই এই নিগূঢ় ভাবসম্পদের আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রীপাদ ভাবময়ীর ভাবের অন্তঃপুর ও

পর্যঙ্ক-বর্ণনায় বলিতেছেন "সৌরভাস্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া নিবিষ্টাম্" 'সৌরভরূপ অন্তঃপুরে গর্বরূপ পর্যঙ্কে যিনি উপবিষ্ট রহিয়াছেন।' স্বীয় অঙ্গসৌরভই যাঁহার অন্তঃপুর। অন্তঃপুর যাঁহার, তাঁহারই অবস্থানের জন্য যেমন তাহা পরিচিত, তদ্রূপ এই বৃন্দাবনের বরেণ্য কল্পলতিকা শ্রীরাধার অসাধারণ অঙ্গ-পরিমলই তাঁহার অবস্থিতির পরিচায়ক। শ্রীপাদ উৎকণ্ঠাদশক-স্তবে লিখিয়াছেন—

"যস্যাঃ কাস্ততনূল্লসৎ-পরিমলেনাকৃষ্ট উচ্চৈঃ স্ফুর-
দ্গোপীবৃন্দমুখারবিন্দমধু তৎপ্রীত্যা ধয়ন্নপ্যদঃ।
মুঞ্চন্ বর্ত্মনি বংভ্রমীতি মদতো গোবিন্দভৃঙ্গঃ সতাং
বৃন্দারণ্যবরেণ্যকল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে॥"

অর্থাৎ 'কৃষ্ণভ্রমর শোভমান গোপীগণের মুখকমল-মধু অতি প্রীতিসহকারে পান করিয়াও তাহা পরিত্যাগপূর্বক যাঁহার কমনীয় তনুর উল্লসিত গন্ধে সমধিক আকৃষ্ট হইয়া মত্ততাহেতু কুঞ্জপথে বারম্বার ভ্রমণ করিতেছেন, সেই বৃন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পলতিকা শ্রীরাধাকে আমি কবে সেবা করিব?' শ্রীমতী রাধারাণী এই অঙ্গসৌরভরূপে অসাধারণ অন্তঃপুরে গর্বরূপ পর্যঙ্কে উপবিষ্ট। "সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণ-সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে॥" (ভঃ রঃ সিঃ—২।৪।৪১)। অর্থাৎ 'সৌভাগ্য, রূপ,তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভ ইত্যাদি বশতঃ অন্যের অবজ্ঞাকে 'গর্ব' বলা হয়।' "এই গর্বই শ্রীরাধার পর্যঙ্ক বা পালঙ্ক। 'নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক। তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ-সঙ্গ॥" (চৈঃ চঃ)।

আবার বলিয়াছেন—'প্রেমবৈচিত্ত্য-বিচলত্তরলাঞ্চিতাম্' অর্থাৎ প্রেমবৈচিত্ত্যভাবই যাঁহার হারের চঞ্চল তরল বা মধ্যমণি। "প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে" (উঃ নীঃ)। প্রিয়জনের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষ-স্বভাববশতঃ বিচ্ছেদবুদ্ধিতে যে পীড়া তাহাকে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' বলা হয়। এই প্রেমবৈচিত্ত্যের উদয়ে বুদ্ধি এতই সূক্ষ্ম হয় যে, যেমন অতি সূক্ষ্ম সূচীর ছিদ্রে একগাছি মাত্রই সূতা গলিতে পারে, দুই তিন গাছি গলে না; তদ্রূপ বুদ্ধি যখন লীলাতে প্রবিষ্ট হয় তখন আর উহা নিকটস্থ শ্যামকে গ্রহণ করিতে পারে না। নায়িকামণি তখন শ্যামের কোলে থাকিয়াও বিরহে হা-হুতাশ করেন।

"শ্যামক কোরে যতনে ধনী শুতল মদন-অলসে দুহুঁ ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন যেন কাঞ্চন মণি জোড়॥
কোরহি শ্যাম চমকি ধনী বোলত কব মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহুঁ মঝু মিটব অমিয়া করব সিনান॥
সো মুখ-মাধুরী বক্ষ নেহারই সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব তবহিঁ মনোরথ-পূর॥

এত কহি সুন্দরী দীঘ নিশাসই মুরছিত হরল গেয়ান ।

আকুল রাই শ্যাম পরবোধই গোবিন্দদাস পরমাণ ॥" (পদকল্পতরু)

এই প্রেমবৈচিত্ত্যই শ্রীরাধার হারের চঞ্চল তরল বা আন্দোলিত মধ্যমণি। 'প্রেমবৈচিত্ত্যরত্ন-হৃদয়ে তরল।' (চৈঃ চঃ)।

শ্রীরাধারাণীর কঞ্চুলিকার স্বরূপ-নিরূপণে শ্রীপাদ বলিতেছেন—"প্রণয়ক্রোধ সচ্চোলীবন্ধগুপ্তী-কৃতস্তনাম্" 'প্রণয়কোপরূপ উত্তম কঞ্চুলিকায় যাঁহার স্তনদ্বয় আবৃত।' কঞ্চুলিকা বা কাঁচুলি যেমন বক্ষোজদ্বয়কে আবৃত করিয়া রাখে মাত্র কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব গোপন করিতে পারে না ; বরং কঞ্চুলিকা-বরণে আবৃত হইয়া তাহাদের সৌন্দর্য সমধিকভাবে ফুটিয়া উঠে, তদ্রূপ বাহ্যকোপদ্বারা শ্রীরাধারাণী হৃদ-য়ের ভাবকে গোপন করিতে চেষ্টা করেন বটে কিন্তু প্রণয়বশতঃ অন্তরপ্রীতির অস্তিত্ব অভিব্যক্ত হইয়াই পড়ে। বরং ঐ ক্রোধের আবরণে আবৃত হইয়া উহা আরও মধুরতরভাবে শোভা পায়। কুট্টমিত ভাবটিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে—'স্তনাধরাদি গ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ। বহিঃ ক্রোধ ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥' (উঃ নীঃ)। 'স্তন ও অধরাদি গ্রহণে হৃদয়ের প্রীতি হইলেও সম্ভ্রম-বশতঃ ব্যথিতার ন্যায় বাহ্যে যে ক্রোধের প্রকাশ, বুধগণ তাহাকে 'কুট্টমিত' বলেন।'

"ন ভ্রূলতাং কুটিলয় ক্ষিপ নৈব হস্তং বক্ত্রঞ্চ কণ্টকিতগণ্ডমিদং ন রুন্ধি।

প্রীণাতু সুন্দরি তবাধরবন্ধুজীবে পীত্বা মধুনি মধুরে মধুসূদনোঽসৌ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর প্রতি বলিলেন—'প্রিয়ে! ভ্রূলতা কুটিল করিতেছ কেন, কেনই বা আমার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিতেছ ? পুলকিত কপোলযুক্ত বদন আর রোধ করিও না! হে সুন্দরি! বন্ধুজীব-সদৃশ ত্বদীয় মধুর অধরে মধুসূদন মধুপান করিয়া আনন্দলাভ করুন।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—'প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন।' সুতরাং এখানে 'ক্রোধ' শব্দের 'মান' ব্যাখ্যাও গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রীউজ্জ্বলে নির্হেতুমানকে 'প্রণয়মান' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধার আদেশে কৃষ্ণ পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছিলেন, পুষ্পচয়ন করিয়া আসিয়া দেখিলেন, শ্রীরাধা মানবতী হইয়াছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন— হে অকারণ কোপনে! তোমার বাক্যানুসারেই আমি পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছিলাম, তুমি কেন অকারণে মৌনাবলম্বন করিলে ? হে রাধে! হে প্রিয়-সখি! তোমার মানের কারণ জানিতে পারিলাম ; আর কপট করিও না, আদেশ কর, কোন কুসুমদ্বারা তোমার কর্ণভূষণ রচনা করিব!'

শ্রীপাদ শ্রীমতীর কচ্ছপীবীণার স্বরূপ-নিরূপণে বলিলেন—"সপত্নী বক্ত্রহৃচ্ছোষি-যশঃ শ্রীকচ্ছ-পীরবাম্" অর্থাৎ 'সপত্নীগণের মুখ ও হৃদয়ের ছবি ম্লানকারী যাঁহার যশঃ-শ্রীই উৎকৃষ্ট কচ্ছপী রব।' এখানে 'সপত্নী' বলিতে বিপক্ষানায়িকা চন্দ্রাবলী এবং পদ্মা, শৈব্যাদি তাঁহার সখীগণকে বুঝিতে হইবে। যদিও ব্রজের অসংখ্য গোপী সকলেই শ্রীরাধার কায়ব্যূহস্থানীয়া, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বা মিলন-মাধুরীকে পরিপুষ্ট করিবার জন্যই কচিৎ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন-বিলাসাদি হইয়া থাকে ; সুতরাং

শ্রীকৃষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর প্রেমের বা যশের কুত্রাপি তুলনা নাই। তবু শ্রীরাধারাণীর প্রেম-মাধুরীকে সমুচ্ছ্বসিত করিয়া তোলার জন্যই সাক্ষাৎ ব্রজের শৃঙ্গাররস চন্দ্রাবলী প্রভৃতিকে শ্রীরাধার সহিত সমভাবের অভিমান প্রদান করিয়াছেন। ঐ সমভাবের অভিমানটির জন্যই শ্রীরাধার অতুলনীয় যশঃ-শ্রী-শ্রবণে তাঁহাদের অন্তর ও বদনমণ্ডল পরিশুষ্ক হইয়া থাকে। সেই যশঃ-সম্পদই শ্রীমতীর কচ্ছপী বীণার রব।

শ্রীপাদ রঘুনাথ আরার বলিয়াছেন—'মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধ-লীলান্যস্তকরাম্বুজাম্।' 'যিনি মধ্যতা অর্থাৎ মধ্যবয়স বা কৈশোররূপ নিজসখীর স্কন্ধদেশে স্বীয় করাম্বুজ বিন্যাস করিয়াছেন।' বাল্য এবং যৌবনের মধ্যস্থ বয়সকে বা কৈশোরকেই 'মধ্যতা' শব্দে সূচিত করা হইয়াছে। শ্রীরাধারাণী নিত্য-কিশোরী বা নিত্য নব-যৌবনা। তরুণী নায়িকা যেমন সব সময় নিজ প্রিয়সখীর স্কন্ধে কর-বিন্যাস করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার নবযৌবনরূপ সখীর স্কন্ধে করবিন্যাস করিয়া আছেন। তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার আনন্দিনী শক্তিগণ নিত্যকিশোর, নিত্যকিশোরী। তবু ক্রমলীলায় বা প্রকটলীলায় বাল্য পৌগণ্ডের পরই সেই কৈশোরের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। তাঁহাদের কৈশোরবয়স-ধর্মী ও বাল্য এবং পৌগণ্ড দুইটি ধর্ম। ধর্মীকে ত্যাগ করিয়া যেমন ধর্ম থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কৈশোরকে ত্যাগ করিয়া বাল্য ও পৌগণ্ডের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না। ধর্মী কৈশোরে ধর্ম বাল্য ও পৌগণ্ডের আবেশ হইয়া থাকে। বাল্য বা পৌগণ্ড এবং যৌবনের মধ্যে প্রকাশ বলিয়াই সেই নিত্য-কৈশোরকে মধ্যতা বলা হইয়াছে। 'মধ্যবয়স্থিতি-সখীস্কন্ধে কর ন্যাস।' (চৈঃ চঃ)।

শ্রীপাদ আবার বলিয়াছেন—'শ্যামাং শ্যামস্মরামোদমধুলী-পরিবেশিকাম্।' 'যিনি শ্যামা-নায়িকা এবং শ্যাম বা শৃঙ্গাররসদ্বারা মদনমত্ততারূপ মধু পরিবেশন করেন।' শ্যামা নায়িকার লক্ষণ—"পদ্মগন্ধি বপুর্যস্যাঃ স্তনৌ যস্যাঃ সদোন্নতৌ। গ্রীষ্মকালে শিশিরতা শীতকালে কবোষ্ণতা॥ অকালে বঞ্জুলো যস্যাঃ পাদাঘাতেন পুষ্পতি। মুখাসবৈশ্চ বকুলঃ সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥" অর্থাৎ 'যাঁহার দেহে পদ্মের ন্যায় গন্ধ নিঃসৃত হয়, স্তনদ্বয় যাঁহার সতত উন্নত থাকে, যাঁহার পদাঘাতে অকালে অশোকতরু এবং মুখ-গন্ধে বকুল পুষ্পিত হয়, তাঁহাকেই শ্যামানায়িকা আখ্যা দেওয়া হয়।'

এই শ্যামানায়িকামণি শ্রীরাধারাণী শৃঙ্গাররসমধু পান করাইয়া শ্যামসুন্দরের মত্ততা জন্মাইয়া থাকেন। মূলশ্লোকের 'শ্যাম' শব্দের অর্থ শৃঙ্গাররস শৃঙ্গাররসের বর্ণ শ্যাম বলিয়া 'শ্যাম' শব্দে শৃঙ্গার-রসকে বুঝাইয়া থাকে। "শ্যামবর্ণোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ" (সাহিত্যদর্পণ)। শ্যামসুন্দরও সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররস। "শৃঙ্গারঃ সখি! মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি।" (গীতগোবিন্দম্)। শ্রীমতী রাধারাণী সেই মূর্তিমান্ শৃঙ্গারকেও শৃঙ্গাররসমধু পান করাইয়া উন্মত্ত করিয়া তুলেন! তাঁহার মাদনপ্রেমে অপ্রাকৃত নবীন মদন মত্ত হইয়া থাকেন—"মদয়তীতি মাদনঃ।" ইহা শ্রীরাধার মাদনাখ্য প্রেমেরই অসাধারণ-সামর্থ্য। "কৃষ্ণ কহে—আমি হই রসের নিধান। পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥ না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥"

ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্ ॥ ১১ ॥
'ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।'
অতো গান্ধর্ব্বিকে! হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্ ॥ ১২ ॥
প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ।
শ্রীরাধিকাকৃপাহেতুং পঠংস্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

॥ ইতি শ্রীপ্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যঃ স্তবরাজঃ সম্পূর্ণম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আমি দন্তে তৃণধারণ করিয়া প্রণতি পুরঃসরঃ শ্রীরাধারাণীর চরণে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি স্বীয় দাস্যামৃত প্রদান করিয়া এই সুদুঃখিত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

হা গান্ধর্ব্বিকে! দয়াময় ব্যক্তি যখন শরণাগত দুষ্টজনকেও পরিত্যাগ করেন না, তখন তুমিও তোমার শ্রীচরণে শরণাগত এই দুষ্টজনকে ত্যাগ করিও না ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধারাণীর কৃপার হেতুস্বরূপ এই প্রেমাম্ভোজমরন্দ নামক স্তবরাজ যিনি পাঠ করেন, তিনি তাঁহার দাস্যলাভে ধন্য হইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

টীকা—ত্বামিতি। পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাখ্যাতম্। কিং যাচসে তত্রাহ অমুং মাং দুঃখিতং জনং স্বদাস্যামৃত সেকেন জীবয়েতি ॥ ১১ ॥

দাস্যামৃতদানে প্রয়োজনমাহ শরণায়াতং শরণাগতং দুষ্টমপিজনং দয়ামযো ন মুঞ্চেৎ ন ত্যজেৎ। অতো হা হা গান্ধর্ব্বিকে তাদৃশং শরণাগতমেনং ন মুঞ্চ ন ত্যজ ॥ ১২ ॥

(চৈঃ চঃ)। শ্রীকৃষ্ণও জানিতে পারেন না যে, শ্রীরাধার প্রেমের কি অনির্বচনীয় শক্তি আছে যাহাতে রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, চিন্ময়ানন্দসিন্ধু শ্রীগোবিন্দকে পর্যন্ত পাগল ও বিহ্বল করিয়া তুলে! মাদনপ্রেম শ্রীরাধারাণীরই নিজস্ব ভাব-সম্পদ্ বলিয়া শ্রীগোবিন্দ ইহার সামর্থ্য বা শক্তি বুঝিতে অক্ষম। তাই শ্রী-রাধারাণী-শৃঙ্গাররস মধু পান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে উন্মত্ত এবং বিহ্বল করিয়া তুলেন। "কৃষ্ণকে করায় শ্যাম-রস-মধুপান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥" (চৈঃ চঃ)।

"কীর্ত্তিরূপ অন্তঃপুরে সতত বিশ্রাম। গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কেতে আনন্দে শয়ান ॥
প্রেম-বৈচিত্ত্য রত্নহার মধ্যমণি। মিলনে বিরহভাবে ভোরা বিনোদিনী ॥" ৮ ॥
"সপ্রণয় ক্রোধমান-রক্ত-কঞ্চুলিকা। তাহে কুচ আচ্ছাদন করে গান্ধর্ব্বিকা ॥
সপত্নীগণের মুখ হৃদয়-শোষিণী। যাঁহার নির্ম্মল যশঃ কচ্ছপীর ধ্বনি ॥" ৯ ॥
"যৌবন সখীর স্কন্ধে আনন্দিত মনে। লীলারূপ করপদ্ম করিলা অর্পণে ॥
বরজ-মণ্ডলে 'শ্যামা' এই নাম ধরে। শ্যাম-স্মর-মধু সদা পরিবেশন করে ॥" ১০ ॥

পঠন ফলমাহ। রাধিকায়াঃ কৃপায়া হেতুর্জনকস্তং পঠন্ সন্ অন্যৎ সুগমম্ ॥ ১৩ ॥

॥ ইতি প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ বিবৃতিঃ ॥ ১৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—এই প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজে শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাভাববতী শ্রীরাধা-রাণীর ভাবেরই স্নান বেশ-ভূষাদি বর্ণনা করিয়া নিতান্ত দৈন্যভরে নিজেকে অজাতরতি সাধকজ্ঞানে ভাবি-তেছেন, সেই মহাভাবের মূরতির দাস্যলাভ কি আমার ন্যায় সংসার-মরুকান্তারে ভ্রাম্যমাণ, ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিত, নিতান্ত দুঃখিত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ? সঙ্গে সঙ্গে অপার করুণাসাগররূপিণী শ্রীরাধারাণীর করু-ণার স্মৃতি অন্তরে জাগিয়াছে। তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, কারুণ্যামৃত-ধারায় শ্রীরাধারাণী নিয়ত অভিস্নাতা ! তাই শ্রীরাধারাণীর কৃপার কথা মনে করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্তও হইয়াছেন। "আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ। তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ ॥" (চৈঃ চঃ)। একবার নিজের অযোগ্যতার স্মৃতিতে হতাশা এবং ইষ্টের করুণার স্মৃতিতে আশার সঞ্চার। এই আশা নিরাশার মধ্যে পড়িয়া শ্রীপাদ দন্তে তৃণধারণ করিয়া প্রণতিপূর্বক শ্রীমতীর চরণে তাঁহার দাস্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত কাতরতার সহিত প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রীরাধার দাস্যের অভাবে শ্রীপাদের প্রাণ কণ্ঠাগত। ক্ষণে ক্ষণে সেবা-লালসার নব নব তরঙ্গ হৃদয় পারাবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে ! সেবা-ব্যতীত আর প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না। দেহের মৃত্যু নয়, আত্মা নিষ্পেষিত হইতেছে তাই দাস্যের অভাবে এতাদৃশ দুঃখ। দুঃখিতই নহেন, সুদুঃখিত জন, অর্থাৎ দেহে নিদারুণ পীড়া বা দুঃখ উপস্থিত হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া আত্মা সুখী হইতে পারেন। কিন্তু আত্মা যেখানে দুঃসহ বিরহবেদনা ভোগ করিতেছে, আত্মার তো আর মৃত্যু নাই ; সুতরাং অভীষ্টের কৃপা বা দাস্যলাভ-ব্যতীত এই দুঃখভার লাঘব করিবার উপায়ান্তরও নাই। তাই প্রার্থনা করিতেছেন, 'দাস্যা-মৃতদানে শ্রীরাধারাণী এই সুদুঃখিত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করুন।'

শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে বিপুল দৈন্যের উদ্রেক হইয়াছে। দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখদর্শনে কৃপালু-ব্যক্তির চিত্ত বিগলিত হয় এবং দয়া করিয়া তিনি দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখমোচন করিয়া থাকেন। কিন্তু হায় ! আমার ন্যায় বিষয়-বাসনায় বাসিত-চিত্ত মহাদুষ্টব্যক্তির প্রতি কি করুণার উদ্রেক হওয়া সম্ভব ? পরক্ষণেই মনে হইয়াছে দয়াময় যাঁহারা তাঁহারা দুষ্ট হইলেও শরণাগত ব্যক্তিকে কখনই ত্যাগ করেন না। 'হা গান্ধর্বিকে ! তুমি তো অপার করুণাসাগররূপিণী, আমি দুষ্ট হইলেও তোমার চরণে শরণাগত, হায় ! শ্রীচরণে শরণাগত এই দুষ্টজনকে ত্যাগ করিও না।' শ্রীপাদের এই আর্তিপূর্ণ প্রার্থনায় অতি কঠিন পাষাণচিত্তও বিগলিত হইয়া থাকে।

অতঃপর শেষশ্লোকে এই প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজের ফলশ্রুতি বলিতেছেন—এই স্তবে মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর তত্ত্বটি অলঙ্কার মুখে অপূর্ব কাব্যকলাকৌশল সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্তব পাঠ করিলে পাঠকের চিত্ত-মনে শ্রীমতীর কৃপায় তাঁহার স্বরূপের স্ফূর্তি হইয়া থাকে এবং "মন্ত্রের ন্যায়

অথ স্বসঙ্কল্প-প্রকাশ-স্তোত্রম্

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাব-গম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ ? ১ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি শ্রীরাধার শ্রীপাদপদ্মের পরাগকে আরাধনা করে নাই, তদীয় শ্রীচরণ-চিহ্নিত শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করে নাই এবং শ্রীরাধার ভাবে যাঁহাদের চিত্ত গম্ভীর, সেই সব রসিকভক্তগণের সহিত সম্ভাষণ করে নাই, সেই ব্যক্তি শ্যামসিন্ধুর রসাবগাহনে কিরূপে সমর্থ হইবে ? ১ ॥

টীকা—স্তোত্রমিষেণ স্বসংকল্পং প্রকাশয়তি বিংশতিশ্লোকৈঃ। তত্র প্রথমমাহ অনারাধ্যেতি। রাধাপদাম্ভোজরেণুমনারাধ্য তৎ পদস্য অঙ্কং চিহ্নং যত্র এবম্ভূতাং বৃন্দাটবীং বৃন্দাবনমনাশ্রিত্য এবং তাসাং রাধায়াং যো ভাবশ্চিত্তৈকতা তেন গম্ভীরং দুরবগাহং চিত্তং যেষাং তান্ তদ্ভক্তান্ অসম্ভাষ্য নতমূর্দ্ধা প্রিয়-বাচা অসম্বোধ্য জীবতো জনস্য কুতঃ শ্যামসিন্ধোঃ শৃঙ্গাররসসমুদ্রস্য যো রসো জলং তস্যাবগাহো মগ্নতা এতদ্বিপরীতস্তু স্বসঙ্কল্প ইতি ভাবঃ। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ তদ্ভক্তানামত্র বিবক্ষিতত্বেনৌচিত্যাৎ তদ্ভাবগম্ভীর চিত্তানিতি বচন ক্রমভঙ্গরূপো দোষঃ সোঢ়ব্য। তথা চ অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণমিত্যাল-ঙ্কারিকাঃ ॥ ১ ॥

ইহা স্তব পাঠ বা শ্রবণকারীর নিকট শ্রীমতীর করুণা আকর্ষণ করিয়া আনে। শ্রীমতীর কৃপার ফলে অনুশীলনকারী শ্রীমতীর শ্রীচরণে দাস্যলাভে ধন্য বা কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

"দশনেতে তৃণ ধরি করিয়া প্রণতি। হে রাধে! পাদপদ্মে করি এ মিনতি ॥
সুদুঃখিত মোরে তুমি করুণা করিয়া। সঞ্জীবিত কর তব দাস্যামৃত দিয়া ॥" ১১ ॥
"দুষ্টজনও একবার লইলে শরণ। দয়াময় ব্যক্তি তারে না ছাড়ে কখন ॥
হে রাধে গান্ধর্ব্বিকে! নিবেদন ধর। এ আশ্রিত দুষ্টজনে ত্যাগ নাহি কর ॥" ১২ ॥
"শ্রীরাধিকা কৃপা হেতু রতন বিরাজ। প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য এই স্তবরাজ ॥
যেই জন পাঠ করে অনুরাগ মনে। রাধিকার দাস্যলাভ করে সেই জনে ॥" ১৩ ॥

॥ ইতি শ্রীপ্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবের নাম রাখিয়াছেন—'স্ব-সঙ্কল্প প্রকাশ-স্তোত্রম্'। ইহাতে শ্রীপাদ কিঙ্করীরূপে শ্রীশ্রীরাধারাণীর সেবার যথাযোগ্য দক্ষতালাভের এবং সেবাসম্পাদনের নিরুপম ও সুরসাল সব সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্তোত্রের অনুশীলনে সসখী শ্রীশ্রীরাধামাধব-যুগলের সরস ও মধুর বিচিত্র সেবার যেসব সুরভিত পারিজাত শ্রীপাদ রঘুনাথের হৃদয়-নন্দন-কাননে বিকসিত হইয়াছে, তাহার সৌরভে মঞ্জরীভাবলুব্ধ সাধকের চিত্ত-মনও উন্মাদিত হইয়া উঠিবে এবং অনুরূপ সেবা-সৌভাগ্য-লাভের আকাঙ্খা তাঁহাদেরও চিত্তে জাগরিত হইবে।

শ্রীপাদ স্তোত্রের প্রথমশ্লোকে শ্রীশ্যামসুন্দরের দুরবগাহ মাধুর্যসিন্ধুতে অবগাহনের অপরিহার্য হেতু যে শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণ-আরাধনা, তাঁহার পাদাঙ্কিত শ্রীব্রজধামের আশ্রয় এবং শ্রীরাধারাণীর প্রিয়-ভক্তগণের সঙ্গ, তাহা বিপরীত লক্ষণায় নিরূপণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি শ্রীরাধা-পাদপদ্ম-পরাগের আরাধনা করে নাই সে শ্যামসিন্ধুর রহস্যাবগাহনে কিরূপে সমর্থ হইবে? শ্যাম সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্তি। এই সাক্ষাৎ শৃঙ্গারের রসমাধুরী আস্বাদনের অনন্য-উপায় শ্রীরাধার পাদপদ্ম-পরাগের আরাধনা। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—

"রাধাদাস্যমপাস্য যঃ প্রযততে গোবিন্দ-সঙ্গাশয়া
সোঽয়ং পূর্ণসুধারুচেঃ পরিচয়ং রাকাং বিনা কাঙ্ক্ষতি।
কিঞ্চ শ্যামরতিপ্রবাহলহরীবীজং ন যে তাং বিদু-
স্তে প্রাপ্যাপি মহামৃতাম্বুধিমহো বিন্দুং পরং প্রাপ্নুয়ুঃ॥" (রাধারস ৮০)

যিনি শ্রীরাধার দাস্য বা আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া একা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গলাভের চেষ্টা করেন, তিনি পূর্ণিমা-তিথি বিনাই যেন পূর্ণচন্দ্রের পরিচয় আকাঙ্খা করিয়া থাকেন অর্থাৎ দ্বিতীয়াতেই পূর্ণচন্দ্রের আলোক কামনা করেন। আরও যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রবাহের উৎপত্তিস্থান শ্রীরাধারাণীকে না জানেন অহো! মহামৃতের সাগর প্রাপ্ত হইয়াও তিনি বিন্দুমাত্রই লাভ করেন অর্থাৎ শ্রীরাধা-বিহনে শ্রীগোবিন্দকে আরাধনা করিলেও সেই শৃঙ্গাররসসিন্ধুর বিন্দুমাত্রই লাভ হইতে পারে, অধিক কিছুই নহে।

শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—শ্রীরাধারাণীকে অনাদরপূর্বক একা গোবিন্দ-ভজন কাপট্য বা দাম্ভিকতা-ব্যতীত আর কিছুই নহে।* মূলা হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের উৎপত্তিভূমি বলা হইয়াছে—"কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ? শ্রীমতী রাধিকৈকা" (গোঃ লীঃ—১১।১১২)। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উৎপত্তিভূমি কে?' উত্তর—'একা শ্রীমতী রাধিকা।' সুতরাং শ্রীরাধার পাদপদ্ম-পরাগের আরাধনা-ব্যতীত শ্যামরসসিন্ধুতে অবগাহন-সাধ হাস্যাস্পদ চেষ্টা-ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

---

* স্বনিয়মদশকস্তবের ৬ষ্ঠ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীরাধার শ্রীপাদপদ্মাঙ্কিত শ্রীবৃন্দাবন ধামকে যাহারা আশ্রয় করে নাই, তাহারাই বা শ্যামসিন্ধুর রসাবগাহনে সমর্থ হইবে কিরূপে ? শ্রীরাধার পাদপদ্ম-পরাগের আরাধনার স্থান এই শ্রীবৃন্দাবন। ব্রজধামের আশ্রয়ব্যতীত শ্রীরাধার পাদপদ্ম-পরাগের বা শ্রীচরণরেণুর আরাধনা কখনই সম্ভবপর নহে। তাই সম্বিতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণসখা শ্রীল উদ্ধব মহাশয় গোপীচরণরেণুর আরাধনার নিমিত্ত ব্রজে তৃণ-গুল্মাদি জন্মের লালসাময়ী প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন—'আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্' ইত্যাদি শ্রীভাগবতের এই উদ্ধববাক্যই তাহার প্রমাণ। যেখানে অসমোর্দ্ধ অনুরাগবতী আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা-মূর্তি মহাভাববতী ব্রজবালাগণের— সর্বোপরি মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীর উচ্ছ্বাসময়ী অনুরাগের প্রবাহ যমুনা জাহ্নবীধারার ন্যায় অবাধ অপ্রতিহত গতিতে অবিরাম শ্যামসিন্ধুর দিকে সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে—সেই অনুরাগের মহাতীর্থ ব্রজধামের আশ্রয়-ব্যতীত শ্যামসিন্ধুতে অবগাহন-সাধ কি কাহারো পূর্ণ হইতে পারে ? তাই মহাজন বলিয়াছেন—'কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা' (ভঃ রঃ সিঃ)। যাঁহারা সশরীরে এই শ্রীরাধার পাদপদ্মাঙ্কিত ব্রজধামে বাস করিতে অপারগ, তাঁহারাও মনে মনে ব্রজবাস করিয়া বা ব্রজধামের প্রতি অনুরক্তি রাখিয়া ব্রজবাসের ফললাভ বা শ্রীরাধাচরণরেণুর কৃপালাভ করিয়া থাকেন। তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—"রাধাপদাঙ্কবিলসন্মধুরস্থলীকে······রাধা-বিহার-বিপিনে রমতাং মনো মে।" 'শ্রীরাধার পদচিহ্নে সুশোভিত মধুরস্থলী শ্রীরাধার বিহার-বিপিন শ্রীবৃন্দাবনে আমার মন অভিরমিত হউক।'

পরিশেষে বলিলেন—"অসম্ভাষ্য তদ্ভাব-গম্ভীরচিত্তান্, কুতঃ শ্যামসিন্ধোঃ রসস্যাবগাহঃ ॥" শ্রীরাধারাণীর ভাবে যাঁহাদের চিত্ত গম্ভীর অর্থাৎ শ্রীরাধার রহোদাস্যলাভের নিমিত্ত যাঁহাদের চিত্ত লালসান্বিত ও ভাবগম্ভীর, তদ্রূপ রাগমার্গীয় রসিকভক্তগণের সহিত বিনীতভাবে সঙ্গ ও সম্ভাষণ যাঁহারা করেন নাই, তাঁহারা কখনই শ্যামসিন্ধুতে মগ্ন হইতে সমর্থ হন না। তাদৃশ মহতের সঙ্গ বা কৃপালাভ হইলেই শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিগূঢ়লীলারস-জ্ঞান সম্ভবপর—অন্য উপায় নাই। রস স্বানুভবগম্যবস্তু, উহা একমাত্র রসিকের কৃপৈকলভ্য। তাই 'সঙ্গেন সাধুভক্তানাম্' 'রসিকাসঙ্গ-রঙ্গিনাম্' এই সব মহাজনবাক্য দেখা যায়। রসিকভক্তগণের সঙ্গলাভে যাঁহাদের হৃদয়ের আসক্তি ও উল্লাস দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের পক্ষেই প্রেম-রসাস্বাদন সুগম হইয়া থাকে। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—'রসিক ভকত-সঙ্গে, রহিব পিরিতি রঙ্গে, ব্রজপুরে বসতি করিয়া।' (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)। রসিকভক্তগণ সেই রস অনুভব করেন বলিয়া তাঁহারা কৃপা করিয়া অন্যকেও উহার আস্বাদনদানে সমর্থ। যাঁহার যে বস্তু অনুভূত নহে, তিনি কখনই অন্যকে তাহার আস্বাদনদানে সমর্থ হন না। শ্রীল ঠাকুরমহাশয় এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি করিয়া প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন—

"জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যাঁর ধাম, কৃষ্ণসুখবিলাসের নিধি।
হেন রাধা-গুণগান, না শুনিল মোর কাণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥

নবং দিব্যং কাব্যং স্বকৃতমতুলং নাটককুলং
প্রহেলীর্গূঢ়ার্থাঃ সখি রুচির-বীণাধ্বনিগতীঃ।
কদা স্নেহোল্লাসৈর্ললিত-ললিতা-প্রেরণবলাৎ
সলজ্জং গান্ধর্ব্বা সরসমসকৃচ্ছিক্ষয়তি মাম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে সখি! রূপমঞ্জরি! অতি মনোজ্ঞা ললিতাসখীর প্রেরণায় গান্ধর্বা শ্রীরাধিকা ঈষৎ সলজ্জভাবে স্নেহোল্লাসে অভিনব দিব্যকাব্য, নিজকৃত নিরুপম বিবিধ নাটক, গূঢ়ার্থ প্রহেলী, মনোহর বীণাবাদ্যের গতিক্রম ইত্যাদি কবে সানুরাগে আমায় পুনঃ পুনঃ শিক্ষাদান করিবেন? ২ ॥

টীকা—অতি কাতর্য্যেণ স্বাভীষ্ট সঙ্কল্প-প্রচারণারম্ভ সময় এব কৃপয়া আবির্ভবন্তীং শ্রীরূপমঞ্জরীমনুভূয় তাং সম্বোধ্যৈব সঙ্কল্পং প্রকাশয়ন্তি নবমিতি। হে সখি! রূপমঞ্জরি গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধিকা স্নেহোল্লাসৈর্যৎ ললিত ললিতায়াঃ প্রেরণং তদ্বলাৎ সলজ্জং যথাস্যাত্তথা কদা মামেতৎ সকলং অসকৃৎ শিক্ষিতাধারণাৎ বারং বারং সা শিক্ষয়তীত্যন্বয়ঃ। সলজ্জত্বেন ললিতায়াঃ সান্নিধ্যং ধ্বনিতম্। মাং কিন্তূতং সরসং সরাগম্। রসো গন্ধরসে জলে। শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্য্যে তিক্তাদৌ দ্রবরাগয়োরিত্যাদি মেদিনী। সরসমিতি চ শিক্ষণ ক্রিয়া বিশেষণমিতি কশ্চিদ্ব্যাচষ্টে তন্ন সলজ্জ শিক্ষণস্য সরসত্বাভাবাৎ। শিক্ষিতকর্ম্মাহ নবমিত্যাদি সুগমম্। তত্র বচনক্রমাকরণান্ন ক্রমভঙ্গো দোষঃ। তথাচালঙ্কারকৌস্তুভে। যত্র আদিত এব ক্রমো ন কৃতস্তত্র নায়ং দোষ ইতি ॥ ২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীরূপ-রঘুনাথের সৌহার্দ্যের তুলনা নাই। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীরঘুনাথের নিরতিশয় বিরহ-বিষাদ দর্শনে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দানকেলিকৌমুদীর শেষে শ্রীমাধবের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্দাসগোস্বামিপাদ জন্মে জন্মে শ্রীরূপের পদরজঃ হওয়ার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মঞ্জরীস্বরূপেও তেমনি, রূপমঞ্জরীর তুলসীমঞ্জরীর প্রতি অতুলনীয় স্নেহ ও সৌহার্দ্য।

তাঁর ভক্ত-সঙ্গ সদা, রসলীলা প্রেমকথা, যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই, নাহি শুনি যেন তার নাম ॥"

ভক্তিসাধনার লক্ষ্যই হইতেছে—অভীষ্টের মাধুর্যাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করা। অফুরন্ত ও অনন্তমাধুর্যের কল্লোলিত সিন্ধু শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের রসমাধুরী আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে হইলে শ্রীরাধারাণীর আরাধনা, ব্রজধামের আশ্রয় এবং রসিকভক্ত মহদ্গণের সঙ্গ ও সেবা—এই তিনটি বিষয় অপরিহার্য। ইহাই রাগানুগা ভজনমার্গের, বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান ও শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামিপাদের আচরিত ও প্রচারিত ভজনমার্গের সার কথা।

"শ্রীরাধা-পদাম্ভোজরেণু সেবা বিনে। রাধা-পদাঙ্কিত ব্রজে আশ্রয় বিহনে ॥
শ্রীরাধার ভাবে মগ্ন সদা যাঁর চিত। তাঁর সঙ্গে যেই জন হয়েছে বঞ্চিত ॥
শৃঙ্গার-রসরাজ অগাধ সিন্ধুতে। সে কেমনে পারে বল তাহাতে ডুবিতে ॥" ১ ॥

তুলসীরও শ্রীরূপের প্রতি অটুট শ্রদ্ধাভক্তি। বিরহব্যাকুলিতপ্রাণে কুণ্ডতীরে পড়িয়া শ্রীরঘুনাথ রোদন করিতেছেন। এখন আর তিনি রঘুনাথ নহেন, এখন তিনি তুলসীমঞ্জরী। শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট শ্রীশ্রী-রাধামাধবের সেবার উপযোগী নানা কলাবিদ্যায় নৈপুণ্যলাভের নিমিত্ত প্রার্থনা জ্ঞাপনপূর্বক শ্রীরূপের চরণে স্বীয় মনের সঙ্কল্পটি প্রকাশ করিতেছেন।

প্রথমতঃ স্বীয় ঈশ্বরী গান্ধর্বা শ্রীরাধার নিকটে কাব্য, নাটক, প্রহেলী এবং বীণাবাদ্য-শিক্ষার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। এই বিষয়গুলি শ্রীরাধার নিকটই শিক্ষা করিবেন, কিন্তু তাহাতে আবার সখীবর্গের প্রধানা শ্রীললিতাসখীর করুণারও আস্বাদন নিহিত থাকিবে। বস্তুতঃ নিজ-মনের প্রার্থনা কখনই এত সুন্দর বা মধুর হয় না। স্ফুরণে বিষয়টি প্রত্যক্ষের ন্যায়ই আস্বাদন করিয়া স্ফূর্তির বিরামে প্রার্থনাটি প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডতটে পড়িয়া শ্রীরাধারাণীর বিরহে রোদন করিতেছিলেন। সহসা স্ফুরণ আসিল। ললিতাসখী আসিয়া তুলসীমঞ্জরীকে স্নেহভরে হাত ধরিয়া শ্রীরাধার নিকট লইয়া যাইতেছেন। কতই ললিত বা মনোজ্ঞা শ্রীললিতাসখী। কত করুণার মূরতি ললিতা। না চাহিলেও কিঙ্করীকে যুগল-সেবার যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে স্বয়ংই কত উৎসুকা। এমন করুণাময়ী সখীগণের কৃপায় সাধক বঞ্চিত। দেহ-দৈহিকাদি, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির আবেশে স্বরূপ ভুলিয়া সংসার লইয়া অহর্নিশি ব্যস্ত। স্বপনেও বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে! স্বরূপের আবেশ থাকিলে সখীগণের কৃপার অনুভবের ছিটা-ফোঁটা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিতাম। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর নিত্যকিঙ্করী। ললিতাদি সখীগণের নিত্যই করুণার ভাজন। করুণার মুরতি ললিতা, তুলসীর হাতে ধরিয়া শ্রীরাধার নিকট লইয়া যাইতেছেন, কতই ললিত ললিতাসখী। করুণার ন্যায় এত ললিত বস্তু বিশ্বে আর কিছুই নাই। শ্রী-রাধার নিকট লইয়া গিয়া হাতে ধরিয়া তাঁহার শ্রীচরণে সঁপিয়া দিতেছেন। বলিতেছেন—'সখি রাধে! এই তুলসী তোমাদের যুগল-সেবার নিমিত্ত কতই উৎসুকা! ইহাকে তোমাদের সেবার যোগ্য করিয়া লও। ইহাকে মনোহর কাব্য, নাটক, প্রহেলী এবং বীণাবাদ্যাদি শিক্ষা দিয়া সর্বপ্রকারে তোমাদের সেবার যোগ্য করিয়া গড়িয়া তোল।' শ্রীরাধারাণী লজ্জার মূরতি, ললিতার কথাশ্রবণে ঈষৎ লজ্জিতা। বলি-তেছেন—'তুলসি! তুই আমার নিকট পড়বি? রোজই নিয়ম করিয়া আমার কাছে পড়িস্।' কতই করুণারাশি তুলসীর উপর নয়নদ্বারে ঝরিয়া পড়িতেছে!!

তুলসীকে স্বামিনী কাব্য-শিক্ষা দিতেছেন—'নবং দিব্যং কাব্যম্' অভিনব দিব্য বা অপ্রাকৃত-কাব্য। অভিনব অপ্রাকৃত-কাব্য ব্রজব্যতীত আর কোথাও নাই। শ্রীবৃন্দাবনই নিখিল কাব্যকলানিকুঞ্জ-কানন। তৈত্তিরীয়শ্রুতি যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ "সর্ব্বরসঃ" বলিয়া কীর্তন করি-য়াছেন, যিনি সকল রসের আশ্রয়, যাঁহা হইতে রসকণিকা নিস্যন্দিত হইয়া অন্য বস্তুকেও রসময় করে। যে আনন্দসিন্ধুর একবিন্দুর আভাস-কণিকাই বিষয়ানন্দরূপে বিশ্বে প্রতিভাত হয়, সেই আনন্দঘনমূরতি শ্রী-গোবিন্দ এবং মহাভাবের মূরতি শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণই যে অভিনব অপ্রাকৃত রসকাব্যের সুদিব্য নায়ক

নায়িকা। সেইস্থানে রসতাপত্তির কারণ কেবল কবিকৃত বর্ণনা-সৌষ্ঠব বা লিপিচাতুর্য নহে কিন্তু অলৌকিক বিষয় সাদ্‌গুণ্যহেতু স্বতঃই রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে প্রাকৃতকাব্যের নায়ক-নায়িকার দেহ রক্ত-মাংস, অস্থি, বিষ্ঠা, ক্রিমিকীট-সঙ্কুল বিভৎস রসেরই আশ্রয়, সেস্থানে বিভাববৈরূপ্যহেতু মহাবিরসতাই ঘটিয়া থাকে। তাই প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—'লৌকিকস্য রত্যাদেঃ সুখরূপত্বং যথাকথঞ্চিদেব, বস্তুবিচারে দুঃখপর্য্যবসায়িত্বাৎ'। 'লৌকিক বা প্রাকৃত কাব্যরসের সুখরূপতা যৎকিঞ্চিৎই, কেননা বস্তুবিচারে উহা দুঃখেই পর্যবসিত হয়।' তাই নিখিল অপ্রাকৃত রসকদম্বমূর্তি শ্রীগোবিন্দ এবং মহাভাবের মূরতি শ্রীরাধারাণীই যে কাব্যের সুদিব্য নায়ক-নায়িকা সেই কাব্যই শ্রীমতী তুলসীকে শিক্ষা দেন। পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে সুদক্ষ করিয়া তুলেন।

অতঃপর শ্রীমতী রাধারাণী ললিতার প্রেরণায় তুলসীকে নিজকৃত নিরুপম নাটকসমূহ শিক্ষা দেন। 'স্বকৃতমতুলং নাটককুলং' নিজেই সেই নাটক রচনা করিয়াছেন। এই নাটকেরও নায়ক-নায়িকা তাঁহারাই। নায়ক-নায়িকার অন্য নাম দিয়া নিজেদেরই মনোহর লীলামাধুরীসমূহ নাটকাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। সখী-মঞ্জরীগণের দ্বারা এই সব নাটকাভিনয় করাইয়া শ্যামসুন্দরের সুখসম্পাদন করিবেন, নাটকরচনার উদ্দেশ্য তাহাই। সুতরাং নাটকাভিনয় শিক্ষা দিয়া প্রাণের কিঙ্করীকে শ্যামের সেবার যোগ্য করিয়া তুলিতেছেন।

তেমনি গূঢ়ার্থযুক্ত প্রহেলী বা হেঁয়ালী শিক্ষা দিয়া তুলসীকে যুগলসেবার যোগ্য করিয়া তুলি-তেছেন শ্রীমতী। এইসব গূঢ়ার্থ—যুগলের রহস্যময় শৃঙ্গারকথা-ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীকুণ্ডে বন্যবিহারকালে বা রাসে বন্যবিহারে এইসব হেঁয়ালী দাসীর দ্বারা শ্যামসুন্দরকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করাইয়া ও তদ্দ্বারা শ্যামের মুখে স্বামিনীর উৎকর্ষের বা রূপ-গুণাদির আবিষ্কার করাইয়া শ্যামকে আনন্দদান করি-বেন এবং স্বয়ং আনন্দলাভ করিবেন। নিখিল কলাবিদ্যায় বিদগ্ধা শ্রীমতী গূঢ়ার্থযুক্ত হেঁয়ালী শ্যামসেবার জন্য বারবার শিক্ষা দিয়া কিঙ্করী তুলসীকে পরম প্রবীণা করিয়া তুলিতেছেন।

এইভাবেই শ্রীমতী ললিতার ইচ্ছায় তুলসীকে মনোহর বীণাধ্বনির গতিক্রম শিক্ষা দিবেন। একটি নির্জন কুঞ্জে তুলসীকে অতি নিকটে বসাইয়া বীণাবাদ্যের গতিক্রম শিক্ষা দিতেছেন। মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই। আদরের কিঙ্করীকে কত নিবিষ্টমনে বীণাবাদ্য শিক্ষা দিতেছেন। রত্নমুদ্রিকায় উজ্-লিত চম্পক-কলিকার ন্যায় অঙ্গুলীদলের বীণার তারে কি অপূর্ব ঝঙ্কার! শ্যামনাগর চুপিসাড়ে আসিয়া কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়া স্বামিনীর বীণাবাদ্য-মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। বীণার প্রতিটি ঝঙ্কারে শ্যামের হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইতেছে! স্বামিনীর বীণাবাদ্যের মাধুর্যে নাগর আর বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি-লেন না। কুঞ্জাভ্যন্তরে যেমনি প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি বীণাবাদ্য বন্ধ। স্বামিনী অবগুণ্ঠন টানিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—'তুমি এখানে?' শ্যাম বলিতেছেন—'তুমি কিভাবে তুলসীকে বীণাশিক্ষা দিতেছ, তাহা কি আমি একটু শুনিতেও পাইব না?' এই শিক্ষার পরীক্ষাও অতি অপূর্ব! স্বামিনী তুলসীকে বলিতেছেন—'তুলসি! কেমন বীণাবাদ্য শিখ্‌লি শ্যামকে একটু শোনা দেখি।' তুলসীর কি অপূর্ব

অলংমানগ্রন্থের্নিভৃত-চটু মোক্ষায় নিভৃতং
মুকুন্দে হা হেতি প্রথয়তি নিতান্তং ময়ি জনে।
তদর্থং গান্ধর্ব্বাচরণ-পতিতং প্রেক্ষ্য কুটিলং
কদা প্রেমক্রৌর্য্যাৎ প্রখর ললিতা ভৎ´সয়তি মাম্ ? ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নির্হেতু মানগ্রন্থি শিথিলিত করিবার জন্য নির্জনে বিনীতভাবে তাঁহার অকারণমান-বৃত্তান্ত আমার নিকট হাহাকারের সহিত বর্ণনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে এবং আমি মান-নিরসন-জন্য গান্ধর্বার চরণে পতিত হইলে প্রখরা ললিতা প্রেমকৌটিল্যবশতঃ কুটিলদৃষ্টিতে কবে আমায় ভৎ´সনা করিবেন ? ৩ ॥

টীকা—অলমিতি। অলং মানগ্রন্থের্নিরর্থকমানবন্ধস্য নিভৃত-চটুমোক্ষায় নিতান্তং মানগ্রন্থি-বৃত্তান্তং হা হা ইতি কৃত্বা ময়ি জনে মুকুন্দে নিভৃতং যথাস্যাত্তথা তং প্রথয়তি বিস্তারয়তি সতি তদর্থং মানগ্রন্থি মোক্ষার্থং গান্ধর্ব্বা-চরণপতিতং মাং প্রেক্ষ্য প্রেমক্রৌর্য্যাৎ প্রেমকৌটিল্যাৎ প্রখরা ললিতা কদা কুটিলং ভৎ´সয়তীত্যন্বয়ঃ। মাস্তাব্যয়েনালং শব্দেন সহ মানগ্রন্থিরিত্যস্য বিশেষণ সমাসঃ। চটুভিঃ প্রিয়োক্তিভির্মোক্ষশ্চটুমোক্ষঃ নিভৃতে নির্জ্জনে চটুমোক্ষঃ নিভৃত চটুমোক্ষ ইতি তৎপুরুষঃ। ৩।

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ও শ্রীজীবাদি গোস্বামিপাদগণ ব্রজরসের মহা-শিল্পী। যেমন একই উপাদান স্বর্ণ হইতে হার, কঙ্কণ, কুণ্ডলাদি নানাবিধ অলঙ্কার নির্মিত হইয়া থাকে—ইহাতে উপাদানগত কোন ভেদ না থাকিলেও যেমন কারুকার্যের বৈচিত্রী দৃষ্ট হয়—তদ্রূপ একই প্রেমরস হইতে যে নানাবিধ লীলা শ্রীপাদগণের হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়াছেন—ইহাতে রসগত কোন ভেদ না থাকিলেও নানাবিধ লীলাবৈচিত্রীই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রজের শৃঙ্গাররসলীলার বিবিধ বৈচিত্রীর তুলনা নাই।

শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়নসম্মুখে শ্রীশ্রীরাধামাধবের একটি রহস্যময় লীলার স্ফুরণ জাগিয়াছে। স্ফূর্তিতে দেখিতেছেন—একটি কুঞ্জাভ্যন্তরে শ্রীরাধা মানিনী। কেন মান, তাহা কেহই জানে না—বোধ

প্রতিভা! তিনি এত চমৎকার বীণা বাজাইলেন—উভয়েই মুগ্ধ! তুলসী বীণাবাদ্যে যুগলের মনে বিলাস-লালসা জাগাইয়া অপূর্ব সেবা করিলেন। যুগলের বিলাস লালসা দর্শনে তুলসী কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়া যুগল-বিলাস-মাধুরী আস্বাদন করিলেন! সহসা স্ফূর্তির বিরাম হইল। শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট ঐ বিষয়গুলি শ্রীরাধারাণীর নিকট শিক্ষা করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

"হে সখি রূপমঞ্জরি! শ্রীললিতা দেবী। পাঠাবে গান্ধর্ব্বা পাশে মোর শিক্ষা লাগি ॥
লজ্জিতা শ্রীরাধিকা অতি স্নেহোল্লাসে। অনুরাগে শিখাইবে নব নব রসে ॥
স্বকৃত নিরুপম যে নাটকাবলি। অভিনব কাব্য যত গূঢ়ার্থ-প্রহেলি ॥
শিখাবেন রম্য বীণা-বাদন কৌশল। এমন সৌভাগ্য মোর কবে হবে বল ॥" ২ ॥

হয় অকারণ মান। সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাব কুটিলগতি ; কাজেই কারণে অকারণে নায়ক-নায়িকার মানের উদ্ভব হইয়া থাকে। স্নেহই কোন উৎকর্ষবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া অভিনব মাধুর্য প্রকাশকরত যখন অদাক্ষিণ্য বা কৌটিল্যের আকার ধারণ করে তখনই তাহাকেই 'মান' বলা হয়। আকৃতির তো আস্বাদন হয় না, বস্তুরই আস্বাদন হইয়া থাকে। নিম্বফলের আকৃতি খণ্ডবিকার কখনই তিক্ত হয় না। তাই স্নেহের পরিণতি এই মানের আস্বাদন প্রচুর ও প্রভূত। "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদ-স্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধা মানিনী। শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও মান-প্রসাদন করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ মুকুন্দ—মুখে তাঁহার কুন্দকুসুমের ন্যায় হাসি, যে হাস্য দর্শনেই শ্রীমতীর মানের নিরসন হইয়া থাকে। আবার 'মুকুন্দ' অর্থে তিনি 'মুক্তিদাতা'। শ্রীরাধারাণীর যাহারা, তাহাদের মুক্তি প্রদানকারী। যাঁহার বংশীরবে রূপ-রসাদি মাধুর্যে শ্রীমতীর নীবিবন্ধন, কেশবন্ধনাদি বিমুক্ত হইয়া থাকে। তিনিও আজ শ্রীমতীর মানের প্রশমন করিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ নিরুপায় হইয়া রাধাকিঙ্করী তুলসীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে নির্জনে শ্রীরাধার মান-প্রসাদনজন্য বহু চাটুবচন বিস্তার করিতেছেন। ইহাই শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরীগণের ভাবের অসাধারণ মহিমা যে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্য বা উপাস্যতত্ত্ব রাধাকিঙ্করীর প্রতি চাটুবচন বিস্তারপূর্বক তাঁহাদের আরাধনা করেন। শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলি-স্তবের শেষে শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণে প্রার্থনা করিয়াছেন—

"করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং, তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি।
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ, স চটু প্রার্থনভাজনং জনঃ॥"

"হে বৃন্দাবনচক্রবর্তিনি! আমি পুনঃ পুনঃ তোমার করুণা ভিক্ষা করিতেছি, তুমি এইপ্রকার করুণা বিতরণ কর যেন কেশিরিপু শ্রীকৃষ্ণ আমার চাটুকার হন।" অর্থাৎ তুমি মানিনী হইলে তোমার কিঙ্করী আমার নিকট আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'হে সুন্দরি! হে দয়াবতি! তুমি আমার বিরহপীড়ার কথা বৃষভানুনন্দিনীকে বুঝাইয়া আমার প্রতি তাঁহার প্রসন্নতা বিধান করিয়া দাও—' ইত্যাদি বাক্যে যেন আমায় তোষামোদ করেন। শ্রীরাধার বিরহকাতর নাগর তুলসীর নিকট হাহাকারের সহিত তাঁহার মর্মবেদনার কথা বা অসহনীয় বিরহব্যথার কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আনন্দঘনবিগ্রহ, অখিল বিশ্বের দুঃখহারী হরির হৃদয়াকাশে আজ রাধাবিরহদুঃখের মেঘ জমিয়াছে! শ্রীরাধার কিঙ্করীর নিকট রোদন করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা কামনা করিতেছেন রসরাজ! কারণ তিনি জানেন রাধাকিঙ্করী প্রসন্ন হইলেই প্রিয়াজীর মান নিরসন অতি সহজসাধ্য হইবে। ইহাই রাধাকিঙ্করীত্বের অসাধারণ প্রভাব। শ্যামের ব্যাকুলতা দর্শনে তুলসীর চিত্ত বিগলিত হইয়াছে। যুগল-প্রীতিরসের মুরতি কিঙ্করী, তিনি কি প্রাণেশ্বরীর প্রাণনাথের এতাদৃশ বৈকল্য সহ্য করিতে পারেন?

শ্রীতুলসী শ্যামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিয়া শ্রীরাধারাণীর নিকট গমনপূর্বক তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইয়া নাগরের দুঃখ ও বৈকল্য নিবেদন করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতি গান্ধর্বার প্রসন্নতা কামনা করি-

মুদা বৈদগ্ধ্যান্তর্ললিত নবকর্পূর-মিলন-
স্ফুরন্নানা-নর্ম্মোৎকর-মধুর-মাধ্বীকরচনে।
সগর্ব্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরকৃতে প্রেমবিবশা
বিশাখা মে শিক্ষাং বিতরতু গুরুস্তদ্যুগসখী ॥ ৪ ॥
কুহূকণ্ঠীকণ্ঠাদপি কমনকণ্ঠী ময়ি পুন-
র্বিশাখা গানস্যাপি চ রুচির-শিক্ষাং প্রণয়তু।
যথাহং তেনৈতদ্যুবযুগলমুল্লাস্য সগণা-
ল্লভে রাসে তস্মান্মণিপদক-হারানিহ মুহুঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রিয়সখী প্রেমবিবশা শ্রীবিশাখা সহর্ষে গুরুরূপে শ্রীশ্রীগান্ধর্বা-গিরিধারীর সুখের নিমিত্ত রস-বৈদগ্ধীরূপ নবকর্পূর সম্মীলিত বিবিধ পরিহাস-রসময় মধুররসসম্বন্ধীয় মধুর-রচনা বিষয়ে সগর্বে আমায় শিক্ষাপ্রদান করুন ॥ ৪ ॥

তেছেন—'হে ঈশ্বরি ! প্রসন্ন হও—অকারণ মান ত্যাগ কর। তোমার কোটিপ্রাণপ্রতিম নাগরমণি আমাদের ন্যায় তোমার দীনা কিঙ্করীগণের নিকট হাহাকারের সহিত কতই না কাতরতা প্রকাশ করিতে-ছেন। তাঁহার এতাদৃশ বৈকল্য আর সহ্য হয় না। তিনি মুকুন্দ, তাঁহার কুন্দকুসুম-নিভ হাস্যেই তোমার মানের নিরসন হইয়া থাকে। কতক্ষণই বা তোমার এই মানের স্থিতি হইবে। অকারণ মানে তোমার প্রাণনাথকে এতাদৃশ দুঃখ দিয়া কি ফল হইবে বল'—ইত্যাদিরূপে শ্রীগান্ধর্বার শ্রীচরণমূলে পড়িয়া তুলসী অতি কাতরবাক্যে তাঁহার প্রসন্নতা বিধান করিতে লাগিলেন।

নাগর তুলসীকে চাটুবাক্যে হাত করিয়া শ্রীরাধার মান-প্রশমনজন্য তাহাকে শ্রীরাধার নিকট পাঠাইয়াছে—প্রখরা ললিতাসখী ইহা বুঝিতে পারিয়া কুঞ্জে আসিয়া প্রেমকৌটিল্যবশতঃ কুটিলদৃষ্টিতে তুলসীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন—'এই তুলসি ! ধৃষ্টনায়কের পক্ষপাত করিয়া তোকে আর শ্রীমতীর মান-প্রসাদনের চেষ্টা করিতে হইবে না। যা—কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া যা। সখীকে কারণে অকারণে দুঃখ দেওয়া, কাঁদানোই যাহার চির স্বভাব, তাহার দোষ না জানিয়া সখীর মান-প্রশমন করিতে আসিয়া-ছিস্।' কুটিলদৃষ্টিতে ভর্ৎসনা করিয়া ললিতা হাত ধরিয়া তুলসীকে কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সহসা শ্রীপাদের স্ফূর্তির বিরাম হইল। হাহাকারের সহিত ললিতার ঐ রসের ভর্ৎসনাটি কামনা করিলেন শ্রীপাদ রঘুনাথ।

"শ্রীরাধিকার নিষ্কারণ মান-গ্রন্থিকে। শিথিল করিতে কৃষ্ণ বলিবে আমাকে॥
মান-বৃত্তান্ত-বিস্তার শ্রবণ করিয়া। গোবিন্দ বিমর্ষ-বদন দর্শন করিয়া॥
মান-ভঙ্গ লাগি আমি গদগদ ভাবে। পতিত হইব যবে গান্ধর্বিকাপদে॥
প্রেম-কুটিল-নেত্রে প্রখরা ললিতা। ভর্ৎসনায় বুঝাইবে মানের মর্য্যাদা॥" ৩॥

কোকিলার কণ্ঠ হইতেও যাঁহার কণ্ঠস্বর অতি কমনীয়, সেই শ্রীবিশাখা পুনরায় আমায় মনোহর গানশিক্ষাও প্রদান করুন, যে গান গাহিয়া রাসলীলায় শ্রীশ্রীরাধামাধবকে উল্লসিত করিয়া গণসহ তাঁহাদের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ আমি মণিপদক, হার প্রভৃতি প্রাপ্ত হইব ॥ ৫ ॥

টীকা—মুদেতি। বিশাখা গুরুঃ সতী মুদা হর্ষেণ বৈদগ্ধ্যাস্তর্ললিত নব কর্পূরমিলনস্ফুরন্ নানা নর্ম্মোৎকরো নর্ম্মসমূহো যত্র এবম্ভূতো যো মধুরঃ স্ব-স্বযোগ্যো মধুররসব্যাপার নিচয়ঃ স এব মাধ্বীকং মধু তস্য রচনে প্রকটনে তদ্‌যুগলসুখদায়ক স্ববৈদগ্ধ্যযুত স্বযোগ্য ক্রিয়া প্রচরণে ইতি পর্য্যবসিতার্থঃ। শিক্ষাবিতরণে হেতুঃ গান্ধর্ব্বা গিরিধরকৃতে তদানন্দ-নিমিত্তায়েতি। কিম্ভূতা বিশাখা তয়োর্গান্ধর্ব্বাগিরিধরয়োর্যৎ যুগং যুগলং তস্য সখী অতএব প্রেমবিবশা ॥ ৪ ॥

কুহূকণ্ঠীতি। বিশাখা পুনর্গানস্যাপি রুচির শিক্ষাং ময়ি প্রণয়তু বিস্তারয়তু। কিম্ভূতা কুহূকণ্ঠীকণ্ঠাৎ কোকিলাকণ্ঠাদপি কমনঃ কমনীয়ঃ কণ্ঠো যস্যাঃ সা। শিক্ষাপ্রণয়ন প্রয়োজনমাহ। যথাহং তেনৈব তচ্ছিক্ষিত গানেনৈতদ্‌যুবযুগলমুল্লাস্য সগণাত্তস্মাদ্‌যুবযুগলাৎ সকাশাৎ মুহুর্বারং বারং রাসে রাসস্থলে মণিপদকহারান্ লভে প্রাপ্স্যামি বর্ত্তমান-সামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্। তদ্‌যুবযুগলোল্লাসক গানস্য স্বস্য অত্যভীষ্টত্বেন তদেব পুনরপি প্রার্থ্যতে ইতি ন পুনরুক্ততা ॥ ৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ দুইটি শ্লোকে শ্রীযুগলের সেবার নিমিত্ত শ্রীবিশাখার নিকট হইতে যথাক্রমে রসবৈদগ্ধীবাসিত বিবিধ পরিহাসরসময় মধুররসের মধুরচনার এবং গানশিক্ষার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। রসিকযুগলের সুখসাধন-ব্যতীত রাধাকিঙ্করীর আর চাওয়া পাওয়ার কিছুই নাই। মঞ্জরীগণের চরমসাধ্য বা চরমলক্ষ্যই যুগলের সেবাসুখসাধন। তাই যাহাতে শ্রীরাধামাধবের আনন্দ হয়, তদনুরূপ সব সেবাতেই পারদর্শিতা লাভ করিবেন রাধাকিঙ্করী। যদিও ইঁহারা নিত্যকিঙ্করী শ্রীরাধামাধবের মধুররসসম্বন্ধীয় সকলপ্রকার সেবানৈপুণ্যেই ইঁহারা সিদ্ধহস্ত, তবু মহাপ্রভুর পার্ষদরূপে সাধকাভিমানে সেবাশিক্ষার প্রযত্ন এবং বিশ্বসাধকগণকে তত্তৎবিষয়ে সেবানৈপুণ্য লাভ করিবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন শ্রীপাদ। যে রসরাজ্যে অবস্থান করিতে হইবে, তাহার উপযোগী সেবা-নৈপুণ্য না থাকিলে সেখানে সেবায় অধিকার মিলিবে কিরূপে? সব সেবাই নিত্যসিদ্ধা সখী-মঞ্জরীগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীবিশাখা শ্রীযুগলের প্রেমবিবশা প্রিয়সখী। তিনি শ্রীরাধারাণীর সমবয়স্কা এবং পরম প্রীত্যাস্পদা। রূপ, গুণ, স্বভাব সবই শ্রীরাধারাণীর সমান। শ্রীরাধার অভিন্নপ্রাণ বলিয়া শ্রীরাধার নর্মভূমি। "বিশাখানর্ম্মসখ্যেন সুখিতা তদগতাত্মিকা" (বিশাখানন্দদস্তোত্র)। 'বিশাখার নর্মসখ্যে আনন্দিতা হইয়া যিনি তদগতচিত্তা হইয়াছেন।' শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপে তুলসীমঞ্জরী—শ্রীবিশাখারই গণ। তিনি শ্রীশ্রীগান্ধর্বা-গিরিধারীর সুখের নিমিত্ত শ্রীবিশাখার নিকট বিবিধ পরিহাসরসময় মধুররসসম্বন্ধীয় মধুরচনা বা পরমস্বাদু ও মাদকতাপূর্ণ মধুররসসম্বন্ধীয় বাক্য-পরিপাটী শিক্ষা করিবেন। এ বিষয়ে বিশাখা পরম সুনিপুণা এবং গুরু হইবার যোগ্যা। কারণ ঐ বিশাখানন্দদস্তোত্রেই লিখিত আছে—"বিশাখা গূঢ়-

নর্ম্মোক্তি-জিত-কৃষ্ণার্পিত-স্মিতা। নর্ম্মাধ্যায়-বরাচার্য্যা ভারতী-জয়ি-বাগ্মিতা ॥" 'বিশাখার গূঢ় পরিহাসোক্তিতে পরাজিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে শ্রীরাধারাণী মৃদুমন্দহাস্য করেন। পরিহাস-অধ্যয়ন-বিষয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ অধ্যাপিকা। এ বিষয়ে যাঁহার বাগ্মিতা সরস্বতীকেও পরাজিত করিয়াছে।' কাজেই বিশাখাই শ্রীশ্রীরাধামাধবের মধুররসসম্বন্ধীয় নর্মোক্তি শিক্ষার যথাযোগ্য গুরু। শ্রীযুগলের রসলীলায় বিশাখার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তা তুলসী পরিহাসবাণীরূপ মধুপান করাইয়া যুগলকে লীলারসে প্রমত্ত করিয়া তুলিবেন। সেই পরিহাসবাণীসমূহ আবার নানা রসবৈদগ্ধীরূপ কর্পূরদ্বারা সুবাসিত থাকিবে। শ্রীরাধামাধবের রসলীলার বিবিধ কলাবিলাস অনুভবের নৈপুণ্য না থাকিলে কিঙ্করী এই সেবায় যুগলের যথেষ্ট সুখসাধনে সমর্থ হইবেন না—ইহাই তাৎপর্য! সখীগণই যুগলসেবার বিবিধ বৈদগ্ধীশিক্ষার যথাযোগ্য গুরু। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যে বিষয়ে সমধিক পারদর্শিতা, তাঁহার নিকট সেই বিদ্যাই অর্জন করিবেন কিঙ্করী।

শ্রীবিশাখা তুলসীকে বৈদগ্ধীপূর্ণ মধুররসের নর্মোক্তি শিক্ষা দিবেন—'সহর্ষে' ও 'সগর্বে'। 'হর্ষ' এইজন্য যে শ্রীবিশাখার শিক্ষা যুগলসেবায় নিয়োজিত হইবে। ইহাতে শ্রীরাধামাধবের পরম সুখসাধন হইবে তাই এত আনন্দ। গর্বের হেতু এই যে তুলসীর যেমন প্রতিভা বা যোগ্যতা, তাহাকে শিক্ষা দান করিলে প্রতিটি শিক্ষাই গুরুর উৎকৃষ্ট যশঃসৌরভের হেতু হইবে।

শ্রীতুলসী বিশাখার নিকট উৎকৃষ্ট সঙ্গীতবিদ্যাও শিক্ষা করিবেন। বিশাখার কণ্ঠস্বর কোকিলের কণ্ঠ-অপেক্ষাও কমনীয়। স্বরমাধুর্যে কোকিল বিশ্বে সমধিক প্রশংসনীয়, তবু তাদের দেহ পাঞ্চভৌতিক, সুতরাং কণ্ঠও রক্তমাংস দিয়েই গড়া। গোপীগণের প্রেমের দেহ, কাজেই কণ্ঠস্বরও প্রেম-কমনীয়; ইহার কুত্রাপি তুলনা নাই। 'কুহূকণ্ঠীকণ্ঠাদপি কমনকণ্ঠী' এই বাক্যে এই বিষয়টিই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সেই প্রেম-কমনীয় কণ্ঠী শ্রীবিশাখার নিকট অতি মনোহর সঙ্গীত-শিক্ষারও কামনা করিয়াছেন তুলসী। এই বিদ্যায় শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবার চরমস্থল সঙ্গীতবিদ্যার মহাআকর শ্রীশ্রীরাসস্থলী।

রাস হইতেছে। নিত্যরাস। সখীগণসহ শ্রীশ্রীরাধামাধব বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন। কিঙ্করীগণ জলদান, তাম্বূলদান, পাদসেবন, বীজনাদি সেবায় নিরতা। শ্যামসুন্দর শ্রীরাধারাণীকে বলিতেছেন—'রাধে! তোমার এবং তোমার সখীগণের নৃত্য-গীতাদির মাধুরী তো বেশ আস্বাদন করা গেল। শুনিয়াছি তোমার কিঙ্করীগণও সঙ্গীতবিদ্যায় খুব পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। তাহাদের নৃত্য-গীতাদি কিছুই আস্বাদন করাইলে না।' রাসলীলায় রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণী এবং সখীগণের সহিত শ্যামসুন্দরের নৃত্য হইয়া থাকে, কিঙ্করীগণ সব নৃত্য-পরায়ণ সসখী শ্রীরাধামাধবের সেবায় নিরতা থাকেন। শ্যামসুন্দর তাই এই বিশ্রামাবসরে রাধাদাসীর সঙ্গীত-শ্রবণের ইচ্ছা করিয়াছেন।

শ্রীরাধারাণী জানেন—তুলসী বিশাখার নিকট গান-শিক্ষা করিয়া উত্তম পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তাই শ্যামের কথা শুনিয়া শ্রীমতী বিশাখার দিকে তাকাইতেছেন। বিশাখা শ্রীমতীর অভিপ্রায় বুঝিয়া ইঙ্গিতে বীজনাদি সেবায় নিরতা তুলসীকে গান করিতে আদেশ করিলেন। তুলসী এমনই অপূর্ব গান গাহিলেন, শ্রীরাধামাধবের আনন্দের সীমা নাই, বারবার বাহবা দিতেছেন। বারবার

ক্বচিৎ কুঞ্জে কুঞ্জে চ্ছলমিলিত-গোপালমনু তাং
মদীশাং মধ্যাহ্নে প্রিয়তর-সখীবৃন্দবলিতাম্।
সুধাজৈত্রৈরন্নৈঃ পচনরসবিচ্চম্পকলতা-
কৃতোত্তচ্ছিক্ষোঽয়ং জন ইহ কদা ভোজয়তি ভোঃ ? ৬॥

অনুবাদ—হে সখি রূপমঞ্জরি ! পাকরসের আচার্যা চম্পকলতার নিকট পাককার্য শিক্ষা করিয়া গোচারণোপলক্ষ্যে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে এবং পরমপ্রিয়সখীবৃন্দ পরিবৃতা মদীশ্বরী শ্রীরাধিকাকে মধ্যাহ্নকালে প্রতিকুঞ্জে অমৃতজয়ী অন্নদ্বারা কবে ভোজন করাইব ? ৬॥

টীকা—ক্বচিদিতি। ভো রূপমঞ্জরি অয়ং মদ্বিধোজনঃ কদা কুঞ্জে কুঞ্জে প্রতিকুঞ্জং মধ্যাহ্নে মদীশাং শ্রীরাধাং সুধাজৈত্রৈঃ সুধাজয়নশীলৈরন্নৈ রত্নানীব মহার্ঘৈরন্নৈরিত্যর্থঃ। রন্ধৈরিতি বা পাঠঃ অন্ধৈরন্নৈর্ভোজয়তি। কিম্ভূতঃ সন্ পচনরসবিচ্চম্পকলতাকৃতোত্তচ্ছিক্ষঃ সন্। পচনরসং পাকবীর্য্যং বেত্তি যা চম্পকলতা তস্যা যৎ কৃতং ক্রিয়া তেন উদ্যন্তী শিক্ষা যস্যেত্যর্থঃ। মদীশাং কিম্ভূতাং প্রিয়তরসখীবৃন্দেন বলিতাং সহিতাম্। যথা রূপমঞ্জর্য্যাঃ সম্বোধনং তদ্ব্যাখ্যাতং নবমিত্যাদি পদ্যে। এতজ্‌জ্ঞাত্বা কেনাপি পণ্ডিতম্মন্যেন ভো ইত্যত্র ভাবিতি পাঠঃ কল্প্যতে॥ ৬॥

হার, পদকাদি পুরস্কার দিতেছেন। গুরু শ্রীবিশাখার গৌরবে অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে ! যথাযোগ্য আধারেই তিনি বিদ্যা দান করিয়াছেন। তাঁহার শ্রম যথাযথই সার্থক হইয়াছে ! তুলসীর অদ্ভুত সঙ্গীত শ্রবণে সখীগণও আনন্দিতা ; তাঁহারাও বারবার তুলসীকে বাহবা দিতেছেন এবং হার, কুণ্ডল, পদকাদি পুরস্কার দিতেছেন। তুলসী সসখী শ্রীরাধামাধবকে সুখী করিতে পারিয়াছেন জানিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ এমনি একটি মধুর লীলার স্ফুরণেই শ্রীবিশাখার নিকটে গানশিক্ষার কামনা করিয়াছেন।

"প্রেম-বিবশা সখী শ্রীবিশাখা নাম। চাতুরালী বিদ্যায় যে সখীর প্রধান॥
সে বিশাখা গুরু হৈয়া নবদাসী বলি। শিখাইবে মধু রসের যত চাতুরালী॥
সেই পরিহাস-বাক্য অতি মনোরম। কর্পূর-মিলনে যৈছে মধু-আস্বাদন॥
মোর মুখে শুনি সেই বাক্য-পরিহাস। শ্রীরাধা-গোবিন্দ হৃদে হইবে উল্লাস।" ৪॥

"কোকিলা কাকলি জিনি মধু-কণ্ঠ যার। বিশাখা শিখাবে মোরে গান পুনর্ব্বার॥
স্বগণ সহিত যবে শ্রীরাস-মণ্ডলে। সভা উজ্জ্বল করিয়াছে নবীন যুগলে॥
প্রেম-কণ্ঠে সেই সব বিশাখার গান। শ্রীরাসমণ্ডলে গাব সভা-বিদ্যমান॥
গান শুনি সখী সঙ্গে শ্রীরাধাগোবিন্দ। উল্লাসেতে গদগদ না ধরে আনন্দ॥
মণি-পদক দোঁহার দিব্য কণ্ঠহার। পুরস্কার প্রসাদী মোরে দিবে বারবার॥" ৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ অতঃপর পাককার্যে অতি সুনিপুণা চম্পকলতার নিকট পাককার্য শিক্ষা করিয়া তাহাতে নৈপুণ্যলাভের বাসনা প্রকাশ করিতেছেন। সেবারসের মূর্তি রাধা-কিঙ্করী, যুগলসেবা ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। এই স্তোত্রে তাই মঞ্জরীভাবের ঐকান্তিক অভিমানে মগ্ন রঘুনাথের নানাবিধ সেবাযোগ্যতা লাভেরই দুর্নিবার আকাঙ্খা অন্তরে জাগরিত হইয়াছে। যুগল-সেবার বাসনায় তন্ময় শ্রীপাদের চিত্ত-মন। এই বাসনা অন্তরে জাগাইবার নিমিত্তই ব্রজধামের আশ্রয়। এই বৃন্দাবনেই তাঁহারা ভজন করিয়াছেন এবং দেহ-দৈহিকাদি বিস্মৃত হইয়া কিভাবে ব্রজমাধুরীতে তাঁহারা মগ্ন হইয়াছেন—ইহা ভাবিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-মাধুর্যের এক মধুর স্নিগ্ধ কমনীয়-আলোক শ্রীবৃন্দাবনকে বিস্ময়জনকভাবে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীল গোস্বামিপাদগণ সেই চিন্ময় আলোকসম্পাতে বিশ্বসাধকগণের চিত্ত-মনকে আলোকিত করিয়া অবি-দ্যার অন্ধকারময় জগত হইতে ভাবরাজ্যে তাঁহাদের আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই তাঁহাদের অন্তরঙ্গ ভজনলালসা শ্লোকচ্ছন্দে নিবদ্ধ করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন তাঁহারা।

শ্রীল রঘুনাথ মঞ্জরীস্বরূপের অব্যভিচারী অভিমানে মগ্ন হইয়া শ্রীচম্পকলতার নিকট পাককার্য শিক্ষার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। 'পচনরসবিচ্চম্পকলতা' পাকরসে চম্পকলতা পরম অভিজ্ঞা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বর্ণনা করিয়াছেন—

"তৃতীয়া চম্পকলতা ফুল্লচম্পকদীধিতিঃ। একেনাহ্না কনিষ্ঠেয়ং চাষপক্ষনিভাম্বরা॥
পিতুরারামতো জাতা বাটিকায়ান্তু মাতরি। বোঢ়া চণ্ডাক্ষনামাস্যা বিশাখা সদৃশীগুণৈঃ॥
× × × ×
ফলপ্রসূনকন্দানাং সন্ধানপ্রক্রিয়াবিধৌ। হস্তচাতুর্য্যমাত্রেণ নানামৃণ্ময়নির্ম্মিতৌ॥
ষড়্‌রসানাং পরীক্ষায়াং শুদ্ধশাস্ত্রে চ কোবিদা। সিতোৎপলাকৃতিপটুর্মিষ্টহস্তেতি বিশ্রুতা॥"

"শ্রীরাধার ললিতাদি অষ্টপ্রধানা সখীর তৃতীয়া চম্পকলতা, অঙ্গকান্তি প্রস্ফুটিত চম্পককুসুমের ন্যায়, বয়সে শ্রীরাধার একদিনের ছোট, ইঁহার বস্ত্রের বর্ণ চাষ (স্বর্ণচড়াই) পক্ষীর তুল্য। পিতার নাম আরাম, মাতার নাম বাটিকা, পতির নাম চণ্ডাক্ষ, ইনি বিশাখার তুল্য গুণবতী। ফল, পুষ্প ও কন্দাদির সন্ধান-প্রক্রিয়ায় (আচারে), হস্তচাতুর্যমাত্রেই বিবিধ মৃণ্ময় ভাণ্ডনির্মাণে, ছয় রস-পরীক্ষায় ও পাকশাস্ত্রে বিশারদা ; মিছরির বিবিধ খাদ্য-নির্মাণে ইনি মিষ্টহস্তা।" সেই চম্পকলতা কৃপা করিয়া তুলসীকে পাক-কার্য শিক্ষা দিয়া পাকরসে নিপুণা করিয়া তুলিবেন।

গোচারণ-ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণের সুবল, মধুমঙ্গলাদি সখাসঙ্গে প্রত্যহ বৃন্দাবনে আগমন হইবে। "নিজ সম সখাসঙ্গে, গো-গণ-চারণ-রঙ্গে, বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার। যাঁর বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণী, পুলক কম্প বহে অশ্রুধার॥" (চৈঃ চঃ)। ধেনুচারণ ছলমাত্র, গোবর্ধনে আসিয়া সখা-গণকে ধেনুচারণে নিয়োজিত করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে নির্জন কুঞ্জাবলীতে সসখী শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে বিচিত্র বিলাসরসের আস্বাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য। "রাখাল লইয়া বনে, সদা ফিরি ধেনুসনে, তুয়া লাগি

ক্বচিৎ কুঞ্জক্ষেত্রে স্মর-বিষমসংগ্রাম-গরিম-
ক্ষরচ্চিত্রশ্রেণীং ব্রজযুবযুগস্যোৎকটমদৈঃ।
বিধত্তে সোল্লাসং পুনরলময়ং পর্ণকচয়ৈ-
র্বিচিত্রং চিত্রাতঃ সখি কলিতশিক্ষোঽপ্যনু জনঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে সখি! কুঞ্জমধ্যে প্রবল মত্ততাবশতঃ সাহঙ্কারে বিষম স্মর-সংগ্রামের ফলে ব্রজনব-যুগল শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীঅঙ্গে অঙ্কিত চিত্রশ্রেণী স্খলিত হইয়া পড়িলে এই দীনজন চিত্রাসখীর নিকটে রুচির চিত্রকলা শিক্ষা করিয়া সানন্দে তাঁহাদের অঙ্গে কি পুনরায় বিচিত্র পত্রাবলী রচনা করিয়া দিবে? ৭ ॥

টীকা—ক্বচিৎ কুঞ্জক্ষেত্র ইতি। হে সখি ক্বচিৎ কুঞ্জক্ষেত্রে স্থানে ব্রজযুবযুগস্য রাধাকৃষ্ণ-যুগলস্য উৎকটমদৈর্মধ্বাদিনা অত্যন্তমত্ততাভির্যঃ স্মরবিষম-সংগ্রামস্তেন যো গরিমাহঙ্কারস্তেন ক্ষরন্তী গলন্তী যা চিত্রশ্রেণী তাং পর্ণকচয়ৈঃ পত্রসমূহৈঃ কৃত্বা অয়ং পরং কেবলং মদ্বিধো জনোঽলমত্যর্থং সোল্লাসং যথাস্যাত্তথা পুনর্বিধত্তে বিধাস্যতীতি কাকূক্তিঃ। অয়ং কিন্তুতঃ বিচিত্রং যথা ভবতি তথা চিত্রাতশ্চিত্রায়া এতন্নামসখ্যাঃ সকাশাৎ কলিতা গৃহীতা শিক্ষা যেন এবম্ভূতোঽপি অনু তজ্জাতীয়ঃ সন্ যদ্বা অনু তৎসহিতঃ। তথা চ মেদিনী। অনু হীনে সহার্থে চ পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরপীত্যাদি ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে চিত্রাসখীর নিকট বিচিত্র চিত্রকলা রচনা শিক্ষার বাসনা প্রকাশ করিতেছেন। সেবারসের আস্বাদন পাইয়াছেন যাঁহারা, তাঁহাদের অন্তরে সেই

বনে বনচারী।" "তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া গিরি-নদী বনে বনে।" ইত্যাদি (পদকল্পতরু)। সসখী শ্রীশ্রীরাধামাধবের কি অদ্ভুত লীলারসের আস্বাদন-ভূমি এই শ্রীকুণ্ডের তটদেশস্থ কুঞ্জাবলী। শ্রী-পাদ রঘুনাপ বলিতেছেন—মদীশ্বরী শ্রীরাধারাণী মধ্যাহ্নে সখীগণসঙ্গে শ্রীকুণ্ডতটে প্রাণনাথের সহিত কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার করিতে করিতে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া পড়িবেন। আমি প্রতিকুঞ্জেই তাঁহাদের ভোজ-নের নিমিত্ত অমৃতজয়ী সুস্বাদু অন্ন পাক করিয়া রাখিব এবং যথাবসরে তাঁহাদের তাহা ভোজন করাইব। হে সখি রূপমঞ্জরি! এইরূপ সৌভাগ্য আমার কবে হইবে? শ্রীকুণ্ডাশ্রয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথ। শ্রীকুণ্ডের কুঞ্জাবলীতে শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিবিধ সেবার নব নব প্রেমরসপূর্ণ লালসার তরঙ্গ সর্বদাই তাঁহার চিত্তে উদ্বেলিত! সেবার লৌল্যাতিশায্যে তিনি অহর্নিশি দেহ-গেহাদি বিস্মৃত হইয়া যে ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেন, সেই রাজ্যেরই লালসাময়ী প্রার্থনা নানাভাবে ও অপূর্ব ভাষায় এই স্তোত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে!

"পাকরসে সুশিক্ষিতা চম্পকলতা নাম। শিখাবে সম্পূর্ণ করি পাকের বিধান ॥
ভোজন-সামগ্রী যত নাম পরামৃত। নিজ হাতে প্রস্তুত করি সখী শিক্ষামত ॥
সখী-সঙ্গে প্রতি কুঞ্জে দিবা মধ্যকালে। ভুঞ্জাব মনের সাধে প্রাণেশ যুগলে ॥" ৬ ॥

বিচিত্র মধুর—চিরসাধের সেবা-কামনা-ব্যতীত কি অন্য বাসনা জাগিতে পারে ? যে সেবাবাসনা চপলার মত সাধকের চিত্তে উদিত হইয়া পরক্ষণেই অন্তরে নানা ইতরবাসনার বিক্ষেপ জাগায়, তাহা কি প্রকৃত সেবাকাঙ্ক্ষায় অভিহিত হইতে পারে ? সেবাপ্রাণা রাধাকিঙ্করী, সেবাব্যতীত আর কিছুই জানেন না। সব সেবাই হার মানিয়াছে—রাধাকিঙ্করীর সেবার কাছে। তাঁহারা যে সেবারসেই তন্ময় ! এই শ্লোকে চিত্রাসখীর নিকট চিত্রকলা রচনা শিক্ষার প্রার্থনা। চিত্রাসখীর পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণগণো-দ্দেশে বর্ণিত আছে—

"চিত্রা চতুর্থী কাশ্মীরগৌরী-কাচনিভাম্বরা। ষড়্বিংশত্যা কনিষ্ঠাহ্না মাধবামোদমেদুরা ॥
চতুরাখ্যাৎ পিতুর্জাতা সূর্য্যমিত্রপিতৃব্যজা। জনন্যাং চর্চ্চিকাখ্যায়াং পতিরস্যাস্তু পীঠরঃ ॥

× × × ×

চিত্রা বিচিত্রচাতুর্য্যা সর্ব্বত্রাসৌ প্রবেশিনী। যানেঽভিসরণাভিখ্যে ষড়্গুণস্য তৃতীয়কে ॥
লেখেঽপীঙ্গিতবিজ্ঞানে নানাদেশীয় ভাষিতে। দৃষ্টিমাত্রাৎ পরিচয়ে মধুক্ষীরাদিবস্তুনঃ।
কাচভাজননির্ম্মাণে তন্মধ্যোর্ম্মিবিনির্ম্মিতৌ। জ্যোতিঃশাস্ত্রে পশুব্রাত-বিদ্যায়াং কার্ম্মণেঽপি চ ॥
বৃক্ষোপচার-শাস্ত্রে চ বিশেষাৎ পাটবং গতা। রসানাং পানকাদীনাং সুষ্ঠু-নির্ম্মাণ-কর্ম্মণি ॥"

অর্থাৎ "অষ্টসখীর মধ্যে চিত্রা চতুর্থী, ইঁহার অঙ্গকান্তি কুঙ্কুমের ন্যায়, কাচের বর্ণের ন্যায় বসন, শ্রীরাধারাণী হইতে ষড়্বিংশতি অর্থাৎ ২৬ দিনের কনিষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে ইনি আনন্দিতা। ইঁহার পিতার নাম চতুর, এই চতুর বৃষভানু রাজার পিতৃব্য। মাতার নাম চর্চিকা, পতির নাম পীঠর।

চিত্রাসখীর চাতুর্য অতি বিচিত্র। সর্বত্রই ইঁহার প্রবেশাধিকার। অভিসারে, যুদ্ধশাস্ত্রীয় ষড়্গুণের তৃতীয় গুণে বা যুদ্ধযাত্রায়, লেখনকার্যে, নিখিল ইঙ্গিত-বিজ্ঞানে, দৃষ্টিমাত্র মধু ক্ষীরাদি বস্তুর গুণপরিচয়ে, কাচপাত্রের গঠনে, কাচপাত্রে জলতরঙ্গ-প্রকাশে, জ্যোতিষশাস্ত্রে, পশু পরিচর্যায়, ঔষধাদি প্রয়োগে, মারণ-উচ্চাটনাদি বিদ্যায়, বৃক্ষোপচারশাস্ত্রে এবং বিবিধ পানক নির্মাণে ইনি অতি সুদক্ষা !"

এই বিচিত্র বিদ্যায় পরম সুদক্ষা শ্রীচিত্রাসখীর নিকট শ্রীপাদ রঘুনাথ চিত্রাবলী রচনা শিক্ষা করিবেন

মধ্যাহ্নকাল। শ্রীল রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডতীরে বসিয়া শ্রীরাধারাণীর সেবাপ্রাপ্তির কামনায় রোদন করিতেছেন। এই বুঝি পাই—এই বুঝি পাই। সহসা স্ফুরণ আসিল। শ্রীশ্রীরাধামাধব সখীগণসঙ্গে শ্রীকুণ্ডের বনভ্রমণলীলা সমাপ্ত করিয়া ললিতানন্দদ কুঞ্জে বসিয়াছেন। মঞ্জরীগণ পাদসম্বাহন, বীজনাদির দ্বারা শ্রীরাধামাধবের শ্রম বিদূরিত করিলে বৃন্দাদেবী মধুপূর্ণ পানপাত্র আনিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পানপাত্র লইয়া 'হে প্রিয়ে ! পান কর' বলিয়া শ্রীমতীর মুখকমলের সন্নি-কটে লইয়া গেলে শ্রীরাধা লজ্জায় নতমুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে উহা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর শ্রীমতী বস্ত্রাঞ্চলে বদন আবৃত করত একবার মাত্র মধু আঘ্রাণ ও অধরস্পর্শে সুবাসিত করিয়া প্রিয়তম শ্রী-কৃষ্ণের হস্তে উহা সমর্পণ করিলেন।

পরং তুঙ্গাত্মা যৌবতসদসি বিদ্যাদ্ভুত-গুণৈঃ
স্ফুটং জিত্বা পদ্মাপ্রভৃতি-নবনারীর্ভ্রমতি যা ।
জনোঽয়ং সম্পাদ্যঃ সখি বিবিধ-বিদ্যাস্পদতয়া
তয়া কিং শ্রীনাথাচ্ছলনিহিত-নেত্রেঙ্গিত-লবৈঃ ? ৮ ॥

অনুবাদ—যে তুঙ্গবিদ্যাসখী যুবতীসভায় অদ্ভুত গুণরাজির দ্বারা পদ্মা প্রভৃতি নব-নারীকুলকে সম্যক্ পরাজিত করিয়া পরিভ্রমণ করেন, আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণীর ছলসহকারে নয়ন-ইঙ্গিতের লবমাত্রে তাঁহার দ্বারা এই দাসীজনকে শিক্ষা দিয়া কি নিখিল বিদ্যার আস্পদ করিয়া তুলিবেন ? ৮ ॥

টীকা—পরমিতি ! হে সখি যা তুঙ্গ্যাত্মা বিদ্যা পরং কেবলম্ অদ্ভুতগুণৈঃ পদ্মা প্রভৃতি নবনারীঃ কর্ম্মভূতাঃ জিত্বা যৌবতসদসি যুবতিবৃন্দসভায়াং স্ফুটং যথাস্যাত্তথা ভ্রমতি তয়া তুঙ্গবিদ্যয়া কর্ত্র্যা শ্রীনাথা-চ্ছলনিহিতনেত্রেঙ্গিত লবৈর্হেতুভূতৈর্বিবিধ বিদ্যাস্পদতয়া নানাপ্রকার বিদ্যাস্থানত্বেন অয়ং জনঃ কিং সম্পাদ্যঃ

"প্রিয়াটবীবৃক্ষলতোদ্ভবং প্রিয়ং প্রিয়াধরস্পর্শ-সুসৌরভং মধু ।
নিজপ্রিয়ালী-পরিহাস-বাসিতং প্রিয়ার্পিতং সস্পৃহমাপপৌ প্রিয়ঃ ॥"
(গোঃ লীঃ—১৪।৮৭)

"এই মধু প্রিয়াটবী অর্থাৎ বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষলতোৎপন্ন এই হেতু প্রিয়, তথা প্রিয়ার অধরস্পর্শে সুরভিত ও নিজপ্রিয়াবর্গের পরিহাসরসবাসিত এবং স্বয়ং প্রিয়াজী-কর্তৃক অর্পিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্পৃহার সহিত উহা পান করিলেন ।" প্রিয়তমা শ্রীরাধার গুণে মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়-বদন-সুবাসিত মধু প্রিয়তমার করকমলে সমর্পণ করিলে শ্রীরাধা বসনে বদনাবৃত করিয়া প্রিয়তমের মুখ-সুবাসিত মধু পান করিলেন । এইরূপে পুনঃ পুনঃ মধুপানে উভয়েই মহাপ্রমত্ত হইয়া পড়িলেন এবং স্খলিতগতিতে স্খলিতবাক্যে উভয়েই 'নিকুঞ্জসরোজ' নামক কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া বিলাসরসে মগ্ন হইলেন । মধুপান-জনিত প্রমত্ত-দশায় যুগলের কি নিবিড় স্মর সমর ! কিঙ্করী তুলসী কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়া যুগলবিলাসমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন । স্মরসমরে পরস্পরের নিবিড় সংঘর্ষে শ্রীযুগলের অঙ্গের পত্রাবলী, তিলকাদি সব স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে । বিলাসের অবসান হইয়াছে । কিঙ্করী তুলসী কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছেন । বীজন, জলদান, তাম্বূলদানাদি সেবার সহিত চিত্রাসখীর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত তুলসী অপূর্ব নৈপুণ্যের সহিত যুগলের অঙ্গে পত্রাবলী রচনা করিয়া দিয়াছেন । সহসা স্ফূর্তির বিরাম হইয়াছে । চিত্রাসখীর নিকট লীলাময়-লীলাময়ীর রহস্যময় পত্রভঙ্গী রচনা শিক্ষার প্রার্থনা শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন ।

"এই অনুগত জনে (কবে) বিচিত্র-রূপেতে । চিত্রা সখী শিক্ষা দিবে বেশ বনাইতে ॥
মধুপান করি কুঞ্জে শ্রীরাধা-গোবিন্দে । মহামত্ত মনসিজ সমর-তরঙ্গে ॥
গলিয়া পড়িলে অঙ্গে পত্র চিত্র-শ্রেণী । পুনর্ব্বার অঙ্গরাগ করিব কি আমি ?" ৭ ॥

ভবিষ্যতীতি শেষঃ। শ্রীনাথয়া শ্রীরাধয়া ছলেন নিহিতানি প্রযোজিতানি যানি নেত্রেঙ্গিতানি তেষাং লবৈর্লেশৈরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের সখীগণের নিকট সেবা-শিক্ষা-বাসনার পরম্পরা চলিয়াছে। এই শ্লোকে তুঙ্গবিদ্যাসখীর নিকট বিবিধ বিদ্যা শিক্ষার প্রার্থনা করিতেছেন স্বরূপাবেশে। শ্রীতুঙ্গবিদ্যার পরিচয়-প্রসঙ্গে গণোদ্দেশে লিখিত আছে—

"পঞ্চমী তুঙ্গবিদ্যা স্যাজ্জায়সী পঞ্চভির্দিনৈঃ। চন্দ্রচন্দনভূয়িষ্ঠা কুঙ্কুমদ্যুতিশালিনী ॥
পাণ্ডুমণ্ডলবস্ত্রেয়ং দক্ষিণপ্রখরোদিতা। মেধায়াং পুষ্করাজ্জাতা পতিরস্যাস্তু বালিশঃ ॥"

"পঞ্চমী সখী তুঙ্গবিদ্যা, ইনি শ্রীরাধার পাঁচ দিনের জ্যেষ্ঠা, অঙ্গগন্ধ কর্পূর-মিশ্রিত চন্দনের ন্যায়, কুঙ্কুমের ন্যায় অঙ্গকান্তি, পিঙ্গলবর্ণ বসন। ইনি দক্ষিণাপ্রখরা। ইঁহার মাতার নাম মেধা, পিতার নাম পুষ্কর, পতির নাম বালিশ।"

"তুঙ্গবিদ্যা তু বিদ্যানামষ্টাদশতয়াংশিতা। সন্ধাবতীব কুশলা কৃষ্ণবিশ্রম্ভশালিনী ॥
রসশাস্ত্রে নয়ে নাট্যে নাটকাখ্যায়িকাদিষু। সর্ব্বগান্ধর্ব্ববিদ্যায়ামাচার্য্যকমুপাগতা।
বিশেষান্মার্গগীতাদৌ বীণাযন্ত্রাদিপণ্ডিতা ॥" (ঐ)

"তুঙ্গবিদ্যা অষ্টাদশবিদ্যায়* পারদর্শিনী। সন্ধিকার্যে অতীব কুশলা, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাসভাজন। ইনি রসশাস্ত্রে, নীতিশাস্ত্রে, নাট্যবিদ্যায়, নাটক ও আখ্যায়িকাদি রচনায় এবং নিখিল সঙ্গীতশাস্ত্রে আচার্যা। দেবতা ও ঋষি-প্রণীত তৈর্যত্রিকবিদ্যায় এবং বীণাবাদনে ইনি সবিশেষ অভিজ্ঞা।"

তুঙ্গবিদ্যার নিকট উল্লিখিত বিদ্যাসমূহ শিক্ষা করিবেন কিঙ্করী। সর্বপ্রকার বিদ্যার তুঙ্গে বা শিখরে অবস্থিতা বলিয়া 'তুঙ্গবিদ্যা' নামটি অন্বর্থ। তাই অদ্ভুত বিদ্যাগুণে ভূষিতা যে তুঙ্গবিদ্যাসখী শ্রীরাধারাণীর বিপক্ষা পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি অভিনবা‡ রমণীগণকে সর্বতোভাবে পরাজিত করিয়া ব্রজযুবতীগণের সভায় সগৌরবে বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই তুঙ্গবিদ্যাসখীর নিকট ঐ সব বিদ্যা শিক্ষা করিবেন তুলসী। শ্রীরাধাগতপ্রাণা তুলসী, শ্রীরাধার চরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা। রাধাচরণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। অপার করুণাসাগররূপিণী তাই স্বয়ং এবং সখীগণের দ্বারা নানা কলাবিদ্যা শিক্ষা দিয়া

---

* অষ্টাদশবিদ্যা যথা—

"সষড়ঙ্গা চতুর্ব্বেদী মীমাংসান্যায়বিস্তরঃ। পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা অষ্টাদশস্মৃতাঃ ॥"

(১) ঋগ্বেদ, (২) সামবেদ, (৩) যজুর্বেদ, (৪) অথর্ববেদ, (৫) শিক্ষা, (৬) কল্প, (৭) ব্যাকরণ, (৮) নিরুক্ত, (৯) জ্যোতিষ, (১০) ধাতুগণ, (১১) বেদান্তদর্শন, (১২) মীমাংসাদর্শন, (১৩) ন্যায়দর্শন, (১৪) বৈশেষিকদর্শন, (১৫) সাংখ্যদর্শন, (১৬) পাতঞ্জলদর্শন (যোগদর্শন), (১৭) পুরাণ, (১৮) ধর্মশাস্ত্র।

‡ পদ্মা, শৈব্যাদিও কৃষ্ণকান্তা চন্দ্রাবলীর সখী, সকলেই মহাভাববতী তাই নব নারীকুল বলিয়া তাঁহাদের আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

স্ফুরন্মুক্তা-গুঞ্জামণি-সুমনসাং হাররচনে
মুদেন্দোর্লেখা মে রচয়তু তথা শিক্ষণবিধিম্।
যথা তৈঃ সংক৯প্তৈর্দয়িতসরসীমধ্যসদনে
স্ফুটং রাধাকৃষ্ণাবয়মপি জনো ভূষয়তি তৌ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ – ইন্দুলেখাসখী আমায় সুশোভন মুক্তা, গুঞ্জা, মণি এবং কুসুমসমূহের হাররচনা বিষয়ে সহর্ষে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করুন, যাহাতে আমি স্বরচিত হারসমূহদ্বারা শ্রীকুণ্ডের কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে উত্তমরূপে ভূষিত করিতে পারি ॥ ৯ ॥

টীকা—স্ফুরদিতি। ইন্দোর্লেখা ইন্দুলেখা সখী স্ফুরন্মুক্তাগুঞ্জামণিসুমনসাং হাররচনে মে মম তথা শিক্ষণবিধিং শিক্ষণপ্রকারং রচয়তু যথা ক৯প্তৈ রচিতৈস্তৈ স্ফুরন্মুক্তাদিভিঃ কৃত্বা দয়িতসরসীমধ্যসদনে রাধাকুণ্ড-মধ্যগৃহে তৌ রাধাকৃষ্ণৌ অয়ং মদ্বিধোজনঃ স্ফুটং ভূষয়তীত্যন্বয়ঃ। স্ফুরন্ত্যঃ প্রকাশমানা মুক্তাশ্চ গুঞ্জাশ্চ মণয়শ্চ সুমনাংসি চ তানি তেষামিত্যর্থঃ। নম্নু ইন্দোর্লেখেত্যনেন কথমিন্দুলেখাসংজ্ঞকব্যক্তি প্রতীতিঃ কিন্তু ইন্দুসম্বন্ধিন্যা রেখায়াঃ প্রতীতিঃ যথা পঙ্কাজ্জাতমিতি প্রয়োগেণ ন কেবলং পদ্মস্য প্রতীতিঃ কিন্তু পঙ্কোদ্ভূত বস্তুমাত্রস্য তথা প্রতীতৌ তু ক্লিষ্টতারূপদোষাপত্তিঃ স্যাদিতি ন বাচ্যম্। শিক্ষদসখীপ্রকরণ স্বরসাদেব বিবক্ষিতার্থস্য প্রতীতে রসাপকর্ষকত্বাভাবাদিতি ন কিঞ্চিদেতৎ ॥ ৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের সেবাশিক্ষা-সংকল্পের মাধুরীতে রাধাদাস্যের হার্দ্য বা সৌন্দর্য-মাধুর্যের অনুভূতি সামাজিক ভক্তের চিত্তেও আস্বাদিত হইবে। সেবাবাসনার মনোরম চিত্র-সমূহ প্রেমতূলিকাদ্বারা অঙ্কিত হইয়া কিভাবে শ্রীপাদের মহাভাবভাবিতচিত্তে সাজানো রহিয়াছে, তাহা প্রতিটি শ্লোকেই অনুভব হয়। সেবা-উৎকণ্ঠায় শ্রীপাদের চিত্ত ভরপুর। ক্ষুধাব্যতীত যেমন অন্নব্যঞ্জ-

---

অনন্য-শরণা কিঙ্করীকে নিখিল বিদ্যায় নিপুণ করিয়া তুলেন। শ্রীরাধারাণী কোন ছলে নয়ন-ইঙ্গিতে তুঙ্গবিদ্যাসখীকে আদেশ দান করিতেছেন তুলসীকে সব বিদ্যায় নিপুণ করিয়া লওয়ার জন্য। শ্রীরাধার নয়ন-ইঙ্গিতের লবমাত্রেই সর্ববিদ্যায় নিপুণা তুঙ্গবিদ্যাসখী শ্রীরাধার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তুলসীকে নির্জনে লইয়া গিয়া সব বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিতেছেন। শ্রীরাধার সখীগণ সব ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত। রসপুষ্টির জন্যই এই স্বভাব-বৈচিত্রী। আপনাপন রসানুরূপ বিদ্যা সকলেরই স্বতঃসিদ্ধ। রাধাকিঙ্করীতে সকলপ্রকার ভাব রসের সমাহার, তাই কিঙ্করীগণকে বিভিন্ন সখীর নিকট হইতে শিক্ষা দেওয়াইয়া নানা কলাবিদ্যায় নিপুণ করিয়া তুলেন শ্রীরাধারাণী। নিজে শিক্ষা দিয়া বা সখীগণের দ্বারা দেওয়াইয়া দাসীকে নিজের সেবার যোগ্য করিয়া তুলেন। ধন্য শ্রীরাধারাণীর করুণা-বৈচিত্রী !

"অদ্ভুত বিদ্যাদ্বারা সখী তুঙ্গবিদ্যা। সদা পরাজিত করে সখী শৈব্যা পদ্মা ॥
যুবতী-সভায় গর্ব্বে ভ্রমিয়া বেড়ান। নিজ যূথেশ্বরীর যে মর্য্যাদা বাড়ান ॥
তুঙ্গবিদ্যা শ্রীরাধিকার কটাক্ষ-ইঙ্গিতে। ভূষিত করিবে নানা বিদ্যার সম্পদে ॥" ৮ ॥

নাদির আস্বাদন মধুর হয় না, তদ্রূপ উৎকণ্ঠা-ব্যতীত সেবাকাঙ্ক্ষার চমৎকারিত্ব নাই। আর্তিভরে এই শ্লোকে ইন্দুলেখা সখীর নিকট হার-মাল্যাদি রচনা শিক্ষার সংকল্প।

"ইন্দুলেখা ভবেৎ ষষ্ঠী হরিতালোজ্জ্বলদ্যুতিঃ। দাড়িম্বপুষ্পবসনা কনিষ্ঠা বাসরৈস্ত্রিভিঃ॥
বেলা-সাগরসংজ্ঞাভ্যাং পিতৃভ্যাং জনিমীয়ুষী। বামপ্রখরতাং যাতা পতিরস্যাস্তু দুর্ব্বলঃ॥
× × × ×
ইন্দুলেখা-ভবেন্মল্লা নাগতন্ত্রোক্তমন্ত্রকে। বিজ্ঞানস্য চ মন্ত্রেঽপি-সামুদ্রক-বিশেষবিৎ॥
হারাদিগুম্ফনে চিত্রে দন্তরঞ্জনকর্ম্মণি। সর্ব্বরত্ন পরীক্ষায়াং পট্টডোরাদিগুম্ফনে॥
লেখে সৌভাগ্যমন্ত্রস্য কৌশলং যস্তুজেধৃতম্। অন্যোন্যরাগমুৎপাদ্য সৌভাগ্যজনয়েদ্বরম্।"
(শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ-দীপিকা)

"ইন্দুলেখা অষ্টসখীর মধ্যে ষষ্ঠী, ইঁহার অঙ্গকান্তি হরিতালের ন্যায় উজ্জ্বল, দাড়িম্বপুষ্পের ন্যায় বসন, ইনি শ্রীরাধার তিন দিনের কনিষ্ঠা। মাতার নাম বেলা, পিতার নাম সাগর, পতির নাম দুর্বল। বামাপ্রখরা স্বভাবা। ইনি সর্পশাস্ত্রোক্তমন্ত্রে বিশেষ সমর্থা, বিজ্ঞান মন্ত্রে, সামুদ্রিক বা জ্যোতিষশাস্ত্রে পারংগতা। বিচিত্র হারগুম্ফনে, দন্তরঞ্জনকার্যে, সর্বপ্রকার রত্নের পরীক্ষায়, পট্টডোরী প্রস্তুত করণে সুদক্ষা, সৌভাগ্যমন্ত্রের লিখনকৌশল ইঁহার করতলগত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক অনুরাগ উৎপাদন করিয়া ইনি উৎকৃষ্ট সৌভাগ্য বিস্তার করিয়া থাকেন।"

তুলসী ইন্দুলেখার নিকট সুশোভন মণি, মুক্তা ও গুঞ্জার হার এবং কুসুমমাল্য রচনার কৌশল বা সুচারু শিল্পশিক্ষা করিবেন। বিলাসের আতিশয্যে শ্রীরাধামাধবের বারবার মণিহার, মুক্তামালা, গুঞ্জামালা, কুসুমমাল্য ইত্যাদি ছিন্ন এবং বিমর্দিত হইবে। সখীগণের প্রতি লজ্জা, তাঁহারা সেখানে যাইতে পারিবেন না। মঞ্জরীগণই মাল্যাদি গুম্ফনের দ্বারা অলঙ্কার, মাল্যাদি-হীন যুগলকে ভূষিত করিয়া সখীগণের পরিহাস হইতে রক্ষা করিবেন। সখীগণেরও ইচ্ছা—কিঙ্করী সর্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করুক। যেখানে তাঁহাদের গমনাধিকার নাই, সেখানের সেবাকার্যে যদি কিঙ্করীকে নিপুণ করিয়া তোলা যায়, তবে তাঁহাদের সেই বিদ্যা যুগলের রহস্যময় সেবায় নিয়োজিত হইয়া সার্থক হইবে। তাই সবিশেষ আগ্রহে সখীগণ কিঙ্করীগণকে এইসব শিক্ষা দিয়া থাকেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ কুণ্ডতীরে পড়িয়া রোদন করিতেছিলেন। সেবার অভাবে প্রাণ কণ্ঠাগত। অমনি স্ফুরণ আসিল। দেখিতেছেন—কুণ্ডতটে নিভৃত-নিকুঞ্জে যুগলবিলাস! মিলন-পরিপাটী কি অদ্ভুত! শ্রীমতীর সেবাপ্রাণা কিঙ্করীর ভাব না থাকিলে ইহার মাধুর্য বুঝা মুস্কিল। যুগলের কি সুতীব্র বিলাস-লালসা! যাঁহাদের প্রতিটি অঙ্গ পরস্পরের প্রতি অঙ্গের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়—'প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর' 'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে' ইত্যাদি (পদকল্পতরু)। মিলন-কালে সেই নিবিড় আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি হেতু এমন অদ্ভুতভাবে পরস্পরের অঙ্গসংমর্দ হইতেছে যে হার, মাল্যাদি সব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বেশভূষা সবই বিপর্যস্ত! সেবার সময় বুঝিয়া কিঙ্করী

অয়ে পূর্ব্বং রঙ্গেত্যমৃতময়-বর্ণদ্বয়-রস-
স্ফুরদ্দেবী-প্রার্থ্যং নটন-পটলং শিক্ষয়তি চেৎ।
তদা রাসে দৃশ্যং রসবলিতলাস্যং বিদধতো-
স্তয়োর্বক্ত্রে যুঞ্জে নটনপটু বীটিং সখি মুহুঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অয়ি সখি! 'রঙ্গ' এই সুধাপূর্ণ অক্ষরদ্বয়দ্বারা যাঁহার রঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে এবং যিনি 'দেবী' বা দ্যোতমানা—সেই রঙ্গদেবী যদি আমায় পূর্ববাঞ্ছিত নৃত্যকলায় নিপুণ করিয়া তুলেন, তবে রাসনৃত্যকালে আমি শ্রীশ্রীরাধামাধবের বদনকমলে নৃত্যপটুতাবর্ধনকারী তাম্বূলবীটি পুনঃ পুনঃ অর্পণ করিব ॥ ১০ ॥

টীকা—অয়ে ইতি। অয়ে সখি রঙ্গেত্যমৃতময় বর্ণদ্বয় রসস্ফুরদ্দেবী অর্থাদ্রঙ্গদেবী কর্ত্রী চেদ্যদি পূর্ব্বং রাসনৃত্যাৎ পূর্ব্বং প্রার্থ্যং প্রার্থনীয়ং যোগ্যমিতি যাবৎ নটন-পটলং নৃত্যসমূহং শিক্ষয়তি। তদা দৃশ্যং দর্শনযোগ্যং রসবলিতলাস্যং রসযুক্তনৃত্যং রাসে বিদধতোস্তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্বক্ত্রে মুখে নটনপটু যথাস্যাত্তথা বীটিং তাম্বূলবীটিকাং মুহুর্বারম্বারং যুঞ্জে দাস্যামীত্যন্বয়ঃ। রঙ্গেতি যদমৃতময়ং বর্ণদ্বয়ং তেন সহ রসেন স্বার্থপ্রকাশনরূপ বীর্য্যেণ স্ফুরৎ সংজ্ঞারূপেণ প্রকাশমানং দেব ইতি অর্থাদ্বর্ণদ্বয়ং যস্যা ইত্যর্থঃ। নটনপটু ইতি নৃত্যন্ সন্ যুঞ্জে ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

তুলসী কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ইন্দুলেখার নিকট শিক্ষা করিয়া তুলসী হার, মাল্যাদি গুম্ফনে বিপুল দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন। মুক্তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে—তুলসী বিলাসশয্যা হইতে মুক্তাগুলি চয়ন করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে হার গাঁথিয়া শ্রীরাধামাধবকে পরাইয়া দিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতিপ্রিয় গুঞ্জামালাও ছিঁড়িয়াছে, শীঘ্র গুঞ্জামালা গাঁথিয়া পরাইলেন। এমনি মণিহার-ফুলমালা গাঁথিয়া এত শীঘ্র এই সেবা সম্পন্ন করিয়াছেন যে, শ্রীরাধামাধব তুলসীর প্রতি পরম প্রসন্ন হইয়াছেন। যেমনি নিপুণতার সহিত অতি শীঘ্র হার-মাল্যাদি গাঁথিয়াছেন, তেমনি অপূর্ব শিল্পকলা হার-মাল্যাদিতে প্রকাশ পাইয়াছে। তুলসীর সেবা-নৈপুণ্যে উভয়ের নয়ন হইতে করুণারাশি তুলসীর উপরে ঝরিয়া পড়িতেছে। স্ফুরণ হইলেও সব সাক্ষাৎকারের মতই আস্বাদন আছে। যতক্ষণ স্ফূর্তি, ততক্ষণ স্ফুরণ বলিয়া মনে হয় না; সাক্ষাৎকার বলিয়াই মনে হয়। নচেৎ দুঃখের অনুভূতিতে স্ফুরণের বিরাম ঘটিবে। একটি উত্তম কুসুম-মাল্য গুম্ফন করিয়া শ্রীমতীর গলায় পরাইবেন—হাতে আর কিছুই পাইলেন না। স্ফুরণের বিরাম হইল। হাহাকারের সহিত প্রার্থনা করিলেন—'কবে ইন্দুলেখাসখীর নিকট হইতে হার-মাল্যাদি গুম্ফন শিক্ষা করিয়া শ্রীকুণ্ডের তটবর্তিকুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাসান্তে তাঁহাদের ভূষিত করিব?'

"হে মোর প্রাণসখী নাম ইন্দুলেখা। পরমা সুন্দরী খ্যাতি যেই চন্দ্রলেখা ॥
তুমি মোরে এই শিক্ষা দিবে গো যতনে। মণি, মুক্তা, গুঞ্জা, কুসুম, হার বিনির্ম্মাণে ॥
শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে শ্রীমণি-মন্দিরে। ভূষিত করিব যুগল স্বরচিত হারে ॥" ৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—সেবালালসায় ভরপূর শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত মন। শ্রীরূপমঞ্জরীর চরণে প্রার্থনা জানাইতেছেন—শ্রীরাধারাণীর পরমপ্রেষ্ঠসখীগণের নিকট বিবিধ সেবাশিক্ষার! সেবারসের আস্বাদন বিশ্বের আর সবই নীরস করিয়া দেয়। চাই কেবল—তোমার চরণে পড়িয়া থাকিব এবং সেবা করিব। শ্রীপাদ শ্রীরাধারাণীর চরণে নিজেকে একেবারে স'পিয়া দিয়াছেন। অন্য কামনার গন্ধ থাকিলে রাধাদাস্য পাওয়া যায় না। শ্রীরাধারাণী অপ্রাকৃত নবীন মদনকে মাদনরসে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। সেইস্থানে রাধাকিঙ্করীর রসময় সেবা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্লোকে রঙ্গদেবীর নিকট নৃত্যকলা শিক্ষার প্রার্থনা করিতেছেন—

"সপ্তমী রঙ্গদেবীয়ং পদ্মকিঞ্জল্ককান্তিভাক্। জবারাগিদুকূলেয়ং কনিষ্ঠা সপ্তভির্দিনৈঃ॥
প্রায়েণ চম্পকলতাসদৃশীগুণতো মতা। করুণা-রঙ্গসারাভ্যাং পিতৃভ্যাং জনিমীয়ুষী॥
অস্যা বক্রেক্ষণো ভর্ত্তা কনীয়ান্ ভৈরবস্য চ।

× × × ×

রঙ্গদেবী সদোত্তুঙ্গা হাবেঙ্গিত-তরঙ্গিণী। কৃষ্ণাগ্রেঽপি প্রিয়সখী-নর্ম্মকৌতূহলোৎসুকা॥
ষাড়্গুণ্যস্যগুণে তুর্য্যে যুক্তিবৈশিষ্ট্যমাশ্রিতা। কৃষ্ণস্যাকর্ষণং মন্ত্রং তপসা পূর্ব্বমীয়ুষী॥"
(শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা)

এই রঙ্গদেবী অষ্টসখীর সপ্তমী। পদ্মকেশরের ন্যায় অঙ্গকান্তি, জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ বসন, শ্রীরাধা হইতে ইনি সাত দিনের কনিষ্ঠা। ইনি গুণে প্রায় চম্পকলতার সদৃশী। পিতার নাম রঙ্গসার, মাতার নাম করুণা। ইনি সদাকাল হাস্যরঙ্গ বিস্তারিণী। কখন শ্রীকৃষ্ণের অগ্রেও শ্রীরাধাকে পরিহাস করিয়া কৌতুক করেন। ষড়্গুণের চতুর্থ (আসন) বিষয়ে যুক্তিকারিণী, পূর্বে তপস্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ-মন্ত্র প্রাপ্তি করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ মঞ্জরীস্বরূপে সেই রঙ্গদেবীর নিকট নৃত্যকলা শিক্ষা করিবেন। 'রঙ্গ' এই দুইটি সুধাপূর্ণ অক্ষরেই যাঁহার গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যুগলসেবার অশেষ রঙ্গ যাঁহাতে বিরাজ করিতেছে। বিবিধ রঙ্গকলায় যিনি সুনিপুণা। 'রঙ্গ' এই অক্ষরদ্বয় দ্বারাই যিনি স্বীয় নামের মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। আবার যিনি 'দেবী' দ্যোতমানা, অথবা ক্রীড়ার্থে দিব্ ধাতু অর্থাৎ যিনি রূপে, গুণে এবং যুগলবিলাস-বিস্তারে অতুলনীয়া। স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদের স্ফূর্তিতে লীলার মধ্যে সেবারসের আস্বাদন এবং স্ফূর্তির বিরামে সেবাশিক্ষার প্রার্থনা—এই প্রকার সংকল্পের পরম্পরা চলিয়াছে।

স্ফুরণে শ্রীপাদ দেখিতেছেন—রাস হইতেছে। "মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন। মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥" (চৈঃ চঃ)। 'রাস' রসেরই উৎসব। শ্রীরাধারাণীর মাদনপ্রেম আস্বাদন করিবার জন্যই রাস, অন্যান্য ব্রজদেবীগণের সম্মীলন উৎসবের সৌষ্ঠব বিধানের জন্য। বিশ্বমোহন শ্রীশ্রীরাধামাধবের কি অপূর্ব নৃত্যবিলাস-মাধুরী!

"করে কর মণ্ডিত মণ্ডলী মাঝ। নাচত নাগরী নাগররাজ ॥
বাজত কত কত যন্ত্র-সুতান। কত কত রাগ মান করু গান ॥
কত কত অঙ্গ-ভঙ্গ কত কম্প। কঙ্কণ কিঙ্কিণী বলয়া নিশান ॥
অপরূপ নাচত রাধা কান।
জনু নব-জলধরে বিজুরিক ভাতি। কহ মাধব তুহুঁ ঐছন কাঁতি ॥" (পদামৃত-মাধুরী)

রাধাকিঙ্করী তুলসীর দৃষ্টি রাধামাধবের দিকে। বহুক্ষণ নৃত্য করিতে করিতে শ্রীরাধামাধব শ্রান্ত। রাসরসে বিপুল আবেশহেতু তবু নৃত্যের বিরাম নাই। তুলসী শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীমুখে শ্রম-হারক তাম্বূল-বীটিকা অর্পণ করিবেন। যে তাম্বূল-সেবনে নৃত্যশ্রম নাশপ্রাপ্ত হইয়া নৃত্যের উল্লাস অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। রাসমণ্ডলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের তাম্বূলসেবা করিতে হইবে নৃত্যসহকারে। বিনা নৃত্যে সেখানে কেহই থাকিতে পারেন না। কারণ সেখানে যে নৃত্যেরই হাট বসিয়াছে!

"নাচত ধন নন্দলাল রসবতী করি সঙ্গে।
রবাব খমক পিনাক বীণা বাজত কত রঙ্গে ॥
কোই গায়ত কোই নাচত কোই ধরত তাল।
সখীগণ মেলি নাচিছে গায়িছে মোহিত নন্দলাল ॥
শুক নাচিছে শারী নাচিছে বসিয়া তরুর ডালে।
কপোত-কপোতী নাচিছে গাহিছে নবনব ঘন তালে ॥
ব্রহ্মা নাচিছে সাবিত্রী সহিতে পুলকে পূরিত অঙ্গ।
বৃষভ উপরে মহেশ নাচিছে পার্ব্বতী করি সঙ্গ ॥
কূর্ম্ম সহিতে পৃথিবী নাচিছে বলিছে ভালিরে ভালি।
গোবর্দ্ধনগিরি আনন্দে নাচিছে তার তটে রাসকেলি ॥
যমুনা নাচিছে তরঙ্গের ছলে নাচিছে মকর মীনে।
এ যদুনন্দন হেরিয়ে মোহন যুগল উজ্জ্বল গানে ॥"

মণ্ডলীবন্ধে সখীগণ নৃত্য করিতেছেন; মধ্যে নৃত্যপরায়ণ রাধাশ্যাম। তাঁহাদের অঙ্গের অলঙ্কার, পুষ্পমাল্য প্রভৃতি নাচিতেছে, হস্তে বংশী, বীণা নাচিতেছে, অঙ্গুলিদল তদুপরি নাচিতেছে, পশু-পাখী, বৃক্ষ-লতা, দেব-দেবী অখিল ব্রহ্মাণ্ড সকলেই নৃত্য করিতেছেন। তুলসী পূর্ব্বেই রঙ্গদেবীর নিকট অপূর্ব নৃত্যশিক্ষা করিয়াছেন। নৃত্য করিতে করিতে মণ্ডলীমধ্যে প্রবেশ করিয়া তুলসী যুগলের শ্রীমুখে তাম্বূল দান করিলেন। বিচিত্র নৃত্যকলা বিস্তার করিতে করিতে নৃত্যের তালে তালে পুনঃ পুনঃ তাম্বূলদান করিতে লাগিলেন। তাম্বূলদানে যুগলের শ্রমনাশ করিয়া নৃত্যোল্লাস বর্দ্ধিত করিলেন। ধন্য দাসী, ধন্য তাঁহার সেবা! সহসা স্ফুরণের বিরাম হইল। রোদনের সহিত শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে তাদৃশ সৌভাগ্যলাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন রঘুনাথ।

সদক্ষক্রীড়ানাং বিধিমিহ তথা শিক্ষয়তু সা
সুদেবী মে দিব্যং সদসি সুদৃশাং গোকুলভুবাম্ ।
তয়োর্দ্বন্দ্বে খেলামথ বিদধতোঃ স্ফূর্জ্জতি যথা
করোমি শ্রীনাথাং সখি বিজয়িনীং নেত্রকথনৈঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে সখি ! সুদেবি আমায় পাশাখেলায় অতি সুনিপুণ করিয়া তুলুন, যাহাতে এই ব্রজমধ্যে গোকুলসুন্দরীগণের সভায় শ্রীরাধামাধব উভয়েই পরস্পরকে জয় করিবার অভিলাষ করিলে আমি নেত্রভঙ্গিদ্বারা উৎকৃষ্ট চাল বলিয়া দিয়া আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণীকেই বিজয়িনী করিতে পারি ॥ ১১ ॥

টীকা—সদক্ষেতি। হে সখি সা সুদেবী এতন্নাম্নী সখী ইহ গোকুলভুবাং সুদৃশাং গোকুল সুন্দরীণাং সদসি সভায়াং দিব্যং সদক্ষক্রীড়ানাং বিধিং বিধানং তথা শিক্ষয়তু যথা নেত্রকথনৈর্নেত্রেঙ্গিতৈঃ করণৈঃ শ্রীনাথাং শ্রীরাধিকাং বিজয়িনীং করোমীত্যন্বয়ঃ। কুত্র সতি খেলাং বিদধতোঃ খেলাং কুর্ব্বতোস্তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্যুগ্মে স্ফূর্জ্জতি স্বস্বপ্রাগল্ভ্যেন স্বজয়চেষ্টাং কুর্ব্বতি সতি ॥ ১১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদ রঘুনাথের একভাবেই স্ফূর্তির পরম্পরা চলিয়াছে। স্ফুরণে লীলামাধুরী আস্বাদন করিয়া তদনুরূপ সেবা প্রার্থনা শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিতেছেন। এইশ্লোকে সুদেবীর নিকট পাশাক্রীড়া শিক্ষার প্রার্থনা। সুদেবী পাশাক্রীড়ায় পরম অভিজ্ঞা। ইহা ছাড়াও সুদেবী বহুবিষয়ে পারঙ্গতা।

"সুদেবী রঙ্গদেব্যাস্তু যমজা মৃদুরষ্টমী।
রূপাদিভিঃ স্বসুঃ সাম্যাৎ তদ্‌ভ্রান্তিভরকারিণী। ভ্রাত্রা বক্রেক্ষণস্যেয়ং পরিণীতা কণীয়সা ॥

× × × ×

সুদেবী কেশসংস্কারং প্রিয়সখ্যাস্তথাঞ্জনম্। অঙ্গসম্বাহনং চাস্যাঃ কুর্ব্বতী পার্শ্বগা সদা ॥
শারিকা-শুকশিক্ষায়াং লাব-কুক্কুট-খেলনে। ভূরি-শাকুনশাস্ত্রে চ পক্ষ্যাদিরুতবোধনে ॥
চন্দ্রোদয়ার্দ্র পুষ্পাদি বহ্নিবিদ্যাবিধাবপি। উদ্বর্ত্তনবিশেষে চ সুষ্ঠু কৌশলমাগতা ॥"

(গণোদ্দেশ-দীপিকা)

"সুদেবী রঙ্গদেবীর যমজা ভগ্নী এবং মৃদুস্বভাবা। রূপ, গুণ, স্বভাবাদি সবই রঙ্গদেবীর ন্যায় বলিয়া দর্শকের ইঁহাকে রঙ্গদেবী বলিয়াই ভ্রান্তি ঘটে। রঙ্গদেবীর পতি বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

"অভিনব অমৃতময় দুটি বর্ণ 'রঙ্গ'। 'দেবী' কহি দ্যোতমানা উজ্জ্বল শ্রীঅঙ্গ ॥
সেই রঙ্গদেবী যদি রাস-নৃত্যের আগে। শিখায় মোরে প্রার্থনীয় নৃত্য-ভঙ্গি রাগে ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ যবে শ্রীরাস-মণ্ডলে। সুযন্ত্রে সুছন্দে নাচে সুললিত তালে।
শ্রীরাধাগোবিন্দ দোঁহার বদন-কমলে। তাম্বূল-বীটিকা দিব নৃত্যের কৌশলে ॥" ১০ ॥

সুদেবীকে বিবাহ করেন। ইনি শ্রীরাধার কেশসংস্কার, অঞ্জনদান ও অঙ্গসম্বাহন করিতে সর্বদাই তাঁহার পার্শ্বে থাকেন। শুক-শারীর শিক্ষায়, লাব (লাওয়া) কুক্কুটাদি পক্ষীর যুদ্ধবিস্তারে, শুভাশুভ চিহ্নবিজ্ঞানে, পশু-পক্ষীর ভাষা-জ্ঞানে, চন্দ্রোদয়ে যেসব কুসুম বিকসিত হয় তাহার জ্ঞান, বহ্নিবিদ্যা এবং উদ্বর্তন প্রক্রিয়াতে ইনি পরম অভিজ্ঞা।"

শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফুরণ আসিয়াছে। শ্রীকুণ্ডের বায়ুকোণে সুদেবীর হরিৎকুঞ্জ বিদ্যমান। উহা হরিদ্বর্ণলতা, হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ এবং হরিদ্বর্ণ পক্ষি-সমন্বিত। হরিদ্বর্ণ-মণিতে উহার অন্তর-বহির্দেশস্থ কুট্টিম, চত্বর প্রভৃতি চিত্রিত থাকায় সব পদার্থ হরিদ্বর্ণে শোভমান। উহাতেই যুগলের পাশাক্রীড়া হইয়া থাকে। শ্রীপাদ কিঙ্করীরূপে দেখিতেছেন—সুদেবীর কুঞ্জে সসখী শ্রীরাধামাধব উপবিষ্ট। শ্রীরাধারাণী এবং সখীগণের ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—'হে কমলনয়ন! পাশা ক্রীড়ায় স্বীয় নৈপুণ্য দেখাও'। তখনি পাশাসারি আনিত হইল। শ্রীরাধাশ্যাম মুখোমুখী পাশাখেলিতে বসিয়াছেন। রাধা-মাধুরী দর্শনে শ্যাম বিভোর। শ্যামসুন্দরের দর্শনে শ্রীমতীরও বিভ্রম উপস্থিত। পাশাক্রীড়ায় কত কত হাব-ভাবাদির প্রকাশ! সখীগণের তৃষিত নয়ন-চাতকী যুগলের রূপামৃতধারা পান করিতেছে! কিঙ্করী তুলসী শ্রীরাধারাণীর পার্শ্বেই বসিয়াছেন। যেন স্বামিনীর মুখখানি ভালভাবে দেখা যায় এবং স্বামিনীও তাঁহাকে ভালভাবে দেখিতে পান—সেইভাবেই বসিয়াছেন। তুলসী পাশাক্রীড়ায় পরম সুনিপুণা। শ্রীসুদেবীর নিকট পাশা শিক্ষা করিয়া তুলসী তাহাতে সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। শ্যামের বদন-চাঁদ দর্শনে এবং শ্যামসুন্দরের পারিপাট্যময় পরিহাসবাণী শ্রবণে স্বামিনীর বিভ্রম উপস্থিত! চাল দিতে একটু গোলমাল করিয়াছেন। হারিবার উপক্রম। ইত্যবসরে পাশাক্রীড়ায় সুদক্ষা তুলসী নয়ন-ইঙ্গিতে উত্তম চালটি বলিয়া দিয়া স্বামিনীকে জয়ী করিলেন। এই অপূর্ব সেবার নিমিত্ত শ্রীরাধারাণীর একান্ত করুণার ভাজন হইলেন তুলসী। উপাস্য অপ্রাকৃত নবীনমদন এবং অখণ্ড মহাভাব—কিঙ্করী যুগলে ভাবময়ী। তাই ভাবের কিঙ্করীর ভাবেরই সেবা। 'নেত্রকথনৈঃ' নেত্রদ্বারে কথা বলিয়া কিঙ্করী স্বীয় ঈশ্বরীকে উত্তম চালটি জানাইয়া দিলেন। ঈশ্বরীব্যতীত ইহা অপর কেহই বুঝিতে পারিলেন না। শ্রী-শ্রীরাধামাধবের হরিণ-হরিণী সুরঙ্গ ও রঙ্গিণীকে পণ রাখিয়া খেলা আরম্ভ হইয়াছিল। ঈশ্বরী শ্রীরাধা-রাণী জয়শীলা হইলে যাঁহার জন্য এই খেলায় জয়, সেই তুলসীকেই মধুমঙ্গলের নিকট হইতে সুরঙ্গ হরিণকে আনয়নের নিমিত্ত শ্রীমতী ইঙ্গিত করিয়াছেন। ঈশ্বরীর আদেশে হরিণ আনয়নের জন্য হাত বাড়াইয়া আর কিছুই পাইলেন না। স্ফুরণের বিরাম হইল। স্ফূর্তির বিরামে সাধকাবেশে সুদেবীর নিকট পাশা-শিক্ষার এবং নয়নইঙ্গিতে চাল বলিয়া শ্রীমতীকে জয়শীলা করিবার প্রার্থনা শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট জ্ঞাপন করিলেন।

"হে সখি রূপমঞ্জরি! এই নিবেদন। ব্রজ-মাঝে সুলোচনা যত গোপীগণ॥
উৎকৃষ্ট পাশাখেলায় গোপীর সভাতে। শিখাবে 'সুদেবী' আমায় এই বাঞ্ছা চিত্তে॥

রহঃ কীরদ্বারাপ্যতিবিষমগূঢ়ার্থরচনং
দলে পাদ্মে পদ্যং প্রহিতমুদয়চ্চাটু-হরিণা।
সমগ্রং বিজ্ঞায়াচলপতি-বলৎকন্দরপদে
তদভ্যর্ণে নেষ্যে দ্রুতমতি মদীশাং নিশি কদা ? ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ চাটুবাদ প্রকাশপূর্বক অতি গোপনীয় ও গূঢ়ার্থযুক্ত পদ্য পদ্মদলে লিখিয়া শুকপক্ষিদ্বারা তাহা আমার নিকট প্রেরণ করিলে আমি সম্যক্‌রূপে তাহার অর্থ অবগত হইয়া কবে রজনীতে গোবর্ধনের মনোহর কন্দরমধ্যে মদীশ্বরী শ্রীরাধিকাকে লইয়া যাইব ? ১২ ॥

টীকা—রহ ইতি। অচলপতের্গোবর্দ্ধনস্য বলদ্দেদীপ্যমানং কন্দরপদং গুহাস্থানং তস্মিন্ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অভ্যর্ণে নিকটে কদা মদীশাং শ্রীরাধাং দ্রুতমতি যথাস্যাত্তথা নেষ্যে ইত্যন্বয়ম্। কিং কৃত্বা উদয়-চ্চ টুহরিণা কীরদ্বারা প্রহিতং প্রস্থাপিতং যৎ পাদ্মে দলে অতিবিষমগূঢ়ার্থরূপেণ রচনং রচিতং পদ্যং তৎ-সমগ্রং বিজ্ঞায় বিশেষণ জ্ঞাত্বা ॥ ১২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তোত্রে দশটি শ্লোকে শ্রীরাধারাণী এবং পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণের নিকট শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবার উপযোগী অশেষ কলাবিদ্যা শিক্ষা করিবার প্রার্থনা শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই শ্লোক হইতে স্তোত্রের অবশিষ্ট কয়েকটি শ্লোকে রহস্যময় সেবার সৌভাগ্য শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকটই প্রার্থনা করিতেছেন। সেবাই জীবনের সর্বস্ব। সেবার সৌষ্ঠব-বিধানের জন্যই বিবিধ শিক্ষায় নৈপুণ্যলাভের নিমিত্ত প্রার্থনা। শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্তই শ্রীপাদ রঘুনাথ একান্ত লালসান্বিত। সেবা-লালসার নব নব তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়সিন্ধুকে প্রতি-ক্ষণেই উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে ! নিয়ত সিদ্ধস্বরূপের স্ফূর্তিহেতু ভাবাকুলদশায় অভীষ্টচরণে যে সব সেবাপ্রাপ্তির প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, রাগানুগীয় সাধকগণের প্রতি তাহারই মধুর ভাবচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন এইসব স্তোত্রে। সাধক স্বরূপ জাগাইয়া এইসব পদ্যের মর্ম অনুভব করিবার চেষ্টা করিলে মহাজনের অনুভূতির রস দিয়া গড়া এই মহাবাণী সাধকের চিত্তকে লীলারাজ্যে লইয়া যাইবে। রাধাদাসী অভিমানের আনন্দ বর্ণনাতীত। শ্রীপাদ রঘুনাথের শাশ্বত স্বরূপাভিমান।

এই শ্লোকের উক্তি হইতে জানা যায়— স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদ রঘুনাথের সম্মুখে একটি মধুর লীলার স্ফুরণ জাগিয়াছে। সায়ংকাল। শ্রীপাদ কিঙ্করীরূপে যাবটালয়ে শ্রীরাধারাণীর পরিচর্যায় নিরতা। সহসা শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় একটি শুকপক্ষী গোপনে তুলসীর নিকট একটি পদ্মপত্র ঠোঁটে বহন করিয়া আনিয়া দিয়া গেল। তুলসী সেই পদ্মপত্রটি তুলিয়া দেখিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে অতি গূঢ়ার্থপূর্ণ পদ্য রচনা করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ তুলসীর নিকট সাতিশয় কাকুবাদ বা চাটুবাক্য

শ্রীরাধা-গোবিন্দ দোঁহে পাশাখেলা করে। বিজয়ের লাগি দোঁহে চিন্তিত অন্তরে ॥
সেই সময় নেত্র-ভঙ্গি চতুরালি করি। মদীশ্বরী শ্রীরাধাকে বিজয়িনী করি ॥" ১১ ॥

প্রয়োগ করিয়া গোবর্ধনের একটি মনোহর গিরিকন্দরে রজনীতে শ্রীরাধারাণীকে অভিসারের নিমিত্ত নিবেদন করিয়াছেন। পদ্যের রচনা এতই রহস্যময় যে অতিশয় প্রতিভাশালিনী বা সর্ববিদ্যায় সুনিপুণা রাধাকিঙ্করী-ব্যতীত ইহার মর্ম অনুধাবন করা সর্বথা দুষ্কর।

শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীবিদগ্ধ-মাধব নাটকে ষষ্ঠ অঙ্কে লিখিয়াছেন—একদা শ্রীচন্দ্রাবলীর সখী শ্রীপদ্মার হস্তে শ্রীকৃষ্ণ একটি পত্র ললিতাসখীকে দেওয়ার জন্য পাঠাইয়াছেন। পদ্মাসখীকে তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, শ্রীললিতা তাঁহাকে উত্তম ধাতুরাগ প্রদান করিয়া থাকে, এই পত্রে তাহা দেওয়ার কথাই লিখিত আছে। পত্রটির গূঢ়ার্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বরং পত্র-দানের ছলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের যোগাযোগের বার্তা বিপক্ষা শ্রীরাধার সখী ললিতাদির নিকট জানাইয়া তাঁহাদিগকে বিমর্ষ করিবার নিমিত্তই এই পত্র বহনের ভার পদ্মা গ্রহণ করিয়াছেন। পত্রটি পদ্মার নিকট প্রাপ্ত হইয়া ললিতা উহা পাঠ করিতেছেন—

"ত্বয়া মুক্তগিরিঃ পাণৌ মমাতুচ্ছপদস্থিতিঃ।
নিধীয়তামধীরাক্ষি রাগিধাতুপরিচ্ছদঃ॥"

পত্রের বাহ্যার্থ এই যে, 'হে চঞ্চলাক্ষি ললিতে! গিরিশৃঙ্গ হইতে ক্ষরিত উত্তম ধাতুরাগ তুমি আমার হস্তে সমর্পণ কর।' পদ্মা এই অর্থটিই বুঝিয়াছেন তাই ইহা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বহন করিয়া আনিয়া ললিতার হস্তে দিয়াছেন। ললিতা কিন্তু ঐ পদ্য পাঠ করিয়াই উহার গূঢ়ার্থ বুঝিতে পারিয়াছেন। পদ্যের রহস্যার্থ এই যে, "হে অধীরাক্ষি ললিতে! যুগলমাধুরী দর্শনের নিমিত্ত তোমার নয়ন অধীর হইয়া আছে, তাই বলি— আমার হস্তে **'রাগিধাতু পরিচ্ছদ'** সমর্পণ কর। উহা কিরূপ? না ঐ 'রাগিধাতু পরিচ্ছদ' এই আটটি অক্ষর হইতে তুমি 'গিরি' ও 'তুচ্ছপদ' এই ছয়টি অক্ষর মুক্ত বা বাদ দিয়া দিও। 'রাগিধাতুপরিচ্ছদ' এই অষ্ট অক্ষর হইতে 'গিরি' ও 'তুচ্ছপদ' এই ছয়টি অক্ষর বাদ দিলেই থাকিবে 'রাধা'। সেই রাধাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিও।" পদ্মার এই রহস্যার্থ বুঝিবার সামর্থ্য নাই, তাই তিনি বিপক্ষা হইয়াও প্রকারান্তরে রাধাভিসারের দৌত্য করিলেন।

শুকপক্ষি-কর্তৃক আনীত পদ্মপত্রে লিখিত শ্লোকটির অর্থ অন্যের দুর্বোধ্য হইলেও তুলসী সহজেই তাহার মর্মার্থ বুঝিতে পারিলেন। তুলসীর নিকট বহু অনুনয় বিনয় করিয়া চাটুবচন বিস্তারপূর্বক শ্যাম পত্র লিখিয়াছেন শ্রীরাধারাণীকে গিরিরাজের গুহায় অভিসারে লওয়ার নিমিত্ত। যদিও রাত্রিকাল, তবু গোবর্ধনের সেই মনোহর গুহা মণির প্রদীপাবলীতে উজলিত। তাই সেখানে অভিসারে কোন অসুবিধা নাই।

তুলসী শ্রীরাধারাণীকে সব কথা জানাইলে শ্রীমতী অভিসারের নিমিত্ত উৎসুকা হইলেন। তুলসী স্বামিনীকে অভিসারের সাজে সাজাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। হোক্ দূর পথ—হোক্ গভীর রাত্রি, তবু অনুরাগিণী তুলসীর সঙ্গে সবেগে অভিসারে চলিয়াছেন। তুলসী স্বীয় মনোরথে প্রেমোন্মাদিনীকে আরোহণ করাইয়া দ্রুতগতিতে শ্যামের নির্দেশিত গিরিগুহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। গিরি-কন্দর-

অদভ্রং বিভ্রাণৌ স্মররণভরং কন্দরখলে
মিথো জেতুং বিদ্ধাবপি নিশিত-নেত্রাঞ্চলশরৈঃ।
অপি ক্লিন্নদ্‌গাত্রৌ নখদশন-শস্ত্রৈরপি দরা-
ত্যজন্তৌ দ্রষ্টুং তৌ কিমু তমসি বৎস্যামি সময়ে ? ১৩ ॥

সমানং নির্ব্বাহ্য স্মর-সদসি সংগ্রামমতুলং
তদাজ্ঞাতঃ স্থিত্বা মিলিততনু নিদ্রাং গতবতোঃ।
তয়োর্যুগ্মং যুক্ত্যা ত্বরিতমভিসঙ্গম্য কুতুকাৎ
কদাহং সেবিষ্যে সখি কুসুমপুঞ্জব্যজনভাক্ ? ১৪ ॥

অনুবাদ—হে সখি ! গোবর্ধন-গুহামধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ শাণিত কটাক্ষবাণে এবং আপনাপন নখর ও দন্তরাজিরূপ অস্ত্রদ্বারা পরস্পরকে পরাভূত করিবার জন্য মদন-সমরে বিমত্ত হইয়াছেন এবং উভয়ে কেহই কাহাকেও ত্যাগ করিতেছেন না ; ফলে উভয়ের অঙ্গই অতিশয় ঘর্মাক্ত হইয়াছে, আমি কি তখন অন্ধকারে সেখানে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের দর্শন করিব ? ১৩ ॥

হে সখি ! মদনরাজের সভায় সমভাবে কন্দর্প-সমর নির্বাহ করিয়া নিস্পন্দ-দেহে শ্রীশ্রীরাধা-মাধব নিদ্রিত হইলে আমি কি তাঁহাদের নিকট গিয়া কৌতুকভরে কুসুমপুঞ্জরচিত ব্যজনের বাতাসদ্বারা তাঁহাদের সেবা করিব ? ১৪ ॥

টীকা—অদভ্রমিতি। উভোঃ তৌ সখি রাধাকৃষ্ণৌ দ্রষ্টুং সময়ে দর্শনযোগ্যকালে তমসি অন্ধকারে কিং বৎস্যামি স্থাস্যামি। তৌ কিন্তুতৌ নিশিত নেত্রাঞ্চল শরৈর্বিদ্ধাবপি কন্দরখলে পর্ব্বত-গুহাস্থিত তমালবৃক্ষতলে যদ্বা পার্ব্বতীয় ভূমিভাগে মিথঃ পরস্পরং জেতুম্ অদভ্রমত্যন্তং স্মররণভরং কন্দর্প-যুদ্ধাতিশয়ং বিভ্রাণৌ। অবয়বার্থস্তু স্পষ্ট এব। কিন্তুতৌ সন্তৌ বিভ্রাণৌ নখদশনান্যেব শস্ত্রাণি তৈঃ ক্লিন্নতী ক্লেদযুক্তে গাত্রে যয়োরেবম্ভূতাবপি দর ঈষদপি অত্যন্তৌ। কাকাক্ষি ন্যায়েন মিথ ইত্যস্য ত্যজন্তাবিত্যত্রাপি সম্বন্ধঃ ॥ ১৩ ॥

দ্বারে উৎকণ্ঠিত শ্যামসুন্দর নির্ণিমেষ-নয়নে শ্রীমতী ও তুলসীর পথপানে চাহিয়া আছেন। তুলসী স্বামিনীকে শ্যামসুন্দরের হস্তে সঁপিয়া দিতেছেন—'এই নাও তোমার প্রিয়া'—শ্যামের হস্তে প্রিয়াজীকে দিতে গিয়া হস্তে আর কিছুই পাইলেন না। স্ফূর্তির বিরাম হইল। হাহাকারের সহিত ঐ সেবাটি শ্রীরূপ-চরণে প্রার্থনা করিলেন।

"অতি বিষম গূঢ়ার্থ এক পদ্য বিরচিয়া। চাটুকারী কৃষ্ণ পদ্ম-দলেতে লিখিয়া ॥
শুক পক্ষীর দ্বারা পাঠাবে নির্জ্জনে। অতি গূঢ় অর্থ আমি বুঝিয়া তখনে ॥
দীপ্তিমান্ গুহামধ্যে রাত্রে গোবর্দ্ধনে। রসিকেন্দ্র গোবিন্দ আছে সঙ্কেত-স্থানে ॥
মদীশ্বরী শ্রীরাধিকায় লইয়া যাইব। যতন করিয়া কবে মিলন করাব ॥" ১২ ॥

সমানমিতি। হে সখি তয়োর্যুগ্মং যুক্ত্যা বচনচাতুর্য্যেণ ত্বরিতমভিসঙ্গম্য কুসুমপুঞ্জ-ব্যজনভাক্ সন্ কুতুকাৎ কদা সেবিষ্যে ইত্যন্বয়ঃ। কুসুমপুঞ্জেন যদ্ব্যজনং তদ্ভজতে ইত্যর্থঃ। তয়োঃ কিন্তুতয়োঃ তদাজ্ঞাতঃ তস্য স্মরস্যাজ্ঞায়াং স্থিত্বা স্মরসদসি কন্দর্পসভায়াম্ অতুলং সংগ্রামং সমানং তুল্যং নির্ব্বাহ্য মিলিততনু শয্যায়াং নিস্পন্দশরীরং যথাস্যাত্তথা নিদ্রাং গতবতোঃ॥ ১৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ ঐ লীলাটিই পরপর স্ফুরণে আস্বাদন করিয়া চলিয়াছেন। স্ফূর্তির বিরামে সাধকাবেশে প্রার্থনা। এইপ্রকার এক অনির্বচনীয় আনন্দ-বেদনার পরম্পরা চলিয়াছে। বেদনাটিও অতীব আস্বাদ্য ও মধুর। সাধকের তীব্র উৎকণ্ঠা না থাকিলে ইহার মাধুর্য উপলব্ধি হয় না।

তুলসী শ্রীরাধারাণীকে আনয়ন করিয়া গিরিগুহায় শ্যামসুন্দরের সহিত মিলিত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধামাধব পরস্পর পরস্পরের কতই দুর্লভ। ব্রজলীলায় এই দুর্লভতা, বহুবার্যমানতা এবং প্রচ্ছন্ন-কামতার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় আনন্দিনী শক্তিগণের সহিত পরকীয়াভিমানের পরিপুষ্টিসাধন করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি যোগমায়া। শ্রীমতী রাধারাণীকে একটিমাত্র কিঙ্করীর সঙ্গে এই অতি নির্জন গিরিকন্দরে প্রাপ্ত হইয়া শ্যাম আনন্দসাগরে ভাসিয়াছেন।

"হেরইতে দুহুঁ জন দুহুঁ মুখ-ইন্দু। উছলল দুহুঁ মন মনোভব-সিন্ধু॥
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ তনু এক। শ্যামর গোরী কিরণ বহ রেখ॥
দুহুঁ দুহুঁ জীবন মিলল এক ঠাম। আনন্দ-সায়রে হরল গেয়ান॥
দুহুঁ প্রেম পূরল দুহুঁ মন সাধ। হেরি যদুনন্দন ভেল উনমাদ॥" (পদকল্পতরু)

অনুকূল নায়ক তীব্র উৎকণ্ঠার পর প্রিয়াজীকে পাইয়া আনন্দসিন্ধুতে ভাসিয়াছেন। ধ্যানের বস্তু মিলিয়া গিয়াছে। তুলসীকে কি পুরস্কার দিবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। আত্মদানেও ইহার প্রতিকার নাই। অতুলনীয় গিরিরাজের মণিময় কন্দর। শ্রীমতীর হস্তে ধরিয়া নাগর কন্দরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুগল-বিলাসের রত্নময় শয্যা। মণিপ্রদীপ জ্বলিতেছে। রত্নের জলঝারি, পুষ্প-নির্মিত ব্যজনী, সরস তাম্বূলের মণিময় সম্পুট, এইপ্রকার শ্রীযুগলের নানা বিলাসোপকরণে গিরিগহ্বর সমৃদ্ধ। ইহা সবই হরিদাসবর্য শ্রীগিরিরাজের সেবা।

"করে ধরি রাই মন্দির মাহা আনল দুহুঁজন ভেল একঠাম।
আগমন-জনিত সকল দুখ কহতহিঁ মধুর বচন অনুপাম॥
দুহুঁজন মনোরথে ভোর।
দুহুঁক অধর-মধু দুহুঁজনে পিবই দুহুঁ দোঁহা কোরে আগোর॥
কুসুম-শেজ মাহা বিলসই দুহুঁজন পূরল সব অভিলাষ।
নিধুবন-সমরে দুহুঁ পরবেশল কহ ঘনশ্যামর দাস॥" (পদকল্পতরু)

যুগলের নিবিড় স্মর-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। অতি শাণিত নয়নকটাক্ষ শর এবং দন্ত ও নখ-রাজিরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতেছেন। নির্জন গিরিগুহা—তাই পারস্পরিক মদন-সমর

নির্বাধ! যাঁহাদের শ্রীচরণ-নখচ্ছটায় কোটি কোটি মদন ও রতি পরাভূত হইয়া থাকে, সেই অপ্রাকৃত নবীনমদন এবং মহাভাবের মহাতত্ত্বময় মিলনমাধুরী! বাহিরে পারস্পরিক স্বেন্দ্রিয়সুখবাসনার ন্যায় প্রতিভাত হইলেও পরস্পরকে সুখী করিবার প্রবল ইচ্ছাই এই নিবিড় মদনসমরের অন্তর্নিহিত রহস্য! "আনুকূল্যাৎ নিষেবয়া"। (উঃ নীঃ)। এই নিবিড় সংগ্রামে পরস্পরকে পরাভূত করিবার নিমিত্ত উভয়েরই প্রবল বাসনা, তাই বিপুল শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়াও কেহই কাহাকেও ত্যাগ করিতেছেন না। উভয়েই প্রমত্তদশায় মদনসংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীঅঙ্গ সাতিশয় ঘর্মাক্ত হইয়াছে। রতিশ্রমজনিত স্বেদবিন্দুগুলি নীলমণি ও স্বর্ণমণিদর্পণে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে!!

শ্রীযুগলের বিলাসের উপক্রম হইতেই তুলসী ঐ গুহামধ্যে অন্ধকারে অবস্থান করিতেছেন। এমনস্থানে দাঁড়াইয়াছেন—যেন যুগলবিলাসমাধুরী দর্শনে কোনরূপ বাধা না ঘটে। তুলসী দেখিতেছেন—মদন-সংগ্রামে স্মরসভায় কাহারো জয় পরাজয় নাই—উভয়েই সমান! উভয়েই অতুলনীয় মদনসমরে সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া কুসুমশয্যায় নিপতিত হইয়াছেন। উভয়েরই দেহ নিস্পন্দ—শিথিল। শ্রীঅঙ্গদ্বয় পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্মীলিত! ঘনঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে। শ্রীঅঙ্গ ঘর্মাক্ত, নয়ন নিমীলিত! সেবার অবসর বুঝিয়া তুলসী যুগলের শয্যার নিকটে আসিয়াছেন। কুসুম দিয়া রচিত অপূর্ব ব্যজনী লইয়া তুলসী শ্রীযুগলের শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত দেহে বাতাস দিতেছেন। বাতাসের শৈত্যের সহিত ব্যজনীতে নিহিত কুসুমের মৃদুমন্দ গন্ধে বিলাসীযুগলের শ্রমাপনোদন করিতেছেন সেবার মূরতি তুলসী। কৌতুকভরে কিঙ্করী তুলসীর ব্যজনসেবা। ব্যজনীর কুসুমের গন্ধ ছাড়াও পরস্পরের অঙ্গগন্ধ উভয়েরই নাসারন্ধ্রে দিতেছেন বাতাস দেওয়ার পরিপাটীতে কিঙ্করী তুলসী। এই রহস্যময় সেবাই কিঙ্করীগণের একচেটিয়া সম্পদ্। যেখানে সখী প্রভৃতি কাহারো গমনাধিকার নাই, সেইখানে কিঙ্করীর অতি রহস্যময় সেবা! ইহাই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের চিরআকাঙ্ক্ষিত হার্দ্যবস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাদান এবং ষড়্‌গোস্বামিপাদের আচরিত ও প্রচারিত মহাসাধন-সম্পদ্। সাধক সাধনে সেবাটি চিন্তা করেন এবং সিদ্ধিতে তাহাই প্রাপ্ত হন। কিঙ্করী তুলসী বাতাস দিতেছেন। মহাসুখে শ্রান্ত, ক্লান্ত শ্রীরাধামাধব নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কিঙ্করী সেবারসে মগ্না। আজ যে কিঙ্করী তুলসী শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময় পত্রের মর্ম অবগত হইয়া যুক্তি সহকারে শ্রীরাধারাণীকে এই গিরিগহ্বরে আনিয়া উভয়কে মিলিত করিয়া এই আনন্দদান করিতে পারিয়াছেন এই জন্য নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। স্ফূর্তিতে প্রাপ্ত লীলাটি দর্শনের এবং সেবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন শ্রীপাদ শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে।

"মদনের রণক্ষেত্র গিরি-কন্দরেতে। পরস্পর বাণে বিদ্ধ নেত্র-কটাক্ষেতে॥
নিজ নিজ নখ-দন্তরূপ শস্ত্র-দ্বারা। কামযুদ্ধে মত্ত দোঁহে জয়ে আত্মহারা॥
পরস্পর কেহো কারে ত্যাগ নাহি করে। দোঁহে যেন স্নাত হইতেছে ঘর্ম্ম-জলে॥
ওগো সখি! সেই দৃশ্য দর্শনাভিলাষী। অন্ধকারে রহিবে কি এই নবদাসী?" ১৩॥

মুদা কুঞ্জে গুঞ্জদ্ভ্রমরনিকরে পুষ্পশয়নং
বিধায়ারাম্মালা-ঘুসৃণ-মধুবীটীবিরচনম্।
পুনঃ কর্ত্তুং তস্মিন্ স্মরবিলসিতান্যুৎকমনসো-
স্তয়োস্তোষায়ালং বিধুমুখি বিধাস্যামি কিমহম্ ? ১৫ ॥

জিতোম্মীলন্নীলোৎপলরুচিনি কান্ত্যোরসি হরে-
র্নিকুঞ্জে নিদ্রাণাং দ্যুতিগমিত-গাঙ্গেয়গুরুতাম্।
কদা দৃষ্ট্বা রাধাং নভসি নবমেঘে স্থিরতয়া
বলদ্বিদ্যুল্লক্ষ্যাং মুহুরিহ দধে থুৎকৃতিমহম্ ? ১৬ ॥

অনুবাদ—হে বিধুমুখি ! শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাসান্তে পুনরায় তন্নিমিত্ত সমুৎসুক হইলে আমি কি সহর্ষে ভ্রমর-গুঞ্জিত কুঞ্জে কুসুমশয্যা, পুষ্পমাল্য, কুঙ্কুম, মধু ও তাম্বুল-বীটিকা প্রভৃতি রচনা করিয়া তাঁহাদের নিরতিশয় সন্তোষ-বিধান করিব ? ১৫ ?

হে সখি ! নিকুঞ্জভবনে স্বীয় কান্তিদ্বারা যিনি বিকসিত নীলোৎপলের রুচিকে পরাভূত করিয়াছেন, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বক্ষে স্বর্ণদ্যুতি-নিন্দি শ্রীরাধারাণীকে নিদ্রিতা দর্শন করিয়া আকাশে নবজলধরে স্থিরা-সৌদামিনীকে কি আমি থুৎকার প্রদান করিব ? ১৬ ॥

টীকা—মুদেতি। হে বিধুমুখি গুঞ্জদ্ভ্রমরনিকরে কুঞ্জে মুদা হর্ষেণ পুষ্পশয়নং পুষ্পশয্যাং বিধায় তয়োস্তোষায় সন্তুষ্টয়ে মালা ঘুসৃণ মধুবীটী বিরচনমহং কিমারান্নিকটে বিধাস্যামীত্যন্বয়ঃ। মালা চ ঘুসৃণং কুঙ্কুমঞ্চ মধু চ বীটী চ তাসাং বিরচনম্। স্বজনস্তৈতাদৃক্ সুদৃঢ়সঙ্কল্প শ্রবণজ পরমহর্ষেণ প্রসন্নাননতয়া বিধুমুখীতি সম্বোধনম্। কিম্ভূতয়োস্তয়োঃ তস্মিন্ কুঞ্জে স্মরবিলসিতানি কন্দর্পক্রীড়াঃ পুনঃ কর্ত্তুমুৎকমনসোশ্চঞ্চলচিত্তয়োঃ ॥ ১৫ ॥

জিতেতি। নিকুঞ্জে হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য উরসি বক্ষসি নিদ্রাণাং প্রাপ্তনিদ্রাং রাধাং দৃষ্ট্বা নভসি আকাশে নবমেঘে স্থিরতয়া বলদ্বিদ্যুল্লক্ষ্যাং স্থির বিদ্যুচ্ছোভায়াং মুহুর্বারম্বারমহং থুৎকৃতিং থুৎকারং দধে ক্ষিপামীত্যন্বয়ঃ। উরসি কিম্ভূতে কান্ত্যা জিতা পরাভাবিতা উন্মীলৎ প্রস্ফুটৎ যন্নীলোৎপলং তস্য রুচির্যেন তস্মিন্। রাধাং কিম্ভূতাং দ্যুত্যা কান্ত্যা গমিতা ভ্রংশিতা গাঙ্গেয়স্য সুবর্ণস্য গুরুতা গৌরবং

"মদনের সভা কুসুম-শয্যার উপরে। নিরুপম কাম-রণ দুঁহুজন করে ॥
কবে আমি যুগলের আদেশ পাইয়া। করি সেথা অবস্থান কৌতুকী হইয়া ॥
কামযুদ্ধে শ্রান্ত-ক্লান্ত শ্রীরাধাগোবিন্দ। শয্যোপরি অপরূপ সুমিলিত অঙ্গ ॥
নিদ্রার আবেশে দোঁহে বিভোর হইলে। চরণ-তলেতে যাব অতি কুতুহলে ॥
কুসুমপুঞ্জের পাখা লইয়া যতনে। বীজন করিব কবে যুগল-রতনে ॥" ১৪ ॥

যয়া তাম্। অত্রোপমানেভ্যো নভো নবমেঘ বিদ্যুদ্ভ্যো উপমেয়ানাং কুঞ্জোরোরাধানাং বৈলক্ষণ্যাৎ ব্যতিরেক নামালঙ্কারোঽয়ম্ ॥ ১৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ অতি বিচিত্র রসমাধুরীধারা আস্বাদন করিয়া চলিয়াছেন। শ্রুতি যাঁহাকে "আনন্দরূপমমৃতম্" "রসো বৈ সঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" বলিয়া জীবকুলকে সেই রসাস্বাদনে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন ; স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন সেই রসের পরম সমাশ্রয় বা তিনি অখিলরসামৃতমূর্তি। আবার অখিলরসামৃতমূর্তি হইলেও শৃঙ্গারেরই প্রাধান্য, তিনি সাক্ষাৎ শৃঙ্গার "শৃঙ্গারঃ সখি মুর্ত্তিমানিব" (জয়দেব)। "শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তিধর। অতএব আত্ম-পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥" (চৈঃ চঃ)। এই শৃঙ্গারই রসরাট্ বা নিখিলরসের রাজা। ইহাতে অনন্ত বা অসীম আস্বাদন-বৈচিত্রী বিদ্যমান রহিয়াছে। ভক্তির সহায়তাব্যতীত ভগবৎমাধুরীর আস্বাদন্ সর্বথাই অসম্ভব। আবার শৃঙ্গাররসমাধুরী আস্বাদননিমিত্ত মধুরভাবাশ্রয় অপরিহার্য। সর্বোপরি মধুররসের মূলাশ্রয়স্বরূপা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পাদপদ্মাশ্রয়েই শৃঙ্গাররসমাধুর্যের আস্বাদন-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা। একদিকে যেমন শ্রীরাধাপাদপদ্মাশ্রয়ী কিঙ্করীর শ্রীশ্রীরাধামাধবমাধুরীর অনন্ত বা অফুরন্ত আস্বাদন লাভ ঘটিয়া থাকে, অপরদিকে তেমনি শ্রীরাধারাণী তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ী কিঙ্করীতে স্বীয় আস্বাদ্য রসমাধুরী সবই সঞ্চার করিয়া থাকেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ এ বিষয়ে যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে বিষয়টি খুব সহজবোধ্য হইয়াছে—

"রাধার স্বরূপ— কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজসেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়ন-সম্মুখে স্ফুরণে নিকুঞ্জ-ভবনের একটি অপূর্ব লীলাচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটি অতি মনোহর কুঞ্জভবনে মধুর যুগলবিলাস। কুঞ্জাভ্যন্তরে ফুলে ফুলে গুঞ্জন করিতেছে মধুমত্ত ভৃঙ্গ-কুল। যেন মদনের রণভেরী। স্মরসমরে যুগলের বিপুল উন্মাদনা জাগায় তাহারা। কিঙ্করী তুলসী কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন অর্পণ করিয়া যুগলবিলাসমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। বিলাসের অবসান হইয়াছে। তুলসী কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া বিলাসশয্যোপরি উপবিষ্ট শ্রীযুগলের ব্যজনসেবায় নিরত হইয়াছেন। লীলা-অন্তে নায়কমণি রসকর্তৃক সাজানো শ্রীমতীর রূপমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। ছিন্ন-কুসুমমালা, বিস্রস্ত-রত্নহারা, অন্তরে উৎফুল্লা, বাহিরে অবসাদগ্রস্তা, ঈষৎ রোদনসহ মধুর-স্মিতমুখী। মাধুরীধারা যেন শ্রীঅঙ্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে! নাগররাজ শ্রীমতীর মাধুরী দর্শনে পুনরায় বিলাস-বাসনায় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। নাগরের বাসনা নায়িকামণির অন্তরেও বিলাস-বাসনা জাগাইয়াছে। উভয়েরই মিলনবাসনা বুঝিয়া কিঙ্করী তুলসী আবার নির্বৃন্ত কুসুমশয্যা পাতিয়াছেন। চন্দন, কুঙ্কুমাদি ঘর্ষণ করিয়াছেন। যাহাতে বিলাসোন্মাদনা বর্ধিত হয়, এইজন্য মধু ও পানপাত্র কুঞ্জে যথাস্থানে সজ্জিত রাখিয়াছেন। সুবাসিত তাম্বূলবীটিকা রচনা করিয়া মণিময় তাম্বূলসম্পুটে রাখিয়াছেন। শ্রীরাধা-

মাধবের মন বুঝিয়া তুলসী তাঁহাদের নিকট মধু ও পানপাত্র আনয়ন করিয়া মধুপান করাইলেন। মধু-পানে প্রমত্ত যুগল পুনরায় বিলাসে প্রবৃত্ত হইলে কিঙ্করী কুঞ্জের বাহিরে গিয়া কুঞ্জরন্ধ্রে নয়নার্পণপূর্ব্বক যুগল-বিলাসমাধুরী আস্বাদন করিলেন। বিলাসান্তে চন্দন, কুঙ্কুমাদি প্রলেপদ্রব্য এবং জলদান, তাম্বূলদান, বীজনাদির দ্বারা অপূর্ব প্রাণঢালা সেবা করিলেন। তুলসীর সেবা-পারিপাট্যে শ্রীযুগল পরম সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছেন।

পুনঃ পুনঃ বিলাসের আতিশয্যে পরিশ্রমে শ্যামসুন্দরের মনোহর বক্ষে শ্রীমতী শয়ন করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে উভয়েই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কিঙ্করী নির্নিমেষনয়নে যুগলের রূপমাধুরী দর্শন করিতেছেন। শ্যামসুন্দরের শ্রীঅঙ্গের স্নিগ্ধ শ্যামলকান্তি বিকসিত নীলোৎপলের কান্তিকেও পরাভূত করে। নীলোৎপল জলীয় পদার্থের বিকার, আর কৃষ্ণরূপ সচ্চিদানন্দের স্বরূপ-প্রকাশ। প্রাকৃতবস্তুর রূপ দেখিতে দেখিতে বিতৃষ্ণা আসে, কিন্তু কৃষ্ণরূপে অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা জাগায়। প্রাকৃতবস্তুর রূপ ক্ষণ-স্থায়ী, ক্ষণে ক্ষণে পরিণামপ্রাপ্ত—কিন্তু কৃষ্ণরূপ নিত্য-নবোল্লাসময়। সেই রূপ সর্বপ্রাণীর, এমন কি তাঁহার নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক। উহা সর্বসৌন্দর্যের সার এবং ভূষণেরও ভূষণ। "বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ, পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্" (ভাগবত)। সেই শ্রীকৃষ্ণের বিস্তৃত শ্যামল বক্ষোপরি গলিত-স্বর্ণদ্যুতি-নিন্দি শ্রীমতী শোভা পাইতেছেন। তুলসী যুগলরূপের কোন তুলনা খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

> "তুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা। কানু মরকতমণি রাই কাঁচা সোনা॥
> নব-গোরোচনা গোরী কানু ইন্দিবর। বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর॥
> কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল। নবঘনমাঝে যেন বিজুরি পশিল॥
> রাই-কানুরূপের নাহিক উপাম। কুবলয় চান্দ মিলল এক ঠাম॥
> রসের আবেশে তুহুঁ হইলা বিভোর। দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর॥"

তুলসী শ্রীরাধামাধবের নিরুপম কান্তিদর্শন করিয়া ভাবিতেছেন—সত্যই কি শ্রীরাধামাধবের এই কান্তি কবির বর্ণনার অনুরূপ? একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া তুলসী দেখিতেছেন—আকাশে নবজলধরে বিদ্যুৎমালা শোভা পাইতেছে, কিন্তু উহা তো ক্ষণস্থায়ী। যদি উহা স্থির হইয়াই শোভা পায়, তবু কি শ্রীরাধাশ্যামের রসময় ও প্রেমময় বিগ্রহের সহিত তাহার তুলনা সম্ভব? তুলসীর মনে ইহা উদিত হওয়ামাত্রই ঘৃণাভরে তুলসী নবমেঘ ও বিদ্যুতের দিকে থুৎ-কার দিতেছেন। সহসা স্ফূর্তির বিরাম হইয়াছে। সাধকাবেশে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে লীলাটি দর্শনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

> "স্মর বিলসন অন্তে নবীন-যুগলে। পুনর্ব্বার তন্নিমিত্ত উৎসুক হইলে॥
> কামোৎসব রঙ্গ-ভূমি নিকুঞ্জ-কানন। কোকিলা কাকলি মুখর ভ্রমর-গুঞ্জন॥

বিলাসে বিস্মৃত্য স্খলিতমুরুরঙ্গৈর্মণিসরং
দ্রুতং ভৃত্যাগত্য প্রিয়তম-সখী-সংসদি হ্রিয়া।
তমানেতুং স্মিত্বা তদবিদিতনেত্রান্ত-নটনৈঃ
কদা শ্রীমন্নাথা স্বজনমচিরাৎ প্রেরয়তি মাম্ ? ১৭ ॥

অনুবাদ—মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা বিলাসরঙ্গে স্খলিত মণিময় হার বিস্মৃত হইয়া সখীগণের ভয়ে শীঘ্র সখীসমাজে সমাগত হইলে লজ্জাভরে ঈষৎহাস্যের সহিত অন্যের অলক্ষিত-নয়নইঙ্গিতে আমায় একান্ত নিজ জন-জ্ঞানে উহা আনয়নের জন্য বিলাসকুঞ্জে কবে প্রেরণ করিবেন ? ১৭ ॥

টীকা—বিলাস ইতি। শ্রীমন্নাথা মৎপ্রাণেশ্বরী হ্রিয়া লজ্জয়া তদবিদিত নেত্রান্তনটনৈঃ করণৈস্তং মণিসরমানেতুং স্মিত্বা ঈষদ্ধষিত্বা মাং স্বজনম্ আত্মীয়জনম্ অচিরাৎ শীঘ্রং কদা প্রেরয়তীত্যন্বয়ঃ। কিং কৃত্বা বিলাসে ক্রীড়ায়াম্ উরুরঙ্গৈঃ স্খলিত কণ্ঠাৎ পতিতং যং মণিসরং মুক্তামালাং মণিশ্রেষ্ঠং বা বিস্মৃত্য ভীত্যা সখীতো ভয়েন সখীসংসদি সভায়াং দ্রুতমাগত্য। অত্র প্রহ্রেবেতি পিঙ্গলমুনের্বিকল্পবিধায়কসূত্রেণ দি ইত্যস্য হ্রস্বত্বম্ অন্যথা ছন্দোভঙ্গঃ স্যাদিতি ॥ ১৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফুরণ কতই সুস্পষ্ট ! স্ফূর্তি নয়, বিস্ফূর্তি—সাক্ষাৎকারকল্প। স্ফূর্তিকালে ইহা যে স্ফুরণ, সাক্ষাৎকার নয়, ইহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। স্ফূর্তির বিরামেই কেবল তাহার অনুভব। তখন বিপুল যন্ত্রণা ভোগ। প্রেমিকের হৃদয় প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়া এমনি কখনো মিলন, কখনো বা বিরহের তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্ষানুভূতি লইয়াই শ্রীপাদ শ্রীরাধামাধবের লীলামাধুরী বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষানুভব না হইলে লীলা বর্ণনা এত মধুর এত আস্বাদ্য হইতে পারে না। তিনি যুগলের লীলামাধুরীর প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ঋষি সুতরাং কবি। ঋষি না হইলে যথার্থ কবি হওয়া যায় না। কারণ ভাব রসের বিশেষ বোদ্ধা এবং বর্ণনা-নিপুণকেই প্রকৃত কবি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ভট্ট তৌতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীহেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যানুশাসনে লিখিয়াছেন—

"নানৃষিঃ কবিরিত্যুক্তমৃষিশ্চ কিল দর্শনাৎ।
বিচিত্রাভাবধর্ম্মাংশ্চ তত্ত্ব প্রেক্ষা চ দর্শনম্ ॥

সেই কুঞ্জে পুষ্পমালা কুঙ্কুম-চন্দন। মধু তাম্বূল বীটিকা তায় করি বিরচন ॥
আনন্দে সেই উপহার দোঁহে অগ্রে রাখি। দেখিয়া যুগলকিশোর হইবে কি সুখী ?" ১৫।
"সদ্য প্রস্ফুটিত নীল পদ্মের গৌরব। যাঁর বক্ষঃস্থলের শোভায় মানে পরাভব ॥
সে গোবিন্দের বক্ষঃস্থলে কুঞ্জে শ্রীরাধিকা। যাঁর রূপে তিরস্কৃত কাঞ্চন-কলিকা ॥
নীল-গগনে নবীন জলধর বুকে। সৌদামিনী নিরন্তর স্থিরভাবে থাকে ॥
তার প্রতি থুৎকৃতি দিব বারবার। বল সখি ! সে ভাগ্য কি হইবে আমার ?" ১৬ ॥

স তত্ত্বদর্শনাদেব শাস্ত্রেষু পঠিতঃ কবিঃ।
দর্শনাদ্বর্ণনাচ্চাথ রূঢ়া লোকে কবিশ্রুতিঃ ॥
তথাহি দর্শনে স্বচ্ছে নিত্যেঽপ্যাদিকবের্মুনেঃ।
নোদিতা কবিতা লোকে যাবজ্জাতা ন বর্ণনা ॥"

অর্থাৎ "যিনি ঋষি নহেন, তিনি কবি নহেন। বিচিত্র ভাব রসের তত্ত্ব-জ্ঞানই দর্শন, তিনি দর্শন করেন বলিয়াই ঋষি, তাই শাস্ত্রে তিনি কবি বলিয়া অভিহিত হন। দর্শন এবং বর্ণনহেতুই লোকে কবিশ্রুতিটী রূঢ়ী প্রসিদ্ধি। আদি কবি বাল্মীকির নির্মল হৃদয়ে রসের দর্শন লাভ হইলেও যতক্ষণ তিনি রস বর্ণনা না করিয়াছিলেন বা যতদিন পৃথিবীতে তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হয় নাই; ততদিন তিনি 'কবি' শব্দে অভিহিত হন নাই।" 'কব্ বর্ণে' কব্ ধাতুর অর্থ বর্ণনা করা। সেইজন্য রস-বোধ হইলেও রস-বর্ণনা না করিলে কবি হওয়া যায় না। শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ, শ্রীজীব ইঁহারা সব অপ্রাকৃত রস-কবি। ইঁহাদের কাব্যে এমনি একটি অলৌকিক শক্তি নিহিত রহিয়াছে যে, তাহার শ্রবণ-কীর্তনে সামাজিক ভক্তের চিত্তে রসটি মূর্তিমন্ত হইয়া উঠে!

পূর্বশ্লোকে শ্রীপাদ রাধাকিঙ্করী-স্বরূপে শ্রীশ্রীরাধামাধবের রূপমাধুরী দর্শনে নবজলধর ও বিদ্যুৎমালাকে থুৎকার দিয়াছেন, তারপর কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছেন, শ্রীশ্রীরাধামাধব জাগরিত হইয়া বিলাসশয্যায় বসিয়া আছেন। তারপর শ্রীরাধারাণী সখীগণের পরিহাসের ভয়ে অন্যকুঞ্জে সখী-সমাজে আসিয়া মিলিত হইলেন। সখীগণ শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে বিলাস-চিহ্নাদি দর্শনে তাঁহাকে গূঢ় পরিহাস করিতেছেন। পরস্পর পরিহাসরসের তরঙ্গ বহিতেছে! সহসা শ্রীমতীর মনে পড়িয়াছে—তিনি বিলাসের আতিশয্যে তাঁহার মণিময় হারটি বিলাসকুঞ্জে ফেলিয়া আসিয়াছেন। সখীগণ যদি টের পান, তাহা হইলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হইবে। শ্রীমতী তাঁহার একান্ত নিজজন ঐ বিলাসলীলার সঙ্গিনী শ্রীতুলসীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত অন্যের অলক্ষিতে নয়ন-ইঙ্গিতে তাঁহাকে মণিহারটি আনয়ন করিবার জন্য বিলাসকুঞ্জে প্রেরণ করিতেছেন। তুলসী কুসুমচয়নের ছল করিয়া সখীসমাজ হইতে বিলাস-কুঞ্জে গমনপূর্বক দেখিতেছেন মণিহারটি বিমর্দিত কুসুমশয্যোপরি পড়িয়া রহিয়াছে। হারটি তুলিয়া তুলসী ভাবিতেছেন, সখীসমাজে সকলের প্রত্যক্ষে হারটি শ্রীমতীকে পরাইবেন কিরূপে? সহসা মনে হইল তিনি পুষ্পচয়নের ছলে একাকী এখানে আসিয়াছেন, অতএব কিছু কুসুমচয়ন করিয়া একটি মাল্য গুম্ফন করিলেন ও মণিহারটি এমনভাবে ঐ কুসুমমাল্যের সঙ্গে নিহিত করিলেন যে সকলের সমক্ষে হারটি পরাইলেও কেহই টের পাইবেন না। রসের কিঙ্করীর রসানুরূপ সর্বপ্রকার সেবাতেই চরম দক্ষতা রহিয়াছে। কুসুমমাল্যের সহিত নিহিত মণিহারটি তুলসী সখীগণের সমক্ষেই শ্রীমতীর গলায় পরাইয়া দিলেন। শ্রীমতী ব্যতীত তুলসীর এই সেবাচাতুর্য আর কেহই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তুলসীর প্রতি শ্রীমতী পরম প্রসন্না হইয়া দৃষ্টিদ্বারেই তাঁহার প্রতি অজস্র করুণা বর্ষণ করিলেন। সহসা স্ফূর্তির বিরাম হইল। শ্রীপাদ আর্তিভরে রূপমঞ্জরীর নিকটে সেবাটি প্রার্থনা করিলেন।

ক্বচিৎ পদ্মা-শৈব্যাদিক-বলিত-চন্দ্রাবলিমুরু-
প্রিয়ালাপোল্লাসৈরতুলমপি ধিন্বন্নঘহরঃ।
কদা বা মৎপ্রেক্ষালবকলিত-বৈলক্ষ্যভরতঃ
ক্ব রাধেত্যাজল্পন্মলিনয়তি সর্ব্বাঃ পরমিমাঃ ? ১৮ ॥

অনুবাদ—অঘারি শ্রীকৃষ্ণ কোন সময় পদ্মা, শৈব্যাদি সখীগণ পরিবেষ্টিতা চন্দ্রাবলীকে প্রেমালাপ-জনিত আনন্দাতিশয়দ্বারা সুখী করিতেছেন, ইত্যবসরে আমায় স্বল্পমাত্র দর্শন করিয়াই "শ্রীরাধা কোথায়" এই বাক্য বলিয়া কবে পদ্মা, শৈব্যাদিকে ম্লান করিবেন ? ১৮ ॥

টীকা—ক্বচিদিতি। অঘহরঃ শ্রীকৃষ্ণ আরাৎ সমীপে মৎপ্রেক্ষালববৈলক্ষ্যভরতো হেতোঃ ক্ব রাধা ইতি জল্পন্ সন্ ইমাঃ সর্ব্বাঃ পদ্মাশৈব্যাদীঃ কদা পরমতিশয়ং মলিনয়তীত্যন্বয়ঃ। মম যঃ প্রেক্ষালবঃ দর্শনলেশস্তেন যদ্বৈলক্ষ্যং বিস্ময়ান্বিতত্বং তদ্ভবতস্তদতিশয়াদিত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্ রাধেতি জল্পন্ মলিনয়তি তদাহ ক্বচিৎ কালে পদ্মাশৈব্যাদিকেন বলিতাং বেষ্টিতাং চন্দ্রাবলিং প্রিয়ালাপোল্লাসৈঃ প্রেমসূচকালাপনানন্দৈরতুলমতিশয়ং ধিন্বন্ সুখয়ন্ ॥ ১৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে প্রেমরসের আলোড়ন জাগিয়াছে ! কবির অমূর্ত ভাবরাশি যেমন মূর্তি-পরিগ্রহ করিয়া ভাষায় অভিব্যক্ত হয়—প্রেমিকের অন্তরের প্রেমও তদ্রূপ প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া বাহিরে আসে। এইভাবেই মহাভাগবতগণের অন্তর্বহির্সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। প্রেমিকের অন্তর্নিহিত ভাবই স্বীয় প্রেমোদ্ভাসিত আনন্দলোক সৃষ্টি করিয়া তোলে এবং তাঁহার চিত্তে প্রেমের দেবতার আগমনজন্য আসন পাতিয়া দেয়। স্ফূর্তিতে বাহিরেও তখন প্রেমিকের নয়ন-সম্মুখে বিবিধ রসময়ী লীলার চিত্র ফুটিয়া উঠে ! চিরমধুর প্রেমস্বরূপের পূর্ণ অনুভূতি এতাদৃশ অপার্থিব ভাবোন্মেষেই হইয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাভাবরাজ্যে, সুতরাং তাঁহার লীলারসের অনুভূতি অতি নিবিড়।

প্রার্থনার তরঙ্গে ভাসমান স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদের নয়ন-সম্মুখে একটি রসময়ী লীলার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে ! শ্রীরাধারাণী শ্যাম-মিলনাকাঙ্ক্ষায় সঙ্কেতকুঞ্জে আগমন করিয়াছেন। শ্রীতুলসী ছায়ার ন্যায় শ্রীমতীর সঙ্গে। শ্যামসুন্দর আগমন করিবেন তাই তুলসীর সহিত শ্রীমতী কতভাবে কুঞ্জটি সাজাইয়াছেন। কুসুমমাল্য, চন্দন, কুঙ্কুম, সরস তাম্বূলবীটিকা, সুবাসিত জলঝারি, শ্যামসুন্দরের সেবার সবই সম্ভার তুলসীর সঙ্গে সাজাইয়াছেন শ্রীমতী। শ্যামের আগমনের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। উৎকণ্ঠাভরে বারবার

"মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা বিলাস-কালেতে। স্খলিত যে মণিমালা অতীব রঙ্গেতে ॥
বিস্মৃত সেই মণিহার আনিতে পুনর্ব্বার। লজ্জাশীলা দাসী-জ্ঞানে মোরে আপনার ॥
অল্প হাস্য করি ধনি নেত্র-ভঙ্গি দ্বারা। প্রিয়তম সখীর সভায় পাঠাবে কি ত্বরা ?" ১৭ ॥

শ্যামের আগমন-পথপানে চাহিতেছেন। শেষে বিরহপীড়িতা শ্রীমতী কাঁদিতে কাঁদিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন—

"কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়লুঁ সঙ্কেত-কেলি-নিকুঞ্জ।
মাধবী-পরিমলে ভরি তনু জারই ফুকরই মধুকর-পুঞ্জ॥
অবহুঁ না মিলল দারুণ কান।
নিলজ চিত পিরীতি অনুরোধই ইথে নাহি যাত পরাণ॥
কানুক বচন অমিয়া-রস সেচনে বেচলুঁ তনু মন জাতি।
নিজ-কুল-দূষণ ভূষণ করি মানলুঁ তেঞি ভেল ঐছন শাতি॥
হিমকর-কিরণে গমন অবরোধল কি ফল চলবহুঁ গেহ।
গোবিন্দদাস কহ যাই সতি জানহ কানু কি তেজল লেহ॥" (পদকল্পতরু)

তুলসী শ্রীমতীকে কুঞ্জে রাখিয়া শ্যামের অন্বেষণে চলিয়াছেন। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়াও শ্যামসুন্দরকে দেখিতে না পাইয়া কিঙ্করী ভাবিতেছেন—'একবার চন্দ্রার কুঞ্জে গিয়া দেখি।' শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জেই আগমন করিতেছিলেন কিন্তু সন্ধান-চতুরা পদ্মা ও শৈব্যা পথিমধ্যে তাঁহাকে ধরিয়া চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে লইয়া গিয়াছে। তুলসী চন্দ্রার কুঞ্জে গিয়া কুঞ্জছিদ্র হইতে দেখিতেছেন—শ্যাম পদ্মা, শৈব্যাদি সখীগণ-বেষ্টিতা চন্দ্রাবলীর সহিত প্রেমালাপ করিতেছেন এবং চন্দ্রাকে বিপুল আনন্দদানে ধন্য করিতেছেন। তুলসী হতবাক্ হইয়া ভাবিতেছেন—'এখন কি উপায়ে শ্যামকে শ্রীমতীর নিকট লইয়া যাওয়া যায়? শ্যামবিহনে বিরহিণী শ্রীমতী কি প্রাণধারণ করিতে পারিবেন? আগে শ্যামকে একটু দেখা দিয়া দেখি কি হয়, নচেৎ অন্য কোন ছলে এখান হইতে তাঁহাকে শ্রীমতীর কুঞ্জে লইবার চেষ্টা করিতে হইবে। তুলসী সহসা চন্দ্রার কুঞ্জের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তুলসীর ঈষৎ দর্শনমাত্রেই শ্যামসুন্দর চন্দ্রাবলীর শয্যা হইতে উঠিয়া 'তুলসি! আমার শ্রীরাধা কোথায়?' এইবাক্য বলিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া তুলসীর সঙ্গে রাধার কুঞ্জে চলিলেন। তুলসী দেখিতেছেন—সহসা শ্যামসুন্দরের এইপ্রকার অভাবনীয় চেষ্টায় পদ্মা, শৈব্যাদির মুখ পরিম্লান হইয়া গেল। শ্রীরাধারাণীর সহিত মিলনরসের পরিপুষ্টির জন্যই চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কদাচিৎ মিলন-সংঘটিত হইয়া থাকে। যখন শ্রীরাধারাণীর মাদনরসের স্মৃতি তাঁহার চিত্তে উদিত হয়, তখন চন্দ্রা প্রভৃতির স্মৃতি তাঁহার চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যেমন সূর্যোদয়ের পূর্বেই চন্দ্র, তারকাদির আলোক আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়, সূর্যোদয় হইলে আর তাহাদের চিহ্নও আকাশে দৃষ্ট হয় না। তুলসী শ্যামসুন্দরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমতীর কুঞ্জে চলিয়াছেন। পথে শ্যামকে কত তিরস্কার করিতেছেন তুলসী। স্বামিনীকে কুঞ্জে অভিসার করাইয়া শ্যাম তাঁহার বিপক্ষার কুঞ্জে আসিয়াছেন, এইকথা স্বামিনীকে বলিয়া দিয়া আজ তাঁহার এই কার্যের যথাযথ ফলভোগ করাইবেন। শ্যাম রাধাকিঙ্করীর নিকট কত শত ক্ষমা চাহিতেছেন, যাহাতে শ্রীমতী ইহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে না পারেন। অঘারির মত বীর রাধাকিঙ্করীর নিকট ক্ষমা চাহিতেছেন—ইহাই রাধাদাসীত্বের

সগর্ব্বাঃ সংরুদ্ধ্য প্রখরললিতাদ্যাঃ সহচরী-
স্ততো দানং দর্পাৎ সখি মৃগয়তা স্বং গিরিভৃতা।
বিশাখা মন্নাথানয়ননটনপ্রেরণবলা-
দ্বিধৃত্যারান্নীতা রুষমিহ দধানা ক্ষিপতু নঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে সখি ! গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ যখন অতি প্রখরা ও গর্বিতা ললিতাদি সখীগণকে অবরুদ্ধ করিয়া দর্পভরে আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধার নিকট দানগ্রহণে উদ্যত হইবেন তখন শ্রীরাধার নয়ন ইঙ্গিতে বিশাখাকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিলে বিশাখা কি আমাদের সরোষে ভৎর্সনা করিবেন ? ১৯ ॥

টীকা—সগর্ব্বা ইতি। হে সখি ইহানুভূতস্থলে রুষং দধানা বিশাখা নোঽস্মান্ আক্ষিপতু। ভোঃ সখি কপটিনীভি-র্যুষ্মাভিরেব প্রযোজিতেনানেনোদ্ধতেন কৃতৈতাদৃগবস্থাহং ভদ্রং ভদ্রং কিমধুনৈবৈষ কালোগতঃ পশ্চাজ্‌জ্ঞাতব্যমিত্যাদ্যাটোপেন কথয়ত্বিত্যন্বয়ঃ। বিশাখা কিম্ভূতা গিরিভৃতা শ্রীকৃষ্ণেন কর্ত্রা মন্নাথা নয়ননটন প্রেরণবলাদারাৎ দূরে বিধৃত্য নীতা। মম নাথা মন্নাথা শ্রীরাধা তস্যা নয়ননটনেন যৎ প্রেরণং তদ্বলাদিত্যর্থঃ। কিম্ভূতেন গিরিভৃতা সগর্ব্বাঃ সাহঙ্কারাঃ প্রখরললিতাদ্যাঃ সহচরীর্দর্পাৎ সংরুধ্য ততো মন্নাথায়াঃ সকাশাৎ স্বং স্বীয়ং দানং মৃগয়তা অন্বেষয়তা ॥ ১৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীল গোস্বামিপাদগণ বলেন—শ্রীভগবান্ আত্মারাম, আপ্তকাম বা সর্ববিষয়ে উদাসীন হইলেও ভক্তের প্রেমরসাস্বাদনে তিনি চিরলোলুপ। প্রেম শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তের প্রেমরসাস্বাদনে তাঁহার আত্মারামতার কোনরূপ হানি হয় না। যেমন মকরন্দলুব্ধ ভৃঙ্গ যখন কমলকোষের রসাস্বাদে মগ্ন হয়—তখন কমলিনীর গর্ভকোষ ত্যাগ করিয়া কখনই অন্যত্র যাইতে সমর্থ হয় না, শ্রীভগবানও তদ্রূপ ভক্তহৃদয়ের বিশুদ্ধ প্রেমরসপানে প্রমত্ত হইয়া কখনো উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি ভক্তহৃদয়ে বিন্দুমাত্র উদিত হইয়া শ্রীভগবানকে সতত ভক্তের অধীন করিয়া রাখে, সেই হ্লাদিনীশক্তির মূর্তিমতী অধিষ্ঠাত্রীদেবী সাক্ষাৎ-মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধারাণীর অপার অসীম প্রেমসিন্ধুতে শ্রীভগবান্ যে কতরূপে, কতভাবে সন্তরণ করেন—তাহার কোন

মহত্ত্ব। তুলসী শ্যামসুন্দরকে আশ্বাস দিয়া শ্রীমতীর কুঞ্জে আনয়ন করিলেন। শ্যামসুন্দরের দর্শনে শ্রীমতীর বিরহজ্বালা প্রশমিত হইল। তুলসী শ্যামের হাতে ধরিয়া শ্রীমতীকে অর্পণ করিতেছেন—'এই নাও তোমার প্রিয়'—হাতে আর কিছুই পাইলেন না। স্ফুরণের বিরাম হইল। স্ফূর্তির বিরামে লীলাটি দর্শনের এবং সেবার প্রার্থনা শ্রীরূপমঞ্জরী-শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"পদ্মা শৈব্যা সখীমধ্যে শ্রীচন্দ্রাবলী। অগ্রহস্তা শ্রীগোবিন্দ হ'য়ে কৌতূহলী ॥
প্রেম-সূচক আলাপেতে চন্দ্রাবলীর মন। আনন্দে পূরণ করে কমল-লোচন ॥
হেন অবসর-কালে আমাকে দেখিয়া। শ্রীগোবিন্দ অতিশয় লজ্জিত হইয়া ॥
'শ্রীরাধা কোথায়' বলি চন্দ্রাবলী-যূথে। বিমলিন করিবে কি আমার সম্মুখে ?" ১৮ ॥

সীমা-পরিসীমা নাই। যে সকল লীলারসিক মহানুভব শ্রীরাধামাধবের সেই অপ্রাকৃত চিদ্‌ঘন লীলারস আস্বাদন করেন এবং বিশ্বে উহা প্রচারিত করেন, সেই লীলারসই যাঁহাদের কাব্যের আত্মা ; তাঁহাদের কাব্য যে এই মর্ত্য জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদের ভাষা স্থুল হইলেও তাহাতে যে রসাভিব্যক্তি হইয়াছে— উহা নিত্য, সত্য, অমর ও অখণ্ড। শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই রসবোদ্ধা অপ্রাকৃত রসকবিগণের অন্যতম। তাই তাঁহার অতিমর্ত্য কাব্যে শ্রীরাধামাধবের লীলারস যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

এইশ্লোকে সসখী শ্রীরাধামাধবের দানলীলার স্ফুরণ। অতি মধুর রস-কলহপূর্ণ শ্রীরাধামাধবের এই দানলীলা। শ্রীরাধারাণী সখীগণের সঙ্গে গোবর্ধন-গোবিন্দকুণ্ডে ভাগুরি প্রভৃতি মুনিগণ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ঘৃতদানের জন্য মস্তকোপরি ছোট ছোট স্বর্ণঘটে ঘৃত লইয়া চলিয়াছেন। শুকপক্ষীর নিকট সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ, সুবল, মধুমঙ্গলাদি প্রিয়নর্মসখাগণসঙ্গে অপূর্ব দানীর বেশে দানঘাটীতে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীরাধারাণীর সৌন্দর্য-মাধুর্যে মোহনিয়া দানী বিমোহিত! কি অপূর্ব ভঙ্গীতে দানী শ্রীমতীকে সম্বোধন করিতেছেন!

"না যাইহ না যাইহ রাই বৈস তরুমূলে। আসিতে পাইয়াছ ব্যথা চরণ-যুগলে ॥
মণি-মুকুতার দাম অঙ্গ ঝলমলি। ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি ॥
চাঁচর কেশের বেণী দুলিছে কোমরে। ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে ॥
নীল ওড়নীর মাঝে মুখ শোভা করে। সোনার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ॥
করি কুম্ভ-দম্ভ জিনি কুম্ভ কুচ-গিরি। গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী ॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল শোভে। বিন্ধিবেক ব্যাধ হেম-হরিণীর লোভে ॥
সিন্দূরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়। রবি শশী বলি মুখ রাহু গরাসয় ॥
নলিনী-দলন রাই তব মুখ করে। চকোর না ছাড়িবেক রস নাহি পিলে ॥
তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে। পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জানি পড়ে ॥
বংশীবদনে কহে কহিলে সে ভাল। বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীমতীও অতি সরস উত্তর দিতেছেন—

"ওহে নাগর! ঘনাঞা ঘনাঞা আইস কাছে।
সোনার বরণ মোর দেখিয়া হইলে ভোর ভরমে পরশ কর পাছে ॥
আমরা ত কুলবতী তুমি সে রাখাল জাতি কি কহিতে কিবা কহ বাণী।
বাওনেতে চাঁদ যেন ধরিতে করয়ে মন সেই দেখি তোমার কাহিনী ॥
সঘনে ঢুলাও মাথা শুনিয়া না শুন কথা পসারি আসিছ দুটি বাহু।
না বুঝিয়া কর ছল পাইবা তার প্রতিফল তখন কথা না শুনিবে কেহু ॥

স্তনৌ শৈলপ্রায়াবপি তব নিতম্বো রথসমঃ
স্ফুটং জীর্ণা নৌর্ম্মে কলয় তটিনীং বাতবিষমাম্।
কথং পারং গচ্ছেরিহ নিবস রাত্রাবিতি হরে-
র্ব্বচঃ শ্রুত্বা রাধা কপট-কুপিতা স্মেরয়তু মাম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—"হে শ্রীরাধে ! তোমার বক্ষোজদ্বয় গিরিশিখরের ন্যায় সমুন্নত নিতম্বও রথতুল্য বিশাল ; আমার তরীখানিও জীর্ণ, আবার তটিনী বিষম বায়ুবেগে তরঙ্গায়িত ; সুতরাং কিরূপে পরপারে যাইবে, আজ এখানেই রজনী যাপন কর"—শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার বাক্য-শ্রবণে কপট কোপ প্রকাশ করিয়া আমায় হাস্যযুক্ত করুন। ২০ ॥

শুনিয়া কহয়ে দানী   শুন শুন বিনোদিনী   না পারিবে আমারে বঞ্চিতে।
বিকি না ছাড়িবা তুমি   আমি ত পথের দানী   নিতই ঠেকিবে মোর হাতে ॥" (ঐ)

পরস্পরের রসকলহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। ললিতা অতিশয় প্রখরা ও গর্বিতা, তাঁহাকে এবং অন্য সখীদের অবরোধ করিয়া অতি দর্পভরে শ্রীহরি শ্রীরাধার নিকট দান গ্রহণে উদ্যত হইলে শ্রীমতী নয়ন-ইঙ্গিতে বিশাখাকে আকর্ষণ করিবার জন্য শ্যামকে প্রেরণা দিলেন। শ্রীমতীর ইঙ্গিতে শ্যাম বিশাখাকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনয়ন করিলে শ্রীবিশাখা ধৃষ্ট মাধবের প্রতি রোষ প্রকাশপূর্বক আরক্ত নয়নে হাস্য-পরায়ণা শ্রীরাধারাণী ও তুলসী প্রভৃতি কিঙ্করীগণের প্রতি সরোষে ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন—"হে কপটিনীগণ ! তোমরাই এই ধৃষ্টকে প্ররোচিত করিয়া সরলা আমাকে এই শঠের হস্তে এইরূপ লাঞ্ছিত করিতেছ। বেশ, বেশ, আমিও ভাল জানি তোমাদের এই কপটতার কিভাবে প্রতিশোধ লইতে হয়। যথাসময়ে তোমাদিগকেও এই কার্যের সমুচিত ফলভোগ করাইব !" শ্রীরাধারাণীর আনন্দে, বিশাখার তাৎকালিক ভাবমাধুর্যে এবং নাগরের চেষ্টায় তুলসীর আনন্দের সীমা নাই। সহসা স্ফূর্তির বিরাম হইয়াছে। হাহাকারের সহিত শ্রীপাদ শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট ঐ লীলাটি দর্শনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন—

"সখি গো ! শ্রীহরি আপনে।
প্রখরা ললিতা   আদি গরবিতা   নিবারিয়া সখীগণে ॥
অতি দর্পবশে   শ্রীরাধা-সকাশে   উদ্যত দান-গ্রহণে।
রাধার ইঙ্গিতে   ধাইয়া ত্বরিতে   বিশাখারে আকর্ষণে ॥
নিজের সমীপে   আনিলে ধরিয়া   মহাচাতুর্য মনে।
ধৃষ্ট মাধবেরে   রোষ প্রকাশিয়া   অপূর্ব ভঙ্গীবচনে।
মো সবার প্রতি   বিশাখিকা সতী   বলুন ভৎ'সনা বচনে ॥" ১৯ ॥

টীকা—স্তনাবিতি। রাধা মাং স্মেরয়তু ঈষদ্ধাসয়তু। কিম্ভূতা হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইতি বচঃ শ্রুত্বা কপট-কুপিতা। বচ এবাহ তব স্তনৌ শৈলপ্রায়ৌ পর্ব্বততুল্যৌ নিতম্বোঽপি রথসমঃ মে মম নৌর্জীর্ণা ভগ্না বাতবিষমাং তটিনীং নদীং কলয় পশ্য কথং পারং গচ্ছেরিহ রাত্রাবত্র বস তিষ্ঠেতি। ননু শৈলরথয়োঃ প্রমাণাধিক্যে উপমানোপমেয়ভাবে উপমাদোষো ভবেৎ তথাচালঙ্কারকৌস্তুভে। উপমায়াস্তু হীনতা। আধিক্যঞ্চ ভবেজ্জাতিপ্রমাণাভ্যাং তদাপি স ইত্যাদি। উচ্যতে। নাবো জীর্ণাত্ব কথনেন বহনাযোগ্যত্ব সূচনায় নর্ম্মণৈব স্তন নিতম্বয়োঃ শৈলরথপ্রায়ত্বেনোক্তেরৌচিত্যমেবেতি ন দোষঃ। তথা চ কাব্যপ্রকাশকারাঃ অনৌচিত্যাদৃতেনান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণমিতি ॥ ২০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—অলৌকিক ভাবলীলায় শ্রীপাদ রঘুনাথের এই স্তবাবলী গ্রন্থখানা ভরপুর। শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিচিত্র রসমধুরলীলা একটির পর একটি শ্রীপাদের নয়ন-সম্মুখে স্ফূর্তিতে সমুদিত হইয়া তাঁহার চিত্ত-মনকে কোনও অজ্ঞাত রসরাজ্যে লইয়া যাইতেছে! স্ফূর্তির বিরামে মহাবিরহের হৃদয়-বিদারক রোদন ও প্রার্থনা। আবার স্ফুরণধারা—এইরূপ পরপর চলিয়াছে! যাহা আস্বাদন করিতে-ছেন—তাহারই বিচিত্র রসমধুর ছবি প্রেমতুলিকায় এই স্তবাবলীতে অঙ্কন করিয়াছেন অতি সুনিপুণ শিল্পির মতো। এই সব লীলাচিত্র সাধকাত্মার ব্রজভাবের মহাউদ্দীপক। কিন্তু সিদ্ধস্বরূপের অভিমান লইয়াই ইহার রসমাধুরী আস্বাদন করিতে হইবে। দেহাবেশ যুগললীলারস আস্বাদনের প্রতিবন্ধক। অনাদিকালের কর্মসংস্কার দুষ্ট চিত্তের মল যেমন সাধকের ভগবদ্ভজনের অন্তরায়, মঞ্জরীভাবলিপ্সু সাধকের তদ্রূপ দেহাবেশটীও শ্রীরাধামাধবের লীলারসাস্বাদনের প্রবল অন্তরায়। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সাবধান করিয়া দিতেছেন—"দেহে না করিহ আস্থা" (প্রেঃ ভঃ চঃ)। দেহাবিষ্ট মনেও পৌরুষবিকারযুক্ত ইন্দ্রিয়ে শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীঅঙ্গ-চিন্তনের অধিকার নাই।

স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে নৌকালীলার একটি মনোহর ভাবচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে দেখিতেছেন শ্রীরাধারাণী ললিতা, বিশাখাদি সখীগণসঙ্গে শ্যামমিলনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীকুণ্ডতট হইতে গোবর্ধনের দিকে চলিয়াছেন। কিঙ্করী তুলসী ছায়ার মত তাঁহাদের সঙ্গে। শ্যামসুন্দর 'সখীসহ শ্রীমতী মানসগঙ্গার দিকে আসিতেছেন' এই সংবাদ শুকমুখে অবগত হইয়া মানসগঙ্গার মাঝখানে একটি জীর্ণতরী লইয়া নাবিকের বেশে অবস্থান করিতেছেন। সখীগণসহ শ্রীমতী মানসগঙ্গার তটে উপ-নীত হইয়া দেখিতেছেন—শ্যাম নীলালোকে মানস-জাহ্নবীর বক্ষ আলোকিত করিয়া নাবিকের বেশে অব-স্থান করিতেছেন। রসিক নাবিকের দর্শনে ভাবময়ীর দেহে কত শত ভাববিকার প্রকাশ পাইতেছে! সখীগণ 'নাবিক নাবিক' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন। রসিক নাবিক শুনিয়াও না শোনার মত অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া আপন মনে গীতালাপ করিতেছেন। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর নবীন নাবিক তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া তরীখানি ধীরে ধীরে তীরে আনয়ন করিলেন। জীর্ণতরী। রসিক নাবিক। "রসে ঢর ঢর বদনসুন্দর বরণ চিকণকালা।" নাবিকের দর্শনে সকলেই আনন্দসায়রে ভাসিতেছেন। শ্রীরাধারাণীর অন্তরে ব্যথা। প্রাণভরিয়া নবীন নাবিকের রূপমাধুরী আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না।

ইদং স্বান্তে ভুঙ্ক্তে কদলমপি যদ্রঙ্গণলতা-
ভিধৈক-স্বর্বল্লীপবন-লভনেনৈব ফলিতম্ ।
ত্বদভ্যাসে স্ফূর্জ্জন্মদনসুভগং তদ্‌যুবযুগং
ভজিষ্যে সোল্লাসং প্রিয়জনগণৈরিত্থমিহ কিম্ ? ২১ ॥

॥ ইতি স্বসঙ্কল্প-প্রকাশাখ্যং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥ ১৬ ॥

দুই শত্রু বাধা দিতেছে। "আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন, দেখিতে না পাইলুঁ নেত্রভরি।" (চৈতন্যচরিতামৃত)।

শ্রুতি যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" "রসানাং রসতমঃ" গোপালতাপনী উপনিষদ্—"তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্", ব্রহ্মসংহিতা—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ", পদ্মপুরাণ—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্", শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ—"নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ। নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ॥" অর্থাৎ "শ্রীভগবানের অবতার, মূর্তি, রূপ,গন্ধ সমস্তই নিত্য এবং তিনি নিত্যৈশ্বর্যসুখানুভবী বলিয়া কীর্তন করেন"—শ্রীরাধারাণীর প্রেমের অধীন হইয়া তিনিই নাবিক সাজিয়াছেন। তাঁহারই নিজোক্তি—"তোমার পিরীতি পাইয়া, এভাঙ্গা তরণী লৈয়া, তুয়া লাগি হইলুঁ কাণ্ডারী॥" (পদকল্পতরু)।

সখীগণের সঙ্গে রসিক নাবিকের কথা হইতেছে। নাবিক বলিতেছেন—আমার জীর্ণতরী, এক-জনের বেশী ইহাতে পার করা যায় না। সখীগণ শ্রীমতীকে বলিতেছেন—'সখি রাধে! তুমিই আগে পার হও।' শ্রীমতী ধীর গতিতে নানাভাবের প্রকাশ করিতে করিতে নৌকার দিকে যাইতেছেন। রসিক কাণ্ডারী বলিতেছেন—'বিনোদিনি! দাঁড়াও। সায়ংকাল, এখন আর তোমায় লইয়া পারে যাওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ তোমার স্তনযুগল গিরিশিখরের ন্যায় সমুন্নত, নিতম্ব রথতুল্য বিপুল। আবার মানস জাহ্নবীও বিপুল বায়ুবেগে তরঙ্গায়িত। আমার তরীখানি জীর্ণ। সুতরাং আজ আর পরপারে না গিয়া এখানেই রাত্রি যাপন কর—কাল প্রাতে বায়ুবেগ কম হইলে পরপারে যাইও।' ধৃষ্ট নায়কের কথা শুনিয়া শ্রীমতী কপট কোপ প্রকাশ করিতেছেন। বাহিরে কোপ, অন্তরে শ্যামের পরিহাসবচনে আনন্দ। শ্রীমতীর তাৎকালিক মাধুর্যদর্শনে রসিক নায়ক বিভোর! তুলসীর মুখে মৃদুমন্দ হাসি। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। শ্রীপাদ লীলারসটি পুনরায় আস্বাদনের প্রার্থনা শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"হে রাধে তোমায় বলি গোপনীয় হয়। উন্নত গিরি-শেখর তব স্তনদ্বয়॥
হেমরথ-তুল্য তোমার দেখি যে নিতম্ব। আমার অতি জীর্ণ নৌকা নদীতে তরঙ্গ॥
কিরূপে হইবে পার এই রাত্রিকালে। অবস্থান কর হেথা ভাগ্যে যেবা মিলে॥
ধৃষ্টতম কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ ক'রে। বাহ্যে মিথ্যা ক্রোধের ভাণ আনন্দ অন্তরে॥
প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার সে রূপ দর্শন! হাস্যযুক্ত করু আমায় এই নিবেদন॥" ২০ ॥

অনুবাদ—রঙ্গণলতা নাম্নী যে কল্পবল্লীর বাতাসের সংস্পর্শে ফলিত কদলী আমি মনে মনে ভক্ষণ করিতেছি, আমি কি তাঁহারই নিকট অতি শোভমান মদনসুন্দর শ্রীশ্রীরাধামাধব যুবযুগলকে প্রিয়জনসঙ্গে সহর্ষে ভজন করিব ? ২১ ॥

টীকা—সঙ্কল্পোক্ত ব্যাপারপ্রচয়সিদ্ধ্যাকাঙ্ক্ষয়া নিবেদয়তি ইদমিতি, ইদং যৎ কদলং স্বান্তে ভুঞ্জে তদ্রঙ্গণলতাভিধৈক স্বর্বল্লীপবনলভনেনৈব ফলিতং রঙ্গণলতা অভিধা নাম যস্যাঃ সা চাসৌ একা অদ্বিতীয়া স্বর্বল্লী কল্পলতা চেতি তস্যা যঃ পবনস্তস্য লভনেন লাভেন ফলিতং প্রকাশিতমিত্যর্থঃ। যন্মনঃ কদলং ভুঞ্জে মনকলা ইতি নীচোক্তিরিতি পর্য্যবসিতার্থঃ। তদভ্যাসে তস্য কদলস্য অভ্যাসে ইত্থং প্রিয়জনগণৈঃ সহ সোল্লাসং যথাস্যাত্তথা কিং স্ফুর্জ্জন্মদন সুভগং তৎ প্রসিদ্ধং যুবযুগং ভজিষ্যে ইতি সঙ্কল্পসিদ্ধ্যাকাঙ্ক্ষা। ॥ ২১

॥ ইতি স্বসঙ্কল্প-প্রকাশাখ্যস্তোত্র-বিবৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্বসংকল্প প্রকাশ-স্তোত্রে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা-পরিপাটী শিক্ষার এবং তাঁহাদের প্রেমসেবার যে সব সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন, এই শেষশ্লোকে সেই সংকল্প-সিদ্ধির প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীপাদ রূপমঞ্জরীর নিকট এই স্তোত্রের প্রতিটি অভিলাষসিদ্ধির প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। রূপমঞ্জরীরই অপর নাম **'রঙ্গণমালা'**। এই পদ্যে স্বাভীষ্টসিদ্ধির কল্পলতার সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকেই **'রঙ্গণলতা'** নামে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। 'আমার এই মন-কদলী রঙ্গণলতা নাম্নী কল্পবল্লীর বাতাস লাগিয়াই ফলিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার কৃপাতেই ইহা সুসত্যে পরিণত হউক—ইহাই কামনা।'

'মন-কদলী ভক্ষণ' বলিতে কেহ যেন মনে না করেন যে, অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের সেবাসংকল্প সবই কল্পনামাত্র। ভক্তির প্রবল সহযোগীতায় সাধনে সাধক যে সব সেবা চিন্তন করেন, চিন্তাকালে তাহার আস্বাদন এবং সিদ্ধিতে সেই অন্তশ্চিন্তিত সেবা সবই সাক্ষাদ্‌ভাবে লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

"যুগল-চরণসেবি নিরন্তর এই ভাবি অনুরাগে থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধদেহে পাব তাহা রাগ-পথের এই সে উপায় ॥
সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধদেহে তাহা পাই পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার ॥
পাকিলে সে প্রেমভক্তি অপক্কে সাধনরীতি ভকতি-লক্ষণ তত্ত্বসার ॥" (প্রেঃ ভঃ চঃ)

যে ফলটি অপক্ক, কালে তাহাই সুপক্ক হইয়া থাকে। রাগভক্তিতে সাধনে অন্তশ্চিন্তিত সেবা-টিই সিদ্ধিকালে সুপক্ক বা প্রচুর রসময়ী হইয়া সাক্ষাৎ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ বলিতেছেন, শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপাতেই তাঁহার এই মন-কদলী ফলিত হইয়াছে অর্থাৎ যুগল-সেবা-সঙ্কল্প অন্তরে জাগরিত হইয়াছে এবং তাঁহার নিকটেই কবে ইহা সুসত্যও হইবে, তাঁহার নিকটে আমি কোটি-মদন-বিমোহন শ্রীশ্রীরাধামাধবকে সখীগণসঙ্গে সহর্ষে ভজন বা সেবন করিব ? শ্রীরূপমঞ্জরীর অধ্য-

শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলিঃ

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তাম্।

সখীবৃন্দৈর্বৃন্দার্চ্চিতমুদিতবৃন্দাবনপদং
বিনোদেনাসাদ্য প্রিয়কুসুমপত্রাঙ্কুরফলম্।
হরন্ত্যাং রাধায়াং ধ্বনিভিরভিসংগম্য গিরিভৃদ্-
ধৃতাটোপং তাভিঃ সহ বিবদমানোঽবদদিদম্॥ ১॥

ক্ষতাতেই মঞ্জরীগণের যুগলসেবা-সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। স্তবাবলীর শেষে অভীষ্টসূচনস্তবে শ্রীপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"মন্মানসোন্মীলদনেক-সঙ্গম, প্রয়াস-কুঞ্জোদরলব্ধ সঙ্গয়োঃ।
নিবেদ্য সখ্যার্পয় মাং স্বসেবনে, বীটীপ্রদানাবসরে ব্রজেশয়োঃ।"

"হে সখি রূপমঞ্জরী! যাঁহারা আমার মনে সতত সমুদিত, বহু প্রয়াসে যাঁহারা নিকুঞ্জমধ্যে মিলিত হইয়াছেন; তুমি তাম্বূলপ্রদানাদি নিজ-সেবনাবসরে আমার কথা তাঁহাদিগকে নিবেদন করিয়া আমাকে তাঁহাদের সেবায় নিয়োজিত করিও।" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাপদে দৃষ্ট হয়—

"শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা। দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা-পানে চাঞা॥
সদয়-হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি। কোথায় পাইলে রূপ! এই নব দাসী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহা বাক্য শুনি। মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল। সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া। নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥"

"সুরকল্পলতা রঙ্গণলতিকা শ্রীবৃন্দাবিপিন-মাঝে।
সর্ব্ব অগ্রগণ্যা অতিশয় ধন্যা মঞ্জরীসমাজ-মাঝে।
সে কল্পবল্লীর সমীর পরশে ফলিত কদলী ফল।
আমি নিজ মনে তাহারি ভক্ষণে করি কত কুতূহল॥
উঁহারি সকাশে প্রিয়জন পাশে অতিশয় শোভমান।
মদনসুন্দর নবীন-যুগল শ্রীরাধা ও ঘনশ্যাম॥
তাঁহাদের হেথা হৈয়া উলসিতা হেন রূপে ভজিবারে।
চিত্তে বড় আশা কবে সে লালসা ফলিবে গো সখি মোরে॥" ২১॥

॥ ইতি স্বসঙ্কল্প-প্রকাশ-স্তোত্রের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত॥ ১৬॥

"রহঃ পাটচ্চর্য্যঃ কুরুত কিমিদং যৌবনমদাৎ
স্ফুটং যুষ্মাভির্ম্মে বিপিনমপণং নাশিতমদঃ।
অতো বল্লর্য্যর্থে তনুততিমবশ্যং ফলকৃতে
কুচান্ বো লুণ্ঠামঃ কিসলয়পদে চাধরকুলম্ ॥" ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীরাধারাণী সখীগণসঙ্গে শ্রীবৃন্দাকর্তৃক পরিসেবিত শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া আনন্দিত মনে উত্তম উত্তম কুসুম, পত্রাঙ্কুর এবং ফলাদি আহরণ করিতে থাকিলে সেই শব্দ শ্রবণমাত্রে শ্রীকৃষ্ণ আটোপভরে তাঁহাদের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত রস-কলহমানসে বলিলেন—'হে চৌরীগণ! নির্জন পাইয়া তোমরা এ কি করিতেছ? যৌবনমদে মত্ত হইয়া তোমরা যে আমার অমূল্য উদ্যান বিনষ্ট করিলে! আমিও লতার পরিবর্তে তোমাদের তনুলতা, ফলের পরিবর্তে তোমাদের কুচসমুদয় এবং পল্লবের পরিবর্তে তোমাদের অধরপল্লব লুণ্ঠন করিব ॥ ১-২ ॥

টীকা—লীলাবিশেষভাগ্ যুবযুগলং পরিচরিতুং তাদৃগ্লীলামাহ দ্বাচত্বারিংশতা পদ্যেন তত্র প্রথমলীলোপক্রমমাহ সখীতি। গিরিভৃৎ শ্রীকৃষ্ণস্তাভী রাধাদিভিঃ সহ ধৃতাটোপং যথাস্যাত্তথা বিবদমানঃ সন্নিদং বক্ষ্যমাণমবদৎ কথয়ামাস ইত্যন্বয়ঃ। কিং কৃত্বা সখীবৃন্দৈঃ সহ বিনোদেন হর্ষেণ বৃন্দার্চ্চিতবৃন্দাবনপদমাসাদ্য আগত্য রাধায়াং প্রিয়কুসুমপত্রাঙ্কুরফলং হরন্ত্যাং সত্যাং ধ্বনিভিস্তদ্ধরণশব্দৈরভিসংগম্য বৃন্দয়া তন্নাম্না বনদেব্যা অর্চ্চিতমতএব মুদিতং পল্লবপুষ্পফলাদিভিঃ প্রফুল্লং যদ্বৃন্দাবনপদং স্থানমিত্যর্থঃ। প্রিয়াণি প্রেমাস্পদানি যানি কুসুম-পত্রাঙ্কুর ফলানি তেষাং সমাহারস্তদিতি ॥ ১ ॥

রহ ইতি। হে পাটচ্চর্য্যঃ হে চৌর্য্যঃ যৌবনমদাদিদং কিং কুরুত যূয়ম্। যুষ্মাভির্মেঽদো বিপিনং বনং স্ফুটং নাশিতম্। কিন্তুৎম্ অপণং ন বিদ্যতে পণো মূল্যং যস্য তদমূল্যমিত্যর্থঃ। গতবস্তু সজাতীয়াদানেনৈব স্বামিনঃ কিঞ্চিন্মনঃ স্থৈর্য্যং ভবেদিত্যাহ। অতো বিপিন নাশাদ্ধেতোর্বল্লর্য্যর্থে বল্লরী লতা তদর্থে তন্নিমিত্তে তনুততিং শরীরসমূহং লুণ্ঠামঃ। ফলকৃতে ফলনিমিত্তায় কুচান্ স্তনান্ ॥ কিসলয়পদে কিসলয়বস্তুনিমিত্তে অধরকুলমধরসমূহং সর্ব্বত্র লুণ্ঠাম ইতি ক্রিয়াসম্বন্ধঃ। ব ইত্যস্য ষষ্ঠ্যন্তস্য সর্ব্বদ্বিতীয়ান্তপদেন সম্বন্ধঃ। সাজাত্যন্তু স্পষ্টমেব। ২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবের নাম রাখিয়াছেন "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলিঃ"। ইহাতে শ্রীবৃন্দাবনে কুসুমচয়নরতা সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীশ্যামসুন্দরের অপূর্ব রসকলহ বর্ণিত হইয়াছে। পারস্পরিক কলহের ভিতর দিয়া পারস্পরিক শৃঙ্গাররসমাধুর্যের বিচিত্র আস্বাদন! সাক্ষাৎ মাধুর্যময়ী শ্রীরাধার কৈশোর-কালোচিত সৌন্দর্য-মাধুর্য—যাহা প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উচ্ছলিত হইতেছে, যাঁহার মুখচন্দ্রমা হইতে বিচ্ছুরিত স্মিতরূপ কিরণাবলী নিখিল ভুবনকে আপ্লাবিত করিতেছে, যাঁহার নীলনলিননিভ নয়নযুগলের সলজ্জ-অপাঙ্গতরঙ্গ দিঙ্মণ্ডলকে কুবলয়-শোভায় ভূষিত করিতেছে, যাঁহার অরুণ চারুচরণের চপল চলনভঙ্গিমায় ব্রজভূমে স্থলকমল বিকসিত হইতেছে—সেই অলৌকিক

সৌন্দর্য-মাধুর্যবতী শ্রীরাধারাণীর মহামোহন ভাবদশা, তদনুরূপ অঙ্গচেষ্টা সলজ্জ মৃদুমন্দহাস, কতশত ভাবোদ্গারী নয়নকটাক্ষ, প্রীতির সুষমা, কান্তি ও শ্যামানুরাগের ভাববিকারসমূহ—আস্বাদনের নিমিত্তই শ্যামসুন্দরের সসখী শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে এই প্রেমকলহ।

শ্রীবৃন্দাদেবী-কর্তৃক সতত পরিসেবিত শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-নিকেতন শ্রীবৃন্দাবনের তরুলতা সবই কল্পবৃক্ষ ও কল্পলতা। মাধুর্যলীলার পরিপুষ্টির নিমিত্ত তবু তাহারা কিছুমাত্র ঐশ্বর্য প্রকাশ না করিয়া সতত ফলফুলে সুশোভিত হইয়া সসখী শ্রীরাধামাধবের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। আবার শ্রীবৃন্দাদেবী শত শত বনদেবীগণের দ্বারা সতত শ্রীবৃন্দাবনকে পরিপালন করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূর্তিতে দেখিতেছেন সেই অপূর্ব নৈসর্গীক-শোভা-সম্পন্ন মধু-বৃন্দাবনে শ্রীরাধারাণী সখীগণসঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া মনের আনন্দে উত্তম উত্তম কুসুম, পত্রাঙ্কুর ও ফলাদি আহরণ করিতেছেন। শ্রীপাদ তুলসী-মঞ্জরীরূপে শ্রীমতীর পিছনে ছায়ার মত আছেন। স্বভাবসুন্দর শ্রীবৃন্দাবনে বসন্তের আগমন হইয়াছে। ঋতুরাজের আগমনে বৃন্দাবন অপার সুষমামণ্ডিত হইয়া অতীব মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে!

"বৃন্দাবিপিন-মাঝে, সাজি অভিনব সাজে, আওয়লি সরস বসন্ত।
নিখিল অখিল ভরি, পিককুল ঘোষই, তিরোহিত শিশির দুরন্ত॥
অপরূপ শোভন কুঞ্জ।
অভিনব তরুলতা, সুষম কুসুমযুতা, মত্ত মধুপকুল গুঞ্জ॥
বিকসিত চম্পক, কাঞ্চন কুরুবক, অশোক কিংশুক নিরমল।
কত জাতি যাতি যূই, কুন্দকলী মুখরই, দশদিশি ভরু পরিমল॥
ফলে ফুলে তরু ডাল, নবরাগে শোভে ভাল, বিকসিত মাধবীমুকুল।
মধুগন্ধে লাখে লাখে, মধুকর ঝাঁকে ঝাঁকে, মাতি মাতি চুম্বে ফুলকুল॥"
(ব্রজবিলাস-গীতামৃত)

সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধারাণীর বার্তালাপ ও কুসুমচয়নের শব্দশ্রবণমাত্রেই শ্যামসুন্দর তাঁহাদের নিকট আগমন করিয়া তাঁহাদের সহিত রস-কলহমানসে বলিতে লাগিলেন—'হে চৌরীগণ!* আমার এই বনে এখন রক্ষী কেহ নাই, নির্জন পাইয়া তোমরা এ কি করিতে আরম্ভ করিয়াছ? বুঝিলাম তোমরা যৌবন-মদে মত্তা হইয়াছ, মত্ত না হইলে স্বাভাবিক অবস্থায় কেহ এইপ্রকার অন্যের সম্পদ্ অপচয়ের প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইতে পারে না। তোমরা যে শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিয়া লতা-পাতা ছিন্ন করিয়া আমার এই অমূল্য উদ্যানটিকে বিনষ্ট করিলে! আমিও কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নই। আমি আমার লতাবলীর বিনিময়ে

---

* স্বীয় অলৌকিক সৌন্দর্য-মাধুর্যে শ্রীরাধারাণী শ্যামসুন্দরের মন-প্রাণ হরণ করিয়াছেন, 'চৌরী' সম্বোধনে ইহাও ব্যঞ্জিত।

ইতি নিশম্য সভ্রূভঙ্গমবলোকয়ন্ত্যাং ললিতায়ামন্যাঃ সস্মিতমূচুঃ,—

"বদন্ত্যঃ স্মো নূনং তব কিতব সত্যং হিতমিদং
বৃথাটোপং হিত্বা ব্রজ ঝটিতি নন্দীশ্বরপুরম্ ।
ন জানীষে কিং তাং প্রখরললিতাবিক্রমততিং
যয়া তে বন্যান্তঃ ক্ষপিতমসকৃৎ পৌরুষযশঃ ?" ৩ ॥

ইতি বিশাখাকথিতমাকর্ণ্য সদর্পাভিনয়ং কৃষ্ণঃ পুনঃ প্রাহ,—

"অহো শিষ্যা এবং ন হি কুরুত ধার্ষ্ট্যং ময়ি পুন-
র্যতঃ শ্রুত্বা ক্রুধ্যন্ত্যখিল-লতিকা-মণ্ডপ-বরাঃ ।
ময়া কামং যত্র প্রগুণগুরুণা যৎ করুণয়া
বিতীর্ণা বো দীক্ষা ন কিল কতিধা জৈনরচিতাঃ ?" ৪ ॥

অনুবাদ – শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ললিতা ভ্রূ-ভঙ্গীর সহিত অবলোকন করিলে অন্যান্য সখীগণ ঈষৎহাস্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—'হে ধূর্ত ! আমরা তোমার হিতজনক সত্যকথা বলিতেছি

তোমাদের দেহলতা, ফলগুলির পরিবর্তে তোমাদের কুচসমুদয় লুণ্ঠন করিয়া লইব এবং কিশলয়দলের পরিবর্তে তোমাদের অধর-কিশলয় ছিন্নভিন্ন করিব !'

"বৃন্দার্চ্চিত বৃন্দাবনে, শ্রীরাধিকা সখীসনে, সুশোভিত নিকুঞ্জ-কাননে ।
গন্ধ পুষ্প পত্রাঙ্কুরে, ফল আহরণ করে, হাস্য-পরিহাস-সম্ভাষণে ॥
সেই শব্দ শ্রবণেতে, গিরিধারী গর্ব্ব-চিতে, সে স্থানেতে করি আগমনে ।
কলহ করিতে ছলে, ভঙ্গি করি কথা বলে, সুচতুরা সখী সন্নিধানে ॥" ১ ॥

"ভঙ্গি করি কহে পীতবাস ।
প্রবেশি নির্জন বনে, সুচতুরা চৌরীগণে, করিতেছ একি সর্ব্বনাশ ॥
যৌবন-মদেতে মত্ত, সবার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত, গর্ব্ব করি তোমরা সকলে ।
অমূল্য উদ্যানখানি, সাজায়ে রেখেছি আমি, ইচ্ছামত বিনষ্ট করিলে ॥
ছিন্ন লতার পরিবর্ত্তে, বিমর্দ্দিয়া তোমা সবে, অঙ্গলতা করিব লুণ্ঠন !
নষ্টফল-প্রতিদানে, কুচকুম্ভ-বিদারণে, দেখাইব আমার বিক্রম ॥
নব-পল্লবের জন্য, বিম্বাধর দুটি পুন, ছিন্নভিন্ন ধূসর করিব ।
বৃন্দাবন-বনদেবা, মোর আজ্ঞা লঙ্ঘে কেবা, কার্য্যদ্বারে সব জানাইব ॥
শুনিয়া নাগর-কথা, ভ্রূকুটি করিয়া তথা, ললিতাজি দুটি নেত্রাঞ্চলে ।
দাঁড়াইয়া ভঙ্গি করি, কৃষ্ণে দৃষ্টিপাত করি, সখীগণ হাস্য করি বলে ॥" ২ ॥

শ্রবণ কর—এই মিথ্যা আটোপবাক্য ত্যাগ করিয়া শীঘ্র নন্দীশ্বরপুরে গমন কর। যে ললিতার নিমিত্ত এই বনমধ্যে তোমার বারবার পৌরুষ-কীর্তি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই প্রখরা ললিতার পরাক্রম কি তুমি জান না? ৩॥

বিশাখা প্রভৃতির এইপ্রকার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্পের অভিনয় করিয়া পুনরায় বলিলেন—'অহো! তোমরা আমার শিষ্যা হইয়া আমার প্রতি এইরূপ ধৃষ্টতাচরণ করিতেছ? তোমাদের কথা শ্রবণে এই লতামণ্ডপগুলিও ক্রুদ্ধ হইতেছে, কারণ পরম গুণশালী আমি কৃপা করিয়া এই লতাবিতানে গুরুরূপে কতপ্রকারেই না তোমাদিগকে জৈনরচিত দীক্ষা প্রদান করিয়াছি? ৪॥

টীকা—প্রতিপক্ষোত্থাপকস্তু স্বয়মেব কৃতম্। বদন্ত্য ইতি। হে কিতব হে ধূর্ত্ত! তব হিতম্ অথচ সত্যং নত্বারোপিতং নূনং নিশ্চিতমিদং বদন্ত্যঃ স্মো ভবামঃ। বৃথাটোপং মিথ্যা প্রাগল্‌ভ্যং হিত্বা ঝটিতি শীঘ্রং নন্দীশ্বরপুরং ব্রজ গচ্ছ নন্দীশ্বরপুরস্য রাজপুরত্বেন রাজপুরস্য চ বহুজনাবৃতত্বেন স্ত্রিয়া ললিতায়া বীরাত্বেপি তত্রাগমনানৌচিত্যাত্তত্র গতে ত্বত্রাণং ভবেদেবেতি ধ্বনিঃ। হে চৌর্য্যঃ কথং ব্রজামীত্যাহ তাং প্রখর ললিতাবিক্রমততিং ন জানীষে। আঃ কিমিদমসাধ্বসং ব্রূথ ললিতা বা কা তস্যা বিক্রমততির্বা কা ইতি চেৎ পরিচয়ামি শৃণ্বিত্যাহ। যয়া ললিতাবিক্রমতত্যা কর্ত্র্যা বন্যান্তঃ বনসমূহমধ্যে তব পৌরুষযশঃ অসকৃদ্বারং বারং ক্ষপিতং ত্যজিতম্। ৩॥

অহো ইতি অহো হে শিষ্যাঃ যূয়ং ময়ি পুনরেবং ধার্ষ্ট্যং নহি কুরুত যতো যানি শ্রুত্বা অখিল-লতিকা মণ্ডপবরাঃ ক্রুধ্যন্তি অখিললতিকাশ্চ মণ্ডপবরা মণ্ডপশ্রেষ্ঠাশ্চ। যদ্বা অখিল লতাভির্ঘটিতা যে মণ্ডপবরাস্তে কেঽখিল লতামণ্ডপবরা ইতি চেৎ শৃণুত। যত্র অখিল লতামণ্ডপবরে প্রগুণগুরুণা ময়া যৎ করুণয়া কৃত্বা জৈনরচিতা দীক্ষা বো যুষ্মভ্যং কতিধা কিল ন বিতীর্ণা ন দত্তা অপিতু বিতীর্ণৈবেতি কাকুঃ। জিন এব জৈনঃ স্বার্থিকপ্রত্যয়ঃ। জৈনো বুদ্ধস্তেন রচিতা সা তু আত্মসম্ভাবনরূপা। যদ্বা জৈনেষু জিত্বা এষু রচিতা জয় প্রতিপাদিকেত্যর্থঃ। শ্লেষেণ কতিধা ইত্যস্মাৎ আবিশ্লেষেণ এবমর্থো যথা আঃ কোপো জৈনে যস্য ইতি আজৈনঃ কামঃ তেন রচিতা দীক্ষা তত্তৎ কামক্রীড়েত্যর্থঃ। জৈনে কামকোপ-বিষয়ত্বং মারজিল্লোকজিজ্জিন ইত্যমর ইত্যত্র মারজিত্ত্বেনৈব ব্যঞ্জিতম্। আজৈন ইতি আ ইত্যস্য বিসর্গলোপে কৃতে প্রয়োগঃ। আস্তু স্যাৎ কোপপী- ড়য়োরিত্যমর নানার্থঃ॥ ৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—অপ্রাকৃত ব্রজরস পরিবেশনকারী শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবে সসখী শ্রীরাধা-মাধবের অতি বিচিত্র শৃঙ্গাররসপ্রচুর পরিহাস-লীলার বিস্তার করিয়াছেন। এই সকল বিচিত্রমধুর লীলা-রস পরিপুষ্টির নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় আনন্দিনীশক্তিগণকে পরকীয়ভাবে বিভাবিত করা। "পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।" (চৈঃ চঃ)। শক্তি ও শক্তিমন্তাবে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় প্রেয়সী হই-লেও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াদ্বারা তাঁহাদের সেই অভিমান বিদ্যমান থাকে না, পরকীয়ারমণী বলিয়াই অভিমান হইয়া থাকে। এই অভিমান ভ্রান্তি হইলেও রসবিশেষ আস্বাদনের জন্য চিচ্ছক্তি হই-

তেই সমুদ্ভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ নিজেকে তাঁহাদের পরকীয়কান্ত বলিয়াই অভিমান হয়। স্ব-কীয়কান্তা এবং কান্ত জ্ঞানটি থাকিলে আর রসবিশেষ পরিপুষ্ট হয় না।

"আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দুহাঁর রূপ-গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।" (চৈঃ চঃ)

ললিতা প্রখরা, "দুর্ল্লঙ্ঘ্যবাক্য-প্রখরা প্রখ্যাতা গৌরবোচিতা" (উঃ নীঃ)। যাঁহার বাক্য সখীসমাজে সকলের দুর্লঙ্ঘ্য এবং যিনি সবার গৌরবের পাত্রী—তিনিই প্রখরা সখী। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ললিতা ভ্রূ-ভঙ্গীর সহিত অবলোকন করিলেন। ভ্রূ-ভঙ্গীর মর্ম বুঝিয়া অন্যান্য সখীগণ বলিলেন—'হে ধূর্ত! আর শঠতায় প্রয়োজন নাই। আমরা তোমার মঙ্গলের জন্যই সত্যকথা বলি-তেছি শ্রবণ কর—তুমি মিথ্যা আটোপবাক্য ত্যাগ করিয়া শীঘ্র নিজ আবাস নন্দীশ্বরে পলায়ন কর। ইহাতেই তোমার কল্যাণ। নচেৎ ললিতার হস্ত হইতে তোমার আজ আর পরিত্রাণ নাই। তুমি কি ললিতার পরাক্রমের কথা ভুলিয়া গিয়াছ? যাহার পরাক্রমে এই বনমধ্যে বহুবার তোমার পৌরুষ-কীর্তি বিনষ্ট হইয়াছে!'

শ্রীকৃষ্ণ কোনরূপ চাঞ্চল্য বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলেই ললিতা অমনি গর্জন করিয়া উঠেন, বলেন —'তুমি আমায় জানো না, আমি ভৈরবী, আমার সম্মুখে বাতাসেও শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। নিজের কল্যাণ চাও তো এখনি দূরে সরিয়া যাও।' ললিতার বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ সভয়ে দূরে সরিয়া যান। সখীগণ সেই কথাই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন এবং আজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি যে পৌরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে সেই প্রখরা ললিতার দ্বারা তাঁহাকে অশেষ-বিশেষে লাঞ্ছিত হইতে হইবে বলিয়া নন্দীশ্বরে গমনের উপদেশ দিতেছেন। সখীগণ সব শ্রীরাধামাধবের রসময়ী শৃঙ্গার-লীলার পুষ্টিকারিণী। "সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥" (চৈঃ চঃ)। সখীগণ প্রত্যেকে বিভিন্ন স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া যুগলের লীলারসসিন্ধুকে নানাভাবে তরঙ্গায়িত করিয়া থাকেন। তাই বলা হইয়াছে—শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব স্বপ্রকাশ হইলেও সখীগণের সান্নিধ্য বা সহায়তাব্যতীত উহা পরিপুষ্টি লাভ করে না। যেমন ঈশ্বর বিভু বা ব্যাপকতত্ত্ব হইলেও স্বীয় স্বরূপশক্তি-ব্যতীত রসপুষ্টি লাভ করেন না—

"বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বীভূতিরিবেশঃ, শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥"

(গোঃ লীঃ ১০।১৭)

শ্রীবিশাখা প্রভৃতি সখীগণের এইপ্রকার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে পরমানন্দিত হই-লেন। "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎ'সন। বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥" (চৈঃ চঃ)।

এতন্নিশম্য লজ্জয়া কোপমিব বিভ্রত্বতীষু সর্ব্বাষু প্রসঙ্গান্তরেণ তং বিজেতুং বিশাখা সন্যায়মাহ,—

"স্বয়ং যো নির্বন্ধাদ্ধনবিতরণৈর্লোকততিভিঃ
করোত্যারামং যং স হি ভবতি তস্যৈব নিয়তম্।
ইদন্তু শ্রীবৃন্দাবনমকৃতমন্যৈরনুদিনং
সমানং সর্ব্বেষাং কথমিব তবৈবাদ্য ভবিতা ?" ৫ ॥

ইতি বিশাখা-সন্যায়কথিতমাকর্ণ্য সদর্পমভিনয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ পুনঃ প্রাহ,—

"অকুণ্ঠং বৈকুণ্ঠে দিবি ভুবি চ রসায়াং শ্রুতিগণৈঃ
প্রগীতং মন্নাম্না বনমিতি ন যদ্বঃ শ্রুতিমিতম্।
ন যুষ্মদ্দোষোঽস্মিন্ প্রবল-মদগর্ব্বোত্তরুণতা-
ত্রিদোষী বাধির্য্যং প্রচুরমকরোদ্‌যৎ স্ফুটমিদম্॥" ৬ ॥

তবু তিনি বাহিরে দর্পের অভিনয় করিয়া বলিলেন, 'কি আশ্চর্য ! অহো ! তোমরা আমার শিষ্যা হইয়াও আমার প্রতি এইপ্রকার ধৃষ্টতাচরণ করিতেছ ! তোমাদের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া এই লতা-মণ্ডপগুলিও ক্রুদ্ধ হইতেছে। যেহেতু তোমরা যে আমার শিষ্যা এবং আমি তোমাদের গুরু—তাহা এই লতামণ্ডপগুলিও উত্তমরূপে অবগত আছে। এই লতাবিতানেই আমি পরম গুণশালী সদ্‌গুরুরূপে কৃপা-পূর্বক তোমাদের সকলকে কত প্রকারেই না জৈনদীক্ষা প্রদান করিয়াছি।' "জৈনদীক্ষা" অর্থে কামক্রীড়া এবং কন্দর্পবিজয় বুঝা যায়—"জৈনে কামকোপবিষয়ত্বং মারজিল্লোকজিজ্জিন ইত্যমরঃ" অর্থাৎ 'এই সব কুঞ্জে তোমাদের সহিত বারবার কামক্রীড়া করিয়াছি বা তোমাদের কন্দর্পজনিত পীড়া বিনাশ করিয়াছি।' অথবা জৈনদীক্ষা বলিতে নগ্নতা সূচিত হইয়াছে।

"ওহে ধূর্ত্ত-চূড়ামণি,　মহাকপটের খনি,　সত্যকথা বলিতেছি শুন।
শুনিলে হইবে হিত,　ব্রজরাজ-নন্দসুত,　ইহা মিথ্যা বাক্য নয় কোন ॥
মিথ্যা কথা কপটতা,　ছাড়িয়া এ প্রগল্‌ভতা,　নন্দীশ্বরে করহ গমন।
যদি বল যাব কেন ?　তার উত্তর বলি শুন,　ললিতার না জান বিক্রম ॥
বারম্বার বনমধ্যে,　পৌরুষযশঃ ত্যাগে,　হাসাইলে সখীর সমাজে।
বিশাখার কথা যত,　শ্রবণেতে দর্পে কত,　পুনঃ কহে নব যুবরাজে ॥" ৩ ॥

"তোমরা ত শিষ্য হৈয়া,　নিজ লজ্জা বীজ খাঞা,　পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টতা ক'রো না।
অচেতন লতাগৃহ,　কথা শুনি ক্রুদ্ধ সেহ,　আহেরিণী তাহা কি জান না ॥
এই লতা-মণ্ডপেতে,　গুণশালী গুরুরূপে,　কতবার করুণা করিয়া।
জৈন রচিত দীক্ষা,　সবাকারে দিনু শিক্ষা,　সকলে কি গিয়াছ ভুলিয়া ?" ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের এইবাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে লজ্জায় কোপের ন্যায় ভাব প্রকাশ করিলে বিশাখা প্রসঙ্গান্তরে তাঁহাকে জয় করিবার নিমিত্ত সযৌক্তিক বাক্য বলিয়াছিলেন—যে ব্যক্তি ধনাদি ব্যয় করিয়া লোকসংগ্রহের দ্বারা যত্নের সহিত উদ্যান নির্মাণ করে, সে উদ্যান তাহারই হয়, কিন্তু বৃন্দাবন তো কাহারো নির্মিত নহে ; সুতরাং ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার ইহা তোমারই একা হইবে কিরূপে ? ৫॥

বিশাখার এই সযৌক্তিক বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ দর্পের অভিনয় করিয়া পুনরায় বলিলেন—বৈকুণ্ঠে স্বর্গে পৃথিবীতে ও রসাতলে সর্বত্রই শ্রুতিগণকর্তৃক বৃন্দাবন আমার বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে, এই কথা কি তোমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই ? ইহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই ; কেননা মদ, গর্ব ও যৌবন—এই ত্রিদোষে তোমাদিগকে বধির করিয়াছে—ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল ! ৬॥

টীকা—স্বয়মিতি। যো জনো ধনবিতরণৈর্লোকততিভির্লোকসমূহৈর্নির্বন্ধাদতিযত্নাদ্‌যম্ আরামমুপবনং করোতি স হি আরামস্তস্যৈব কর্তুর্নিয়তং সর্ব্বথা ভবতি। ইদন্তু বৃন্দাবনম্ অনৈরকৃতমনিষ্পাদিতমত এবানুদিনং নিরন্তরং সর্ব্বেষাং সমানং কথমিব কথমদ্য তবৈব ভবিতা ভবিষ্যতি। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে॥ ৫॥

অকুণ্ঠমিতি। শ্রুতিগণৈর্বেদসমূহৈস্তমেকং গোবিন্দং পঞ্চপদং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং বৃন্দাবন সুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামীত্যাদিনা মন্নাম্না সহ বনং বৈকুণ্ঠাদিষু অকুণ্ঠমণিবারিতং যথাস্যাত্তথা প্রগীতমিতি এতদ্গানং যদি বো যুষ্মাকং শ্রুতিমিতং কর্ণগতং ন। অস্মিন্ শ্রবণাভাবে যুষ্মাকং ন দোষঃ যদ্‌যতঃ প্রবল মদগর্ব্বোত্তরুণতা ত্রিদোষী বত্রীদং বাধির্য্যং বধিরতাং স্ফুটমকরোৎ প্রবল মদশ্চ গর্ব্বোঽহঙ্কারশ্চ উত্তরুণতা উৎকৃষ্ট তারুণ্যঞ্চ তা এব ত্রিদোষী বাত পিত্ত কফ সংযোগ রোগবিশেষঃ।

অন্যাপি ত্রিদোষী স্পর্শমাত্রেণ বধিরতাং করোতীতি প্রসিদ্ধিঃ॥ ৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ জৈনদীক্ষার কথা উল্লেখ করায় সখীগণসহ শ্রীরাধারাণী সাতিশয় লজ্জিতা হইলেন এবং বাহ্যে কোপের ভাব প্রকাশ করিলেন। লজ্জা ও কোপ মিলিত হইয়া তাঁহাদের অপূর্ব মুখভঙ্গী ও নয়নভঙ্গী প্রকাশিত হইল। ভাবের মূর্তিতে নিরতিশয় ভাবাভিব্যক্তি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দিত হইলেন। এই অপরূপ ভাবমাধুরী আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের তাঁহাদের সহিত এইরূপ বাগ্বিলাস। যেহেতু মহাভাববতী গোপিকার দেহে শৃঙ্গাররসের বিবিধ ভাবাভিব্যক্তি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ যাদৃশ আনন্দলাভ করেন তাঁহাদের অঙ্গসঙ্গে তাদৃশ সুখোদয় হয় না। "এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন। সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি গুণ॥" (চৈঃ চঃ)।

অনন্তর বিশাখাসখী প্রসঙ্গান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার চেষ্টা করিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ যে প্রসঙ্গটি তুলিয়া তাঁহাদের নিরস্ত করিতে চাহিতেছেন, নায়িকাগণের সে বিষয়ে আলোচনা লজ্জাকর। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিলেন—'হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি অর্থাদি ব্যয় করিয়া মজুরাদির দ্বারা কোন উদ্যান

নির্মাণ করাইয়া থাকে, উহা তাহারই হইয়া থাকে, কিন্তু বৃন্দাবন তো কাহারো নির্মিত কানন নয় ইহা তো স্বয়ং সমুদ্ভূত। সুতরাং ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার—ইহা একাকী তোমারই হইবে কি প্রকারে ?

বিশাখার এই বাক্য অতি সযৌক্তিক। কারণ প্রকটলীলাতে দেখা যায়—গোকুলে বিবিধ অসুর-রাক্ষসাদির উৎপাত হইতে থাকিলে শ্রীনন্দমহারাজ জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ মন্ত্রী উপনন্দের পরামর্শে গোকুল ত্যাগ করিয়া নিরাপদ বসবাসের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবকে লইয়া সমস্ত গোকুলবাসিসহ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীবৃন্দাবনের স্বভাবসুন্দর নৈসর্গীকশোভা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের সাতিশয় আনন্দ হইয়াছিল। "বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ। বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োর্নৃপ ॥" ইহাতে বৃন্দাবন যে কাহারো রচিত উদ্যান নয়—ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

বিশাখার এই সযৌক্তিক বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে একাকী নিজস্বত্ব স্থাপন-প্রয়াস নিরস্ত হইল। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পরাস্ত করিবার নিমিত্ত দর্পের অভিনয় করিয়া বলিলেন—'বৈকুণ্ঠে, স্বর্গে, পৃথিবীতে ও রসাতলে সর্বত্রই বৃন্দাবন আমার বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে।' শ্রীগোপাল-তাপনী-শ্রুতি বলেন—"তমেকং গোবিন্দং পঞ্চপদং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবন সুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি।" "দ্বে বনে স্তঃ কৃষ্ণবনং ভদ্রবনম্ তয়োরন্তর্দ্বাদশ বনানি পুণ্যানি পুণ্যতমানি তেষ্বেব দেবাস্তিষ্ঠন্তি সিদ্ধাঃ সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ" ইত্যাদি বাক্যে বৃন্দাবন যে শ্রীকৃষ্ণেরই তাহার উল্লেখ শ্রুতিতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—এতাদৃশ মাধুর্যময় লীলাতে এইরূপ ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ কি মাধুর্যলীলার হানিকর হয় না ? তদুত্তরে বলা হইয়াছে—ব্রজবাসিগণের মাধুর্যজ্ঞানের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, ইঁহারা নিজ-চক্ষে ঐশ্বর্য দর্শন করিলেও কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া মনে করেন না। "দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি।" (চৈঃ চঃ)। দেখিলেও যখন মানেন না, তখন শুনিলে যে মানিবেন না তাহাতো বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ প্রিয়জনের উৎকর্ষে যেমন প্রীতিমানের উল্লাসই দৃষ্ট হয় তদ্রূপ ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দর্শনে বা শ্রবণে ইঁহাদের প্রীতি সমুল্লসিতই হইয়া থাকে, কোন প্রকার সঙ্কোচ সম্ভ্রমের উদয় হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'সর্বত্রই বৃন্দাবন আমার বলিয়া ঘোষিত হইলেও ইহা যে তোমাদের শ্রুতি-গোচর হয় নাই, ইহাতে তোমাদের কোনরূপ দোষ নাই, কারণ মদ, গর্ব ও উত্তমতারুণ্য এই ত্রিদোষই বধির করিয়াছে।' "বিবেকহর উল্লাসো মদঃ স দ্বিবিধো মতঃ। মধুপানভবোঽনঙ্গবিক্রিয়াভরজোঽপি চ॥" (ভঃ রঃ সিঃ)। 'বিবেকহর উল্লাসকেই 'মদ' বলা হয়, উহা মধুপানজনিত ও কন্দর্পবিকারভর-জনিত—এই দ্বিবিধ।' "সৌভাগ্য-রূপ-তারুণ্য-গুন-সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে॥" (ঐ)। 'সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুন, সর্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভাদিহেতু অন্যের অব-হেলাকে 'গর্ব' বলে। এইগুলি সঞ্চারিভাব। 'উত্তমতারুণ্য' বলিতে পূর্ণযৌবনই ব্যক্ত হইয়াছে।' "নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃশমঙ্গ বরদ্যুতি। পীনৌ কুচাবুরুযুগং রম্ভাভং পূর্ণযৌবনে॥" (উঃ নীঃ)।

এতদাকর্ণ্য তির্য্যগ্বিলোকয়ন্তী রাধা সস্মিতমুবাচ,—

"অয়ে চেদ্‌যন্নাম্নাঙ্কিতমিতি ভবেত্তস্য বিপিনং
তদাস্মদ্‌বৃন্দায়া ভবতি সুতরামেব কপটিন্।
যতোহস্যা নাম্নৈব ত্রিজগতি জনৈর্গীয়ত ইহ
স্বয়ঞ্চ শ্রীস্বামিন্ তব তু নহি নাম্না ক্বচিদপি ॥" ৭ ॥

ইতি রাধায়াঃ সযুক্তিকবাক্‌পীযূষমত্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সস্মিতমাহ,—

"ইয়ং লক্ষ্মীবৃন্দাদপি মধুরবৃন্দা মম বধূ-
র্ভবেন্নোচেদারাৎ সশপথমিমাং পৃচ্ছত সতীম্।
শ্রুতৌ যদ্দম্পত্যো র্ন হি ভবতি ভেদস্তু টীরতো
দ্বায়োর্নো নাম্নৈব ত্রিজগতি জনো গায়তি বনম্ ॥" ৮ ॥

'বিপুল নিতম্ব, ক্ষীণ কটিদেশ, উৎকৃষ্ট অঙ্গদ্যুতি, পীনোন্নত কুচদ্বয় ও রম্ভার ন্যায় উরুদেশ পূর্ণযৌবনে প্রকাশ পাইয়া থাকে।' শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'এই ত্রিদোষই তোমাদের বাধির্যের হেতু তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিলাম।' বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষে দেহে জটিলব্যাধি দেখা দেয় এবং তাহাতে বধিরতাদি নানা উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

"শ্রীকৃষ্ণের বাক্যজাল করিয়া শ্রবণ। কুঞ্জবনে লজ্জাবতী যত সখীগণ ॥
পরাজয় করিবারে ধৃষ্ট শ্রীগোবিন্দে। প্রণয়-কোপেতে কহে করি কত ছন্দে ॥
অন্য পরসঙ্গ তুলি রস কৌতুকেতে। যুক্তিযুক্ত বাক্য কহে বিশাখা ভঙ্গিতে ॥
হে কৃষ্ণ যুবরাজ মদনমোহন। যেই জন নিজে করি ধন-বিতরণ ॥
উদ্যান প্রস্তুত করে বহু লোকদ্বারে। সে উদ্যান তার হয় জানে চরাচরে।
কিন্তু এই বৃন্দাবন কারো কৃত নয়। স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দ ধাম সুনিশ্চয় ॥
সর্ব্বদা সবার হয় সম অধিকার। কি প্রকারে বলিতেছ একলা তোমার ? ॥
বিশাখার যুক্তিবাক্য করিয়া শ্রবণ। দর্প অভিনয়ে বলে শ্রীনন্দনন্দন ॥" ৫ ॥

"বৈকুণ্ঠেতে দেবলোকে পৃথিবী পাতালে। সর্ব্বত্রই চারিবেদ মুক্তকণ্ঠে বলে ॥
মোর নামে হয় এই বৃন্দাবন ধাম। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি এই করে গান।
এই তত্ত্ব নাহি জান গোপিকা সমাজ। বৃথা চপলতা কর নাহি বাস লাজ ॥
তোমাদের দোষ নাই করহ শ্রবণ। মদ গর্ব্ব তরুণতা ত্রিদোষ কারণ ॥
বধির করিল তোমা সম্পূর্ণরূপেতে। স্পষ্ট বোধ হইতেছে আমার মনেতে ॥
নাগরেন্দ্র চূড়ামণির এ কথা শ্রবণে। শ্রীরাধিকা কহিতেছেন সহাস্য বদনে ॥" ৬ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য বাগমৃতমাপীয় রাধা বৃন্দাং প্রতি নীচৈরাহ,—

"ইদং বৃন্দে সত্যং ভবতি ন হি কিম্বা কথয় নঃ
পুরো লজ্জাং হা হা কথমিব তনোষি প্রিয়গণে ?
ঋতং চেত্তদ্রোষচ্ছলত ইব গচ্ছ ক্ষণমিতো
যথা নানাবাদৈর্বয়মিহ জয়ামঃ শঠগুরুম্ ॥" ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে শ্রীরাধারাণী কুটিলদৃষ্টিতে মৃদুহাস্যপূর্বক বলিলেন—'ওহে স্বামিন্ ! যে বস্তু যাহার নামাঙ্কিত থাকে, সেই বস্তু যদি তাহারই হয় ; তবে হে কপটিন্ ! বৃন্দার নামাঙ্কিত এই বৃন্দাবন তো আমাদের সখী বৃন্দারই হইতেছে। ত্রিভুবনের লোক, এমন কি স্বয়ং তুমিও ইহাকে 'বৃন্দাবন' বলিয়া থাক, তোমার নামে তো কেহ বৃন্দাবনকে কীর্তন করে না ॥ ৭ ॥

শ্রীরাধার এইপ্রকার সযৌক্তিক বাক্যামৃতপানে প্রমত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে বলিলেন—'রমা-সমূহ হইতেও পরমমধুরা এই বৃন্দা আমারই পত্নী, আমার কথায় যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে তোমরা শপথের সহিত এই সতীকে তাহা জিজ্ঞাসা কর। শ্রুতিতে দম্পতির অভেদত্ব বর্ণিত রহিয়াছে, সুতরাং আমাদের উভয়ের নামেই ত্রিভুবনের লোকসমূহ এই বনকে উল্লেখ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃত পান করিয়া শ্রীরাধারাণী মৃদুস্বরে বৃন্দাকে বলিলেন—'ওগো বৃন্দে ! এই কথা কি সত্য না মিথ্যা—তুমি আমার নিকট খুলিয়া বল। হায় ! তুমি প্রিয়জনের সমক্ষে সত্যকথা বলিতে লজ্জা পাইতেছ কেন ? ইহা যদি সত্য হয়, তবে তুমি রোষচ্ছলে অন্যত্র গমন কর ; তবে আমরা নানা বিবাদ-বচনে এই শঠগুরু শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিতে পারি ॥ ৯ ॥

টীকা—অয়ে ইতি। অয়ে স্বামিন্ চেদ্‌যদি বিপিনং যন্নাম্না অঙ্কিতং চিহ্নিতমিতি হেতোস্তস্য ভবেৎ। হে কপটিন্ তদাস্মদ্বৃন্দায়া এব সুতরাং ভবতি। যতস্ত্রিজগতি জনৈঃ স্বয়ং ভবতা চ ইহ ব্রজে অস্যা বৃন্দায়া নাম্নৈব সহ বৃন্দাবনমিতি রূপেণ গীয়তে। হে শ্রীস্বামিন্ কথামাত্রস্বামিন্ তব তু নাম্না সহ ক্বচিদপি ন। শ্রীর্বেশ-রচনা শোভা ভারতী সরল দ্রুম ইত্যাদি মেদিনী ॥ ৭ ॥

ইয়মিতি। ইয়ং বৃন্দা ভার্য্যা ভবেৎ কিম্ভূতা লক্ষ্মীবৃন্দাৎ লক্ষ্মীসমূহাদপি মধুরবৃন্দা মধুরস্য শৃঙ্গাররসস্য বৃন্দং ভাব হাবাদি পরিকরো যত্র সা। চেদ্‌যদি ন তদা আরাৎ দূরে সশপথং যথাস্যাত্তথা ইমাং সতীং পৃচ্ছত। ননু ভবতু তব বধূ বৃন্দা তেন কিমায়াতমিতি চেৎ শৃণ্বিত্যাহ। শ্রুতৌ বেদে এষা বৈ আত্মনোঽর্দ্ধং যৎ পত্নীত্যাদি শ্রুতিনিরুক্তৌ দম্পত্যোঃ স্ত্রীপুংসয়োস্ত্রুটিরপি স্বল্পোঽপি ভেদো ন ভবতি। অতো হেতোর্নৌ আবয়োর্দ্বয়োর্নাম্নৈব সহ বনং জনস্ত্রিজগতি গায়তি পত্ন্যা আত্মনোঽর্দ্ধত্বেন তন্নাম্নৈব মন্নামেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

ইদমিতি। চেদ্‌যদি ঋতং সত্যং তত্তদা রোষচ্ছলতঃ ক্রোধচ্ছলাৎ ইবেতি বাক্যালঙ্কারে অন্যৎ সুগমম্ ॥ ৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূর্তির ভিতরে আস্বাদন করিতেছেন শ্রীশ্রীরাধামাধবের অতিবিচিত্র মধুর পরিহাসরস। অফুরন্ত সুষমা লইয়া শ্রীযুগলের মধুময়ী পরিহাস-লীলাটি শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়নসম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে! শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাণী শ্রবণে শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের বদনাব্জে একটি বিলোলকটাক্ষপাত করিলেন এবং মৃদুহাস্যে বলিলেন—'ওহে স্বামিন্! যে বস্তু যাহার নামাঙ্কিত থাকে, তাহা তাহারই হয়, ইহা সকলেরই পরিজ্ঞাত।' 'স্বামিন্' সম্বোধনের তাৎপর্য—'তুমি অপরের সম্পদে বৃথা স্বীয় স্বত্ব-স্থাপন করিতে আসিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছ কেন? অন্যের বস্তুতে স্ব-স্বত্ব-স্থাপনে লজ্জিত হওয়া উচিৎ।' অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তু লীলাতে কিভাবে আস্বাদিত হন, এখানে তাহাই বিবেচ্য। লীলাশক্তি পরব্রহ্মকে কিভাবে দারুযন্ত্রের ন্যায় রসস্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। লীলায় শ্রীভগবান্ আত্মহারা। 'কে আমি' তাহা হারাইয়া গিয়াছে! গোপীগণের নিকট সেই পরতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। "গোপালকামিনীজারশ্চৌরজারশিখামণিঃ॥" শ্রীমতী বলিলেন—'হে কপটিন্! আমাদের সখী বৃন্দার নামাঙ্কিত এই বৃন্দাবন। ইহাকে সকলেই বৃন্দাবন বলিয়া থাকে, কেহই কৃষ্ণবন বলে না। তুমি নিজেও তো ইহাকে বৃন্দাবনই বলিয়া থাক, কৃষ্ণবন তো বল না।'

বনদেবী বৃন্দা ব্রজবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শ্রীরাধামাধবের লীলাভূমি ব্রজবনকে তাঁহাদের লীলার উপযোগী বৃক্ষলতা, ফুল-ফল, নিকুঞ্জভবনাদিতে সুসজ্জিত করিয়া লীলারসের পরিপুষ্টি বিধান করিয়া থাকেন। তাই ইহাকে 'বৃন্দাবনই' বলা হয় এবং সর্বত্র এইপ্রকার প্রসিদ্ধিই আছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রজবনের অধীশ্বরী-অধীশ্বর হইলেও লোকপরম্পরায় 'কৃষ্ণবন' বা 'রাধাবন' বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি নাই। শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।

শ্রীরাধার সযৌক্তিক বাক্যামৃতপানে শ্রীকৃষ্ণ প্রমত্ত হইলেন। বচনামৃতের সহিত শ্রীরাধার পরিহাসভঙ্গী, বদনভঙ্গী, নয়নভঙ্গী ও হাস্যের মাধুরী শ্রীকৃষ্ণকে প্রমত্ত করিয়া তুলিল। তিনি সহাস্যে বলিলেন—'কমলাগণ হইতেও মধুরা এই বৃন্দা আমারই পত্নী। আমার কথায় যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে তোমরা শপথের সহিত এই সতীকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে পার।' 'শপথ' কথাটি বলার তাৎপর্য এই যে 'বৃন্দা যদি সহজে এই কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিতা হয়, তাহা হইলে শপথদ্বারা তোমরা তাহার নিকট এই সত্যকথাটি জানিয়া লইতে পার।'

বস্তুতঃ শ্রীরাধারাণীর প্রিয়সখী বৃন্দা শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন লীলার সবিশেষ পরিপুষ্টিকারিণী। তিনি দূতি, কুঞ্জাদি সংস্কারে পরম অভিজ্ঞা, বৃক্ষাদির আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পণ্ডিতা, শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম ইঁহার বশীভূত, ইনি নানাবিষয়ে সন্ধানকুশলা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনকারিণী ও তাঁহাদের প্রতি নির্ভর স্নেহে মগ্না। শ্রীরাধারাণীকে পরাজিত করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে পত্নী বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'শ্রুতিশাস্ত্রে সর্বত্রই দম্পতির অভেদত্ব বর্ণিত রহিয়াছে, সুতরাং বৃন্দার নামাঙ্কিত হওয়ায় আমার নামেও উহা অঙ্কিত রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। পতি-পত্নীর অভেদ বিবক্ষায় উহা উভয়েরই নামাঙ্কিত।

ইদং কর্ণে তস্যা নিগদিতবতীষ্বাসু সহসং
মৃষারোষাদেষা চল-কুটিল-চিল্লীক্ষণতটৈঃ।
অলংশোণৈরেণীদৃগতিকুটিলাঃ প্রেক্ষ্য সখি তাঃ
সগর্ব্বে গোবিন্দে পরিষদি দদাবুত্তরমিদম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে শ্রীরাধা মৃদুস্বরে শ্রীবৃন্দাকে বলিলেন—'ওগো বৃন্দে! এই কথা কি সত্য? আমার নিকট খুলিয়া বল।' বৃন্দা কিঞ্চিৎ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলে শ্রীমতী বলিলেন—'প্রিয়জনের সমক্ষে সত্যকথা বলিতে তোমার লজ্জা কি? যদি সত্যই হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ যে সকলের সমক্ষে তোমায় পত্নী বলিয়াছেন, এইজন্য রোষের ছলে তুমি অন্যত্র চলিয়া যাও, তাহা হইলে আমরা এই শঠগুরুকে অন্যান্য বিবাদবাক্যদ্বারা পরাস্ত করিতে পারিব। সত্যই তুমি যদি তাহার পত্নী হইয়া থাক, তবে এখানে তুমি অবস্থান করিলে আমাদের পরাজয় অনিবার্য্য।'

"হে স্বামিন্! কপটরাজ ব্রজরাজ-সুত। যেই বস্তু যার নামে থাকয়ে অঙ্কিত ॥
সেই বস্তু তার হয় এইত নিয়ম। বৃন্দা নামাঙ্কিত এই শ্রীবৃন্দাবন ॥
বৃন্দাদেবীর অধিকারে জানিহ নিশ্চয়। সর্ব্বজন সুবিদিত নাহিক সংশয় ॥
ত্রিজগতের যত জন তুমিও স্বয়ং। "বৃন্দাবন" বলিয়াই করহ কীর্ত্তন ॥
কুত্রাপি তোমার নামে বৃন্দাবন ধাম। কীর্ত্তন করে না কেহ ত্রিভঙ্গিমঠাম ॥
শ্রীরাধার যুক্তিযুক্ত বাক্যামৃত পানে। উন্মত্ত হইয়া কহে শ্রীবংশী-বদনে ॥" ৭ ॥

"ওহে ওহে ব্রজাঙ্গনা! করি পরকাশ। শতকোটি লক্ষ্মী জিনি মধুর বিলাস।
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে এই বৃন্দাদেবী। মোর বধূ মহোজ্জ্বল মধুর মুরতি ॥
আমার কথায় যদি না কর প্রত্যয়। মোর যুক্তি কথা শুন বলিগো নিশ্চয় ॥
অগ্রভাগে বৃন্দাদেবী পতিব্রতা যিনি। শপথে উত্তর দিবে মোর অর্দ্ধাঙ্গিনী ॥
যদি বল বৃন্দাদেবী পত্নী যে তোমার। কিরূপে হইল যুক্তি শুনহ তাহার ॥
বেদে বলে স্ত্রী-পুরুষে কোন ভেদ নাই। অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তি বলে সর্ব্ব ঠাই ॥
অতএব আমাদের দুইজন নামে। এই বৃন্দাবন ধাম গায় ত্রিভুবনে ॥
শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্যামৃত পানে। রাই কহে নীচ স্বরে বৃন্দার সদনে ॥" ৮ ॥

"হে বৃন্দে! কহ তুমি আমার নিকটে। যা বলিলা শ্রীগোবিন্দ সত্য কিনা বটে?
কি আশ্চর্য্য কিবা লজ্জা মোদের সমীপে। অন্তরঙ্গা প্রিয়সখী আমরা যে সবে ॥
যদি সত্য হয় তবে তুমি ক্রোধচ্ছলে। প্রস্থান করহ শীঘ্র নানা কথা বলে ॥
শঠগুরু শ্রীগোবিন্দে বাক্য চাতুর্য্যেতে। নিশ্চয় করিব জয় মোরা ভালমতে ॥" ৯ ॥

"অয়ে পদ্মাষণ্ড ব্রজনগরভণ্ড ব্রজবনা-
দিতস্ত্বঞ্চেদিচ্ছে রুচির-বনরাজত্বমচিরাৎ।
সখীস্থল্যাঃ ষষ্ঠীং ভজ নিজবধূং তাং কিল তদা
যথা সা তুষ্ট্যা তে বদর-বনরাজ্যং বিতরতি ॥" ১১ ॥

তত ইত্থং তৎসৌন্দর্য্যাদিস্তবনারভট্যা শ্রীগান্ধর্ব্বায়া বৃন্দাটব্যাং স্বতামর্পয়ন্তী তমু-পালভ্য সোল্লাসং পুনরাহ,—

"যদেতদ্বিম্বত্বাল্লসতি মুখমস্যাঃ কমলতো
দৃশোর্দ্বন্দ্বং চঞ্চৎকুবলয়-মৃগাণামিব চয়াৎ।
উদঞ্চন্নাসা-শ্রীঃ শুক-নবযুব-ত্রোটীবলনা-
ল্লসদ্বন্ধূকেভ্যোঽপি চ রুচিঘটারজ্যদধরঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীরাধারাণী সহাস্যবদনে বৃন্দার কর্ণে এইরূপ কথা বলিলে মৃগনয়না বৃন্দা অলীক-কোপ প্রকাশ করিয়া আরক্তনয়নে কুটিলদৃষ্টিতে সখীগণের দিকে তাকাইয়া সভামধ্যে গর্বিত গোবিন্দকে এইরূপ কথা বলিলেন— ॥ ১০ ॥

'ওহে পদ্মাষণ্ড! ব্রজনগরভণ্ড! তুমি যদি শীঘ্র মনোহর কাননের আধিপত্য বাঞ্ছা কর, তবে সখীস্থলীতে গমন করিয়া সেখানের ষষ্ঠীকে ভজনা কর, তাহা হইলে তিনি সন্তুষ্টা হইয়া তোমায় বদরীবনের আধিপত্য প্রদান করিবেন ॥ ১১ ॥

অতঃপর বৃন্দা শ্রীরাধার সৌন্দর্যাদি স্তুতির দ্বারা শ্রীগান্ধর্বায় বৃন্দাবনের স্বত্বার্পণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া পুনরায় সহর্ষে বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনের কমলকুল শ্রীরাধার মুখকমলের প্রতিবিম্ব বা ছায়াস্বরূপ, নেত্রদ্বয় চঞ্চল কুবলয় ও মৃগরাজি অপেক্ষাও শোভনীয়, উন্নত নাসিকা অভিনব শুকপক্ষীর চঞ্চুপুট অপেক্ষাও মনোহর, রক্তবর্ণ অধর বিকসিত বন্ধুককুসুমকেও তিরস্কার করিয়া শোভা পাইতেছে ॥ ১২ ॥

টীকা—ইদং কর্ণে ইতি। এতাদৃক্ বৃন্দা পরিষদি সভায়াং গোবিন্দে সগর্ব্বে সতি ইদমুত্তরং দদাবিত্যন্বয়ঃ। কিং কৃত্বা অলংশোণৈ রক্তবর্ণৈশ্চলকুটিল-চিল্লীক্ষণতটৈঃ কৃত্বা তা অতিকুটিলাঃ সখীঃ প্রেক্ষ্য দৃষ্ট্বা। চলে চঞ্চলে অথচ কুটিলে বক্রে চিল্লৌ ভ্রুবৌ যত্র এবম্ভূতে যে ঈক্ষণে লোচনে তয়োস্তটৈঃ প্রান্তৈঃ। প্রথমক্ষণে একপ্রকারো দ্বিতীয়ক্ষণে ততোধিকাঽন্যপ্রকারস্তৃতীয়ক্ষণে ততোঽপ্যধিকান্যপ্রকার ইতি নেত্রান্তস্য ব্যবহারবাহুল্যাত্তটৈরিতি বহুবচনম্। কস্মিন্ সত্যেবং তস্যা বৃন্দায়াঃ কর্ণে ইদমুক্তপ্রকারং সহসং যথাস্যাত্তথা নিগদিতবতীষ্বাসু রাধাসু সতীষ্বিত্যর্থঃ। আস্বিতি ভট্টারকপাদাঃ সমাদিশন্তীতি-বদ্গৌরবেণ বহুবচনম্। অন্যথা ইতি কৃষ্ণস্য বাগমৃতমাপীয় রাধা বৃন্দাং প্রতি নীচৈরাহ। ইদং বৃন্দে

ইত্যস্যোত্থাপক চূর্ণিকায়াং রাধিকায়া এব বক্তৃত্বে বহুবচনানুপপত্তেঃ। স্বীয় জনস্য বাগ্‌ভঙ্গী শ্রবণায়াবির্ভবন্তীং শ্রীরূপমঞ্জরীং প্রত্যক্ষমনুভূয় সম্বোধয়তি সখীতি ॥ ১০ ॥

উত্তরমাহ অয়ে ইতি পদ্মাষণ্ড পদ্মানাম্নী চন্দ্রাবলী সখী তস্যাঃ ষণ্ডঃ গোরক্ষকঃ। ষণ্ডং পদ্মাদি সঙ্ঘাতে ন স্ত্রী স্যাদ্গোপতৌ পুমান্ ইতি মেদিনী। ষণ্ডঃ স্যাৎ পুংসি গোপতাবিতি। হে ব্রজনগরভণ্ড ত্বং চেদ্যদি অচিরাৎ শীঘ্রং রুচিরবনরাজত্বমিচ্ছেস্তদা ইতোঽস্মাদ্বনাদ্‌ ব্রজ গচ্ছ। কুত্র গত্বা কিং করিষ্যামীতি চেৎ শৃণূপদিশামীত্যাহ। তাং প্রসিদ্ধাং সখীস্থল্যাঃ ষষ্ঠীং চন্দ্রাবলীং নিজবধূং কিল নিশ্চিতং ভজ। যথা সা ষষ্ঠী তে তব বদরবনরাজত্বং কেলিবনাধিপত্বং বিতরতি বিস্তারয়িষ্যতি ॥ ১১ ॥

যদেতদিতি। অস্যোত্থাপকচূর্ণিকায়াং তৎসৌন্দর্য্যাদিতি। তস্যা রাধিকায়াঃ। তস্যাশ্চন্দ্রাবল্যা ইতি নবীনা যদাহুস্তন্মন্দং চন্দ্রাবল্যাঃ সৌন্দর্য্যাদি কথনাভাবাৎ। তমুপালভ্যেতি। তং শ্রীকৃষ্ণম্ উপালভ্য সোপপত্তিকং নির্ভর্ৎস্য স্বতামাত্মীয়তাং যদেতদ্বিম্বত্বাৎ যদ্‌যস্মাদেতস্যা রাধায়া মুখাদের্বিম্বম্ এতদ্বিম্বং তস্য ভাবস্তত্ত্বং ততঃ কমলাদীনামেতদ্বিম্বত্বাৎ রাধামুখাদিচ্ছায়াত্বাৎ কমলাদিভ্যোঽস্যা রাধায়া মুখাদিকং লসতি অতোঽস্যা এব চ্ছায়া অটবির্বিভেদিতি পদ্যাষ্টমেন সম্বন্ধঃ। তত্র প্রথমং চক্ষুং কুবলয় মৃগাণাং চয়াৎ দৃশোর্দ্বন্দ্বমিবৈতৎ বিম্বত্বাৎ কমলতঃ কমলং ন্যক্কৃত্য অস্যা রাধায়া মুখং লসতি শোভতে ইত্যন্বয়ঃ। দৃশোর্দ্বন্দ্বং যথা কুবলয় মৃগাণাং চয়ং ন্যক্কৃত্য উল্লসতি তথেত্যর্থঃ উদঞ্চন্তী সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বেন উদগচ্ছন্তী যা নাসায়াঃ শ্রীঃ শোভা কর্ত্রী? শুক নবযুনো যৎ ত্রোটি বলনং চঞ্চুশোভা তন্নাক্কৃত্য রুচিঘটয়া কান্তিসমূহেন রজন্ শোভমানো যোঽধরঃ স লসদ্বন্ধূকেভ্যঃ লসদ্বন্ধূকানি ন্যক্কৃত্য এবং প্রতিশ্লোকস্থ পঞ্চম্যন্তপদং ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ১২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—পারস্পরিক উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যদিয়া সখীগণসহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরস্পরের ভাব ও রসের আস্বাদনধারা চলিয়াছে! সচ্চিদানন্দসিন্ধু ও প্রেমসিন্ধুর সম্মীলনে যে তরঙ্গোচ্ছ্বাস—তাহাই এই পরিহাসবাণীর দ্বারে অভিব্যক্ত! সিন্ধুর উপরের ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গগুলি দর্শকের নয়ন মনকে বিমুগ্ধ করে, কিন্তু তাহার তলায় যে গভীর নিবিড়তা, ইহা দর্শকের প্রত্যক্ষীভূত হয় না। তদ্রূপ সসখী শ্রীরাধামাধবের এই সুন্দর ও সরস পরিহাসবাণীরূপ তরঙ্গের তলায় রহিয়াছে—অখণ্ড সচ্চিদানন্দরস ও মহাভাবের সুগভীর অদৃশ্য নিবিড়তা!

শ্রীরাধারাণী সহাস্যবদনে শ্রীবৃন্দার কর্ণে ঐরূপ কথা বলিলে মৃগনয়না বৃন্দা অলীক কোপ প্রকাশ করিয়া আরক্তনয়নে কুটিল দৃষ্টিতে একবার সখীবৃন্দের দিকে তাকাইলেন। তাঁহার মুখ ও নেত্রের ভাব দর্শনেই সসখী শ্রীমতী রাধারাণী বুঝিতে পারিলেন যে, বৃন্দা তাঁহাদের পক্ষাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের এইকথার যথাযোগ্য উত্তরই প্রদান করিবেন! অতঃপর শ্রীবৃন্দা সখীগণের সভামধ্যে গর্বিত গোবিন্দকে বলিলেন—'ওহে পদ্মাষণ্ড! ব্রজনগরভণ্ড!' শ্রীবৃন্দার এইপ্রকার সম্বোধন শ্রবণেই সসখী শ্রীরাধারাণী হাসিয়া উঠিলেন! 'পদ্মাষণ্ড' বলিতে 'পদ্মা নাম্নী চন্দ্রাবলীর সখীতে নিতান্ত অনুরক্ত' এবং 'ব্রজনগরভণ্ড' অর্থে

'এই ব্রজনগরে সকলেই সরল ও উদার একমাত্র তুমিই ভণ্ড বা বঞ্চক।' তুমি যদি শীঘ্র একটি মনোহর কাননের আধিপত্য লাভ করিবার বাসনা কর, তবে সখীস্থলীতে চলিয়া যাও। সেখানে গিয়া ষষ্ঠীকে ভজনা কর।' 'ষষ্ঠী' অর্থে চন্দ্রাবলী। শ্রীপাদ তাঁহার মুক্তাচরিতে ইহা নিরূপণ করিয়াছেন—গোবর্ধন মল্ল (চন্দ্রার পতি) প্রথম, ভারুণ্ডা (তাঁহার শশ্রূ মাতা) দ্বিতীয়া, করালা (চন্দ্রার মাতামহী) তৃতীয়া, শৈব্যা চতুর্থী, পদ্মা পঞ্চমী এবং চন্দ্রাবলী ষষ্ঠী। বৃন্দা বলিতেছেন—'সেই ষষ্ঠী বা চন্দ্রাবলীকে ভজিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার যে একটি মনোহর বদরীবন আছে, তাহাতে তোমার আধিপত্য দান করিবেন। তুমি তো রাখাল, গোচারণই তোমার কার্য। রাখালেরা যেমন সুপক্ক বদরীফল ভক্ষণ করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে বনে বনে গোচারণ করিয়া বেড়ায়; বদরীবনের আধিপত্য লাভ করিলে তোমার সেই উদ্দেশ্যটিও সুন্দররূপে সুসিদ্ধ হইবে'—ইহাও ব্যঞ্জিত হইল।

এই প্রকারে বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া শ্রীরাধার সৌন্দর্য-মাধুর্যের স্তব করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার স্বত্ব স্থাপনপূর্বক সহর্ষে বলিলেন—"যদেতদ্বিম্বত্বাল্লসতি মুখমস্যাঃ কমলতো" অর্থাৎ 'শ্রীবৃন্দাবনের কমলকুল শ্রীরাধার মুখকমলেরই প্রতিবিম্ব বা ছায়াস্বরূপ অন্য কিছুই নহে।' "মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি" (উঃ নীঃ)। 'শ্রীরাধার শ্রীমুখের শোভা প্রফুল্লিত-কমলবনের শোভাকে লঙ্ঘন করিয়া থাকে।' মাধুর্যামৃতের সায়রে যদি কোন কনককমলিনী বিকসিত হয়, তবেই তাহা শ্রীরাধাবদনের যৎকিঞ্চিৎ উপমান হইতে পারে। স্বর্ণকমলিনীতে শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীরাধাবদনের ভ্রান্তি ঘটে।

"জলক্রীড়াকালে কমলিন্যেকবিপিনে নিলীনা শ্রীরাধা যদধিকমলং চুম্বতি হরৌ।
স্ববক্ত্রাব্জভ্রান্ত্যা হসিতমথ নালং স্থগয়িতুং হসিত্বা কান্তেনাধ্রীয়ত হসিতালী-পরিকরা ॥

(বৃন্দাবনমহিমামৃতম্ ৩ ৬৬)

"জলবিহারকালে শ্রীরাধা একটি স্বর্ণকমলবনে গিয়া লুকাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য শ্রীরাধার সুন্দর বদনকমল ভ্রমে কমলে কমলে চুম্বনদান করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীরাধা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে সখীগণও হাস্য করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে প্রিয়তমাকে ধরিয়া ফেলিলেন।"

শ্রীবৃন্দাদেবী বলিলেন—"দৃশোর্দ্বন্দ্বং চঞ্চৎকুবলয়-মৃগাণামিব চয়াৎ" 'শ্রীরাধার নেত্রদ্বয় চঞ্চল কুবলয় এবং মৃগরাজি অপেক্ষাও মনোহর।' "বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ম্" (উঃ নীঃ)। অর্থাৎ 'শ্রীরাধার নয়নের শোভা নবকুবলয়ের শোভাকে বলপূর্বক কবলিত করিয়া থাকে।' "ইন্দিবর বর গরব গরাসিত খঞ্জন-গঞ্জন নয়না।" (পদকল্পতরু)।

"নয়নযুগবিধানে রাধিকায়া বিধাত্রা জগতি মধুরসারাঃ সঞ্চিতাঃ সদ্‌গুণা যে।
ভুবি পতিত-তদংশৈস্তেন সৃষ্টান্যসারৈর্ভ্রমরমৃগচকোরাম্ভোজনীলোৎপলানি ॥"

(গোবিন্দলীলামৃত—১১।১০০)

অর্থাৎ "বিধাতা শ্রীরাধার নয়নযুগল নির্মাণ করিবার নিমিত্ত বিশ্বে যে সকল মধুর, সার ও প্রশস্তগুণ সমস্ত সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সারভাগ গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার নয়নদ্বয় নির্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার যে অসার অংশ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল তদ্দ্বারা ভ্রমর, মৃগ, চকোর, কমল, মীন ও নীলোৎপল এইসকল সৃষ্টি করিয়াছেন।" যে নয়নের সৌন্দর্যে আনন্দঘনবিগ্রহ গোবিন্দেরও মোহদশা উপস্থিত হয়—সে নয়নের সুষমার কি তুলনা আছে?

"মঝু মুখ হেরি, ভরমভরে সুন্দরী, ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাখ, বিশিখে তনু জরজর, জীবনে না বান্ধই থেহা॥"

× × × ×

"চঞ্চল-নয়নে, হেরি মুঝে সুন্দরী, মুচকায়ই ফিরি গেল।
তৈখনে মরমে, মদনজর উপজল, জীবইতে সংশয় ভেল॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীবৃন্দা আবার বলিলেন—"উদঞ্চনাসা-শ্রীঃ শুক-নবযুগ-ত্রোটিবলনাল্পসদ্বন্ধূকেভ্যোঽপি চ রুচি-ঘটারজ্যদধরঃ" 'যাঁহার উন্নত নাসিকা অভিনব শুকপক্ষীর নাসা অপেক্ষাও মনোহর, রক্তবর্ণ অধর বিকসিত বন্ধুককুসুমকেও পরাভব করিয়া শোভা পাইতেছে।' শ্রীমতীর নাসার শোভা-বর্ণনায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"অমুষ্যাঃ শ্রীনাসাতিলকুসুমতূণো রতিপতেরধোবক্ত্রং পূর্ণং কুসুমবিশিখৈশ্চিত্রমৃগয়োঃ।
মুখদ্বারা তস্মাৎ স্মিতভরমিষাত্তে নিপতিতাঃ শরব্যত্বং যেষামলভত হরেশ্চিত্তহরিণঃ॥"
(গোবিন্দলীলামৃতম্—১১৭৮)

"শ্রীরাধার নাসিকা তিলকুসুমের তূণ অর্থাৎ বাণাধার, আশ্চর্য ব্যাধরূপ রতিপতি মদনের কুসুমশরে পরিপূর্ণ ও সেই বাণাধার হইতে মুখদ্বারা ঈষৎহাস্যচ্ছলে যে শরসমূহ নির্গত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের মনোমৃগ তাহার লক্ষ্য হইয়াছে।" অধরের শোভা-বর্ণনায় বলা হইয়াছে—

"বন্ধোর্হরের্জীবতয়াস্য তস্যা প্রেম্ণো বহির্বিম্বতয়া তথাস্য।
রাধাধরৌষ্ঠাবিতি বন্ধুজীববিম্বৌ স্বয়ং তন্নহি সাম্যমাভ্যাম্॥" (ঐ—১১।৭৮)

বন্ধু শ্রীহরির জীবনস্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধার অধরের বন্ধুজীবতা এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের প্রতিবিম্বস্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধার ওষ্ঠের বিম্বতা প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং রক্তবর্ণ অধরের শোভা অতুলন।

"হে সখি! রূপমঞ্জরি! বৃন্দার শ্রুতিমূলে। শ্রীরাধিকা হাস্যোল্লাসে একথা বলিলে॥
মৃগাক্ষী শ্রীবৃন্দাদেবী অলীক কোপেতে। রক্তবর্ণ সুচঞ্চল ভ্রূ-ভঙ্গী পাতেতে॥
কুটিল স্বভাবা যত প্রিয় সখীগণে। নেত্রাঞ্চল কটাক্ষেতে করি দরশনে॥
সভামধ্যে বৃন্দাদেবী গর্ব্বিত গোবিন্দে। এই ত উত্তর দিলা পরম আনন্দে॥" ১০॥

"হে ব্রজনগরভণ্ড! ওহে পণ্ডাষণ্ড! । হিতবাক্য বলিতেছি শুনহ সন্দর্ভ॥
যদি শ্রেষ্ঠ কাননের আধিপত্য চাও। তবে শীঘ্র করি তুমি সখীস্থলী যাও॥

অয়ে দন্তাঃ কুন্দাবলি-করকবীজাদিরচনা-
দপি স্ফীতা গীতাঃ কুমুদবনতোঽপি স্মিতলবঃ।
শ্রুতিদ্বন্দ্বং মুঞ্জাললিত-গুণপুঞ্জাদপি পুন-
র্ললাটোদ্যল্লক্ষ্মীঃ সুভগ-বকপুষ্পাদতিতরাম্ ॥ ১৩ ॥

চলচ্চিল্লীবল্লী ভ্রমরবর-পঙ্‌ক্তেরপি ততঃ
স্ফুরজ্জম্বূ-পক্ক-প্রচুরফলতোঽপ্যেতদলকঃ।
কচোল্লাসঃ স্ফূর্জ্জন্মদশিখিশিখণ্ডাদপি মধৌ
পিকোত্তানধ্বানাদপি পরমুদারং মৃদুবচঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অহো! শ্রীরাধার দশনপংক্তি কুন্দকুসুম ও দাড়িম্ববীজ অপেক্ষাও পুষ্ট, হাস্যলেশ কুমুদবনাপেক্ষাও শুভ্র, শ্রবণযুগল মুঞ্জাবিরচিত কুণ্ডলাকার রজ্জু গুচ্ছ হইতেও প্রশংসিত এবং ললাটের শোভা বকপুষ্প হইতেও অতীব মনোহর ॥ ১৩ ॥

চঞ্চল ভ্রূ-লতা শ্রেষ্ঠ ভ্রমরপংক্তি হইতেও সুদৃশ্য, অলকাবলী সুপক্ক জাম্বুফল অপেক্ষাও কৃষ্ণবর্ণ, কেশকলাপ মদমত্ত ময়ূরের পিচ্ছ হইতেও মনোজ্ঞ এবং মনোহর ও মৃদুলবচন বসন্তকালীন কোকিলের কুহু-তান অপেক্ষাও সুমধুর ॥ ১৪ ॥

টীকা—অয়ে ইতি। স্ফীতাঃ পুষ্টাঃ। কুন্দাবলিশ্চ করকং দাড়িম্বং তস্য বীজাদি চ রচনং চিত্রিতঞ্চ তেষাং সমাহারস্তস্মাৎ। স্মিতলবঃ হাস্যলেশঃ। মুঞ্জায়াস্তৃণবিশেষস্য ললিত ঈপ্সিতো যো গুণপুঞ্জঃ কুণ্ডলাকারেণ সজ্জিতরজ্জুরাশিস্তস্মাৎ সতু অভঙ্গরূপেণ বিরাজতে অতঃ স্বস্য তাদৃগবস্থত্বেন তৎ-প্রতিবিম্বত্বম্। বকপুষ্পাদর্দ্ধচন্দ্রাকার-পুষ্পবিশেষাৎ। স্বস্য তাদৃগাকারসৌষ্ঠবেন তৎপ্রতিবিম্বত্বম্ ॥ ১৩ ॥

চলেতি। চলন্তী ইতস্ততঃ সর্পন্তী যা চিল্লীবল্লী ভ্রূলতা ভ্রমরবরাণাং ভ্রমরশ্রেষ্ঠানাং যা পঙ্‌ক্তি-স্তস্যাঃ। স্ফুরন্তি প্রকাশমানানি যানি জম্বূনাং পক্কপ্রচুরফলানি তেভ্যঃ। এষঃ অলকঃ এতদলকশ্চূর্ণ

ষষ্ঠী চন্দ্রাবলী তব নিজ বধূ যিনি। তাঁহাকে ভজনা কর শঠ-চূড়ামণি ॥
সন্তুষ্ট হইয়া তিঁহো বদরী-কাননে। আধিপত্য দিবে তোমা আনন্দিত মনে ॥" ১১ ॥

"তৎপরে বৃন্দাদেবী করিয়া চাতুরী। প্রাণসখী শ্রীরাধিকার সৌন্দর্য্য-মাধুরী ॥
অশেষ-বিশেষে তাহা করিয়া বর্ণন। গান্ধর্ব্বিকায় আত্মীয়তা করিলা খ্যাপন ॥
পুনর্ব্বার শ্রীগোবিন্দে উপলক্ষ্য করি। বৃন্দাদেবী কহে রাধা রূপ মনোহারি ॥
নিন্দিত কমলবন শ্রীমুখমণ্ডল। শ্রীমুখের প্রতিবিম্ব বিকচ কমল ॥
অভিনব নীলোৎপল নয়ন-যুগল। মৃগগণ হৈতে শোভা অধিক চঞ্চল ॥
নব যুব শুকচঞ্চু নাসিকা সুন্দর। জিনিয়া বাঁধুল ফুল রক্তিম অধর ॥" ১২ ॥

কুন্তলঃ। স্ফূর্জ্জৎ প্রকাশমানং যন্মদশিখিনাং মত্তময়ূরাণাং শিখণ্ডং পুচ্ছং তস্মাৎ কচোল্লাসঃ। মধৌ বসন্তে পিকানাং কোকিলানাং উত্তানধ্বানাৎ প্রচুর শব্দাৎ উদারং সুন্দরং মৃদু বচঃ কোমলবাক্যম্ ॥ ১৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীরাধার রূপমাধুরী বর্ণনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের ফল ফুল, বৃক্ষলতা, পশুপাখী প্রভৃতি সবই যে শ্রীরাধার সৌন্দর্য-মাধুর্যেরই প্রতিচ্ছায়া—সুতরাং বৃন্দাবনে তাঁহার স্বত্ব স্বতঃসিদ্ধ—ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রীরাধার দন্তরাজি কুন্দকুসুম ও দাড়িম্ববীজ অপেক্ষাও সুপুষ্ট।

"কুন্দাকৃতিহীররুচির্বিচিত্রা, শ্রীরাধিকায়া রদকীররাজিঃ।
যা নিত্যকৃষ্ণাধরবিম্বমাত্রা,—স্বাদেন লেভে শিখরচ্ছবিত্বম্ ॥" (গোঃ লীঃ ১১।৮১)

"শ্রীরাধার দশনরূপ শুকশ্রেণী কুন্দপুষ্পাকৃতি, হীরককান্তি ও বিচিত্রা। উহারা নিত্য শ্রীকৃষ্ণের অধররূপ বিম্বফলের আস্বাদনদ্বারা পক্বদাড়িম্ববীজের ন্যায় কান্তিলাভ করিয়াছে।" শ্রীরাধার হাস্যলেশ কুমুদবনাপেক্ষাও শুভ্র। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন কোন অসাধারণ কুসুমের শুভ্রতাই শ্রীরাধার হাস্য।

"হরেগুণালীবরকল্পবল্ল্যো রাধাহৃদারামমনু প্রফুল্লাঃ।
লসন্তি যা যাঃ কুসুমানি তাসাং স্মিতচ্ছলাৎ কিন্নু বহিঃস্খলন্তি ॥" (ঐ ১১।৮৮)

"শ্রীরাধার হৃদয়রূপ কুসুমোদ্যানে শ্রীকৃষ্ণের গুণশ্রেণীরূপ যে শ্রেষ্ঠ কল্পলতাগুলি প্রফুল্ল হইয়া শোভা পাইতেছে, সেই কল্পলতার কুসুমশ্রেণীই কি শ্রীরাধার হাস্যরূপে বাহিরে স্খলিত হইতেছে!" যে হাস্যের লেশমাত্রেই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। "আড়নয়নে ঈষৎ হাসিয়া আকুল করল মোরে।" (শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে মহাজন) শ্রীরাধার শ্রবণযুগল মুক্তাবিরচিত কুন্তলাকৃতি রজ্জু গুচ্ছ হইতেও প্রশংসিত।

"হরিনয়ন-চকোর-প্রীতয়ে রাধিকায়ামুখশশিনমপূর্ব্বং পূর্ণমুৎপাদ্য ধাতা।
নয়নহরিণযুগ্মং ন্যস্য তস্মিন্ সুলোলং ন্যধিত তদবরোদ্ধুং পার্শ্বয়োঃ কর্ণপাশৌ ॥" (ঐ ১১ ৯২)

"শ্রীকৃষ্ণের নয়নরূপ চকোরের প্রীতি-নিমিত্ত ধাতা পূর্ণ ও অপূর্ব শ্রীরাধার মুখশশী নির্মাণ করিয়া তাহাতে নেত্ররূপ চঞ্চল হরিণদ্বয়কে স্থাপন করিয়া তাঁহাদের অবরোধহেতু দুই পার্শ্বে দুইটি কর্ণরূপ পাশ বা রজ্জু নিহিত করিয়াছেন।" শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কব্যতীত কৃষ্ণময়ীকে বুঝিবার কোন উপায়ই নাই। আবার ললাটের শোভা অর্ধচন্দ্রাকৃতি বকপুষ্প অপেক্ষাও মনোহর।

"রাধালিকং চিল্লালকালি-মঞ্জুলং নবেন্দুলেখা-মদহারি দিব্যতি।
উপর্য্যধঃ ষট্‌পদ-পালি-বেষ্টিতং যথা নবং কাঞ্চনমাধবীদলম্ ॥" (ঐ ১১।১০৬)

"স্বর্ণবর্ণ মাধবীলতার পত্রের উপরে ও অধোভাগে ভ্রমর পরিবেষ্টিত হইলে যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় শ্রীরাধার ললাটদেশ ভ্রূলতা ও চূর্ণকুন্তলের মধ্যবর্তি হইয়া নবোদিত চন্দ্রলেখার গর্ব খর্ব করিয়া শোভা পাইতেছে।" শ্রীরাধার চঞ্চল ভ্রূ-লতা শ্রেষ্ঠ ভ্রমরপংক্তি হইতেও সুদৃশ্য। ইহার

শোভা পূর্বে বলা হইল। "যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল। তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিল্লোল ॥" "ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু। কাজরে সাজল মদন-ধনু ॥" ইত্যাদি মহাজনপদে নানাভাবে শ্রীমতীর ভ্রূর শোভা বর্ণিত আছে। অলকাবলী সুপক্ক জম্বুফল অপেক্ষাও কৃষ্ণবর্ণ। পূর্বে অলকাবলী বা চূর্ণ-কুন্তলের শোভাও বলা হইয়াছে। আবার বলা হইয়াছে—

"অলকমধুপমালা ভাতি যা রাধিকায়া মুখকমলমধূলী-পানলুব্ধোপরিষ্টাৎ।
নয়নহরিণযুগ্মারোধনায়াঘশত্রোর্মর্দ্দনমৃগয়ুনাসৌ লম্বিতা বাগুরাত্বম্ ॥"

(গোঃ লীঃ ১১।১১১)

"অর্থাৎ শ্রীরাধার চূর্ণকুন্তলরূপিণী ভ্রমরশ্রেণী মুখকমলের মধুপানে লুব্ধ হইয়া উপরিভাগে বাস করিতেছে। ইহা সন্দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে, যেন কন্দর্পরূপব্যাধ কৃষ্ণের নয়নযুগলকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে।" সুপক্ক জম্বুফল বলিতে যেমন একদিকে চূর্ণ-কুন্তলের ঘনকৃষ্ণবর্ণত্ব বর্ণিত হইয়াছে তদ্রূপ জম্বুফলের ন্যায় গোলাকৃতি চূর্ণকুন্তলকেও বুঝা যাইতেছে। আবার কেশকলাপ মদমত্ত ময়ূরের পিঞ্ছ অপেক্ষাও মনোজ্ঞ।

"বিলাসবিস্রস্তমবেক্ষ্য রাধিকাশ্রীকেশপাশং নিজপুচ্ছপিঞ্ছয়োঃ।
ন্যক্কারমাশঙ্ক্য হ্রিয়েব ভেজিরে গিরিং চমর্য্যো বিপিনং শিখণ্ডিনঃ ॥" (ঐ ১১।১১৬)

'শ্রীরাধার বিলাস-বিস্রস্ত কেশপাশ দর্শনে স্বীয় পুচ্ছ ও পিঞ্ছের তিরস্কার আশঙ্কায় লজ্জাতে চমরীগণ পর্বতে এবং ময়ূরেরা কাননে প্রবেশ করিয়াছে।' 'ঐছে সুকেশিনি হাম নাহি পেখি। চিত মূরতি কিয়ে রহলহিঁ লেখি ॥' (শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে মহাজন)। শ্রীরাধার সুন্দর ও মৃদুলবচন বসন্তকালীন কোকিলের কুহূ তান অপেক্ষাও সুমধুর। বসন্তকালে কষায় আম্রমুকুল ভক্ষণে কোকিলের কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর ও সুমধুর হইয়া থাকে। শ্রীরাধার মৃদুল বচন তাহা-অপেক্ষাও অতি সুমধুর। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

"সুবদনে! বদনে তব রাধিকে! স্ফুরতি কেয়মিহাক্ষরমাধুরী ?
বিকলতাং লভতে কিল কোকিলঃ, সখি যয়াদ্য সুধাপি মুধার্থতাম্ ॥" (উঃ নীঃ)

'হে সুবদনে রাধিকে! তোমার শ্রীমুখে কি অপূর্ব বচনমাধুরী ক্ষরিত হইতেছে, যাহার শ্রবণে কোকিলও বিকলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সুধাও ব্যর্থ হইয়াছে।' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"প্রেমাজ্যনর্ম্মালি-সিতারসাবলী-মাধ্বীকমন্দস্মিতচন্দ্র-সংযুতা।
অস্যা মৃষের্ষ্যামরিচান্বিতাদ্ভুতা বাণী-রসালোল্লসতীশ-তৃপ্তিদা ॥" (গোঃ লীঃ ১১।৮৬)

"যাহাতে প্রেম ঘৃত, নর্মসমূহ চিনি, রসশ্রেণী মধু, মন্দহাস্য কর্পূর এবং মিথ্যা ঈর্ষ্যা মরিচ— শ্রীরাধার সেই অদ্ভুত বাণীরূপ রসালা শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিপ্রদা হইয়া বিরাজ করিতেছে।"

নিতম্বঃ শৈলানামপি বিপুলভারাদতিগুরুঃ
কুচৌ তুঙ্গৌ বিল্বাদিকফলকুলাদপ্যতিঘনৌ।
ভুজাযুগ্মং ভ্রাজদ্‌ব্রততিততিতোঽপীহ ললিতং
ললামশ্রীরোমাবলিরপি ভুজঙ্গীততিরুচেঃ ॥ ১৫ ॥

বরোরূ রম্ভালী-ক্রমরচন-জৃম্ভাদপি গতি-
র্ম্মরালীপালীনামপি চলন-রঙ্গান্মৃদুতরা।
পদদ্বন্দ্বং ফুল্লস্থলকমলবৃন্দাদপি সদা
বদান্যত্বং কল্পদ্রুম-নিকরতোঽপি ব্রজপুরে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীরাধার নিতম্বদেশ শৈলমালার বিপুলভার অপেক্ষাও অতি গুরুতর, কুচদ্বয় উন্নত এবং বিল্বফলাদি অপেক্ষাও নিবিড়, বাহুযুগল শোভমান লতাসমূহ হইতেও সুকুমার এবং শোভনীয় রোমাবলি ভুজঙ্গীগণের কান্তি অপেক্ষাও সুন্দর ॥ ১৫ ॥

উত্তম উরুযুগল কদলীবৃক্ষের পংক্তিরচনা অপেক্ষাও মনোহর, গমনভঙ্গী রাজহংসিনীগণের গতি অপেক্ষাও মন্থর, শ্রীচরণদ্বয় প্রফুল্ল স্থলকমল অপেক্ষাও মৃদুল এবং এই ব্রজে কল্পতরুসমূহ অপেক্ষাও বদান্য ॥ ১৬ ॥

টীকা—নিতম্ব ইতি। অতি গুরুর্নিতম্ব ইতি সম্বন্ধঃ শৈলানাং পর্ব্বতানাং বিপুলভারাৎ অতিশয়গুরুত্বাৎ। তুঙ্গৌ উচ্চৌ অথচ ঘনৌ নিবিড়ৌ কুচাবিতি সম্বন্ধঃ। ললিতং সুকুমারং ভুজাযুগ্মং ভুজযুগলম্। ভ্রাজদ্‌ব্রততিততেঃ প্রফুল্ললতাসমূহাৎ। ললামা সুন্দরী শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ সা। ভুজঙ্গীততিরুচেঃ সর্পীসমূহকান্ত্যাঃ ॥ ১৫ ॥

বরোরূ ইতি। বরৌ শ্রেষ্ঠৌ তৌ উরু চেতি বরোরূ কর্ত্তারৌ রম্ভয়োরালীক্রমেণ পঙ্‌ক্তিক্রমেণ যদ্রচনং তস্য জৃম্ভাৎ প্রকাশাৎ। জৃম্ভাদিতি বিশেষেণাপি সামান্যং বাধ্যতে ন ক্বচিৎ কৃতীতি ন্যায়েন

"কুন্দপুষ্প সম পাঁতি দন্ত শোভা পায়। দাড়িম্ব-বীজের কান্তি ঝলমল তায় ॥
স্মিত-হাস্য সুকিরণ স্নিগ্ধ মনোহর। কুমুদ-কানন হৈতে অধিক সুন্দর ॥
গোলাকৃতি মুঞ্জা-গুণ হৈতে সুশোভিত। দুটি কর্ণ অতিশয় বক্র সুললিত ॥
ললাটে অষ্টমী-চাঁদ শোভার আকার। বিনিন্দিত বক-পুষ্প সৌন্দর্য্য অপার ॥" ১৩ ॥

"উৎকৃষ্ট সুদৃশ্য যে ভ্রমরের মালা। বিনিন্দিত ভুরুলতা অধিক উজালা ॥
মহোজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কুন্তল। ধিক্ রহু তুলনায় পক্ব জম্বুফল ॥
মদমত্ত ময়ূরের শিখণ্ড হইতে। অভিনব উল্লসিত কেশের কলাপে ॥
নিন্দি নব বসন্তের কোকিলা-কাকলি। সুমধুর অমৃতময় মৃদু-বাক্যাবলি ॥" ১৪ ॥

গুর্ব্বাদিত্বাৎ প্রাপ্ত স্যাৎ প্রত্যয়ং বাধিত্বা পুংসীত্যাদিনা ভাবে যঞ্। মরালীপালীনাং হংসীবর্গাণাং মৃদুতরা মন্দতরা। চলন রঙ্গাচ্চলন ভঙ্গ্যাঃ। বদান্যত্বং বহুদাতৃত্বম্। অন্যৎ স্পষ্টম্। ১৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অতুলনীয় মাধুর্যসম্ভার বর্ণনা করিয়া চলিয়াছেন। শ্রীমতীর নিতম্বদেশের বিশালতা বর্ণনে শ্রীবৃন্দা বলিলেন—'নিতম্বদেশ শৈলমালার বিপুল-ভার অপেক্ষাও গুরুতর।' এতাদৃশ গুরুভার নিতম্ব কোথায় পাইয়াছে? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"অস্যা নিতম্বস্তনয়োর্দরিদ্রয়োঃ সন্ধিং বিধায়াহৃতমধ্যসম্পদোঃ।
পশ্চাদ্ বিধির্বীক্ষ্য কলিং প্রলুব্ধয়োশ্চকার সীমাং ত্রিবলিচ্ছলেন কিম্?"
(গোঃ লীঃ—১১।৬২)

শ্রীরাধার নিতম্ব ও স্তন ইহারা প্রথমতঃ দরিদ্রদশাসম্পন্নই ছিল, পরে উভয়ে পরস্পর সখ্য-বিধান করিয়া শ্রীরাধার মধ্যদেশের সম্পদ্ হরণ করিয়া লয়, পরে তাহারা প্রলুব্ধ হইয়া সম্পদ্‌নিমিত্ত পরস্পর কলহ করিতে থাকে, তখন বিধাতা উঁহাদের কলহ-নিবৃত্তির জন্য ত্রিবলিচ্ছলেই কি সীমা নির্ধারণ করিয়া দিলেন?" বিশালতায় নিতম্বদেশকে যমুনাপুলিনের সহিতও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—

"রাধাশ্রোণিরিয়ং সমা ন পুলিনৈঃ সত্যা কবের্গীরিয়ং
যদ্বেণী যমুনা তদেব পুলিনং কাঞ্চী মরালীততিঃ।
নোচেত্তত্র হরের্মনোনটবরঃ শ্রীরাসলাস্যং কথং
স্বাভির্বৃত্তিসখীনটীভিরনিশং কুর্ব্বন্ন বিশ্রাম্যতি॥" (ঐ—১১।৬০)

"শ্রীরাধার নিতম্ব যমুনাপুলিনের সমান" কবির এই বাক্য কি সত্য নয়? অবশ্যই সত্য, যেহেতু শ্রীরাধার শ্রোণীমধ্যাবলম্বিনী বেণীই যমুনারূপে বিরাজমানা, নিতম্বদেশ পুলিন এবং কাঞ্চিই হংসশ্রেণী হইয়াছে। তাহা না হইলে শ্রীকৃষ্ণের মনোরূপ নটরাজ কেনই বা স্বীয় মনোবৃত্তি সখীরূপ নটীগণের সহিত ঐ পুলিনে নিরন্তর রাসনৃত্য করিয়াও বিশ্রান্ত হইতেছে না?"

শ্রীরাধার কুচদ্বয় অতি সমুন্নত এবং বিল্বফলাদি অপেক্ষাও নিবিড়। শ্রীরাধার কুচদ্বয়ের উন্নতত্ব-বিষয়ে শ্রীল বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—"গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিতে গীম গজমোতিম হারা। কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভুপরি ঢারত সুরধনী ধারা॥" "উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল আধ পয়োধর হেরু। পবন-পরাভবে শরদ ঘন জনু বেকত করল সুমেরু॥" ইত্যাদি। বিল্বফলের ন্যায় নিবিড়তা বিষয়ে শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণোৎফুল্লতমালবেষ্টনপটুর্বিল্লৎকুচাধঃফলে রাধাবাহুলতে ইমে করযুগশ্রীপল্লবে দীব্যতঃ॥" (গোঃ লীঃ ১১।৬৯)। "শ্রীরাধার বাহুযুগল শ্রীকৃষ্ণরূপ তমালতরুর বেষ্টনকার্যে সুদক্ষ লতাপাশ-স্বরূপ; কেননা ইহার অধোভাগে স্তনরূপ বিল্বফলযুগল ও হস্তদ্বয়রূপ সুশোভিত পল্লবদ্বয়কেও ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে।"

শ্রীরাধার বাহুযুগল শোভমান লতাসমূহ হইতেও সুকুমার। বাহুলতার কথা পূর্বে বলা হইল। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—"মণিকেয়ূর ললিতবলয়াবলি-মণ্ডিতমৃদুভুজবল্লীম্" (সঙ্গীত-মাধব)। 'শ্রীরাধার কোমল ভুজবল্লী মণিকেয়ূর ও মনোহর বলয় সমূহে বিমণ্ডিত।' শ্রীমতীর রোমাবলি ভুজঙ্গীগণের কান্তি অপেক্ষাও সুন্দর। "রোমালিভুজগীমূর্দ্ধরত্নাভতরলাঞ্চিতাম্" (চাটু-পুষ্পাঞ্জলি) "শ্রীরাধার রোমাবলি ভুজঙ্গিনীর ন্যায় এবং তাঁহার হারমধ্যস্থ মণি যেন ঐ ভুজঙ্গিনীর মস্তকস্থিত মণির ন্যায়।" রোমাবলিকে ভুজঙ্গিনীর সহিত দৃষ্টান্ত দেওয়ায় ইহার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় ক্ষোভ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমতীর উরুযুগল কদলীবৃক্ষ অপেক্ষাও অতি মনোহর।

"স্বস্থিত্যৈব স্তম্ভিত-স্বর্ণরম্ভা-স্তম্ভারম্ভে দীব্যতোঽস্যা সুজঙ্ঘে।
ধাত্রানঙ্গোষ্ণার্ত্তকৃষ্ণেভশীতচ্ছায়াশালাস্তম্ভতাং লম্ভিতে তে॥" (গোঃ লীঃ ১১।৫৫)

"যাহা স্বীয় স্থিতিদ্বারা স্বর্ণরম্ভা ও স্তম্ভের আড়ম্বরকে স্তম্ভিত করিয়াছে এবং যাহা বিধাতা-কর্তৃক কন্দর্পরূপ গ্রীষ্মকাল-পীড়িত কৃষ্ণমতঙ্গজের সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট রাধারূপ গৃহস্থিত স্তম্ভের ন্যায় হইয়াছে, শ্রীরাধার সেই শোভন জঙ্ঘাদ্বয় দীপ্তি পাইতেছে।" শ্রীরাধার গমনভঙ্গী রাজহংসিনীগণের গতি অপেক্ষাও মন্থর। "কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা চলন মন্থর গতি। কোন ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে ভজিয়া সে উমাপতি॥" (চণ্ডিদাস)। "কোমল চরণ, চলত অতি মন্থর, উত-পত বালুক বেল। হেরইতে হামারি, সজল দিঠি পঙ্কজে, তুহুঁ পাদুক করি নেল॥" (গোবিন্দদাস) "মদ করিরাজবিরাজদনুত্তম চলিতললিত-গতিভঙ্গীম্।" (সঙ্গীতমাধব)। "শ্রীরাধার অত্যন্ত মনোহর গতিভঙ্গী মদমত্ত গজরাজের গতির ন্যায় অতি উত্তম শোভাজনক। শ্রীচরণদ্বয় প্রফুল্লিত স্থলকমল অপেক্ষাও মৃদুল এবং এই ব্রজে কল্পতরুসমূহ অপেক্ষাও বদান্য। "যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই। তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥" "চরণযুগল, ও থলকমল, আলতা রঞ্জিত তায়। মুঝু মন তাহে, কাহে না ভুলব, মদন মুরুছা পায়।" (শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে মহাজন)। শ্রীরাধার শ্রীচরণযুগলের তুলনা কুত্রাপি নাই।

"যৎকান্ত্যা লবণাচ্ছিয়ঃ কিশলয়ে যা পল্লবাখ্যাং ন্যধাৎ
পদ্মাখ্যাং নলিনে নিধায় মলিনীভাবং নিশাকোকবৎ।
শোকাৎ কোকনদাভিধাং বিলপনৈ রক্তোৎপলে চেত্যসৌ
সা রাধা ভুবি তৎপদদ্বয়মিদং কেনোপমেয়ং ভবেৎ॥" (গোঃ লীঃ ১১।৫২)

"যিনি নিজ পদদ্বয়ের কান্তিদ্বারা রক্তবর্ণ নবীন ও কোমলপত্রের শোভাচয়কে ছেদন করিয়া কিশলয়কে পল্লব আখ্যা প্রদান করিয়াছেন; নলিনে মলিনতা বিধান করিয়া উহাকে পদ্ম আখ্যা অর্পণ করিয়াছেন, রজনীতে শোকহেতু কোক অর্থাৎ চক্রবাকের ন্যায় বিলাপ করায় রক্তোৎপলে কোকনদ আখ্যা বিধান করিয়াছেন—সেই শ্রীরাধার চরণযুগলের উপমা কাহার সহিত হইবে?" এই ব্রজে ঐ শ্রীচরণ কল্পতরুসমূহ অপেক্ষাও অতি বদান্য। কল্পতরু প্রার্থীকে ঐহিকের নশ্বর

দৃশোঃ প্রেম্ণা শশ্বৎ ক্ষরদমৃতনিঃস্যন্দবিততি-
স্তথা স্বেদস্তোমঃ কনকজয়িবর্ষ্ম প্রপতিতঃ।
মনোগঙ্গা-কৃষ্ণা-বিবিধ-সরসীবৃন্দবিচলৎ-
প্রবাহাদপ্যুচ্চৈঃ পুলক উত নীপ-স্তবকতঃ ॥ ১৭ ॥
অলং গন্ধস্নিগ্ধা কনকগিরিবন্দ্যা দ্যুতিরপি
স্ফুটৎ-ফুল্লচ্চম্পাবলিকনকযূথীনিবহতঃ।
অপি ভ্রাজদ্বক্ষঃস্থলমতুল-সিংহাসনকুলা-
দপি ভ্রাম্যন্নেত্রক্রমণ-নটনং খঞ্জনগণাৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—প্রেমরসে নিরন্তর বিগলিত নয়নযুগলের অমৃততুল্য অশ্রুধারাসমূহ এবং শ্রীঅঙ্গ হইতে বিগলিত স্বেদবিন্দুনিচয় ব্রজের মানসগঙ্গা, যমুনা ও বিবিধ সরসীসমূহের প্রবাহ অপেক্ষাও শোভাসম্পন্ন। অঙ্গপুলক কদম্বকেশর অপেক্ষাও রমণীয় ॥ ১৭ ॥

অঙ্গকান্তি কনকাচলেরও বন্দনীয়, শ্রীঅঙ্গ প্রফুল্লিত চম্পক ও হেমযূথি অপেক্ষাও স্নিগ্ধ ও সুগন্ধিত। বক্ষঃস্থল নিরূপম সিংহাসন অপেক্ষাও সুন্দর, ভ্রাম্যমাণ নয়নদ্বয়ের চাপল্য খঞ্জনের নৃত্য অপেক্ষাও মনোহর ॥ ১৮ ॥

টীকা—দৃশোরিতি। দৃশোশ্চক্ষুষোঃ সম্বন্ধিনী যা প্রেম্ণা শশ্বন্নিরন্তরং ক্ষরদমৃতবৎ নিঃস্যন্দবিততির্গলদশ্রুসমূহঃ সা। তথা কনকজয়িনো বর্ষ্মণঃ শরীরাৎ প্রপতিতো যঃ স্বেদস্তোমঃ ঘর্মসমূহঃ স চ মনোগঙ্গা-

---

সুখ-সম্পদই দান করিতে পারে। শ্রীরাধার শ্রীচরণযুগল সাক্ষাৎ প্রেমকল্পতরু, যাঁহার দর্শনমাত্রেই দর্শকের অজস্র প্রেমসম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। এমন কি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ঐ শ্রীচরণে লিপ্ত এক একটি ধূলিকণাকেও প্রেমরসসিদ্ধির কামধেনু আখ্যা প্রদান করিয়াছেন—"ভাবোৎসবেন ভজতাং রসকামধেনুং তং রাধিকাচরণরেণুমহং স্মরামি।" (শ্রীরাধারসসুধানিধি—৫)। 'ভাবোৎসবের ভজনকারিগণের রসসিদ্ধির কামধেনুস্বরূপা শ্রীরাধার শ্রীচরণরেণুকে স্মরণ করি।*

"শৈল জিনি নিতম্বের ভার গুরুতর। যার শোভা দরশনে কাম অগোচর ॥
বিম্বাদিক ফল হৈতে তুঙ্গ কুচদ্বয়। নিবিড় উজ্জ্বলরসে পরিপূর্ণ রয় ॥
বাহুযুগ সুকুমার লতা উল্লাসিনী। শোভাযুক্ত রোমাবলী যেন ভুজঙ্গিনী ॥" ১৫ ॥
"উরুযুগ সুলাবণি কাম অগোচর। কদলী তরুর শ্রেণী হৈতে মনোহর ॥
রাজহংসীগণ জিনি গমনের ভঙ্গি। মন্থর গতিতে যায় সোণার গৌরাঙ্গী ॥
বিকসিত ফুল্ল চারু স্থলপদ্ম জিনি। মৃদুতর কি সুন্দর চরণ দু'খানি ॥
ব্রজপুরে আছে যত কলপপাদপে। তাহা হৈতে সমধিক বদান্যতা পদে ॥" ১৬ ॥

---

* মৎসঙ্কলিত শ্রীরাধারসসুধানিধি গ্রন্থের ঐ শ্লোকের রসবর্ষিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

দিপ্রবাহাল্লসতীত্যর্থঃ। মনোগঙ্গা মানসগঙ্গা চ কৃষ্ণা যমুনা চ বিবিধ সরসীবৃন্দঞ্চ তেষাং বিচলন্ যঃ প্রবাহঃ স্রোতস্তস্মাৎ। উত অপি নীপস্তবকতঃ কদম্বপুষ্পকেশরাৎ ॥ ১৭ ॥

অলমিতি। দ্যুতিরপি কর্ত্রী স্ফুটং ফুল্লচ্চম্পাবলি কনকযূথী নিবহতো নিবহাৎ দ্যুতিঃ কিম্ভূতা অলং ভূষণে গন্ধস্নিগ্ধৌ গুণৌ যস্যাঃ গন্ধস্নিগ্ধ গুণবিশিষ্টেত্যর্থঃ। পদ্মসম্বন্ধি লতায়াঃ পত্রে পদ্মপত্র ব্যপদেশবৎ পরম্পরা সম্বন্ধেন দ্যুতের্গন্ধবত্তা। পুনঃ কিম্ভূতা কনকগিরিণা সুমেরুপর্ব্বতেন বন্দ্যা বন্দনীয়া। স্ফুটন্তী স্বল্পপ্রকাশমান চ ফুল্লোঽত্যন্তপ্রকাশমানশ্চ তৌ স্ফুটৎফুল্লৌ চম্পাবলিশ্চ কনকযূথীনিবহশ্চ তৌ চম্পাবলিকনকযূথীনিবহৌ স্ফুটৎ ফুল্লৌ চ তৌ চম্পাবলি কনকযূথীনিবহৌ চেতি তাভ্যামিতি পঞ্চমী দ্বিবচনস্য তসি। অত্র ক্রমসম্বন্ধঃ। ভ্রাম্যন্তী সহজং চঞ্চলন্তী যে নেত্রে তয়োর্যৎ ক্রমণং স্বভাব-সূচনায় ইতস্ততঃ প্রসর্পণং তদেব নটনং নৃত্যং তৎকর্ত্তৃ। পূর্ব্বন্তু দৃশোর্দ্বন্দ্বমিত্যত্র সহজ চাঞ্চল্যং ইদানীন্তু ভাব-সূচনরূপমিতি ভেদঃ ॥ ১৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীবৃন্দাদেবী প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর অশ্রু, স্বেদ, পুলকাদি সাত্ত্বিকবিকার-সমূহ বর্ণনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা, মানসগঙ্গাদি নদী এবং সরসীনিচয়ে ও কদম্বাদি বৃক্ষে শ্রীরাধার স্বত্ব স্থাপন করিতেছেন। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীতে সূদীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে। "সর্ব্ব এব পরাং কোটি, সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি" (ভঃ রঃ সিঃ)। 'সূদীপ্ত সাত্ত্বিকে অশ্রু-পুলকাদি যাবতীয় সাত্ত্বিকভাবই পরম প্রকর্ষ প্রাপ্তি করে।' প্রেমময়ী শ্রীরাধার নয়নযুগল হইতে নিরন্তর অমৃততুল্য অশ্রু-ধারা নির্গত হইয়া থাকে। কি মিলনে, কি বিরহে প্রেমময়ীর নয়ন শ্রাবণের ধারার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণভাবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাকে। "হর্ষরোষবিষাদাদৈরশ্রু নেত্রে জলোদ্গমঃ। হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদি সম্ভবে ॥" (ঐ)। 'হর্ষ রোষ ও বিষাদাদিদ্বারা নেত্রে জলোদ্গম হইলে তাহাকে 'অশ্রু' বলা হয়। হর্ষজ অশ্রুতে শীতলতা এবং রোষ, বিষাদাদি জাত অশ্রুতে উষ্ণতা হইয়া থাকে।' 'স্বেদ'ও একটি সাত্ত্বিক—'স্বেদোহর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ" (ঐ)। 'হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি হইতে শরীরের ক্লেদ বা ঘর্ম তাহাকেই 'স্বেদ' বলা হয়।' শ্রীরাধার শ্রীনয়নের অশ্রুধারা এবং শ্রীঅঙ্গের ঘর্মবারি ব্রজের মানস-গঙ্গা ও যমুনার জল অপেক্ষা এবং ব্রজে পাবনসরাদি যে সব সরসীর জলাপেক্ষাও মনোহর ও শোভা-সম্পন্ন। দেহে কদম্বকেশর অপেক্ষাও রমণীয় পুলক শোভা পায়।

"স্বেদৈর্দ্দর্শিতদুর্দ্দিনা বিদধতী বাষ্পাম্বুভির্নিম্নগো
বৎসীরঙ্গরুহালিভির্মুকুলিনী ফুল্লাভিরামূলতঃ।
শ্রুত্বা তে মুরলীং তথাভবদিয়ং রাধা যথারাধ্যতে
মুগ্ধৈর্মাধব ভারতীপ্রতিকৃতির্ভ্রান্ত্যাদ্য বিদ্যার্থিভিঃ ॥ (উঃ নীঃ)

পূর্বাহ্নে অভিসারে বনপথে আগতা শ্রীরাধা সহসা মুরলীনাদ শ্রবণে যে অদ্ভুত সাত্ত্বিকবিকারে অভিভূতা হইয়াছিলেন—দূতি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহা বর্ণনা করিতেছেন—'হে মাধব! তোমার মুরলীনাদ শ্রবণে শ্রীরাধার অঙ্গ হইতে যে স্বেদ নির্গত হইতেছে তাহাতে অবিরত বর্ষার ন্যায় দুর্দিনের সৃষ্টি

করিয়াছে। অশ্রুধারার প্রবাহে বৎসীগণের তৃষ্ণা মিটিতেছে এবং সর্বাঙ্গে অদ্ভুত পুলকের উদয় হইয়াছে। বিদ্যার্থীগণ তাঁহাকে সরস্বতী প্রতিমা জ্ঞানে বিদ্যালাভের নিমিত্ত পাদ্য-অর্ঘ্যাদির দ্বারা অর্চনা করিতেছে।' (ইহাতে স্তম্ভ ও বৈবর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে) ইদানীং এই বিশেষ কলিতে শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকারকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুতেও যুগপৎ অদ্ভুত সাত্ত্বিকবিকারের উদয় দেখা গিয়াছে। তাঁহার রথাগ্রে নর্তনকালে বর্ণিত—

"উদ্দণ্ডনৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার। অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল॥
মাংসব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত। শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
একেক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয়। লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে—তাতে রক্তোদ্গম। জজ গগ জজ গগ গদ্গদ বচন॥
জলযন্ত্রধারা যেন বহে অশ্রু জল। আশ-পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ। কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প সম॥
কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়। শুষ্ককাষ্ঠসম হস্তপদ না চলয়॥" ইত্যাদি

(চৈঃ চঃ মধ্য-১৩ পরিঃ)

শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি কনকাচলেরও বন্দনীয়। শ্রীরাধার অঙ্গচ্ছটা গলিত হেমরাশি অপেক্ষাও পীতদ্যুতিময়। সেই হেমচ্ছটায় বৃন্দাবন সোনার আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে! "নবচম্পক-গৌর-কান্তিভিঃ কৃত বৃন্দাবনহেমরূপতাম্।" (সঙ্গীতমাধব)। "গাত্রে কোটিতড়িচ্ছবি" (রাধারসসুধানিধি) 'যাঁহার গাত্রে কোটি বিদ্যুতের দ্যুতি।' কিন্তু সেই প্রেমময় কান্তিতে চক্ষু ঝলসায় না, উহাতে চক্ষু জুড়ায়। শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ প্রফুল্লিত চম্পক ও হেমযূথি অপেক্ষাও স্নিগ্ধ ও সুগন্ধিত। যে অঙ্গগন্ধে স্বয়ং রসরাজ শ্রীকৃষ্ণও উন্মাদিত হইয়া পড়েন, তাহার কি বিশ্বে কিছু তুলনা আছে? শ্রীরাধার একটি নাম—'গন্ধোন্মাদিতমাধবা'। যেদিক্ হইতে শ্রীরাধার দিব্যাতিদিব্য অঙ্গগন্ধ আসে মাধব সেই দিক্‌কে স্তুতি করেন—'হে দিক্! আমার প্রাণপ্রেয়সীকে দেখাও।' যে বাতাস শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ বহন করিয়া আনে সেই বাতাসকে স্তব করেন—'হে গন্ধবহ! তোমার নাম সার্থক শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ বহন করিয়া তুমি ধন্য!'

আবার শ্রীমতীর বক্ষঃস্থল নিরুপম সিংহাসন অপেক্ষা রমণীয়। শ্রীকৃষ্ণের মনরূপ রাজা যে সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া শোভা প্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধার ভ্রাম্যমাণ নয়নদ্বয়ের চাপল্য খঞ্জনের নৃত্য অপেক্ষাও মনোহর। শ্রীপাদ তাঁহার বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে (৪২ শ্লোকে) লিখিয়াছেন—

"যৎ-প্রান্তদেশ-লবলেশ-বিঘূর্ণিতেন, বদ্ধঃ ক্ষণাদ্ভবতি কৃষ্ণকরীন্দ্র উচ্চৈঃ
তৎখঞ্জরীট-জয়িনেত্র-যুগং কদায়ং, সম্পূজয়িষ্যতি জনস্তব কজ্জলেন॥"

"হে শ্রীরাধিকে! তোমার যে নয়নপ্রান্তের লেশমাত্র ঘূর্ণনে শ্রীকৃষ্ণকরীন্দ্র তৎক্ষণাৎ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হন বা একান্ত বশীভূত হন, তোমার সেই খঞ্জন-জয়ী নয়নযুগলকে আমি কবে কজ্জলদ্বারা সম্যক্‌রূপে

পরঞ্চাস্যাদীনাং বিকসনভরাদেষু কিল স
কচিন্মানান্ ম্লানেৰ্বত ভবতি সৈবৈম্বিহ যতঃ।
অতোঽস্যাশ্ছায়ৈব স্ফুটমটবিরিত্থং খলু ভবেৎ
কথঙ্কারং স্বামিন্ ভবতু ভবতঃ সাম্প্রতমিয়ম্ ? ১৯ ॥

অপিচ —
মুখাদীনাং পদ্মাদিক-পুরুপদার্থাঃ সমরুচঃ
প্রপন্নাঃ সারূপ্যং যদতি বিলসন্তি স্ফুটমতঃ।
অজাণ্ডে বিখ্যাতা প্রকৃতিমধুরেয়ং সমগুণা
ততঃ শ্রীরাধায়াঃ প্রকটমটবীয়ং প্রিয়সখী ॥ ২০ ॥
বিরাজচ্ছায়াত্বে প্রকটতর-সারূপ্যবলনাৎ
সখীত্বেঽপি ক্রীড়াস্পদমটবিরেষা রসময়ী।
সদৈতস্যা এব ব্রজভুবি ভবত্যেব সুতরাং
যতশ্ছায়া-সখ্যোঃ স্ফুরতি ন হি ভেদঃ কচিদপি ॥ ২১ ॥

অর্চনা করিব ?'* অখিল-বিমোহন শ্রীকৃষ্ণের মোহনেই শ্রীরাধার নয়নের মহামহিমার প্রকাশ। পূর্ব-রাগদশায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে মহাজন গাহিয়াছেন—

"সজনি ! যাইতে পেখলুঁ রাই।
মুঝে হেরি সুন্দরী　ভরমহিঁ চঞ্চল　চকিত চমকি চলি যাই ॥
পদ দুই চারি　চলই বর নায়রী　রহল নিমিখ-শর জোরি।
কুটিল কটাখ　কুসুম-শর বরিষণে　সরবস লেয়ল মোরি ॥
মঝুমন যশগুণ　সুধি মতি সাধস　লেই চলল সব বালা।
গোবিন্দদাস　কহই অব মাধব　জপতহিঁ তুয়া গুণ-মালা ॥"

"প্রেমে বিগলিত সদা বহে অশ্রুজল।　অমৃতের মন্দাকিনী বহে কল কল ॥
গলিত কাঞ্চন জিনি রাই কলেবর।　বিন্দু বিন্দু স্বেদ ঝরে তাহে নিরন্তর ॥
সেই স্বেদবিন্দু কণার নাহিক তুলনা।　সরসী মানসগঙ্গা কালিন্দী যমুনা ॥
ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর।　কদম্ব-কেশর জিনি শোভা মনোহর ॥" ১৭ ॥

"স্বর্ণাচল বন্দনীয় গৌরাঙ্গীর অঙ্গ।　ক্ষণে ক্ষণে নব নব লাবণ্য-তরঙ্গ ॥
কাঞ্চন-যূথীকা জিনি চম্পকের দাম।　অঙ্গের সৌগন্ধ্য স্নিগ্ধগুণ অনুপাম ॥
বক্ষঃস্থল ঝলমল সর্ব্বদা সুদীপ্ত !　নিরূপম সিংহাসন হৈতে শোভাযুক্ত !
অগণিত খঞ্জন-যুগল নৃত্য জিনি।　সুচঞ্চল নেত্রাঞ্চলে মনোজ্ঞ চাহনি ॥" ১৮ ॥

---

* ঐ শ্লোকের মৎসংকলিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনের নিখিল বস্তুই যে শ্রীরাধার প্রতিবিম্ব, ইহার কারণ আরও দেখ—শ্রীরাধার মানকালে তাঁহার শ্রীমুখ ম্লান দেখিয়া কমলাদিও ম্লান হইয়া থাকে, সুতরাং এই কানন যে শ্রীরাধার ছায়া তাহা স্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে, অতএব হে স্বামিন্! এই কানন সম্প্রতি কিরূপে তোমার হইবে? ১৯ ॥

আবার দেখ, এই বৃন্দাবনের কমলাদি নিখিলবস্তু শ্রীরাধার মুখাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আশ্রয়ে তাহাদের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের অসাধারণ কান্তি প্রকাশ পাইতেছে! তাই এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতিমধুরা এই বৃন্দাবন রাধার সমান গুণবতী ও তাঁহার প্রিয়সখী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে! ২০ ॥

এই রসময়ী বৃন্দাটবী শ্রীরাধার সাদৃশ্যহেতু প্রকাশ্যেই শ্রীরাধার ছায়ারূপে বিরাজ করিতেছে, ইহা শ্রীরাধার বিবিধ কেলির আস্পদ্ বলিয়া সখী। সুতরাং এই ব্রজভূমিতে বৃন্দাটবী একমাত্র শ্রীরাধারই হইতেছে—ছায়া ও সখীর সহিত কাহারো ভেদ দেখা যায় না। ২১ ॥

টীকা—আস্যাদীনাং বিম্বত্বেঽন্যদপি শৃণ্বিত্যাহ পরঞ্চেতি। ক্বচিৎ কুত্রচিৎ সময়ে মানাৎ আস্যাদীনাং ম্লানের্হেতোর্বিকসনভরাৎ প্রকাশাতিশয়াৎ এষু কমলাদিষু স বিলাসঃ কিল সম্ভাবিতো ভবতি নতু সর্ব্বথা। যতো যস্মাৎ সা ম্লানিরিহ বনে এষ্বেব কমলাদিষ্বেব নত্বাস্যাদিষু আস্যাদীনান্তু ম্লানিঃ কদাচিৎ কার্য্যবশাদেব আস্যাদিকং দৃষ্ট্বা এষান্তু সততমেবেতি ভাবঃ। অতো হেতোরিত্থমেবম্প্রকারা অটবিরস্যা রাধায়াশ্ছায়ৈব ভবেৎ। হে স্বামিন্ ইয়ম্ অটবিঃ সাম্প্রতং কথঙ্কারং কেন প্রকারেণ ভবত স্তব ভবতু ন কথমপীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

মুখেতি। যদ্‌যস্মাৎ সমরুচঃ পদ্মাদিকপুরুপদার্থাঃ মুখাদীনাং সারূপ্যং প্রপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তঃ স্ফুটমতি বিলসন্তি অত্যন্তং প্রকাশন্তে অতো হেতোরজাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতি মধুরেয়মটবী বিখ্যাতা কিম্ভূতা সমগুণা ততঃ সমগুণত্বেন ইয়ং প্রিয়সখী অটবী প্রকটং রাধায়াঃ রাধাসম্বন্ধিনী। অত্র পুরুশব্দঃ প্রচুরার্থকঃ। পুরুহং পুরু ভূয়িষ্ঠমিত্যাদ্যমরঃ ॥ ২০ ॥

বিরাজেতি। রসময়ী এষা অটবি-র্ব্রজভুবি এতস্যা রাধায়া এব সুতরাং ভবত্যেব। অত্র হেতুমাহ। প্রকটতরসারূপ্যবলনাৎ স্ফুট সমানরূপতাসৌষ্ঠবাৎ। ছায়াত্বে সখীত্বেঽপীত্যত্র সপ্তম্যর্থো হেতুতা। অটবিঃ কিম্ভূতা ক্রীড়াস্পদং ক্রীড়াস্থানম্। ননু ছায়ায়াঃ কথং তাদ্রূপ্যং তত্রাহ। যতো হেতোশ্ছায়াসখ্যোঃ ক্বচিদপি ভেদো ন হি স্ফুরতি ছায়া চ সখী চ তে তয়োঃ ॥ ২১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূর্তিতে তুলসীমঞ্জরীরূপে শ্রীবৃন্দাদেবীর কথাগুলি তাঁহার শ্রীমুখে আস্বাদন করিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দা বৃন্দাবনের নিখিল বস্তুরাজি যে শ্রীরাধারই প্রতিবিম্ব তাহা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছেন এক্ষণে সযৌক্তিক বাক্যে এবং দৃঢ় প্রমাণের দ্বারা উহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনের নিখিল বস্তুই যে শ্রীরাধার প্রতিবিম্ব বা ছায়া তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ দিতেছেন—শ্রীরাধার মানকালে তাঁহার শ্রীমুখের ম্লানি বৃন্দাবনের কমলাদি বস্তুকেই ম্লান করিয়া থাকে।

শ্রীরাধার নিখিল চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্ত। শ্রীমতীর রসময় মানটিও একটি শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-সাধনের অতি চমৎকার উপকরণ। "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন। বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥" (চৈঃ চঃ)। মান একটি অভিনব ও অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! মানকালে অবগুণ্ঠনবতী মানিনীর রদনমাধুরী দর্শনের নিমিত্ত অপরাধী নায়ক ক্ষণে ক্ষণে অধীর হইয়া উঠেন! তবু রাধাগতপ্রাণ বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম মানময়ী মুখের ম্লানি দর্শনে মলিন হইয়া উঠে! শ্রীবৃন্দা প্রভৃতির মানিনী শ্রীরাধার ইহা সাক্ষাৎ অনুভূত।

"অবনত-বয়নি ধরণি নখে লেখি। যে কহে শ্যামনাম তারে নাহি পেখি॥
অরুণ-বসন পরি বিগলিত-কেশ। আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥
নিরস অরুণ কমলবর বয়নি। নয়নলোরে বহি যাওত ধরণী॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী। কহয়ে চলহ ধনি ভানুক সেবি॥
অবনত রয়ানে উতর নাহি দেল। বিদ্যাপতি কহ সো চলি গেল॥"

গমনের কালে বনদেবী বৃন্দা লক্ষ্য করেন যে—শ্রীরাধার ম্লানিতে সারা বৃন্দাবনের কমলাদি সবই যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে! বিম্ব বা কায়ার অনুরূপই প্রতিবিম্ব বা ছায়ার অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক। তাই শ্রীবৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে স্বামিন্! এই কানন শ্রীরাধার না হইয়া তোমার কিরূপে হইবে?

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারাণীর স্বত্বস্থাপন-নিমিত্ত স্থূনানিখনন ন্যায়ে* শ্রীবৃন্দা পুনরায় বলিলেন—'শ্রীবৃন্দাবনের কমলাদি নিখিলবস্তু শ্রীরাধার মুখাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আশ্রয় লইয়া শ্রীমতীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির স্বারূপ্যপ্রাপ্ত হইয়াছে।' 'স্বারূপ্য' অর্থে সমানরূপতা। বস্তুতঃ বৃন্দাবনে স্থাবর-জঙ্গম সব বস্তুই চিন্ময়, এখানে পাঞ্চভৌতিক বা জড়ীয় বস্তু কিছুই নাই। প্রেমময় স্বরূপ হইয়াও ইঁহারা প্রাকৃত নেত্রে প্রাকৃত বিশ্বের পাঞ্চভৌতিক বস্তুর ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন মাত্র। শ্রীবৃন্দা বলিলেন—'প্রেমময়ী শ্রীরাধার স্বারূপ্যপ্রাপ্ত বলিয়াই ইহাদের অসাধারণ কান্তি এবং শোভা প্রকাশ পাইয়া থাকে। (প্রেমের ন্যায় এত মধুর বস্তু বিশ্বে আর কিছুই নাই। যাহা অধোক্ষজ বা ইন্দ্রিয়াতীততত্ত্ব শ্রীভগবানকে পর্যন্ত প্রলুব্ধ করিয়া থাকে।) প্রেমময়ী শ্রীরাধার স্বারূপ্যপ্রাপ্ত বলিয়া বৃন্দাবন **প্রকৃতিমধুরা**। এই **বৃন্দাবন** শ্রীরাধার স্বারূপ্যপ্রাপ্ত বলিয়া ইহা শ্রীরাধার **সমানগুণবতী ও প্রিয়সখী** বলিয়া বিশ্বে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণেরও বৃন্দাবনের শোভাসম্পত্তিতে রাধার উদ্দীপন বর্ণিত হইয়াছে—

"স্বরমণ-সহিতানাং বেণুনাদাহৃতানাং তৃণকবল-মুখানাং চঞ্চলালোকনানি।
হরিরথ হরিণীনাং বীক্ষ্য রাধাকটাক্ষৈঃ স্মৃতিপথমধিরূঢ়ৈর্বিব্যথে বিদ্ধমর্মা॥

---

* কোন খুঁটিকে ভালভাবে শক্ত করিয়া পুঁতিতে হইলে যেমন উহা বারবার চালনা করিতে হয়, তদ্রূপ কোন বিষয় নিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করিতে হইলে পুনঃপুনঃ বিচারের দ্বারা সুনিশ্চয়তা স্থির করিতে হয় উহাকে "স্থূনানিখনন ন্যায়" বলে।

প্রেম্ণাঽনৃত্যৎ ফুল্লময়ূরীততিযুক্তঃ কৃষ্ণালোকান্মত্তময়ূরব্রজ আরাৎ।
স্নিগ্ধে রাধা-কেশকলাপে রতিমুক্তে যৎ সৎপিঞ্ছৈরাশু মুরারেঃ স্মৃতিরাসীৎ॥
মদকল-কলবিঙ্কী-মত্তকাদম্বিকানাং সরসি চ কলনাদৈঃ সারসানাং প্রিয়ায়াঃ।
বলয়-কটক-কাঞ্চীনূপুরোত্থৎস্বনোর্ম্মি-ভ্রমচুলুকিতচিত্তোঽভ্যাগতাং তাং স মেনে॥
উপরি চপলভৃঙ্গং পদ্মমীষৎপ্রকাশং বরপরিমলপূরং শশ্বদালোক্য কৃষ্ণঃ।
স্মিতশবল-কটাক্ষং পদ্মগন্ধং প্রিয়ায়া মুখমিদমিতি মত্বা তামুপেতাং বিবেদ॥
রুচক-করক-বিল্বৈর্নাগরঙ্গৈঃ সুপকৈঃ প্রতিদিশমনুদৃষ্টৈর্হর্ষতর্ষাকুলোঽসৌ।
সপদি লসদুরোজভ্রান্তিঃ সম্ভ্রান্তচেতা বপুষ ইহ বিভুত্বং রাধিকায়াঃ শশঙ্কে॥
যতো যতঃ পততি বিলোচনং হরে স্ততস্ততঃ স্ফুরতি তদঙ্গ-সংহতিঃ।
ন চাদ্ভুতং তদিহ তু যদ্‌ব্রজাটবী মুদে হরেরলভত রাধিকাত্মতাম্॥" (গোঃ লীঃ ৬ ২০-২৫)

অর্থাৎ "মৃগগণ মৃগীগণের সহিত বেণুনাদে আকৃষ্ট হইয়া তৃণকবল মুখে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিলে হরিণীগণের চঞ্চলনয়ন দর্শনে শ্রীরাধার কটাক্ষের স্মৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের মর্মপীড়া উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে আনন্দোন্মত্ত হইয়া ময়ূরগুলি ময়ূরীগণের সহিত নৃত্য করিতে থাকিলে তাহাদের পিঞ্ছ দর্শনে শ্রীরাধার রতিযুক্ত কেশ-কলাপের স্মৃতি অন্তরে জাগরিত হইল। মদমত্ত চটকীগণের ধ্বনিকে তিনি শ্রীরাধার বলয়শব্দ তত্রত্য সরোবরে হংসকুলের ধ্বনিকে কটকবর এবং সারসগণের ধ্বনিকে প্রিয়াজীর নূপুরধ্বনি মনে করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া তিনি শ্রীরাধাকে সমাগতা বলিয়াই মনে করিলেন। উৎকৃষ্ট পরিমলযুক্ত ঈষৎ প্রস্ফুটিত কমলোপরি চঞ্চল ভৃঙ্গকে দেখিয়া তিনি স্মিতযুক্ত কটাক্ষশোভিত পদ্ম-গন্ধী প্রিয়াজীর মুখপদ্ম জ্ঞান করিয়া ভাবিলেন—'এই বুঝি প্রিয়তমা আসিয়াছে।' বনে বিচরণকালে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বীজপূর, দাড়িম্ব বিল্ব ও নারঙ্গ প্রভৃতি সুপক্ক ফলসমূহ দর্শনে হর্ষবশতঃ তৃষ্ণাকুল হইয়া শ্রীরাধার স্তন ভ্রমে সম্ভ্রান্তচিত্তে শ্রীরাধার শরীরের ব্যাপকত্ব শঙ্কা করিলেন। এইপ্রকার যেদিকে যেদিকে তাঁহার নয়ন পতিত হইতেছিল; সেই সেই দিকেই শ্রীরাধার অঙ্গসমূহের স্ফূর্তি হইতে লাগিল। ঐ বৃন্দাটবী যে শ্রীহরির আনন্দ বিধানজন্য রাধাময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল—ইহা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে।"

তাই পরিশেষে শ্রীবৃন্দা বলিলেন—'হে শ্রীকৃষ্ণ! এই রসময়ী বৃন্দাটবী শ্রীরাধার সাদৃশ্যহেতু প্রকাশ্যভাবেই তাঁহার ছায়ারূপে বিরাজ করিতেছে। ইহা শ্রীরাধার বিবিধ বিহারের আস্পদহেতু সখী। সুতরাং এই ব্রজে শ্রীবৃন্দাটবীতে একমাত্র শ্রীরাধার একছত্রাধিকার। কারণ ছায়াটি যেন কায়া-ব্যতীত অন্য কাহারো হয় না, কেননা কায়াব্যতীত ছায়ার কোন অস্তিত্বই থাকে না; সুতরাং কায়া ও ছায়া অভিন্ন। আবার সখীতে সখীতেও অভিন্নত্ব দেখা যায় কারণ অভিন্নপ্রাণা না হইলে সখীত্ব হয় না। সুতরাং সর্বদিক্ দিয়াই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারাণীর স্বত্বস্থাপিত হইল।

"হে কৃষ্ণ নাগরেন্দ্র! করহ শ্রবণ। শ্রীরাধার মুখাদির বিস্বত্ব কথন॥
কোন কালে কুঞ্জেশ্বরী করে যদি মান। শ্রীমুখমণ্ডল অঙ্গ হয় তবে ম্লান॥

অদোবৃন্দানান্দীস্তবরসভরৈঃ পোষিত-বপুঃ
শ্রিয়া পূর্ণে ঘূর্ণৎ-স্মর-নটন-তৃষ্ণাতরলিতে।
অহো রাধোন্মীলন্মনসিজ-মহানাটকনটী-
নটাচার্য্যে তস্মিন্ নটিতুমিব দৃষ্টিং সমতনোৎ ॥ ২২ ॥

বিশাখা তু স্নেহ-স্নপনকৃত-রোমাঞ্চ-বিলসৎ-
বপুস্তামালিঙ্গ্য স্তবরচিত-হ্রী-শ্রীস্মিতব্রতাম্।
সহাসং দৃগ্ভঙ্গ্যা গিরিধরমুপালভ্য সহসং
বিনোদৈর্ব্বৃন্দায়াঃ শিরসি সুমনোবৃষ্টিমকরোৎ ॥" ২৩ ॥

অনুবাদ—অহো! শ্রীবৃন্দার নান্দীপাঠরূপ স্তবের রসভরে পুষ্টা ও প্রকাশমান মদন-নাটকের মহানটী শ্রীরাধা, যাঁহার অঙ্গশোভা অতি সমৃদ্ধ ও চঞ্চল-মদনের নৃত্য-দর্শন-লালসায় যিনি তৃষ্ণাকুল—সেই নটাচার্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নৃত্য করিবার মানসেই যেন অতি সুশোভন দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

কিন্তু স্নেহরসে স্নপিতা বিশাখা পুলকিতাঙ্গী হইয়া স্তুতিবচন শ্রবণে লজ্জাবতী ও ঈষৎ-হাস্য-বিমণ্ডিতা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনপূর্বক উপহাস ও দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করত নিরতিশয় আনন্দ-ভরে হাসিতে হাসিতে বৃন্দার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

টীকা—অদ ইতি। অহো আশ্চর্য্যং রাধানটী তস্মিন্ নটাচার্য্যে কৃষ্ণে নটিতুমিব দৃষ্টিং সমতনোৎ বিস্তারিতবতী। ইবেতি উৎপ্রেক্ষায়াং কিন্তু তা রাধা অদো বৃন্দানান্দীস্তব রসভরৈঃ পোষিততনুঃ। অসৌ চাসৌ বৃন্দা চেতি। অদো বৃন্দা তস্যা নান্দীরূপা নাট্যারম্ভোত্থাপকা যে স্তবরসভরাস্তৈরিত্যর্থঃ।

সে সময়ে যে সৌন্দর্য্য হয় ম্লান অঙ্গে। তাহাই তুলনা হয় কমলাদি সঙ্গে ॥
রাধিকার ছায়ারূপে এ কানন জানি। বৃন্দাবনে অভিনব রাই-বিনোদিনী ॥
অতএব হে স্বামিন্! করহ বিচার। এ কানন কিরূপেতে হইবে তোমার?" ১৯ ॥

"এ কাননে কমলাদি পদার্থ সকল। রাধিকার তুল্য কান্তি করে ঝলমল ॥
রাই-অঙ্গ-মুখাদির সাদৃশ্য রূপেতে। বিচিত্র বিলাস দেখি এই ত কুঞ্জেতে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রাধা 'প্রকৃতি-মধুরা'। উন্নত উজ্জ্বলরসে প্রতি অঙ্গ গড়া ॥
রাধা-সম রূপে গুণে হইল যখন। শ্রীরাধার প্রিয়সখী এই বৃন্দাবন ॥" ২০ ॥

"রসময়ী বৃন্দাটবি অতি অপরূপ। শ্রীরাধিকার নিজ ছায়ার স্বরূপ ॥
প্রকাশ্যেতে সুখময় এই বৃন্দাবন। রাধিকার সমতুল রূপের সদন ॥
সখীভাবে বৃন্দাটবি বিলাসের স্থান। অভিন্ন শ্রীরাধারাণী নিত্য বর্ত্তমান।
ছায়া আর সখী সঙ্গে কভু ভেদ নয়। শ্রীরাধিকা বৃন্দাটবি এক তত্ত্ব হয় ॥" ২১ ॥

তথাচ নাটকচন্দ্রিকায়াম্। প্রস্তাবনায়াঃ সাম্মুখ্যে নান্দীকার্য্যা শুভাবহেত্যাদি। নটাচার্য্যে কিন্তূতো শ্রিয়া শোভয়া পূর্ণে। রাধা কিন্তূতা উন্মীলন্ প্রাদুর্ভবন্ যো মনসিজঃ কামঃ স এব মহানাটকো নৃত্যপ্রয়োজকস্তস্য নটী ॥ ২২ ॥

বিশাখেতি। বিশাখাতু তাং রাধামালিঙ্গ্য বিনোদৈ র্হর্ষৈ বৃন্দায়াঃ শিরসি সুমনোবৃষ্টিং পুষ্পবৃষ্টিমকরোৎ কৃতবতী। তাং কিন্তূতাং স্তবেন রচিতা যা হ্রীর্ল্লজ্জা তয়া শ্রীঃ শোভা যস্য এবস্তূতেন স্মিতেনেষদ্ধাস্তেন বৃতাং যুক্তাম্। বিশাখা কিন্তূতা স্নেহেন তদ্বিষয়ক প্রীত্যা যৎ স্নপনং স্নাপনং তেন কৃতো যো রোমাঞ্চস্তেন বিলসৎ শোভমানং বপুর্যস্যাঃ সা। কিং কৃত্বা সহাসং যথাস্যাত্তথা দৃগভঙ্গ্যা নেত্রকূণনেন সহসং গিরিধরম্ উপালভ্য নির্ভৎর্স্য ॥ ২৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—ব্রজরসের মহাশিল্পী—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূর্তিতে শ্রীরাধামাধবের যে মধুময় লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই অপূর্ব কাব্যকলা-লালিত্যে শ্লোকচ্ছন্দে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সখীগণসহ শৃঙ্গাররসময় এই কুসুমকেলি লীলায় যে অপূর্ব লীলারসনাট্য প্রকাশিত হইয়াছে, এই মদন-নাটকের মহানটী শ্রীরাধা। লীলারসনাট্যের মূল অধিকর্ত্রী তিনিই। এই বিচিত্র হাস্য-পরিহাসময় রসপারিপাট্যে অফুরন্ত মাদনাখ্য মহাভাবসিন্ধু শ্রীরাধাতে যে সব শৃঙ্গাররসময় হাব-ভাবাদি অনন্তভাব তরঙ্গরাজি সমুদ্গত হইতেছে—তাহারই আস্বাদন-লালসায় অখিলরসের নটাচার্য শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাসরসের অবতারণা। তিনি মহানটী শ্রীরাধার মদননাটকের অপূর্ব ভাব নৃত্যের আস্বাদনে ধন্য হইবেন এবং সখী-মঞ্জরীগণও এই নটাচার্য ও মহানটীর অপূর্ব রসনৃত্যসায়রে মহাসুখে সন্তরণ করিবেন—তাই পরস্পর নানা বাক্য-কৌশলের সমুদ্ভাবন। এই মদন-নাটকের প্রারম্ভেই শ্রীরাধার প্রিয়সখী বনদেবী বৃন্দা অতি চমৎকার নান্দীপাঠ করিয়াছেন। নাটকচন্দ্রিকায় লিখিত আছে—"প্রস্তাবনায়াঃ সাম্মুখ্যে নান্দীকার্য্যা শুভাবহা।" অর্থাৎ 'নাটকটি যাহাতে নির্বিঘ্নে ও সর্বাঙ্গসুন্দররূপে অভিনীত হয়, সেইজন্য প্রস্তাবনার প্রথমে পরম শুভাবহ নান্দীপাঠ বিধেয়।' প্রসঙ্গতঃ আমরা এই নাট্যের রসাস্বাদক সামাজিকের যোগ্যতার কথা কিছু বলি। "তেন সামাজিকানামেব রসঃ।" (অলঙ্কারকৌস্তুভ)। অর্থাৎ 'সামাজিক বা সহৃদয়গণই রসাস্বাদন করেন।' যখন কোন দৃশ্য নাট্যাভিনয় দর্শন বা শ্রাব্য নাটক শ্রবণ করা হয়, তখন সামাজিকের এরূপ চমৎকারাতিশয় প্রকাশ পায় যে, চিত্তে অন্যবিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া বা চিত্ত সমাহিত হইয়া একটি অদ্ভুত আস্বাদনের অনুভব হইয়া থাকে। এই চমৎকারিতাই রস। আস্বাদনে চমৎকারিত্ব না থাকিলে রস হয় না। "রসে সারশ্চমৎকারঃ" (ঐ)। সামাজিকের স্বগত রসবাসনাদ্বারা বিধৌত, প্রাকৃত রজস্তমোগুণহীন, বিশুদ্ধসত্ত্বদ্বারা ভাবিত স্বচ্ছচিত্তেই তাদৃশ অনির্বচনীয় আনন্দের বা রসাস্বাদের আবির্ভাব হয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাধক স্বীয় মঞ্জরীস্বরূপের অভিমানেই শ্রীরাধামাধবের এই কামনাটকের অদ্ভুত আস্বাদনলাভে ধন্য বা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। মঞ্জরীভাবাবিষ্ট সাধকগণই এই নাট্যের সুযোগ্য সামাজিক।

শ্রীবৃন্দার নান্দীপাঠরূপ স্তবের রসভরে শ্রীরাধারাণী পরিপুষ্টা। শ্রীবৃন্দা শ্রীরাধার বৃন্দাবনে স্বত্বস্থাপনে যেসব যুক্তি ও প্রমাণের পারিপাট্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনাকালে মদননাট্যের মহানটী শ্রীরাধার বদনমাধুরী, নয়নমাধুরী এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধুর্যে যে কত শত ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহার সীমা নাই এবং নটাচার্য শ্যামসুন্দর সখীগণসহ সেই সব ভাবমাধুর্যের প্রবাহে অভিস্নাত হইয়াছেন। তাই তাঁহার অঙ্গশোভা অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের পারাবার বিশেষতঃ ব্রজে তাঁহার যে অনন্যসাধারণ মাধুরী-চতুষ্টয় লীলামাধুরী, প্রেমমাধুরী, বেণুমাধুরী ও রূপমাধুরীর প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে তিনি যদিও পূর্ণতমরূপে সমৃদ্ধই রহিয়াছেন তথাপি শ্রীরাধার প্রেম বা তাঁহার সান্নিধ্যে রূপাদি মাধুর্যের নিরতিশয় উচ্ছলন ঘটে! বিশেষতঃ শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার প্রিয়কিঙ্করী। শ্রীরাধার প্রেমে বশীভূত এবং শ্রীরাধার নিকট লীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গমাধুরী রাধাকিঙ্করীর নিকট সর্বাধিক পরিপুষ্ট বলিয়াই মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধার মদনবিকারজনিত যেসব অনির্বচনীয় ভাবমাধুরীর প্রকাশ হয়, সেই চপলমদনের নাট্যদর্শন-লালসায় নটাচার্য শ্রীকৃষ্ণ সাতিশয় তৃষ্ণাকুল। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দসিন্ধু, আত্মারাম ও আপ্তকাম হইলেও শ্রীরাধার মাদনপ্রেম অপ্রাকৃত নবীন মদনের মধ্যে এই তৃষ্ণা জাগাইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। শ্রীরাধা সেই নটাচার্য শ্রীকৃষ্ণের দিকে নৃত্য করিবার মানসেই যেন অতি সুশোভন কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন!

শ্রীবিশাখা শ্রীরাধার বিশেষ স্নেহরসে স্নপিতা। তিনি যেন শ্রীরাধার অভিন্নদেহা ও অভিন্নপ্রাণা। আবার বিশাখার কোটি প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রীতিভাজনা শ্রীরাধা। শ্রীবৃন্দার শ্রীমুখে শ্রীরাধারাণীর অভ্যুদয়বার্তা-শ্রবণে বিশাখা সাতিশয় পুলকিতা হইলেন এবং স্বীয় স্তুতিবাক্য শ্রবণে সঙ্কুচিতা লজ্জাবতী হাস্যমধুরা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর উপহাস এবং নয়নভঙ্গীতেই শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীবৃন্দার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া শ্রীরাধার বৃন্দাবনে স্বত্বস্থাপনে বৃন্দার অপূর্ব কৃতিত্বের নিমিত্ত তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইলেন।

"আহা কি আশ্চর্য্য দেখ এই ব্রজপুরে। বৃন্দাদেবীর নান্দীপাঠ স্তবরসভরে॥
পোষিতাঙ্গী শ্রীরাধার হইল প্রকাশ। আনন্দ চিন্ময়-রস প্রেমের বিলাস॥
মনসিজ মহানাটকের মহানটী। কুঞ্জবন রঙ্গমঞ্চে রাধা চন্দ্রকোটি॥
তরল নয়নে চাহি জানাইছে রঙ্গে। যেন নৃত্য করিতে চায় নটাচার্য্য সঙ্গে॥" ২২॥

"বৃন্দাদেবীর শুদ্ধপ্রীতি স্নপন-জনিত। শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গ পুলকে পূরিত॥
স্তুতিবাক্য শ্রবণেতে লজ্জাবতী রাধা। স্মিতহাস্য সুকিরণ অধরেতে সদা॥
সেই কুঞ্জেশ্বরী রাধায় বিশাখা সুন্দরী। কৃষ্ণকেলি আরাধিকায় আলিঙ্গন করি॥
দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারেতে দু'টী নেত্রাঞ্চলে। তিরস্কার করে কৃষ্ণে উপহাস-ছলে॥
পরম আনন্দভরে হাসিয়া হাসিয়া। সুগন্ধি কুসুম যত অঞ্জলি ভরিয়া॥
বৃন্দাদেবীর মস্তকেতে করে বরিষণ। রাধারাণীর মহিমা যে করিলা বর্ণন॥" ২৩॥

এতন্মধুরবর্ণনাকর্ণনেন স্বান্তস্তোষং বহির্ব্বিহস্য সোৎপ্রাসং কৃষ্ণঃ পুনরাহ,—

"ত্বদালেরঙ্গালী মম কমলবৃন্দাবনতনোঃ
সদঙ্গানাং কুঞ্জাদিকরুচিরনাম্নাং রুচিধনম্।
ধ্রুবং হৃত্বা ম্লানাং প্রকটমকরোত্তাং কথমিমা-
মিদানীং সারূপ্য-স্তবনমিষতো রক্ষসি শঠে? ২৪॥

তবাল্যা এবং চেদতি গুণগণা মৎপ্রিয়-বনা-
দপি শ্রেষ্ঠাঃ সুষ্ঠু ধ্রুবমিহ ভবন্তি স্ফুটমমী।
তদা তুচ্ছং পুষ্পং কথমপহরেৎ সেয়মথবা
স্বভাবশ্চৌরাণাং পরধন-জিঘৃক্ষুর্ন হি চলেৎ॥ ২৫॥

প্রকারৈশ্ছায়াতো যদতি-বরবিম্বস্য মহিমা-
নমুচ্চৈর্বিস্ফার্য্য স্মরসি ময়ি রাধাং বিতরিতুম্।
কথং তৎ স্যাদ্‌যস্মাৎ পতিপরবশেয়ং তত ইমাং
স চেদারাদ্দদ্যাদ্ভবতি মম তর্হ্যেব মমতা॥" ২৬॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দার এইপ্রকার মধুর বর্ণনা শ্রবণে অন্তরে পরম সন্তোষ লাভ করিলেন ও প্রকাশ্যে সহাস্যবদনে উৎকর্ষ প্রকাশপূর্বক তিরস্কারকরত বলিলেন—'হে শঠে বৃন্দে! তোমার সখী শ্রী-রাধার অঙ্গসমূহ আমার এই রমণীয় বৃন্দাবনরূপদেহের কুঞ্জাদি উত্তম অঙ্গসমূহের কান্তিসম্পদ্ হরণ করিয়া ইহাকে প্রকাশ্যেই মলিন করিয়াছে, সুতরাং সারূপ্য-স্তবন-ছলে তুমি শ্রীরাধিকাকে কিরূপে রক্ষা করিবে? ২৪॥

তোমার সখী শ্রীরাধার গুণাবলী যদি আমার প্রিয় বৃন্দাবন হইতেও শ্রেষ্ঠ ও সুন্দররূপে প্রকা-শিত হয়, তবে রাধা এই বনের তুচ্ছ কুসুম অপহরণ করেন কেন? অথবা চোরগণের পরধনহরণেচ্ছা স্বভাব কখনই অপগত হয় না। ২৫॥

আর যদি তুমি ছায়া বা প্রতিবিম্ব অপেক্ষা বিম্বের সমধিক মহিমা প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধাকে আমায় সমর্পণ করিবার বিষয় চিন্তা করিয়া থাক তাহাতে বলি—শ্রীরাধা তো পতির অধীন, ইহার পতি যদি এখানে আসিয়া ইঁহাকে আমায় দান করেন, তবেই তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারে। ২৬॥

টীকা—ত্বদালেরিতি। হে শঠে ত্বদালেস্তব সখ্যা রাধায়া অঙ্গালী অঙ্গশ্রেণী প্রকটং যথাস্যাত্তথা তামটবীং ধ্রুবং নিশ্চিতং ম্লানাং গতশোভামকরোৎ। কিং কৃত্বা মম কমলবৃন্দাবন তনো র্মনোহরবৃন্দাবন-রূপ শরীরস্য কুঞ্জাদিক রুচিরনাম্নাং সদঙ্গানাং রুচিধনং হৃত্বা। কুঞ্জাদিকমেব রুচিরং চিত্তাকর্ষকং নাম যেষাং সদঙ্গানামিত্যস্য বিশেষণম্। রুচিঃ কান্তিঃ সা এব ধনম্ ইদানীং সম্প্রতি সারূপ্যস্তবনমিষতশ্ছলাৎ ইমাং রাধাং কথং রক্ষসি সমর্থা ভবসি ন ভবিষ্যসীতি ভাবঃ॥ ২৪॥

তবেতি। তবাল্যাঃ সখ্যা যদি অমী গুণগণা গুণসমূহা এবমনেন পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ মৎপ্রিয় বষনাদপি সুষ্ঠু যথা স্যাত্তথা ধ্রুবং নিশ্চিতং শ্রেষ্ঠা ভবন্তি তদা কথং সেয়ং তবালী তুচ্ছং পুষ্পমপহরেৎ। কশ্চিৎ পরধনেহপি মমেদমিতি কৃত্বা স্বত্বং প্রকটয়তীত্যাহ। অথবেতি। অথবা ভবেদেবং পরধন জিঘৃক্ষুঃ পরধনে স্বত্বারোপণরূপশ্চৌরাণাং স্বভাবো ন চলেৎ ইতি তবাল্যা ইয়মটবী বক্তুমুচিতেতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

প্রকারৈরিতি। যচ্ছায়াতঃ প্রকারৈর্মমচ্ছায়ায়া ভেদৈশ্ছায়া বিশেষৈরিতি যাবৎ। অধরবিম্বস্য মহিমানম্ উচ্চৈর্বিস্ফার্য্য প্রকাশ্য রাধাং ময়ি বিতরিতুং দাতুং স্মরসি স্মৃতিশাস্ত্রমিব বিধৎসে তদ্বিধানং কথং স্যাৎ। তত্র হেতুঃ যস্মাদিয়ং রাধা পতিপরবশা স্বাম্যায়ত্তা ততস্তস্মাচ্চেদ্যদি স পতিঃ আরান্নিকটে দদ্যাৎ তর্হ্যেব মম মমতা স্যাৎ মমেয়মিতি স্বত্বং স্যাৎ ॥ ২৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাদেবীর মুখে শ্রীরাধার উৎকর্ষের মধুর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিয়াছেন। শ্রীমতীর বিবিধ উৎকর্ষ আবিষ্কারের কামনা লইয়াই এই পরিহাসরসের অবতারণা! শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর, 'রস-আস্বাদক রসময় কলেবর।' (চৈঃ চঃ)। স্বয়ং রসস্বরূপ হইয়াও রসের আস্বাদক। শ্রীরাধারাণীর মাদনরসের আস্বাদনেই রসিকশেখরের রসাস্বাদন-বাসনার চরম পূর্ণতা। তাই শ্রীবৃন্দার বাক্যে অন্তরে পরম সন্তোষলাভ করিয়াও অধিকতর রাধারসমাধুরী আস্বাদনের বাসনায় প্রকাশ্যে সহাস্যবদনে তিরস্কারের ছলে শ্রীরাধার উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'হে শঠে বৃন্দে! তোমার সখী শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আমার এই কমনীয় বৃন্দাবন-দেহের কুঞ্জাদি উত্তম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কান্তিসম্পদ্ হরণ করিয়া ইহাকে স্পষ্টতঃই মলিন করিয়া ফেলিয়াছে!' শ্রীবৃন্দাদেবী বৃন্দাবনে শ্রীরাধার স্বত্বস্থাপনহেতু বিম্ব প্রতিবিম্বের কথা উল্লেখ করিয়া বৃন্দাবনের সুন্দর ও মধুর বস্তুগুলি অপেক্ষা শ্রীরাধা-রাণী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রকারান্তরে তাহাই অনুমোদন করিয়া শ্রীমতীর উৎকর্ষপ্রকাশছলে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'হে বৃন্দে! ইনি আমার শ্রীবৃন্দাবনের সম্পদ্ হরণ করি-য়াই নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিকে রমণীয় করিয়াছেন, সুতরাং বৃন্দাবনের সম্পদ্ হরণ করিয়া তাহাকে স্পষ্টতঃ মলিন করিয়া ইনি অপরাধিনী হইয়াছেন, স্বারূপ্য-বর্ণনাছলে তুমি ইহাকে এই অমার্জনীয় অপরাধের হাত হইতে কিরূপে রক্ষা করিবে?

আবার বলিলেন—'হে বৃন্দে! তোমার সখী শ্রীরাধার গুণাবলী যদি আমার প্রিয় বৃন্দাবন হইতেও শ্রেষ্ঠ ও রমণীয় হয়, তবে ইনি বৃন্দাবনের তুচ্ছ কুসুম অপহরণ করেন কেন?' এই কথায় শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অভিপ্রায় মনে হইতে পারে যে, বৃন্দাবনের সৌন্দর্যাদিগুণ অপেক্ষা শ্রীরাধার গুণ কখনই অধিক নহে যদি তাহা হইত, তবে তিনি বৃন্দাবনের সামান্য তুচ্ছ ফুল অপহরণ করিতে কখনই আসিতেন না। এইরূপ মনে হইলে ইহার পূর্বে যে শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবনের সৌন্দর্য হরণ করিয়া ইহাকে মলিন করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ তুলিয়াছেন, তাহা অসত্য হইয়া পড়ে। তাই বলিলেন—'অথবা চোরগণের স্বভাবই

এই যে, তাহারা বিপুল ধনাঢ্য হইলেও স্বভাববশতঃ অন্যের তুচ্ছধনও হরণ করিয়া থাকে। বাগ্মীশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে শ্রীরাধাকে তিরস্কারছলে প্রশংসা করিয়াও বৃন্দাবনের সম্পত্তি চুরি ও ফুলচুরি এই দুইটি অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন।

আরও একটি রহস্যময় কথা বলিয়া শ্রীরাধার মাধুরীসিন্ধুকে নিরতিশয়রূপে সমুচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছেন রসিকরাজ। বলিতেছেন—'হে বৃন্দে! তুমি কি বৃন্দাবনের নিখিল সুন্দর বস্তুকে ছায়া ও শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিম্ব বলিয়া ছলে শ্রীরাধাকে আমায় সমর্পণ করিবার বাসনা করিয়াছ? অর্থাৎ কেহ যেন কোন সৌন্দর্য-মাধুর্যবান্ যুবককে কন্যা সমর্পণ করিবার বাসনায় তাহার নিকট কন্যার গুণ-কীর্তন করিয়া থাকে তদ্রূপ, অথবা শ্রীবৃন্দাবন যখন আমার, তখন শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় গুণবতী শ্রীরাধাও আমারই —এইপ্রকার চিন্তা করিয়া কি শ্রীরাধাকে তুমি আমায় সমর্পণ করিতে চাও? কিন্তু ইহা কিরূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে? ইনি যে ইঁহার পতির অধীন। তুমি ইঁহার সখী হইয়া কিরূপে ইঁহাকে আমায় সমর্পণ করিবে? যদি ইঁহার পতি আমার কাছে আসিয়া তিনি আমায় ইঁহাকে দান করেন, তবেই ইহা সুসিদ্ধ হইতে পারে—অন্যথা নহে।'

"শ্রবণেতে এইরূপ মধুর বর্ণন। অন্তরেতে সন্তোষ বড় মদন-মোহন॥
বাহ্যে হাস্য করি কহে উপহাস-ছলে। রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি নানা যুক্তি-জালে॥
শুন শুন বৃন্দা সখি! শঠতাশালিনী। তোমার রহস্যকথা না বুঝি ত আমি॥
সুখময় এই মনোহর বৃন্দাবন। তাহার শরীর যত কেলি-কুঞ্জবন॥
উত্তমাঙ্গ কুঞ্জাদির কান্তিরত্ন ধন। শ্রীরাধার অঙ্গশ্রেণী করিয়া হরণ॥
স্পষ্টরূপে কুঞ্জবন মলিন করিলা। রাই-অঙ্গ-কান্তি ছটা অধিক উজালা॥
সম্প্রতি সারূপ্য স্তুতি করিয়া রাধায়। কিরূপে করিবে রক্ষা বল গো আমায়॥" ২৪॥

"রাধিকার গুণগ্রাম শুদ্ধ কলেবর। মোর প্রিয় বৃন্দাবন হইতে সুন্দর॥
শ্রেষ্ঠরূপে পরিস্ফুট যদি বা হইল। তবে কেন তুচ্ছ পুষ্প হরণ করিল॥
চিরকাল চৌরগণের এই ত স্বভাব। নিজ ঘরে না থাকিলে কখন অভাব॥
পরধন হরণেতে বিরত না হয়। শ্রীরাধার স্বভাবের একি পরিচয়?" ২৫॥

"ওগো বৃন্দে! ছলে তুমি প্রসঙ্গ তুলিয়া। মোর ছায়া বিম্বাধরের মহিমা বলিয়া॥
প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকায় মোরে সমর্পিতে। স্মরণ কর কি তুমি বসিয়া নিভৃতে?॥
কিন্তু দেখ, শ্রীরাধিকা পতিপরায়ণা। রাজার নন্দিনী তাতে সোণার প্রতিমা॥
কিরূপে সম্ভবে তার শুনহ কারণ। সেই পতি স্বয়ং মোরে করিলে অর্পণ॥
রাধা-প্রতি হইবে যে আমার সত্বতা। চিরকাল এই স্বত্ব সুখের বারতা॥" ২৬॥

এতদ্বিচিত্র-রঙ্গোচ্ছলিত-বাগ্‌ভঙ্গীবিলাস-সুধা-স্বর্ধুনীতরঙ্গেণোত্তরলীকৃত-হৃদ্বৃত্তি-দৃঢ়-নৌকাং শ্রীরাধাং সস্মিতমালোকয়ন্তীষু সর্ব্বাসু সস্মিতং ললিতা ললাপ,—

"পিপাসার্ত্তঃ কশ্চিৎ ক্ষুদতি-বিবশো বর্ত্মনি চল-
ন্মরুক্ষেত্রে ক্ষারোদকমলভমানোঽপি বিরসম্।
স্বয়ম্ভূ-সংস্তব্যাং হরিপুরবরস্থামপি সুধাং
প্রপাতুং দ্রাগিচ্ছন্ জগতি কিল হাস্যাস্পদমভূৎ ॥" ২৭ ॥

ততো রসিকশেখরং ব্রজরাজকুমারং সা দৃগঞ্চল-বিভ্রমেণ পশ্যন্তী সখীঃ প্রতি শ্রীরাধা ব্যাজহার,—

"স্ফুটং কালী শৈব্যা চরম-বনিতা মধ্যম-বধূ-
র্মহাপদ্মা পদ্মা পরমরুচিকৃৎকামদকুচা।
বরা ষষ্ঠী চন্দ্রাবলিরপি লসেদ্যস্য মহিষী
কথং তস্যাপ্যন্যা ভবতু ভুবি যোগ্যা নববধূঃ?" ২৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার বিচিত্র রঙ্গোচ্ছ্বাসযুক্ত বাক্যভঙ্গী বিলাসামৃতরূপ মন্দাকিনীর তরঙ্গাঘাতে শ্রীরাধার চিত্তবৃত্তিরূপ সুদৃঢ় নৌকা চঞ্চল হইলে সখীগণ মন্দহাস্যের সহিত তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, ইত্যবসরে মৃদুহাস্যমণ্ডিতা ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—'কোন ক্ষুধিত পিপাসিত মরুপথিক মরুকান্তারে পরিভ্রমণকালে যেখানে লবণাক্তজল দুর্লভ, তথায় ব্রহ্মারও স্তবনীয় সুদুর্লভ অমরাবতীর সুধাপান করিতে যদি বাসনা করে; এই বিশ্বজগতে সে নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

অতঃপর শ্রীরাধিকা রসিকশেখর ব্রজরাজকুমারের প্রতি বিলোল কটাক্ষপাত করত সখীগণের প্রতি বলিলেন—কালী, শৈব্যা প্রভৃতি যাঁহার কনিষ্ঠাবধূ, কামদস্তনী পরমাসুন্দরী মহাপদ্মা, পদ্মা যাঁহার মধ্যম বধূ এবং পরমশ্রেষ্ঠা ষষ্ঠী চন্দ্রাবলী যাঁহার রাজ্ঞীরূপে শোভা পাইতেছেন— সে ব্যক্তির নিকট ভূমণ্ডলে অন্য নববধূ কিরূপে যোগ্য হইতে পারে? ২৮ ॥

টীকা—পিপাসেতি। তস্যোত্থাপক চূর্ণিকা ব্যাখ্যা যথা সর্ব্বাসু সখীসু রাধামালোকয়ন্তীষু সতীষু সস্মিতং যথাস্যাত্তথা ললিতা আললাপ কথিতুমারব্ধবতী। রাধাং কিম্ভূতাং এষা পূর্ব্বোক্ত প্রকারা বিচিত্ররঙ্গেণ উচ্ছলিত বাগ্‌ভঙ্গী সৈববিলাসায় সুধা স্বর্ধুনী স্বর্গঙ্গা তস্যাস্তরঙ্গেণ উত্তরলীকৃতা চঞ্চলীকৃতা হৃদ্‌বৃত্তিরূপা দৃঢ়া নৌকা যস্যাস্তাম্। পিপাসেতি। কশ্চিৎ ক্ষুদতিবিবশো জনঃ পিপাসার্ত্তঃ সন্ দ্রাক্ ঝটিতি সুধামমৃতং প্রপাতুম্ ইচ্ছন্ হাস্যাস্পদং হাস্যবিষয়স্থানমভূদিত্যন্বয়ঃ। পিপাসয়া আর্ত্তঃ পীড়িতঃ ক্ষুধা ক্ষুধয়া অতি বিবশঃ ব্যাকুলঃ। কিম্ভূতঃ সন্ মরুক্ষেত্রে বর্ত্মনি চলন্ বিরসং ক্ষারোদকমপি অলভমানঃ অপ্রাপ্নুবন্। সুধাং কিম্ভূতাং হরিপুরবরস্থাং হরেরিন্দ্রস্য পুরবরে অমরাবত্যাং তিষ্ঠতীতি তাম্। পুনঃ কিম্ভূতাং স্বয়ম্ভূ, সংস্তব্যাং স্বয়ম্ভুবা ব্রহ্মণা সংস্তব্যাং সম্যক্ স্তবনীয়াম্ ॥ ২৭ ॥

স্ফুটমিতি। যস্য এবম্ভূতৈরংশভূতা মহিষী লসেৎ প্রকাশতে তস্য অন্যা নববধূঃ কা ভূবি পৃথিব্যাং যোগ্যা ভবতু। মহিষীমাহ শৈব্যা এতন্নাম্নী চন্দ্রাবলী সখী কালী এতন্নাম্নী শক্তির্যস্য চরমবনিতা কনিষ্ঠা বধূঃ। এবং পদ্মা নাম্নী গোপী মহাপদ্মা শক্তিবিশেষো যস্য মধ্যম বধূর্মধ্যমা স্ত্রী কিন্তু তা পরম রুচিকৃৎ কামদকুচা চ। চন্দ্রাবলিরপি ষষ্ঠীশক্তিবিশেষো যস্য বরা শ্রেষ্ঠা বধূঃ ॥ ২৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—সসখী শ্রীরাধামাধবের পরস্পর পরিহাস রসতরঙ্গিণীতে কত শত ভাবতরঙ্গ উচ্ছুসিত হইতেছে। রসরাজ ও মহাভাবের পারস্পরিক বচনভঙ্গী, নয়নভঙ্গী ও বদনভঙ্গীতে কত কত রসোচ্ছ্বাস! নয়নকোণে পরস্পর পরস্পরকে লেহন করিতেছেন! পরিহাসের ভিতর দিয়া পারস্পরিক প্রেমরসের বিচিত্র আস্বাদন!! শ্যামসুন্দর বৃন্দার প্রতি যে সব বাক্য প্রয়োগ করিলেন, সেই বিচিত্র রঙ্গোচ্ছ্বাসযুক্ত বচনভঙ্গীবিলাস যেন অমৃতের মন্দাকিনী। তাহার তরঙ্গাঘাতে শ্রীরাধার চিত্তবৃত্তিরূপ সুদৃঢ় নৌকা সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। অমৃতের মন্দাকিনী বলিতে শ্রীরাধামাধবের এই শৃঙ্গাররস যেমনি পবিত্র, তেমনি স্বাদু। এই পরম পবিত্র অমৃতের মন্দাকিনীতে সসখী শ্রীরাধামাধব যেমন মহা-সুখে সন্তরণ করিয়া থাকেন, তেমনি এই রসময়ী লীলার কীর্তনে, শ্রবণে, ধ্যানে যুগলউপাসকের চিত্তও পরম পবিত্র বা শুদ্ধ হইয়া কোন অপার্থিব রসাস্বাদনে ধন্য হইয়া থাকে—ইহাও ব্যঞ্জিত হইয়াছে! শ্রী-কৃষ্ণের সুস্পষ্ট স্বাভিযোগবাক্যে পরমধৈর্যশালিনী শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ বিবিধ শৃঙ্গারভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল! ইহাই শ্রীরাধার চিত্তবৃত্তিরূপ সুদৃঢ় নৌকা চঞ্চল হইল—এই বাক্যের ধ্বনিগম্য অর্থ। সেই সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত নবীনমদনের সম্মুখে তখন শ্রীরাধা কতই মধুরা! সখীগণ মৃদুহাস্যে সেই ভাবময়ীর ভাবমাধুরী আস্বাদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মৃদুহাস্যমণ্ডিতা শ্রীললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—'কোন ক্ষুধিত ও পিপাসার্ত মরুপথিক মরুকান্তারে পরিভ্রমণকালে যেখানে কিঞ্চিৎ লবণাক্তজলও দুর্লভ, সেইখানে ব্রহ্মা-রও স্তবনীয় কোন সুদুর্লভ অমরাবতীর সুধাপান করিতে অভিলাষ করে, তবে সে নিশ্চয়ই বিশ্বজগতে উপ-হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তে শ্রীললিতা পরিহাসের মধ্য দিয়া একদিকে যেমন শ্রীকৃষ্ণের অযো-গ্যতা অর্থাৎ তিনি বহুবল্লভ বলিয়া ব্রজের কেহই তাঁহাকে কন্যাদান করেন নাই এবং কোন উত্তমা কন্যাও তাঁহাকে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই, সুতরাং শ্রীরাধার ন্যায় গুণবতী কান্তা লাভের তাঁহার যোগ্যতা কোথায়? ইহা দেখাইয়াছেন, অপর দিকে তেমনি শ্রীরাধার দুর্লভতা এবং তাঁহার সৌন্দর্য-মাধুর্যের অসা-ধারণ রমণীয়তা শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। "বহুবার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ। যা চ মিথো দুর্ল্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥" (উজ্জ্বলনীলমণি ধৃত ভরতমুনিবাক্য)। 'যে রতিতে লোকতঃ ও ধর্মতঃ বহুবাধা, যাহাতে নায়ক-নায়িকার পরস্পর প্রচ্ছন্ন কামুকতা এবং যাহা পরস্পরের দুর্ল-ভতাময়ী—তাহাকেই মন্মথসম্বন্ধীয় পরমা বা সর্বোৎকৃষ্টা রতি বলা যায়।' ইহাই ব্রজকান্তাগণের মধুরা-রতির বৈশিষ্ট্য। "কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন।" (চৈঃ চঃ)। ভগবৎস্বরূপের উপর দৈব বা অদৃষ্টের কোন কর্তৃত্ব নাই। সুতরাং এখানে 'দৈব' বলিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির বৈভব। 'দেবো ভগবান্ তস্যেদং লীলাশক্তিবৈভবম্" (ভাঃ ১০।১৫।২৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ)। বহুবার্যমাণতা,

প্রচ্ছন্নকামুকতা এবং দুর্লভতার ভিতর দিয়া অতি চমৎকার মধুররসনির্যাস আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটনপটীয়সীশক্তি যোগমায়াদ্বারা স্বীয় আনন্দিনী স্বরূপশক্তিগণকে পরকীয়ভাবে বিভাবিত করা।

পূর্বরাগের ভূমিতে শ্রীরাধারাণীর আক্ষেপ—'হায়! যাহাকে ভালবাসিয়াছি সে কত দূরে—কত সুদুর্লভ। ভালবাসিয়া লজ্জায় মরিয়া যাই। গুরুগঞ্জনার অবধি নাই। ফিরিবারও পথ নাই, পাইবারও উপায় নাই। আলোকের নামটি নাই, সম্মুখে কালো মেঘ দিগন্তহারা!! বনের পশুপাখী পাইতেছে—আমি এত হতভাগিনী আমার পাইবার কোন উপায় নাই। হায়! আমি কেন মরিলাম না।' ঘরে বসিয়া প্রেমময়ী কাঁদিতেছেন; অশ্রুজলে নদী বহিয়া যায়! ঘন ঘন মূর্ছাদশা! সখীগণের যত আশ্বাস ব্যর্থ হইয়াছে!

ওদিকে কাঞ্চন-পঞ্চালিকার রূপে, গুণে শ্যামকেও পাগল করিয়া তুলিয়াছে! বেদনা, আকুলতা অন্তরে গুমরিয়া উঠে! অব্যক্ত ক্রন্দন, আরও অধিক মর্মপীড়াদায়ক! মুখখানি মলিন। প্রিয়-নর্মসখা জিজ্ঞাসা করিলে লুকাইতে চেষ্টা করেন। বিশেষ জিজ্ঞাসায় একান্তে মর্মীসহচরের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। প্রেমময়ীর রূপে, গুণে, মাধুর্যে হৃদয় ব্যাকুল—বেদনার্ত! বাঁশির সুরে অন্তরের অব্যক্ত বেদনা বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে প্রেমময়ীকে আরও অধিকতর উন্মাদিত করিয়া তোলে। অব-শেষে সখা-সখীগণের বহুচেষ্টায় বহু যোগাযোগে একদিন মধুরমিলন!! সেই মিলনের যে কি সুমধুর অনুভূতি, তাহা যে কত অসীম, অনন্ত ও অপার—ইহা কে বলিবে? ললিতার বাক্যে শ্রীরাধারাণী যে শ্রীকৃষ্ণের পরমসুদুর্লভা ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীরাধারাণী রসিকশেখর ব্রজরাজকুমারের প্রতি বিলোল কটাক্ষপাত পূর্বক সখীগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'কালী, শৈব্যা প্রভৃতি যাঁহার কনিষ্ঠাবধূ, কামদস্তনী (যাঁহার স্তনমণ্ডল দর্শনেই শ্রীকৃষ্ণের কামোন্মাদনা জাগিয়া থাকে), পরমাসুন্দরী মহাপদ্মা (শ্রীকৃষ্ণের নিকট যিনি পরম মহার্ঘা), পদ্মা যাঁহার মধ্যমাবধূ এবং পরম শ্রেষ্ঠা ষষ্ঠী চন্দ্রাবলী যাঁহার রাজ্ঞী বা রাজমহিষীরূপে শোভা পাইতে-ছেন—সে ব্যক্তির নিকট ভূমণ্ডলে কি অন্য নববধূ যোগ্য হইতে পারে?' ললিতা শ্রীরাধারাণীর সখী বলিয়া শ্রীরাধার দুর্লভতা এবং শ্রীকৃষ্ণের তাঁহাকে প্রাপ্তির অযোগ্যতা প্রতিপাদনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস করিলেন। শ্রীরাধারাণী প্রধানা নায়িকা বা নায়িকাশিরোমণি বলিয়া তাঁহার যোগ্য পরিহাসই করিলেন। শ্রীরাধারাণী শ্যামের প্রতীক্ষায় সঙ্কেতকুঞ্জে কাঁদিতে কাঁদিতে নিশিযাপন করেন, আর শ্যামসুন্দর কিনা চন্দ্রার কুঞ্জে চন্দ্রা, পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতির সহিত নিশিযাপন করিয়া শ্রীরাধার অনন্যসাধারণ মাদনরসের উপচারকে উপেক্ষা করিয়া অরসিকের কার্য করেন—এইপ্রকার একটি নিগূঢ় পরিহাস ব্যঞ্জিত হইল!

"উচ্ছলিত বাগ্‌ভঙ্গী রসের প্রসঙ্গে। বিলাস অমৃত-মন্দাকিনীর তরঙ্গে॥
যাঁর মনোবৃত্তিরূপ সুদৃঢ় নৌকা। তরঙ্গেতে আন্দোলিত সেই শ্রীরাধিকা॥
অপরূপ নব-গৌরী দরশন করি। হাসিতে হাসিতে কহে ললিতা সুন্দরী॥

তচ্ছ্রবণতো রোষেণৈব সাটোপং তাসাং বসন-হারাদিকমাদাতুমুপসর্পতি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনে স্ফুটমেব চম্পকলতা সোল্লুণ্ঠমবাদীৎ,—

"বনে ফুল্লচ্ছিল্লাতকপতিরয়ং বাঢ়মসকৃৎ
সতীরস্মান্ প্রীত্যা পরিচরতি ভোগাদিকুসুমৈঃ।
ইতি শ্রীবৃত্তান্তং নিশময়িতুমার্য্যাং দিশ নৃপে
যথা শৃণ্বন্নস্মৈ স্রজমিহ সুখং প্রেষয়তি সঃ॥" ২৯॥

ইতি চম্পকলতালপিতমবধার্য্য স্মিত্বা শিরোধূননমুবাচ কৃষ্ণঃ,—

"নৃপেন্দ্রেণৈবারাদপণবিপিনস্যাবনকৃতে
নিযুজ্যাস্মান্ শশ্বদ্যদুত গদিতং তচ্ছৃণুত ভোঃ।
'নিজো বা বাহ্যো বা হরতি য ইহাস্যাপি গলিতং
দলং বা পুষ্পং বা হরত কিল তদ্বস্ত্রপদকম্' ॥ ৩০॥
অতোঽহং যুষ্মাকং মণি-বসন-হারাদিকমিদং
বলেনৈবালুঞ্চ্য প্রমদ-ভরতো যামি সদনম্।
ন মন্যধ্বে পুষ্পাঙ্কুর দলহৃতিং চেন্ননু তদা
বিচারং নীবীনামপি কুচপটানাং বিতরত॥" ৩১॥

অনুবাদ এইকথা শ্রবণে ব্রজরাজনন্দন রোষের অভিনয় করিয়া সদর্পে ব্রজসুন্দরীগণের বসন, হারাদি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সমীপে আগমন করিলে শ্রীচম্পকলতা তিরস্কারগর্ভস্তুতিবাক্যে

যদি কোন পথিকজন মরুভূমি পথে। অবিশ্রান্ত রাত্রি দিন চলিতে চলিতে॥
পিপাসা ক্ষুধায় হয় পীড়িত পথেতে। ক্ষার বারি নাহি মিলে যাহার ভাগ্যেতে॥
সেই যদি হরিপুর স্বয়ম্ভু-বাঞ্ছিত। সুধাপানে ইচ্ছা করে হয় হাস্যাস্পদ॥
ইহাতে সন্দেহ নাই জানিহ নিশ্চয়। জগমাঝে এক বাক্যে সবে ইহা কয়॥" ২৭॥
"অনন্তর শ্রীরাধিকা দৃষ্টিভঙ্গি ক'রে। রসিক নাগর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমারে॥
দরশন করি কহে প্রিয়-সখীগণে। সুধাসার বিনিন্দিত যাহার শ্রবণে॥
কালী, শৈব্যা প্রভৃতি যাঁর কনিষ্ঠ বনিতা। ত্রিভুবনে ভাগ্যবান্ গড়েছে বিধাতা॥
যাহার উন্নত কুচ দরশন মাত্র। মনসিজ অধিকার করে হৃদি ক্ষেত্র॥
মহানিধি-স্বরূপা সেই পরমা সুন্দরী। সখীমাঝে সুস্তনী শ্রীপদ্মা সুকুমারী॥
যাঁহার মধ্যম বধূ সেই ভাগ্যবান্। গোপীজন-বল্লভ ব্রজের শ্রীমান্॥
বরা ষষ্ঠী চন্দ্রাবলী রাজমহিষীরূপে। পরিচর্য্যায় রহে সদা চরণ-সমীপে॥
সে হেন নাগর-বর রসিক-শেখরে। অন্য বধূ কিরূপেতে যোগ্য হ'তে পারে॥" ২৮॥

বলিলেন—'ওহে সখিগণ ! এই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট বাটপাড়শ্রেষ্ঠ, ইনি বৃন্দাবনমধ্যে মাদৃশ সতীরমণীগণের পুনঃপুনঃ ভোগাদি কুসুমে প্রীতিসহকারে পরিচর্যা করিয়া থাকেন—এই শুভসংবাদ জানাইবার জন্য বৃন্দাকে মহারাজ কংসের নিকট প্রেরণ কর। এইকথা শুনিয়া রাজা ইহার জন্য সহর্ষে মালা প্রেরণ করিবেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চম্পকলতার বাক্যশ্রবণে মৃদুহাস্য-সহকারে মস্তকসঞ্চালনপূর্বক বলিলেন—'ওহে গোপিকা-গণ ! রাজাই আমাকে এই বন রক্ষার জন্য নিয়োজিত করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর'—"হে রক্ষকগণ ! আমার আত্মীয় বা অনাত্মীয় যে কোন ব্যক্তি এই বিপিনের গলিত পত্র বা পুষ্পও যদি অপহরণ করে তবে তাহার বসন ও কণ্ঠাভরণাদি অলঙ্কার হরণ করিও ॥ ৩০ ॥

অতএব আমি সবলে তোমাদের মণি, বসন ও হারাদি লুণ্ঠন করিয়া আনন্দিত মনে গৃহে যাই-তেছি। যদি তোমরা "পুষ্প অঙ্কুর, দলাদি হরণ করি নাই" বল তবে তোমাদের নীবি ও কঞ্চুলিকা আমায় ভালভাবে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে দাও।' ৩১ ॥

টীকা—বন ইতি। অয়ং ফুল্লচ্ছিল্লাতকপতিঃ প্রকট বর্ত্মপাতিপ্রধানং বনে অসকৃদ্বারংবারম্ অস্মান্ সতীঃ কর্ম্মভূতাঃ ভোগাদি কুসুমৈঃ প্রীত্যা বাঢ়ং পরিচরতি। ভোগাদিঃ সম্ভোগাদিঃ স এব কুসু-মানি তৈঃ। ইতি শ্রীবৃত্তান্তম্ ইতি এতৎ বর্ত্মপাতিনশ্চ সম্ভোগাদিনা সতীপরিচরণং যত্তদেব শ্রীযুক্তং বৃত্তান্তমিতি সোল্লুণ্ঠন কথনম্ এতন্নৃপে রাজ্ঞি নিশময়িতুং শ্রাবয়িতুম্ আর্য্যাং শ্রেষ্ঠাং বৃন্দাং রাধাং বা দিশ আদিশ প্রেরয় ইতি যাবৎ তেন কিং ভবেত্তত্রাহ। যথা স নৃপঃ শৃণ্বন্ সন্ অস্মৈ বর্ত্মপাতিনে ইহ বনে ইতসুখং প্রাপ্তসুখং যথাস্যাত্তথা স্রজং মালাং প্রেষয়তি প্রেরয়তি ! শ্রুত্বা যথোপযুক্তমেতস্য শাসনং করিষ্যতীতি ভাবঃ। সোল্লুণ্ঠন লক্ষণং যথা। দুর্ব্বাদঃ স্যাদুপালম্ভস্তত্র যঃ স্তুতিপূর্ব্বকঃ। সোল্লুণ্ঠনং সনিন্দস্তু যস্তত্র পরিভাষণম্। ইতি জটাধরঃ ॥ ২৯ ॥

নৃপেন্দ্রেণেতি। নৃপেন্দ্রেণৈবারাদদূরম্ অর্পণবিপিনস্য অবনকৃতে রক্ষণনিমিত্তায় শশ্বন্নিরন্তরং তত্রাস্মান্নিযুজ্য উত ভো যদগাদিতং কথিতং তৎ শৃণুতঃ। তদুক্তমাহ নিজ আত্মীয়ঃ বাহ্যঃ পরঃ এবন্তূতো যঃ কোঽপি অস্য বনস্য গলিতং স্বয়ং পতিতং ললিতমিতি পাঠে সুন্দরং দলং পুষ্পং বা হরতি তত্তস্য বস্ত্র-পদকং হরত গৃহ্নীত ইতি। বস্ত্রঞ্চ পদকম্ উরোভূষণঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ ॥ ৩০ ॥

অতোঽহমিতি চেদ্যদি পুষ্পাঙ্কুরদলানাং হৃতিং হরণমস্মাভির্ন কৃতমিতি কৃত্বা ন মন্যধ্বে তদা নীবীনাং কুচপটানামপি বিচারং প্রকাশং বিতরত কুরুত অন্যৎ স্পষ্টম্ ॥ ৩১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীললিতা ও শ্রীরাধারাণীর উক্তপ্রকার পরিহাসবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজ-রাজনন্দন অন্তরে পরম সন্তোষ লাভ করিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে রোষের অভিনয় করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের নিকটে আগমন করিলেন এবং তাঁহাদের বসন-ভূষণাদি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে শ্রীচম্পকলতা নিন্দাগর্ভস্তুতিবচনে বলিলেন—'ওহে সখিগণ ! এই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট বাটপাড়শ্রেষ্ঠ, ইনি বৃন্দাবনমধ্যে

'মাদৃশ সতীরমণীগণকে পুনঃপুনঃ ভোগাদি কুসুমে প্রীতিসহকারে পরিচর্যা করিয়া থাকেন।' চম্পকলতা এখানে 'ফুল্লচিল্লাতকপতিঃ' বলিয়া পতি বা শ্রেষ্ঠশব্দে যেমন স্তুতি করিয়াছেন, তেমনি প্রকাশ্যেই পথদস্যুগণের সেরা বলিয়া নিন্দা বা তিরস্কার করিয়াছেন। 'মাদৃশ সতীরমণীগণকে ভোগাদি কুসুমে প্রীতিসহকারে পরিচর্যা বা অর্চনা করিয়া থাকেন' বলিয়া যেমন স্তুতি বা প্রশংসা করা হইয়াছে, তেমনি অন্যান্য বাটপাড় বা পথদস্যু পথিকের ধন-সম্পদাদি হরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু 'ইনি বৃন্দাবনে সতীরমণীগণের যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ পাতিব্রত্যধর্ম তাহা হরণ করিয়া তাঁহাদের সহিত সম্ভোগ করিয়া থাকেন'—বলিয়া তিরস্কার বা নিন্দা করা হইয়াছে। চম্পকলতা বলিলেন—'এই শুভসংবাদ জানাইবার জন্য বৃন্দাকে কংসরাজার নিকটে প্রেরণ কর। এই কথা শুনিয়া রাজা সহর্ষে ইঁহার জন্য মালা প্রেরণ করিবেন।' এখানে 'শুভসংবাদ' বলিয়া বা 'রাজা সহর্ষে মালা প্রেরণ করিবেন' বলিয়া যেমন স্তুতি করা হইয়াছে, পক্ষান্তরে বা নিন্দাপক্ষে তদ্রূপ রাজার রাজ্যে প্রকাশ্যভাবে বাটপাড় বা পথদস্যু যদি প্রজার সর্বস্ব হরণ করিয়া লয়—ইহা অপেক্ষা রাজার নিকট রাজ্যের অশুভ সংবাদ আর কিছু হইতে পারে না বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। আবার 'মালা প্রেরণ করিবেন' অর্থে গলে ফাঁস দিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবেন এইরূপ তিরস্কারও অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাকেই সোল্লুণ্ঠবচন বা নিন্দাগর্ভস্তুতিবচন বলা হয়। সোল্লুণ্ঠবচনের লক্ষণ যথা—"দুর্ব্বাদঃ স্যাদুপালম্ভস্তত্র যঃ স্তুতিপূর্ব্বকঃ। সোল্লুণ্ঠনং সনিন্দস্তু যস্তত্র পরিভাষণম্॥" ইতি জটাধরঃ। 'স্তুতিপূর্বক দুর্বাক্যে যে তিরস্কার করা হয়, সেইপ্রকার নিন্দাগর্ভস্তুতি বচনকেই 'সোল্লুণ্ঠ' বচন বলা হইয়া থাকে।'

চম্পকলতার বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুহাস্যের সহিত শির সঞ্চালন সহকারে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'ওহে গোপিকাগণ! রাজাই আমাকে তাঁহার এই বনরক্ষার জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন।' চম্পকলতা তাঁহাকে রাজদ্রোহী বা রাজদণ্ডিত বলিয়া যে অভিযোগ তুলিয়াছিলেন, তিনি রাজা-কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই রাজার বনরক্ষা করিতেছেন' এইবাক্যে চম্পকলতার অভিযোগ খণ্ডন করিয়া নিজেকে রাজকর্মচারী, রাজার অধিকতর পুরস্কারের পাত্র বলিয়া স্থাপন করিলেন। আবার বলিলেন—'রাজা আমায় তাঁহার এই বনরক্ষার নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়া যাহা আদেশ দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর—'হে রক্ষকগণ! আমার আত্মীয় বা অনাত্মীয় (অপরাধী বা রাজার অনুশাসন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে দণ্ডদান বিষয়ে রাজা আত্মীয় অনাত্মীয় কিছু বিচার করেন না) যে কোন ব্যক্তিই হোন্ না কেন, বনের পুষ্প ফলাদির অপহরণ তো দূরে যদি বৃক্ষ হইতে গলিত পত্র-পুষ্পাদিও কোন ব্যক্তি অপহরণ করে, তবে তাহার বসন ও কণ্ঠাভরণাদি অলঙ্কার হরণ করিও।'

অতএব রাজাজ্ঞায় আমি সবলে তোমাদের মণি, বসন ও হারাদি লুণ্ঠন করিয়া আনন্দিত মনে রাজকার্য করিয়া গৃহে গমন করিব। যদি তোমরা বল যে, 'আমরা বনের পুষ্প, অঙ্কুর ফলাদি হরণ করি নাই' তবে তোমাদের নীবি ও কঞ্চুলিকা আমায় ভালভাবে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে দাও সেখানে বনের কুসুমাদি লুক্কায়িত আছে কিনা!'

ইতি সোল্লুণ্ঠমাভাষ্য সোদ্‌গ্রীবমুদীক্ষ্য "অয়ে ! ধ্রুবমেতা গুণবত্যো নীব্যঃ পরদ্রব্যং ন রক্ষিষ্যন্ত এব, কিন্তু কঠিনেষ্বেতেষেব তল্লক্ষণং লক্ষ্যতে। তথাহি—

উরোজানুচ্ছূনান্ যদভিকলয়াম্যত্র দিবসাৎ
পরস্মাত্তস্মান্মে কুসুমকুলমত্রৈব ভবিতা।
অতো জিজ্ঞাসোর্মে স্বকরমিলনে দোষ ইহ বো
ভবেচ্চেন্মৎ-স্পর্শাৎ স্বয়মকপটং প্রেক্ষয়ত তান্॥" ৩২॥

তদনন্তরং ভঙ্গ্যা শ্রীরাধানীব্যামেব সন্দেহমিবোদ্ভাব্য তস্যাং দৃষ্টিং নিক্ষিপ্য "অহো ন্যায্যমি"ত্যুচ্চৈরাভাষ্য রাধাং প্রত্যুবাচ,—

"রাধে ত্বন্নব নীবিকা গুণময়ী সাধ্বীতি সাধ্বীগণৈঃ
সশ্লাঘং পরিগীয়তে যদিহ তৎ সোল্লুণ্ঠমেব স্ফুটম্।

"এইকথা শ্রবণেতে ব্রজেন্দ্রনন্দন। রোষ-পরবশ হৈয়া সদর্পে তখন॥
গ্রহণ করিতে গোপীর বসন-ভূষণ। ব্রজাঙ্গনার সমীপেতে করিলে গমন॥
সোল্লুণ্ঠন বচনেতে শ্রীচম্পকলতা। বলিতে লাগিলা কৃষ্ণে সারগর্ভ কথা॥
হে সখি! এই কৃষ্ণ বড় বাটপাড়। কতনা ছলনা জানে চাতুর্য্য অপার॥
ভোগাদি কুসুমদ্বারা প্রীতি সহকারে। পরিচর্য্যা করিতেছে আমা সবাকারে॥
এইসব বিবরণ রাজাকে জানাতে। বৃন্দা কিবা শ্রীরাধাকে পাঠাহ ত্বরিতে॥
শ্রবণ-মাত্রেতে রাজা এই বাটোয়ারে। সহর্ষেতে মালা দিবে অতি শীঘ্র করে॥
সেই মালা "গলে পাশ" আর কিছু নয়। সমুচিত শিক্ষা দিবে জানিহ নিশ্চয়॥" ২৯॥

"চম্পকলতার কথা করিয়া শ্রবণ। রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি মদন-মোহন॥
মৃদুমন্দ হাস্য করি মস্তক-ঘূর্ণনে। কহিতে লাগিলা যত ব্রজাঙ্গনাগণে॥
অহে গোপীগণ! শুন বনরক্ষা তরে। নিযুক্ত করিলা রাজা অবশ্য আমারে॥
রাজার আদেশ যাহা করহ শ্রবণ। অবিচারে আজ্ঞা দিলা করিতে পালন॥
"এই বনের পত্র-পুষ্প গলিত-পতিত। হরণ করিবে যেবা জানিহ নিশ্চিত॥
মোর আত্মীয় অনাত্মীয় যে কেহ হয়। বসন পদক তার লইবা নিশ্চয়॥" ৩০॥

"অতএব বল করি অঙ্গের বসন। মণি মুক্তা রত্নহার করিয়া লুণ্ঠন॥
আনন্দেতে নিজগৃহে করিব গমন। ইহার অধিক আর না জানি বচন॥
"পুষ্পাঙ্কুর পত্রাদিক হরণ কর নাই"। এই কথা বল যদি তোমরা সবাই॥
তবে বলি তোমাদের নীবির বন্ধন। কুচ কঞ্চুলিকায় করি অন্বেষণ॥" ৩১॥

যদ্দৃষ্টৈঃ কৃপয়া দ্রুতং নিবিড়তো বন্ধাদ্বিমুক্তাপ্যসৌ
তামেবাদ্য দৃঢ়ং সদাত্মসবিধে নীত্বা ববন্ধ স্বয়ম্ ॥৩৩॥

ভোঃ! পশ্যত পশ্যত, কৃতঘ্নোঽনয়া নীব্যা দম্ভবৃত্তিমাচর্য্য মৎসুরভিপুষ্পাণি স্বাধস্তাদ্রক্ষিতানি সন্তি যতো রোমাবলী নাম ভ্রমরপঙ্ক্তিস্তৎসৌরভ্যমনুভূয় তদনুসরন্তী বর্ত্ততে।" এতদাকর্ণনেনে ভ্রূভঙ্গ্যা তমাক্ষিপ্য গৃহায় গচ্ছন্ত্যাং বলাৎ কৃষ্ণেন ব্যাঘোটিতায়াং রাধায়াং তুঙ্গবিদ্যাঽব্রবীৎ,—

"শঠেন্দ্র ত্বং শশ্বৎ পদকমপি হর্ত্তুং বদসি য-
ত্তদস্মাভিঃ সোঢ়ং নৃপসুততয়া সংপ্রতি শৃণু।
সমস্তাঃ সম্ভূয় হ্রিয়মিহ বিহায় প্রিয়তমাং
গ্রহীষ্যামোঽবশ্যং বয়মপি তবাচ্ছিদ্যমুরলীম্ ॥"৩৪॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকার সোল্লুণ্ঠবাক্য প্রকাশ করিয়া গ্রীবাউত্তোলন পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'অহো ! এই যে সব গুণবতী নীবি ইহারা কখনো পরদ্রব্য গ্রহণ করিবে না, কিন্তু কঠিন কুচমণ্ডলেই গোপনচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে।

হে সুন্দরীগণ ! অদ্য তোমাদের কুচমণ্ডলকে অন্যদিন অপেক্ষা সাতিশয় উচ্চ দেখিতেছি, অতএব আমার কুসুমসমূহ ঐ সকল কুচমধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে ! অতএব কুসুমের অনুসন্ধানেচ্ছু আমি তোমাদের কুচমণ্ডলে হস্ত প্রদান করিলে যদি কিছু দোষ হয়, তবে তোমরা নিষ্কপটে বস্ত্রাবরণ রহিত করিয়া তোমাদের কুচসমূহ আমায় অবলোকন করাও' ॥৩২॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ভঙ্গীপূর্ব্বক শ্রীরাধার নীবিতে সন্দেহের ভাব প্রকাশ করত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 'ইহা সঙ্গই হইতেছে' এই বাক্য উচ্চকণ্ঠে বলিয়া শ্রীরাধারাণীকে বলিলেন—হে শ্রীরাধে ! সাধ্বীগণ তোমার গুণময়ী নীবিকে যে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করেন, ইহা ব্যাজস্তুতি মাত্রই। যেহেতু এই নীবি আমার দৃষ্টির কৃপায় নিবিড় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়াও আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া নিজ নিকটে লইয়া দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে ॥৩৩॥

অহো ! তোমরা সকলে দেখ এই কৃতঘ্নীনীবি দম্ভভরে আমার সুগন্ধিত কুসুমরাশিকে তাহার অধোভাগে লুকাইয়া রাখিয়াছে,এইজন্যই রোমাবলিরূপ ভ্রমরপংক্তি ঐ সৌরভের অনুসরণে নিম্নদিকে গমন করিতেছে ! শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যশ্রবণে শ্রীরাধা ভ্রূভঙ্গীর দ্বারা তাঁহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমনোদ্যতা হইলে বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। তখন তুঙ্গবিদ্যা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—

'হে শঠেন্দ্র ! তুমি যে সর্বদা পদক-হরণের কথাই বলিতেছ, রাজপুত্র বলিয়া আমরা তাহা এতক্ষণ সহ্য করিলাম। এক্ষণে শ্রবণ কর—আমরা এই বনে সকলে মিলিয়া লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া তোমার প্রিয়তম মুরলীকে অবশ্য কাড়িয়া লইব ॥'৩৪॥

টীকা— উরোজানিতি। যদ্‌যস্মাদদ্য পরস্মাদন্যস্মাদ্দিবসাৎ অন্যদিনমপেক্ষ্য উরোজান্ স্তনান্ উচ্ছূনান্ স্ফীতান্ কলয়ামি পশ্যামি তস্মাম্মে মম কুসুমকুলম্ অত্রৈব উরোজেষু ভবিতা ভবিষ্যতি। অতো জিজ্ঞাসোরেতজ্‌জ্ঞাতুমিচ্ছোর্মে মম ইহ স্তনে স্বকর মিলনে মৎ স্পর্শাৎ চেদ্‌যদি বো যুষ্মাকং দোষো ভবেৎ তদা অকপটং সর্ব্বাচ্ছাদনরাহিত্যেনৈব নিষ্কপটং যথাস্যাত্তথা তান্ স্তনান্ প্রেক্ষয়ত দর্শয়ত ॥৩২॥

রাধে ইতি। হে রাধে সাধ্বীগণৈস্ত্বং তব নবনীবিকা সাধ্বীতি কৃত্বা সশ্লাঘং যথাস্যাত্তথা যদ্‌গীয়তে তৎস্ফুটং সোল্লুণ্ঠনমেব তদ্বিপরিতত্ব সূচনমেব গুণময়ী সদ্‌গুণযুক্তা পক্ষে পট্টসূত্রযন্ত্রিতা। সোল্লুণ্ঠে হেতুঃ যদ্‌যস্মাৎ দৃষ্টেঃ দৃষ্টিং প্রতি কৃপয়া দ্রুতং শীঘ্রং নিবিড়তো বন্ধানুক্তাপি সতী অদ্য সদা সর্ব্বক্ষণং তাং দৃষ্টিমেব আত্মসবিধে স্বনিকটে নীত্বা স্বয়ং ববন্ধ ইতি। ভবন্নীব্যাং মদ্দৃষ্টির্লগ্নৈব তিষ্ঠতীতি ভাবঃ ॥৩৩॥

শঠেন্দ্রেতি। অস্য চূর্ণিকায়াং ব্যাঘোটিতায়াং পরিবর্ত্তিতায়াম্। ইহ বনে স্ত্রিয়ং লজ্জাং বিহায় সংভূয় মিলিতীভূয়। অন্যৎ সুগমম্ ॥৩৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ তুলসীমঞ্জরীরূপে সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধামাধবের পরিহাসরসময় কুসুমকেলি-লীলাটি আস্বাদন করিতেছেন স্ফুরণে। রসরাজ ও মহাভাবের কলহ-কেলি! সখীগণও প্রত্যেকেই এক একটি আনন্দরসের ছবি! শ্রীরাধামাধব অপ্রাকৃত কাম ও রতি। অপ্রাকৃত নবীনমদন অনঙ্গমোহন শ্যামের মনকে হাব-ভাব-কটাক্ষাদির দ্বারা মুগ্ধ করিয়া দিতেছেন শ্রীরাধারাণী! শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ হৃদয়ে এই রূপটির স্ফূর্তি কামনা করিয়াছেন—

> "কৈশোরকান্তি-মদভঙ্গি-তরঙ্গিতোরু, মাধুর্য্যসিন্ধুবুড়িতা হরিভাবমূর্ত্তিঃ।
> ভ্রূভঙ্গিমোন্নটনরঙ্গদনঙ্গকোটিঃ, শ্রীরাধিকা রসময়ী হৃদি মে চকাস্তু॥" (বৃঃ মঃ ৯ ১৯)

"কৈশোরের কান্তি-মদ-ভঙ্গীরূপ-তরঙ্গময়-পরিপূর্ণ-মাধুর্য-সিন্ধুতে নিমগ্না যে শ্রীহরির ভাবময়ীমূর্তি শ্রীরাধা—যাঁহার ভ্রূভঙ্গিমার নৃত্যমাত্রেই অনন্তকোটি কাম নৃত্য করিতে থাকেন, সেই রসময়ী রাধিকা আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন।" একদিকে এই মহাভাবসিন্ধু অনন্ত ভাব-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, অপরদিকে রসসিন্ধু কোটিমন্মথ-বিমোহন শ্যাম রসতরঙ্গে সমুচ্ছ্বসিত—পীনস্তনী ব্রজসুন্দরীগণের নয়নপঙ্কজদ্বারা সমর্চিত। পরস্পর পরিহাসরসসিন্ধুতে সন্তরণ করিতেছেন! শ্রীপাদ লীলাশুক বলিয়াছেন, ব্রজদেবীগণের সঙ্গে রসরাজের রসময়ী পরিহাসবাণী ভাগ্যবান্ ভাবুকগণের চিত্তেই পরিস্ফুরিত হইয়া থাকেন।

> "পর্য্যাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গী-বল্গূনি বল্গিতবিশালবিলোচনানি।
> বাল্যাধিকানি মদবল্লভভাবিনীভির্ভাবে লুঠন্তি সুকৃতাং তব জল্পিতানি॥" (কর্ণামৃত-৩৩)

"হে নাথ' পুষ্পাদি হরণলীলায় মদমত্তা ব্রজসুন্দরীগণের সহিত তোমার পরিহাসরসময় যে জল্পনা, যাহার পদ-পদার্থের ভঙ্গী অতীব মনোজ্ঞ, অপূর্ব বচন-বিন্যাসপারিপাট্য, যাহাতে বিশাল বিলোচন বক্রীভূত—সেই অমৃতরসনিষিক্ত কৈশোরোচিত বাক্যসমূহ-মহাভাগ্যবান্‌গণের চিত্তেই স্ফুরিত হইয়া থাকেন।"

নিবিড় পরিহাসরসের তরঙ্গ ! সাক্ষাৎ শৃঙ্গার শ্যাম, শৃঙ্গাররসের খেলায় প্রতিনিয়ত নিমগ্ন ! বলিতেছেন—"হে সুন্দরীগণ" তোমাদের গুণবতী নীবি কখনই পরদ্রব্য হরণ করিবে না, ইহা কঠিন কুচমণ্ডলেরই কাজ, তাহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে। অন্য দিনাপেক্ষা আজ তোমাদের কুচমণ্ডল অধিকতর স্ফীত মনে হইতেছে, অতএব তোমাদের দ্বারা অপহৃত আমার সুগন্ধিত কুসুমসমূহ ঐ কুচমণ্ডলেই লুক্কায়িত রহিয়াছে। কুসুম অনুসন্ধান-পরায়ণ আমি তোমাদের কুচস্পর্শ করিলে যদি কিছু দোষ হয়, তবে সেইরূপ দোষের কার্য করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তোমরা বস্ত্রাবরণ সরাইয়া তোমাদের কুচমণ্ডল-গুলি আমায় একবার দেখাও, তাহা হইলেই আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি।' এইপ্রসঙ্গে শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদের স্বয়ং উৎপ্রেক্ষালীলাবর্ণনার কি মাধুর্য !

শ্রীকৃষ্ণ—"জানে তব কচপক্ষং, সম্ভৃতবরমল্লিকালক্ষম্।
উরসি চ কঞ্চুকরাজং, ধ্রুবমর্ব্বুদমাধবীভাজম্ ॥
এহি তব ক্ষণমাত্রং বিচারয়ামি ক্রমাদ্‌গাত্রম্।
তত্ত্বে কিল নির্ণীতে, প্রযাহি ভবনং তড়িৎপীতে !

শ্রীরাধা—ন মুধা মাধব রচয় বিবাদং, বিদধে তব মুহুরহমভিবাদম্।
গোকুলবসতৌ স্মরমিব মূর্ত্তং, ন কিমু ভবন্তং জানে ধূর্ত্তম্ ?
বেত্তি ন গোপীবৃন্দারামং, বৃন্দাবনমপি ভুবি কঃ কামম্ ?
অহমিহ তদিদং কিতব ! রসালং, কথমবচেষ্যে ন কুসুমজালম্ ?

শ্রীকৃষ্ণ—নেদমত্র কলসস্তনি ! শংস, ক্রোধনো নৃপতিরেষ নৃশংসঃ।
তেন হন্ত বিদিতে বনভঙ্গে, যৌবতং পততি ভীতিতরঙ্গে ॥
তন্বি ! গেহগমনব্যবসায়ং, চেৎ করোষি শৃণু রম্যমুপায়ম্।
অত্র মত্ত বহু ষট্‌পদবীরে, লীলয়া প্রবিশ কুঞ্জকুটিরে ॥

শ্রীরাধা—গোকুলে কুলবধূভিরর্চ্চিতা, শীলচন্দনরসেন চর্চ্চিতা।
রাধিকাহমধিকারিতামতঃ, কিং করোষি ময়ি-ধূর্ত্ত ! কামতঃ ?
নাক্ষিণী ক্ষিপ কুরঙ্গি ! সর্ব্বতঃ সাক্ষিণী ভব সখীভিরন্বিতা।
মাধবঃ কিল হুনোতি মামসৌ, সাধবঃ ! শৃণুত ভোঃ শিখিপ্রিয়ঃ !"

স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা—(১৯—২৬)

শ্রীরাধারাণী কুসুমচয়ন করিতেছেন, উদ্যানরক্ষকের বেশে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—'হে বিদ্যুদ্‌গৌরি ! তুমি অনঙ্গরাজের বহু বস্তু অপহরণ করিয়াছ। তোমার কবরীমধ্যে এবং কঞ্চুলিকামধ্যে নিশ্চয়ই অসংখ্য মাধবীকুসুম লুক্কায়িত আছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে। তুমি আমার নিকটে আইস, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে অনুসন্ধান করিয়া দেখি কত কুসুম লইয়াছ, তারপর গৃহেগমন করিও।'

শ্রীরাধা বলিলেন, 'হে মাধব ! আমি তোমায় পুনঃপুনঃ অভিবাদন করিতেছি' তুমি আমার সাথে অনর্থক কলহ করিও না। তুমি বলিতেছ তুমি কন্দর্পের কিঙ্কর, কিন্তু হে ধূর্ত ! তুমিই তো গোকুলে মূর্তিমান্ কন্দর্প, ইহা কে না জানে ? হে কপটিন্ ! ইহা বৃন্দানাম্নী আমার সখীর উদ্যান, তাই ইহার নাম 'বৃন্দাবন' । এখানে কোন কন্দর্পের অধিকার নাই। আমাদের রসময় বৃন্দাবনে আমরা কুসুম চয়ন করিব, ইহাতে তোমার নিষেধ করিবার কি অধিকার আছে ?'

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে কলসস্তনি ! তুমি এখানে ঐরূপ কথা বলিও না, সেই কন্দর্পরাজ অতিশয় কোপনস্বভাব ও নৃশংস। তিনি যদি যুবতীজন-কর্তৃক নিজকাননের অপচয় বুঝিতে পারেন, তবে মহাভীতিতরঙ্গে নিপতিত করিবেন। হে তন্বি ! যদি তুমি একান্তই গৃহগমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাক, তবে একটি সদুপায় বলিতেছি শ্রবণ কর, মত্তভৃঙ্গরূপ বহু বীরপুরুষকর্তৃক রক্ষিত এই কুঞ্জকুটিরে প্রবেশ কর তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না।'

শ্রীরাধা বলিলেন—'হে ধূর্ত ! আমার নাম রাধিকা, এই গোকুলমধ্যে আমি সতত কুলবধূগণ-কর্তৃক অর্চিতা এবং সচ্চরিত্ররূপ চন্দনে আমি চর্চিতা ; তুমি সেচ্ছাচারীর ন্যায় আমায় এ কি করিতেছ ?

হে ধূর্ত ! তুমি বারবার ঐভাবে আমার প্রতি কটাক্ষ করিও না। হে হরিণীগণ ! তোমরা সকলে আমার সাক্ষী হও, হে সাধুস্বভাব ময়ূরীগণ ! তোমরাও শ্রবণ কর—মাধব আমায় কিরূপ দুঃখ দিতেছেন !'

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর নীবিতে সন্দেহের ভাব প্রকাশ ভঙ্গীপূর্ব্বক বলিলেন—'হে রাধে ! সাধ্বীগণ যে তোমার নীবিকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করেন; ইহা ব্যাজস্তুতি মাত্র, অর্থাৎ স্তুতিছলে নিন্দাই। তাহার প্রমাণ দেখ, এই নীবি আমার দৃষ্টির কৃপায় দৃঢ় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, (শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে শ্রীরাধার নীবিস্রংসন যে অনুভাব তাহাই বলিতেছেন) অথচ আমার সেই মুক্তিদাতা দৃষ্টিকেই আকর্ষণ করিয়া নিজের নিকটে বাঁধিয়া রাখিয়াছে ! এই কৃতঘ্নী (যে উপকারির উপকার স্মরণ করে না) নীবিই আবার দম্ভসহকারে আমার বন্ধু সুরভীপুষ্পকে তাহার অধোদেশে লুকাইয়া রাখিয়াছে, যে জন্য রোমাবলীরূপ ভ্রমরপংক্তি পুষ্পসৌরভের অনুসরণে নিম্নদিকে ধাবিত হইতেছে !

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণকে ভ্রূভঙ্গীদ্বারা তিরস্কার করিয়া শ্রীমতী গৃহাভিমুখে গমনোদ্যতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সবলে ফিরাইয়া আনিলেন। তখন তুঙ্গবিদ্যা বলিলেন—'হে শঠরাজ' ! অর্থাৎ ওহে কপটীর শিরোমণি ! তুমি যে সর্বদা আমাদের হার, পদকাদি হরণের কথা বলিতেছ, রাজকুমার জ্ঞানে আমরা তাহা এতক্ষণ সহ্য করিয়াছি, আর কিন্তু সহিব না। এরপর আমরা সকলে মিলিয়া তোমার ঐ প্রাণাধিক প্রিয় মুরলীটি কাড়িয়া লইব।'

"সোল্লুণ্ঠন বচনেতে ব্রজেন্দ্র-নন্দনে। উদ্‌গ্রীব হইয়া কহে ব্রজাঙ্গনাগণে ॥
অগ্রভাগে দেখি এই নীবি গুণবতী। না করিবে গোপন পরদ্রব্য সতী ॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই কঠিন স্তনেতে। গোপন সকল চিহ্ন পাই যে দেখিতে ॥

তত্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সদর্পমুপদিশন্নিবাহ,—

"অহং সখ্যো দক্ষশ্চতুর-যুবরাজো ব্রজপুরে
স্বকং বৃন্দারণ্যং বিকসদভিরক্ষাম্যবিবশঃ।
প্রদায়ারাদঙ্কস্রজমনুগতা মৎকরুণয়া
সমস্তা হিত্বৈতামপসরত চৌরীং চলসখীম্ ॥"৩৫॥

অন্য দিন হৈতে অদ্য কুচের মণ্ডল। অতিশয় উচ্চ দেখি এই কোন ছল ॥
অতএব মনে করি মোর পুষ্পগুলি! ঐ কুচমধ্যে আছে এই কথা বলি ॥
এ বিষয়ে সত্য যাহা সেই তত্ত্ব আমি! সত্বর জানিতে চাহি শুন সব ধনি ॥
স্তনমধ্যে হস্ত দিলে যদি দোষ হয়। তোমরাই অকপটে জানাতে নিশ্চয় ॥
নিজ নিজ বঞ্চুলিকা করি উন্মোচন। সবাকার স্তনমণ্ডল করাও দর্শন ॥" ৩২॥

"অনন্তর শ্রীগোবিন্দ রাধার নীবিতে। দৃষ্টিপাত করি যেন সন্দেহ-মনেতে ॥
'অহো উপযুক্ত' এই বাক্য-উচ্চারণে! কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ রাই-সন্নিধানে ॥
হে রাধে! শ্রীবৃন্দাবনে যত সাধ্বীগণ। গুণময়ী তব নীবি করি দরশন ॥
উত্তমা বলিয়া সবে প্রশংসা করয়। ব্যাজস্তুতি মাত্র ইহা মোর মনে লয় ॥
এই তব নীবি মম দৃষ্টির কৃপায়। অতি নিবিড় বন্ধন হইতে ত্বরায় ॥
বিমুক্তা হইয়াও সে স্বয়ং সম্প্রতি। আমার উত্তম দৃষ্টি আকর্ষিয়া অতি ॥
নিজের সকাশে লৈয়া সুদৃঢ় বন্ধনে। বাধিয়া রেখেছে তাহা অতি সংগোপনে ॥"৩৩॥

"অহে অহে কৃতঘ্নীগণ! করহ শ্রবণ। তোমরা সকলে কর দম্ভ আচরণ ॥
সুরভি কুসুমাবলি অপহরণ করি। রাখিয়াছে অধোদেশে এই সুকুমারী ॥
দেখ দেখ রোমাবলী ভ্রমরের পাঁতি। সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধে নিম্ন দিকে স্থিতি ॥
ইহা শুনি রাধা ভুরুভঙ্গি করি সুখে। গমনে উদ্যতা হৈলা গৃহ-অভিমুখে ॥
সবলেতে শ্রীগোবিন্দ আবরি রাধায়। সু ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি করি অগ্রেতে দাঁড়ায় ॥
হেনকালে তুঙ্গবিদ্যা বাহ্যে করি রোষ। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণে অন্তরে সন্তোষ ॥
ওহে শঠরাজ! তুমি আমা সবাকার। হরিবে পদক হার কহ বারে বার ॥
তুমি এই ব্রজে নন্দরাজের নন্দন। তাই সহিয়াছি মোরা এসব কথন ॥
এক্ষণে শ্রবণ কর মোদের বচন। লজ্জা ভয় মোরা সব করিয়া বর্জ্জন ॥
তব এই প্রিয়তমা মুরলী নিশ্চয়। বলে কাড়ি নিব কভু না করিব ভয় ॥"৩৪॥

এবমাকর্ণ্য ললিতান্তঃ সুষ্ঠু প্রমুদিতা সাকূতভঙ্গ্যাহ,—

"পুনর্গর্ব্বং কুর্য্যান্ন হি বিট শঠাস্মৎপুর ইহ
ব্রজস্যৈতস্যালং চতুরযুবরাজোঽহমিতি ভোঃ।
যদেষা ত্বৎসেব্য-স্মর-নুত-রসেন্দ্র-প্রিয়সখী
মহারাজ্ঞী চণ্ডা ত্বদুপরি চ রাগাৎ প্রতপতি॥" ৩৬॥

কুটিল-দৃষ্ট্যা সহাসলজ্জয়া তামবলোকয়ন্তীং শ্রীরাধাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণো ব্যাজহার,—

"মুধাবাদং রাধে ন সৃজ নিজ-মত্তালিলপনাদ্-
ব্রজে শুদ্ধা সাধ্বী যদসি তদিদং বচ্মি বিনয়ৈঃ।
ত্বমেতা হিত্বোগ্রা বনকর-কৃতে মহ্যমচিরাৎ
প্রসাদং দত্ত্বা তে রুচির শুচিমালাং ব্রজ গৃহম্॥"৩৭॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ দর্পভরে উপদেশের ন্যায় বলিলেন—ওগো সখীগণ! এই ব্রজমধ্যে আমি সুদক্ষ, চতুর ও যুবরাজ, আমি সতত আমার এই প্রফুল্লিত বৃন্দাবনকে সযত্নে রক্ষা করিতেছি। সুতরাং তোমরা সকলে আমার অনুগতা হয়ে আমায় কণ্ঠমালা প্রদানকরত চৌরী শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিয়া আমার কৃপায় এস্থান ত্যাগ করিয়া শীঘ্রমধ্যে প্রস্থান কর॥৩৫॥

শ্রীললিতা এইকথা শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় প্রমুদিতা হইয়া সাভিপ্রায়ে ভঙ্গীসহকারে বলিলেন—হে ধূর্ত্ত! শঠ! 'এই ব্রজমধ্যে আমি অতিশয় চতুর ও যুবরাজ' বলিয়া এখানে আর গর্ব করিও না। যেহেতু তোমার সেব্য কন্দর্পরাজেরও বন্দনীয়া শৃঙ্গার-রস-প্রিয়সখী মহারাজ্ঞী শ্রীরাধারাণী প্রচণ্ডা হইয়া তোমার উপরে রাগভরে প্রতাপ প্রকাশ করিবেন॥৩৬॥

ললিতার বাক্যশ্রবণে শ্রীরাধা সলজ্জ-হাস্য-বদনে কুটিল দৃষ্টিতে ললিতার দিকে অবলোকন করিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিলেন—'হে রাধে! স্বীয় মদমত্তা সখীগণের কথায় আর বৃথা বিবাদের সৃষ্টি করিও না। তুমি এই ব্রজমধ্যে নির্মল চরিত্রা সতী সাধ্বীরূপে পরিচিতা, সুতরাং সবিনয়ে তোমায় বলিতেছি—তুমি এই উগ্রস্বভাবা সখীগণকে পরিত্যাগ করিয়া বনকররূপে তোমার মনোহর শুচি-মাল্যটি আমায় প্রদান করিয়া নিজগৃহে গমন কর॥'৩৭॥

টীকা—অহমিতি। সমস্তা অনুগতা যূয়ং মৎকরুণয়া অঙ্কস্রজং কণ্ঠমালাম্ আরান্নিকটে প্রদায় চৌরীমেতাং চলসখীং রাধাং হিত্বা অপসরত নিষ্কণ্টকং গচ্ছত। অন্যৎ স্পষ্টম্॥৩৫॥

পুনরিতি। হে বিট উদ্ধত হে শঠ ধূর্ত্ত যদ্ যস্মাৎ এষা ত্বৎসেব্য স্মরনুত রসেন্দ্র প্রিয়সখী ত্বদুপরি রাগাৎ হেতোঃ প্রতপতি। ত্বং ত্বয়া সেব্যো যঃ স্মরঃ কন্দর্পস্তেন নুতঃ স্তুতো যো রসেন্দ্রো! রসরাজঃ শৃঙ্গারস্তস্য প্রিয়সখী পক্ষে স্মর নুত রসেন্দ্রঃ শৃঙ্গারঃ প্রিয়ো যস্যাঃ সা চাসৌ সখী চেতি সা ত্বয়া সেব্যা সম্ভোগাদিনা পরিচরণীয়া ত্বৎসেব্যা ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ স্মরনুতেত্যাদিনা। রাগাৎ ক্রোধাৎ পক্ষে অনুরাগাৎ। অন্যৎ সুগমম্॥৩৬॥

মুধেতি। হে রাধে মত্তালিলপনাৎ মত্তসখী কথায়া হেতো মুধাবাদং বৃথাবাদং বিরোধোক্তিং ন সৃজ ন কুরু তত্র হেতুর্যদ্যস্মাৎ ব্রজে শুদ্ধা সাধ্বী অসি। তস্মাদিদং বিনৈষৈব চিনু। তৎ কিং শৃণ্বিত্যাহ। বনকররুতে বনকর নিমিত্তায় উগ্রা এতা হিত্বা তে তব রুচির গুচিমালাং মহ্যমচিরাৎ প্রসাদং দত্ত্বা গৃহং ব্রজ গচ্ছেতি ॥৩৭॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—রসরাজ ও মহাভাবের পারস্পরিক পরিহাসরসের তরঙ্গ একভাবেই চলিয়াছে। ব্রজসুন্দরীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের এই শৃঙ্গাররসময় পরিহাসলীলা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রাকৃত-শৃঙ্গারের মত পরিলক্ষিত হইলেও মহাতত্ত্বের ভিত্তিতেই এই রসের প্রতিষ্ঠা। হ্লাদিনীশক্তি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরেও আছেন এবং প্রেমলীলাবিস্তারের জন্য হ্লাদিনীর সারাৎসাররূপা মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধা এবং তাঁহারই কায়ব্যূহাস্বরূপা গোপীগণ বাহিরেও নিত্য বিগ্রহে বিরাজিতা। শ্রীরাসবক্তা শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন-'বালক যেমন আপন প্রতিবিম্ব বা ছায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেই প্রকার শ্রীভগবান্ ব্রজগোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন'—"রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ" (ভাঃ ১০।৩৩।১৭) শ্রীভগবান্ আত্মারাম আপ্তকাম হইলেও আনন্দবিশেষ অনুভব করিবার নিমিত্ত ঘনীভূত আনন্দমূর্তি বিশ্বে প্রকাশ করেন। যেমন অসীম অনন্ত মহাসাগরের জলরাশি কোথাও অত্যধিক শৈত্যে জমিয়া তুষারে পরিণত হয় তদ্রূপ প্রেমিকের প্রেম-শৈত্যের সংস্পর্শে ঘনীভূত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণরূপে লীলায়িত। তিনিই শৃঙ্গারলীলামাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত ব্রজলীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ এই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে নিত্য বিরাজিত, "রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্ দুইবস্তু ভেদ নহে শাস্ত্রপ্রমাণ॥" (চৈঃ চঃ) যেমন একটি তনু যদি দুইটি সমভাবে বিভক্ত হয়, তবে যেরূপ একটির প্রতি অপরটির আকর্ষণ স্বাভাবিক হয়, তদ্রূপ রসরাজের প্রতি মহাভাবের এবং মহাভাবের প্রতি রসরাজের আকর্ষণ স্বাভাবিক ও অতীব প্রবল। এই আকর্ষণেরই পরিণতিতে এইসব মহাতত্ত্বময় রসলীলা—ইহা মনে রাখিয়াই শ্রদ্ধার সহিত এইসব রসলীলার অনুশীলন করিতে হইবে।

শ্রীতুঙ্গবিদ্যার কথা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ দর্পভরে উপদেশের ন্যায় বলিলেন—'ওগো সখীগণ ! এই ব্রজমধ্যে আমি অতিশয় সুদক্ষ চতুর ও যুবরাজ, আমি সতত আমার এই প্রফুল্লিত বৃন্দাবনকে সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকি। সুতরাং তোমাদের আমার আনুগত্য স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন, তোমরা সকলে আমার অনুগতা হইয়া তোমাদের কণ্ঠমালা আমায় প্রদান কর। আমি কৃপা করিয়া তোমাদের ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা এই ফুলচোরি শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিয়া এইস্থান ছাড়িয়া শীঘ্রমধ্যে স্বস্থানে প্রস্থান কর।'

শ্রীললিতা শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্তরে সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন এবং সাভিপ্রায়ে ভঙ্গীর সহিত বলিলেন—'হে ধূর্ত! হে শঠ! ব্রজমধ্যে তুমি অতিশয় চতুর ও যুবরাজ বলিয়া আর আত্মশ্লাঘাময় বৃথা গর্ব করিও না। দেখ, তুমি যে নিজেকে কন্দর্পরাজের কিঙ্কর বলিয়া থাক, তোমার সেব্য সেই কন্দর্পরাজেরও পরম বন্দনীয়া শৃঙ্গার-রস-প্রিয়সখী শ্রীরাধারাণী। তিনি তোমার এই

আত্মশ্লাঘাময় গর্ববচন শ্রবণে প্রচণ্ডা হইয়া রাগভরে তোমার উপরে প্রতাপ প্রকাশ করিবেন। 'প্রচণ্ডা হইয়া রাগভরে তোমার উপরে প্রতাপ প্রকাশ করিবেন'—ইহা ললিতার দ্ব্যর্থঘটিত সাভিপ্রায় সূচক বাক্য। বাহ্যার্থে তোমার প্রতি রাগ করিয়া ক্রুদ্ধা হইয়া প্রচণ্ডা হইয়া (স্বীয় প্রতাপ প্রকাশে তোমাকে পরাভূত করিবেন এবং গূঢ়ার্থে অনুরাগভরে তোমার সহিত মিলিত হইয়া রতিরণে প্রচণ্ডা হইয়া স্বীয় প্রভাবে তোমায় পরাভূত করিবেন।

ললিতার বাক্যশ্রবণে শ্রীরাধারাণী সলজ্জ-হাস্য-বদনে কুটিলদৃষ্টিতে ললিতার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীকে বলিলেন—'হে শ্রীরাধে! তুমি স্বীয় মদমত্তা কুটিলা সখীগণের কথায় আর বৃথা বিবাদের সৃষ্টি করিও না। তুমি ব্রজে নির্মলচরিত্রা ও সতী-সাধ্বীরূপে পরিচিতা, সুতরাং সবিনয়ে তোমায় বলিতেছি, তুমি উগ্রস্বভাবা সখীগণকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার মনোহর শুচি-মাল্যটি আমায় প্রদান করিয়া সানন্দে নিজগৃহে গমন কর।' ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় পরিহাস এই যে "শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ" শৃঙ্গাররসকেই শুচিরস বলা হয়, সুতরাং 'শৃঙ্গাররসমাল্য দান করিয়া অর্থে আমার সহিত কুঞ্জে মিলিতা হইয়া রতিবিহারান্তে নিজগৃহে গমন করিও।'

"অনন্তর শ্রীগোবিন্দ দর্প-সহকারে। উপদেশ দিয়া যেন বলে সবাকারে॥
অহে সখীগণ আমি ব্রজপুর মাঝ। সখ্য-কার্য্যে সুদক্ষ চতুর যুবরাজ॥
মোর এই সুখময় কুল্ল বৃন্দাবন! নিরন্তর রক্ষা করি করিয়া ভ্রমণ॥
তোমরা সকলে হও মোর অনুগত। উপদেশ-বাক্য শুন যে হয় উচিত॥
মোর অনুগতা হৈয়া সবে অকপটে। কণ্ঠমালা দান করি আমার নিকটে॥
মোর করুণায় সবে ত্যজিয়া এস্থান। সুখে নিজগৃহে সবে করগো প্রয়াণ॥"৩৫॥
"এই কথা শ্রবণেতে ললিতা সুন্দরী। অন্তরে আনন্দ অতি কহে ভঙ্গি করি॥
হে উদ্ধত! হে ধূর্ত্ত! ব্রজেন্দ্র-নন্দন। উপদেশ বলিতেছি করহ শ্রবণ॥
"ব্রজমধ্যে আমি সুচতুর যুবরাজ। এই গর্ব্ব করিও না এই ব্রজ-মাঝ॥
রসরাজ শৃঙ্গারের যিনি অতি প্রিয়। সেই মহারাজ্ঞী রাধা জানিহ নিশ্চয়॥
প্রচণ্ডা হইয়া সদ্য অতি ক্রোধভরে! প্রতপ্তা হইবে তিঁহো তোমার উপরে॥"৩৬॥
"কুটিল কটাক্ষে রাধা স্মিত হাসিমুখে। দরশন করে লজ্জায় সখী ললিতাকে॥
হেন কালে শ্রীগোবিন্দ রসিক-শেখর। শ্রীরাধাকে কহে কিছু রসাল উত্তর॥
হে রাধে! উন্মত্ত এই সখীর কথায়। বৃথা বাক্য বলিও না বলি গো তোমায়॥
এই ব্রজ-মণ্ডলেতে অতীব পবিত্র। পতিব্রতা হও তুমি মধুর চরিত্র॥
বিচার করিয়া মনে বসি নিরজনে। পরিত্যাগ করি এই উগ্র সখীগণে॥
বন-কর তরে তুমি সত্বরে এখন। শুচিরসপূর মাল্য করিয়া অর্পণ॥
গৃহেতে গমন কর এ মোর বচন। যুক্তি-যুক্ত সার কথা করহ শ্রবণ॥"৩৭॥

তচ্ছ্রুত্বা সভ্রূভঙ্গং শ্রীরাধা ভঙ্গ্যাহ,—

"ত্বমাসাং বৈদগ্ধীঘটিত-বপুষাং সংসদি মদা-
ন্ন চেমাং ভঙ্গ্যাখ্যাং কুনট-কুনটীং নাটয় বৃথা।
বনাদস্মাদগত্বা স্বকমুচিত-ভণ্ডত্বমচিরা-
ন্নিজাস্থানীমধ্যে রচয় নিবসন্ ভণ্ডসখিভিঃ ॥" ৩৮ ॥

ততঃ কৃষ্ণঃ স্মিত্বা সশৌটীর্য্যমুবাচ,—

"ব্রজেঽস্মজ্জুষ্টান্নাশন-নিরত-কীনাশবনিতাঃ
কুরুধ্বে মে নষ্টাং প্রকটমটবীং কস্য বলতঃ?
ইদানীং তচ্ছান্তিং বত ঝটিতি লব্ধুং গিরিপতে-
গু'হাকারাগারং ঘনতরতমিস্রং প্রবিশত ॥" ৩৯ ॥

তদাকর্ণ্য সস্মিত-গর্ব্বং বিশাখাব্রবীৎ,—

"ভবাদৃক্‌সংপূজ্যোজ্জ্বলকুলবদেতৎপিতৃপদৈঃ
স্বয়ং দত্তা যস্মৈ নব-কমলিনীয়ং গুণবতী।
অহো সর্ব্ব'শ্রেষ্ঠঃ স চ তব বিটস্যাপি কৃষক-
স্তথোচ্ছিষ্টপ্রাশী প্রথিত-জটিলাসূনুরভবৎ ॥" ৪০।।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা ভ্রূভঙ্গীর সহিত বলিলেন—'হে কুনট! তুমি গর্বভরে পরম বিদগ্ধা সখীগণের সভায় বাক্যভঙ্গীরূপা কুনটীকে আর বৃথা নৃত্য করাইও না, তুমি শীঘ্র আমাদের এই বন হইতে নিজক্রীড়াযোগ্যস্থানে গিয়া ভণ্ডসহচরগণের সঙ্গে স্বীয় ভণ্ডামী প্রকাশ কর ॥'৩৮॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে সগর্বে বলিলেন—'এই ব্রজে আমাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজন-নিরত কৃষক বনিতা তোমরা কাহার বলে প্রকাশ্যে আমার এই উদ্যান নষ্ট করিতেছ? অধুনা এই অপরাধের শাস্তির নিমিত্ত গিরিরাজ-গোবর্ধনের ঘন-তমসাবৃত গুহা-কারাগারে প্রবেশ কর ॥'৩৯॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবিশাখা মৃদুহাস্যের সহিত সগর্বে বলিলেন—'তোমাদের ন্যায় ব্যক্তির পরমপূজ্য উজ্জ্বল-কুলশীলান্বিত শ্রীরাধার জনক মহারাজ বৃষভানু স্বয়ং এই গুণবতী-কমলিনীকে যাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জটিলানন্দন অভিমন্যু তোমার ন্যায় একজন লম্পট ব্যক্তির নিকট একজন কৃষকও উচ্ছিষ্টভোজী হইলেন? অহো কি আশ্চর্য!' ॥৪০॥

টীকা—ত্বমাসামিতি। হে কুনট ত্বং বৈদগ্ধীঘটিত-বপুষামাসাং সখীনাং সদসি সভায়াং ভঙ্গ্যাখ্যাং কুনটীম্ ইমাং মদাদহঙ্কারাৎ বৃথা ন নাটয় ন নর্ত্তয়। তদা কিং কর্ত্তব্যং তত্রাহ অচিরাৎ শীঘ্রম্ অস্মাদ্বনাদগত্বা নিজাস্থানীমধ্যে নিজক্রীড়াযোগ্য মণ্ডপমধ্যে নিবসন্ ভণ্ডসখিভির্মধুমঙ্গলাদিভিঃ সহ স্বকং স্বীয়মুচিতং ভণ্ডত্বং রচয় প্রকাশয়। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ টজভাবঃ। আস্থানী মণ্ডপঃ পাণ্ডুগণ্ডশৈলাসনোজ্জ্বল ইতি দীপিকা ॥৩৮॥

ব্রজ ইতি। ব্রজে ব্রজভূমৌ হে অস্মজ্জুষ্টান্নশননিরত কীনাশবনিতাঃ অস্মাভির্জ্জুষ্টং ভুক্তং যদন্নং তস্য অশনে ভোজনে নিরতা নিঃশেষেণাবিষ্টা যে কীনাশাঃ কৃষকাস্তেষাং বনিতাঃ স্ত্রিয়ঃ। কস্য বলতো বলাৎ মে অটবীং প্রকটং যথাস্যাত্তথা নষ্টাং কুরুধ্বে। যদ্ভূতং তদ্ভূতম্ ইদানীং কর্ত্তব্যতাং শৃণ্বিত্যাহ। ইদানীং সম্প্রতি তচ্ছাস্তিং নানাপ্রতিফলং ঝটিতি শীঘ্রং লব্ধ্বা গিরিপতে-গোবর্দ্ধনস্য গুহাকারাগারং প্রবিশত। কিম্ভূতং ঘনতরমতিনিবিড়ং তমিস্রমন্ধকারো যত্র তৎ ॥৩৯॥

ভবাদৃগিতি। অহো আশ্চর্য্যং স চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ প্রথিত জটিলাসূনুরভিমন্যুর্বিটস্যাপি তব কৃষকস্নুষা উচ্ছিষ্টপ্রাশী অভবদিতি। তস্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বে কারণং শৃণ্বিত্যাহ। ভবাদৃক্ সংপূজ্যোজ্জ্বলকুলবদেতৎ পিতৃপদৈর্বৃষভানুপাদৈঃ কর্ত্তৃভিরিয়ং গুণবতী নব-কমলিনী রাধা যস্মৈ স্বয়ং দত্তা নতু কস্যাপ্যুপরোধেনেতি ভাবঃ। ভবাদৃশাং সংপূজ্যং যদুজ্জ্বলং কুলং তদ্বন্তো যে এতৎ পিতৃপদা এতস্যা রাধায়াঃ পিতৃপাদাস্তৈরিত্যর্থঃ। যুষ্মৎকুলপূজ্যো যো বৃষভানুস্তস্য পূজ্যো যোঽভিমন্যুঃ সোঽপি যুষ্মৎ কৃষকাদিরিত্যহো নির্ল্লজ্জস্য প্রলপিতমিতি ভাবঃ ॥৪০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বাক্যভঙ্গীতে শ্রীরাধার সহিত মিলন-কামনা প্রকাশ করায় শ্রীরাধারাণী ভ্রূভঙ্গীর সহিত তাঁহাকে বলিলেন—'হে কুনট! তুমি গর্বভরে পরম বিদগ্ধা বা অতি সুচতুরা সখীগণের সভায় তোমার বাক্যভঙ্গীরূপা কুনটীকে আর বৃথা নৃত্য করাইও না।' তাৎপর্য এই যে, আমার সখীগণ যেরূপ সুচতুরা এবং বাগ্বৈদগ্ধী-সম্পন্না, তাহাতে বারবার তাহাদের বাক্যচাতুর্যে পরাভূত হইয়াও তুমি লজ্জা পাইতেছ না কেন? ইহাদের নিকট যতই বাক্যভঙ্গীরূপ চাতুর্যবিস্তার কর—সবই কুনাট্যে পরিণত হইবে!' যাঁহার মায়ানাটে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সতত নৃত্য করিতেছে, যাঁহার চিচ্ছক্তির আনন্দনাট্যে অনন্ত প্রেমিকজগৎ বিভোর হইয়া অনন্তকাল নৃত্য করিতেছেন—সেই নটরাজ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে শ্রীমতী স্বচ্ছন্দে 'কুনট' বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন! ইহাই ব্রজপ্রেমের—সর্বোপরি মধুরভাবের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য! বেদস্তুতি হইতেও এই তিরস্কারের আস্বাদন অনন্তগুণের-অধিক।

শ্রীমতী বলিতেছেন, 'যাও— শীঘ্র আমাদের এই বন হইতে নিজ ক্রীড়াযোগ্য স্থানে গিয়া মধুমঙ্গলাদি ভণ্ডসহচরগণের সহিত স্বীয় ভণ্ডামী প্রকাশ কর।' শ্রীমতীর বাক্যের তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যেমন 'নিজবন' বলিয়া এইবনে স্বত্ব স্থাপন করিতেছেন, শ্রীরাধারাণীও তদ্রূপ 'আমাদের বন' বলিয়া বনে নিজসত্ব স্থাপন করিয়াই পরিহাস করিতেছেন'—আমরা আমাদের এই নির্জন বনে কুসুমচয়নাদি ক্রীড়া করিতেছি, সেই স্ত্রীগণের স্বচ্ছন্দবিহারের স্থানে তোমার ন্যায় পুরুষব্যক্তির অবস্থান সর্বতোভাবে অনুচিত। তদুপরি আবার নানা বাগ্‌চাতুরীরূপ ভণ্ডত্ব প্রকাশ করিতেছ—ইহা অত্যন্ত ধৃষ্টতার কার্য। অতএব তোমার নিজের ক্রীড়াযোগ্যস্থানে অর্থাৎ গোচারণ-ভূমিতে গিয়া ভণ্ডসহচরগণের সহিত তোমার ন্যায় ভণ্ডব্যক্তির সঙ্গ করাই সমুচিত।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য-বদনে সগর্বে বলিলেন—'এই ব্রজে আমাদের উচ্ছিষ্টভোজী কৃষক-বনিতা তোমরা কাহার বলে প্রকাশ্যে আমার এই উদ্যান নষ্ট করিতেছ ?' শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইঁহারা যে সমভাবে বৃন্দাবনে নিজ স্বত্বস্থাপন করিতেছেন, এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, তোমরা আমাদের উচ্ছিষ্টভোজনকারী কৃষকগণের বনিতা। 'কৃষ্ণেরে ঈশ্বর নাহি জানে ব্রজজন। ঐশ্বর্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ মনন ॥" (চৈঃ চঃ)। ব্রজজন শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়জন বলিয়াই মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণের অসুরমারণাদি ঐশ্বর্য-দর্শনেও ব্রজজনের মাধুর্যজ্ঞানের কোনরূপ হানি হয় না। শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং ভগবান্ এবং অনন্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইলেও ইঁহাদের প্রেমানুরূপভাবে নিজেকে শ্রীনন্দনন্দন বলিয়াই মনে করেন। যেমন চন্দ্রকান্তমণির নিকটে অগ্নির দাহিকাশক্তি স্তিমিত হইয়া যায়, তদ্রূপ ব্রজজনের মাধুর্যময় প্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অখিল ঐশ্বর্যজ্ঞান স্তিমিত হইয়া যায়। তাই নিজে রাজকুমার বলিয়াই গোপিকাদের নিজেদের উচ্ছিষ্টভোজী কৃষকবনিতা বলিয়াছেন। অতঃপর বলিলেন, 'যে অন্যায় করিয়াছ—তাহার শাস্তির জন্য এক্ষণে তোমরা গিরিরাজ-গোবর্ধনের ঘনতমসাবৃত গুহা-কারাগারে প্রবেশ কর।' ইহাতে গোবর্ধনের গুহামধ্যে তাঁহাদের সহিত নিবিড় বিলাসের সূচনা করা হইল। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে শ্রীবিশাখা মৃদুহাস্যের সহিত সগর্বে বলিলেন—'হে কৃষ্ণ ! তোমাদের ন্যায় ব্যক্তির পরম পূজনীয় উজ্জ্বল-কুল-শীলান্বিত শ্রীরাধার জনক মহারাজ বৃষভানু স্বয়ং এই গুণবতী কমলিনীকে যাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জটিলা-নন্দন অভিমন্যু তোমার ন্যায় একজন লম্পটব্যক্তির নিকট কৃষকও উচ্ছিষ্টভোজী হইলেন ? অহো কি নির্লজ্জ ব্যক্তির প্রলাপ !' পরকীয়রসপুষ্টির জন্য অভিমন্যু প্রভৃতি পতিম্মন্য গোপগণের সহিত শ্রীরাধাদি শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণের বিবাহের স্বাপ্নিক প্রতীতি জন্মাইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের অঘটন-ঘটনশক্তি যোগমায়া। এই সব পতিম্মন্য গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণকে কোনদিন দেখিতেও পান নাই। যোগমায়া গোপীগণের অনুরূপ মায়াকল্পিত ছায়ামূর্তি ইঁহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। এমন কি প্রতিম্মন্য গোপগণের নাম-শ্রবণ করিলেও গোপীগণ ভীতা হইয়া থাকেন। সুতরাং ইঁহাদের উৎকর্ষ আবিষ্কারের প্রবৃত্তি গোপীগণের অন্তরে জাগরূক হয় না। ইহা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিশাখার কেবল পরিহাস বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

"এই কথা শ্রবণেতে রাই সুকুমারী। ভ্রূভঙ্গী করি কহে কৃষ্ণে লক্ষ্য করি ॥
ওহে শুন ! কপট কুনট শ্যামরায়। তুমি এই সুচতুরা সখীর সভায় ॥
চাতুরী-রূপা যে নটী তাকে পুনর্ব্বার। বৃথা তুমি নাচাওনা করি অহঙ্কার ॥
শীঘ্র এই বন হৈতে করিয়া প্রস্থান। নিজায়ত্ত ক্রীড়া-স্থানে করি অবস্থান ॥
ভণ্ড নিজ সখা যত মধুমঙ্গলাদি। ভণ্ডত্ব প্রকাশ কর তথা নিরবধি ॥৩৮॥
"অনন্তর শ্রীগোবিন্দ রসিক নাগর। ঈষৎ হাসিয়া বলে কথার উত্তর ॥
মোদের উচ্ছিষ্ট শেষ করিয়া ভোজন। এই ব্রজে যারা করে জীবন-ধারণ ॥

সদা পদ্মা-পুষ্টাধরগলিত-মাধ্বীক-ধয়না-
ন্নিকামং শ্যামাত্মা ভবসি যদপি দ্রাগপি তথা।
বিচার্য্য ত্বং সাধ্বী-নুত-গুণবিধুং মাতুলবধূং
ভজেমামত্র স্যাৎ কিতব শিবলাভস্তব যথা ॥"৪১॥

তচ্ছ্রুত্বা সনর্ম্মভঙ্গ্যোক্ত্যা দবীয়ঃসম্বন্ধং খ্যাপয়ন্ কৃষ্ণঃ সাদরমাললাপ,—

"অসাবস্মন্মাতুর্জ'নয়িতৃ-প্রসূপৌত্র-বনিতে-
ত্যলং জ্ঞাতং যস্মিন্ ক্ষণ ইহ সদৈনাং তদবধি।
নমামি ধ্যায়ামি দ্রুতমনুসরামি ব্রজপুরে
গ্রহীতুং সৎকামাশিষমতিতরাং ভক্তিবিনতঃ ॥"৪২॥

উদঞ্চন্মঞ্জীরধ্বনি—সহচরী—সঞ্চয়-জুষ-
শ্চলন্ত্যা রাধায়াঃ প্রকটিতরুষঃ শ্রীগিরিধরঃ।
গিরীন্দ্রাৎ পারীন্দ্রাধিকগতিরুপেত্যাশু নখরৈ-
র্গজেন্দ্রোন্মত্তকুম্ভদ্বয়মিব দদার স্তনযুগম্ ॥৪৩॥

অনুবাদ—'হে কপট! সর্বদা পদ্মার পরিপুষ্ট অধর-গলিত মধুপানে তোমার চিত্ত মলিন হইয়াছে, সুতরাং তুমি বিচারপূর্বক পতিব্রতাগণ-বন্দিত তোমার এই মাতুলবধূ শ্রীরাধারাণীকে একান্ত-ভাবে ভজন কর—যাহাতে তোমার মঙ্গল লাভ হয়।'৪১॥

বিশাখার কথা-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ দূরবর্তি সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া পরিহাসভঙ্গীতে সাদরে বলিলেন—'ইনি আমার প্রমাতামহীর পৌত্রবনিতা—যদবধি আমি ইহা জ্ঞাত হইয়াছি, ইহার কামপ্রদ শুভাশীষ লাভের জন্য এই ব্রজপুরে ভক্তি-বিনম্র-চিত্তে ইঁহাকে প্রণাম, ধ্যান ও অনুসরণ করিয়া থাকি।৪২॥

সেই কৃষকের সবে বনিতা হইয়া। এই বন নষ্ট কর সাহস করিয়া॥
ভাল যাহা হইবার তাহা ত হইল। সম্প্রতি শ্রবণ কর তার প্রতিফল॥
গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে গুহা অন্ধকারে। প্রবেশ করহ সবে সেই কারাগারে॥"৩৯॥
"এই সব কথা শুনি বিশাখা সুন্দরী। সহাস্যে গর্ব্বেতে কহে দৃষ্টিভঙ্গি করি॥
কি আশ্চর্য্য! ভবাদৃশ সবার পূজনীয়। কুলে শীলে উন্নত যে এই ব্রজ মাহ॥
শ্রীরাধাজনক যিনি বৃষভানুরাজ। জ্ঞানীগণ-সভামাঝে করেন বিরাজ॥
সেই পূজ্যপাদ রাজা করিয়া বিচারে। গুণবতী কমলিনী এই শ্রীরাধারে॥
যাঁহার করেতে কন্যা কৈল সম্প্রদান। জটিলা-নন্দন যিনি অভিমন্যু নাম॥
তোমার বিচারে সে কৃষক একজন। পরের উচ্ছিষ্ট ভোজী দীনহীন জন॥
এই ব্রজে সবে জানে তোমার স্বভাব। তোমা হেন লম্পটের নির্ল্লজ্জ প্রলাপ॥৪০॥

অনন্তর সিংহ যেমন পর্বত হইতে দ্রুতবেগে অবতরণ করিয়া সরোষে নখরদ্বারা মদমত্ত গজরাজের কুম্ভদ্বয় বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ দ্রুতবেগে আসিয়া সহচরীগণসঙ্গে গমনকালে যাঁহার মঞ্জীরধ্বনি মুখরিত হইতেছিল, সেই শ্রীরাধার করিকুম্ভতুল্য স্তনযুগল নয়নদ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

টীকা—সদেতি। যদ্‌যদি সদা নিরন্তরং পদ্মায়া যঃ পুষ্টাধরস্তস্মাদ্‌গলিতং যন্মাধ্বীকং মধু তস্য ধয়নাৎ পানাৎ নিকামং শ্যামাত্মা কুটিলাত্মা দ্রাক্ ঝটিতি ভবসি তথাপি ত্বং বিচার্য্য ইমাং মাতুলবধূং মাতুলপত্নীং ভজ কিম্ভূতাং সাধ্বীভির্নুতঃ স্তুতো গুণবিধুঃ সর্ব্বাহ্লাদকগুণচন্দো যস্যাস্তাম্। মাতুলবধূং কথং ভজিষ্যামীতি তত্রাহ। হে কিতব অত্র মাতুলবধূভজনে তব যথাযোগ্যং শিবলাভঃ স্যাৎ মঙ্গললাভো ভবতু। পরম মঙ্গলার্থং ভজেতি ভাবঃ ॥৪১॥

অসাবিতি। অসৌ রাধা অস্মন্মাতুর্জনয়িতৃ প্রসূপুত্রবনিতা ইতি যস্মিন্ ক্ষণে অলমত্যর্থং জ্ঞাতং তদবধি ইহ তস্মিন্ ক্ষণে সদা এনাং নমামি শ্লেষেণ মানোপশমনার্থং পাদপতনং করোমি ধ্যায়ামি শ্লেষেণাদর্শনোৎকণ্ঠয়া চিন্তয়ামি। ভক্তিবিনতঃ সন্ সৎকামাশিষমতিতরাং গ্রহীতুং ব্রজপুরে অনুসরামি অনুগচ্ছামি। পক্ষে ভক্তিবিনত ইব বিলক্ষণ কামক্রীড়াভিলাষং সম্ভোগাদিকম্ অতিতরাং নিরতিশয়ং গ্রহীতুমনুসরামি অভিসরামি বাহ্যার্থস্তু স্পষ্ট এব। অস্মন্মাতুর্যশোদায়া জনয়িত্রী মাতা যা পাটলা নাম গোপী তস্যা যা প্রসূর্মাতা তস্যাঃ পুত্রো গোলনামা গোপস্তস্য পুত্রোঽভিমন্যুঃ স তু পরম্পরা সম্বন্ধেন মাতুলস্তস্য বধূরিত্যহোঽতীব পূজ্যেবেতি ভাবঃ। তথাচ মাতামহস্য মহিষী দধিপাণ্ডরকুন্তলা। পাটলা পাটলাপুষ্প পাটলাভা হরিৎপটা। অন্যচ্চ গোলো মাতামহীভ্রাতা ধূমলো বানরাননঃ। হসিতো যঃ স্বস্রুর্ভর্ত্রা সুমুখেন ক্রুধোদ্ধুরঃ। দুর্ব্বাসসমুপাস্যাঽসৌ কুলং লেভে ব্রজোজ্জ্বলম্। যস্য সা জটিলা ভার্য্যা কাশবর্ণা মহোদরীতি দীপিকা। নন্বস্মন্মাতুর্জ্জনয়িতৃ প্রস্বিত্যত্র তৃ ইত্যস্য যুক্তাস্তত্বেন গুরুত্বাচ্ছন্দোভঙ্গেন হতবৃত্ত দোষে কা গতিঃ তথাচ শিখরিণীচ্ছন্দ ইদং পদ্যম্। তল্লক্ষণম্। রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্না য ম ন স ভ লা গঃ শিখরিণী। অত্রোচ্যতে। বাচ্যার্থস্যাতিমনোহরত্বেন সামাজিকানাং বর্ণানু-সন্ধানং বিনৈব তত্রৈব চিত্তস্যাসক্তত্বেন অনৌচিত্যপ্রতীত্যভাবান্ন দোষাবকাশঃ। তথাচ অনৌচিত্যাদৃতেনান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণমিতি ॥৪২॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সোল্লুণ্ঠবচনং শ্রুত্বা অতিকোপেনৈব চলন্ত্যাং শ্রীরাধায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য বৃত্তমাহ উদঞ্চদিতি। শ্রীগিরিধরঃ শ্রীকৃষ্ণো গিরিন্দ্রাদুপেত্য নখরৈর্নখৈ রাধায়াঃ স্তনযুগং দদার বিদারিতবান্। কিম্ভূতঃ পারীন্দ্রাৎ সিংহগমনাৎ অধিকা গতির্যস্য সঃ। কিমিব গজেন্দ্রস্য উচ্চৎ কুম্ভদ্বয়মিব। রাধায়াঃ কিম্ভূতায়াঃ প্রকটিতা রুট্ রোষো যয়া তস্যাঃ। পুনঃ কিম্ভূতায়া উদঞ্চন্ সর্ব্বতঃ প্রসর্পন্ মঞ্জীরাণাং ধ্বনির্যাসামেবং ভূতা যাঃ সহচর্য্যস্তাসাং সঞ্চয়ং সমূহং যুষতে ইতি তস্যাঃ সখীসমূহযুক্তয়া ইত্যর্থঃ ॥৪৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীবিশাখা আবার বলিলেন, 'হে কৃষ্ণ! তুমি যখন ব্রজের বিশিষ্ট গোপগণের প্রতি এইপ্রকার হীন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছ, তখন বুঝিলাম পদ্মার পরিপুষ্ট অধর-গলিত মধুপানে নিশ্চয়ই তুমি প্রমত্ত হইয়াছ। নচেৎ পূজ্য গোপগণের প্রতি তোমার এইপ্রকার হীন-বুদ্ধির উদয় হইত না। এক্ষণে তোমার হিত বলিতেছি শ্রবণ কর—পতিব্রতাগণ কর্তৃক বন্দনীয়া তোমার পূজ্যা এই মাতুলবধূ শ্রীরাধারাণীকে তুমি ভক্তিভরে ভজন কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গলোদয় হইবে।

বিশাখার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দূরবর্তি সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া পরিহাসভঙ্গীতে সাদরে বলিলেন—'শ্রীরাধা আমার প্রমাতামহীর পৌত্রবনিতা সুতরাং আমার মাতুলানী' শ্রীকৃষ্ণের মাতামহীর নাম পাটলা গোপী, তাঁহার ভ্রাতার নাম গোলগোপ, এই গোলগোপের পুত্র অভিমন্যু—ইনিই শ্রীরাধার পতি। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে প্রমাতামহীর পৌত্রবনিতা বলিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায় লিখিত আছে—"খ্যাতা মাতামহী গোষ্ঠে পাটলা নাম ধৈয়তঃ।......গোলো মাতামহীভ্রাতা ধূমলা বসনচ্ছবিঃ॥" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—যদবধি আমি ইহা শ্রবণ করিয়াছি, তদবধি ইঁহার কামপ্রদ শুভাশীষ লাভের জন্য ভক্তিভরে প্রণাম, ধ্যান ও অনুসরণ করিয়া থাকি।' এই বাক্যের ব্যঞ্জনা এই যে, যখন শ্রীরাধারাণী মানিনী হন, তখন মিলনানন্দ লাভরূপ আশীষ লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হন। মান উপশমের একটি অনন্য উপায় 'নতি।' যখন সাম, দান, ভেদাদি উপায়ের দ্বারাও মানের উপশম হয় না, তখন অপরাধী নায়ক মানিনীর প্রসাদ লাভের আশায় দৈন্যভরে চরণে পতিত হন—ইহাকেই 'নতি' বলা হয়। "কেবলং দৈন্যমালম্ব্য পাদপাতো নতির্মতা" (উঃ নীঃ) আবার যখন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে সঙ্কেতকুঞ্জে অভিসার করিয়া শ্রীরাধারাণীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন, তখন শ্রীরাধারাণীর দর্শন বা তাঁহার সহিত মিলানানন্দ লাভের আশায় তাঁহার ধ্যান করিতে থাকেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—"কালিন্দীতটকুঞ্জ-মন্দিরগতো যোগীন্দ্রবদ্‌যৎপদজ্যোতির্ধ্যানপরঃ সদা জপতি যাং প্রেমাশ্রুপূর্ণো হরিঃ।' (রাধারসসুধানিধি-৯৬) 'শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীতটবর্তি নিকুঞ্জ মন্দিরে যোগীন্দ্রের ন্যায় যাঁহার পদজ্যোতিঃ ধ্যান করিতে করিতে প্রেমাশ্রু পূর্ণ নয়নে সর্বদা রাধানাম জপ করেন।' আবার যখন শ্রীরাধারাণী পূর্বেই মিলনকুঞ্জে অভিসার করিয়া থাকেন, তখন শ্যামসুন্দর তাঁহার সহিত মিলনা-কাঙ্ক্ষায় তাঁহার অনুসরণ অর্থাৎ অভিসার করিয়া থাকেন।

শ্যামসুন্দরের এইবাক্য শ্রবণে শ্রীরাধারাণী সখীগণসঙ্গে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন সখীগণের সহিত তাঁহার মধুর মঞ্জীরধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছিল। তৎকালে সিংহ যেমন পর্বত-শিখর হইতে সবেগে অবতরণ করিয়া মদমত্ত হস্তীর কুম্ভদ্বয় সরোষে নখরাঘাতে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণও সিংহবিক্রমে সবেগে আগমনকরত মদমত্ত গজগামিনী শ্রীরাধারাণীর গজকুম্ভদ্বয়ের ন্যায় বিপুল স্তনদ্বয় তাঁহার তীক্ষ্ণ নখরাজিদ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন। অতঃপর সখীগণের চেষ্টায় নিকুঞ্জ মন্দিরে যে শ্রীযুগলের মিলন ও বিলাসাদি সুসম্পন্ন হইয়াছিল তাহাও ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

ইদং রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলীকলিমধু
প্রিয়ালীনর্ম্মালীপরিমলযুতং যস্য ভজনাৎ ।
মমান্ধস্যাপ্যেতদ্বচনমধুপেনাল্পগতিনা
মনাগ্ঘ্রাতং তন্মে গতিরতুলরূপাঙ্ঘ্রিজরজঃ ॥৪৪॥

॥ ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলিঃ সম্পূর্ণা ॥১৭॥

অনুবাদ—যাঁহার শ্রীচরণ ভজন-প্রভাবে মাদৃশ অন্ধজনেরও মন্দগতিশীল বাক্যরূপ ভৃঙ্গ প্রিয়গণের পরিহাস পরিমলে বাসিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উজ্জ্বল-কুসুমকেলি-কলহরূপ মকরন্দের ঈষৎ আঘ্রাণে সমর্থ হইয়াছে—সেই শ্রীরূপের নিরুপম শ্রীচরণরজই আমার একমাত্র গতি ॥৪৪॥

টীকা—ইদমিতি। তদতুল রূপাঙ্ঘ্রিজরজো মে মম গতিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। অতুলং তুলনাশূন্যং যদ্রূপস্যাঙ্ঘ্রিস্পর্শাজ্জনিতং রজো ধূলী তৎ। তৎ কিং রজস্তত্রাহ যস্য রজসো ভজনাৎ অন্ধস্য জ্ঞানশূন্যস্য মম এতদ্বচন-মধুপেন কর্ত্রা ইদং রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল-কুসুমকেলীকলিমধু কর্ম্মভূতং মনাক্ স্বল্পং যথা স্যাত্তথা ঘ্রাতং স্পৃষ্টং রাধাকৃষ্ণয়োরুজ্জ্বলঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বেন শোভমানো যঃ কুসুমায় কুসুম-নিমিত্তায়

"হে লম্পট ! পদ্মা-সঙ্গে কুঞ্জ-অভ্যন্তরে। পুষ্টাধর-বিগলিত মধুপান করে ॥
কুটিল-স্বভাব দেখি হয়েছে তোমার। হিত বলি নিজ মনে করিয়া বিচার ॥
সর্ব্বদা মাতুলবধূ করহ ভজন। পতিব্রতাগণ বন্দে যাঁহার চরণ ॥
গুণে সর্ব্ব আহ্লাদক চন্দ্রমা-স্বরূপ। শ্রীরাধিকা এই নাম ভজন-সম্পদ্ ॥
রাধিকার কৃপা হলে ধূর্ত্ততা ঘুচিবে। পরম কল্যাণ লাভ অবশ্য হইবে ॥"৪১॥

"রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি মদনমোহন। বিশাখার যুক্তিজাল করিয়া শ্রবণ ॥
প্রণয়ের গুরুতর সম্বন্ধ-স্থাপনে। সাদরেতে কহে প্রিয় সখি সম্বোধনে ॥
প্রমাতামহীর পৌত্র-বনিতা শ্রীরাধা। সম্বন্ধেতে মাতুলানী জানিয়া বারতা ॥
এই ক্ষণে কামপ্রদ আশীর্ব্বাদ লাভে। এই ব্রজমণ্ডলেতে ভক্তিনম্র-ভাবে ॥
করি রাধা-পাদপদ্মে অনন্ত প্রণাম। অনুসরণ করিব যে করিয়া ধ্যায়ান ॥"৪২॥

"গোবিন্দের ব্যাজস্তুতি শ্রবণ করিয়া। শ্রীরাধিকা অতিশয় কোপ প্রকাশিয়া ॥
পরিত্যাগে সেইস্থান উদ্যত হইলে। নূপুরের ধ্বনি করি সব সখী মিলে ॥
হেন কালে মাধবের লীলার ঘটন। গ্রন্থকর্ত্তা অপরূপ করিলা বর্ণন ॥
যৈছে সিংহ গিরি হৈতে আসি দ্রুতবেগে। বিদারিত করে মত্ত গজকুম্ভ-যুগে ॥
তৈছে মহা বিক্রমেতে গিরিবরধারী। শীঘ্র আসি ব্রজাঙ্গনার পথ রোধ করি ॥
করিকুম্ভ তুল্য রাধার পীনস্তন-যুগ। নখেতে বিদীর্ণ কৈল নিমেষে মাধব ॥"৪৩॥

কেলীকলিঃ ক্রীড়াকলহঃ স এব মধু। কিন্তুতং মধু প্রিয়ালীনাং প্রিয়সখীনাং যা নর্ম্মালী কৌতুকশ্রেণী সৈব পরিমলঃ গন্ধস্তেন যুতম্। এতদ্বচনমধুপেন কিন্তুতেন অন্ধা গতিঃ প্রসরণং যস্য তেন ॥৪৪॥

॥ ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল-কুসুমকেলী-বিবৃতিঃ ॥১৭॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার প্রিয় কিঙ্করীরূপে স্ফূর্তিতে সখীগণসহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের এই নিগূঢ় পরিহাসরসময় এই উজ্জ্বলকুসুমকেলি কলহটি সাক্ষাতের ন্যায়ই অনুভব করিয়াছেন। স্ফুরণে যাহা আস্বাদন করিয়াছেন,—তাহাই-লিপিবদ্ধ করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাধকগণকে এই অপূর্ব লীলারসাস্বাদনের সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। বাহ্যাবেশে দৈন্যভরে তাঁহার মনে হইতেছে—তাঁহার ন্যায় অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির পক্ষে এই নিগূঢ় রসময়ী লীলার বর্ণনা কিরূপে সম্ভবপর হইল? সঙ্গে সঙ্গে মনে হইয়াছে—ইহা পরম কারুণিক শ্রীরূপের কৃপার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রীপাদ দাস-গোস্বামীর শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের প্রতি যেরূপ অলৌকিক ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল,শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদেরও তদ্রূপ প্রগাঢ় স্নেহ প্রীতির ভাজন ছিলেন শ্রীল রঘুনাথ। শ্রীরূপপাদের অন্তর্ধানে রঘুনাথের বিশ্বশূন্য হইয়াছিল—"শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরিন্দ্রোঽজগরায়তে। ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতু রহিতস্য মে॥" 'আমার জীবনোপায়স্বরূপ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের বিরহে সমগ্র গোষ্ঠভূমি আমার নিকট শূন্য মনে হইতেছে। শ্রীগোবর্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখবিস্তার করিয়া কি আমায় গ্রাস করিতে আসিতেছেন?' স্বীয় পরমাভীষ্ট শ্রীশ্রীগিরিরাজ এবং শ্রীরাধাকুণ্ড যাঁহার বিহনে শ্রীপাদের ভয়াবহ বলিয়া মনে হইতেছে, তিনি যে শ্রীপাদের কীদৃশ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত ভক্তির পাত্র তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

শ্রীপাদ রঘুনাথ তাই এই কুসুমকেলি লীলার স্ফুরণ যে সেই শ্রীরূপের করুণারই ফল—ইহা অনুভব করিয়া বলিতেছেন—'মাদৃশ অতি অযোগ্য অন্ধব্যক্তিরও মন্দগতিশীল বাক্যরূপ ভ্রমর প্রিয়-সখীগণের পরিহাস-পরিমলে বাসিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উজ্জ্বল কুসুমকেলি-কলহরূপ মকরন্দ যে ঈষৎ আঘ্রাণে সমর্থ হইয়াছে—ইহা শ্রীরূপের শ্রীচরণ-ভজন-প্রভাবেই সম্ভবপর হইয়াছে। সেই শ্রীরূপের নিরুপম শ্রীচরণরজই আমার একমাত্র গতি।'

শ্রীরূপের শ্রীচরণরজে শ্রীপাদের অলৌকিক ভক্তিশ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়। তিনি স্তবাবলীতে পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃপুনঃ। শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিমাত্রৈকসেবিনা। কেনচিদ্ গ্রথিতা পদ্যৈর্মালা ঘ্রেয়া তদাশ্রয়ৈঃ। আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজ-রজোঽহং স্যাং ভবে ভবে॥"

অর্থাৎ "দন্তে তৃণধারণপূর্বক আমি পুনঃপুনঃ ইহা প্রার্থনা করি, যেন জন্মে জন্মে শ্রীরূপের শ্রীচরণকমলের ধূলি হইতে পারি। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের শ্রীচরণকমলের ধূলিমাত্র নিষেবণকারী

(১৮)

অথ শ্রীশ্রীপ্রার্থনামৃতম্

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যোরঙ্ঘ্রিসেবৈকগৃধ্নুনা ।
অসংখ্যেনাপি জনুষা ব্রজে বাসোঽস্তু মেঽনিশম্ ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীরতিমঞ্জরীর শ্রীচরণসেবার অভিলাষ যে যে জন্মে অন্তরে বিদ্যমান থাকে, এইপ্রকার অসংখ্য জন্মেও আমার নিরন্তর ব্রজবাস-সঙ্কল্প হউক ॥১॥

টীকা—অন্যতাদৃগনুভূত লীলাবর্ণনোপক্রমে স্বাভীষ্ট-সম্পাদনায় শ্রীরূপমঞ্জরী-রতিমঞ্জর্য্যোঃ সঙ্গতিমাশাস্তে শ্রীরূপেতি । শ্রীরূপশ্চ রতিশ্চ তাভ্যাং সহিতে মঞ্জর্য্যৌ শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যৌ তয়োঃ শ্রীরূপ-মঞ্জরীরতিমঞ্জর্য্যোরিত্যর্থঃ। অঙ্ঘ্রিসেবায়ামেব একমদ্বিতীয়ম্ অভিগৃধ্নু আকাঙ্ক্ষা যত্র এবম্ভূতেন অসংখ্যেন সংখ্যাতীতেনাপি জনুষা জন্মনা অনিশং নিরন্তরং মে ব্রজে বাসোঽস্তু ভবত্বিত্যর্থঃ ॥১॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর এই প্রার্থনামৃত-স্তব যেন শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের লীলারসের এক বিচিত্র মনোরম উদ্যান। মনোহর পুষ্পোদ্যান যেমন বিচিত্র গন্ধের ও বর্ণের কুসুমরাজি বিকসিত হইয়া সৌরভে এবং সৌন্দর্যে সকলের চিত্তকে বিমুগ্ধ করে, তদ্রূপ এই প্রার্থনামৃত স্তবের লীলাকুসুমের বিচিত্র সৌন্দর্য ও পরিমলে যুগল উপাসকের চিত্তমনকে বিমুগ্ধ করিয়া তোলে। শ্রীপাদ রঘুনাথের বিশুদ্ধসত্বভাবিতচিত্তের সম্মুখে শ্রীযুগলের রসময়-লীলাবলী যেরূপ বিচিত্রভাবে ফুটিয়া

কোন ব্যক্তি এই পদ্যের মালা গাঁথিয়াছে। ভক্তজন এই মাল্যের আঘ্রাণ গ্রহণ করুন। দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া আমি বারবার ইহাই প্রার্থনা করি যে, জন্মে জন্মে যেন শ্রীরূপের শ্রীচরণকমলের রজকণা হইতে পারি ।”

'জয় জয় শ্রীরূপগোস্বামি ।
যাঁহার চরণ-ধূলি, নিত্য মোর স্নানকেলি, অঙ্গের ভূষণ-চিন্তামণি ॥
অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ, নাহি জানি ভাল-মন্দ, জ্ঞানশূন্য মো হেন অধম ।
শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদ, সেই মোর সম্পদ, অনুরাগে করিয়া ভজন ॥
ব্রজের বৈদগ্ধী-সার, লীলামৃত-পারাবার, সখীগণ-প্রণয়-সুগন্ধ ।
“শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল- কুসুমকেলি” কসিমধু, স্পর্শ কৈল মোর বাক্য-ভৃঙ্গ ॥
শ্রীরূপের পদরজে, লুটাইয়া এই ব্রজে, ব্রজবনে সুখে করি বাস ।
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা, করো মুঞি রাত্রিদিবা, নিবেদয়ে রঘুনাথ দাস ॥”

॥ ইতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল-কুসুমকেলিস্তবের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥১৭॥

উঠিয়াছে এবং মঞ্জরীস্বরূপে শ্রীপাদ সেই সেই লীলারসাস্বাদনের সহিত মঞ্জরীর অভিপ্সিত সেবা যেভাবে কামনা করিয়াছেন, তাহাতে এই স্তবটি যুগল উপাসকের স্মরণ-মননের এক মহার্ঘ্যভজনসম্পদ্‌রূপে বিরাজ করিতেছে।

স্তবের প্রথমেই শ্রীপাদ রঘুনাথ অসংখ্য জন্মে নিরন্তর ব্রজবাস-কামনা করিতেছেন, যদি শ্রীরূপ-মঞ্জরী এবং রতিমঞ্জরীর শ্রীচরণসেবাভিলাষ তাঁহার অন্তরে সতত জাগরূক থাকে। ব্রজের রাগভক্তি সততই আনুগত্যময়। স্বাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের সেবানুগত্য-ব্যতীত রাগভজনে সিদ্ধি হয় না। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণং স্মরণ্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥" (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৯৪) রাগভজনের পরিপাটী বলিতেছেন—'শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠজন অথচ সাধকের সজাতীয় ভাবযুক্ত জনকে স্মরণ করিয়া এবং তত্তৎ কথায় অনুরত হইয়া সর্বদা ব্রজে বাস করিবে।' মঞ্জরীভাব সাধকের নিজসমীহিতজন শ্রীরূপমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরীগণ। তাঁহাদের শ্রীচরণে দৃঢ় অনুরাগেই সাধকের তাঁহাদের ভাবানুগত্যের সিদ্ধি হইবে এবং লীলারাজ্যেও তাঁহাদের আনুগত্যে, আদেশে, স্মরণ-মননে সরস ও মধুর যুগলসেবা প্রাপ্তি ঘটিবে। শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপতঃ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা রতিমঞ্জরী বা তুলসীমঞ্জরী হইয়াও দৈন্যবশতঃ নিজেকে সাধারণ সাধকজ্ঞানেই নিত্যসিদ্ধা রূপমঞ্জরী ও রতিমঞ্জরীর শ্রীচরণে অনুরাগ কামনা করিয়াছেন।*

সাধকাবেশে শ্রীপাদ বলিতেছেন, 'শ্রীরূপমঞ্জরী ও রতিমঞ্জরীর শ্রীচরণে যদি অনুরাগ বিদ্যমান থাকে, তবে আমি অসংখ্য জন্মেও ব্রজবাসের কামনা করি।' আমরা ইতিপূর্বে যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে "কৃষ্ণং স্মরণ" ইত্যাদি যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়া-ছেন, "সামর্থ্যে সতি ব্রজে শ্রীমন্নন্দব্রজবাসস্থানে শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ, তদভাবে মনসা-পীত্যর্থঃ" 'অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সমর্থ হইলে শরীরের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে বসবাস করিবে, অসমর্থে মনে মনেও ব্রজে বাসের অভিলাষ পোষণ করিবে।' শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ শ্রীগো-পালচম্পূতে লিখিয়াছেন—"চিদানন্দ এব কেবলং স্বরূপানতিরিক্ত-শক্তিব্যক্তিবশাদ্ব্যক্তিবিশেষতয়া ব্যক্তী ভবন্ গোকুল শব্দবললব্ধা লোকবল্লীলা—কৈবল্যকলনায় পুষ্পবদাদি লক্ষণ প্রকাশবতয়া তত্তৎ প্রকাশ্য

---

* শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপাদকৃত শ্রীগৌরগোবিন্দার্চনপদ্ধতিতে লিখিত আছে—"রত্যম্বুজাখ্যঃ কুঞ্জোঽস্তীন্দুলেখা-কুঞ্জ-দক্ষিণে। তত্রৈব তিষ্ঠতি সদা সুরূপা রতিমঞ্জরী॥ …………দক্ষিণা মৃদ্বিকা খ্যাতা তুলসীতি বদন্তী যাম্। ………ইয়ং হি রঘুনাথাখ্যং প্রাপ্তা গৌররসে কলৌ॥" (পদ্ধতিত্রয়ম্)। শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ইহাকে 'রসমঞ্জরী' বলিয়াছেন এবং মতান্তরে রতিমঞ্জরী ও ভানুমতীমঞ্জরী এই দুইটি নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন—"দাস শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী। অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্। ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ॥" আমরা পদ্ধতিত্রয়ের মতানুসারেই রতিমঞ্জরী বা তুলসীমঞ্জরীরূপেই উল্লেখ করিয়াছি।

অয়ং জীবো রঙ্গৈন নয়নযুগলস্যান্দি-সলিল-
প্রধৌতাঙ্গো রঙ্গে ঘটিতপটু-রোমালিনটনঃ।
কদা রাসে লাস্যৈঃ শ্রমজল-পরিক্লিন্ন-পুলক-
শ্রিয়ৌ রাধাকৃষ্ণৌ মদনসুনটৌ বীজয়তি ভোঃ ॥২।

অনুবাদ—হে সখি! রাসলীলায় মদনের শ্রেষ্ঠনট ও নটিনী শ্রীশ্রীরাধামাধব যুগল রঙ্গমঞ্চে নৃত্যভরে শ্রমজলে ক্লিন্ন ও পুলকিত দেহে অপূর্ব শোভাধারণ করিলে এই দীনজন নয়নাশ্রুতে পরিপ্লুত দেহে কবে অতিরঙ্গে চামর-বীজনদ্বারা তাঁহাদের সেবা করিবে?২॥

পুষ্পাদি লক্ষণাস্বাদ্যতয়া চ প্রকাশতে, নতু মর্ত্যালোকবদ্বিপরীত-পরিণতিরীতি-পরিততয়া বীভৎসিতব্য-দ্রবতামাপদ্যতে" (গোপালচম্পূ পুঃ ১'৫৩) অর্থাৎ "কেবল চিদানন্দনামক এক পরমজ্যোতিঃ, যাহা নিজ স্বরূপশক্তি হইতে অভিন্না, সেই শক্তিই স্বীয় কারুণ্যপ্রভাবে বস্তুবিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছেন এবং গোকুলরূপে সাধারণ্যে প্রতিভাত হইতেছেন। অর্থাৎ চিদানন্দময় গোকুল বা বৃন্দাবনই কৃপাবশতঃ সাধারণ মানবের মায়িক ইন্দ্রিয়ে দৃশ্যমান্ গোকুলরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। যেমন জ্যোতিঃপুঞ্জ সূর্যচন্দ্রাদি হইতে প্রকাশিত কমল, কুমুদাদি পুষ্প সকলের আস্বাদ্য হয়, কিন্তু মূলজ্যোতিঃকে তো কেহই আস্বাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ যিনি স্বয়ং চিদানন্দময় হইয়াও স্বীয় স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকটিত গোকুল এবং লীলার উপকরণ সকলের আস্বাদ্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন বটে কিন্তু এই ধামও ধামস্থ-বস্তুনিচয় ভৌতিক নিয়মাক্রান্ত নহে অর্থাৎ মর্ত্যালোকের বিপরীত পরিমাণ প্রণালীদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া প্রাকৃতদ্রব্য-রূপে পরিণত হয় না।" শ্রীধামতত্ত্ব এইপ্রকার অচিন্ত্য বলিয়াই শ্রীপাদ বলিতেছেন, 'অসংখ্য জন্মেও যেন আমার নিরন্তর ব্রজবাস সম্পন্ন হউক।'

প্রশ্ন হইতে পারে—ধামবাসনিষ্ঠ ব্যক্তির কি অসংখ্যবার জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে? তাহা হইলে আর ধামবাসের ফল কি হইল? বস্তুতঃ শ্রীধাম কৃপা করিয়া ধামনিষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রেমদান পুরঃসরঃ সাক্ষাৎ অভীষ্টসেবা অচিরায় প্রদান করিয়া ধন্য করিয়া থাকেন। ভজনরস আস্বাদন করাইবার প্রয়োজন হইলে কদাচিৎ দুই তিনটি জন্ম হইতেও পারে। শ্রীপাদ দাসগোস্বামী কিন্তু সাধকাবেশে পরম দৈন্যভরে ভাবিতেছেন—'আমার যাহা দুষ্কর্ম আছে, তাহাতে অসংখ্য জন্ম অবশ্যম্ভাবী যদি শ্রীরূপমঞ্জরী ও রতিমঞ্জরীর শ্রীচরণসেবার অভিলাষ আমার অন্তরে জাগরূক থাকে এবং এই ব্রজেই আমার বাস হয়; তাহা হইলে অসংখ্যবার জন্মও আমার একান্ত কাম্য।' শ্রীপাদ স্বয়ং ইহা প্রার্থনা করিয়া মঞ্জরীভাব-সাধকগণের অন্তরে ব্রজবাসের এবং শ্রীরূপমঞ্জরী ও রতিমঞ্জরীর সেবানুরাগের প্রেরণা জাগাইতেছেন।

"শ্রীরূপ মঞ্জরী আর শ্রীরতি মঞ্জরী। দোঁহাকার পদসেবা অভিলাষ করি॥
সেই দুই পদ-সেবায় যে জনমে আশ। এমত অসংখ্য জন্মে হউক ব্রজবাস॥"১॥

টীকা—অয়মিতি। ভোঃ সখি ! অয়ং জীবো মদ্বিধো জনঃ কদা রঙ্গে হস্তচালনাদিভঙ্গীভিঃ কৃত্বা রাধাকৃষ্ণৌ বীজয়তি বীজয়িষ্যতীতান্বয়ঃ। অয়ং জীবঃ কিম্ভূতঃ নয়নযুগলাৎ স্যন্দি স্রাবি যৎ সলিলং তেন প্রধৌতং প্রক্ষালিতমঙ্গং যস্য সঃ। রাধাকৃষ্ণৌ কিম্ভূতৌ রাসে লাস্যৈর্নৃত্যৈর্যৎ শ্রমজলং তেন পরিক্লিন্নৌ ব্যাপ্তৌ যঃ পুলকস্তেন শ্রীঃ শোভা যয়োস্তৌ। অয়ং কিম্ভূতঃ রঙ্গে রঙ্গস্থলে ঘটিতং প্রকটিতং পটু রোমাবলিভি র্নটনং যস্য সঃ। তৌ কিম্ভূতৌ মদনস্য কামস্য সুনটৌ ॥২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—সাধকাবেশে শ্রীপাদ শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে অনুরাগ কামনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি নিত্য পার্ষদ অতএব রূপমঞ্জরীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ স্বতঃসিদ্ধ। শ্রীরূপের কৃপায় এই প্রার্থনামৃতস্তবে শ্রীপাদের পরপর লীলার স্ফুরণ আসিয়াছে এবং স্ফূর্তির বিরামে সেই সেই লীলামাধুরী আস্বাদনের এবং সেবার প্রার্থনা শ্রীরূপের শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এইশ্লোকে রাসলীলার স্ফুরণ। শ্রুতির "রসো বৈ সঃ" যিনি, তিনিই পরম ঘনীভূত অবস্থায় "শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তিধর" হইয়া বৃন্দাবনলীলায় স্বীয় হ্লাদিনীশক্তির চরমসার যে মহাভাব, সেই মহাভাব-স্বরূপিণী বৃষভানুনন্দনী শ্রীরাধা এবং তদীয় কায়ব্যূহরূপা অনন্ত গোপীমণ্ডলীর সহিত যে শৃঙ্গাররসময় নৃত্যে নিগূঢ় লীলারস আস্বাদন করেন—তাহাই **'রাসলীলা'**। নিখিল শক্তিবর্গের পরমাশ্রয়রূপা অখণ্ড-মহাভাবস্বরূপিণী স্বয়ং ভগবতী শ্রীরাধারাণীই এই লীলার পরম সহায়। শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসাস্বাদন-বাঞ্ছা সর্বতোভাবে পূর্ণ করেন বলিয়াই তাঁহার নাম **শ্রীরধিকা**।

শ্রীপাদ স্ফুরণে দেখিতেছেন—রাসলীলায় মদনের শ্রেষ্ঠ নট ও নটিনী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল মণিময় রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিতেছেন। "মদনসুনটৌ" আর কোন ভাষা নাই এই রূপ-বর্ণনার। অপ্রাকৃত সুদিব্য নায়ক-নায়িকা শ্রীশ্রীরাধামাধব। তাঁহাদের চিন্ময়ী লীলায় প্রাকৃত মদনের কোন প্রভাব নাই। তাঁহাদের পদনখচ্ছটায় কোটি কোটি মদন ও রতি বিমূর্ছিত হইয়া থাকে! তথাপি মদনের সহায়তা ব্যতীত এই শৃঙ্গাররসময় লীলার পরিপুষ্টি সাধিত হয় না বলিয়া এই কামাবতারাঙ্কুর অপ্রাকৃত নবীন মদনেরই কোন আভাসকণিকা যাহা প্রাকৃত কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতায় নিহিত থাকিয়া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুলকে বিমোহিত করিয়া থাকে, তাহারই অপ্রাকৃত অংশটিকে এই লীলায় সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীরাধামাধবের রাস-নৃত্যকালে প্যারস্পরিক রূপ-গুণ বিমুগ্ধ দেহে যে হাব, ভাব, কটাক্ষাদি বিবিধ শৃঙ্গাররসময় ভাবের অভিব্যক্তি তাহার প্রাচুর্য দর্শনেই ইহাদিগকে মদনের শ্রেষ্ঠনট ও নটী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই অপ্রাকৃত নট ও নটিনী শ্রীরাধামাধব শ্রীবৃন্দাবনের মধুর নৈসর্গীক শোভাপরিবেশের মধ্যে মণিময় রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় যেমন তাঁহার প্রার্থনা গীতিকায় সসখী যুগলের নৃত্যের বর্ণনা করিয়াছেন ঠিক যেন তদনুরূপ—

"কদম্বতরুর ডাল নামিয়াছে ভূমে ভাল ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল বৃন্দাবন সকল কেলি করে ভ্রমরা-ভ্রমরী ॥

প্রেমোদ্রেকৈর্নয়ননিপতদ্বারিধারো ধরণ্যাং
বৈবর্ণ্যালী সবলিতবপুঃ প্রৌঢ়কম্পঃ কদাহম্।
স্বেদাম্ভোভিঃ স্নপিত-পুলকশ্রেণিমূলঃ স্মিতোক্তৌ
রাধাকৃষ্ণৌ মদনসমর-স্ফারদক্ষৌ স্মরামি ॥৩॥
মসার ক্ষ্মাসারোদ্ভব-নবতমালোদ্ভট-মদ-
প্রহারি-শ্রীভারোজ্জ্বলবপুষমুত্তচ্ছ্রুচিরসৈঃ।

রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিবা রূপ-লাবনী　বৈদগধি খনি ধনি　মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাধার দক্ষিণ কর　ধরি প্রিয় গিরিধর　মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ　করে ফুল বরিষণ　কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসর-স্থল　চন্দ্র করে সুশীতল　মণিময় বেদির উপরে।
রাই কানু কর-জোড়ি　নৃত্য করে ফিরি ফিরি　পরশে পুলক তনুভরে॥
মৃদমদ-চন্দন　করে করি সখীগণ　বরিষয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু　শোভা করে মুখ ইন্দু　অধরে মুরলী নাহি বাজে॥
হাস্য-বিলাস-রস　সরস মধুর ভাষ　নরোত্তম মনোরথ ভরু।
তুহুঁক বিচিত্র বেশ　কুসুমে রচিত কেশ　লোচন-মোহন লীলা করু॥"

শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় সিদ্ধস্বরূপে অর্থাৎ তুলসী মঞ্জরীরূপে দেখিতেছেন, নৃত্যশ্রমে উভয়ের অঙ্গে স্বেদবিন্দু শোভা পাইতেছে। যেন স্বর্ণমণি ও মরকতমণির দর্পণে মুক্তাবিন্দুর শোভা! নৃত্যকালে পরস্পরের অঙ্গস্পর্শে উভয়েরই দেহে কদম্বকেশরের ন্যায় নিবিড় পুলকরাজি প্রকাশ পাইতেছে! তুলসী-মঞ্জরী হস্তে বীজনী লইয়া অতিরঙ্গে নৃত্যাচ্ছন্দে নৃত্যশ্রান্ত শ্রীরাধামাধবকে বীজন করিতেছেন। যুগল-মাধুর্যে বিমুগ্ধা তুলসীর নয়ন হইতে অজস্রধারায় অশ্রুজল নির্গত হইয়া যেন তাঁহার অঙ্গ বিধৌত করিয়া দিতেছে! যুগলমাধুরী আস্বাদনের সহিত তাঁহাদের সুদুর্লভ সেবা-সৌভাগ্য লাভে তুলসী কৃতার্থা! সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে শ্রীপাদ মরমের ঐ সেবাটি প্রার্থনা করিয়াছেন আর্তিভরে!

"মদন মোহন হয় মদন সুনট।　নটিনীর শিরোমণি শ্রীরাধা প্রকট॥
কন্দর্পের লীলাস্থল শ্রীরাসমণ্ডল।　রাসনৃত্যে পরিশ্রান্ত নবীন-যুগল॥
দুঁহু অঙ্গে ঝরিতেছে ঘর্মবিন্দু-জল।　পুলক-কদম্ব তায় পুষ্পিত সকল॥
নেত্রজলে করি স্নান এই দীনজনে।　স্বেদ-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক-ভূষণে॥
চামর লইয়া করে রাসরঙ্গ-স্থলে।　ব্যজন করিব দোঁহে নৃত্যের কৌশলে॥"২॥

কদা রাকাচন্দ্র-স্তুতবদন-নিদ্রালসদৃশং
দৃশা কৃষ্ণং বক্ষঃস্বপনপররাধং সখি ভজে ॥৪॥
সরাগং কুর্ব্বত্যাঃ সখি হরিকৃতে হাররচনং
করে শ্রীরাধায়াঃ প্রকটপুলকোদ্রেকি ময়কা ।
বিচিত্যালং চঞ্চদ্দ্যুতি-বিবিধবর্ণং মণিকুলং
ক্রমেণারাদ্দেয়ং কিমিতি কৃপয়া তচ্চরণয়োঃ ?৫॥

অনুবাদ—হে সখি ! প্রেমের উদ্রেকে আমার নয়নযুগল হইতে বিগলিত অশ্রুধারায় ধরণীসিক্তা হইবেন, স্বেদকণানিচয়ে আমার পুলকাবলির মূলদেশ নিষিক্ত হইবে, দেহে বৈবর্ণ ও প্রবল কম্প প্রকাশ পাইবে—এইরূপ অবস্থায় আমি কবে মদনসমরে সুদক্ষ মৃদুমন্দহাস্যমণ্ডিত শ্রীশ্রীরাধামাধবকে স্মরণ করিব ?৩॥

ওগো সখি ! মরকতমণির পর্বতে জাত যে অভিনব তমালতরু, তাহার প্রবল অভিমানকেও জয় করিয়াছে যাঁহার অঙ্গের সুধাময় উজ্জ্বল শ্যামলকান্তি, শৃঙ্গাররসোদয়ে যাঁহার শোভা পরমসমৃদ্ধ, পূর্ণ-চন্দ্রেরও শোভাহারী যাঁহার বদনমণ্ডল, নয়নযুগল যাঁহার নিদ্রাভরালস, বক্ষঃস্থলে যাঁহার শ্রীরাধিকা শায়িতা—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি কবে নয়নদ্বারা ভজন করিব ?৪॥

শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত হার-রচনায় প্রবৃত্ত হইলে ওগো সখি ! তাঁহার শ্রীচরণযুগলের করুণায় আমি কবে তাঁহার নিকটে অবস্থান করিয়া পুলকিতদেহে অতি চাকচিক্যময় বিবিধবর্ণের মণিসকল আহরণপূর্বক যথাক্রমে তাহার শ্রীহস্তে দিতে পারিব ?৫॥

টীকা—সাধকাবস্থায়ামেব প্রার্থিত বিশেষমাশাস্তে প্রেমেতি। অহং কদা মদনসমরস্ফারদক্ষৌ রাধাকৃষ্ণৌ স্মরামি স্মরিষ্যামি। পুনঃ কিম্ভূতৌ স্মিতোক্তৌ ঈষদ্ধাস্যযুক্তৌ। অহং কিম্ভূতঃ স্বেদাম্ভো-ভির্ঘর্ম্মাম্বুভিঃ স্নপিতং পুলকশ্রেণীনাং মূলং যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ ধরণ্যাং পৃথ্ব্যাং নয়নাৎ নিপতন্তী বারিধারা জলধারা যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতো বৈবর্ণ্যাল্যা বৈবর্ণ্যশ্রেণ্যা সবলিতঃ মিশ্রিতং বপুর্যস্য সঃ। প্রৌঢ়ঃ কম্পো যস্য সঃ ॥৩॥

মসারেতি। হে সখি বক্ষঃ স্বপনপররাধং কৃষ্ণম্ অহং কদা দৃশা চক্ষুষা ভজে ভজিষ্যামি। বক্ষসি স্বপনপরা রাধা যস্য তম্। কিম্ভূতং মসারস্য মরকতস্য যঃ শ্মাসারঃ পর্ব্বতঃ তত উদ্ভবো যস্য এবম্ভূতস্য তমালস্য য উদ্ভটমদস্তস্য প্রহারী জয়নশীলো যঃ শ্রীভারঃ শোভাতিশয়স্তেনোজ্জ্বলং বপুর্যস্য তম্। পুনঃ কিম্ভূতম্ উদ্যন্তো যে শুচিরসাঃ শৃঙ্গাররসাস্তৈরুপ লক্ষিতম্। পুনঃ কিম্ভূতং রাকাচন্দ্রেণ পূর্ণচন্দ্রেণ স্তুতং যদ্বদনং তত্র নিদ্রয়া অলসে দৃশৌ যস্য তম্ ॥৪॥

সরাগমিতি। হে সখি তচ্চরণয়োঃ কৃপয়া হেতুভূতয়া ময়কা নীতিজ্ঞয়া প্রকটপুলকোদ্রেকি যথাস্যাত্তথা অলং চঞ্চদ্দ্যুতি বিবিধবর্ণং মণিকুলং বিচিত্য অন্বিষ্য ক্রমেণ শ্রীরাধায়াঃ করে কিমিতি আরান্নিকটে দেয়মিত্যন্বয়ঃ। প্রকটঃ স্ফুটঃ পুলকোদ্রেকোঽস্যাং ক্রিয়ায়ামস্তীতি তৎ। অলমত্যর্থং চঞ্চন্তী

সর্ব্বতঃ প্রসর্পন্তী দ্যুতিঃ কান্তির্যস্য তচ্চ তৎ বিবিধবর্ণঞ্চেতি। রাধায়াঃ কিন্তু,তায়াঃ হরিকৃতে হরিনিমিত্তায় সরাগং যথাস্যাত্তথা হার-রচনং কুর্ব্বত্যাঃ ॥৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্ব্বশ্লোকে রাসলীলার স্ফুরণ লাভ করিয়াছিলেন, রাস-নৃত্যে ঘর্ম্মাক্ত শ্রীরাধামাধবের বীজনসেবাটিও লাভ করিয়াছিলেন তুলসীমঞ্জরীরূপে। স্ফূর্তির বিরামে ব্যাকুলতা জাগিয়াছিল। সেই সুদুর্লভ সেবা-সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। প্রার্থনার প্রবাহে ভাসমান শ্রীপাদের চিত্ত আবার লীলারাজ্যে চলিয়া গেল। ঐ লীলাটিরই অবশেষের স্ফূর্তিতে পর পর তিনটি শ্লোকের উক্তি।

শ্রীপাদ স্ফুরণে দেখিতেছেন, রাসনৃত্যের অন্তে বিশ্রামের পর শ্রীরাধামাধব বিলাস-লালসায় আকুলিতচিত্তে একটি মনোরম কুঞ্জমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। কিঙ্করী তুলসী কুঞ্জরন্ধ্রে নয়নার্পণপূর্বক শ্রীরাধামাধবের বিলাসমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। কি নিবিড় যুগলবিলাস!

"দুহুঁ কেলি-পণ্ডিত রূপেগুণে সম। বিলাস-বিক্রম-রসে কেহো নহে কম॥
সুরত-মূরতি কাহে দুহুঁ পরকাশ। রতিপতি অন্তরে লাগল তরাস॥
অদভুত রতিরণ দূরে রহু লাজ। নূপুর কিঙ্কিণী রুণুঝুনু বাজ॥
অখণ্ড বিলাস-রস কছু নহে বাদ। দুহুঁ মেলি পূরল আজনমক-সাধ॥
একতনু একমন একই পরাণ। দুহুঁ অঙ্গ এক মনসিজ-নিরমাণ॥
শ্রমজল পূরল দুহুঁজন গায়। দুহুঁ রতি সমরে ওর নাহি পায়॥" (পদকল্পতরু)

কিঙ্করী তুলসী শ্রীরাধামাধব-গতপ্রাণা। যুগলের সুখেই সুখী। শ্রীরাধামাধব মদন-সমরে পরস্পরকে সুখী করিতে পারিয়াছেন জানিয়া উভয়েই আনন্দরসে বিভোর। উভয়ের শ্রীমুখই মৃদুহাস্য বিমণ্ডিত। যুগলের সুখের অনুভূতি কিঙ্করীর হৃদয়ে জাগিতেছে! যুগল প্রেমানন্দে কিঙ্করী তুলসীর নয়নধারায় দেহ প্লাবিত হইয়া ধরণী সিক্তা হইতেছেন। দেহে নিবিড় পুলকরাজি ও স্বেদবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। মনে হইতেছে যেন পুলকরূপ লতাশ্রেণীর মূলদেশ স্বেদজলে সিঞ্চিত হইতেছে! কিঙ্করীর সোনার বর্ণ বৈবর্ণরূপ সাত্ত্বিকে শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে! অঙ্গে বিপুল কম্পের প্রকাশ! মহাভাবব্যতীত এইপ্রকার উৎকর্ষপ্রাপ্ত একত্রে চাঁর পাঁচটি সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশ সম্ভবপর নহে। তুলসী যুগল-বিলাস দর্শনানন্দে বিভোরা। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। বাহ্যাবেশে দেখিতেছেন—যথাবস্থিত দেহেও সেইসব সাত্ত্বিকভাব প্রকাশিত হইয়াছে! নিত্যপার্ষদ শ্রীপাদের পক্ষে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কারণ শ্রীবল্লভভট্টের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীবিট্ঠলনাথ যখন শ্রীকুণ্ডে শ্রীপাদ রঘুনাথের সেবায় নিরত ছিলেন, তখন একবার শ্রীরঘুনাথের দেহে অজীর্ণ ব্যাধি দেখা দিয়াছিল। শ্রীবিট্ঠলনাথ বৈদ্য আনয়ন করিলে বৈদ্য প্রচুর ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজনেই সেই ব্যাধি হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ কিন্তু যথাবস্থিত দেহে কিঞ্চিৎ মাঠা (ঘোল) ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন না। সিদ্ধ মঞ্জরীদেহে মানসে শ্রীরাধারাণীর প্রসাদ ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজনেই যথাবস্থিত দেহে ঐ ব্যাধির প্রকাশ হইয়াছিল! এই সব

অসাধারণ প্রক্রিয়া নিত্যপার্ষদ-ব্যতীত অন্যে সম্ভবপর নহে। সুতরাং সিদ্ধদেহের সাত্ত্বিক বিকারই তাঁহার যথাবস্থিত দেহে প্রকাশিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। শ্রীপাদ স্ফুরণের বিরামে বাহ্যাবেশে শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে প্রার্থনা করিলেন—'এইপ্রকার অশ্রুপুলকাদি ব্যাপ্ত কলেবরে মদনসমরে সুদক্ষ মৃদুহাস্যমণ্ডিত শ্রীযুগলকিশোরকে অন্ততঃ যেন স্মরণ করিতে পারি।'

স্মরণের আস্বাদনও কম নয়, যিনি প্রতিনিয়ত স্ফুরণে সাক্ষাৎকারের ন্যায় লীলারস আস্বাদন করিতেছেন, তিনিও স্মরণে যুগললীলামাধুরী আস্বাদনের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাধকগণকে স্মরণাঙ্গ ভজনের উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"সাধন-স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায়মনে করিয়া সুসার।" মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম, যুগল-বিলাস স্মৃতিসার।" ইত্যাদি (প্রেঃ ভঃ চঃ)।

স্ফুরণের বিরামে শ্রীপাদের চিত্তে বিক্ষেপ জাগিয়াছিল, আবার ঐ লীলাটিরই স্ফুরণ জাগিল। কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ দেখিতেছেন, স্মরসমরের অবসানে শ্রীযুগল শয্যার উপরে বসিয়াছেন কৌতুকী রসিকমণি প্রিয়াজীর নিকট বিপরীত বিলাসের প্রার্থনা জানাইতেছেন।

"রতি-রঙ্গ-উচিত　শয়নহিঁ নাগর　যাচত বিপরীত কেলি।
অনুনয় কতহুঁ　করয়ে জনি হসি হসি　মুখহিঁ মুখ করি মেলি॥
শুনি হসি শশিমুখী　লাজহিঁ কুঞ্চিত　অবনত করত বয়ান।
জীবইতে উপবাসী　দারিদ যৈছন　মাগয়ে ভোজন পান॥
　　　　দেখ দেখ বৈদগধী-রঙ্গ।
কামকলা-গুরু　রসিক-শিরোমণি　না ছোড়ই সো রস ঢঙ্গ॥
পাদ পরশি পুন　রাই মানাওল　নিজ সুখ বহুত জানাই।
ভণ রাধামোহন　তছু সুখে সু খীউহ অতয়ে সে হোত বাধাই॥" (পদকল্পতরু)

কি অদ্ভুত বিপরীত বিলাস! কিঙ্করী তুলসী কুঞ্জছিদ্রে নয়ন অর্পণপূর্বক যুগলমাধুরী আস্বাদনে বিভোর! বিপরীত বিলাসান্তে স্বামিনী নায়কের বক্ষোপরি শয়ন করিয়াছেন। আজ নায়িকামণি শ্যামকে এতই আস্বাদন দান করিয়াছেন যে শ্যাম তাহাতে আত্মহারা! আস্বাদন-মাধুরী রসের অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে! তুলসী তাদৃশ শ্যামসুন্দরের দর্শনে সেই রূপমাধুরী-বর্ণনা করিতেছেন। মরকতমণির পর্বতে জাত যে অভিনব তমালতরু, তাহার প্রবল গর্ব থাকা স্বাভাবিক! কারণ নবীনতমাল যেস্থানে জাত হোক না কেন তাহার চিক্কণ শ্যামলকান্তি সকলের নয়ন-মন আকৃষ্ট করিয়া থাকে। উহা যদি আবার মরকতমণিময় ভূমিতে জাত হয়, তাহা হইলে তাহার শ্যামলচিক্কণকান্তি যে অনন্তগুণে বর্ধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহার শ্রেষ্ঠ গর্বকেও জয় করিয়াছে যাঁহার অঙ্গের সুষমাময় উজ্জ্বল শ্যামলকান্তি! সাক্ষাৎ শৃঙ্গারকে অপূর্ব শৃঙ্গাররসের আস্বাদন দান করিয়াছেন শ্রীরাধারাণী যাহাতে শ্যামের

শোভাসমৃদ্ধি অতুলনীয়! পূর্ণচন্দ্রেরও শোভাজয়ী তাঁহার বদন-সুধাংশুমণ্ডল, রতিরসালসে নয়নদ্বয় নিদ্রাভরে অলস, বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধারাণী বিপরীত রতিশ্রমে আলুলায়িতদেহে শায়িতা রহিয়াছেন। এইপ্রকার শ্যামের শোভা শ্রীরাধাকিঙ্করীর বড়ই প্রিয়। যুগ-যুগান্ত দর্শন করিলেও এই রূপাস্বাদন-পিপাসা তাঁহাদের মিটিবার নহে! কিন্তু হায়! সহসা স্ফূর্ত্তির বিরামে সেই নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের ছবি সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল! শ্রীপাদের নয়ন যেন অন্ধ হইয়া গেল! স্বরূপাবিষ্টদশায় শ্রীরূপ-মঞ্জরীর নিকট প্রার্থনা করিলেন—'এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি কবে নয়নদ্বারা ভজন করিব? অর্থাৎ তাদৃশ শ্যামের রূপমাধুরী কবে নয়ন ভরিয়া দর্শন করিব?' শ্রীপাদের কোটিপ্রাণ-প্রতিম শ্রীরাধারাণী যাঁহার বক্ষোপরি শায়িতা সেই শ্যামসুন্দরের দর্শনপিপাসা শ্রীপাদের জীবনভরা। শ্রীরূপের কৃপায় আবার ঐ লীলাটিরই স্ফুরণ জাগিয়াছে—শ্রীপাদের মহাভাবরঞ্জিত নয়নসম্মুখে।

রসালসে শ্রীশ্রীরাধামাধবের কিঞ্চিৎ নিদ্রাসুখভোগ। নিদ্রা অন্তে শ্রীযুগল শয্যায় বসিয়াছেন। শ্রীরাধারাণী দেখিতেছেন—শ্যামের বেশভূষা বিভ্রষ্ট! মণিহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে! শ্রীরাধারাণী বলিতেছেন—'সুন্দর! তোমার এই অবস্থা! আচ্ছা দাঁড়াও, আমিই তোমার বেশভূষা বিভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছি, আমিই তোমায় সাজাইয়া দিব।' শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত হাররচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সহায়তার জন্য করুণাভরে নিজেই তুলসীকে ডাকিয়া লইয়াছেন। এত সুযোগ্যা-দাসী থাকিতেও স্বামিনী করুণাভরে আমাকেই তাঁহার সহায়তার জন্য নিজে আহ্বান করিয়াছেন—এই আনন্দে তুলসীর দেহ পুলকিত। উত্তম উত্তম অতিশয় চাক্‌চিক্যময় বিবিধবর্ণের মণিরত্নগুলি তুলসী আহরণপূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে স্বামিনীর শ্রীহস্তে দিতেছেন। হাররচনা প্রায় হইয়া গিয়াছে। তুলসীর আনন্দের সীমা নাই। হারটির মধ্যমণির জন্য একটি মহামাণিক্য স্বামিনীর হাতে দিতে গিয়া আর কিছুই পাইলেন না। স্ফূর্ত্তির বিরাম হইল। যেন আনন্দের নন্দনকানন হইতে দুঃখের সিন্ধুতে নিপতিত হইলেন। নয়নজলে ভাসিয়া ঐ সেবাটি শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট প্রার্থনা করিলেন—

"হে সখি! এ লালসা অন্তরে আমার। কত দিনে হবে মোর প্রেমের সঞ্চার॥
প্রতি লোমকূপ হবে পুলকে পূরিত। বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মজলে হইবে সিঞ্চিত॥
অবিরত অশ্রুধারা ভূতলে পড়িবে। ক্ষণে ক্ষণে স্নান মোর তাহাতেই হবে॥
বৈবর্ণ্য প্রভৃতি শুদ্ধসাত্ত্বিক-ভূষণে। ভূষিত হইবে অঙ্গ আর কত দিনে॥
স্মর-কেলি তরঙ্গেতে নবীন-যুগল। স্মিতহাস্য সুকিরণে করে ঝলমল॥
নিকুঞ্জেতে সেই রাধাকৃষ্ণের চরণ। নিরবধি নিরজনে করিব স্মরণ॥"৩॥

"মহামরকত-মণির পর্ব্বত সম্ভূত। তমালতরুর যেই গর্ব্ব অদ্‌ভুত॥
সর্ব্বভাবে জয় করি মুরলীবদন। বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন-মদন॥
পূর্ণিমার চাঁদ যিনি বদন-মণ্ডল। নিদ্রালসে ঢুলু ঢুলু নয়ন কমল॥

মানেনালং কবলিতধিয়া শ্যাময়া রাধিকার্দ্রা
দ্রাগাহূতা ব্যসন-কথনায়েতি সংবিদ্য কীরাৎ।
তস্যা বেশৈর্গতমঘহরং তস্য দোষং লপন্তং
তুষ্ট্যালিঙ্গ্য ত্বরিতমথ সা জ্ঞাততত্ত্বা জড়াসীৎ ॥৬॥

অনুবাদ—'বুদ্ধিহারক মানে আর প্রয়োজন নাই' এইকথা বলিয়া শ্যামাসখী মানপীড়িতা শ্রীরাধাকে দুঃখবার্তা নিবেদন-জন্য আহ্বান করিয়াছেন—এইবার্তা শুকমুখে অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্যামা-সখীর বেশে মানিনী শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দোষ বিবিধপ্রকারে বর্ণনা করিতে থাকিলে তাহা শ্রবণে সন্তুষ্টা হইয়া শ্রীরাধা শ্যামাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াই ইহা শ্রীকৃষ্ণের কাপট্য বুঝিতে পারিয়া স্তব্ধা হইয়াছিলেন ॥৬॥

টীকা—সাধকাবস্থায়াং তদ্‌যুবযুগলস্য তাদৃশ স্মরণমাশাসানোঽকস্মাৎ স্ফুরন্ত্যাং সিদ্ধাবস্থায়াং যদনুভবত তৎসর্ব্বং প্রত্যক্ষভূতায়ৈঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যৈ প্রকাশয়তি মানেনালমিতি। সিদ্ধাবস্থয়ৈব পদ্যবন্ধেন যৎপ্রকাশিতং তদেব শ্রীলীলাশুকস্য পদ্যং তৎসঙ্গিনেব কেনাপ্যেতৎ-সঙ্গিনা লিখিত্বা পশ্চাৎ প্রকাশিত-মিতি সর্ব্বমনবদ্যম্। কবলিতধিয়া মানেনালমিতি কৃত্বা শ্যাময়া কর্ত্র্যা আর্দ্রা পীড়িতা রাধা ব্যসন-কথনায় ঝটিতি আহূতা ইতি কীরাৎ শুকাৎ সংবিদ্য সম্যগ্ জ্ঞাত্বা তস্যাঃ শ্যামায়া বেশৈর্গতম্ অঘহরং সা রাধা ত্বরিতমালিঙ্গ্য জ্ঞাততত্ত্বা সতী জড়া নিস্পন্দা আসীৎ বভূবেত্যন্বয়ঃ। অঘহরং কিম্ভূতং তস্য স্বস্য দোষং লপন্তং কথয়ন্তম্। কবলিতা গ্রস্তা ধীর্বুদ্ধির্যেন তেন। আহ্বানন্তু সখীদ্বারৈব জ্ঞাতব্যং স্বেন সাক্ষাদাহ্বানে রাধয়া তস্যাঃ সাহিত্যাবগতেস্তদ্বেশধারণেন কৃষ্ণস্যাগমনানৌচিত্যাৎ। অলমিত্যনন্তরম্ ইতীত্যকরণরূপান্যূনপদতা বক্তুরানন্দমগ্নতয়া ন দুষ্টা। তদুক্তং দর্পণে। উক্তাবানন্দমগ্নাদেঃ স্যান্ন্যূ-নপদতাগুণ ইতি ॥৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফূর্তির আস্বাদন অতীব বিচিত্র। প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও লীলারসের নিবিড় অনুভূতি! শ্রীরাধামাধবের একটি বিচিত্র লীলার অনুভবে এই শ্লোকের উক্তি। শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূর্তিতে তুলসীমঞ্জরী-স্বরূপে দেখিতেছেন একটি কুঞ্জে শ্রীরাধা মানিনী। সঙ্কেতকুঞ্জে

বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধিকা করিয়া শয়ন। জলধরে সৌদামিনী মধুর মিলন ॥
সেই রাধাকৃষ্ণে আমি নয়ন ভরিয়া! ভজন করিব কবে নির্জ্জনে বসিয়া ॥"৪॥
"আমার ঈশ্বরী রাধা নবীন জলদে। পরাইতে মণিহার আপন বল্লভে ॥
অনুরাগে সেই হার করিতে রচনা। প্রবৃত্ত হইবে যবে কৃষ্ণ-প্রিয়তমা ॥
ইচ্ছা জানি এবিঙ্করী অতি ত্বরা করে। বিচার করিয়া মনে পুলকিত ভরে ॥
বিবিধ বর্ণের যত দ্যুতিপূর্ণ মণি। শ্রীরাধিকার মনোমত অন্বেষণে আনি ॥
দিতে কি পারিব তাঁর করকমলেতে। বল সখি! হেন দশা মোর কবে হবে?"৫॥

শ্যামের আগমনের আশায় কাঁদিয়া সারানিশি যাপন করিয়াছেন, প্রাতঃকালে শ্যাম আসিলে তাঁহার অঙ্গে অন্যনায়িকার ভোগাঙ্কদর্শনে শ্রীমতী মানিনী হইয়াছেন। শ্যামসুন্দর মান প্রসাদনের নিমিত্ত বহু উপায় অবলম্বন করিলেও মান শিথিলিত হয় নাই। নিরাশ হইয়া শ্যাম চলিয়া গিয়াছেন। তুলসী মানিনীর অবস্থা দেখিতেছেন—

"অবনত-বয়নী ধরণী নখে লেখি। যো কহে শ্যামনাম তাহে নাহি পেখি॥
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ। আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥
নীরস অরুণ কমল-বর-বয়নী। নয়ন-লোরে বহি যাওত ধরণী॥"

বহুক্ষণ অবধি মানিনীর মানের অবসান হয় নাই। শ্যামলা সখী শ্রীরাধার মানের বার্তা পাইয়া দুঃখিত হইয়াছেন। শ্যামলা স্বয়ং যূথেশ্বরী হইয়াও শ্রীরাধার রূপে, গুণে, লীলায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীরাধার সহিত নিরুপম সখ্য বিধান করিয়াছেন। শ্যামলার বাক্য শ্রীরাধারাণী কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। শ্যামলা তাঁহার একটি প্রিয়সহচরীকে শ্রীমতীর নিকট পাঠাইয়াছেন। কিঙ্করী তুলসী মানিনী শ্রীমতীর সেবায় নিরতা থাকিয়া দেখিতেছেন, শ্যামার সখী শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া শ্যামার সংবাদ বলিতেছেন—'সখি রাধে! শ্যামলা সখী বলিয়াছেন, মানে বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়, অতএব আর বেশীক্ষণ মানে প্রয়োজন নাই। এবার মান ত্যাগ কর।'

"শুন শুন সুন্দরী রাধে। কানু সঙ্গে প্রেম করসি কাহে বাধে॥
অনুখন যো জন তুয়া গুণে ভোর। তুহুঁ কৈছে তেজবি তাকর কোর॥
নিশি দিশি বয়ানে না বোলই আন। আনজন বচনে না পাতয়ে কান॥
তুয়া লাগি তেজল গুরুজন-আশ। কাহে লাগি তুহুঁ তাহে ভেলি উদাস॥
ঐছন সুপুরুখ কতিহুঁ নাহি দেখি। আপন দিব, তোহে হরি না উপেখি॥
এ সব বচনে যদি রাখহ মান। না জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ॥"

(পদকল্পতরু)

শ্রীমতী উত্তর দিতেছেন—

"সখি! না বোল না বোল কানুর বোল ওকথা নাহিক মানি।
বিষম কপট তাহার প্রেম ভালে ভালে হাম জানি॥
নিকুঞ্জকাননে সঙ্কেত করিয়া তাহা জাগাইল মোরে॥
আন ধনী সনে সে নিশি বঞ্চিয়া বিহানে মিলল দূরে॥
সিন্দূর কাজর সব অঙ্গোপর কপটে মিনতি কেল।
ছল করি শির-সিন্দূর কাজর আমার চরণে দেল॥

শতগুণ হিয়া অনলে জ্বালিল" (ঐ)—এই বলিয়া শ্রীমতী রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। শ্যামার সখী অবস্থা দেখিয়া চিন্তিতা হইলেন। শ্যামা তাহার সখীকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সে যদি শ্রীরাধার মান প্রশমিত করিতে না পারে, তাহা হইলে আমি আমার নিজস্ব কিছু দুঃখবার্তা শ্রীরাধাকে নিবেদন

সনীরমুদিরদ্যুতিঃ পুরটনিন্দি-বস্ত্রং দধ-
চ্ছিখণ্ডকৃতশেখরঃ স্ফুরিতবন্যবেশঃ সুখী।
সমৃদ্ধ-বিধুমণ্ডলীস্তবনলম্ভিবক্তে, ধৃতাং
ক এষ সখি বাদয়ন্ মুরলিমস্ত বুদ্ধিং হরেৎ ? ৭॥

অনুবাদ—হে সখি ! 'নবীন-নীরদ-কান্তি, সুবর্ণনিন্দি পীতবসন পরিহিত, শিখিপিঞ্ছচূড়, মোহন রম্যবেশধারী, পরমসুখী, পূর্ণচন্দ্র-অপেক্ষাও পরম মনোহর বদনে মুরলী বিন্যাসপূর্ব্বক বাদন করিতে করিতে আমার বুদ্ধি হরণ করিতেছেন—ইনি কে ? ৭॥

করিব, তিনি যেন আমার নিকটে আগমন করেন। শ্যামার সখী তখন শ্যামলার সেই সংবাদটি শ্রীরাধার নিকটে বলিয়া চলিয়া গেল।

ইত্যবসরে শ্রীরাধার চেষ্টা জানিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার একটি প্রিয় শুকপক্ষীকে পাঠাইয়াছিলেন, সেই শুকপক্ষী শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া শ্রীরাধারাণীর নিকট শ্যামার সংবাদ সবই বলিয়া দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিলেন, এই সময় যদি শ্যামলার বেশে শ্রীরাধার নিকট গমন করা যায়, তাহা হইলে শ্রীমতীর অন্তরে রসান্তর জাগাইয়া তাঁহার মান প্রসাদন করা সুগম হইবে। তাই তিনি শ্রীরাধারাণীকে শ্যামলা আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে মানবতী শ্রীমতী তাঁহার নিকট না গেলে শ্যামলা যেন নিজেই তাঁহার নিকট আসিয়াছেন এই ভঙ্গীতে শ্যামলার বেশে শ্রীমতীর নিকট আগমন করিলেন। শ্রীমতীর নিকট আসিয়াই চতুরশিরোমণি শ্যামলার স্বরানুকরণে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ দোষোদ্গার করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মানিনী শ্রীরাধা শ্যামা তাঁহার মরমের কথাই বলিতেছে জানিয়া প্রীতমনে সাদরে শ্যামাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গন করিয়াই মানিনী ইহা যে শ্যামের কপট চাতুরী তাহা বুঝিতে পারিয়া স্তম্ভিতা হইলেন। অবশেষে কিঙ্করীর সহায়তায় মানিনীর মানভঞ্জন করিলেন শ্যাম। মানান্তে যুগলের মধুর মিলনানন্দরসের আস্বাদনে কিঙ্করী তুলসী আনন্দসায়রে ভাসিলেন।

"দুর্জ্জয় মানিনী রাই নিকুঞ্জ-কাননে। অন্তরঙ্গা সখীগণ ঘিরিয়া চরণে॥
শ্যামাসখী দুঃখ-বার্ত্তা জানাতে রাধায়। পাঠাইলা নিজ সখী আহ্বান-দ্বারায়॥
'যে মানেতে বুদ্ধিগ্রাস হয় সর্ব্বক্ষণ। সে মানেতে হে রাধে ! কিবা প্রয়োজন '?
সেই ত বৃত্তান্ত শুনি শুকের মুখেতে। রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্যামার বেশেতে॥
উপনীত হইলেন রাধার সমীপে। শ্রীকৃষ্ণের দোষ কহে কথার ভঙ্গিতে॥
হেনকালে শ্রীরাধিকা শ্যামাবেশধারী। শ্যামল-সুন্দর-বরে আলিঙ্গন করি॥
আপন বল্লভ কৃষ্ণের পরশন-সুখে। বঁধুর কাপট্য বুঝি এই শ্রীরাধিকে॥
শ্যাম বক্ষঃবিলাসিনী রহে জড়প্রায়। জলধরে সৌদামিনী যেন শোভা পায়॥"৬॥

টীকা—সনীরেতি। হে সখি যো মুরলিং বাদয়ন্ বুদ্ধিং হরেদেব ক ইত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতঃ সনীরমুদিরস্যেব সজলমেঘস্যেব দ্যুতির্যস্য সঃ। পুরটং সুবর্ণং তন্নিন্দনশীলং বস্ত্রযুগং দধৎ। স্ফুরিতাঃ শোভমানাঃ বন্যেন গৈরিকপল্লবাদিনাবেশাঃ যস্য সঃ। মুরলিং কিম্ভূতাং সমৃদ্ধা স্বশোভাসম্পদ্‌যুক্তা যা বিধুমণ্ডলী চন্দ্রমণ্ডলং তস্যাঃ স্তবন লঙ্ঘনশীলং যদ্বক্ত্রং মুখং তত্র ধৃতাম্ ॥৭॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত-মন যুগললীলারসের মন্দাকিনীপ্রবাহে দারুযন্ত্রের মত অসীমের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে! লীলার স্বভাবই হইতেছে—লীলার নিষেবণকারীকে স্বীয় স্বরূপ-নিহিত রসের আস্বাদন দান করা। শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলায় যে অতি বিলক্ষণ শৃঙ্গাররসাস্বাদন নিহিত রহিয়াছে, তাহা অন্য কোন লীলাতে নাই। সেই চমৎকারিত্বপূর্ণ আস্বাদনেই শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত মন ডুবিয়া আছে! স্বরূপাবেশের তো কথাই নাই,—বাহ্য আবেশেও নিজেকে শ্রীরাধার কিঙ্করী বলিয়াই মনে করিতেছেন। এই শাশ্বত রাধাকিঙ্করীত্বাভিমানই শ্রীপাদের লীলারসাস্বাদনের অনন্যহেতু। সুতরাং স্বরূপাভিমান লইয়া এইলীলার নিষেবণেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও এই লীলারসের মন্দাকিনীধারায় অভি-স্নাত হইয়া ধন্য হইতে পারিবেন।

এইশ্লোকে কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ নিজ স্বামিনী শ্রীরাধারাণীর বাক্যের অনুবাদ করিতেছেন। যাবটে শ্রীমতী রাধারাণীর নিকটে শ্রীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে তাঁহার সেবায় নিরতা। দূরবনে শ্যামসুন্দরের বাঁশি বাজিতেছে। রাধা নামে বাঁশি সাধা। রাধা নাম ধরিয়াই বাঁশি বাজিতেছে। বংশীনাদ শ্রবণে অনুরাগিণী উন্মাদিনী। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

"পরম মধুর মৃদু মুরলী বোলায়ত অধর সুধারসে ধরিয়া।
ধ্বনি শুনি ধরণী ধরল কুল-কামিনী চোঙক পড়ল জগভরিয়া॥
নিপ নিকটে নব রঙ্গিয়া।
পদের উপরে পদ তরুমূলে শ্যামচাঁদ লীলাললিত ত্রিভঙ্গিয়া॥
পঞ্চানন চতুরান নারদ ধ্বনি শুনি সুরপতি ধন্দে।
ফল ফুলে মগন, সকল বৃন্দাবন তরু সঙ্গে ঝরে মকরন্দে॥
শুনিয়া বাঁশির গান মুনিজন ভুলে ধ্যান যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরুছায়।
রায়শেখর বলে বাঁশি শুনি কে না ভুলে কুলবতী বাঁচিবে কি তায়?"

(পদকল্পতরু)

বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীমতী ব্যাকুলপ্রাণে দুই তিনটি সখীসঙ্গে গৃহের বাহির হইয়া বনপথে ছুটিয়া চলিয়াছেন। ছায়ার মত তুলসী শ্রীমতীর সঙ্গে! বংশীনাদের অনুসরণে আসিয়া শ্রীমতী দেখিতেছেন—সুনীল আলোকে বৃন্দাবন উজলিত করিয়া নীপতরুমূলে ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠামে দাঁড়াইয়া শ্যাম অধর-কিশলয়ে মুরলী বিন্যাসপূর্ব্বক উহাতে ফুৎকার দিতেছেন! মুরলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অমৃতলহরী! স্থাবর-জঙ্গম বংশী-গানে বিমোহিত হইয়া চিত্রলেখার ন্যায় বেণুগান শুনিতেছে। শ্রীমতী লতাপাতার আড়াল হইতে সেই

ভুবনমোহন শ্যামমূরতিখানি দর্শনে সখীকে দেখাইয়া বলিতেছেন—'ঐ দেখ সখি ! কি মোহন নব-নীরদ কান্তি ! যাঁহার শ্যামল কান্তিমালায় দিগন্ত উজলিত হইয়া আছে। মহাভাবময়ী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃ দর্শনে নিশ্চয় করিতে পারেন না যে, এই নীলকান্তি কিরূপ ?

"তাপিঞ্ছঃ কিং কিমুজলধরঃ কন্দলো বৈন্দ্রনীলঃ
সানুঃ কিম্বাঞ্জনশিখরিণঃ ক্ষীবভৃঙ্গব্রজো নু।
কৃষ্ণাপূরঃ কিমুত নিচয়ঃ কিং স্বিদিন্দীবরাণাং
পুঞ্জীভূতো ব্রজমৃগদৃশাং কিং স্বপাঙ্গাবলোকঃ॥" (গোবিন্দলীলামৃতম্)

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে শ্রীরাধা মনোমধ্যে বিচার করিতেছেন—"অহো ! ইনি কি তমালতরু অথবা নবজলধর ? ইন্দ্রনীলমণির অঙ্কুর কিম্বা অঞ্জনময় পর্বতের শিখর ? মত্তভ্রমরসমূহ কিম্বা যমুনার প্রবাহ ? নীলপদ্মরাশি অথবা ব্রজনাগরীগণের পুঞ্জীভূত অপাঙ্গের অবলোকন ?" "কুবলয় নীলরতন দলিতাঞ্জন মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুচাঁদ।" (মহাজনপদ) শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি-বর্ণনায় মহাপ্রভু (চৈঃ চঃ)—

"নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন-চিক্কণ, ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমানগণ, হরে সভার নেত্রমন, কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥
কহ সখি ! কি করি উপায় ?
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র—চাতক, না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥"
"জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীল সমকান্তি, সেই কান্তি জগত মাতায়।
শৃঙ্গাররসসার ছানি, তাতে চন্দ্রজোৎস্নাসানি জানি বিধি নিরমিল তায়॥"

শ্রীমতী বলিতেছেন—'সখি ! এই নবজলদকান্তি পুরুষের অঙ্গে সুবর্ণনিন্দি পীতবসন শোভা পাইতেছে, ইহার মস্তকে শিখিপুচ্ছের চূড়া, মোহন-বস্ত্রবেশধারী পরমসুখী, পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর বদনে মুরলী বিন্যাসপূর্বক বাদন করিতেছেন।' শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর, মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখি-পাখা, উপরে দিয়াছে দেখা, আর ধনু বৈজয়ন্তীমাল॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি, বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল, চিত্র চন্দ্রের তাহাতে উদয়॥" (ঐ)

শ্রীরাধারাণী সখীকে প্রশ্ন করিতেছেন, 'সখি ! মুরলী বাদন করিতে করিতে যিনি আমার বুদ্ধিকে হরণ করিতেছেন, এই পুরুষ কে ?' শ্রীমতীর মাদনাখ্য প্রেমের নিকট শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য ক্ষণে ক্ষণেই অভিনব। 'নবরে নব নিতুই নব'। সুতরাং সখীর নিকট শ্রীমতীর এইপ্রকার প্রশ্ন কোন বিচিত্র নহে। শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। শ্রীরাধারাণীর বাণীটিই যথাবৎ এইশ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

একং স্বপ্নবরং শৃণুষ্ব ললিতে হা হা সখি শ্রাবয়
স্বপ্নে পুষ্পহৃতৌ ত্বয়া সহ ময়া প্রাপ্তে বনে মৎপুরঃ।
ত্বন্বত্যা দর বীক্ষ্য চঞ্চল-দৃশানঙ্গং সদঙ্গং বলাৎ
স্মেরঃ কশ্চন মেঘসুন্দরবপুস্ত্বামালিলিঙ্গোন্মদঃ ॥৮॥

অনুবাদ—শ্রীরাধিকা বলিলেন—সখি! ললিতে! একটি মনোহর স্বপ্নের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর! ললিতা বলিলেন—আহা সখি! শ্রবণ করাও! শ্রীরাধা বলিলেন, স্বপ্নে আমি তোমার সহিত কুসুম-চয়নের জন্য বনে গিয়াছি। সেখানে দেখি, অনঙ্গকে শীঘ্র সদঙ্গদানকারী একটি মেঘতুল্য অতি সুন্দর যুবা-পুরুষ চঞ্চল নয়নে তোমায় ঈষদ্ অবলোকন করিয়া উন্মত্ত হইয়া মধুর হাস্যের সহিত তোমায় আলিঙ্গন করিলেন॥৮॥

টীকা—একমিতি। হে ললিতে একং স্বপ্নবরং শৃণুষ্ব। ললিতাহ হা হা সখি রাধে শ্রাবয়। পুনা রাধাহ। স্বপ্নে ত্বয়া সহ ময়া পুষ্পহৃতৌ পুষ্পহরণায় বনে প্রাপ্তে সতি মেঘসুন্দরবপুঃ কশ্চন উন্মদঃ উন্মত্তঃ সন্ মৎপুরো মম সম্মুখে ত্বামালিলিঙ্গ আলিঙ্গিতবান্ কিং কৃত্বা চঞ্চলদৃশা দর ঈষদ্বীক্ষ্য। দৃশাবিষ্টু-ত্বয়া বলাৎ হঠাৎ অনঙ্গম্ অঙ্গরহিতং সদঙ্গম্ অঙ্গসহিতং ত্বন্বত্যা কুর্ব্বত্যা। অত্র প্রথমপাদে স্বপ্নবরং শৃণ্বিত্য-নেনৈব পুষ্পহরণস্য স্বপ্নলব্ধিত্বে প্রাপ্তে দ্বিতীয় পাদাদৌ স্বপ্ন ইতি করণে পুনরুক্তত্বারূপার্থদোষস্তু সবিস্ময় বক্তুরুক্ত্যাবদোষ এবেতি মন্তব্যম্। তথা চালঙ্কারকৌস্তুভে। বিবাদে বিস্ময়ে হর্ষে কোপে দৈন্যেঽব-ধারণে। উদ্দেশ প্রতিনির্দ্দেশ্য বিষয়ে চ প্রসাদনে। অনুক্রম্যাদিকে চাপি পৌনরুক্ত্যং ন দুষ্যতীতি॥৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্লোকেও স্বরূপাবিষ্ট দশায় শ্রীরাধারাণী এবং ললিতার পরস্পরের কথোপকথনের অনুবাদ করিতেছেন। প্রাতঃকাল, যাবটে শ্রীরাধারাণীকে জাগাইয়া সূর্য-পূজার উপদেশ দানের নিমিত্ত মুখরা 'নাতিনি—নাতিনি' ডাকিতে ডাকিতে শ্রীরাধারাণীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। মুখরার আহ্বানে বিশাখা জাগরিত হইয়া শ্রীমতীকে জাগাইলে নিশাকালীন রতিরসালসে শ্রীমতী ধীরে ধীরে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। শ্রীমতীর অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাত্রিকালীন পরিবর্তিত পীতবাস দর্শনে মুখরা রুষ্টা হইয়া তিরস্কার আরম্ভ করিলে, বিশাখা 'প্রাতঃকালীন সূর্যা-লোকে শ্রীরাধার স্বর্ণদ্যুতি অঙ্গের নীলবাসই পীতবর্ণ দেখা যাইতেছে বলিয়া বৃদ্ধাকে বঞ্চনা করিলেন। বৃদ্ধা লজ্জিতা হইয়া চলিয়া গেলে ক্রমশঃ ললিতাদি সখীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই **"পীতবাস'** লইয়া হাস্য-পরিহাসের তরঙ্গ ছুটিল। স্ফুরণে শ্রীপাদ রঘুনাথ তুলসীমঞ্জরীরূপে সেখানে থাকিয়া শ্রীমতীর

"সজল জলদ কাঁতি মদন-মোহন। পরিধানে পীতাম্বর কাঞ্চন-বরণ॥
বস্ত্রবেশ তাঁর কিবা অপূর্ব্ব রচনা। ভুবন-মোহন রূপ না হয় বর্ণনা॥
চন্দ্র কোটী ঝলমল শ্রীমুখ-মণ্ডলে। মোহন মুরলি ধরি কদম্বের মূলে॥
কেবা সখি! এই অতি অপূর্ব্ব দর্শন! সুমধুর বংশীরবে হরে বুদ্ধি-মন॥"৭॥

পরিচর্যা করিতে করিতেই সখীগণসঙ্গে শ্রীমতীর পরিহাস-রস-সায়রে সন্তরণ করিতেছেন !

শ্রীরাধারাণী বলিলেন—'সখি ললিতে ! এইমাত্র একটি অতি সুন্দর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম।' শ্রীমতীর স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়—**স্বপ্নবিলাস**। সাক্ষাৎ অপেক্ষাও তাহাতে কোন নিবিড় ও অনির্বাচ্য আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে। যেমন পূর্বরাগদশায় স্বপ্নে দর্শন করিতেছেন—

"কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম। মূরতি মরকত অভিনব কাম ॥
প্রতি অঙ্গ কোন্ বিধি নিরমিল কিসে। দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিলুঁ স্বপনে। খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে। চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতি কুল নাশে ॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু-ভঙ্গী। আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী ॥
মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়। পরাণ যেমন করে কি কহিব কায় ॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে। বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে ॥"

(পদকল্পতরু)

শ্রীরাধারাণী মনোহর স্বপ্নদর্শনের কথা বলিলে, শ্রীমতী ললিতা ভাবিলেন, নিশ্চয়ই সে স্বপ্নবার্তা অতি মধুরাতিমধুরই হইবে। তাই উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন—**"হা হা সখি! শ্রাবয়"** 'আহা সখি ! শ্রবণ করাও !' শ্রীরাধারাণী বলিলেন—'সখি ললিতে ! স্বপ্নে দেখিলাম, তোমার সঙ্গে কুসুমচয়নের নিমিত্ত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছি। সেখানে কত সুন্দর সুন্দর সুগন্ধি কুসুম চয়ন করিতেছি। সেখানে দেখিতেছি একটি মেঘতুল্য স্নিগ্ধ ও কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট যুবাপুরুষ আমাদের সম্মুখে আসিলেন। যিনি অনঙ্গকেও শীঘ্র অঙ্গদান করিয়া সদঙ্গযুক্ত করিতে পারেন।' শ্রীরাধারাণীর কথার তাৎপর্য এইযে, কামের একটি নাম 'অনঙ্গ' বা অঙ্গহীন। বিশুদ্ধ প্রীতির সহিত ঐ অনঙ্গের যোগ না হইলে অনঙ্গ সাঙ্গতা লাভ করিতে পারে না। ব্রজসুন্দরীগণের প্রীতিটি সম্পূর্ণরূপে উপাধি রহিত বলিয়া তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপূর্ণ বিলাসদ্বারা অনঙ্গের আলিঙ্গন চুম্বনাদি অঙ্গসমূহ প্রকটিত হওয়ায় অনঙ্গের অনঙ্গরূপ কলঙ্ক বিদূরিত হইয়াছে এবং সে সদঙ্গতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। আবার শ্রীরাধারাণীর মাদনাখ্য মহাভাবদ্বারাই মদন যথার্থতঃ পরিপূর্ণ-কলেবরে চরম সাফল্য লাভ করিয়াছে। যদিও ব্রজলীলায় প্রাকৃত মদনের কোন স্থান নাই। এখানে শ্রীকৃষ্ণই অপ্রাকৃত নবীনমদন। তথাপি কামের ভিতরে যে নিজেন্দ্রিয়চরিতার্থরূপ স্বার্থাভিসন্ধি একটি উপাধি—ইহাই কামের কলঙ্ক। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবীগণসঙ্গে সম্পূর্ণ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারহিত যে নির্মল সংযোগ, ইহাতে কাম মনে করেন যে তাঁহার সেই কলঙ্ক দূরীভূত হইয়াছে এবং তিনি সাঙ্গত্বলাভে ধন্য হইয়াছেন। এইজন্যই শ্রীরাধারাণী বলিলেন—'সখি ললিতে! সেই মেঘশ্যাম নবীন যুবা অনঙ্গকে সদঙ্গযুক্ত করিতে পারেন। তিনি তোমার প্রতি ঈষদবলোকন করিয়া মৃদুমধুর হাস্যের সহিত তোমায় আলিঙ্গন করিলেন।' যদিও শ্রীমতীর এইপ্রকার পরিহাসবাণী শ্রবণে শ্রীললিতা কি বলিলেন—সে বিষয় শ্রীপাদ রঘুনাথ কিছু উল্লেখ করেন নাই, তথাপি

দৃষ্ট্বা গোপতিনন্দনস্য কদনং বেণুর্গতো মূকতাং
সর্ব্বে' স্থাবরজঙ্গমা ব্রজবনীজাতা যযুঃ ক্ষীণতাম্ ।
সোঽপি ব্যগ্রসুহৃদ্বৃতো ভুবি লুঠন্নাস্তে বিভূষঃ কৃশো
রাধে ত্বন্তু মুদা সদাধিপয়সা মানোরগং পোষয় ॥৯॥
ক্ব রাধে ত্বং সাক্ষাদিত ইতবতী তদ্বশমিমং
জনং হা হাগত্য স্নপয় কৃপয়া কৌতুকরসৈঃ ।
ইতি ব্যগ্রং শশ্বন্মুরলি-বিবরে ঘর্ঘররবং
বিতন্বানে কৃষ্ণে স্মিতবলিত বামেয়মুদভূৎ ॥১০॥

অনুবাদ—হে রাধে ! গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মর্মপীড়া দর্শনে বেণু মূক হইয়াছে, বৃন্দাবনের সব স্থাবর-জঙ্গম ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্যাকুলিত সখাগণে-পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণও বেশভূষারহিত ও কৃশতা-প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন। কেবল তুমিই একাকী সহর্ষে মানসপীড়ারূপ দুগ্ধদ্বারা মানরূপ সর্প'কে পোষণ করিতেছ ॥৯॥

'হা রাধে ! তুমি কোথায় ? হায় ! এই দীনজন যে তোমারই। তুমি কৃপা করিয়া এখানে আগমনপূর্বক সাক্ষাৎ দর্শনদানে কৌতুকরসদ্বারা আমার প্রাণরক্ষা কর।' শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুলপ্রাণে মুরলী-বিবরে ঘর্ঘরধ্বনিতে এইপ্রকার গান করিলে মানিনী শ্রীরাধা মৃদুহাস্যমণ্ডিত বদনে তথায় উপস্থিত হইলেন ॥১০॥

টীকা—দৃষ্ট্বেতি। সিদ্ধাবস্থয়ৈব শ্রীরাধাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণাদিক্লেশমনুভূয় স্বয়মেব কথয়তি। হে রাধে গোপতিনন্দনস্য কদনং ক্লেশং দৃষ্ট্বা বেণুঃ মূকতাং গতঃ। এবং ব্রজবনীজাতা ব্রজবন্যামুদ্ভূতাঃ সর্ব্বে

শ্রীললিতাদি সখীগণ শ্রীমতীর এই জাতীয় পরিহাসবাণী কখনই নীরবে সহ্য করেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে ললিতা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেন—'সখি রাধে ! স্বপ্নের নিয়ম কি জান ? স্বপ্নে অন্যকে ফল পাইতে দেখিলে জাগরণে উহা নিজেরই লভ্য হইয়া থাকে। সুতরাং মেঘশ্যামল সেই যুবার আলিঙ্গন ফল তুমিই শীঘ্র লাভ করিবে—একটু সহিয়া থাক।' যাহা হউক, স্ফূর্তির বিরামে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার এই পরিহাসোক্তিটি শ্লোকচ্ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"শ্রীরাধিকা কহিলেন শুনগো ললিতে। অপরূপ স্বপ্ন আজ দেখিনু নিশীথে ॥
কৌতুকেতে ললিতাজী কহিলা তখন। স্বপন-বৃত্তান্ত মোরে করাহ শ্রবণ ॥
কুঞ্জেশ্বরী কহে আমি তোমার সঙ্গেতে। বনেতে গমন করি পুষ্প-চয়নেতে ॥
আচম্বিতে দেখি আমি অঙ্গহীন কাম। অনঙ্গ শ্রীঅঙ্গ ধরি অগ্রে বর্ত্তমান ॥
অভিনব জলধর শ্যামল-সুন্দর। কটাক্ষেতে কামবাণ বর্ষে নিরন্তর ॥
সুমধুর হাস্য করি পুরুষ-রতন। উন্মত্ত হইয়া তোমা করে আলিঙ্গন ॥"৮॥

দৃষ্ট্বা গোপতিনন্দনস্য কদনং বেণুর্গতো মূকতাং
সর্ব্বে' স্থাবরজঙ্গমা ব্রজবনীজাতা যযুঃ ক্ষীণতাম্।
সোঽপি ব্যগ্রসুহৃদ্বৃতো ভুবি লুঠন্নাস্তে বিভূষঃ কৃশো
রাধে ত্বন্তু মুদা সদাধিপয়সা মানোরগং পোষয় ॥৯॥
ক্ব রাধে ত্বং সাক্ষাদিত ইতবতী তদ্বশমিমং
জনং হা হাগত্য স্নপয় কৃপয়া কৌতুকরসৈঃ।
ইতি ব্যগ্রং শশ্বন্মুরলি-বিবরে ঘর্ঘররবং
বিতন্বানে কৃষ্ণে স্মিতবলিত বামেয়মুদভূৎ ॥১০॥

অনুবাদ—হে রাধে! গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মর্মপীড়া দর্শনে বেণু মূক হইয়াছে, বৃন্দাবনের সব স্থাবর-জঙ্গম ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্যাকুলিত সখাগণে-পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণও বেশভূষারহিত ও কৃশতা-প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন। কেবল তুমিই একাকী সহর্ষে মানসপীড়ারূপ দুগ্ধদ্বারা মানরূপ সর্পকে পোষণ করিতেছ ॥৯॥

'হা রাধে! তুমি কোথায়? হায়! এই দীনজন যে তোমারই। তুমি কৃপা করিয়া এখানে আগমনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ দর্শনদানে কৌতুকরসদ্বারা আমার প্রাণরক্ষা কর।' শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুলপ্রাণে মুরলী-বিবরে ঘর্ঘরধ্বনিতে এইপ্রকার গান করিলে মানিনী শ্রীরাধা মৃদুহাস্যমণ্ডিত বদনে তথায় উপস্থিত হইলেন ॥১০॥

টীকা—দৃষ্ট্বেতি। সিদ্ধাবস্থয়ৈব শ্রীরাধাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণাদিক্লেশমনুভূয় স্বয়মেব কথয়তি। হে রাধে গোপতিনন্দনস্য কদনং ক্লেশং দৃষ্ট্বা বেণুঃ মূকতাং গতঃ। এবং ব্রজবনীজাতা ব্রজবন্যামুদ্ভূতাঃ সর্ব্বে

শ্রীললিতাদি সখীগণ শ্রীমতীর এই জাতীয় পরিহাসবাণী কখনই নীরবে সহ্য করেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে ললিতা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেন—'সখি রাধে! স্বপ্নের নিয়ম কি জান? স্বপ্নে অন্যকে ফল পাইতে দেখিলে জাগরণে উহা নিজেরই লভ্য হইয়া থাকে। সুতরাং মেঘশ্যামল সেই যুবার আলিঙ্গন ফল তুমিই শীঘ্র লাভ করিবে—একটু সহিয়া থাক।' যাহা হউক, স্ফূর্তির বিরামে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার এই পরিহাসোক্তিটি শ্লোকচ্ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"শ্রীরাধিকা কহিলেন শুনগো ললিতে। অপরূপ স্বপ্ন আজ দেখিনু নিশীথে॥
কৌতুকেতে ললিতাজী কহিলা তখন। স্বপন-বৃত্তান্ত মোরে করাহ শ্রবণ॥
কুঞ্জেশ্বরী কহে আমি তোমার সঙ্গেতে। বনেতে গমন করি পুষ্প-চয়নেতে॥
আচম্বিতে দেখি আমি অঙ্গহীন কাম। অনঙ্গ শ্রীঅঙ্গ ধরি অগ্রে বর্ত্তমান॥
অভিনব জলধর শ্যামল-সুন্দর। কটাক্ষেতে কামবাণ বর্ষে নিরন্তর॥
সুমধুর হাস্য করি পুরুষ-রতন। উন্মত্ত হইয়া তোমা করে আলিঙ্গন।"৮॥

স্থাবরজঙ্গমাঃ ক্ষীণতাং যযুঃ। সোঽপি গোপতিনন্দনোঽপি ব্যগ্রসুহৃদ্বৃতঃ সন্ বিগতভূষণঃ সন্ ভুবি লুঠন্ বর্ত্ততে। যেনৈতেষাং ভবদ্দুর্দ্দামেতাদৃশী দশা জাতা তস্য পালনমবশ্যং কর্ত্তব্যমিত্যাহ তু পুনস্ত্বম্ আধি-পয়সা মানসীব্যথারূপ দুগ্ধেন কৃত্বা মুদা হর্ষেণ মানোরগং মানসর্পং পোষয় পুষ্টং কুরু। পয়সা পোষিতঃ সর্পঃ পোষকস্যাপ্যনর্থকৃদ্ভবতীতি ন্যায়েন মানস্ত্বাং ভোক্ষতীতি ধ্বনিঃ। ত্বয়িভুক্তায়াং সত্যাং ত্বদ্বিরহেণ বয়মপি মরিষ্যাম ইত্যনুধ্বনিঃ। এতাদৃগনর্থ পরম্পরাং জ্ঞাত্বা মানং ত্যক্ত্বা প্রাণনাথমভিসরেত্যতো ধ্বনিরেতে-নোত্তমোত্তমমিদং কাব্যম্। তথাচ। ধ্বনেধ্বর্ন্যন্তরোদগারে তদেবহ্যুত্তমোত্তমমিত্যলঙ্কারকৌস্তুভঃ ॥৯॥

হে রূপমঞ্জরি অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ ক্বেতি। হে রাধে ত্বম্ ইতোঽস্মাৎ স্থানাৎ ক্ব কুত্র সাক্ষাদ্দর্শনকাল এব ইতবতী গতবতী। গমিষ্যাম্যেব নাত্র কিমপি প্রয়োজনমিতি চেৎ শৃণু প্রয়োজন-মিত্যাহ। হা হা ইতি খেদে আগত্য ইমং মদ্বিধং ত্বদ্বশং ত্বদায়ত্তং জনং কৌতুকরসৈঃ করণৈঃ কৃপয়া স্নপয় ইত্যনেন প্রকারেণ কৃষ্ণে শশ্বন্নিরন্তরং ব্যগ্রং যথাস্যাত্তথা মুরলিবিবরে মুরলিচ্ছিদ্রে ঘর্ঘররবং বিতস্বানে বিস্তারয়তি সতি ইয়ং স্মিতসবলিতবামা রাধা উদভূৎ উপস্থিতা বভূব। স্মিতেন সবলিতা মিশ্রিতা সা চাসৌ বামা চেতি। নন্বত্র বামায়াঃ স্মিতসবলিতত্বং সাধ্যং তত্তু কর্ম্মধারয়োত্তরপদার্থপ্রধানত্বাৎ গুণীভূত-মিতি সমাসগতাবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষাপত্তিঃ স্যাৎ। তত্রোচ্যতে। বাচ্যার্থ সাদগুণ্যেন সামাজিকানাং শ্রীকৃষ্ণদৈন্যভাবাবিষ্টচিত্তানাং তদাস্বাদন এব নিমগ্নানাং পশ্চাদ্ধর্ষভাবাস্বাদনেঽসম্যগভিনিবিষ্টানামাস্বাদ-নোপকর্ষকরণাৎ কীটানুবিদ্ধমণিবন্ন দোষতাবকাশঃ। উক্তঞ্চ দর্পণে। কীটানুবিদ্ধরত্নাদিসাধারণ্যেন কাব্যতা। দুষ্টেষ্বপি মতা যত্র রসাদ্যনুগমঃ স্ফুট ইতি। স্মিত বলিত রামেতি রেফাদি পাঠে স্মিতবলিত রাগেব রমণী যা ইয়ং রাধেতি স্মিতবলিতরামেত্যস্য সমুদায়স্য উদ্দেশ্যত্বে ইয়মিত্যস্য বিধেয়ত্বমিতি ন বাক্যগতপৌর্ব্বাপর্য্যবিপর্য্যয়াবিমৃষ্টবিধেয়াংশদোষ ইতি ॥১০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফুরণের কি নিবিড়তা! যেন সাক্ষাৎ চক্ষে দেখিয়াই লীলাগুলি বর্ণনা করিতেছেন। স্বপ্রকাশ লীলাসমূহও ছবির ন্যায় শ্রীপাদের অনুরাগরঞ্জিত নয়নের সম্মুখে স্বয়ং উদিত হইতেছেন। এইশ্লোকে শ্রীরাধার দুর্জয়মানের স্ফুরণ। সঙ্কেতকুঞ্জে শ্রীমতী শ্যাম-সুন্দরের সহিত মিলনাশায় বহুক্লেশে নিশিযাপন করিয়াছেন। কিঙ্করী তুলসী স্বামিনীর সুখ-দুঃখের চির-সঙ্গিনী। কখনো শ্যামকে বৃন্দাবনে অন্বেষণ করিয়া কখনো বা শ্রীমতীকে ধৈর্যদান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রি কাটাইয়াছেন। প্রাতঃকালে অন্যনায়িকার সম্ভোগ-বিলসিত-নায়ক শ্রীরাধারাণীর কুঞ্জে আসিয়াছেন। খণ্ডিতা শ্রীমতী কুটিল-নয়নে অপরাধী নায়কের প্রতি বলিতেছেন—

"যামিনী জাগি অলস দিঠি-পঙ্কজ কামিনী-অধরক রাগ।
বান্ধুলী অরুণ অধরে ভেল কাজর ভালোপরি' অলতক দাগ ॥
মাধব! দূর কর কপট সুলেহ।
হাতক কঙ্কন কিয়ে দরপণে হেরি চল তুহুঁ তাকর গেহ ॥

সো স্মর-সমরে সুধীর কলাবতী রতি-রণে বিমুখ না ভেল।
নখর কৃপাণে হানি উর অন্তর প্রেম-রতন হরি নেল॥
প্রেম-ধন-হীন পুরুষে অব কো ধনী জানি করব বিশোয়াস।
গুণবিনু হার সাখী এক তুয়া হিয়ে দোসর গোবিন্দ দাস॥" (পদকল্পতরু)

শ্যামসুন্দর করজোড়ে কত অনুনয়-বিনয়ের সহিত স্বামিনীর প্রসাদ কামনা করিতেছেন—

"মানিনী ! করজোড়ে কহি পুন তোয়।
বিনি অপরাধে বাদ দেই ভামিনি কাহে উপেখসি মোয়॥
তুয়া লাগি সব নিশি জাগিয়া পোহাইলুঁ একলি নিকুঞ্জক মাহ।
তোহারি বিয়োগে হাম বন মাহা লুঠলুঁ তুহুঁ রতি-চিহ্ন কহ তাহ॥
গোকুল-মণ্ডলে কতয়ে কলাবতী হাম নাহি পালটি নেহারি।
নিশি দিশি তুয়া গুণ ভাবিয়ে এক-মন কি কহব কহই না পারি॥
কোপে কমল-মুখি কছু নাহি শুনসি তুয়া নিজ কিঙ্কর হাম।
বংশীবদন অব কতয়ে সমুঝায়ব কোপিনী কামিনী ঠাম॥" (ঐ)

শ্রীমতী অপরাধী নায়কের এই মিথ্যা চাতুরীতে ভুলিলেন না, শ্যামের কপটবাক্য শ্রবণে বলিলেন—

"দূর কর মাধব কপট সোহাগ। হাম সমুঝল সব তুয়া অনুরাগ॥
ভাল ভেল অলপে মিটল সব দ্বন্দ্ব। ভাল নহে কবহুঁ আশ পরিবন্ধ॥
তুহুঁ গুণসাগর সেহ গুণ জান। গুণে গুণে বাঁধল মদন পাঁচবাণ॥
তুরিতে চলহ তাঁহা না কর বেয়াজ। ভ্রমর কি তেজই নলিনী-সমাজ॥
কৈতবিনী হামরা কৈতব নাহি তায়। তোহারি বিলম্ব অব নাহিক জুয়ায়॥
বিমুখ ভেল ধনী গদ গদ ভাষ। বিনতি না শুনল বলরামদাস॥" (ঐ)

অপরাধী নায়ক নিজের অপরাধ জানিয়া গলদশ্রুধারে গদগদকণ্ঠে মানিনীর শ্রীচরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন।

"অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ। করজোড়ে মাধব মাগে পরসাদ॥
নয়নে গলয়ে লোর গদগদ বাণী। রাইক চরণে পসারল পানি॥
চরণ-যুগল ধরি করু পরিহার। রোই রোই বচন কহই নাহি পার॥
মানিনী না হেরই নাহ বয়ান। পদতলে লুঠয়ে নাগর কান॥
চরণ ঠেলি জনি যাওত রাই। বলরামদাস কানু-মুখ চাই॥" (ঐ)

নাগর বহুচেষ্টা করিলেও মানিনীর মানের অবসান হইল না। নাগর নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণপর একজন দূতী আসিয়া শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা যাহা বর্ণনা করিতেছেন

তাহাই নবমসংখ্যক শ্লোকে অনুবাদ করা হইয়াছে। দূতী বলিতেছেন—'হে রাধে! গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা শ্রবণ কর।' 'গোপেন্দ্রনন্দন' বলাতে 'এই রাজকুমার ব্রজে সকলেরই জীবন স্বরূপ তাঁহাকে এইপ্রকার দুঃখ দেওয়া তোমার সমুচিত নহে' দূতীবাক্যে ইহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'সেই গোপেন্দ্র-নন্দনের মর্মপীড়া দর্শনে বেণু মূক হইয়াছে।' বেণু যদি মূক না হইত তবে তাহার মোহনগানে তোমার এই দুর্জয়মানের অপগম হইতে পারিত কিন্তু তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই, এই কথা ব্যঞ্জিত হইল। 'বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে' এইবাক্যে শ্রীরাধার মানাপগমের নিমিত্ত তাঁহার প্রাণসম-প্রিয় ব্রজের স্থাবর-জঙ্গমের দুরবস্থা জ্ঞাপন করা হইতেছে। 'শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুলিত সখাগণে পরিবৃত, বেশ-ভূষা রহিত ও কৃশতাপ্রাপ্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন।' 'শ্রীকৃষ্ণ কৃশতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন' এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ আহার, নিদ্রাদি ত্যাগ করিয়াছেন এবং 'বেশভূষা ত্যাগ করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন বলাতে' 'তোমার বিরহে প্রাণান্তক দুঃখভোগ করিতেছেন' ইহা বুঝা যাইতেছে! 'প্রাণাধিক প্রিয়সখার তাদৃশ অবস্থাদর্শনে তাঁহার সমপ্রাণ সখাগণও সাতিশয় ব্যাকুলিত হইয়াছেন। তোমার মানের জন্য ব্রজের সকলেই প্রাণান্তকর দুঃখভোগ করিতেছেন, একাকী কেবল তুমিই মানসপীড়ারূপ দুঃখদ্বারা মানরূপ সর্পকে পোষণ করিয়া আনন্দ কামনা করিতেছ।' মান পোষণ করিয়া শ্রীরাধারাণী নিজেও যে দুঃখ পাইতেছেন, তাহা 'মানসপীড়ারূপ দুগ্ধদ্বারা' এই কথায় স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে। দুগ্ধদ্বারা সর্প পোষণ করিয়া আনন্দলাভের ইচ্ছা করা যেমন মহা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়, কারণ সেই সর্প পোষ্টাকেই দংশন করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই মানসর্প শ্রীরাধাকেও মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন করিবে, ইহা দূতীবাক্যে ব্যঞ্জিত হইল। সুতরাং 'সকলেরই দুঃখদায়ক এই মানসর্পকে ত্যাগ করাই বুদ্ধিমত্তার কার্য অতএব শীঘ্র প্রসন্না হও মান ত্যাগ করিয়া প্রাণনাথকে সুখী কর।'

দূতীর মুখে প্রাণনাথের দুর্দশার কথা তাঁহার দুঃখানুভূতিতে সখা-সখীগণ এমনকি বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গমের দুঃখের কথা শ্রবণে শ্রীমতীর মান শিথিলিত হইয়াছে। ইত্যবসরে বেণুর ঘর্ঘর ধ্বনি শ্রীমতীর কর্ণগোচর হইল, শ্রীরাধার বিরহে শ্যামসুন্দরের বেণুবাদ্যের শক্তি লোপ পাইয়াছে, তবু মনের ব্যথা অতিকষ্টে শ্রীমতীকে বেণুদ্বারে জানাইতেছেন, তাই বেণুর ঘর্ঘরধ্বনি। অথবা শ্যামসুন্দরের দুঃখ দর্শনে বেণুর বাজিবার শক্তি নাই, তাই তাহার ঘর্ঘরধ্বনি। বেণুদ্বারে শ্যাম স্বীয় মনোবেদনা শ্রীমতীকে জানাইতেছেন, 'হা রাধে! এই দীনজন যে তোমারই; তোমা-বিহনে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে! তুমি কৃপা করিয়া স্বয়ং এখানে আগমনপূর্বক দর্শনদানে এই দীনজনের প্রাণরক্ষা কর। তুমি স্বয়ং এখানে আগমন না করিলে আমার আর তোমার নিকট গমনের শক্তি নাই। তুমি আসিয়া কৌতুকরস সিঞ্চনে আমায় আনন্দিত কর।' বেণুদ্বারে শ্রীকৃষ্ণ এই মনের বেদনা শ্রীমতীর নিকট জ্ঞাপন করিলে শ্রীমতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। হাস্যমণ্ডিতবদনে শ্যামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সুখী করিলেন শ্রীশ্রীরাধামাধবের মিলন হইল। কিঙ্করী তুলসী মানাবসানে যুগলমিলনমাধুরী আস্বাদন করিলেন।

কৃত্বা বামকরেঽস্য কার্ম্মুকময়ে পৌষ্পং করস্থাপর-
স্থাভুগ্নাঙ্গুলি-যুগ্মকেন সরলং ন্যস্যেষুমস্মিন্ পুরঃ।
কঃ শ্যামো নটবেশ এষ সুহৃদাং সঙ্গেন রঙ্গং সৃজন্
স্মেরঃ সুন্দরি বংভ্রমীতি মদনস্যোন্মাদি দৃগ্বিভ্রমঃ ? ১১ ॥

শ্যামাশ্যাম-নিকাম-কামসমরোজ্জৃম্ভচ্যুতালঙ্কৃতি-
স্তোমামোদিত-মাল্যকুঙ্কুমহিমব্যাকীর্ণকুঞ্জং মুদা।
দৃষ্ট্বাগত্য সখি শ্রমেণ পবনং দূরে ভজত্তদ্যুগং
দ্রষ্টুং ন্যস্তদৃশৌ কদাপি ময়ি তৎ স্মেরাং দৃশং ধাস্যতি ? ১২ ॥

"অপরূপ রাধা-মাধব-রঙ্গ। দুর্জ্জয় মনিনী মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই-বয়ান। হেরই মুখ-শশী সজল নয়ান॥
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল। দুহুঁ জন মন মাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁজন আকুল দুহুঁ করু কোর। দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥" (ঐ)

শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফূর্ত্তির বিরাম হইল। স্বরূপাবিষ্টদশায় শ্লোকদ্বয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"হে রাধে! হে মানিনি! এই বৃন্দাবনে। ব্রজনব যুবরাজ-দুঃখ দরশনে॥
মোহন মুরলি কুঞ্জে পড়িয়া রয়েছে। 'জয় রাধে রাধে' বলি আর নাহি বাজে॥
অতি ক্ষীণ হইয়াছে স্থাবর-জঙ্গম। রজেতে লুটায় কৃষ্ণ ছাড়িয়া ভূষণ॥
ব্যাকুলিত সুহৃদগণে হৈয়া পরিবৃত। তোমার বল্লভ কৃষ্ণ ভূমেতে লুণ্ঠিত॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দনে দেখি অতি ক্ষীণকায়। সকল জনার মন কাঁদে উভরায়॥
হে রাধে! তুমি শুধু হরষিত হইয়া। মানসিক ব্যথারূপ দুগ্ধ মাত্র দিয়া॥
মহামান-ভুজঙ্গেরে করিছ পোষণ। কহ ধনি কেন তব হেন আচরণ ?" ৯॥

"হে রাধে! সাক্ষাৎ রূপে দেখি যে তোমায়। হেথা হৈতে কোথা যাও বলগো ত্বরায়॥
যদি বল এই কুঞ্জে নাহি প্রয়োজন। প্রয়োজন আছে তব করহ শ্রবণ॥
হায় কি বেদনা প্রাণে তুয়া অদর্শনে। তোমার অধীন আমি ওরাঙ্গা চরণে॥
কৃপা করি প্রিয়তমা করি আগমন। কৌতুক যে রসামৃত করহ সিঞ্চন॥
এত বলি নাগরেন্দ্র ব্যাকুল হইয়া। ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমঠামে মুরলি লইয়া॥
সদা ঘর ঘর রব বিস্তার করিয়া। শ্রবণেতে শ্রীরাধিকা পুলকিত হিয়া॥
মান করি থাকিলেও সহাস্যবদনে। উপনীত হইলেন গোবিন্দ-চরণে॥"১০॥

সুবলসখাধরপল্লব-সমুদিত-মধুমাধুরীলুব্ধাম্।
রুচিজিতকাঞ্চনচিত্রাং কাঞ্চনচিত্রাং পিকীং বন্দে ॥১৩॥
বৃষরবিজাধরবিম্বী-ফলরসপানোৎকমদ্ভুতং ভ্রমরম্।
কৃতশিখিপিঞ্ছকচূলং পীতদুকূলং চিরং নৌমি ॥১৪॥
জিতঃ সুধাংশুর্যশসা মমেতি
গর্ব্বং পরং মা কুরু গোষ্ঠবীর।
তবারি-নারী-নয়নাম্বুপালী
জিগায় তাতং সততং যতোঽস্য ॥১৫॥

অনুবাদ—হে সুন্দরি! যাঁহার দৃষ্টিবিলাস মদনেরও উন্মাদক—সেই শ্যামলবরণ নটবেশধারী অদ্য বামকরে পুষ্পধনু ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিযুগলে একটি সরল পুষ্পবাণ যোজনার ভঙ্গীমায় সখাগণের সঙ্গে নর্মরসের সৃষ্টি করিতে করিতে হাস্যবদনে আমার সম্মুখে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন—ইনি কে?১১॥

হে সখি! শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম বিপুল কন্দর্পসমরে তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ হইতে বিগলিত অলঙ্কার-সমূহে এবং বিমর্দ্দিত কুসুমমালা, কুঙ্কুম ও চন্দন-কর্পূরাদি সুশীতল প্রলেপাদিতে পূর্ণ কুঞ্জভবন হৃষ্টমনে দর্শন করিয়া শ্রমবশতঃ কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া সুশীতল বায়ু সেবন করিতেছেন, তৎকালে আমি তাঁহাদের দর্শন করিলে তাঁহারা কি হাস্যমধুর নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন? ১২॥

সুবলসখা শ্রীকৃষ্ণের অধরপল্লব-সমুদিত মধুরমাধুরীতে যিনি লুব্ধা, যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি কাঞ্চন-রুচিকেও পরাজিত করিয়াছে—সেই অদ্ভুত কাঞ্চন-পিকী শ্রীরাধিকাকে আমি বন্দনা করি ॥১৩॥

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার অধররূপ বিম্বফলের রসাস্বাদনে উৎসুক শিখিপিঞ্ছচূড়, পীতাম্বর কোন অদ্ভুত ভ্রমরকে আমি চিরকাল প্রণাম করি ॥১৪॥

হে গোষ্ঠবীর শ্রীকৃষ্ণ! 'আমার যশোরাশি চন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছে' বলিয়া বৃথা গর্ব করিও না, যেহেতু তোমার শত্রু-স্ত্রীগণের নয়নাশ্রুধারা চন্দ্রের পিতা সমুদ্রকেও জয় করিয়াছে ॥১৫॥

টীকা—কুত্বেতি। অয়ে সুন্দরি হে রূপমঞ্জরি ক এষ নটবেশঃ শ্যামঃ পুরঃ সম্মুখে বংভ্রমীতি ভৃশং বক্রং ভ্রমতীত্যন্বয়ঃ। কিং কৃত্বা অদ্য সম্প্রতি পৌষ্পং কার্ম্মুকং পৌষ্পধনুর্ব্বামকরে কৃত্বা অপরস্য দক্ষিণস্য করস্য আভুগ্নাঙ্গুলিযুগ্মকেন পুটিতাঙ্গুলিযুগলেন কৃত্বা অস্মিন্ ধনুষি সরলম্ ইষুং বাণং ন্যস্য। কিম্ভূতঃ মদনস্য কামস্য উন্মাদী দৃগ্বিভ্রমো যস্য সঃ। কিং কুর্ব্বন্ স্মেরঃ সন্ সুহৃদাং সঙ্গেন রঙ্গং সৃজন্ ॥১১॥

শ্যামেতি। হে সখি রূপমঞ্জরি! তদ্যুগং কর্ত্তৃ ময়ি কদাপি তৎ স্মেরাং দৃশং ধাস্যতি ধারয়িষ্যতী-ত্যন্বয়ঃ। ময়ি কিম্ভূতে দ্রষ্টুং ন্যস্তা দৃশির্যেন তস্মিন্। দৃশীতি ক্রুঞ্চাদিত্বাদিপ্রত্যয়ঃ। তদ্যুগং কিম্ভূতং শ্যামেতি শ্যামা রাধা শ্যামঃ কৃষ্ণস্তয়োর্নিকামো যথেষ্টো যঃ কামসমরস্তেন য উজ্জৃম্ভো গাত্রগ্লানি স্তম্মাচ্যুতোঽঙ্গাদগলিতো যোঽনঙ্কৃতিস্তোমোঽলঙ্কারসমূহস্তেন আমোদিতা অনুৎকৃষ্টীকৃতা যে মাল্যকুঙ্কুম-

হিমাদ্যৈশ্চ ব্যাকীর্ণং মিশ্রিতং কুঞ্জং মুদা হর্ষেণ দৃষ্ট্বা আগত্য অর্থাৎ কুঞ্জাৎ শ্রমেণ হেতুনা দূরে পদনং ভজৎ গৃহ্ণৎ ॥১২॥

পুনঃ সাধকাবস্থামবলম্ব্য পদ্যত্রয়েণ স্তৌতি সুবলেত্যাদি। অত্র নির্ম্মিতং সুবলাদি পদ্যত্রয়ং স্বনিয়মদশকাদৌ মঙ্গলাচরণরূপেণ দত্তমতো ন পুনরুক্ততা। পদ্যত্রয়ং তত্রৈব ব্যাখ্যাতম্ ॥১৩॥১৪॥১৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ প্রার্থনামৃতের একাদশশ্লোকেও শ্রীরাধারাণীর বাণীর অনুবাদ করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনে ঋতুরাজ বসন্তের আগমন হইয়াছে। যদিও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলানিকেতন শ্রীবৃন্দাবন নিত্যই ষড়্‌ঋতু সেবিত, তথাপি লীলারসবিশেষ পরিপুষ্টির নিমিত্ত পার্থিবরীতি অনুসারে বৎসরান্তে বৃন্দাবনে বসন্তের সমাগম হইয়া থাকে। যখন সাক্ষাদ্ভাবে বৃন্দাবনে বসন্ত ঋতুর সমাগম হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীগণের রমণীয় বাসন্তীলীলার সহায় হইয়া বাসন্তীশোভা যেন মূর্তিমতী হইয়াই প্রকাশিত হয়। শ্রীল কবি কর্ণপূর শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে বর্ণনা করিয়াছেন—

"পুন্নাগৈরবতংসনং বিদধতী বাসন্তীকাভিঃ স্রজং
গুচ্ছার্দ্ধং বকুলৈর্ললাটফলকে সিন্দূরকং কিংশুকৈঃ।
চাম্পেয়ৈঃ কুচকঞ্চুকং কটিতটে শোণাম্বরং কঙ্কেলৈ-
র্নিত্যং মূর্ত্তিমতী সতী বিজয়তে শ্রীর্যত্র পৌষ্পাকরী॥"

'যেখানে পুষ্পময়ী মধুশ্রী পুন্নাগ-কুসুমের কর্ণভূষণ, মাধবীর পুষ্পমালা, বকুলের হার, ললাট ফলকে পলাশপুষ্পের সিন্দূর, বক্ষে চম্পকের কঞ্চুলিকা, কটিতটে অশোকের রক্তাম্বর ধারণপূর্বক যেন মূর্তিমতী হইয়াই বিরাজ করিতেছে!'

ললিতা-বিশাখাদি সখীসঙ্গে শ্রীরাধারাণী বাসন্তী বনশোভা দর্শনের নিমিত্ত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেন। এই বসন্তে বৃন্দাবনের বনলতাসমূহ যেন ভাববতী রমণীগণের মতোই শোভা পাইতেছে! বিকসিত কুসুমসমূহই উহাদের হাস্য মধুধারাই যেন নয়নাশ্রু এবং অঙ্কুরসমূহ পুলকাবলী। ললিত-লবঙ্গলতা মৃদুমন্দ মলয়সমীরে আন্দোলিত হইতেছে! মধুকরের মধুর গুঞ্জনে, কোকিলের কূজনে বনভূমি মুখরিত। রসাল, বকুলাদি বৃক্ষরাজি কুসুমস্তবকভরে অবনত হইয়াছে। বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন আজ মূর্তিমান্ হইয়া সখাগণসঙ্গে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেন।

শ্রীরাধারাণী 'সখীসঙ্গে' অদূরে সেই বৃন্দাবন নবকন্দর্প শ্যামের দর্শন পাইয়া ললিতার প্রতি বলিতেছেন—'হে সুন্দরি! ঐ দেখ, শ্যামলবরণ নটবেশধারী পুরুষরতন, যাঁহার দৃষ্টিবিলাস মদনেরও উন্মাদক, এই কোটিকন্দর্পবিমোহন অদ্য বামকরে একটি পুষ্পধনু ধারণ করিয়াছেন এবং দক্ষিণ করের অঙ্গুলীদ্বয়ে একটি সরল কুসুমবাণ যোজনার ভঙ্গীমায় সহচরগণের সঙ্গে নর্মরসের বিস্তার করিতে করিতে হাস্যবদনে আমাদের সম্মুখে পরিভ্রমণ করিতেছেন,—ইনি কে?' কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ রঘুনাথ নিকটে থাকিয়া শ্রীরাধারাণীর বাণীর অনুবাদ করিলেন।

অতঃপর সখীগণসহ-শ্রীরাধারাণীর দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণ শ্রীরাধাশ্যামের মিলনাবসর বুঝিয়া বনশোভা দর্শনের ছলে ইতস্ততঃ গমন করিলে সখীগণের চেষ্টায় একটি নিভৃত-নিকুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের মিলন হইল। কুঞ্জে নিবিড় যুগলবিলাস। কিঙ্করী তুলসী শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরীগণের সঙ্গে লতা-রন্ধ্রে নয়ন দিয়া যুগলবিলাস-মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। বাসন্তীশোভার উদ্দীপনে পারস্পরিক সুখাভিলাষে যুগল বিপুল কন্দর্পরণে বিমত্ত! বিপুল আবেশময় মদনসমরে যুগলের হার, পদকাদি অলঙ্কারসমূহ শ্রীঅঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া কুঞ্জে নিপতিত হইয়াছে। কুসুমমাল্য বিমর্দিত ও ছিন্ন হইয়া কুসুম-শয্যায় ও কুঞ্জমধ্যে পতিত হইয়াছে। কুঙ্কুমপঙ্ক, চন্দন, কর্পূরাদির পঙ্কদ্বারা যে শ্রীঅঙ্গে শীতলপ্রলেপ ছিল, তাহাও বিগলিত হইয়া শয্যায় ও কুঞ্জভবনে নিপতিত হইয়াছে। শ্রীরাধামাধব বিলাসশয্যায় উপবিষ্ট হইয়াছেন। বিলাসান্তে পরস্পর পরস্পরের রূপমাধুরী নয়নচষকে পান করিতেছেন। রতিরণে বিগলিত অলঙ্কারাদিতে ও প্রলেপাদিচূর্ণে ভূষিত কুঞ্জশোভাও হৃষ্টমনে দর্শন করিতেছেন, শেষে রতিশ্রান্ত শ্রীযুগল শ্রমবশতঃ কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া সুশীতল বায়ু সেবন করিতেছেন। শ্রীতুলসী ও রূপ যুগলের সেবার নিমিত্ত তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। শ্রীযুগল হাস্যমধুর নয়নে তাঁহাদের দিকে কৃপাদৃষ্টিপাত করিতেছেন। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। স্বরূপাবিষ্ট দশায় শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট তাদৃশ লীলাময় যুগলের কৃপাকটাক্ষ প্রার্থনা করিতেছেন।

ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংখ্যকশ্লোকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা "গ্রন্থকর্ত্তু প্রার্থনা" স্তবের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের স্তবামৃতকণা ৯১৯ পৃষ্ঠা হইতে ৯২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"শ্রীরূপমঞ্জরী দেবি বলগো ত্বরিতে। শ্যামল সুন্দর কেবা বিলাস-কুঞ্জতে॥
নটবরবেশ তাঁর মুখে মৃদু হাস। মদন উন্মাদকারী দৃষ্টির বিলাস॥
বাম করে পুষ্পধনু দক্ষিণ করেতে। সরল-বাণ শোভা করে অঙ্গুলি-যুগেতে॥
সখা সঙ্গে রঙ্গ বিস্তার করিতে করিতে। হাসিতে হাসিতে ভ্রমে আমার অগ্রেতে?"১১॥

"শ্রীরূপমঞ্জরী দেবি বলিগো তোমারে। বিলাস-কুঞ্জেতে কেলি-শয্যার উপরে॥
রাধা-শ্যাম কেলিরস সমর-তরঙ্গে। যথেষ্ট বিহার করি অতি রসরঙ্গে॥
পরিশ্রান্ত হইলে পরে নবীন-যুগল। অঙ্গ হৈতে বিগলিত ভূষণ সকল॥
সুশীতল মাল্য কুঙ্কুম কস্তূরী চন্দনে। অতি হর্ষে সেই কুঞ্জে যাব দরশনে॥
শ্রান্ত ক্লান্ত রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জের অদূরে। পবন সেবন করে স্বচ্ছন্দ বিহারে॥
সেই কালে আমি দোঁহার করিলে দর্শনে। দৃষ্টিপাত করিবেন হাসোজ্জ্বল নয়নে?"১২॥

"সুবলের প্রাণাধিক সখা যে ব্রজেতে। কৃষ্ণাধর-পল্লবের মধু-মাধুরীতে॥
সতত লুব্ধ যিনি কৃষ্ণ-আরাধিকা। বৃষভানু-সুকুমারী নাম শ্রীরাধিকা॥
সুবর্ণ-বরণ জিনি যাঁহার লাবণি। কাঞ্চন-কোকিলারূপ রাধা-ঠাকুরাণী॥

অদৃষ্টা দৃষ্টেব স্ফুরতি সখি কেয়ং পুরবধূঃ
কুতোঽস্মিন্নায়াতা ভজিতুমতুলা ত্বাং মধুপুরাৎ।
অপূর্ব্বেণাপূর্ব্বাং রময় হরিণৈনামিতি স রা-
ধিকোদ্যদ্ভঙ্গ্যুক্ত্যা বিদিত-যুবতিত্বঃ স্মিতমধাৎ ॥১৬॥

অনুবাদ—শ্রীরাধারাণী বলিতেছেন,—'হে সখি! এই পরবধূ কে? ইনি কোথা হইতে এই কুঞ্জে সমাগতা হইয়াছেন? অদৃষ্টা হইলেও ইঁহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে!' সখী বলিতেছেন, 'তোমায় ভজনা করিবার জন্য এই নিরুপমা মথুরা হইতে আসিয়াছেন।' শ্রীরাধারাণী বলিতেছেন—'সত্যই ইনি অপূর্ব্বা, অতএব অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ইঁহাকে রমণ করাও।' কপট-স্ত্রীবেশে আগত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার এইপ্রকার চাতুর্যপূর্ণ বাক্যভঙ্গী শ্রবণে শ্রীরাধা এই কপট-যুবতিত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া শ্রীহরি ঈষৎহাস্য করিয়াছিলেন ॥১৬॥

টীকা—পুনঃ সিদ্ধাবস্থয়ৈব দৃষ্টং তদবস্থয়ৈব শ্রীরূপমঞ্জর্য্যৈ প্রকাশয়তি দৃষ্টেতি। শ্রীরাধায়া মানোপশমনার্থং স্ত্রীবেশেনাগতং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা রাধাহ। হে সখি ইয়ং কা পুরবধূঃ কুতঃ কস্মাৎ সকাশাদস্মিন্ কুঞ্জে আয়াতা সতী অদৃষ্টাপি দৃষ্টেব স্ফুরতি। শ্রুত্বা সখ্যাহ অতুলেয়ং ত্বাং ভজিতুং মধুপুরাদায়াতা। সম্ভাল্য পুনরাহ অপূর্ব্বাং এনাং অপূর্ব্বেণ হরিণা রময় ইতি অনয়া রাধিকোদ্যদ্ভঙ্গ্যুক্ত্যা বিদিত যুবতিত্বঃ স হরিঃ স্মিতমধাৎ ঈষদ্ধাস্যং ধৃতবান্। রাধিকায়া উদ্যন্তী ভঙ্গ্যা চাতুর্য্যেণ যা উক্তির্বচনং তয়া। বিদিতং রাধাদিভি র্জ্ঞাতং যুবতিত্বং যস্য সঃ! ধৃষ্টেবেতিপাঠে ধৃষ্টা ইব স্ফুরতীত্যর্থঃ। বিদিত যুবতিত্বস্য পুষ্টিকরণাৎ উভয় পাঠ এব সমীচীনঃ ॥১৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ একটি অতিশয় রহস্যময় লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়া এই শ্লোকটি প্রকাশ করিয়াছেন। কুঞ্জে শ্রীরাধা মানিনী। শ্রীকৃষ্ণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মানভঞ্জনে অসমর্থ হইয়া নিরাশায় কুঞ্জ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কোন রসান্তরের উদ্ভাবনব্যতীত শ্রীরাধার এই মানভঙ্গের কোন উপায় নাই জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্যামলার শরণাপন্ন হইয়াছেন। শ্যামলা স্বয়ং যূথেশ্বরী হইয়াও শ্রীরাধার অতুলনীয় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া শ্রীরাধার সহিত নিরুপম সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাই শ্রীরাধার মানভঞ্জনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্যামলাসখীর সহায়তা কামনা করিয়াছেন এবং শ্যামলার সহিত যুক্তি করিয়া

সেই রাধাপাদপদ্ম করিয়ে বন্দনা। সদা মোর অন্তরে এই ত কামনা ॥"১৩॥
"বৃষভানু-সুতাধরবিম্ব ফলাস্বাদে। আশ্চর্য্য ভ্রমর-রূপ-শ্রীরাধাবল্লভে ॥
ময়ূর চন্দ্রিকা উড়ে মোহন-চূড়ায়। পরিধানে পীতাম্বর ঝলমল তায় ॥
সেই পীতাম্বরধারী শ্রীগোবিন্দপদে। চিরকাল নমস্কার অবনত মাথে ॥"১৪॥
"হে গোষ্ঠবীর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন। করজোড়ে বলিতেছি করহ শ্রবণ ॥
"মোর যশে পরাজিত গগনের চাঁদ।" এই গর্ব্ব করিও না করি অভিমান ॥
তব--অরি-নারী-নেত্রে যেই ধারা বয়। চন্দ্র-পিতা-সমুদ্রকে করিয়াছে জয় ॥"১৫॥

একটি অপূর্ব স্ত্রীবেশ ধারণপূর্বক শ্যামলার সঙ্গে শ্রীরাধারাণীর কুঞ্জে আসিয়াছেন। মানিনী হইলেও শ্যামলার দর্শনে শ্রীমতী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইয়াছেন! শ্রীকৃষ্ণ কপট স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার মূর্তিটি গোপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বভাব তো গোপন করা যায় না। স্বীয় রূপ, গুণ, লীলাদির দ্বারা অখিল বিশ্বের চিত্তকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন বলিয়াই তাঁহার একটি নাম 'কৃষ্ণ'। তাঁহার স্বরূপে এই নিত্য স্বভাব চির-জাগরূক থাকিলেও প্রেমানুরূপই সেই আকর্ষণ-কার্যটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাঁহার যেরূপ প্রেম বা প্রেমের যেরূপ জাতি ও পরিমাণ—তদনুরূপেই তিনি কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীরাধারাণীর প্রেম পরম মহান্ তাই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণটিও পরম মহানই হইয়া থাকে। কপট স্ত্রীবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেই চিত্ত সাতিশয় দ্রবীভূত বা আকৃষ্ট হওয়ায় শ্রীরাধারাণী বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার মানভঞ্জনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কপট স্ত্রীবেশে আসিয়াছেন।

"ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিদান" "স্বরূপ কহে গোপীমাননদী শতধার" (চৈঃ চঃ) ইত্যাদি বাক্যে জানা যায় গোপীগণে মানের রস বা আস্বাদন প্রচুর ও প্রভূত। শ্রীকৃষ্ণকে সেই প্রভূত মানের রস আস্বাদন করাইবার জন্যই গোপীগণের অতি সরস ও মধুর মানের উদ্গম হইয়া থাকে। সর্বোপরি শ্রীরাধারাণী, তাঁহার মানরসের তুলনা কুত্রাপি নাই। এই শ্রীরাধার ভাব লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—"কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ, সুখ পায় তাড়ন-ভৎর্সনে। যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান, ছাড়ে মান অলপ সাধনে॥" (চৈঃ চঃ)। শ্রীকৃষ্ণকে কোন নিরুপম রসমাধুরীর আস্বাদন দানের নিমিত্তই শ্রীরাধারাণীর মানের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ চেষ্টায় শ্রীমতীর মানের অপগম হইয়াছে, প্রিয়তমকে কোন অপূর্ব পরিহাস-রসানন্দ আস্বাদন করাইবার মানসে বলিতেছেন—"সখি শ্যামলে! এই পরবধূ কে?" কোন একটি অপরিচিত স্ত্রীলোকের পরিচয় জানার নিমিত্ত কোন রমণীর এইপ্রকার জিজ্ঞাসা অপ্রাসঙ্গিক। নিরন্তর পরবধূ-সঙ্গে যাঁহার বিলাস, তিনি নিজে বধূ সাজিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে 'পরবধূ' বলিয়া তাঁহার পরস্ত্রী-লাম্পট্যে শ্রীরাধারাণী গূঢ় পরিহাস করিয়াছেন।

শ্রীমতী বলিতেছেন—'সখি শ্যামলে! ইনি কোথা হইতে এই কুঞ্জে আসিয়াছেন। ইঁহাকে তো তোমার সঙ্গে কোন দিন দেখি নাই! কিন্তু ইঁহাকে কোথায় যেন দেখিয়াছি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে!' ইহাও শ্রীরাধারাণীর অপূর্ব পরিহাসভঙ্গী। শ্যামলাসখী শ্রীরাধার কথা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ-হাস্যের সহিত সকৌতুকে বলিলেন—'সখি রাধে! মথুরায় ইহার নিবাস, রূপে, গুণে ইনি নিরুপমা; ইঁহার তুলনা কুত্রাপি নাই। বহুদিন হইতে আমার সাথে পরিচয়, তোমার অতুলনীয় রূপ, গুণ, মাধুর্যাদির কথা শ্রবণে তোমাকে দেখিতে ইঁহার বড়ই সাধ। তাই আজ আমার সঙ্গে আসিয়াছেন। তোমার ভজনা করিবার ইঁহার বড়ই সাধ। দয়া করিয়া যদি ইঁহাকে ভজনের সৌভাগ্য দান কর, তবেই ইনি ধন্য হন।'

শ্রীরাধারাণী বলিলেন—'সখি শ্যামলে! সত্যই ইনি অপূর্বা, কোন অপূর্ববস্তুর ভজনা করাই ইঁহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। সখি! শ্রীকৃষ্ণই এই ব্রজমণ্ডলে অপূর্ব, অতএব এই অপূর্বাকে সেই অপূর্ব

ত্বদ্ভাগ্যাদিন্দুকান্তির্বনমণি-সদনং মণ্ডয়ন্তী সমন্তাদ্-
ভ্রাজত্যস্মিন্ বসন্তী হতমপি তিমিরং মধ্যরাত্রঞ্চ বীতম্।
তূর্ণং তস্মাচ্চকোর ব্রজ নিজ গগনাৎ সেবিতুং তাং পিপাসো
যাবৎ সূরোঽভিমন্যুক্রু্তমিহ উদিতস্ত্বাং ন দূরীকরোতি ॥১৭॥
চকোরীব জ্যোৎস্নাযুতমমৃতরশ্মিং স্থিরতড়িদ্-
বৃতং দিব্যাম্ভোদং নবমিব রটচ্চাতকবধূঃ।
তমালং ভৃঙ্গীবোদ্যতরুচি কদা স্বর্ণলতিকা-
শ্রিতং রাধাশ্লিষ্টং হরিমিহ দৃগেষা ভজতি মে ? ১৮ ॥

অনুবাদ—হে পিপাসুচকোর ! তোমার ভাগ্যবশতঃ চন্দ্রকান্তিমালা এই বনমণিসদন আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে, মধ্যরাত্র অতীত, অন্ধকারও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রচণ্ড কোপশালী সূর্যকিরণ উদিত হইয়া তোমায় বিদূরিত না করিতেছে, তারপূর্বেই তুমি নিজ গগন হইতে অতি সত্বর সেই চন্দ্রকান্তি সেবনার্থ গমন কর ॥১৭॥

চকোরী যেমন জ্যোৎস্নাযুক্ত চন্দ্রকে ভজন করে, চাতকী যেমন স্থির বিদ্যুৎমালা-সেবিত দিব্য নবজলধরের নিকট রটনা করে, সমুদিত কান্তি স্বর্ণলতিকালিঙ্গিত তমালতরুকে ভৃঙ্গী যেমন সেবন করে—আমার নয়নযুগল কবে তদ্রূপ রাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিবে ? ১৮॥

টীকা—দিনান্তরে কৃষ্ণাষ্টমীরাত্রৌ স্ব-সিদ্ধাবস্থয়ৈব শ্রীরাধিকাং সঙ্কেতস্থাং কৃত্বা তত্রানাগতং কৃষ্ণং তত্রানেতুং স্বয়ং কৃষ্ণসমীপং গত্বা পদ্মাদি মিলিতং দৃষ্ট্বা চকোরাপদেশেন স্বপ্রার্থিতং নিবেদয়তি ত্বদ্ভাগ্যাদিতি। হে চকোর হে পিপাসো পানেচ্ছো ত্বদ্ভাগ্যাদিন্দুকান্তির্জ্যোৎস্না অস্মিন্ বনে বনমণিসদনং মণ্ডয়ন্তী ভূষয়ন্তী সতী সমন্তাৎ সর্ব্বতো ভ্রাজতি তিমিরমন্ধকারমপি হতং নষ্টং মধ্যরাত্রং চ বীতং গতম্।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করাও। তাহা হইলেই ইনি যথাযথ ধন্য হইতে পারিবেন।' কপট স্ত্রীবেশে আগত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার এইপ্রকার চাতুর্যপূর্ণ বাক্যভঙ্গী শ্রবণে এই কপটবেশ শ্রীরাধা বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে স্ফুরণে এই লীলার রসাস্বাদন করিয়া এই লীলা-মাধুরী অনুপম শ্লোকচ্ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"দুর্জ্জয় মানিনীর মান-ভঞ্জন করিতে। নারীবেশ ধরি হরি আসিলা কুঞ্জেতে ॥
কুঞ্জেশ্বরী কহিলেন দেখ সখিগণ। অপরূপা পরবধূ এই কোন্ জন ॥
কোথা হৈতে এই কুঞ্জে আসিল এখন। রূপ দেখি মনে হয় দেখেছি কখন ॥
সখী কহে হে রাধে ! তোমারে ভজিতে। এই নারী আসিয়াছে মধুপুরী হৈতে ॥
হাসি কহে বিনোদিনী এই অপূর্ব্বারে। অপূর্ব্ব কৃষ্ণের সঙ্গে রমণ করাবে ॥
শ্রীরাধার এইরূপ সরস বচনে। মৃদুমন্দ হাসি জাগে মাধব-বদনে ॥"১৬॥

তস্মাৎ ত্বং তামিন্দুকান্তিং সেবিতুং নিজগগনাৎ নন্দীশ্বরাৎ সকাশাৎ তূর্ণং শীঘ্রং ব্রজ গচ্ছ। ভদ্রং গমিষ্যামি তূর্ণং কথমত্রাহ যাবৎ সূরঃ সূর্য্যঃ উদিতঃ সন্ তাং ন দূরীকরোতি সূরঃ কিন্তূতঃ অভি সর্ব্বতোভাবেন মন্যুঃ কোপো যস্য। পক্ষে হে কৃষ্ণ চন্দ্রকান্তী রাধা বনস্থ মণৌ বনশ্রেষ্ঠে যাবৎ সোঽভিমন্যু রাধাস্বামী সতু সূরঃ সূর্য্য ইব প্রতাপবান্। অন্যতুভয় পক্ষেঽপি সমানম্ ॥১৭॥

পুনঃ সাধকাবস্থামবলম্ব্যাহ চকোরীতি। ইহ বনে বদেষা মে মম দৃক্ চক্ষু রাধাশ্লিষ্টং হরিং ভজতি ভজিষ্যতি। কেব কিমিব উদ্যতরুচি তমালং ভৃঙ্গীব ভ্রমরীব। কিন্তূতং তমালং স্বর্ণলতিকয়া—শ্রিতমাশ্রিতম্। পুনঃ কং কেব ! জ্যোৎস্নয়া যুতং যুক্তম্ অমৃতরশ্মিং চন্দ্রং চকোরীব। পুনঃ কং কেব স্থির তড়িদ্‌বৃতং দিব্যাম্ভোদং মনোহরমেঘং রটচ্চাতকবধূঃ রটন্তী শব্দায়মানা যা চাতকবধূঃ সেবেতি ॥১৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ একটি রহস্যময় লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়া তাহাই শ্লোক-চ্ছন্দে নিবদ্ধ করিতেছেন। শ্রীরাধারাণী শ্যামসুন্দরের সহিত মিলন-লালসায় শ্রীবৃন্দাবনে অভিসার করিয়া সঙ্কেতকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন। তুলসী শ্রীমতীর সেবায় নিরতা। শ্যামের সঙ্কেতকুঞ্জে আসার সময় অতীত হইয়াছে। কৃষ্ণাষ্টমী-তিথির চন্দ্র আকাশে উদিত হইয়াছে, মধ্যরাত্র অতীত হইয়াছে। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের আর আগমন হইবে না ভাবিয়া অধীরপ্রাণে রোদন করিতেছেন—

"কানুক সন্দেশে　বেশ বনি আয়লুঁ　সঙ্কেত-কেলি-নিকুঞ্জ।
মাধবী-পরিমলে　ভরি তনু জারই　ফুকরই মধুকর-পুঞ্জ ॥
　　অবহুঁ না মিলল দারুণ কান।
নিলজ চিত　পিরীতি অনুরোধই　ইথে নাহি যাত পরাণ ॥
কানুক বচন　অমিয়া রস সেচনে　বেচলুঁ তনু মন জাতি।
নিজ কুল-দূষণ　ভূষণ করি মানলুঁ　তেঞি ভেল ঐছন শাতি।
হিমকর-কিরণে　গমন অবরোধল　কি ফল চলবহুঁ গেহ।
গোবিন্দদাস কহ　যাই সতি জানহ　কানু কি তেজল লেহ ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীমতীর বিলাপ শ্রবণে শ্রীতুলসী শ্রীমতীকে ধৈর্যদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে চলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ঠিক ঐ সময়েই শ্রীরাধার কুঞ্জে আসিতেছিলেন, সন্ধান-চতুরা পদ্মা-শৈব্যা তাঁহাকে মধ্যপথে-ধরিয়া ফেলিয়াছে এবং চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে লওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাবিধ আলাপ করিতেছেন। অদূরে সহসা এই দৃশ্য দেখিয়া সুচতুরা তুলসী লতান্তরালে আত্মগোপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শুনাইয়া চকো-রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"হে পিপাসিত চকোর ! তোমার সৌভাগ্যবশতঃ চন্দ্রকান্তিমালা এই বনমণিসদন আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে।" অর্থাৎ হে রাধারসমাধুরী পিপাসু চকোর শ্রীকৃষ্ণ ! চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কেহই তোমার শ্রীরাধারসমাধুরী আস্বাদনের পিপাসা পূর্ণ করিতে পারিবেন না। তোমার সৌভাগ্যবশতঃ সেই চন্দ্রকান্তিমালা শ্রীরাধা এই বনমণিসদন অর্থাৎ নবশ্রেষ্ঠ বৃন্দাবনকে

সমালোকিত করিয়া সঙ্কেতকুঞ্জে বিরাজ করিতেছেন। মধ্যরাত্র অতীত হইয়াছে, অন্ধকারও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ উৎকণ্ঠিতা শ্রীমতীর সহিত মিলনের সময় অতীত হইতেছে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রচণ্ডকোপশালী সূর্য উদিত হইয়া তোমায় বিদূরিত না করিতেছেন পক্ষান্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত অভিমন্যু গোপ শ্রীরাধার অন্বেষণে বনে আসিয়া তোমায় বিদূরিত করিয়া না দিতেছেন, তাহার পূর্বেই তুমি অতি সত্বর সেই চন্দ্রকান্তি সেবনের নিমিত্ত অর্থাৎ শ্রীরাধার মাদনরস সেবনের জন্য তাঁহার নিকট গমন কর।' শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শ্রবণমাত্রেই সবই বুঝিলেন এবং পদ্মা, শৈব্যাদিকে প্রত্যক্ষতঃ ত্যাগ করিয়া একান্তে তুলসীর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরাধার কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তুলসীর নিকট শ্রীরাধারাণী সব বার্তা শ্রবণে পরম উৎকণ্ঠিতচিত্তে শ্যামকে আলিঙ্গন করিলেন। তুলসী তাঁহার ঈশ্বরীর এই সেবাটি সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন জানিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইল। আর্তির সহিত প্রার্থনা জানাইলেন— চকোরী যেমন জ্যোৎস্নাযুক্ত চন্দ্রকে পরমানুরাগভরে ভজন করে অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নালোকের সুধাপানে চকোরী বিমুগ্ধ হইয়া যেমন তন্ময় হইয়া থাকে, পিপাসিত চাতকী নিদাঘজোড়া পিপাসা কণ্ঠে বহন করিয়া বর্ষার আগমনে আকাশে বিদ্যুৎমালা শোভিত নবজলধরের উদয়ে মহোৎকণ্ঠায় রটনা করিতে করিতে যেমন স্থিরাসৌদামিনী শোভিত নবজলধরের সেবন করে, সমুদিতকান্তি স্বর্ণলতালিঙ্গিত তমালতরুকে যেমন ভৃঙ্গী অতি অনুরাগের সহিত ভজন করে—তদ্রূপ শ্রীরাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে আমার পিপাসিত নয়নযুগল কবে পরমানুরাগভরে ভজন করিবে? অর্থাৎ যুগলের রূপমাধুরী, লীলামাধুরী নয়ন-চষকে আস্বাদন করিয়া কবে ধন্য হইব? শ্রুতি-স্মৃতি প্রসিদ্ধ আনন্দ-ব্রহ্মের পরমরসময়ীমূর্তি অখিলরসের বিষয়ালম্বন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অখণ্ডভাবের আশ্রয়ালম্বন স্বয়ং ভগবতী শ্রীরাধা। পরস্পরের মিলনে যে উচ্ছ্বসিত মাধুর্যরসের প্রকাশ রাধাকিঙ্করীভাবে তাহার আস্বাদনেই নিখিল ভগবৎ-মাধুরী আস্বাদনের পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধার কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই মাধুর্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত যে একান্ত প্রলুব্ধ, তাহাই এই শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রেম এমনিভাবেই অভীষ্টের মাধুর্যাস্বাদনের প্রেরণা প্রেমিকের অন্তরে জাগাইয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"লুবধ ভ্রমরা যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন, পতিব্রতাগণ-যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের হেম, এইমত প্রেমভক্তিরীতি॥"
"চাতক জলদগতি, এমতি একান্তরীতি, যেই জানে সেই অনুরক্তা॥" ইত্যাদি

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীপাদ লীলারসটি স্ফুরণে আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধারাণী-কর্তৃক আলিঙ্গিত শ্যামসুন্দরের রূপমাধুরী নয়নচষকে আস্বাদন করিবার উৎকণ্ঠাপূর্ণ প্রার্থনা শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

দূতীভিশ্চটুবারিভিঃ সখিগণৈর্ভেদাদ্র শাখাহতি-
ব্রাতৈঃ পাদলুঠচ্ছিরঃশ্রিতরজোবৃষ্ট্যা বকীবিদ্বিষা।
রাধায়াঃ সখি শক্যতে শময়িতুং যো মানবহ্নির্ন যা
তং নির্ব্বাপয়তীহ ফূৎকৃতিকণৈস্তাং সিদ্ধবংশীং নুমঃ ॥১৭॥

অনুবাদ—দূতীগণ চাটুবাক্যরূপ জলবর্ষণদ্বারা, সখীগণ ভেদনীতিরূপ জলার্দ্র শাখার আঘাত-দ্বারা, স্বয়ং পূতনারী শ্রীকৃষ্ণ পাদলুণ্ঠনে নিজ মস্তকে লিপ্ত রজোবৃষ্টির দ্বারা শ্রীরাধার যে মানবহ্নি নির্বাপণে সমর্থ হন নাই, সেই মানবহ্নি যাহার কিঞ্চিৎ ফুৎকারমাত্রেই নির্বাপিত হয়—সেই সিদ্ধ বংশীকে প্রণাম করি ॥১৭॥

টীকা—দূতীভিরিতি। তাং সিদ্ধবংশীং নুমঃ স্তমঃ যা বংশী রাধায়াস্তং মানরূপাগ্নিং ফূৎকৃতিকণৈঃ ফূৎকারলেশৈ নির্ব্বাপয়তি নির্ম্মূলী করোতি। স কো মানবহ্নিস্তত্রাহ যো মানবহ্নিরেতৈঃ শময়িতুং শান্তয়িতুং ন শক্যতে। এতৈঃ কৈঃ চটুবারিভিঃ প্রিয়োক্তিরূপজলৈঃ করণৈর্দূতীভিঃ কর্ত্রীভিরেবং ভেদ এব আদ্র শাখা সজলপল্লবং তস্যা যা আহতিরাহননং তস্যা ব্রাতৈঃ সমূহৈঃ কৃত্বা সখিগণৈঃ কর্ত্তৃভিঃ এবং পাদয়োর্লুঠৎ যচ্ছিরস্তচ্ছ্রিতং যদ্রজস্তস্যবৃষ্ট্যা সেচনেন কৃত্বা বকীবিদ্বিষা পূতনামারকেন কৃষ্ণেন কর্ত্রেতি ॥১৭॥

"কৃষ্ণাষ্টমী-রজনীতে, গোবিন্দের ইঙ্গিতেতে, বিনোদিনী সঙ্কেত-কুঞ্জেতে।
সোবস্থ বল্লভ কান, চন্দ্রাবলী কুঞ্জধাম, রসরঙ্গে তাহার সঙ্গেতে ॥
শ্রীরতি মঞ্জরী দক্ষ, চকোরকে করি লক্ষ, চন্দ্রাবলী-কুঞ্জ অদূরেতে।
পিককণ্ঠে সুচাতুর্য্যে, মনমথ ভট্টাচার্য্যে, কথা কহে হেঁয়ালী ভাবেতে ॥
পিপাসিত হে চকোর, বারেক দর্শন কর, আলো করি সুখদ-কুঞ্জেতে।
লীলালাবণ্যধাম, অমৃতের জন্মস্থান, "চন্দ্রকান্তি" মণি-মন্দিরেতে ॥
কিবা তাঁর জ্যোতিপুঞ্জ, উদ্ভাসিত কেলিকুঞ্জ, দশদিশি হইল উজোর।
মানস অবধি তোর, লীলামৃত-রসপুর, পান কর তৃষিত চকোর ॥
রক্ত-রাগ মূর্ত্তিমান্, অভিমন্যু যার নাম, প্রতাপেতে প্রচণ্ড তপন।
যদি কুঞ্জে প্রবেশয়, "চন্দ্রালোক" সুনিশ্চয় অন্তর্ধান হইবে তখন ॥
কালিয়া চকোর বঁধু, এই মাত্র বলি শুধু, বড় ব্যাথা দিলে যে অন্তরে।
শীঘ্র করি কুঞ্জবনে, লীলামৃত-বরিষণে, সুখী কর প্রিয়া পরিবারে ॥"১৭॥
"জ্যোৎস্নাযুত চন্দ্রমা করি দরশন। যেমতি চকোরী সুখে করে আলিঙ্গন ॥
নবজলধরে হেরি স্থির সৌদামিনী। উল্লাসে চাতকী করে পিউ পিউ ধ্বনি ॥
তরুণ তমালে ঘেরা স্বর্ণলতা হেরি। আলিঙ্গন করে ভৃঙ্গী মাতি মাতি পড়ি ॥
সেইরূপ রাধাযুত ব্রজরাজ-সুত। ভজনা করিবে কবে মোর দুটি নেত্র?" ১৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের স্বাভাবিক স্বরূপের আবেশ ! অহরহঃ শ্রীরাধারাণীর সান্নিধ্যের উপলব্ধি হইতেছে ! অভীষ্টের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের স্পষ্টতর অনুভূতি ! কুণ্ডতটে পড়িয়া কাঁদিতেছিলেন—'কোথায় আছ রাধারাণি ! তোমার শ্রীচরণছাড়া যে আর আমার অন্য কোন গতি নাই ।' দেখিতে দেখিতে স্ফুরণ আসিল । তুলসীমঞ্জরীরূপে শ্রীপাদ দেখিতেছেন—কুঞ্জে শ্রীরাধারাণী মানিনী। দুর্জয়মান । শ্রীকৃষ্ণ মানিনীকে বহু সাধিয়া নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন । মানবহ্নিতে শ্রীমতী স্বয়ং দগ্ধ হইতেছেন, সখী-মঞ্জরীগণকেও দগ্ধ করিতেছেন, শ্রীশ্যামসুন্দরও সেই মানানলে জ্বলিয়া অন্তরে বাহিরে দগ্ধ হইতেছেন ! শ্রীকৃষ্ণের দূতী আসিয়া চাটুবাক্যে শ্রীমতীকে কত সাধিতেছেন—

"সুন্দরি ! হরি-বধে তুহুঁ ভেলি ভাগী ।
রাতি দিবস সোই, আন নাহি ভাবই, কাল বিরহ তুয়া লাগি ॥
বিরহ-সিন্ধু মাহা ডুবাইতে আছয়ে তুয়া কুচ-কুম্ভ নাউ দেই ।
তুহুঁ ধনি গুণবতী উধার গোকুলপতি ত্রিভুবন ভরি যশ লেই ॥
লাখ লাখ নাগরী যো কানু হেরই সো শুভদিন করি মান ।
তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল ভেল কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥" (পদকল্পতরু)

দূতীগণ এইপ্রকার বহু চাটুবচনরূপ জলবর্ষণদ্বারা শ্রীরাধার মানবহ্নি নির্বাপণ করিতে পারিলেন না । ললিতাদি সখীগণ কতই ভেদনীতি প্রদর্শন করিলেন—

"কৈছে চরণে করপল্লব ঠেললি মিললি মান-ভুজঙ্গে ।
কবলে কবলে জীউ জারি যব যাওব তবহিঁ দেখব ইহ রঙ্গে ॥
মা গো ! কিয়ে ইহ জিদ অপার ।
কো অছু বীর ধীর মহাবল পঙরি উতারয়ে পার ॥
আপনক মান বহুত করি মানলি তাক মান করি ভঙ্গ ।
সো ছুলহ নাহ উপেখি তুহুঁ অব বঞ্চবি কাহুক সঙ্গ ॥
সখীগণ-বচন অলপ করি মানলি চাহসি কাহে মঝু মুখ ।
ভণ ঘনশ্যাম শ্যাম তুহুঁ উপেখলি দেয়লি বহুতর দুখ ॥"

ললিতা বলিতেছেন—'চলগো বিশাখে ! চিত্রে ! চম্পকলতে ! আমরা ঘরে যাই, মানিনী একাকী কুঞ্জে মান লইয়া থাকুক ।' ইত্যাদি সখীগণের ভেদবাক্যরূপ জলসিক্ত শাখার আঘাতেও শ্রী-মতীর মানবহ্নি নির্বাপিত হইল না ।

অপরাধী নায়ক আবার আসিয়া শ্রীমতীর মান প্রসাদনের নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণতলে বসিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

"রামা হে ! ক্ষেম অপরাধ মোর ।
মরম-বেদন না যায় সহন শরণ লইনু তোর ॥

ওচাঁদ মুখের মধুর হাসনি সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি ফিরিয়া না চাহ আমার শপথি লাগে॥
তোমার অঙ্গের পরশে আমার চিরজীবী হউ তনু।
জপতপ তুহুঁ সকলি আমার করের মোহন বেণু॥
দেহ গেহ সার সকলি আমার তুমি সে নয়ান-তারা।
আধতিল আমি তোমা না হেরিলে সব বাসি আন্ধিয়ারা॥" (ঐ)

এই কথা বলিয়া শ্রীমতীর পাদমূলে নাগর বারবার মস্তক লুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন। ধূলি-বৃষ্টির দ্বারা বহ্নি নির্বাপিত হয় কিন্তু শ্রীমতীর পাদলুণ্ঠনে শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে লিপ্ত যে শ্রীরাধার শ্রীচরণরজঃ পুনঃপুনঃ উহার বর্ষণেও অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বারবার শ্রীচরণে নিপতিত হইলেও শ্রীমতীর মানবহ্নি নির্বাপিত হইল না। রোষভরে শ্রীমতী বলিলেন—

"শুন শুন মাধব না বোলহ আর। কি ফল আছয়ে এত করি পরিহার॥
পাওলুঁ তুয়া সঞে প্রেমক মূল। খোয়লুঁ সরবস নিরমল কুল॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ! দূরে কর কৈতব ভ্রমর তিয়াস॥
অলপে বুঝলুঁ হাম তুয়াক চরিত। নামহি যৈছে অন্তর সেহ রীত॥
কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দিব। আছয়ে জীবন সেই কিয়ে নিব॥
জ্ঞানদাস কহে কর অবধান। তুয়া নিজজনে কাহে এত অপমান॥" (ঐ)

শ্যামসুন্দর শ্রীমতীর মানপ্রসাদনের কোন উপায় না দেখিয়া পরিশেষে তাঁহার মোহনবেণুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অদূরে নীপতরুমূলে ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠামে দাঁড়াইয়া শ্যাম বেণুবাদ্য করিতেছেন। তাঁহার হৃদয়বেদনা মুরলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝঙ্কৃত হইতেছে।" যেবা বেণু কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি, জগন্নারী-চিত্ত আউলায়। নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনিমূল্যে হয় দাসী, বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়॥" (চৈঃ চঃ)। বেণুর স্বাভাবিক এই শক্তি, তাহাতে আবার শ্যামের হৃদয়-বেদনার সংযোগ! বেণুর ফুৎকার মাত্রেই শ্রীমতীর মান প্রশমিত হইয়াছে। তুলসী বেণুর জয় দিতেছেন। যে প্রবল মানবহ্নি দূতীগণের চাটুবাক্যরূপ প্রবল বারিবর্ষণে, সখীগণের ভেদবচনরূপ সিক্ত শাখার আঘাতে, শ্যামের মস্তকে লগ্নরজঃ বর্ষণে নির্বাপিত হইল না— শ্রীমতীর সেই বিশাল মানবহ্নিকে বেণু ফুৎকারমাত্রেই নির্বাপিত করিল! ধন্য বেণুর সিদ্ধশক্তি! "কৈলা যত বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী, দূতী হইয়া মোহে নারীর মন।" (ঐ) সেই অসাধারণ সিদ্ধশক্তি সমন্বিত বেণুদূতীকে তুলসী নমস্কার করিতেছেন। শ্রীরাধামাধবের মিলন সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদের স্ফুরণের বিরাম হইল। শ্রীরঘুনাথ বেণুর ঐ অসাধারণ শক্তির কথা শ্লোকচ্ছন্দে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"চাটু-বাক্যরূপ জলে যত দূতীগণ। শান্ত করিবারে নারে যাঁহাকে কখন॥

'প্রাণক্ষ্বেলিভুবং ব্রজং ব্রজজনং তাতং প্রসূং গাঃ সখীন্
গোপীঃ কামপি তাং বিনা বিষমভুদ্দ্বারাবতী মিত্র মে।'
ইত্থং স্বাপ্নিকশীর্ণমাধববচঃ শ্রুত্বৈব ভামাপি সা
তদ্‌যুক্তা কিল লোকিতুং তদখিলং তং চাটুনা যাচতে ॥২০॥

অনুবাদ—'হে সখে ! প্রাণতুল্য ক্রীড়াভূমি, ব্রজ, ব্রজজন, পিতা, মাতা, গাভীসকল, সখাগণ, গোপিকাগণ এবং অতুলনীয়া একটি গোপিকা-বিহনে এই দ্বারকাপুরী আমার নিকট বিষবৎ প্রতীত হইতেছে।' শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অস্ফুট স্বপ্নবাক্য শ্রবণমাত্রেই সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেইসব দর্শনের নিমিত্ত চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিলেন ॥২০॥

টীকা—বংশীস্তবন-সময় এবাকস্মাৎ স্মৃতং ব্রজবাসিনাং মাহাত্ম্যং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বপ্নকথনেন প্রকাশ্য তান্ প্রতিস্তুতিং বাজয়তি প্রাণেতি। হে মিত্র সখে উদ্ধব প্রাণেত্যাদিকং বিনা দ্বারাবতী দ্বারকা মে বিষমভূৎ ইত্থং স্বাপ্নিকশীর্ণ মাধববচঃ শ্রুত্বৈব নতু বিবিচ্য সা ভামা সত্যভামা তদ্‌যুক্তা সতী তং প্রাণক্ষ্বেলিভুবাদিকং রাধায়া অখিলং লোকিতুং দ্রষ্টুং তং শ্রীকৃষ্ণং চাটুনা প্রিয়োক্ত্যা যাচতে প্রার্থয়তে। প্রাণঃ প্রাণরূপা চাসৌ ক্ষ্বেলিভূঃ ক্রীড়াস্থানং চেতি তং প্রেমভুবমিত্যপি পাঠঃ। কাম্ অনির্ব্বচনীয়ামপি তাং রাধামিত্যর্থঃ। স্বপ্নে ভবং স্বাপ্নিকং শীর্ণং অসম্পূর্ণমিত্যর্থঃ ॥২০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্লোকে দ্বারকালীলায় দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের একটি স্বপ্নের অনুবাদ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ব্রজলীলার যে সব মধুরাতিমধুর স্বপ্নদর্শন করেন এবং সুপ্তাবস্থায় তাহা ব্যক্ত করেন—রুক্মিণীদেবীর উক্তিতে শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদও তাহা বর্ণনা করিয়াছেন (১।৬।৫১, ৫২)—

"কিমপি কিমপি ব্রূতে রাত্রৌ স্বপন্নপি নামভি,-র্মধুরমধুরং প্রীত্যা-ধেনূরিবাহ্বয়তি ক্বচিৎ।
উত সখিগণান্ কাংশ্চিদ্‌গোপানিবাথ মনোহরাং, সমভিনয়তে বংশীবক্ত্রাং ত্রিভঙ্গিপরাকৃতিম্ ॥
কদাচিন্মাতর্মে বিতর নবনীতস্থিতি বদেৎ কদাচিচ্ছ্রীরাধে ললিত ইতি সম্বোধয়তি মাম্।
কদাপীদং চন্দ্রাবলি কিমিতি মে কর্ষতি পটং, কদাপ্যস্রাসারৈর্মৃদুলয়তি তূলীং শয়নতঃ ॥"

"শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীরোহিণী মাতার প্রতি বলিলেন—'হে মাতঃ ! রাত্রে প্রভু—ব্রজের স্বপ্ন দর্শন করিয়া কখনো 'গঙ্গে যমুনে ধবলি শ্যামলি' বলিয়া মধুরস্বরে ধেনুগণকে আহ্বান করেন, 'কখনো সখাগণকে বা গোপগণকে মধুরস্বরে ডাকেন, কখনো বা বংশীবদন ত্রিভঙ্গভঙ্গিমাকৃতির অনুকরণ করেন।

ভেদনীতি প্রয়োগরূপ সিক্ত শাখাঘাতে। পারে নাই সখীগণ যাহারে নিভাতে ॥
পাদ-বিলুঠনে রত স্বয়ং শ্রীহরি। নিজ মস্তকের ধূলি-বরিষণ করি ॥
হন নাই সুসমর্থ দমনে যাহারে। সেই মানবহ্নি যার কিঞ্চিৎ ফুৎকারে ॥
একেবারে অনায়াসে হয় নির্ব্বাপিত। সেই সিদ্ধাবংশীর যে গাহি স্তুতিগীত।"১৯॥

কখনো বলেন—'মাতঃ! আমায় নবনীত দাও' কখনো বা 'হে শ্রীরাধে! হে ললিতে!' বলিয়া আমায় সম্বোধন করেন, কখনো 'হে চন্দ্রাবলি! তোমার কি এই আচরণ?, বলিয়া আমার বসনাকর্ষণ করেন, কখনো বা অজস্র অশ্রুধারায় উপাধানকে সিক্ত করেন।" তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ মাধুর্য-চতুষ্টয় অর্থাৎ লীলামাধুরী, প্রেমমাধুরী, বেণুমাধুরী ও রূপমাধুরী ব্রজেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই মাধুর্য-চতুষ্টয়ের আস্বাদন কি ভগবান্, কি ভক্ত সকলকেই প্রমত্ত করিয়া থাকে। স্বজন-প্রেম-বিবর্ধন-চতুর শ্রীভগবান্ ব্রজপ্রেমিকগণের প্রেমরস বিবর্ধিত করিবার জন্য এবং বিরহ-মন্দরদ্বারা ব্রজপ্রেমিকগণের প্রেমসিন্ধু মন্থন করিয়া তাহা হইতে বিবিধ ভাবরত্নরাজি প্রকাশ করত বিশ্ববাসীকে কৃতার্থ করিবার জন্য ব্রজধাম হইতে মথুরা-গমনলীলা বা দ্বারকালীলার প্রকাশ করেন এবং দূরে থাকিয়া স্বয়ং সুদুর্লভ ব্রজ-মাধুরী স্মরণে, মননে, শয়নে, স্বপনে আস্বাদন করিয়া থাকেন। যদিও স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া কুত্রাপি গমন করেন না, বাসুদেব-প্রকাশেই মথুরা এবং দ্বারকালীলা করেন; তথাপি ব্রজে পূর্ণ-তম ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ব্রজপ্রেমিকগণের বিরহ-রসের পরিপুষ্টি-সাধন করেন এবং বাসুদেব-স্বরূপে ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিমানে নিরুপম ব্রজপ্রেমমাধুরী আস্বাদন করেন—ইহাই শাস্ত্র মহাজনানুমোদিত সিদ্ধান্ত।

একদা রাত্রে দ্বারকানাথ সত্যভামাদেবীর আলয়ে শয়নলীলায় রহিয়াছেন এবং স্বপ্নে উদ্ধবের সহিত কথা বলিতেছেন। সেই স্বপ্নের আলাপ বাহিরেও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে প্রকাশিত হইতেছে এবং সত্যভামাদেবী সেই স্বপ্নালাপ শ্রবণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে সখে উদ্ধব! আমার প্রাণতুল্য সেই ব্রজের লীলাভূমি, সেই গোপাবাস, বৃন্দাবন, সেই মাতা-পিতা, গোগণ, সখাগণ এবং গোপীগণ সর্বোপরি অতুলনীয়া একটি গোপিকা অর্থাৎ শ্রীরাধারাণী-বিহনে এই দ্বারাবতীপুরী আমার নিকট বিষবৎ জ্বালাময়ী প্রতীত হইতেছে!' কুরুক্ষেত্রে সূর্যোপরাগে মিলিতা শ্রীরাধারাণীর দর্শনে দ্বারকানাথের উক্তি—

"প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর সত্যবচন।

তোমাসভার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রি-দিনে, মোর দুঃখ না জানে কোন জন॥
ব্রজবাসী যতজন, মাতা-পিতা সখাগণ, সভে হয় মোর প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি মোর জীবনের জীবন॥
তোমাসভার প্রেমরসে, আমাকে করিলা বসে, আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমাসভা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা, রাখিয়াছে দুর্দৈব প্রবল॥

× × × ×

যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্টযত কংসপক্ষ, তাহা আমি সব কৈল ক্ষয়।
আছে দুই চারিজন, তাহা মারি বৃন্দাবন, আইলাঙ জানিহ নিশ্চয়॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজনে রাখিতে, রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা।
যে বা স্ত্রী পুত্রধন, করি বাহ্য-আবরণ, যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া॥

তমালস্য ক্রোড়ে স্থিতকনকযূথীং প্রবিলসৎ-
প্রসূনাং লোলালিং সখি কলয় বন্দ্যাং চিরমিমাম্।
তিরস্কর্ত্তুর্মেঘদ্যুতিমঘভিদোঽঙ্কে স্থিত-চলদ্-
দৃশং স্মেরাং রাধাং তড়িদতিরুচিং স্মারয়তি যা ॥২১॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীপ্রার্থনামৃতস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥১৮॥

অনুবাদ—হে সখি! তমালের ক্রোড়ে পুষ্পিতা ও চঞ্চল ভৃঙ্গরাজি কর্তৃক নিষেবিতা এবং বন্দনীয়া এই কনকযূথিকে দর্শন কর—ইহা মেঘকান্তি-জয়ী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কে সোহাগে জড়িতা বিদ্যুদ্বর্ণা ও হাস্য-ময়ী শ্রীরাধারাণীকে স্মরণ করাইতেছে ॥২১॥

টীকা—পুনঃ সিদ্ধাবস্থয়ৈবাহ। হে সখি রূপমঞ্জরি তমালস্য ক্রোড়ে ইমাং স্থিতকনকযূথীং কলয় পশ্যেত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতাং প্রবিলসন্তি প্রসূনানি যত্র তাং লোলাশ্চঞ্চলা অলয়ো ভ্রমরাশ্চ যত্র তাম্। পুনঃ কিম্ভূতাং বন্দ্যাং রাধাকৃষ্ণস্মারকত্বেন পূজ্যাম্। এবমুক্তমভিপ্রায়মবিজ্ঞায় বন্দ্যামিত্যত্র বন্যামিতি পাঠং নবীনাঃ কল্পয়ন্তি। কেয়মিত্যত্রাহ যা কনকযূথী অঘভিদঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্কে ক্রোড়ে স্থিতচলদ্দৃশং স্মেরাং রাধাং স্মারয়তি। কিম্ভূতাং রাধাং তড়িতোঽপি বিদ্যুল্লতায়া অপি অতি অতিশয়িতা রুচির্যস্যা-স্তাম্। অঘভিদঃ কিম্ভূতস্য মেঘদ্যুতিং মেঘকান্তিং তিরস্কর্ত্তুর্ন্যক্কর্ত্তুঃ। স্থিতাচাসৌ চলন্ত্যৌ ইতস্ততঃ প্রসর্পন্ত্যৌ দৃশৌ চক্ষুষী যস্যা এবম্ভূতা চেতি। সমস্তস্যাসমস্তেন নিত্যাপেক্ষেণ সঙ্গতিরিতি ন্যায়েন স্থিতে-ত্যস্য সমস্তস্য অসমস্তেন ক্রোড় ইতি পদেন সম্বন্ধঃ ॥২১॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীপ্রার্থনামৃতম্-বিবৃতিঃ ॥১৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপাবিষ্টদশায় শ্রীকুণ্ডতীরে বসিয়া আছেন। সম্মুখে

তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে, আনিবে আমা দিন দশ-বিশে।
পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ-তোমা-সনে, বিলসিব রাত্রি দিবসে ॥” (চৈঃ চঃ)

সুতরাং ব্রজধাম, নন্দ-যশোমতী, গাভীগণ, সখা-সখীগণ, সর্বোপরি বিষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণী বিহনে দ্বারকাপুরী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিষবৎ জ্বালাময়ী প্রতীত হওয়াই স্বাভাবিক। স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত এইরূপ পরম আর্তিময় অস্ফুট বাক্য শ্রবণে সত্যভামাদেবীও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই ব্রজধাম এবং ব্রজবাসিগণের দর্শনের নিমিত্ত অধীর হইয়া চাটুবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

“প্রাণতুল্য বিলাসস্থান ব্রজকুঞ্জবন। ব্রজ জন পিতামাতা ধেনুবৎসগণ ॥
সুবলাদি সখাগণ যত ব্রজাঙ্গনা। তার মধ্যে শ্রীরাধিকা মোর প্রিয়তমা ॥
তাহা ভিন্ন এ দ্বারকা বিষময় হয়। এই মোর মন-কথা জানিহ নিশ্চয় ॥
স্বপনেতে এইবাক্য বলে নীলমণি। অস্ফুট স্বপন-কথা সত্যভামা শুনি ॥
সুখময় বৃন্দাবন করিতে দর্শন। শ্রীকৃষ্ণ-চরণে দেবী করে নিবেদন ॥”২০॥

একটি নবীন তমালের ক্রোড়ে একটি স্বর্ণযূথী বিলাস করিতেছে। কনকযূথীতে রাশি রাশি কুসুম বিকসিত হইয়াছে, সে যেন দন্ত-বিকাস করিয়া হাস্য করিতেছে। কুসুম-সৌরভে আকৃষ্ট মধুকরবৃন্দ ঝঙ্কার করিতেছে, মনে হয় সে যেন মনের আনন্দে গান করিতেছে! শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই তরুণতমালের অঙ্কে সোহাগে জড়িতা কনকযূথিকার দর্শনে ভাবাবিষ্টদশায় শ্রীরূপমঞ্জরীর প্রতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এইশ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

কনকলতা-বেষ্টিত তমালতরু শ্রীরাধামাধবের স্মৃতি শ্রীপাদের অন্তরে জাগাইয়া তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীরাধামাধবের শ্রেষ্ঠ উদ্দীপনস্থান এই বৃন্দাবন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বৃন্দাবন, বৃন্দাবনাশ্রিত বৃক্ষ-লতা, কুঞ্জাদি, পক্ষী, ভৃঙ্গ, গোবর্ধন, যমুনা, রাসস্থলী প্রভৃতিকে সন্নিহিত উদ্দীপন বলিয়া শ্রীউজ্জ্বলে বর্ণন করিয়াছেন। "উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।" (ভঃ রঃ সিঃ) 'যাহারা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ভাবকে উদ্দীপ্ত করে, তাহারই উদ্দীপন।' শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপের আবেশে রূপ-মঞ্জরীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'হে সখি! রূপমঞ্জরি! ঐ নবীন তমালের ক্রোড়ে কুসুমিতা ও চঞ্চল ভৃঙ্গগণকর্তৃক নিষেবিতা কনকযূথীকে দর্শন কর—ইহা বন্দনীয়া বা বন্দনযোগ্যা। কারণ ইহা মেঘকান্তি-বিজয়ী শ্যামসুন্দরের ক্রোড়ে বিদ্যুদ্বর্ণা শ্রীরাধাকে স্মরণ করাইতেছে। ইহার কুসুমবিকাশ দর্শনে মনে হয় শ্যাম তমালের ক্রোড়ে সোহাগভরে জড়িতা শ্রীমতী যেন পরমানন্দে হাস্য করিতেছেন। চঞ্চল ভৃঙ্গের ঝঙ্কার শ্রবণে মনে হয় প্রিয়াজী যেন আনন্দভরে প্রিয়তমাকে সুখী করিবার জন্য মধুকণ্ঠে মদনগান গাহিতেছেন।' ধন্য ব্রজের বৃক্ষলতা!

শ্রীরূপমঞ্জরি দেবী, ঐ দেখ স্বর্ণযূথী, জড়াইয়া তরুণ তমালে।
অগণিত পুষ্প যত, থরে থরে বিকসিত, গুঞ্জরিছে অলি পুষ্পদলে॥
তমালে কনক-যূথী, দরশনে হয় স্ফূর্ত্তি, অভিনব শ্যামল সুন্দরে।
স্বর্ণবর্ণ পঞ্চালিকা, হাস্যযুক্ত শ্রীরাধিকা, সুখেতে জড়ায়ে কেলি করে॥
তড়িত জড়িত কিবা, সজল জলদ শোভা, নিকুঞ্জেতে রসের বাদর!
শ্যাম সঙ্গে সুকুমারী, দুহু অঙ্গে জড়াজড়ি, স্মরণ করায় নিরন্তর॥" ২১॥

॥ ইতি "শ্রীশ্রীপ্রার্থনামৃতং" স্তবের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥১৮॥

(১৯)

অথ নবাষ্টকম্

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ

গৌরীং গোষ্ঠবনেশ্বরীং গিরিধরপ্রাণাধিকপ্রেয়সীং
স্বীয়প্রাণপরার্দ্ধপুষ্পপটলী-নির্ম্মঞ্জ্যতৎপদ্ধতিম্ ।
প্রেম্ণা প্রাণবয়স্যয়া ললিতয়া সংলালিতাং নর্ম্মভিঃ
সিক্তাং সুষ্ঠু বিশাখয়া ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥১॥

অনুবাদ—যিনি গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক প্রিয়তমা, স্বীয় পরার্ধ-প্রাণরূপ কুসুমসমূহ-দ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণের পথ নির্মঞ্জন করিয়া থাকেন, যিনি প্রাণপ্রিয়সখী ললিতা-কর্তৃক প্রেমভরে সংলালিতা, বিশাখার পরিহাসরসে যিনি উত্তমরূপে পরিনিষিক্তা—হে মন ! তুমি সেই গৌরী, বৃন্দা-বনেশ্বরী, অপার রসময়ী শ্রীরাধারাণীকে ভজন কর ॥১॥

টীকা—স্বমনঃ প্রতি শ্রীরাধাভজনমুপদিশতি গৌরীমিত্যাদি পদ্যাষ্টকেন। হে মনঃ রসৈঃ শৃঙ্গা-রাদিভিরুপলক্ষিতাং রাধাং ভজ কিম্ভূতাম্ অগাধাম্ অপর্য্যাপ্তগুণাম্। পুনঃ কিম্ভূতাং স্বীয়মাত্মীয়ং যৎ-প্রাণপরার্দ্ধং সংখ্যাতীতপ্রাণস্তদেব পুষ্পপটলী পুষ্পশ্রেণী তয়া নির্ম্মঞ্জ্যা তৎপদ্ধতিঃ তস্য কৃষ্ণস্য পদ্ধতিঃ পন্থাঃ যয়া। পুনঃ কিম্ভূতাং প্রাণবয়স্যয়া প্রাণসখ্যা ললিতয়া প্রেম্ণা করণেন লালিতাং তত্তৎসাধনৈর্হ-স্তাদিভিঃ স্পৃষ্টাং পোষিতাং বা। বিশাখয়া সুষ্ঠু যথাস্যাত্তথা নর্ম্মভিঃ কৌতুকৈঃ সিক্তাং অন্যৎ সুগমম্ ॥১॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই নবাষ্টকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের কতিপয় মধুময়ী লীলার স্ফূরণ প্রাপ্ত হইয়া স্ফূর্তির বিরামে বাহ্যাবেশে স্বীয় মনের প্রতি স্ফূরণের ভিতর প্রাপ্ত অগাধরসময়ী শ্রীরাধারাণীর ভজনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই প্রথম শ্লোকে শ্রীপাদ বাহ্যাবেশে স্বীয় পরমা-ভীষ্ট ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণীর কয়েকটি গুণমাধুরী কীর্তন করিয়া তাঁহার ভজন-কামনা করিতেছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ নিত্যপরিকর, সুতরাং যদিও সেই অগাধরসময়ী শ্রীভানুনন্দিনী সততই তাঁহার অন্তরে বাহিরে স্ফূরিত হইতেছেন, তথাপি দৈন্যবশতঃ স্বয়ং ভজন-কামনা করিয়া রাগমার্গীয় সাধকগণের প্রতি পরম কারুণ্যভরে শ্রীপাদ এই অতুলনীয় ভাবসম্পদ্ রাখিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা লীলাকুঞ্জকাননে স্বীয় ভাবদেহে শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবা কামনা করেন, শ্রীরঘুনাথের এই মহাবাণী তাঁহাদের মৃতসঞ্জীবনী-সুধার ন্যায় পরম হিতকর।

এইশ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীরাধারাণীর গুণমহিমা কীর্তন করিতেছেন সাতটি বিশেষণদ্বারা। প্রথমতঃ বলিতেছেন—শ্রীমতী 'গৌরী'। শ্রীরাধারাণী সাধারণ গৌরী নহেন, অপরূপ গৌরী। পূর্বরাগে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

"যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই। তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
যঁহা যঁহা ঝলকিত অঙ্গ। তঁহি তঁহি বিজুরী-তরঙ্গ॥
কি হেরিলুঁ অপরূপ গৌরী। পৈঠল হিয় মাহা মোরি॥
যঁহা যঁহা নয়ন-বিকাশ। তঁহি কমল পরকাশ॥
যঁহা লহু হাস-সঞ্চার। তঁহি তঁহি অমিয়া বিথার॥
যঁহা যঁহা কুটিল কটাখ। তঁহি মদনশর লাখ॥
হেরইতে সো ধনি থোর। অব তিন ভুবন অগোর॥
পুন কিয়ে দরশন পাব। তব মোহে ইহ দুখ যাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি। তুয় গুণে দেয়ব আনি॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার সঙ্গীতমাধবের প্রথমেই লিখিয়াছেন—"নব-চম্পক-গৌর-কান্তিভিঃ, কৃত-বৃন্দাবন-হেমরূপতাম্! ভজ কামপি বিশ্বমোহিনীং, মধুর-প্রেমরসাধিদেবতাম্॥" (১।২) "যিনি নবচম্পকগৌরকান্তির দ্বারা শ্যামল বৃন্দাবনকে সোনার আলোকে হেমময় করিতেছেন, সেই কোন অনির্বচনীয়া মধুর প্রেমরসের অধিদেবী বিশ্বমোহিনী শ্রীরাধারাণীর ভজন কর।" গৌরীদেবী হিলাচলের গৃহে অবতীর্ণা হইয়া বহু কঠোর তপস্যাচরণপূর্বক পশুপতিকে (মহাদেবকে) প্রসন্ন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন। এই অপরূপ গৌরীকে কিন্তু পশুপতি (শ্রীকৃষ্ণ) স্বয়ং আরাধনা করিয়া প্রসন্ন করিয়া লাভ করিয়া থাকেন। কুসুম-চয়নরতা শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

"কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি। কুসুমহি নিরমিত সব তনু তোরি॥
আনন হেম সরোরুহ ভাস। সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ॥
নয়ন-যুগল নীল উতপল জোর। সহজে শোহায়ল শ্রবণক ওর॥
অপরূপ তিলফুল সুললিত নাশ। পরিমলে জিতল অমর তরুবাস॥
বাঁধুলি মিলিত অধর-মধু হাসা। মুকুলিত কুন্দকুমুদ পরকাশা॥
সবতনু ফুটল চম্পক গোর। পাণিকতল থলকমল উজোর॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান। পূজহ পশুপতি নিজ তনুদান॥" (ঐ)

আবার গোষ্ঠবনেশ্বরী বা বৃন্দাবনেশ্বরী। শ্যামসুন্দরকে বৃন্দাবনবিহারী বলা হইয়াছে, বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাই। শ্যাম স্বয়ংই শ্রীরাধার গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনের আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। "বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্মৈপ্রত্যুষ্যতা" (পদ্মপুরাণ) *বৃন্দাবনের অধিবাসী সকলেই ঈশ্বরীর ভজন করেন, সকলেই রাধাগত প্রাণ। শ্যামসুন্দরও গোষ্ঠবিহারী, তাই তিনিও গোষ্ঠবনের অধীশ্বরীর উপাসনা করেন। "কালিন্দীতটকুঞ্জমন্দিরগতো যোগীন্দ্রবদ্‌যৎপদজ্যোতির্ধ্যানপরঃ সদা জপতি যাং প্রেমাশ্রুপূর্ণো হরিঃ।" (রাধারসসুধানিধি ৯৬) 'যমুনাতটবর্তি কুঞ্জমন্দিরে গমন করিয়া

* বিলাপকুসুমাঞ্জলি ৮৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যোগীন্দ্রের ন্যায় শ্রীরাধার পদজ্যোতিঃ ধ্যান করিতে করিতে প্রেমাশ্রুপূর্ণ কলেবরে শ্রীরাধানাম সর্বদা জপ করিয়া থাকেন।' অতএব শ্রীরাধাই যথাযথ গোষ্ঠবনেশ্বরী।

শ্রীগিরিধারী প্রাণাধিক-প্রেয়সী শ্রীরাধা। গিরিধারীর বহু প্রেয়সীই ব্রজে আছেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণাধিক প্রেয়সী শ্রীরাধাই। শ্রীরাধারাণীর প্রেমমাধুরীর বৈচিত্রী সম্পাদন করিবার জন্যই অন্যান্য গোপিকার প্রেয়সীত্ব। "রাধাসহ ক্রীড়ারস আস্বাদকারণ। আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥" বহু প্রেয়সী থাকিলেও শ্রীরাধারাণীর প্রেমমাধুরী আস্বাদনের জন্য এবং তাঁহার ভাব কান্তি গ্রহণের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা জাগিয়াছে। শ্রীগৌরস্বরূপে সেই প্রাণাধিক প্রেয়সীর ভাবমাধুরীরই বিচিত্র আস্বাদন লাভে তিনি ধন্য হইয়াছেন। শ্রীরাধার প্রেমরসের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ভক্তগত প্রেমমাধুরীর আস্বাদন হইয়া যায়, কারণ অখণ্ড প্রেমতত্ত্ব শ্রীরাধা। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ তাঁহারই কায়ব্যূহ এবং সাধনসিদ্ধ যাঁহারা গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীত্ব লাভ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারাও শ্রীরাধার করুণাকণালাভেই এই অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন—অন্যথা নহে। তাই নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ যত অনন্তকোটি গোপী শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীত্ব লাভ করিয়াছেন সকলের প্রেমের মূল উৎস শ্রীরাধারাণী বলিয়া তিনি গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক প্রেয়সী।

আবার "স্বীয়প্রাণপরার্দ্ধপুষ্পপটলী-নির্ম্মঞ্ছ্যতৎপদ্ধতিম্" 'যিনি পরার্ধপ্রাণরূপ কুসুমশ্রেণীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পথকে নির্মঞ্ছন করিয়া থাকেন।' শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ সর্ব জীবেরই প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—'আত্মা বৈ প্রেয়ান্' তাঁহার প্রীতিসম্পর্কের আভাস লইয়াই সব জীবের দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, স্বজনাদি প্রিয় হইয়া থাকে। "প্রাণবুদ্ধিমনঃ স্বাত্মাদারাপত্যধনাদয়ঃ। যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোঽন্য পরঃ প্রিয়ঃ?" (ভাঃ) মায়াবদ্ধদশায় জীবের সেই প্রিয়তার অনুভূতি জাগে না। সেই প্রিয়তা অনুভবের নিমিত্তই সাধন-ভজন। প্রেমই সচ্চিদানন্দময় ভগবানের প্রতি প্রিয়তার অনুভব আনিয়া দেয়। প্রেমই মাধুর্য-মুরতি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের অনুভূতি ভক্তের চিত্তে জাগাইয়া তাঁহাকে প্রাণাধিক প্রিয়তমরূপে অনুভব করায়। সেই প্রেমের মূলাধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীরাধারাণী। তাঁহাতে অখণ্ড বা পরমমহান্ প্রেম, তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার প্রিয়তাও অখণ্ড বা পরমমহান্। প্রেমসুধা-সত্রস্তবে শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"নিজপ্রাণার্ব্বুদপ্রেষ্ঠ-কৃষ্ণপাদনখাঞ্চলা" শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নখাঞ্চল যাঁহার অর্বুদপ্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। শ্রীপাদ রঘুনাথও শতনামস্তোত্রে লিখিয়াছেন—"গোবিন্দচরণন্যস্ত-কায়মানসজীবনা। স্বপ্রাণার্ব্বুদ-নির্ম্মঞ্ছ্য-হরিপাদরজঃকণা॥" (শতনাম-স্তোত্রের ৪১ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) তাই এখানে বলা হইয়াছে—'যিনি নিজের পরার্ধপ্রাণরূপ কুসুমশ্রেণীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পথকে নির্মঞ্ছন করিয়া থাকেন।' স্ফূর্তিপ্রাপ্ত কোন লীলাবিশেষের স্মৃতি লইয়াই শ্রীপাদের এইপ্রকার উক্তি।

শ্রীমতী রাধারাণী সঙ্কেতকুঞ্জে অনুরাগভরে অভিসার করিয়াছেন। স্বহস্তে কুঞ্জ সাজাইয়া শ্যাম-

স্বীয়প্রেষ্ঠসরোবরান্তিকবলৎকুঞ্জান্তরে সৌরভোৎ-
ফুল্লৎপুষ্প-মরন্দলুব্ধ-মধুপশ্রেণীধ্বনিভ্রাজিতে।
মাদ্যন্মন্মথরাজ্যকার্য্যমসকৃৎ সন্তালয়ন্তীং স্মরা-
মাত্য-শ্রীহরিণা সমং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥২॥
কৃষ্ণাপাঙ্গতরঙ্গতুঙ্গিততরানঙ্গাসুরঙ্গাং গিরাং
ভঙ্গ্যা লঙ্গিমসঙ্গরে বিদধতীং ভঙ্গং নু তদ্রঙ্গিণঃ।
ফুল্লৎ-স্মেরসখীনিকায়নিহিতস্বাশীঃসুধাস্বাদন-
লব্ধোন্মাদধুরোদ্ধুরাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৩॥

সুন্দরের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। উৎকণ্ঠায় শ্যামের আগমন—পথপানে মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিসঞ্চার করিতেছেন।

"পবনক-পরশহি বিচলিত পল্লব শবদহি সজল-নয়ান।
সচকিত সঘন-নয়নে ধনী নিরখয়ে জানল আওল কান॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীমতীর মনে হইতেছে এই রজনীতে কঙ্কর-কণ্টকাদিপূর্ণ দুর্গম বন্যপথে শ্যামের আসিতে কতই না কষ্ট হইতেছে, নিশ্চয়ই ইহাই তাঁহার বিলম্বের একমাত্র কারণ। শ্রীমতী তখন তাঁহার অর্বুদ-প্রাণ-রূপ কুসুমরাশির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আগমন-পথকে যেন নির্মঞ্ছন করিতেছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আগমন-পথের যত আপদ্-বিপদ্, আলাই-বালাইকে যেন অর্বুদপ্রাণদ্বারা নিছিয়া মুছিয়া লইতেছেন। শ্রীমতীর অভিন্নপ্রাণা কিঙ্করী শ্রীমতীর অন্তরের কথা সবই বুঝেন, তাই এইরূপ লীলার অনুভাবেই এই শ্লোকাংশের উক্তি।

"প্রেম্ণা প্রাণবয়স্যয়া ললিতয়া সংলালিতাং" অর্থাৎ যিনি প্রাণপ্রিয়সখী ললিতা-কর্তৃক প্রেমভরে সংলালিতা (ইহার ব্যাখ্যা ৯৭১ ও ৯৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। আবার "নর্ম্মভিঃ সিক্তাং সুষ্ঠু বিশাখয়া" অর্থাৎ বিশাখার পরিহাসরসে যিনি উত্তমরূপে পরিনিষিক্তা (বিলাপকুসুমাঞ্জলি ৯৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'হে মন! তুমি অগাধরসবতী শ্রীরাধারাণীর ভজন কর!' এখানে 'অগাধরস' বলিতে পরম দুর্বিগাহ বা একমাত্র শ্রীরাধাতেই যাহার স্থিতি—সেই অখণ্ড বা সর্বভাবোদগমোল্লাসী মাদনরসকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

"জয় জয় বৃন্দাবনেশ্বরী।
রসামৃত-পারাবার, মহোজ্জ্বল অঙ্গ যাঁর, শ্রীরাধিকা নাম মনোহারী॥
প্রাণকোটি ফুলদলে, যিনি অশ্রু-গঙ্গাজলে, ব্রজ-বীথি করে নির্ম্মঞ্ছন।
অঙ্গরূপে ব্রজভূমি, বিছায়ে রেখেছে ধনি, বিহরিতে মদনমোহন॥
গিরিধর প্রাণাপেক্ষা, প্রিয়তমা গান্ধর্ব্বিকা, ললিতা লালিতা প্রেমে গৌরী।
বিশাখার নর্ম্মবাক্যে, পরিসিক্তা শ্রীরাধাকে, ভজ মন দিবস-শর্ব্বরী॥"১॥

অনুবাদ—স্বীয় পরমপ্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ড-সমীপে সুরভিত কুসুমের মকরন্দ-লুব্ধ মধুপ-শ্রেণীর ঝঙ্কারে মুখরিত কুঞ্জমধ্যে যিনি মদনরাজের অমাত্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উন্মত্ত-মদনের রাজ্য-বিষয়ককার্য-সমূহ পুনঃপুনঃ অন্বেষণ করিতেছেন—হে মন ! তুমি সেই অগাধ-রসময়ী শ্রীরাধারাণীর ভজন কর ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গতরঙ্গে যাঁহার ইন্দ্রিয়কুল মদনাবেশে সাতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, যিনি বাক্য-কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে মদন-সমর হইতে নিবর্তিত করিয়া স্মিতবদনা স্বীয় সখীকুলের প্রদত্ত স্বাভিলাষামৃত-পানে রসোন্মাদে গর্বিতা হইয়াছেন—হে মন ! তুমি সেই অগাধ রসময়ী শ্রীরাধার ভজন কর ॥৩॥

টীকা—স্বীয়েতি। কিম্ভূতাং স্বীয়প্রেষ্ঠসরোবরান্তিকবলৎকুঞ্জান্তরে স্মরামাত্যশ্রীহরিণা সমং সহ মাদ্যন্মন্মথরাজ্যকার্যাং মত্তকন্দর্পরাজ্যব্যাপারমসকৃদ্বারং বারং সন্তালয়ন্তীমন্বেষয়ন্তীং ভলঙ্ পরিভাষণ ইতি ধ্যন্তাৎ শতেপ্ চ। স্বীয়মাত্মীয়ং যৎপ্রেষ্ঠসরোবরং রাধাকুণ্ডং তস্যান্তিকে সমীপে বলন্ প্রকাশমানো যঃ কুঞ্জস্তস্যান্তরে তন্মধ্যে কুঞ্জান্তরে কিম্ভূতে সৌরভবিশিষ্টানি ফুল্লন্তি যানি পুষ্পাণি তেষাং মরন্দে মকরন্দে পুষ্পরস ইতি যাবৎ লুব্ধা যা মধুপশ্রেণী ভ্রমরসমূহঃ তস্যা ধ্বনিভিঃ শব্দৈর্ভ্রাজিতে শোভিতে ॥২॥

কৃষ্ণেতি। পুনঃ কিম্ভূতাং কৃষ্ণস্য যোঽপাঙ্গতরঙ্গাস্তৈস্তুঙ্গিততরোঽতিবর্দ্ধিতোঽনঙ্গঃ কন্দর্পো যেষু এবম্ভূতৈরসুভিরিন্দ্রিয়ৈঃ রঙ্গোনৃত্যং চাঞ্চল্যং যস্যাস্তাম্। কৃষ্ণাপাঙ্গতরঙ্গ তুঙ্গিততরানঙ্গাং সুরঙ্গামিতি পাঠে সুরঙ্গামিতি পৃথগ্বিশেষণম্। পুনঃ কিম্ভূতাং নু ভো লঙ্গিমসঙ্গরে কামযুদ্ধে বাগ্‌ভঙ্গ্যা তদ্রঙ্গিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভঙ্গং যুদ্ধান্নিবর্ত্তনং বিদধতীং কুর্ব্বতীম্। পুনঃ কিম্ভূতাং ফুল্লন্ প্রকাশমানো যঃ স্মেরসখীনিকায়ঃ ঈষদ্ধাস্যবিশিষ্টসখীসমূহস্তেন নিহিতা দত্তা যা স্বাশীঃসুধা স্বস্যাভিলাষরূপামৃতং তস্যা আস্বাদনাদ্যা লুব্ধা উন্মাদধুরা উন্মাদভারস্তয়া উদ্ধুরাং সগর্ব্বাম্ অত্রাকারান্তো ধুরা শব্দঃ ॥৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ বাহ্যাবেশে এই নবাষ্টকের প্রথমশ্লোকে শ্রীমতীর গুণ-মাধুরী কীর্তন করিয়াছেন এবং এই দ্বিতীয় শ্লোক হইতে কয়েকটি অপূর্ব মধুময়ী লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়া লীলাময়ী স্বীয় ঈশ্বরীকে লীলার মধ্যে যেভাবে অগাধ বা অপার রসময়ীরূপে অনুভব করিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়া স্বীয় মনের প্রতি তাদৃশ শ্রীরাধার ভজনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রী-রাধামাধবের পরস্পরের মিলনেই উভয়ের পরিপূর্ণতম সৌন্দর্য-মাধুর্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। যেমন সমুদ্র সর্বদা পূর্ণ হইলেও পূর্ণচন্দ্রোদয়ে তাহার ঊর্মিমালা উচ্ছলিত হইয়া ওঠে, তদ্রূপ শ্রীরাধার প্রেম-চন্দ্রোদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যসিন্ধু এবং শ্রীকৃষ্ণের রসচন্দ্রোদয়ে শ্রীরাধারাণীর মাধুরীসিন্ধু বিশাল বিপুল ঊর্মি-মালায় সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে! সখীমঞ্জরীগণের নয়ন-শফরী যুগলের সেই উচ্ছ্বসিত মাধুর্যসিন্ধুতে মহাসুখে সন্তরণ করিয়া আত্মহারা হইয়া থাকে! শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গাররসমাধুরী সর্বপ্রকারে আস্বাদন করাই-বার নিমিত্ত অদম্য নব নব আকাঙ্ক্ষা শ্রীরাধারাণীর হৃদয়-পারাবারে কল্লোলময়ী ঊর্মিমালার ন্যায় সততই সমুচ্ছ্বসিত হয়, শ্রীযুগলের অফুরন্ত মধুময়ী লীলা তাহারই পরিণতি।

শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁহার নিত্যনিবাসস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীরাধামাধবের একটি মনোহর লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুলসীমঞ্জরী-স্বরূপে শ্রীপাদ দেখিতেছেন, শ্রীকুণ্ডসমীপে মদন-সুখদা

কুঞ্জে শ্রীরাধামাধব মিলিত হইয়াছেন। একেত শ্রীকুণ্ড তাঁহাদের পরমপ্রিয় স্থান, কারণ স্বচ্ছন্দে মিলনমাধুরী আস্বাদনের এইরূপ নির্জনস্থান ব্রজমণ্ডলে আর কুত্রাপিও নাই, তদুপরি মদনসুখদা কুঞ্জ। মদন যে কুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধামাধবকে অপার আনন্দ দান করিয়া থাকে, সেই কুঞ্জেরই নাম **'মদনসুখদা'**! কুঞ্জের ভিতরে, বাহিরে ও চারিদিকে নানাজাতীয় বৃক্ষলতায় রাশি রাশি সুরভিত কুসুম বিকসিত। সেই কুসুমের সৌরভে সমাকৃষ্ট মকরন্দলুব্ধ ভৃঙ্গের দল ঝাঁকে ঝাঁকে কুসুমের স্তবকে স্তবকে ঝঙ্কার করিয়া বেড়াইতেছে! দ্বারদেশে প্রহরীর ন্যায় পাহারা দিতেছে ভৃঙ্গের দল। বিরোধিজন কেহ আসিলে দংশন করিয়া তাড়াইয়া দিবে। মধুমত্ত ভৃঙ্গের ঝঙ্কারে এবং বিবিধ পক্ষীর কলকূজনে মুখরিত কুঞ্জ। সবই যুগলের মদনাবেশের বিপুল উদ্দীপক। সেই কুঞ্জমধ্যে কুসুমশয্যায় উপবিষ্ট শ্রীরাধামাধব। শ্রীকৃষ্ণ মদনরাজার অমাত্য বা মন্ত্রী। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত নবীনমদন, নিখিল অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত মদনের মূলস্বরূপ। তবু মদনের সহায়তা-ব্যতীত শ্রীরাধামাধবের এই শৃঙ্গারলীলার পরিপুষ্টি সাধিত হয় না বলিয়া যে মদন বিশ্বের নরনারীর মধ্যে পারস্পরিক মিলনের আবেশ বা উন্মাদনা জাগাইয়া থাকে, তাহারই অপ্রাকৃত অংশটিকে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় লীলাতে সংযোজিত করিয়া থাকেন। এখানে তাঁহাকেই 'মদনরাজ' বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই অমাত্য বা মন্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ ইহার মূলস্বরূপ হইয়াও লীলারসাস্বাদন-নিমিত্ত স্বেচ্ছায় এই অমাত্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীপাদ রঘুনাথ তুলসীমঞ্জরীরূপে দেখিতেছেন— তাঁহার স্বামিনী শ্রীরাধারাণী সেই স্মরামাত্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উন্মত্ত মদনরাজের রাজ্য-বিষয়ক কার্যসমূহের পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান করিতেছেন! এখানে 'উন্মত্ত মদনরাজ' বলিতে যুগলের পারস্পরিক সৌন্দর্য-মাধুর্যে উভয়েরই মদনরসোন্মত্ততা সূচিত হইয়াছে। সেই রসোন্মাদে পরস্পর বিবিধ শৃঙ্গাররসালাপের সহিত তাঁহারা মদনের পুনঃপুনঃ চুম্বনালিঙ্গনাদি বিবিধ অঙ্গসমূহের অন্বেষণ করিতেছেন। তুলসীর দৃষ্টিতে শ্রীরাধা তখন অগাধ ও অপার রসসিন্ধুর তুল্য। নায়কমণি সেই রসসিন্ধুতে সন্তরণ করিয়া তাহার অসীমতায় নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন! সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় মনের প্রতি সেই অগাধ রসময়ী শ্রীরাধার ভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

লীলাস্ফূর্তির বিরামে শ্রীরঘুনাথ বিরহ-কাতর। অগাধ প্রেমরসসিন্ধু শ্রীমতী রাধারাণীর রূপ, গুণ, লীলামাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত নয়ন-মন পিপাসার্ত। প্রগাঢ়লালসাময়ী-প্রার্থনাতে সেই পিপাসা ও আর্তির অভিব্যক্তি। উৎকণ্ঠাপ্রধানা রতির ইহাই ভাবসম্পদ্। রাগানুগা সাধকের চিত্ত যে পরিমাণে শ্রীপাদের এই ভাববিহ্বল উৎকণ্ঠাময় দশার অনুধ্যানপূর্বক শ্রীরাধামাধবে অভিনিবিষ্ট হইবে, তাদৃশ গাঢ়ধ্যানদ্বারা তাঁহার চিত্ত যতই ভাব-সংস্কারময় হইবে, ততই তিনি স্বীয় স্বরূপাভিমানে মগ্ন হইয়া শ্রীরাধার দাস্যরসাস্বাদনে লালসাতুর হইবেন। শ্রীপাদের রচিত স্তবাবলী আস্বাদনের ইহাই চরমলাভ।

যাহা হউক, উৎকণ্ঠাবিহ্বল শ্রীপাদের নয়নসম্মুখে স্ফূর্তিতে আবার সেই লীলাচিত্রটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্ফুরণে দেখিতেছেন—সেই মদনসুখদাকুঞ্জে রসময়নাগর প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর প্রতি অপাঙ্গ-

তরঙ্গ-বিস্তার করিতেছেন ! ভ্রূধনু হইতে কটাক্ষশররাজি নিক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীমতীর ইন্দ্রিয়কুলকে সাতিশয় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে !! যাহার ফলস্বরূপ শ্রীযুগলের বিপুল মদন-সংগ্রামের সূচনা হইয়াছে। তুলসী কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়া যুগলের মদন-সমরের রসমাধুরী প্রাণভরিয়া আস্বাদন করিতেছেন। স্মর-সমরের বিরাম নাই !! শ্রীমতী সহসা নিকটবর্তি কুঞ্জে তাঁহার সখীগণের হাস্যপরিহাসের শব্দ শুনিয়া বিবিধ বাক্যকৌশলে নাগরকে মদন-সমর হইতে নিবর্তিত করিয়াছেন। নাগর রাধামাধুরী আস্বাদনে আনন্দ-বিবশ ! মাদনরসের তরঙ্গাঘাত অপ্রাকৃত নবীন মদনের চিত্ত-মনকে কোন অজ্ঞাতরাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে,' শ্রীমতী রাধারাণী শ্যামের আনন্দ-বৈবশ্য-দর্শনে তাঁহাকে পরিহাস করিবার জন্য সখীসমাজে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। তখন যে সব সখীগণ কুঞ্জছিদ্রে নয়ন দিয়া শ্রীযুগলের মিলন-মাধুরী আস্বাদন করিতেছিলেন তাঁহারা শ্রীরাধারাণী যে বাক্যকৌশলে শ্যামকে মদনসমর হইতে-নিবর্তিত-করিয়াছেন, এইজন্য শ্রীরাধারাণীর বুদ্ধি-চাতুর্যের জয়গান করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী স্বীয় অভিলষিত সখীকুলের বাক্যামৃত পান করিয়া রসোন্মাদে গর্বিতা হইয়াছেন। স্বামিনীর অন্তরের সুখটি তাঁহার অভিন্নপ্রাণা কিঙ্করী তুলসীর বুকে জাগিতেছে। তিনিও স্বামিনীর গর্বে গর্বিতা। সহসা লীলাস্ফূর্তির বিরাম হইয়াছে। শ্রীপাদ সাধকাবেশে স্বীয় মনের প্রতি তাদৃশ অপার রসময়ী শ্রীরাধারাণীর ভজনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন অপূর্ব কাব্য-কলা-লালিত্যপূর্ণ তৃতীয়-সংখ্যক শ্লোকে। শ্রীপাদের কাব্য-কলা-নৈপুণ্যে শ্লোকে বর্ণনীয় রসটি যেন মূর্তিমন্ত হইয়া রসিক-ভাবুকের আস্বাদ্য হইয়াছে। রসবস্তু অসীম অখণ্ড ও স্বপ্রকাশ, কোন দেশ কাল পাত্রদ্বারা সীমাবদ্ধ বস্তু নহে। উহা সার্বজনীন ও সার্বভৌম, যে-দেশে যখন যেরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট মহানুভবী প্রেমিকপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তিনি সেইভাবেই রস-বস্তুকে স্বয়ং আস্বাদন করিয়া তদীয় গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই অনন্যসাধারণ অবদানে বিশ্বমানব ধন্য হইয়াছে। 'রসানাং রসতমঃ' শ্রীগোবিন্দ এবং অখণ্ড মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা-রাণীর লীলারসমাধুরী-বর্ণনায় শ্রীপাদ রূপ-রঘুনাথের অবদান বিশ্বে অতুলনীয় !

"রাধাকুণ্ড-তীর কুঞ্জে, মত্ত মধুকর-পুঞ্জে, ফুলে ফুলে করিছে গুঞ্জন।
সুগন্ধি কুসুম হতে, মকরন্দ ঝরি পথে, মধুময় নিকুঞ্জ-কানন॥
সেই কুঞ্জমধ্যে যিনি উনমত হৈয়া ধনী শৃঙ্গারের কেলিকলা আশে।
মনমথরাজ মন্ত্রী, রসিকেন্দ্র চূড়ামণি, তাঁর সঙ্গে দৃঢ় ভুজ-পাশে॥
বিলাস-শয্যাতে বসে, উন্নত উজ্জ্বল রসে, ক্ষণে ক্ষণে করিতেছে স্নান।
হে মন ! ভজ তুমি, সর্ব্বগুণ-রত্নখণি, সুমধুর 'রাধা' যার নাম ॥২॥
"কৃষ্ণাপাঙ্গ-তরঙ্গেতে, অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত তাতে, কামাব্ধি-তরঙ্গ অতিশয়।
যাঁর সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাম, নৃত্য করে অবিরাম, সেই রাধা-ঠাকুরাণী হয়॥
যিনি বাক্য-কৌশলেতে, কন্দর্প-সমর হৈতে, নিবর্ত্তিত করিয়া মাধবে।
হাস্যযুক্ত সখীমুখ, তাদের প্রদত্ত যত, পান করি নিজ বাঞ্ছামৃতে॥

জিত্বা পাশককেলি সঙ্গরতরে নির্ব্বাদবিম্বাধরং
স্মিত্বা দ্বিঃ পণিতং ধয়ত্যঘহরে সানন্দগর্ব্বোদ্ধুরে।
ঈষচ্ছোণদৃগন্তকোণমুদয়দ্রোমাঞ্চকম্পস্মিতং
নিঘ্নন্তীং কমলেন তং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৪॥

অনুবাদ—দুইবার অধরসুধা পানের পণ রাখিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধব পরস্পর পাশাক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া বিপুল পাশক-সংগ্রামে শ্রীমতীকে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে ও সগর্বে শ্রীমতীর বিম্বাধর অবাধে পান করিতে প্রবৃত্ত হইলে যিনি ঈষদরুণ নয়নাঞ্চলে, রোমাঞ্চ ও কম্পের সহিত মৃদুহাস্যমণ্ডিত বদনে লীলাকমলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিতেছেন—হে মন! তুমি সেই অগাধ রসময়ী শ্রীরাধারাণীর ভজন কর ॥৪॥

টীকা—জিত্বেতি। পুনঃ কিম্ভূতাম্ ঈষৎশোণ দৃগন্তকোণং যথাস্যাদেব মুদয়দ্রোমাঞ্চ কম্পস্মিতং যথাস্যাত্তথা তং শ্রীকৃষ্ণং কমলেন লীলাপদ্মেন করণেন নিঘ্নন্তীম্। ঈষৎশোণমল্পরক্তং দৃগন্তস্য কোণমঞ্চলং যস্যাং ক্রিয়ায়াম্। এবমুদয়ন্তি প্রকাশমানানি রোমাঞ্চ কম্প স্মিতানি যস্যাং ক্রিয়ায়ামিতি। কস্মিন্ সত্যেবম্ অত্রাহ পাশককেলিসঙ্গরতরে পাশকক্রীড়া যুদ্ধাতিশয়ে জিত্বা অঘহরে শ্রীকৃষ্ণে স্মিত্বা নির্ব্বাদ বিম্বাধরং ধয়তি পিবতি সতি। নি-র্ন বিদ্যতে বাদো নিবারণসূচকং কথনং যত্র তম্ তত্র হেতুঃ নির্ব্বাদ বিম্বাধরং কিম্ভূতং দ্বিঃ পণিতং যদি পাশক্রীড়ায়াং ভবতো জয়ো ভবেত্তদা মদধরো দ্বিবারং পাতব্য ইতি দ্বিঃ কৃতপণং নির্ব্বাধমিতি পাঠে বাধারহিতমিত্যর্থঃ। অঘহরে কিম্ভূতে সানন্দো যো গর্ব্বস্তেনো-দ্ধুরে চঞ্চলে ॥৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা – শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফুরণধারার কি অপূর্ব নিবিড়তা! স্বপ্রকাশ শ্রীরাধা-মাধবের লীলা প্রত্যক্ষের ন্যায়ই শ্রীপাদের নয়নসম্মুখে অফুরন্ত মাধুর্যসম্ভার লইয়া উদিত হইতেছেন। এইশ্লোকে পাশাক্রীড়ালীলার স্ফূরণ। শ্রীরাধাকুণ্ডে সুদেবীর কুঞ্জে পাশাক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে। সুদেবী রত্নাসনে শ্রীরাধামাধবের মধ্যস্থলে পাশাসারি আনিয়া রাখিয়াছেন। নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে, শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীরাধার পক্ষে সাক্ষী। দ্যূত-প্রবর্তিকা কুন্দলতা। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে মধুমঙ্গল ও শ্রীরাধার পক্ষে ললিতা উপদেষ্টা। সকলেই অক্ষক্রীড়ায় পরম সুনিপুণা শ্রীযুগলের বিজিগীষাময় ক্রীড়া—পণ রাখিয়া খেলা হয়। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তুভমণি ও শ্রীরাধার স্যমন্তক পণ রাখা হইল। পাশা চালনাকালে শ্রীমতীর উচ্ছলিত মাধুর্যে শ্যামনাগরের নয়নমন মগ্ন। শ্রীমতী 'দশ-দশ' 'বিত্তিঃ-বিত্তিঃ' বলিতে বলিতে পাশাকে নিক্ষেপপূর্বক ইষ্টদায় পাতিত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে প্রিয়ে। তোমার 'দশ' দায় পতিত হয় নাই, 'বিত্তি' নামক দায়-হইয়াছে, সুতরাং বারবার 'দশ দশ' (দংশন কর দংশন কর)

হ'য়ে অতি উন্মাদিনী, গর্ব্বিতা শ্রীরাধারাণী, কেলিকুঞ্জে করে অধিষ্ঠান।
হে মন! ভজ তুমি, কুঞ্জেশ্বরী বিনোদিনী, মদনমোহিনী যাঁর নাম ॥"৩॥

এইরূপ প্রার্থনা করা উপহাসাস্পদ। সহসা শ্রীরাধা জয়ী হইলেন এবং সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তুভমণি গ্রহণ করিলেন। শ্রীরাধার পক্ষে সকলের মহা মহোল্লাস। হাস্যমুখী সখীগণ বলিলেন,—'বহুরমণীর স্তন-স্পর্শে যে কৌস্তুভ দূষিত হইয়াছে, তাহা প্রিয়সখীর বক্ষে কিরূপে ধারণ করাইব?' কেহ বলিতেছেন, 'কৌস্তুভকে বিক্রয় করিয়া তাহার বিনিময়ে কঙ্কণ আনিয়া প্রিয়সখীকে পরাইব।' কেহ বলিতেছেন, 'না, শ্রীকুণ্ডের জলে ভাল করিয়া ধৌত করিয়া প্রিয়সখীর বক্ষে পরাইলেই চলিবে' ইত্যাদি! কেহ বা মধুমঙ্গলের প্রতি বলিলেন—'হে বটো! তোমার সখার গৌরবে যে তোমার পৃথিবীতে পদস্পর্শ হয় না, এখন সে গৌরব কোথায় গেল? ইহা গোচারণের মাঠ নহে এবং বক, বৎস, বকীর মারণও নহে, ইহার নাম পাশাখেলা, ইহাতে বিদগ্ধজনের বুদ্ধির পরীক্ষা হয়।' এইপ্রকার বেণু, বীণা, পরস্পরের মণিহার, হরিণ-হরিণী, সখা-সখী প্রভৃতি পণ রাখিয়া কতশত রহস্যময় বাদানুবাদের সহিত পাশাক্রীড়া চলিল। বিপুল পাশক-সংগ্রাম!! পাশাক্রীড়ায় জয়শ্রীরূপিণী শ্রীরাধারাণী প্রায়ই জয়শীলা হইয়া সখীগণসহ বিপুল আনন্দলাভ করিলেন।

পরিশেষে দ্যূত-প্রবর্তিকা কুন্দলতা উভয়পক্ষে চুম্বন পণ রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে মহানন্দে সম্মত হইলেন। শ্রীরাধারাণী কিন্তু জয়ের আবেশে পণের কথা সবিশেষ বিচার না করিয়াই সম্মতি দান করিলেন। সম্মতি দিয়াই তিনি মনে মনে ভাবিলেন—'ও হো! এই পণে উভয়দিকেই তো আমার অপরিসীম লজ্জাই হইবে। আমি যদি জয়ীও হই, পণগ্রহণে তো সমধিক লজ্জার বিষয়। সখীগণ সকলে হাস্য করিবে এবং এই গুণনিধি তো উপহাস করিবেই। আবার যখন সম্মতি দিয়া ফেলিয়াছি, তখন পণ আর পরিবর্তনও করা যাইবে না। এইপ্রকার অভাবনীয় চিন্তায় পড়িয়া শ্রীমতী ভাবগোপনপূর্বক হাসিতে হাসিতে খেলায় প্রবৃত্তা হইলেন। কমলাননা শ্রীমতী কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কা হইয়াই 'বিদুঃ বিদুঃ' বলিয়া কঙ্কণ-ঝঙ্কৃত-হস্তে পাশক চালাইলেন। তাহা শুনিয়া সখীগণ হাস্যের সহিত বলিলেন—'সখি রাধে! চুম্বনাদিরূপ পণবৃদ্ধির বাসনা তোমার কে জানিয়াছে, কই আমরা তো কিছুই, জানি না, তবে তুমি "বিদুঃ বিদুঃ" "জানিয়াছে জানিয়াছে" বলিতেছ কেন?' সখীগণের বাক্যভঙ্গিশ্রবণে রসময় নাগর পণকে দ্বিগুণিত করিলেন। অর্থাৎ যে জয়ী হইবে সে পরাজিত-পক্ষকে দুইবার চুম্বন করিবে। সখীগণ-সহ নাগরের বাক্যপরিপাটীতে শ্রীমতীর অরুণিম নয়নপ্রান্ত চঞ্চল হইল এবং প্রিয়তমের বক্রোক্তিতে বিদ্ধ হইয়া তিনি খেলায় ভ্রান্তচিত্তা হইয়া পড়িলেন! এই খেলায় জয় অপেক্ষা পরাজয়ই সমধিক শ্রেয়ঃ বিচার করিয়া শ্রীমতী স্বয়ংই খেলার ক্রমভঙ্গ করিয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন।

খেলায় জয়ী হইয়া নাগরের আনন্দ ও গর্ব আর দেখে কে! তিনি অবাধে শ্রীমতীর বিম্বাধর-পানে প্রবৃত্ত হইলেন। বিজয়ীবীর, ছাড়িবে কেন? শ্রীমতীর ও সখীগণের কাহারো বাধা দেওয়ার অধিকার নাই, সুতরাং পণ-গ্রহণটি নির্বাধ! তৎকালে শ্রীমতীর শ্রীবদনের নয়নের কি শোভা! ভাবের মুরতিতে কত শত ভাবাভিব্যক্তি। চারিদিকে হাস্য-পরায়ণা সখীগণ, বিজয়ী নাগর 'পণ দাও পণ দাও'

অংসে ন্যস্য করং পরং বকরিপোর্বাঢ়ং সুসখ্যোন্মদাং
পশ্যন্তীং নবকাননশ্রিয়মিমামুদ্যদ্বসন্তোদ্ভবাম্।
প্রীত্যা তত্র বিশাখয়া কিশলয়ং নব্যং বিতীর্ণং প্রিয়-
শ্রোত্রে দ্রাগদধতীং মুদা ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৫॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে স্বীয় বামকর বিন্যাস পূর্বক তদীয় সুসখ্যভাবে সাতিশয় উন্মত্তা হইয়া অভিনব বসন্তাগমে প্রকাশিত কানন-শোভা সন্দর্শন করিতেছেন এবং যিনি বনমধ্যে বিশাখার সহিত হর্ষ ও প্রীতিভরে শীঘ্র সুবিস্তীর্ণ নবপল্লব প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে পরিধান করাইতেছেন, হে মন ! তুমি সেই অগাধ রসময়ী শ্রীরাধারাণীর ভজন কর ॥৫॥

টীকা—অংসে ইতি। পুনঃ কিম্ভূতাং বকরিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অংসে স্কন্ধে পরং বামকরং ন্যস্য ইমাং নবকাননশ্রিয়ং শোভাং পশ্যন্তীম্। শ্রিয়ং কিম্ভূতাম্ উদ্যন্ উদয়ং প্রাপ্নুবন্ যো বসন্তস্তত্রোদ্ভবাম। রাধাং কিম্ভূতাং বাঢ়মত্যর্থং সুসখ্যেন শ্রীকৃষ্ণস্য শোভন সখ্যেন উন্মদাং উন্মত্তাম্। পুনঃ কিম্ভূতাং তত্র বনে বিশাখয়া সহ বিতীর্ণং বিস্তীর্ণং নব্যং কিশলয়ং মুদা হর্ষেণ প্রীত্যা চ প্রিয়শ্রোত্রে শ্রীকৃষ্ণস্য কর্ণে দ্রাক্ ঝটিতি দধতীং ন্যস্যন্তীম্ ॥৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—অগাধ অপার রসময়ী শ্রীরাধারাণী শ্রীপাদ রঘুনাথের অন্তরে বাহিরে খেলা করিতেছেন। স্ফুরণে রসোল্লাসে এবং স্ফূর্তির বিরামে ভাবোল্লাসে শ্রীপাদের রাধারসমাধুরী আস্বাদনের পরম্পরা চলিয়াছে ! সেই আস্বাদনেরই অপূর্ব রসোদ্গার এই সব শ্লোকে নিবদ্ধ। শাস্ত্র ও

বলিতেছেন। শ্রীমতীর দেহ রোমাঞ্চিত ও কম্পিত। নাগর সবলে পণ-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে মৃদুহাস্যমণ্ডিত বদনে ঈষদরুণ নয়নাঞ্চলে লীলাকমলদ্বারা তাড়না করিতেছেন। তুলসীর স্ফুরণে লীলারসটি আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার নয়নে এখন শ্রীমতী অগাধ রসময়ী, সেই রসের সিন্ধুতে নাগর ও সখীগণের নয়ন-মন মহাসুখে সন্তরণসুখ ভোগ করিতেছে। সহসা শ্রীপাদের স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। আর্তির সহিত শ্রীপাদ সেই অগাধরসময়ী শ্রীরাধারাণীর ভজন-কামনা করিয়াছেন।

"লীলারাজ্য কুঞ্জবনে, শ্রীরাধিকা সখীসনে, বসিয়াছে প্রফুল্ল বদন।
বসন-অঞ্চল পেতে, রাজনন্দিনী আদরেতে, বসাইলা মদনমোহন ॥
চুম্বন করিয়া পণ, আরম্ভিলা মহারণ, পাশাখেলা বিনোদিনী সনে।
শ্রীরাধিকায় জয় করি, যায় সুখে গিরিধারী, বিম্বাধর করিতে চুম্বনে ॥
এ হেন সময়কালে, রক্তবর্ণ নেত্রাঞ্চলে, শ্রীরাধা ঈষৎ কটাক্ষেতে।
কম্পহাস্য পুলকেতে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গেতে, আঘাত করে লীলা-কমলেতে ॥
হে মন ! ভজ তুমি, সুমাধুর্য্য-কাদম্বিনী, কৃষ্ণ যাঁর ক্রীড়ার পুতুল।
শৃঙ্গার-সমুদ্র-মাঝে, মীন প্রায় ডুবে আছে, 'রাধা' নাম সম্পদ্ অতুল ॥"৪॥

মহাজনেরা বলেন—'রসই কাব্যের প্রাণ।' অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—"বাগ্বৈদগ্ধ্য প্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্" অর্থাৎ 'সৎকাব্যে বাক্যের বৈচিত্রী প্রধান হইলেও রসই উহার জীবন।' অপ্রাকৃত রসকবিগণের মনের মাধুরী সম্পাতে নিখিলবস্তুই মাধুর্যমণ্ডিত হয়, তাঁহাদের ভাবালোকে নিখিলবিশ্ব ভাবোজ্জ্বল হইয়া উঠে সুতরাং তাঁহাদের রসোদ্গারময় কাব্য যে আস্বাদন-চমৎকারিতায় অতুলনীয় হইবে—ইহাত বলাই বাহুল্য।

শ্রীকুণ্ডতীরে পড়িয়া শ্রীপাদ রোদন করিতেছিলেন। সহসা স্ফুরণ আসিল। দেখিতেছেন, শ্রীকুণ্ডের বনে বসন্তঋতুর সমাগম হইয়াছে। স্বভাবসুন্দর বৃন্দাবনের প্রকৃতি বসন্তের আগমনে কি অভিনব সাজে সুসজ্জিত হইয়াছে!

"আওল ঋতু-পতি রাজ বসন্ত। ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পউগণ্ড। কেশরকুসুম ধয়ল হেমদণ্ড।
নৃপ-আসন নব পীঠল-পাত। কাঞ্চন-কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায়। সমুখহিঁ কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র। আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষ মন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ। মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দবল্লী তরু ধয়ল নিশান। পাটল তূণ অশোক-দল বাণ॥
কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ। হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিক-কুল। শিশিরক সবহুঁ করল নিরমূল॥
উধারল রসসিজ পাওল প্রাণ। নিজ নব-দলে করু আসন দান॥
নব-বৃন্দাবন-রাজ্যে বিহার। বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥" (পদকল্পতরু)

সহসা স্বর্ণ-নীলালোকে কুণ্ডতীর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! শ্রীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে দেখিতেছেন শ্রীরাধামাধব বসন্ত-বনশোভা দর্শন করিতে করিতে চলিয়াছেন। গজরাজ-কারিণীর ন্যায় স্বচ্ছন্দ বিহার। যুগলরূপের ছটায় দিগন্ত উজলিত। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে স্বীয় বামকর বিন্যাস করিয়া তাঁহার গলদেশ বেষ্টনপূর্বক গমন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বকরিপু, বকাসুর যাঁহাকে গলদেশের ভিতরেও রাখিতে সমর্থ হয় নাই, অগ্নিদাহের ন্যায় তালুমূল জ্বালাময় হইলে তৎক্ষণাৎ উদগীরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার দুইটি বিশালচঞ্চু ধরিয়া বীরণপত্রের ন্যায় অনায়াসে বিদীর্ণ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই মহাবলশালী বকরিপুর শ্রীরাধারাণীর বাহুবেষ্টনী হইতে মুক্ত হইবার শক্তি নাই। ইহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকাই যে তাঁহার পরম ও চরম কাম্য।

যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারাণীর বনবিহারে সাধারণতঃ শ্রীমতীর দক্ষিণহস্ত শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে এবং শ্রীরাধার স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বামবাহু বিন্যস্ত থাকে, কারণ শ্রীমতী সতত শ্রীকৃষ্ণের বামপ্রদেশেই বিরাজ করেন। কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে শ্রীরাধার বামবাহু বিন্যস্ত রহিয়াছে, ইহাতে বুঝা যাই-

মিথ্যাস্বাপমনল্পপুষ্পশয়নে গোবর্দ্ধনাদ্রেগুর্হা-
মধ্যে প্রাগ্দধতো হরেমুর্রলিকাং হৃত্বা হরন্তীং ব্রজম্।

তেছে ইতিপূর্বে যুগলের বিলাস হইয়া গিয়াছে। বিলাসের আতিশয্যে প্রেমবিলাসবিবর্তের উদয়ে উভয়ের মনে নায়ক-নায়িকাভাবের পরিবর্তন আসিয়াছিল। সেই প্রেমবিলাসবিবর্তের আবেশ এখনো উভয়ের দেহ-মনে বিরাজিত! তাই নায়কের আবেশে নায়িকামণি শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় বামপার্শ্বে লইয়া তাঁহার স্কন্ধে বামবাহু বিন্যাস করিয়া চলিয়াছেন।

শ্রীমতী 'সুসখ্যোন্মদাং' অর্থাৎ সুসখ্যপ্রণয়ভাবে উন্মত্তা। এখানে সম্ভ্রম গৌরবরহিত বিশ্রম্ভকেই 'সখ্য' বলা হইয়াছে। "বিশ্রম্ভঃ সাধ্বসোন্মুক্তঃ সখ্যং স্ববশতাময়ঃ" (উঃ নীঃ) বিশ্রম্ভ অর্থে পরস্পরের মন-প্রাণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অভিন্নত্বভাব। সখ্যের দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে—

"সরভসমধিকণ্ঠমর্পিতাভ্যাং দনুজরিপোর্নিজবাহুবল্লরীভ্যাম্।
নিটিলমবনমষ্য তস্য কর্ণে সখি কথিতং কিমিব ত্বয়া রহস্যম্?" (ঐ)

বিশাখা শ্রীরাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সখি! শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে-সকৌতুকে স্বীয় বাহু-লতাদ্বয় বিন্যাসপূর্বক তাঁহার মস্তক অবনমিত করিয়া তদীয় কর্ণে কি রহস্যকথা বলিলে?' শ্রীমতী সুসখ্যোন্মাদে উন্মত্তা। শ্যামের স্কন্ধে বামবাহু বিন্যাস এবং শ্যাম শ্রীরাধার স্কন্ধে দক্ষিণবাহু বিন্যাস করিয়া উভয়ে উভয়ের অঙ্গে অঙ্গভার অর্পণকরত বাসন্তী-বনশোভা দর্শন করিতেছেন। এইভাবে বনভ্রমণে শোভা দর্শনে মুগ্ধ শ্রীযুগল একটি রত্নবেদিতে বসিয়াছেন। শ্রীবিশাখাসখী আসিয়া মিলিত হইয়াছেন! শ্রীমতী বিশাখার সঙ্গে হর্ষ ও প্রীতিভরে কুসুম ও নবপল্লব চয়ন করিয়া বন্যবেশ রচনা করত মনের সাধে শ্যামকে সাজাইতেছেন। সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ও মহাভাবের সিন্ধুতে কতশত ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছে! স্বামিনী শ্যামের কর্ণে একটি সুবিস্তীর্ণ নবপল্লবের অবতংস পরাইতেছেন। সহসা শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফূর্তির বিরাম হইয়াছে। স্ফূর্তির বিরামে স্বীয় মনের প্রতি তাদৃশ অপার রসময়ী শ্রীরাধারাণীর ভজনের প্রেরণা দিয়াছেন।

"সুসখ্য-ভাবেতে ধনি, গিরিধারী-স্কন্ধে যিনি, বামকর করি সমর্পণ।
পরশেতে গদগদ, অতিশয় উনমত, মরালিনী করিছে গমন॥
নবীন বসন্তকালে, নবীন-যুগল চলে, বৃন্দাবনে নবীন-কাননে।
শোভা করে নিরীক্ষণ, সঙ্গে প্রিয় সখীগণ, মুখরিত ভ্রমর-গুঞ্জনে॥
কৃষ্ণসুখ প্রদায়িনী, বিশাখার সঙ্গে ধনি, প্রীতে পুলকিত কলেবর।
নব নব পল্লবেতে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণেতে, সাজাইছে অতি মনোহর॥
সুশৃঙ্গার কারুকৃতি, হেমাঙ্গিনী শ্রীমূরতি, কৃষ্ণসুখ-বিলাসের নিধি।
হে মন! ভজ তুমি, বৃষভানু-রাজনন্দিনী, সৃষ্টিকলা রূপের অবধি॥"৫॥

স্মিত্বা তেন গৃহীতকণ্ঠ-নিকটাং ভীত্যাপসারোৎসুকাং
হস্তাভ্যাং দমিতস্তনীং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৬॥

অনুবাদ — গোবর্ধন-গিরিগুহামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কপট নিদ্রায় শয়ন করিলে যিনি প্রথমে তদীয় বংশী-হরণ করিয়া পরে মাল্যহরণ করিতেছেন, ইত্যবসরে যিনি শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সহাস্যে কণ্ঠের অধঃপ্রদেশে গৃহীত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার বক্ষঃস্থলকে আয়ত্তাধীন করিতেছেন—হে মন ! তুমি সেই অশেষ রসের খনিস্বরূপা শ্রীরাধারাণীর ভজন কর ॥৬॥

টীকা— মিথ্যেতি। পুনঃ কিম্ভূতাং হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুরলিকাং মুরলীং হৃত্বা গৃহীত্বা স্রজং মালাং হরন্তীম্। হরেঃ কিম্ভূতস্য প্রাক্ প্রথমতো গোবর্দ্ধনাদ্রেগুহামধ্যে অনল্পপুষ্পরচিতে শয়নে শয্যায়াং মিথ্যা স্বাপম্ অলীকনিদ্রাং দধতো ধারয়তঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং স্রগ্‌হরণানন্তরমেব তেন শ্রীকৃষ্ণেন স্মিত্বা গৃহীতকণ্ঠনিকটাম্ গৃহীতঃ স্পৃষ্টঃ কণ্ঠস্য নিকটোঽধঃপ্রদেশো যস্যাস্তাম্। পুনঃ কিম্ভূতাং গৃহীতকণ্ঠ-নিকটান্তরমেব ভীত্যা ভয়েনাপসারোৎসুকাং পলায়নোৎসুকাম্। পুনঃ কিম্ভূতাম্ অপসারণসময় এব হস্তাভ্যাং দমিতস্তনীং দমিতৌ স্বায়ত্তীকৃতৌ স্তনৌ যস্যাস্তাম্ ॥৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—স্ফুরণের বিরামে শ্রীপাদ রঘুনাথের বাহ্যে হাহাকার কিন্তু অন্তরে স্ফুরণে আস্বাদ্য-লীলার রসের জড়িমা ! অভীষ্টের সৌন্দর্য, মাধুর্য, রূপ, গুণ, লীলা অন্তরে অফুরন্ত লালসার সৃষ্টি করিতেছে ! এই লালসাই অন্তরে জাগাইতেছে প্রার্থনার মধুময় তরঙ্গ এবং সেই প্রার্থনার তরঙ্গে ভাসমান শ্রীপাদের নয়নসম্মুখে আবার ফুটিয়া উঠিতেছে অভিনব লীলামাধুরী ! এইপ্রকার ক্রমাগত চলিয়াছে ! যত পিপাসা, তত আস্বাদন,—যত আস্বাদন, তত পিপাসা ! এই অলৌকিক অতীন্দ্রিয় রসাস্বাদনধারা মানবের বর্ণনার অতীত—ভাষার অগম্য ! কেবল রসিক ভক্তগণেরই অনুভববেদ্য।

বিরহী শ্রীপাদের নয়ন-সম্মুখে অফুরন্ত মাধুর্য-সম্ভার লইয়া আবার একটি অভিনব লীলামাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছে ! শ্রীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে দেখিতেছেন—গিরিরাজ গোবর্ধনের নির্জন-গুহামধ্যে শ্রীরাধামাধবের মধুর বিলাস। গুহাত নয়, বিশাল রত্নমন্দির ! হরিদাসবর্য শ্রীগোবর্ধন নানাবর্ণাঢ্য রত্ন-মন্দির অপেক্ষাও সুন্দর সেইসব গুহামধ্যে শ্রীরাধামাধবের বিবিধ বিলাসোপকরণ সুসজ্জিত করিয়া রাখেন। শ্রীগিরিরাজের এইসব নির্জন কন্দরে শ্রীযুগলের অতি প্রমদ-মদনলীলার রসাস্বাদন হইয়া থাকে। শ্রীযুগলের লীলা-অন্তে সখী-মঞ্জরীগণ যেমন তাঁহাদের বিলাস-ত্রুটিত হার-মাল্যাদিতে শোভিতা হইয়া নিজেদের পরম সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করেন, মহাসৌভাগ্যবান্ শ্রীগিরিরাজ শ্রীযুগলের সেই বিলাস-ত্রুটিত হার-মাল্যাদিতে সদাকাল সুশোভিত হইয়া থাকেন ! গিরিরাজের রত্নময় নির্জন গুহায় শ্রীরাধামাধবের মধুরবিলাস হইয়া গিয়াছে। বিলাসান্তে শ্রীযুগল কুসুমশয্যায় বসিয়াছেন। শ্রীতুলসী তাম্বূলদান, চামরব্যজনাদি সেবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। শ্রীরাধারাণী নাগরকে গুহামধ্যে রাখিয়া তাঁহাকে সাজাইবার জন্য কুসুমচয়নের নিমিত্ত তুলসীর সহিত কাননে প্রবেশ করিয়াছেন। পুষ্প লইয়া স্বামিনী কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখেন কুসুমশয্যায় নাগর নিদ্রিত। মিথ্যাস্বাপ অর্থাৎ কপট

তূর্ণং গাঃ পুরতো বিধায় সখিভিঃ পূর্ণং বিশন্তং ব্রজে
ঘূর্ণদ্যৌবতকাঙ্ক্ষিতাক্ষি-নটনৈঃ পশ্যন্তমস্যা মুখম্।
শ্যামং শ্যামদৃগন্ত-বিভ্রমভরৈরান্দোলয়ন্তীতরাং
পদ্মাম্লানিকরোদয়াং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৭॥

অনুবাদ— শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র গাভীসমূহকে অগ্রে স্থাপনপূর্বক সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রজে

নিদ্রা। অপ্রাকৃত লীলারাজ্যে সবই বিপরীত—সবই অদ্ভুত। নাগর যখন সত্য সত্যই নিদ্রিত হন, তখন আনন্দঘনমূরতির অধর-কিশলয়ে মধুর ঈষৎহাস্য লাগিয়া থাকে, তখন উহা কপটনিদ্রা বলিয়াই মনে হয়। কপটনিদ্রার সময় কিন্তু ঐ স্মিতটি চাপিয়া রাখেন বলিয়া উহা সত্যনিদ্রার ন্যায় প্রতীত হয়। শ্যামসুন্দরকে সত্যই নিদ্রিত মনে করিয়া স্বামিনীর অন্তরে একটু কৌতুকের উদয় হইয়াছে। তিনি কপটনিদ্রায় স্থিত শ্যামের ঈষৎ শিথিলিত হস্ত হইতে আস্তে আস্তে বংশীটি হরণ করিয়া লইলেন। শ্যাম যেন গভীর নিদ্রায় অভিভূত—কিছুই জানিতে পারেন নাই। কৌতুকবতী শ্রীমতীর ইচ্ছা হইয়াছে শ্যামের কণ্ঠের বৈজয়ন্তী মালাটিও হরণ করিবেন। বামহস্তে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে শ্যামের মস্তকটি তুলিয়া দক্ষিণহস্তে মালাটি খুলিতেছেন। স্বামিনীর তাৎকালিক চেষ্টা ও মাধুরী দর্শনে কিঙ্করী তুলসী কৌতুকরসে ভাসিতেছেন। মাল্যহরণকার্যে অভিনিবিষ্টা স্বামিনীর মুখটি শ্যামের মুখের একটু উপরে এবং বক্ষদেশ শ্যামের বক্ষের সন্নিকটে। পদাগ্রে এবং জানুদ্বয়ে ভর দিয়া বসিয়া সযত্নে মালা খুলিতেছেন। সহসা নাগর সহাস্যবদনে নাগরীমণির কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। শ্রীমতী ভয় পাইয়া পলায়নের চেষ্টা করিলে শ্যামসুন্দর দুইহস্তে শ্রীমতীর বক্ষঃস্থলকে আয়ত্তাধীন করিলেন 'হস্তাভ্যাং দমিতস্তনীম্।' তৎকালে শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে, শ্রীমুখে, নয়নে কতশত মধুরভাব ও চেষ্টা প্রকাশিত হইতে লাগিল! কি অপূর্ব ভাবমাধুরীর বিকাশ! শ্রীমতী রাধারাণী তখন তুলসীর নয়নে অপার ও অগাধ রসের সিন্ধুস্বরূপা। সহসা স্ফূর্তির বিরাম হইল। শ্রীপাদ সেই অগাধ রসসিন্ধুস্বরূপা শ্রীরাধারাণীর ভজনের উপদেশ স্বীয় মনের প্রতি প্রদান করিলেন।

"গিরিগোবর্দ্ধন-গুহা, রতনে খচিত যাহা, তারমধ্যে পুষ্প-সিংহাসনে।
সুগন্ধি পরাগ 'পরি, কপট নিদ্রাতে হরি, মন্দ বহে মলয় পবনে ॥
শ্রীরাধিকা ধীরে ধীরে, গুহাতে প্রবেশ করে, হরিল যে মোহনমুরলী।
কণ্ঠমালা হ'রে নিতে, কৃষ্ণবক্ষ পরশেতে, শ্রীগোবিন্দ কমলাক্ষি মেলি ॥
শ্রীরাধার কণ্ঠদেশে, তার নিম্ন যে প্রদেশে, স্পর্শ কৈল মদনমোহন।
ধনি অতি ভয় মনে, ত্বরা করে পলায়নে, কুচযুগে করয়ে ধারণ ॥
গোবর্দ্ধনধরাহ্লাদী, নেত্রে কিলকিঞ্চিতাদি, গোবর্দ্ধনগুহার গৃহিণী।
শ্রীগোবিন্দ-শ্রান্তি হর, যাঁর শুদ্ধ কলেবর, ভজ মন! মাধব-সঙ্গিনী ॥"৬॥

প্রবেশ করিতে করিতে যুবতীগণের অভিলষিত ঘূর্ণিত নয়ন-নটন দ্বারা যখন শ্রীরাধার বদন-মণ্ডল দর্শন করিতেছেন, তখন যিনি অপাঙ্গ বিভ্রমে শ্যামসুন্দরকে ভাবতরঙ্গে সাতিশয় চপলিত ও কম্পিত করিতেছেন, যাঁহার অভ্যুদয় দর্শনে চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার ম্লানি উপস্থিত হইয়াছে—হে মন! সেই অগাধ রসময়ী শ্রীরাধারাণীকে তুমি ভজন কর ॥৭॥

টীকা— তূর্ণমিতি। পুনঃ কিম্ভূতাং শ্যামদৃগন্ত বিভ্রমভরৈঃ করণৈঃ শ্যামং শ্রীকৃষ্ণম্ আন্দোলয়ন্তী-তরাম্ অতিশয়মাঘূর্ণয়ন্তীম্। শ্যামায় শ্যামং বশীকর্ত্তুং যে দৃগন্তস্য দৃগঞ্চলস্য বিভ্রমাশ্চালনানি তৈঃ। শ্যামং কিম্ভূতং তূর্ণং শীঘ্রং গাঃ পুরতো বিধায় কৃত্বা সখিভিঃ শ্রীদামাদিভিঃ পূর্ণং মিলিতং সন্তং ব্রজে বিশন্তম্। পুনঃ কিম্ভূতং ঘূর্ণদ্যদেঘাবতকাঙ্ক্ষিতাক্ষিনটনৈঃ কৃত্যা অস্যা রাধায়া মুখং পশ্যন্তম্। ঘূর্ণদস্থৈর্য্যং প্রাপ্নুবদ্যদ্যৌবতং যুবতিবৃন্দং তস্য কাঙ্ক্ষিতানি আকাঙ্ক্ষিতানি চ তানি অক্ষিনটনানি চেতি তৈঃ স্বকীয়ৈরিতি শেষঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং পদ্মায়াশ্চন্দ্রাবলীসখ্যাঃ স্বসৌভাগ্যপ্রকটনেন ম্লানিকর উদয়ো যস্যাস্তাম্ ॥৭॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফূর্তির আস্বাদন অতীব বিচিত্র। পূর্বশ্লোকে একটি অতি মধুর লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইশ্লোকে অপরাহ্নে উত্তরগোষ্ঠে যাবট-মিলনের একটি প্রেমদৃশ্য শ্রীপাদের মানসনয়নে প্রতিভাত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ উত্তরগোষ্ঠে যাবটের পথে শ্রীমতীর বিরহ-সন্তপ্তপ্রাণে যেরূপে প্রেমামৃত বর্ষণদ্বারা শীতলতা বিধান করেন এবং শ্রীমতীর রসময় অপাঙ্গ-বিভ্রমরূপ নীল-নলিনদ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া ভাবতরঙ্গে যেরূপ চপলিত বা কম্পিত হন, তাহারই একটি নিরুপম লীলাচিত্র স্ফুরণে শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়ন-সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

অপরাহ্নকাল। শ্রীপাদ রঘুনাথ তুলসীমঞ্জরীরূপে যাবটে শ্রীরাধারাণীর পরিচর্যায় নিরতা। অপরাহ্নে সূর্যমন্দির হইতে গৃহে আসিয়া বিরহে মূর্ছিত হইয়াছিলেন শ্রীমতী। বিরহজ্বালা অপনোদ-নার্থে সখীগণের সহস্র উপায় ব্যর্থ হইয়াছিল। তারপর চন্দনকলার বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত—সিঞ্চনে মূর্ছা বিগত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত মিষ্টান্নাদি রচনা করিলেন। পরে স্নান-শিঙ্গারাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত নিরতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন।

"হরিণ-নয়নী ধনী চকিত-নেহারিণী অতি উতকণ্ঠিত ভেলা।
সজন সভাজন তনু মন জীবন সতিনী করিয়া বিহি দেলা॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠত ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত উতপত তেজল শ্বাসা।
ক্ষণে ক্ষণে চমকই ক্ষণে ক্ষণে কম্পই গদগদ কহতহি ভাষা॥
কুলগুণ-গৌরব অতিশয় সৌরভ বাম পায়ে ঠেললুঁ তায়।
দারুণ প্রেম থেহ নাহি মানত পলকে পলকে তল পায়॥
অরুণিত লোচন লোরে ভরু আনন পিয়া-পথ হেরত রাই।
শিশু পশু সঙ্গত করি হরি আওত গো-ক্ষুর-ধূলি উছলাই॥

কহে কবি শেখর ধনি পুন হেরহ আওত নাগর-রাজ।
তুয়া মন-মানস এতিখণে পুরব হেরবি পন্থকি মাঝ॥" (পদকল্পতরু)

ওদিকে শ্যামসুন্দর সখাগণসঙ্গে খেলারসে গোষ্ঠকাননে মত্ত হইয়াছিলেন মাতা,পিতা, ব্রজসুন্দরীগণ ও ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা তাঁহার অন্তরে উত্তরগোষ্ঠের স্মৃতি জাগাইয়া দিল। তিনি শীঘ্র সখাগণের সহিত গাভীগণকে সম্মুখে রাখিয়া নন্দীশ্বরের দিকে চালিত করিলেন। সমস্ত ব্রজাঙ্গনা বিরহপীড়া শান্তির নিমিত্ত ব্যাকুলপ্রাণে কৃষ্ণদর্শনের জন্য যাইতেছেন। কুসুম-চয়নের ছল করিয়া ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধারাণীকে পথপার্শ্ববর্তি উদ্যানে লইয়া গেলেন। তুলসী ছায়ার মতো স্বামিনীর সঙ্গে। সুনীল আলোকে ব্রজের পথ উজলিত করিয়া মাধুর্যমূরতি শ্যাম সখাসঙ্গে চলিয়াছেন। সকলেই নয়ন ভরিয়া শ্যামমাধুরী দর্শন করিয়া বিরহজ্বালা শান্ত করিতেছেন। সখীগণ শ্রীরাধারাণীকে বলিতেছেন—শ্যাম-সুন্দর সম্মুখে উপস্থিত, দর্শনে পিপাসিত নয়নকে শীতল কর। লজ্জাবতী শ্যামসুন্দরের দিকে তাকাইতে পারিতেছেন না। লজ্জার নিকট স্তব করিতেছেন—

"বিমুঞ্চ ত্বং লজ্জে! ক্ষণমপি দৃশঃ কোণমপি মে যথা তে নৈবাস্তং সকৃদপি বিলিহ্যামঘরিপোঃ।
প্রসীদানন্দাভ্র! ত্বমপি নহি রুন্ধী মম তনো নমস্তে মাং মা কম্পয় চরণয়োস্তেঽস্মি পতিতা॥"
(কৃঃ ভাঃ—১৬।৩১)

'হে লজ্জে! আমার কেবল নয়নের কোণমাত্র ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ কর, আমি তাহার দ্বারাই একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের বদন বিলেহন করিব। হে আনন্দমেঘ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমায় রোধ করিও না। হে মদন! আমার দেহ কম্পিত করিও না—তোমাদের চরণে পড়িয়া নিবে-দন করি।'

ওদিকে অসংখ্য ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করিলেও তাঁহার যুবতীগণের অভিলষিত ঘূর্ণিত নয়ন শ্রীরাধারাণীর বদনশশী অন্বেষণ করিতেছে! যেমনি শ্রীরাধার বদনমণ্ডল দর্শন করিয়াছেন শ্রীমতীর অপাঙ্গ-বিভ্রমে বিদ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহার গতি রুদ্ধ হইয়াছে! ভাবতরঙ্গে সাতিশয়-চপলিত ও কম্পিত হইতেছেন॥

"শ্রীরাধিকাপাঙ্গবিলোকনেষুণা সংস্পৃষ্টমর্মাস যথাকুলোঽভবৎ।
নান্যাঙ্গনাশ্রেণিকটাক্ষপত্রিভিঃ সংভিন্ন সর্ব্বাবয়বোঽপাসৌ তথা॥"(গোঃ লীঃ—১৯।৯২)

'শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার কটাক্ষনিক্ষেপরূপ বাণদ্বারা মর্মস্থান সংস্পৃষ্ট হওয়ায় যেমন ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন, অসংখ্য ব্রজাঙ্গনাগণের কটাক্ষবাণে সর্বাঙ্গ নির্ভিন্ন হইলেও তদ্রূপ ব্যাকুল হন নাই।' চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা অদূরে শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিতেছেন, শ্রীরাধিকার দর্শনে শ্যামসুন্দরের অভূত-পূর্ব ভাব-দশার উদয় দেখিয়া শ্রীমতীর এই অভ্যুদয়ে তাঁহার মুখখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে। অতঃপর সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে এবং সখীগণ শ্রীরাধারাণীকে ধৈর্যদান করিয়া আপনাপন স্থানে লইয়া গেলেন। শ্রীপাদ রঘু-নাথের স্ফুরণের বিরাম হইল। শ্রীপাদ দৈন্য ও আর্তিভরে মনের প্রতি সেই অগাধরসময়ী শ্রীরাধারাণীর ভজনের উপদেশ প্রদান করিলেন।

প্রোদ্যৎ-কান্তিভরেণ বল্লববধূতারাঃ পরার্দ্ধাৎ পরাঃ
কুর্ব্বাণাং মলিনাঃ সদোজ্জ্বলরসে রাসে লসন্তীরপি।
গোষ্ঠারণ্য-বরেণ্য-ধন্য-গগনে গত্যানুরাধাশ্রিতাং
গোবিন্দেন্দুবিরাজিতাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥৮॥

অনুবাদ—উজ্জ্বলরসময় রাসলীলায় প্রকৃষ্ট কান্তিময়ী অসংখ্য গোপবনিতারূপ তারাগণকে যিনি স্বীয় অদ্ভুত কান্তিদ্বারা মলিনা করিতেছেন এবং বৃন্দাবনরূপ উত্তম গগনে যিনি অনুরাধারূপে সতত সেবিতা হইয়া গোবিন্দরূপ চন্দ্রের সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন, হে মন ! তুমি সেই অপার রসময়ী শ্রীরাধারাণীর ভজন কর ॥৮॥

টীকা—প্রোদ্যদিতি। পুনঃ কিম্ভূতাং গোষ্ঠারণ্যবরেণ্যধন্য গগনে গত্যা অভ্যুপায়েন অনুরাধাশ্রিতাম্ অনুরাধারূপেণ শ্রিতা সেবিতা ইতি মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়ঃ। গোষ্ঠারণ্যং শ্রীবৃন্দাবনং তদেব বরেণ্যং শ্রেষ্ঠং ধন্যং ধনাবহং গগনং তস্মিন্। পুনঃ কিম্ভূতাং গোবিন্দ এব ইন্দুশ্চন্দ্রস্তেন সহ বিরাজিতাম্। অনুরাধা নক্ষত্রমপি চন্দ্রেণ সহ বিরাজত ইতি। পুনঃ কিম্ভূতাং প্রোদ্যৎকান্তিভরেণ করণেন পরার্দ্ধাৎ পরাঃ অসংখ্যা বল্লববধূতারা মলিনাঃ কুর্ব্বাণাম্। বল্লববধূতারাঃ কিম্ভূতাঃ উজ্জ্বলরসে রাসে সদা লসন্তীঃ শোভমানা অপি। বল্লবাগোপাস্তেষাং যা বধ্বঃ স্ত্রিয়স্তা এব তারা নক্ষত্রাণীত্যর্থঃ।৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ সর্বলীলামুকুটমণি শ্রীশ্রীরাসলীলার স্ফূরণ প্রাপ্ত হইয়া রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর অপার রসরূপতার অনুভূতি এইশ্লোকে প্রকাশ করিতেছেন। রাসলীলা উজ্জ্বলরসময়। 'উজ্জ্বলরসময়' বলিতে মধুররস বা শৃঙ্গাররসের প্রাচুর্যময় লীলাই রাসলীলা। যদিও রাস বলিতে সাধারণতঃ নৃত্যবিশেষকেই বুঝায়, শ্রীভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তনৃত্যবিশেষঃ" অর্থাৎ বহু নর্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষের নামই 'রাস'; তথাপি ইহা সাধারণ নৃত্য নহে। উজ্জ্বলরসময়ী মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের সর্বোপরি মাদনাখ্য মহাভাববতী রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে রসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নৃত্যবিশেষই 'রাসলীলা'। এইজন্যই রাসের লক্ষণে বলা হইয়াছে—

গাভীসব যায় আগে, সঙ্গে যায় বলদেবে, শ্রীদামাদি সখাগণ-সনে।
শ্রীগোবিন্দ যায় পিছে, প্রবেশ করিতে ব্রজে, দেখে চঞ্চল ব্রজাঙ্গনাগণে ॥
নয়ন নটন দ্বারা, যুবতীর চিতচোরা, রহিয়া রহিয়া চলি যায়।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কোটি, রাধামুখ চন্দ্রকোটি, দরশনে পথেতে দাঁড়ায় ॥
এহেন সময়কালে, বিলাসিনী নেত্রাঞ্চলে, দৃষ্টিভঙ্গি করিয়া বিলাসে।
কৃষ্ণের মরম-স্থানে, পুষ্পবাণ বরিষণে, বশীভূত কৈলা পীতবাসে ॥
সৌভাগ্যাদি দরশনে, চন্দ্রাবলী সখীগণে, মুখ ম্লান হইল সবার।
হে মন ! ভজ তুমি, সুরত-দীর্ঘিকা যিনি, রাধাপদ রসের পাথার ॥"৭॥

"নর্ত্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈহল্লীশকং বিদুঃ।
তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা রাসঃ স্যান্ন স নাকেহপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবিঃ॥"

অর্থাৎ 'বহু বিচরণশীলা নর্তকীগণদ্বারা মণ্ডিত মণ্ডলমধ্যে যদি একটিমাত্র নট নৃত্যকরেঃ তবে তাহাকে 'হল্লীশক' বলা হয়। তাহাই যদি তাল, লয়, গতি ভেদে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা 'রাস' নামে কথিত হয়। এই রাস স্বর্গেও নাই, পৃথিবীতে তো সম্ভবই নহে।' এতদ্দ্বারা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, রসিকশেখর স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই রাসলীলা অনুষ্ঠানে সমর্থ। কারণ রাসে একটি পুরুষকেই সকল রমণীগণ স্ব স্ব নিকটস্থ অনুভব করিতেছিলেন, এইরূপ অচিন্ত্যপ্রভাব ব্রজেন্দ্রনন্দনেই সম্ভব। বিশেষতঃ বহু নর্তকীসমূহের হাব, ভাবাদি প্রকটনশীল নৃত্য-দর্শনে অপর কোন নায়কেরই চিত্তস্থৈর্যের সহিত বিশুদ্ধ স্বরালাপ সম্ভবপর নহে। সুতরাং উজ্জ্বলরসনায়িকা ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের যামুনতটে আব্রহ্মরাত্রি লীলামালাই রাস শব্দের বাচ্য। এইজন্যই রাসলীলা 'উজ্জ্বলরসময়'।

রাস-রজনীতে যেমন শারদীয় নির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। সেদিন শ্রীকৃষ্ণের রাস-রস-সেবার নিমিত্ত সুধাকর তাহার শুচিশুভ্র কিরণমালায় বৃন্দাবনকে উজলিত করিয়া তুলিয়াছিল। সুনির্মল গগনে নিখিল তারকারাজি উজ্জ্বলতর হইয়া শোভা পাইতেছিল। চন্দ্র যাহার প্রাণবল্লভ এবং অনুগামী, সেই অনুরাধা-নক্ষত্র নিখিল নক্ষত্ররাজি অপেক্ষা সমুজ্জ্বলপ্রভায় শোভা পাইতেছিল। তদ্রূপ রাসলীলায় বৃন্দাবনরূপ উত্তম বা অতি সুনির্মল গগনে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীশ্যামচাঁদের উদয় হইয়াছিল। সেইদিন শ্যামচাঁদ তাঁহার মাধুর্যামৃত-কিরণমালায় অন্তর্জগত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বুকভরা মহাভাবামৃত লইয়া অসংখ্য গোপবনিতারূপ অতুলনীয় কান্তিময়ী তারকারাজির উদয় হইয়াছিল—সেই বৃন্দাবন-গগনে। সর্বোপরি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের প্রাণবল্লভা মাদনাখ্য-মহাভাবময়ী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণীরূপ অনুরাধানক্ষত্র উদিত হইয়া বৃন্দাবনাকাশ সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন—তদীয় মহাভাবের সমুজ্জ্বল প্রভায়! বৃন্দাবনরূপ গগনে চারিদিকে অসংখ্য গোপিকারূপ তারকামণ্ডলী বিরাজ করিতেছিলেন, মধ্যে শ্রীরাধারাণীরূপ অনুরাধা নক্ষত্রসহ বিরাজ করিতেছিলেন—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র। "মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্তন। মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥" (চৈঃ চঃ) মহাজন গাহিয়াছেন—

"শ্যামর অঙ্গ অনঙ্গ-তরঙ্গিম ললিত ত্রিভঙ্গিমধারী।
ভাঙবিভঙ্গিম রঙ্গিম চাহনি বঙ্কিম নয়ন নেহারি॥
রসবতী সঙ্গে রসিকবর রায়।
অপরূপ রাস বিলাস কলা-রসে কত মনমথ মুরুছায়॥
কুসুমিত কেলি কদম্ব-কদম্বক সুরভীত শীতলছায়।
বান্ধুলী বন্ধুর মধুর অধরে ধরি মোহন মুরলী বাজায়॥
কামিনী-কোটি- নয়ন-নীল-উতপল পরিপূজিত মুখচন্দ।

প্রীত্যা সুষ্ঠু নবাষ্টকং পটুমতির্ভূমৌ নিপত্য স্ফুটং
কাক্বা গদ্গদনিস্বনেন নিয়তং পূর্ণং পঠেদ্যঃ কৃতী।
ঘূর্ণন্মত্ত মুকুন্দভৃঙ্গবিলসদ্রাধাসুধাবল্লরীং
সেবোদ্রেকরসেন গোষ্ঠবিপিনে প্রেম্ণা স তাং সিঞ্চতি ॥৯॥

॥ ইতি নবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥১৯॥

অনুবাদ—যে পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইয়া অচঞ্চলচিত্তে এই নবাষ্টক আর্তিপূর্ণ গদ্গদ-কণ্ঠে অর্থবোধের সহিত সুস্পষ্টভাবে সমগ্র নিয়ত পাঠ করেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণভৃঙ্গ নিয়ত প্রমত্ত হইয়া যাঁহার চারিপার্শ্বে ঘূর্ণিত হইতেছেন, সেই রাধারূপ অমৃতবল্লরীকে সেবারূপ রসসারদ্বারা সিঞ্চন করিয়া থাকেন ॥৯॥

টীকা—যঃ কৃতী ভূমৌ নিপত্য নবাষ্টকং সুষ্ঠু অর্থবোধং যথাস্যাত্তথা স্ফুটং স্পষ্টং পূর্ণং সমস্তং নিয়তং সর্ব্বকালং পঠেৎ স গোষ্ঠবিপিনে বৃন্দাবনে তাং ঘূর্ণন্মত্তমুকুন্দভৃঙ্গবিলসদ্রাধাসুধাবল্লরীং প্রেম্ণা সেবোদ্রেকরসেন কৃত্বা সিঞ্চতীত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতঃ সন্ পঠেৎ পটুমতিরচঞ্চলবুদ্ধিঃ। কেন কাক্বা কাতর্য্যেণ গদ্গদনিস্বনেন শব্দেন ঘূর্ণন্ নিয়তং সঞ্চরন্ উন্মত্তো মুকুন্দরূপভৃঙ্গো যত্র এবম্ভূতা বিলসন্তী শোভমানা যা রাধারূপসুধাবল্লরী লতা তামিত্যর্থঃ। অত্রানন্দমগ্নস্য বক্তুরুক্তৌ নবাষ্টকমিত্যেতৎ পূর্ব্বম্ এতৎ ইত্যকরণরূপ ন্যূনপদতা ন দুষ্টেতি মন্তব্যম্ ॥৯॥

॥ ইতি নবাষ্টকবিবৃতিঃ ॥১৯॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই নবাষ্টকে কয়েকটি মধুময় লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মনের প্রতি শ্রীরাধারাণীর ভজনের উপদেশ প্রদানের ছলে বিশ্বসাধকগণের কল্যাণকল্পে শ্লোকচ্ছন্দে

গোবিন্দদাস কহ ও পুনি রূপ নহ জগ-মানস-শশ ফন্দ ॥" (পদকল্পতরু)

অনন্ত তারকারূপ গোপীমণ্ডলীর সমুজ্জ্বল কান্তিকে ছাপাইয়া অনুরাধানক্ষত্ররূপা শ্রীরাধারাণীর অসীম অনন্ত কান্তিমালা দিগ্‌দিগন্তে সমুৎসারিত হইতেছিল! তিনি স্বীয় অসাধারণ—কান্তিচ্ছটায় অসংখ্য গোপীকুলকে ম্লান করিয়া তুলিতেছিলেন। স্বীয় ঈশ্বরীর অভ্যুদয় দর্শনে গৌরবে কিঙ্করী তুলসীর বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল সহসা স্ফুরণের বিরাম। শ্রীপাদ আর্তিভরে স্বীয় মনের প্রতি সেই অসীম রসময়ী শ্রীরাধারাণীর ভজনের উপদেশ প্রদান করিলেন।

"কৃষ্ণবাঞ্ছা মনোবৃত্তি, যত গোপী তাঁর মূর্ত্তি, রসে নাচে শ্রীরাসমণ্ডলে।
সেই ব্রজাঙ্গনাগণ, অগণিত তারা-সম, অপরূপ করে ঝলমলে ॥
কিন্তু রাই-কান্তি আগে, মলিন হইল সবে, দ্যোতমানা পরমা সুন্দরী।
সর্ব্বকাল আরাধিতা, অনুরাধারূপে যথা, হেমাঙ্গিনী নবীনা কিশোরী ॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, শ্রীরাধিকা রসকন্দ, বরজ মণ্ডল ভাগ্যাকাশে।
নবীন-যুগলরূপ, কামরতি গণভূপ, ভজ মন রাধা-পদরসে ॥"৮॥

স্বীয় অনুভূত লীলামাধুরী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রজের নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে আসিয়াছেন—মহাপ্রভুর অনর্পিতচরী করুণার অবদান রাধাদাস্যরূপ অলৌকিক ভাবসম্পদ্ বিশ্বজীবকে বিতরণ করিবার জন্য। শ্রীচৈতন্য-মালাকারের প্রেমকল্পতরুর প্রেমফলের বিতরণকারী ইঁহারা।

"একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম ॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীচৈতন্যমালীর আজ্ঞাপ্রাপ্ত রাধাদাস্যরূপ সুদুর্লভ প্রেমফলের প্রদাতা শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ। তাই বিশ্বমানবকে রাধাদাস্যদানের নিমিত্ত তাঁহাদের করুণহৃদয় বিগলিত হইয়াছে। যাঁহারা নিয়ত ধ্রুবানুস্মৃতিসাগরে ভাসমান, অবিরত লীলাস্ফুরণানন্দে যাঁহাদের চিত্তমন নিমগ্ন; তাঁহারাও স্বীয় আস্বাদ্য লীলা কাব্যাকারে বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রার্থনার শেষে ফলশ্রুতিতে শ্রবণ-কীর্তনকারীর প্রতি রাধাদাস্যরস প্রাপ্তির নিমিত্ত করিয়াছেন করুণার আশীর্বাদ—'তোমরাও আমাদের মত হও!'

এইশ্লোকে সাদরে সকলকে আমন্ত্রণ দিতেছেন—হে পুণ্যাত্মা বিশ্বমানব! আপনারা মহাপ্রভুর যুগের মানুষ, যে যুগে মানবদেহ-ধারণের জন্য সত্যাদি যুগের মানবও কামনা করিয়া থাকেন; সুতরাং আপনারা যে মহাপুণ্যবান্—ইহাতে আর সন্দেহ কি! মহাপ্রভুর কৃপাশ্রিত আপনারা—বিদ্যা, ধন, আভিজাত্যাদির অভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্য, আর্তি বুকে লইয়া আসুন—দৈন্যভরে ভূমিতে নিপতিত হইয়া স্থিরচিত্তে আর্ত-গদ্‌গদকণ্ঠে অর্থবোধের সহিত এই **নবাষ্টক** নিয়ত পাঠ করুন, (উপলক্ষণে শ্রবণাদিও বুঝিতে হইবে) তাহা হইলে যে অপূর্ব ফললাভ করিবেন তাহা বলিতেছি! এই মধুবৃন্দাবনে একটি অমৃতের লতা আছেন—তাঁহার নাম '**শ্রীরাধা**'। তাঁহাতে অফুরন্ত ভাবকুসুম বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। যাহার দিগন্তপ্রসারী পরিমলে উন্মত্ত হইয়া শ্যামভ্রমর ঐ ভাবকুসুমের মকরন্দ-লালসায় অবিরত ঐ অমৃতলতার চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছেন। ঐ কোমলা লতিকাকে সখী-মঞ্জরীগণ নিয়ত সেবামৃতরসদ্বারা সিঞ্চন করিতেছেন। আপনিও অচিরায় আপনার অভীষ্ট মঞ্জরীস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ঐ সখীমঞ্জরীগণের করুণায় সেই অমৃতবল্লরীকে সেবারূপ উদ্রিক্ত রসদ্বারা সিঞ্চন করিবার মহাসৌভাগ্যলাভে চিরতরে ধন্যাতিধন্য হইবেন।

"সুমধুর প্রেমোদ্রেক, নিত্য এই নবাষ্টক, প্রীতি কাকু গদগদ স্বরে।
যিনি নিত্য পাঠ করে, প্রেম-অশ্রু তার ঝরে, ভাগ্যবান্ জগত ভিতরে ॥
মধুসূদন কুঞ্জবনে, বিলসিছে রাত্রিদিনে, রাধারূপ সুধা-বল্লরীতে।
সেই পুণ্যবান্ জনে, নিত্য করে সিঞ্চনে, সেবারূপ প্রেমরসামৃতে ॥"৯॥

॥ ইতি নবাষ্টকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥১৭॥

(২০)

অথ শ্রীশ্রীগোপালরাজ-স্তোত্রম্

শ্রীশ্রীগোপালরাজায় নমঃ

বপুরতুল-তমালস্ফীতবাহূরুশাখো-
পরিধৃত-গিরিবর্য্য-স্বর্ণবর্ণৈকগুচ্ছঃ।
কটিকৃত পরহস্তা-রক্তশাখাগ্রহৃদ্যঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১॥

অনুবাদ—যাঁহার দেহরূপ নিরুপম তমালতরুর বামবাহুরূপ দীর্ঘ শাখায় গিরিরাজ-গোবর্ধন স্বর্ণবর্ণ কুসুমস্তবকের ন্যায় পরিশোভিত, যিনি দক্ষিণহস্তের আরক্ত শাখাগ্র অর্থাৎ অঙ্গুলীদল মনোহর কটিতটে বিন্যাস করিয়াছেন, শ্রীগিরিরাজের একপ্রদেশে রাজাসনে সেই পরম প্রতাপশালী শ্রীগোপাল-রাজ অতি মনোজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥১॥

টীকা—বপুরিত্যাদি। গিরিপট্টে গিরির্গোবর্দ্ধনঃ গ্রামোদগ্ধঃ পটোভগ্ন ইত্যাদি বত্তদেকদেশ-পট্টে রাজোপবেশযোগ্যস্থানে গোপালরাজঃ প্রতপতি প্রতাপী সন্ বিরাজতে ইত্যন্বয়ঃ। এবমর্থমবুদ্ধা প্রপততীতি পাঠং কেচিৎ কল্পয়ন্তি তত্র প্রকৃষ্টরূপেণ পততীতি হাস্যাস্পদরূপোঽর্থ এব প্রকাশতে। গোপালশ্চাসৌ রাজাচেতি গোপালরাজঃ রাজাদেষ্টাদিরিত্যনেন ট প্রত্যয় কৃতে নকারলুক্। গোপাল-রাজঃ কিম্ভূতঃ বপুরেবাতুলতমালং তত্র স্ফীতা আয়তা যা বাহুরূপা উরুর্মহতী শাখা তস্যা উপরি ধৃতো যো গিরিবর্য্যো গোবর্দ্ধনঃ স এব স্বর্ণবর্ণ একোঽদ্বিতীয়ো গুচ্ছঃ স্তম্বো যস্যেত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ কট্যাংকৃতো ন্যস্তঃ যঃ পরহস্তো দক্ষিণকরস্তস্য যাঃ আরক্তাঃ শাখা অঙ্গুল্যস্তাসামগ্রাণি হৃদ্যানি মনোহরাণি যস্য স ইত্যর্থঃ ॥১॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এইস্তোত্রে শ্রীগোবর্ধনে বিগ্রহরূপে বিরাজিত শ্রীগো-পালদেবের (শ্রীনাথজীর) মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ স্বীয় জননী উষাদেবীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীকেশবদেব, শ্রীহরি-দেব, সাক্ষিগোপাল এবং গোপালদেবের (শ্রীনাথজীর) শ্রীমূর্তি নির্মাণ করান! ইঁহারা সকলেই স্বপ্রকাশ বা বিগ্রহরূপে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই। শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ-সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-সুত ইথে নাহি আন। যেবা অজ্ঞ করে তাঁরে প্রতিমা হেন জ্ঞান॥ সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার। ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর॥" (চৈঃ চঃ)। শ্রীগোবর্ধনে পূজিত শ্রীগো-পালদেবের শ্রীবিগ্রহ বৈদেশিকগণের অত্যাচারে সেবকগণ বনের ভিতর লুকাইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন

করেন। পরবর্তিকালে যখন শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদ তীর্থ-ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রজে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে আনোর গ্রামে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন শ্রীগোপালদেব গোপবালকের বেশে স্বয়ং তাঁহাকে দুগ্ধদান করেন এবং মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া সেবাপ্রকটনের নিমিত্ত স্বপ্নাদেশ করেন। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

"শৈলপরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি। স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥
গোপাল-বালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা। আসি আগে ধরি কিছু বলিল হাসিয়া॥
পুরি! এই দুগ্ধ লৈয়া কর তুমি পান। মাগি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধ্যান?
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ। তাহার মধুরবাক্যে গেল ভোক্-শোষ॥

× × × ×

স্বপ্নে দেখে—সেই বালক সম্মুখে আসিয়া। এক কুঞ্জে লঞা গেলা হাতেতে ধরিয়া॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে—আমি এই কুঞ্জে রই। শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে। পর্ব্বত-উপরে লঞা রাখ ভাল মতে॥

× × × ×

তোমার প্রেমবশে করি সেবা-অঙ্গীকার। দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী। ব্রজের স্থাপিত আমি—ইহা অধিকারী॥
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া। ম্লেচ্ছভয়ে সেবক আমার গেল পলাইয়া॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে। ভাল হৈল আইলা, আমা কাঢ় সাবধানে॥"

শ্রীগোপালদেবের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল-মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গ্রামবাসিগণের সহায়তায় শ্রীগোপালদেবকে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া পর্বতোপরি স্থাপন করেন এবং মহাসমারোহে তাঁহার সেবাপ্রবর্তন করেন। শ্রীগোপালের যেমনি নিরুপম মাধুর্য, তেমনি তাঁহার চিত্ত করুণা—কোমল। যাঁহারা গোপালদেবের দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত অথচ—গিরিরাজের উপর চড়িতে অনিচ্ছুক শ্রীগোপাল স্বয়ং কোনছলে পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের দর্শনদান করিয়াছিলেন। এই ভাবেই শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদি শ্রীগোপালের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবর্ধন-পরিক্রমাকালে রাত্রিতে শ্রীহরিদেবের মন্দিরে বিশ্রামকালে চিন্তা করিয়াছিলেন—"গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব। গোপালরায়ের দর্শন কেমনে পাইব?" (চৈঃ চঃ)। প্রভুর মন জানিয়া শ্রীগোপালদেব ম্লেচ্ছভয়ের ছলে গাঁঠুলিগ্রামে অবতরণ করিলেন এবং প্রভু গাঁঠুলিগ্রামে তিনদিন থাকিয়া শ্রীগোপালদেবের দর্শনে মহাপ্রেমরসে আবিষ্ট হইলেন!

"এইমত গোপালের করুণ-স্বভাব। যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চঢ়ে গোবর্দ্ধনে। কোন-ছলে গোপাল আসি উতরে আপনে॥
কভু কুঞ্জে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে। সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে॥

পর্ব্বতে না চড়ে দুই—রূপ-সনাতন। এইরূপে তাঁ-সভারে দিয়াছেন দর্শন ॥" (ঐ)

এইভাবেই শ্রীল রঘুনাথও শ্রীগোপালদেবের দর্শনলাভ করিয়াছেন। বৃদ্ধকালে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ দূরপথ গমনে অসমর্থ হইলে ম্লেচ্ছভয়ের ছলে শ্রীগোপাল একমাস মথুরায় শ্রীবিট্ঠলেশ্বরের গৃহে অবস্থান করেন এবং শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি সকলে মথুরায় একমাস যাবৎ গোপালের মাধুর্যাস্বাদন করেন। এবিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত—

"বৃদ্ধকালে রূপগোসাঞি না পারে যাইতে। বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইল গোপাল মথুরা নগরে। একমাস রহিল বিট্ঠলেশ্বরের ঘরে ॥
তবে রূপগোসাঞি সব নিজগণ লঞা। একমাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা ॥
সঙ্গে গোপালভট্ট, **দাস রঘুনাথ**। রঘুনাথভট্ট গোসাঞি আর লোকনাথ ॥" ইত্যাদি

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগোপালদেবের সাক্ষাৎ দর্শনে তাঁহার মাধুর্যাস্বাদনের রসোদগার বা স্বীয় অনুভব এই স্তোত্রে প্রকাশ করিতেছেন। স্তোত্রের নাম দিয়াছেন—"**শ্রীশ্রীগোপালরাজস্তোত্রম্**।" অসমোর্দ্ধ্ব রূপ, গুণ, মাধুর্যপূর্ণ ব্রজনবযুবরাজ। রাজার আধিপত্য বা প্রভাব কেবল স্বীয় রাজ্যেরই প্রতি, কিন্তু যিনি স্বীয় অলৌকিক রূপ, গুণ, লীলামাধুর্যে অখিল বিশ্বমানবের দেহ, মন, আত্মার প্রতি চির আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। বিশেষতঃ স্বীয় সৌন্দর্য-মাধুর্যে ব্রজবাসী গো-পালকগণের মনপ্রাণ অশেষ-বিশেষে হরণ করিয়াছেন—তাইতিনি গোপালরাজ। যিনি নন্দাদি গোপগণের বংশানুক্রমে অনুষ্ঠিত সুচিরকালের ইন্দ্রযাগ বন্ধ করিয়া গোবর্ধনযাগের প্রবর্তন করিলেন। যাঁহার মোহন বচনমাধুরী শ্রবণ করিয়া গোপগণ মুগ্ধচিত্তে মহানন্দে বিপুল উৎসাহে গিরিরাজের যজ্ঞ সমাপন করিলেন। তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মোহান্ধতাবশতঃ ব্রজধ্বংসের নিমিত্ত প্রলয়কালীন সাম্বর্তকাদি মেঘগণকে নিয়োজিত করিলে অসময়ে বিপুল ঝড়বৃষ্টি-বজ্রপাতে ভীত হইয়া গোপগণ সেই গোপালরাজের চরণেই শরণাপন্ন হইলেন এবং পরম প্রতাপশালী গোপাল তাঁহাদের রক্ষার্থে অনায়াসে বামকরে শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনকে সপ্ত দিবারাত্র ছত্রাকারে ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি লীলাই নিত্য, তাই স্বয়ং শ্রীগিরিধারী এই গোপালরাজ-স্বরূপে নিত্য গিরিধারণপূর্বক বিরাজ করিতেছেন! শ্রীপাদ রঘুনাথ এইরূপেরই মাধুরী-বর্ণনা করিতেছেন এই স্তোত্রে।

"বপুরতুল-তমাল-স্ফীতবাহূরুশাখো-পরিধৃত-গিরিবর্য্য-স্বর্ণবর্ণৈকগুচ্ছঃ" যাঁহার শ্রীবিগ্রহ অতুলনীয় তমালতরুর ন্যায়। আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সর্ব সৌন্দর্যের সার, নিত্যনবোল্লাসময়, ভুবনস্থ সর্বপ্রাণীর এমনকি নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক! সেই বিগ্রহের রূপ, কান্তি—কি পার্থিব পদার্থের বিকার স্থাবর তমালতরুর সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে? তমালতরু, নবজলধর, ইন্দ্রনীলমণি, নীলকমলাদির সঙ্গে তুলনা করিয়া কবিগণ কেবল বিশ্বজীবের নিকট ঐ কান্তির কিঞ্চিৎ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপে দৃষ্ট হয়—

রুচিরদৃগভিধানে পঙ্কজে ফুল্লয়ন্তং
সুভগবদনগাত্রং চিত্রচন্দ্রং দধানঃ ।
বিলসদধর-বিম্বঘ্রায়ি-নাসা-শুকৌষ্ঠঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥২॥

অনুবাদ—যিনি অতি সুশোভন অঙ্গে বদনচন্দ্রকে ধারণ করিয়া তাহাতে নয়ন কমলকে বিকশিত করিয়াছেন, যাঁহার শুকচঞ্চুর ন্যায় নাসিকা অধরবিম্বকে অঘ্রাণ করিতেছে, সেই প্রতাপশালী গোলাপরাজ গিরিপট্টে অতি মনোজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥২॥

টীকা—কিম্ভূতঃ সুভগবদনগাত্ররূপং চিত্রচন্দ্রং দধানঃ। রুচির দৃগভিধানে পঙ্কজে ফুল্লয়ন্তং প্রকাশয়ন্তম্। রুচির দৃগভিধানং নাম যয়োস্তে ইত্যর্থঃ। পদ্মপ্রকাশকত্বেনাত্র চন্দ্রস্য চিত্রত্বম্। পুনঃ কিম্ভূতঃ বিলসদধরবিম্বস্য ঘ্রায়িণী ঘ্রাণশিলা নাসা শুকৌষ্ঠ ইব যস্য সঃ ॥২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্লোকে শ্রীগোপালদেবের শ্রীবদন, নয়ন, নাসিকা ও অধরবিম্বের মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীগোপাল-বিগ্রহেই শ্রীরঘুনাথ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অফুরন্ত

"জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি, যেই কান্তি জগত মাতায়।
শৃঙ্গার-রসসার ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি, জানি বিধি নিরমিল তায় ॥" (চৈঃ চঃ)

সেই দেহরূপ অতুলনীয় তমালতরুর বামবাহুরূপ সুদীর্ঘ শাখায় বিশাল গিরিরাজ স্বর্ণবর্ণ কুসুমস্তবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। শ্রীগোপাল নিত্য গিরিধারণ করিয়া আছেন ইহাতে তো তাঁহার কষ্ট হইতেছে এবং বামবাহুতে পীড়া অনুভব করিতেছেন,—যদি এইপ্রকার প্রশ্ন হয় তদুত্তরে বলা হইতেছে, কুসুমস্তবক বৃক্ষশাখার কখনো ভারবোধ জন্মায় না, বরং ইহাতেই তাহার আনন্দ ও শোভা। তেমনি পরম কারুণিক শ্রীগিরিধারী তুলাপিণ্ডের ন্যায় অনায়াসে গিরিধারণ করিয়া চিরভক্ত-বাৎসল্যময় লীলামাধুর্যে বিশ্বমানবের মনোনয়নামৃতরূপে বিরাজ করিতেছেন !!

আবার দক্ষিণহস্তরূপ শাখার আরক্তিম অগ্রভাগ বা অঙ্গুলীদল মনোহর কটিতটে স্থাপন করিয়া ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠামে শ্রীগিরিরাজ-গোবর্ধনের একদেশে রাজোপবেশন-যোগ্যস্থানে বিশ্বজন-মনোহারীরূপে শোভা পাইতেছেন।

"তরুণ তমাল রূপ, যাঁর অঙ্গ অপরূপ, তাঁর দীর্ঘ বাহু-শাখোপরি ॥
গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে, দরশনে লয় মনে, স্বর্ণগুচ্ছ যেন শোভা করি ॥
যাঁহার দক্ষিণহস্ত, কটিতটে করি ন্যস্ত, দাঁড়াইয়া শ্যামল সুন্দর।
রক্তবর্ণ করাঙ্গুলি, যেন জবাপুষ্প-কলি, অগ্রভাগে শোভা মনোহর ॥
সেই "গোপালরাজ" প্রভু, সর্ব্বগ অনন্ত বিভু, প্রকট পরমানন্দ ধাম।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী, গিরিপট্টে যাঁর স্থিতি, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-প্রাণ ॥"১॥

মাধুরীর অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি তো নিত্যপরিকর, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ সাধক তাঁহারাও বিগ্রহে ও স্বয়ংরূপে কিছুমাত্র ভেদ দর্শন করেন না। "পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি ; ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যুচিতম্" (ভক্তিসন্দর্ভ—২৮৬ অনুঃ) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধকগণ প্রতিমাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপেই দর্শন করেন, কারণ ভেদস্ফূর্তি ভক্তির বিচ্ছেদক বলিয়া ঐরূপ ঐক্যদর্শনই সুসঙ্গত। এইরূপ ঐক্যদর্শন যে ভক্তের কেবল আরোপিত—তাহা নহে, বস্তুতঃ ইহাই সত্যদর্শন। তাৎপর্য এই যে, শ্রীভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অপার কারুণ্যপূর্ণলীলা বিশ্বে প্রকাশ করিলে জগতের জীবগণ অপ্রত্যাশিতভাবে কৃতার্থ হইয়া থাকে। আবার তিনি যে তাঁহার ভক্তগণের পূজাদি গ্রহণের নিমিত্ত অর্চাবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহার সমধিক ও অতুলনীয় কৃপার বিকাশ হইয়া থাকে। কারণ, পার্ষদগণই তাঁহার সাক্ষাৎ সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন, জগতের সাধকগণের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে বলিয়া তাঁহাদের সেবাভিলাষ পূর্তির নিমিত্ত তিনি **অর্চা অবতাররূপে** প্রকটিত হইয়া তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং ভক্তগণও বিগ্রহরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ মাধুরী আস্বাদনে ধন্য হইয়া থাকেন।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—শ্রীগোপালদেব তাঁহার সুশোভন অঙ্গে বদনচন্দ্র ধারণ করিয়াছেন। কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—সার্ধচব্বিশ অক্ষরযুক্ত কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, তাঁহাতে ঐ সাড়ে চব্বিশটি চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন, তন্মধ্যে বদনচন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ বা রাজা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের প্রতি উক্তি—

"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ, সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষরচন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥
সখি হে! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজরাজ।
কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি রাজ্যসিংহাসনে, করি সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥"

শ্রীগোপালের বদন-চন্দ্রমা বড়ই বিচিত্র। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন (গোবিন্দবিরুদাবলি—৫৩)

"উদঞ্চদতিমঞ্জুলস্মিতসুধোর্ম্মি-লীলাস্পদং তরঙ্গিত-বরাঙ্গনাম্বুবদনঙ্গরঙ্গাম্বুধিঃ।
দৃগিন্দুমণিমণ্ডলী-সলিলনির্ঝরস্যন্দনো মুকুন্দ মুখচন্দ্রমাস্তব তনোতু শর্ম্মাণি নঃ॥"

"হে মুকুন্দ! যিনি হাস্যরূপ সুধাতরঙ্গের আকর, যাঁহার উদয়ে ব্রজরমণীগণের অনঙ্গসিন্ধু উচ্ছলিত হয়, যাঁহার দর্শনে ভক্তগণের নয়নরূপ চন্দ্রকান্তিমণি হইতে জলবিন্দু নিঃসরণ হয় ; এইপ্রকার তোমার মুখচন্দ্র আমাদের পরমানন্দ বর্ধন করুন।" শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন ঐ মুখচন্দ্রের আরও বৈচিত্রী এই যে, চন্দ্রের সঙ্গে কমলের বিরোধ—চন্দ্র উদিত হইলেই কমল মুদ্রিত হইয়া যায় ; কিন্তু শ্রীগোপালের বদনচন্দ্রমা তাঁহার নয়ন-কমলকে সুবিকসিত করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন— মুখরূপ দ্বিজরাজরাজের মন্ত্রী সেই নয়ন-কমলদ্বয়।

চলকুটিলতরভ্রূকার্ম্মুকান্তর্দ্দগন্ত-ক্রমণ-নিশিতবাণং শীঘ্রযানং দধানঃ।
দরয়িতুমিব রাধাধৈর্য্য-পারীন্দ্রবর্য্যং প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৩॥

অসুলভমিহ রাধাবক্ত্রচুম্বং বিজানন্নিব বিলসিতুমেতচ্ছায়য়াপি প্রদূরাৎ।
মুকুর-যুগলমচ্ছং গণ্ডদম্ভেন বিভ্রৎ প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৪॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীরাধার ধৈর্যরূপ মৃগরাজকে বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত চঞ্চল ও কুটিল ভ্রূধনুমধ্যে নিশিত এবং দূরগামী কটাক্ষবাণ যোজনা করিয়াছেন, সেই গোপালরাজ অতি মনোহররূপে গিরিপট্টে বিরাজ করিতেছেন ॥৩॥

শ্রীরাধার মুখচুম্বন এখানে অতি দুর্লভ ইহা জানিয়াই যেন দূর হইতে তদীয় প্রতিবিম্বসহ বিলাস নিমিত্ত যিনি দর্পবশতঃ গণ্ডদ্বয়রূপ সুনির্ম্মল মুকুরযুগল ধারণ করিতেছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে অতি মনোজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৪॥

টীকা—চলেতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ রাধাধৈর্য্য পারীন্দ্রবর্য্যং দরয়িতুং বিদীর্ণীকর্ত্তুম্ ইব শীঘ্রযাণং চল কুটিলতর ভ্রূকার্ম্মুকান্তর্দ্দগন্ত ক্রমণ নিশিতবাণং দধানঃ ধারয়ন্। চলা চঞ্চলা অথচ কুটিলতরা অতিশয় বক্রা যা ভ্রূঃ সৈব কার্ম্মুকং ধনুস্তদন্তস্তন্মধ্যে যদ্দৃগন্তস্য ক্রমণং ভ্রমণং তদেব বাণস্তমিত্যর্থঃ। ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াম্ ॥৩॥

অসুলভেতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ ইহ ময়ি জনে রাধাবক্ত্রচুম্বং রাধামুখচুম্বনমসুলভমিতি বিজানন্নিব প্রদূরাত্তচ্ছায়য়া সহ বিলসিতুং গণ্ডদম্ভেন গণ্ডচ্ছলেন অচ্ছং নির্ম্মলং মুকুরযুগলং দর্পণযুগলং দম্ভেনাহঙ্কারেণ বা বিভ্রৎ ধারয়ন্। অত্রাপীবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াম্। গণ্ডস্যাচ্ছমুকুরত্বেন অতিদূরস্থায়া অপি রাধায়াঃ প্রতিবিম্বত্বাৎ সর্ব্বশরীরালিঙ্গনং ভবেদেবেতি ভাবঃ ॥৪॥

"বিপুল আয়তারুণ   মদন-মদ ঘূর্ণন   মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্যকেলিসদন   জননেত্র-রসায়ন   সুখময় গোবিন্দবদন ॥" (চৈঃ চঃ)

আবার যাঁহার শুকচঞ্চুর ন্যায় উন্নত এবং মনোহর নাসিকা যেন অধররূপ বিম্বফলকে আঘ্রাণ করিতেছে। সেই প্রতাপশালী গিরিধারী গোপালরাজ গোবর্দ্ধন-গিরিতে রাজোপবেশন-যোগ্যস্থানে নিখিল জনমনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন।

"জয় জয় শ্রীগোপালরাজ !

প্রতি অঙ্গে শোভা যাঁর,   দিব্য চন্দ্র অলঙ্কার,   মুখখানি দ্বিজরাজ রাজ ॥
সুলাবণ্য-জ্যোৎস্নামৃতে,   বিকশিত হয় তাতে,   অপরূপ নয়ন-কমল।
শুকোষ্ঠ নাসিকা-শোভা,   আঘ্রাণেতে মত্ত সদা,   বিম্বাধরে যেই পরিমল ॥
সেই "গোপালরাজ" যিনি,   রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি,   গিরিপট্টে মহাপ্রতাপেতে।
সর্ব্বদা বিরাজ করে,   মনোহর রূপধরে,   অতুল ললিত মাধুরীতে ॥"২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের এই স্তোত্রের তৃতীয়সংখ্যক শ্লোকে শ্রীগোপালদেবের ভ্রূধনু ও কটাক্ষবাণের অপূর্ব প্রভাব-বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীগিরিধারীর ভ্রূকার্মুক হইতে নির্গত-কটাক্ষ-বাণের প্রভাব-বর্ণনায় শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"অজর্জ্জর-প্রতিব্রতা-হৃদয়বজ্রভেদোদ্ধুরাঃ কঠোর-বরবর্ণিনীনিকর-মানবর্ম্মচ্ছিদঃ।
অনঙ্গধনুরুদ্ধত-প্রচল-চিল্লিচাপচ্যুতাঃ ক্রিয়াসুরঘবিদ্বিষস্তব মুদং কটাক্ষেষবঃ॥"

(গোবিন্দবিরুদাবলি—১৩)

অর্থাৎ "অঘনাশন শ্রীহরির কটাক্ষরূপ শরনিকর তোমাদের অসীম আনন্দবিধান করুন, যাহা কামধনুর ন্যায় উদ্ধত ভ্রূকার্মুক হইতে নিঃসৃত হইয়া অভেদ্য পতিব্রতাগণের হৃদয়বজ্রভেদ ও বরবর্ণিনীগণের কঠোর মানবর্মচ্ছেদ করিতে সমর্থ।" শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে লিখিত আছে—

"যা বিশ্বযৌবত–বিলোলমনঃ কুরঙ্গানাবিধ্য ঘূর্ণয়তি নর্ত্তন-মার্গণৈঃ স্বৈঃ।
সা ভ্রূলতা মুররিপোঃ কুটিলাপি কীর্ত্ত্যা কন্দর্পপুষ্পতূণতাং তৃণতাং নিনায়॥"

"শ্রীকৃষ্ণের যে ভ্রূলতা বিশ্ব-যুবতীগণের চঞ্চল মনোরূপ মৃগকে স্বীয় নৃত্যরূপ বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ঘূর্ণিত করিতেছে, সেই ভ্রূলতা কুটিল হইলেও কীর্তিদ্বারা কন্দর্পের পুষ্পতূণকে তৃণতুল্য করিয়াছে।" শ্রীরাধারাণীর ধৈর্য কিন্তু কেবল মৃগ নহে—মৃগরাজ, যেহেতু তিনি বিশাল ধৈর্যাদি শক্তির পূর্ণতম আধার। কিন্তু গোপালদেবের নয়নশরে তাঁহার সে ধৈর্য রাখা দায়।

"দেখিয়া ও মুখচাঁদ কাঁদে পূর্ণমিক চান্দ লাজ-ঘরে ভেজাঞা আগুনি।
নয়ান-কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে কিবা দুটি ভুরুর নাচনি॥" (পদকল্পতরু)
"রসভরে মন্থর লহু লহু চাহনি কি দিঠি ঢুলাওনি ভাঁতি।
গরল মাখি হিয়ে শেল কি হানল জর জর করু দিনরাতি॥" (ঐ)

এইসব মহাজনের উক্তিতে শ্রীরাধার শ্রীমুখবাণীই তাহার প্রমাণ। শ্রীপাদ রঘুনাথ চতুর্থসংখ্যক শ্লোকে শ্রীগোপালদেবের গণ্ডদ্বয়ের বা কপোলযুগলের মাধুর্য-বর্ণনা করিতেছেন। প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর মুখচুম্বন শ্রীগোপালদেবের পরম কাম্য বা লোভনীয় হইলেও ব্রজে তাহা অতিশয় দুর্লভ। কারণ এ ভগবান্ স্বীয় আনন্দিনীশক্তিগণের উল্লসিত প্রীতিরসনির্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত অঘটনঘটনপটীয়সীশক্তি যোগমায়াদ্বারা পরকীয়ভাবে তাঁহাদের বিভাবিত করিয়া লীলাক্ষেত্রে পরস্পর অতি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছেন! শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, (গোপালচম্পূঃ পূঃ ১৮।১৯৯)—

"যদা গিরিবরং দধে মুরহরস্তদা লোচনং নিজার্থিতবিনাকৃতামপি দিশং স নিন্যে মুহুঃ।
কদাচিদিহ চেৎপ্রথাং ভজতি রাধিকায়া মুখং তদাফলময়ং মম শ্রমতমঃ প্রসজ্জেদিতি॥"

অর্থাৎ "শ্রীমুরারী যখন গিরিরাজ ধারণ করিয়া বিরাজমান ছিলেন তখন বিনা প্রয়োজনেও পুনঃপুনঃ ইতস্ততঃ নয়ন–সঞ্চার করিতেছিলেন, কারণ তিনি ভাবিতেছিলেন, যদি একবার কোনরূপে শ্রীরাধারাণীর বদনচন্দ্রের দর্শন লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার এই গিরিধারণের বিপুল প্রয়াস

রুচি-নিকর-বিরাজদ্দাড়িমীপক্ববীজ-প্রকরবিজয়ি-দন্তশ্রেণি-সৌরভ্যবাতৈঃ।
রচিতযুবতিচেতঃকীরজিহ্বাতিলৌল্যঃ প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৫॥
বচন-মধু-রসানাং পায়নৈর্গোপরামা কুলমুরুধৃত-ধামাপ্যুন্মদীকৃত্য কামম্।
অভিমত-রতিরত্নান্যাদদানস্ততো দ্রাক্ প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৬॥
কুবলয়নিভভালে কৌঙ্কুমদ্রাবপুণ্ড্রং দধদিব ঘনষণ্ডে নিশ্চলচ্চঞ্চলাগ্রম্।
রচয়িতুমিব সাধ্বী-কীর্ত্তি-মুগ্ধালিভীতিং প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৭॥

অনুবাদ—যিনি সুপক্ক ও সুদীপ্ত দাড়িম্ববীজসমূহ অপেক্ষাও মনোহর দন্তশ্রেণীর সুরভিত সমীরণে-যুবতীবৃন্দের চিত্তরূপ শুকের রসনা-চাঞ্চল্য বিস্তার করিতেছেন, সেই প্রতাপশালী গোপালরাজ গিরিপট্টে মনোজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৫॥

যিনি অতি দীপ্তিময়ী গোপরমণীগণকে বচন-মধুরস পান করাইয়া উন্মত্ত করত তাঁহাদের নিকট হইতে স্বাভীষ্টরতিরত্নসমূহ গ্রহণ করিতেছেন, সেই প্রতাপশালী গোপালরাজ গিরিপট্টে অতিশয় মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৬॥

যথাযথ সার্থক হইবে।" শ্রীরাধারাণীর বদনচুম্বন একান্তই দুর্লভ বলিয়া দর্পবশতঃই যেন শ্রীগোপালদেব দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল কপোলযুগল ধারণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন, যাহাতে শ্রীরাধারাণীর গলিত-স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তিময় মুখখানি শ্রীগোপালের নীলমণি দর্পণের ন্যায় কপোলযুগলে প্রতিবিম্বিত হয় এবং শ্রীরাধাবদনের সহিত স্বীয় বদনবিলাস স্বতঃই সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে গিরিপট্টে অতি মনোজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন—গিরিধারী শ্রীশ্রীগোপালদেব।

"(জয় জয়) শ্রীগোপালরাজ চক্রবর্ত্তী।
"বৃন্দাবন-পুরন্দর, গোপবেশ বেণুকর, গোবর্দ্ধনে প্রতাপে বসতি ॥
তাঁর জোড়া ভুরু জনু, মদন মহেন্দ্র ধনু, চঞ্চল কুটিল বক্র তায়।
ধনুর গুণ দুই কান, কটাক্ষ শাণিত বাণ, যোজনা করিয়া সর্ব্বদায় ॥
শ্রীরাধার ধৈরযে বলবান্ সিংহরাজে, বিদীর্ণ করিতে বুঝি চায়।
গোপালের মুখপদ্ম, দরশনে দুটি নেত্র, মনোহররূপে শোভা পায় ॥"৩॥
"শ্রীরাধার মুখচুম্বন, অতীব দুর্ল্লভ ধন, এত ভাবি নাগরেন্দ্র রায়।
দন্ত করি সুচিক্কণ, গণ্ডস্থল দরপণ, ধারণ করিলা লালসায় ॥
হেমাঙ্গিনী চলে যেতে, প্রতিবিম্ব দূর হতে, গণ্ডস্থলে পড়িছে যখন।
বিলাসিনীর অঙ্গ-সঙ্গ, অনুভবে রসিকেন্দ্র, সুখাব্ধি-তরঙ্গে নিমগন ॥
সেই প্রভু "গোপালরাজ" গোবর্দ্ধনে রসরাজ, প্রতাপেতে করেন বসতি।
শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্র, ভজে চরণারবিন্দ, চন্দন তুলসীদলে নিতি ॥"৪॥

যিনি সাধ্বী ব্রজরমণীগণের কীর্তিরূপ মুগ্ধ ভৃঙ্গদলের ভীতি সঞ্চারের নিমিত্ত মেঘপুঞ্জে স্থিরতর বিদ্যুতের অগ্রভাগের ন্যায় কুবলয়নিভ ললাটফলকে কুঙ্কুমদ্রবের ঊর্ধ্বপুণ্ড্রতিলক ধারণ করিয়াছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে অতিশয় মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৭॥

টীকা—রুচিরেতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ রুচিনিকরেণ কান্তিসমূহেন বিরাজন্ শোভমানো যো দাড়িমীপক্কবীজপ্রকরস্তস্য বিজয়শীলা যা দন্তশ্রেণী তস্যাঃ সৌরভ্যবাতৈঃ সুগন্ধিবায়ুভিঃ করণৈঃ রহিতং কৃতং যুবতিচেতসাং কীরজিহ্বেব শুকজিহ্বেবাতিলৌল্যং চাঞ্চল্যং যেন সঃ ॥৫॥

বচনেতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ বচনমধুরসানাং পায়নৈঃ কৃত্বা গোপরামাকুলং কামং যথেষ্টম্ উন্মাদীকৃত্য ততো গোপরামাকুলাৎ অভিমত রতি রত্নানি আদদানো গৃহ্নন্। বচনান্যেব মধুরসা মাদকরসাস্তৈরিত্যর্থঃ। উরু অতিশয়িতং যথাস্যাত্তথা ধৃতং ধাম প্রভাবো যেন তদিত্যর্থঃ ॥৬॥

কুবলয়েতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ ঘনষণ্ডে মেঘপুঞ্জে নিশ্চলচঞ্চলাগ্রমিব কুবলয়নিভভালে নীলোৎপলসদৃশকপালে কৌঙ্কুমদ্রাবপুণ্ড্রং তিলকং দধৎ ধারয়ন্। কুঙ্কুমস্যায়ং কৌঙ্কুমঃ সচাসৌ দ্রাবশ্চেতি কৌঙ্কুমদ্রাবস্তস্যেদং তৎ তচ্চ তৎপুণ্ড্রঞ্চেতি তদিত্যর্থঃ নিশ্চলস্থী যা চঞ্চলা বিদ্যুৎ তস্যাগ্রমিবেত্যর্থঃ। অত্রোৎপেক্ষ্যাতে সাধ্বীত্যাদি। সাধ্বীনাং সতীনাং যা কীর্ত্তিঃ সৈব মুগ্ধালিঃ মুগ্ধভ্রমরস্তস্য ভীতিং রচয়িতুমিবেতি। অন্যোঽপ্যালিঃ স্থিরবিদ্যুদগ্রমিব কিমপ্যতিপীতং বস্তু বিভ্রন্নীলোৎপলমদৃষ্টপূর্ব্বমিব দৃষ্ট্বা বিভেতীতি শ্লেষার্থঃ। বর্ণাংশেনৈব মেঘেন কুবলয়নিভ ভালস্যোপমানোপমেয়ভাবঃ সম্বধ্যঃ ॥৭॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্তবের এই তিনটি শ্লোকে যথাক্রমে শ্রীগোপালদেবের দন্তশ্রেণীর বাক্যামৃতের এবং তিলকের মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন। যাঁহার দন্তরাজি সুপক্ক ও সুদীপ্ত দাড়িম্ববীজ অপেক্ষাও অতীব মনোহর। শ্রীকৃষ্ণের দন্তশোভা-বর্ণনায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ সিদ্ধহস্ত। (গোবিন্দলীলামৃত ১৬৯১-৯২)—

"স্বাকারসৌষ্ঠব-বিনিন্দিতকুন্দবৃন্দ—সৎকোরকান্ শিখরহীরকমৌক্তিকানাম্।
শোভাভিমানভর-খণ্ডনকান্তিলেশান্ বামভ্রুবামধরবিম্বশুকায়মানান্॥
জাত্যৈব পক্তিমসুদাড়িমবীজমঞ্জূন্ শশ্বৎপ্রিয়াধর-রসাস্বাদনেন শোণান্।
কান্তোষ্ঠশোণমণিভেদেন-কামটঙ্কান্ শ্রীমন্মুকুন্দ-দশনান্ সুভগাঃ স্মরন্তি॥"

অর্থাৎ "যে দন্তরাজি নিজ অবয়বের সৌন্দর্যদ্বারা কুন্দসমূহের কোরককে পরাজিত করিতেছে এবং পক্কদাড়িম্ববীজতুল্য-মাণিক্য, হীরকরত্ন এবং মৌক্তিকের শোভা ও অভিমানকেও যাহারা নিজকান্তিলেশদ্বারা খণ্ডন করিতেছে, যাহার সুভ্র ব্রজসুন্দরীগণের অধরবিম্বের আস্বাদনে শুকপক্ষি-সদৃশ, জন্মমাত্রেই যাহা সুপক্কদাড়িমবীজের ন্যায় মনোহর এবং নিয়ত প্রিয়তমা শ্রীরাধার অধররসাস্বাদনদ্বারা রক্তবর্ণ তথা কান্তার ওষ্ঠরূপ রক্তবর্ণমণিবিষয়ে টঙ্ক-(পাষাণবিদারক অস্ত্রবিশেষ) স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেই দন্তপংক্তিকে সৌভাগ্যশালী জনগণ স্মরণ করিয়া থাকেন।"

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, সুপক্ক ও সুদীপ্ত দাড়িম্ববীজ অপেক্ষাও মনোহর শ্রীগোপালরাজের

দন্তশ্রেণীর শোভা ! সাক্ষাৎ তাঁহার দন্তশ্রেণীর কথা দূরে থাক, দূর হইতে তাহার সুরভিত সমীরণের গন্ধলেশ প্রাপ্তিমাত্রেই যুবতীবৃন্দের চিত্তরূপ শুকের রসনার চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীগোপালদেব যখন হাস্য করেন, তাঁহার সুদীপ্ত দন্তরাজীর জ্যোৎস্নালোকের স্মৃতিমাত্রেই ব্রজরমণীগণের চিত্ত সেই দন্ত-মাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইয়া থাকে। তাই শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণের মৃদুহাস্যের প্রভাব-বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"প্রপন্নজনতা-তমঃ ক্ষপণ-শারদেন্দুপ্রভা ব্রজাম্বুজবিলোচনা-স্মরসমৃদ্ধিসিদ্ধৌষধিঃ।
বিড়ম্বিত-সুধাম্বুধি-প্রবলমাধুরী-ডম্বরা বিভর্ত্তু তব মাধব! স্মিতকড়ম্বকান্তির্মুদম্ ॥"

(গোবিন্দবিরুদাবলি—১৯)

"হে মাধব! ভক্তগণের হৃদয়ান্ধকার-নাশকারিণী ও ব্রজরমণীগণের অনঙ্গবৃদ্ধিকারিণী ও সুধাসিন্ধুর মাধুর্যেরও পরাভবকারিণী চন্দ্রকান্তির ন্যায় তোমার ঈষৎহাস্যের কান্তি আমার অসীম আনন্দ বর্ধন করুন।"

অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগোপালরাজের বাক্যামৃতের মাধুরী-বর্ণনায় বলিলেন, 'যিনি স্বীয় বচনরূপ মধুরস পান করাইয়া মহাভাবের কান্তিময়ী ব্রজবালাগণকে উন্মত্ত করিয়া তুলেন!' শ্রীল কবি-রাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, কয়েকটি অপূর্ব সম্মীলনে এই বাণীরূপ রসালার সৃষ্টি হইয়াছে— তাই ইহার এতাদৃশ প্রভাব।

"অন্তঃপ্রেমঘৃতস্মিতোত্তমমধু-নর্মৈক্ষবৈঃ সংযুতা শব্দার্থোভয়শক্তি-সূচিত রসাদীন্দুল্লসৎসৌরভা।
আভীরীমদনার্কতাপশমনী বিশ্বৈকসন্তর্পনী সা জীয়াদমৃতাব্ধিদর্পদমনী বাণী-রসালা হরেঃ ॥"

(গোঃ লীঃ ১৬'৭)

"যাহা অন্তঃকরণস্থিত প্রেমরূপ ঘৃত, ঈষৎহাস্যরূপ উত্তমমধু এবং পরিহাসরূপ শর্করাদ্বারা সংযুক্ত, শব্দশক্তি ও অর্থশক্তিদ্বারা সূচিত রসাদিরূপ কর্পূরদ্বারা সৌরভান্বিত এবং যাহা ব্রজসুন্দরীগণের কন্দর্পরূপ সূর্যতাপনাশিনী বিশ্বের একমাত্র তৃপ্তিদায়িনী হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণীরূপ রসালা বা শিখ-রিণী জয়যুক্ত হউন।" শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, গোপালদেব তাঁহার বচন-মধুরসপানে উন্মত্তা করিয়া ব্রজদেবীগণের নিকট হইতে স্বাভীষ্ট রতিরত্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই মহাউন্মত্ততাজনক গোপালের বচনমধুরসে পাগলিনী হইয়া তাঁহারা স্বয়ংই রতিরত্ন দানের নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া পড়েন। তাই মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে বলিয়াছিলেন—

"মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥"

"হে কমললোচন! হে বীর! মধুর পদলালিত্যসমন্বিত ও বিজ্ঞজনের চিত্তাবর্ষক বচনে তোমার এই কিঙ্করীগণ বিমোহিতা হইয়াছে, তাহাদিগকে তোমার অধরমধু পান করাইয়া আপ্যায়িত কর।" শ্রীরাধারাণীর ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"সেই শ্রীমুখভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত, স্মিতকর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুইশক্তি, নানারস করে ব্যক্তি, প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম-বিভূষিত॥
সে অমৃতের এককণ, কর্ণচকোর-জীবন, কর্ণ চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়, না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥" (চৈঃচঃ)

তারপর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগোপালদেবের তিলকের মাধুর্য-বর্ণনায় বলিয়াছেন, শ্রীগোপালদেব মেঘপুঞ্জে স্থির বিদ্যুতের অগ্রভাগের ন্যায় তাঁহার কুবলয়নিভ ললাটফলকে যে কুঙ্কুমদ্রবের ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিয়াছেন, তাহার অদ্ভুত মাধুর্যে সাধ্বী ব্রজসুন্দরীগণের সতীত্বকীর্তিরূপ মুগ্ধভৃঙ্গসমূহের ভীতি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মহাজন গাহিয়াছেন—

"রসে তনু ঢর ঢর তাহে নব কৈশোর আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনি বামে ময়ূর-চন্দ্রিকা ঠামে ললিত-লাবণ্য রূপ-শেষ॥
ললাটে চন্দন-পাঁতি নব-গোরোচনা-ভাতি তার মাঝে পূর্ণিমক চান্দ।
অলকা-বলিত মুখ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ কামিনী জনের মন ফান্দ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীগোপালদেবের তিলকের ফাঁদে পড়িয়া গোপিকার চিত্ত কামিনীজনের দুস্ত্যজ সতীত্ব কীর্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কন্দর্পরসোন্মাদনায় অধীরা হইয়া থাকে। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে লিখিত আছে—

"যৎ কৌঙ্কুমং ললিত-তিলকং ললাটে সৃষ্টং হরেঃ শশিনিভং মদবিন্দুমধ্যম্।
শ্রীখণ্ডবিন্দুনিচিতং বহিরেতদাসাং হৃৎখণ্ডনে মদনহাটকচক্রমাসীৎ॥" (১৫ ১০৪)

"ললিতা শ্রীকৃষ্ণের ললাট-প্রদেশমধ্যগত মৃগমদবিন্দুযুক্ত এবং বাহিরে চারিদিকে চন্দনবিন্দু-সমূহ-পরিব্যাপ্ত চন্দ্রতুল্য কুঙ্কুমের যে তিলক-রচনা করিলেন, সেই তিলক ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয়খণ্ডনে কন্দর্পের স্বর্ণচক্রস্বরূপ হইয়াছিল।" শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, শ্রীগোপালরাজ এইপ্রকার অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া গিরিপট্টে অতি মনোজ্ঞরূপে অর্থাৎ ভক্তজন-মনোহারীরূপে বিরাজ করিতেছেন।

"জয় শ্রীমোহন গোপাল রাজ!
রসময় রসরাজে, ভুবনমোহন সাজে, গিরিপট্টে করিছে বিরাজ॥
দাড়িম্ব পক্ক বীজেতে, যে সুষমা আছে তাতে, সর্ব্ব ভাবে করিয়া বিজয়।
দন্তশ্রেণী শোভা পায়, তাহার সুগন্ধি বায়, কিবা জানি মধুরিমা হয়॥
যুবতীর চিত্ত যেন, শুকের রসনা হেন, সে রসাল দন্তের সৌরভে।
সদাই চঞ্চল অতি, নাহি জানে দিবা রাতি, উনমত আস্বাদন লোভে॥"৫॥

"জয় জয় শ্রীগোপাল রাজ!
নবঘন স্নিগ্ধ বর্ণ, শ্রীঅঙ্গ লাবণ্যে পূর্ণ, অপরূপ রসরাজ রাজ॥
রসের প্রতিমা যত, ব্রজাঙ্গনা অদভুত, রূপে গুণে প্রভাবশালিনী।
বিনা মূল্যে তা সবায়, দান করে শ্যামরায়, বচন অমৃত-শিখরিণী॥

শ্রবণ-মদনরজ্জূসজ্জয়ঁল্লজ্জি রাধানয়ন-চলচকোরৌ বন্ধুমুৎকঃ কিশোরৌ ।
কৃত-মকরবতংস-স্নিগ্ধচন্দ্রাংশুচারঃ প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৮॥
যুবতিকরণ-রত্নব্রাতমাচ্ছিদ্য নেত্রভ্রমণ-পটুভটৈস্তৎ ন্যস্য হৃৎসৌধমধ্যে ।
গরুড়মণিকবাটেনোরসাঘুষ্য হৃষ্টঃ প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥৯॥

অনুবাদ—যিনি লজ্জাশীলা শ্রীরাধারাণীর নয়নরূপ সুচপল চকোরকিশোর-যুগলকে ঔৎসুক্যভরে বন্ধন করিবার নিমিত্ত কর্ণযুগলরূপ মদনপাশের মধ্যে মকরাকৃতি কুণ্ডলের জ্যোৎস্না বিস্তার করিতেছেন, সেই পরম প্রভাবশালী গোপালরাজ গিরিপট্টে অতি মনোজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৮॥

যিনি স্বীয় কটাক্ষরূপ সৈন্যদ্বারা ব্রজযুবতীগণের ইন্দ্রিয়রূপ রত্নসমূহকে লুণ্ঠন করিয়া হৃদয়-প্রাসাদে সংরক্ষণপূর্বক স্বীয় বক্ষঃস্থলরূপ মরকতমণির কবাটদ্বয় রুদ্ধ করিয়া আনন্দলাভ করিতেছেন—সেই প্রভাবশালী গোপালরাজ গিরিপট্টে অতি মনোজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৯॥

টীকা— শ্রবণেতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ লজ্জি রাধানয়ন চলচকোরৌ বন্ধুম্ উৎকঃ উন্মনাঃ সন্ শ্রবণ মদনরজ্জূ সজ্জয়ন্ ! শ্রবণে কর্ণাবেব মদনস্য রজ্জূ দামিনী তে। লজ্জিনী লজ্জাবতী সা চাসৌ রাধা-চেতি তস্যা নয়নে এব চঞ্চলৌ চকোরৌ। কিম্ভূতৌ কিশোরৌ। কিম্ভূতঃ কৃতো মকরাকারে বতংসে কর্ণভূষণে স্নিগ্ধচন্দ্রাংশোশ্চন্দ্রকিরণস্য চারঃ প্রচারো যেন সঃ ॥৮॥

যুবতীতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ নেত্রভ্রমণপটুভটৈঃ করণৈর্যুবতীনাং করণব্রাতম্ ইন্দ্রিয়সমূহমাচ্ছিদ্য তং যুবতিকরণরত্নব্রাতং হৃৎসৌধমধ্যে হৃদয়রূপাট্টালিকায়া মধ্যে ন্যস্য স্থাপয়িত্বা গরুড়মণিকপাটেন উরসা আঘুষ্য নীবীবন্ধে মুদ্রাদিকমিব স্থাপয়িত্বা হৃষ্টঃ। ঘৃষু সংঘর্ষে ইত্যস্মাৎ ক্ত্বাচোযপ্। নেত্রভ্রমণান্যেব পটুভটাঃ স্বকার্য্যকরণযোগ্যসেনা ইত্যর্থঃ। গরুড়মণির্গারুড়মণিস্তেন নির্ম্মিতং যৎকপাটং তদিবেত্যর্থঃ ! মধ্যপদলোপী সমাসঃ।৯॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই দুইটি শ্লোকে শ্রীশ্রীগোপালদেবের কর্ণযুগলের কর্ণের কুণ্ডলের, নয়ন-কটাক্ষের এবং বক্ষঃস্থলের শোভা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের কর্ণযুগলের মাধুর্যবর্ণনায় লিখিয়াছেন (গোঃ লীঃ ১৬—৮৪, ৮৫)—

সেই রসামৃত মধু, পান করি ব্রজবধূ, সর্ব্বভাবে হৈলে উন্মাদিনী।
রসিক নাগরবরে, ঐছলে গ্রহণ করে, রতিরত্ন দিব্যচিন্তামণি ॥"৬॥

"শ্রীগোপাল পরম ঈশ্বর।
গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে, বিরাজিছে রত্নাসনে, অভিনব শ্যামল সুন্দর ॥
কদাচিৎ নীলোৎপলে, মধুকর ভাগ্যে মিলে, সে নীলোৎপল অগ্রভাগে।
পীতবর্ণ-বস্ত্রধারী, স্থির সৌদামিনী হেরি, ভীত হয় দেখিয়া মধুপে।
তৈছে ইন্দ্রনীলমণি, নাগরেন্দ্র-চূড়ামণি, সাধ্বী কীর্ত্তি-মুগ্ধ অলিকুলে।
ভয়ে ভীত করিবারে, কুঙ্কুম-তিলক ধরে, মহোজ্জ্বল নীলোৎপল ভালে ॥"৭॥

"শ্রীকর্ণভূষণভরাদ্দরদীর্ঘরন্ধ্রং বিশ্বাঙ্গনা-নয়ন-মীন-মনোজজালম্।
গোপীমনোহরিণবন্ধন-বাগুরা যৎ শ্রীরাধিকা-নয়নখঞ্জন-বন্ধপাশঃ ॥
গান্ধর্ব্বিকা-সপরিহাস-সগর্ব্বনিন্দা-খঞ্জদ্বচোঽমৃত-রসায়নপানলোলম্ ।
শোণান্তরং সুরুচিরং সমসন্নিবেশং তন্মে হৃদি স্ফুরতু মাধবকর্ণযুগ্মম্ ॥"

অর্থাৎ "শোভমান কর্ণভূষণের ভারে যাহার ছিদ্র কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও বিশ্বের অঙ্গনা সকলের নেত্ররূপ মৎস্য ধারণ করিতে মদনের জালস্বরূপ, ব্রজসুন্দরীগণের নয়নরূপ মৃগকে বন্ধন করিতে যাহা বাগুরা বা মৃগবন্ধনীস্বরূপ, শ্রীরাধার নেত্ররূপ খঞ্জনবন্ধনের পাশস্বরূপ ; গান্ধর্বিকা শ্রীরাধার পরিহাস সমন্বিত গর্বও নিন্দার সহিত বিদ্যমান সরস বক্রোক্তিবচনামৃত রসায়ন পানে যাহা অতি চঞ্চল, এতাদৃশ রক্তবর্ণ-যুক্ত মধ্য, সমানাকার ও পরম মনোহর শ্রীকৃষ্ণের কর্ণদ্বয় আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন !" শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যাস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার অতিশয় লোলুপতা, কিন্তু তিনি লজ্জা-শীলা, নির্নিমেষ নয়নে সতত যাঁহার মাধুর্যাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার দিকে লজ্জায় তাকাইতে পারেন না, অথচ অন্তরে দর্শনের বিপুল উৎকণ্ঠা জাগে, ফলতঃ সুচপল চকোর-যুগলের ন্যায় নয়নযুগল দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চপল হইয়া থাকে। সেই চকোরকে বাঁধিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের কর্ণযুগল যেন মদনের পাশ-স্বরূপ। তাহাতে আবার মকরাকৃতি কুণ্ডল ঝলমল করে। যাহার শোভায় শ্রীমতী বিমোহিতা হইয়া যান।

আবার শ্রীগোপালদেব তাঁহার কটাক্ষরূপ বলবান্ সৈন্যসমূহের দ্বারা ব্রজযুবতীগণের ইন্দ্রিয়রূপ রত্নসমূহকে লুণ্ঠন করিয়া থাকেন। তত্ত্বতঃ শ্রীগোপালদেব স্বয়ং ভগবান্, আত্মারাম, আপ্তকাম ও স্বয়ং রসস্বরূপ, যাঁহার ভজনকারিগণও লোভ-লালসার বহু ঊর্ধ্বে ! তথাপি প্রেমরসাস্বাদনের লালসা তাঁহার নিজের অন্তরে নিত্যই জাগরূক। ব্রজসুন্দরীগণের ইন্দ্রিয়গুলি মহারত্ন অর্থাৎ প্রেমরসোজ্জ্বল বা প্রেমের পরমসার মহাভাবরসে পূর্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণের ঐ প্রেমরত্নের প্রতি এতখানি লালসা যে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়রত্ন তিনি বলপূর্বক কাড়িয়া লইতে অধীর হইয়া পড়েন এবং তজ্জন্য তাঁহার নয়ন-কটাক্ষরূপ বলবান্ সেনানীকে নিয়োজিত করেন ! সেই সৈনিকের নিকট ব্রজদেবীগণ পরাভূত হইলে সেনানীগণ ঐ রত্নসমূহকে লুণ্ঠন করিয়া লন। ব্রজদেবীগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের নয়নকটাক্ষ বড়ই বিষম—"জোড়া ভুরু যেন কামের কামান কে না কৈল নিরমাণ। তরল নয়ানে তেরছ চাহনি বিষম কুসুমবাণ॥ নয়ন-কটাক্ষ বিষম বিশিখে পরাণ বিন্ধিতে ধায়।" ইত্যাদি (মহাজনপদ)। শ্রীকৃষ্ণের নয়নশরের এই প্রভাব ব্রজদেবীগণই অনুভব করেন। যে কটাক্ষসমূহ বিশ্বমানবের নিকট পরম বদান্য, তাহারাই ব্রজদেবীগণের প্রতি এত নিষ্ঠুর, তাঁহারা মনে করেন এমনি তাঁহাদের দুর্দৈব !

"সাধ্বী স্বধর্ম্ম-দৃঢ়বর্ম্মবিভেদ-দক্ষ-কামেষুতীক্ষ্ণকঠিনা বিলসন্ত্যঘারেঃ।
স্বপ্নেঽপি দুল্ল'ভসমস্তদরিদ্রগোষ্ঠী-বাঞ্ছাভিপূরণবদান্যবরা কটাক্ষাঃ ॥"

"যাহারা সাধ্বীগণের স্বধর্মরূপ দৃঢ়বর্ম বা কবচের ভেদবিষয়ে দক্ষ, যাঁহারা কন্দর্পবাণ হইতেও

ত্রিবলি-ললিত-তুন্দস্যন্দি নাভীহ্রদোদ্যত্তনুরুহততি সর্পীমত্র বিভ্রাণ উগ্রাম্ ।

তীক্ষ্ণ ও কঠিন এবং স্বপ্নেরও দুর্লভ ও সমস্ত দরিদ্রগোষ্ঠীর বাঞ্ছাপূরণের নিমিত্ত যাহারা পরমবদান্য, শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত কটাক্ষ বিরাজ করিতেছে !" শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, শ্রীগোপালদেব ব্রজদেবীগণের ইন্দ্রিয়রত্নসমূহ কটাক্ষরূপ সেনানীর দ্বারা লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার হৃদয়রূপ অট্টালিকায় উগ্র সযত্নে সংরক্ষণপূর্বক বক্ষঃস্থলরূপ মরকতমণির কবাটদ্বয়দ্বারা সেই রত্নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। মহানুভবগণের শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যবর্ণনার ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহাদের ভাষাবৈচিত্র্যে, অলঙ্কারাদিপ্রয়োগের নৈপুণ্যে বর্ণনীয় বিষয়টি সামাজিকের অন্তরে গভীর আলোড়ন জাগাইয়া বর্ণনার রসটিকে অন্তরে মূর্ত করিয়া দেয়! শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষের মাধুরী-বর্ণনা করিয়াছেন (গোবিন্দলীলামৃতম্ ১৬।৫৬)—

"শ্রীবল্লবীহৃদয়দোহদভাজনং শ্রীরাধামনোনৃপ-হরিন্মণিসিংহপীঠম্ ।
ত্রৈলোক্যযৌবতমনোহর-মাধুরীকং বক্ষঃস্থলং সুবিপুলং বিলসত্যঘারেঃ ॥"

অর্থাৎ "যাহা ব্রজসুন্দরীগণের হৃদয়স্পৃহার আধার, শ্রীরাধার হৃদয়রাজের নীলকান্তমণিনির্মিত সিংহাসন, ত্রিভুবনস্থ যুবতীগণের মনোরম মাধুরীনিচয় যাহাতে সদা বিদ্যমান, এতাদৃশ সুন্দর ও বিশালতম অঘারি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল বিরাজ করিতেছে।" শ্রীগোপালের বক্ষের শোভাদর্শনে ব্রজদেবীগণ বলেন—"বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে, এমতি লাগয়ে বুকের শোভা" (চণ্ডিদাস) শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'এইরূপ প্রতাপশালী গোপালরাজ গিরিপট্টে ভক্তজন-মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন।'

"জয়রে জয়রে জয়, অনন্ত মহিমময়, মহামহেশ্বর শ্রীগোপাল।
মহারাজ চক্রবর্তী, গোবর্দ্ধনে যাঁর স্থিতি, অপরূপ মূরতি রসাল ॥
লজ্জাবতী শ্রীরাধার, নয়ন যুগল তাঁর, যেন দু'টি কিশোর চকোর !
সদাই চঞ্চল বর, অভিনব সুন্দর, হেরি মুগ্ধ নওল কিশোর ॥
শ্রবণ মদন রজ্জু, সুসজ্জিত করি চারু, আঁখি পাখী বন্ধন-মানসে।
দু'টি কর্ণে কুণ্ডল, চন্দ্রকোটি ঝলমল, মকর আকৃতি অবতংসে ॥"৮॥

"জয় শ্রীগোপালদেব চূড়ামণি !
ঐ দেখ গোবর্দ্ধনে, দিব্যরত্ন-সিংহাসনে, ব্রজরাজ ইন্দ্রনীলমণি ॥
নয়ন-ভ্রমণ-পটু, দু'টি সৈন্য দ্বারা শুধু, রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি হরি।
বরজ-যুবতীগণ, সর্ব্বেন্দ্রিয় যে রতন, হরণ করিয়া গর্ব্ব করি ॥
আপন হৃদয়-সৌধে, দিব্য হেমাগারমধ্যে, বিন্যস্ত করিয়া সে রতন।
গরুড়মণি নির্ম্মিত, বিচিত্র কবাট রূপ, নিজ বক্ষে দিলা আচ্ছাদন ॥"৯॥

যুবতিপতিভয়াখুগ্রাসনায়েব সত্যঃ প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১০॥
মরকতকৃতরম্ভাগর্ব্ব-সর্ব্বঙ্কষোরুদ্বয়মুরুরসধাম প্রেয়সীনাং দধানঃ।
স্ফুরদবিরল-পুষ্টশ্রোণিভারাতিরম্যঃ প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১১॥
মদনমণিবরালীসংপুটক্ষুল্লজানুদ্বয়-সুললিতজঙ্ঘামঞ্জু-পাদাব্জযুগ্মঃ।
বিবিধ-বসনভূষা-ভূষিতাঙ্গঃ সুকণ্ঠঃ প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১২॥

অনুবাদ—ত্রিরেখা-শোভিত পরমসুন্দর উদর হইতে গলিত এবং নাভিহ্রদ হইতে উত্থিত রোমাবলিরূপ ভয়ানক সর্পীকে যিনি ব্রজরমণীগণের পতিভয়রূপ মূষিবকে গ্রাস করাইবার নিমিত্তই ধারণ করিয়াছেন, সেই প্রতাপশালী গোপালরাজ গিরিপট্টে অতি মনোরমরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥১০॥

যিনি প্রেয়সীবর্গের সাতিশয় প্রেমরসাস্বাদনের আধারস্বরূপ মরকতমণিনির্মিত কদলীবৃক্ষের গর্বনাশক উরুদ্বয় ধারণ করিয়াছেন এবং অবিরল, পরিপুষ্ট ও কমনীয় শ্রোণীভারে অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছেন, সেই প্রতাপশালী গোপালরাজ গিরিপট্টে অতি মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥১১॥

মদনরাজের শ্রেষ্ঠ মণিসম্পুটের ন্যায় যাঁহার অতি সুন্দর জানুদ্বয় অতি সুললিত জঙ্ঘাযুগল এবং অতি মঞ্জু পদারবিন্দদ্বন্দ্ব, যিনি বিবিধ বেশভূষায় ভূষিতাঙ্গ এবং অতি সুকণ্ঠ, সেই গোপালরাজ সাতিশয় মনোজ্ঞরূপে গিরিপট্টে বিরাজ করিতেছেন ॥১২॥

টীকা—ত্রিবলীতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ উগ্রাং ভয়ানকাং ত্রিবলিললিত তুন্দস্যন্দি নাভীহ্রদোদ্যত্তনুরুহততিসর্পীম্ অত্র তুন্দে বিভ্রাণো ধারয়ন্! ত্রিবল্যা ত্রিরেখয়া ললিতং শোভিতং যত্তুন্দম্ উদরং তস্মাৎ স্যন্দিনী গলিত বস্তিব প্রসর্পিণী অথচ নাভীহ্রদে উদ্যন্তী উদয়ং প্রাপ্নুবতী যা তনুরুহততি-লোমাবলিঃ সৈব সর্পীত্যর্থঃ। অত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে। সদ্যো রোমালিসর্পোদয়কালমেব যুবতিপতি ভয়াখু-গ্রাসনায় ইবেতি। যুবতীনাং পতিভ্যো যদ্ভয়ং তদেবাখুর্মূষিকস্তস্যগ্রাসনং ভক্ষণং তস্মা ইত্যর্থঃ। উন্দুরুর্মূষিকোপ্যাখুরিত্যমরঃ। যদ্দর্শনে যুবতীনাং পতিশঙ্কা দূরতঃ পরাস্তেতি ভাবঃ ॥১০॥

মরকতেতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ মরকত কৃতরম্ভা গর্ব্বসর্ব্বংকষোরুদ্বয়ং দধানঃ মরকতেন মণিনা কৃতা ঘটিতা যা রম্ভা কদলীবৃক্ষঃ তস্যা গর্ব্বসর্ব্বঙ্কষং হিংসকং যদূরুদ্বয়ং তদিত্যর্থঃ। উরুদ্বয়ং কিম্ভূতং প্রেয়সীনাং শ্রীরাধাদিনাং রসধাম রসাশ্রয়স্থানম্। পুনঃ কিম্ভূতঃ স্ফুরন্ প্রকাশমানঃ অথচ অবিরলঃ পরস্পর সংলগ্নঃ অথচ পুষ্টো যঃ শ্রোণিভারো নিতম্বভারস্তেনাতিরম্যো মনোহরঃ ॥১১॥

মদনেতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ মদয়তি স্বসৌন্দর্য্যেণ সর্ব্বমুন্মত্তয়তীতি মদনঃ এবম্ভূতো যো মণিবরঃ মণিশ্রেষ্ঠস্তস্যালী শ্রেণী তয়া ঘটিতো যঃ সংপুটঃ তাম্বূলাধারবিশেষঃ স এব ক্ষুল্লোহল্লো যস্মাৎ এবম্ভূতং যজ্জানুদ্বয়ং তেন সুললিতে অভীপ্সিতে জঙ্ঘামঞ্জুপাদাব্জযুগ্মে যস্য সঃ। সমুদ্গকঃ সম্পুটক ইত্যমরঃ। স্তোকাল্প ইতি চ অন্যৎস্পষ্টম্ ॥১২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ দশম সংখ্যক শ্লোকে সুন্দর শেখর শ্রীগোপালদেবের উদরের রোমাবলীর মাধুর্য-বর্ণনা করিতেছেন। অশ্বত্থপত্রের ন্যায় অতি রমণীয় ত্রিরেখাশোভিত

শ্রীকৃষ্ণের উদরদেশে পরিশোভিত ও নাভিদেশ হইতে ঊর্ধ্বে উত্থিত রোমাবলি যেন ভয়ানক সর্পীর ন্যায়। তিনি তাঁহার সুধাময় অঙ্গে এই ভয়ানক সর্পীকে এইজন্যই ধারণ করিয়াছেন যে, ইহা ব্রজসুন্দরীগণের পতিভয়রূপ মুষিককে গ্রাস করিয়াছে! অর্থাৎ যাহার মাধুর্যে প্রলুব্ধ হইয়া গোপিকাকুল পতিভয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উদর ও রোমাবলীর শোভা-বর্ণনে শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন (গোবিন্দলীলামৃতম্ ১৬ ৫৩)—

"রাধাচিত্তমরাল-দৃক্‌শফরিকা—শশ্বদ্বিলাসাস্পদং
কাঞ্চীসারসপালি-নিস্বনিতটং লোমালি শৈবালকম্।
লাবণ্যামৃত-পূরিতং ত্রিবলিকাসূক্ষ্মোর্ম্মি-বিভ্রাজিতং
শ্রীনাভীনলিনং লসত্যঘরিপোঃ শ্রীতুন্দসৎপল্বলম্॥"

"যাহা শ্রীরাধার মনোরূপ হংস ও নয়নরূপ শফরীর সতত বিলাসস্থান এবং যাহার তটদেশ কাঞ্চীরূপ সারসগণের মধুরনাদে শব্দিত, লোমাবলী যাহাতে শৈবালস্বরূপ, লাবণ্যামৃতই যাহার প্রবাহ, ত্রিবলীরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উর্মীরাজিতে যাহা শোভিত, শোভমান নাভিই যাহার পদ্ম—এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের উদররূপ ক্ষুদ্রসরোবর শোভা পাইতেছে!" শ্রীপাদ উদরের রোমাবলিকে শৃঙ্গাররসের প্রবাহ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন—

"হৃদ্যাচ্ছত্তনুরুহচ্ছলনিঃসৃতশ্রী-নাভিহ্রদানুপতিতাদিরসপ্রবাহম্।
অল্পোচ্চপার্শ্বযুগলং দরনিম্নমধ্যং মধ্যে মনো মম হরেরুদরং চকাস্তু॥"

অর্থাৎ "হৃদয় হইতে সমুদ্গত রোমাবলির ছলে নির্গত হইয়া নাভিহ্রদে পতনশীল শৃঙ্গাররসের প্রবাহ যাহাতে শোভা পাইতেছে, যাহার পার্শ্বদ্বয় ঈষৎ উচ্চ এবং মধ্যদেশ কিঞ্চিৎ নিম্ন, শ্রীকৃষ্ণের সেই উদরদেশ আমার মনোমধ্যে প্রতিভাত হউক।" অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগোপালদেবের উরু-দ্বয় এবং নিতম্বদেশের শোভা বর্ণনা করিতেছেন—একাদশ সংখ্যক শ্লোকে। প্রেয়সী শ্রীরাধাদি গোপ-সুন্দরীগণের প্রীতিরসাস্বাদনের আধারস্বরূপ মরকতমণির কদলীবৃক্ষের গর্বনাশক শ্রীকৃষ্ণের উরুদ্বয়।

উরুদ্বয়ং সুবলিতং ললিতং বকারেঃ পীনং সুচিক্কণমধঃক্রমকার্শ্যযুক্তম্।
কন্দর্পবৃন্দবরনর্ত্তক-লাস্যরঙ্গং লাবণ্যকেলিসদনং হৃদি নশ্চকাস্তু॥" (গোঃ লীঃ ১৬।৩১)

"বকারি শ্রীকৃষ্ণের যে স্থূল উরুদ্বয় সুগঠিত, মনোহর, সুচিক্কণ, নিম্নভাগে ক্রমশঃ কৃশতাযুক্ত এবং নিখিল কন্দর্পরূপ উৎকৃষ্ট নর্তকদিগের নৃত্যস্থানস্বরূপ, লাবণ্যকেলিসদন—সেই উরুযুগল আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন।"

শ্রীকৃষ্ণের নিতম্বদেশ অবিরল, পরিপুষ্ট ও কমনীয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন (গোবিন্দলীলামৃত ১৬।৩৫)—

"বিস্তীর্ণপীনমতিসুন্দর-সন্নিবেশং রাসস্থলং স-রতিকাম-নটার্ব্বুদানাম্।
আভীরধীররমণী-কমনীয়শোভং শ্রীশ্রোণীমণ্ডলমলং বিলসত্যঘারেঃ।"

বর্তমান কামরূপ নটসকলের বিলাসস্থল অথবা রসের স্থান-স্বরূপ সুতরাং সুধীর গোপরমণী-গণের কাম্য মনোহারিণী শোভাযুক্ত—শ্রীকৃষ্ণের সেই রমণীয় নিতম্বদেশ শোভা পাইতেছে।" শ্রী-পাদ রঘুনাথ দ্বাদশ সংখ্যকশ্লোকে শ্রীগোপালরাজের জানুদ্বয়ের, জঙ্ঘাযুগলের, পাদারবিন্দের, বেশভূষার এবং কণ্ঠের মাধুর্য বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জানুদ্বয় মদনরাজের শ্রেষ্ঠ মণিসম্পুট শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন (গোবিন্দলীলামৃতম্ ১৬ ২৮)—

"মাধুর্য্যলক্ষ্ম্যা রুচিরাসনদ্বয়ং লাবণ্যবল্ল্যা গুরুপর্ব্বযুগ্মকম্।
শোভাশ্রিয়োঽলঙ্কৃতিপেটিকাযুগং জানুদ্বয়ং ভাতি মনোহরং হরেঃ॥"

"শ্রীকৃষ্ণের মনোজ্ঞ জানুযুগল মাধুর্যলক্ষ্মীর সুন্দর আসনদ্বয়, লাবণ্যলতার পরিপুষ্ট পর্বযুগল এবং শোভাসম্পত্তির রত্নপেটিকার ন্যায় অতি মনোহররূপে শোভা পাইতেছে।" শ্রীকৃষ্ণের জঙ্ঘাযুগল অতি সুললিত—

"মরকতমণি-রম্ভাস্তম্ভসম্ভেদি ধাত্রা ভুবনভবনমূলস্তম্ভতাং লম্ভিতং যৎ।
যুবতিনিচয়চেতঃপীলুনীলাশ্মকীলং প্রণয়তু হরিজঙ্ঘাযুগ্মমংহো-বিঘাতম্॥"

(গোবিন্দলীলামৃতম্ ১৬ ২৫)

"মরকতমণি-নির্মিত রম্ভাস্তম্ভের ধৈর্যভেদী যে জঙ্ঘাযুগলকে বিধাতা ত্রিভুবনরূপ গৃহের মূলস্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং যাহা যুবতীবৃন্দের চিত্তকরীর সম্বন্ধে ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত স্তম্ভতুল্য শ্রীকৃষ্ণের সেই জঙ্ঘাদ্বয় (গোড়ালী হইতে জানু পর্যন্ত) আমাদের পাপ-তাপাদি বিনষ্ট করুন?" শ্রী-কৃষ্ণের পদারবিন্দদ্বন্দ্ব অতিশয় মঞ্জু বা সুললিত। ইহা অতি অসাধারণ অরবিন্দ।

"শোণস্নিগ্ধাঙ্গুলিদলকুলং জাতরাগং পরাগৈঃ শ্রীরাধায়াঃ স্তনমুকুলয়োঃ কুঙ্কুমক্ষোদরূপৈঃ।
ভক্তশ্রদ্ধামধুনখমহঃপুঞ্জ-কিঞ্জল্কজালং জঙ্ঘানালং চরণকমলং পাতু নঃ পূতনারেঃ॥"

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ—১।২)

শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের মাধুরী কি অপূর্ব। রক্তবর্ণ ও স্নিগ্ধ অঙ্গুলীদল ঐ কমলের পত্রসমূহ, শ্রীমতী রাধারাণীর স্তনমুকুল হইতে লগ্ন কুঙ্কুমচূর্ণই ঐ কমলের পরাগরাশি, ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধাই উহার মধু, নখাবলীর জ্যোতিঃপুঞ্জ উহার কেশরজাল এবং জঙ্ঘাই ঐ শ্রীচরণপদ্মের নালস্বরূপ! শ্রীগোপালের কণ্ঠ ও কণ্ঠস্বরের কি অপূর্ব মাধুরী! শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১৬।৭৫) বর্ণিত—

"পিকতত-শুষিরালীনাদনিন্দিস্বরোর্ম্মি-স্ত্রিভুবনজন-নেত্রানন্দীরেখাত্রয়শ্রীঃ।
নবনবনিজকান্ত্যা ভূষিতশ্রীমণীন্দ্রো বিলসতি বকশত্রোঃ কণ্ঠনীলাশ্মকম্বুঃ॥"

"বকরিপু শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠরূপ ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত শঙ্খ শ্রীমান্ মণীন্দ্র কৌস্তুভকেও নব নব কান্তি-দ্বারা ভূষিত করিয়াছে এবং যাঁহার স্বর কোকিলসকলের শব্দ, বীণাবাদ্য, বংশী প্রভৃতির বাদ্য ও ভ্রমর-শ্রেণীর ঝঙ্কৃতিরও নিন্দাকারী হইয়া শোভা পাইতেছে॥" এইরূপ যাঁহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

কলিত-বপুরিব শ্রীবিট্ঠলপ্রেমপুঞ্জঃ পরিজন-পরিচর্য্যা-বর্য্যপীযূষপুষ্টঃ ।
দ্যুতিভরজিতমাদ্যন্মন্মথোদ্যৎ-সমাজঃ প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১৩॥
বিবিধভজনপুষ্পৈরিষ্ট-নামানি গৃহ্নন্ পুলকিত-তনুরিহ শ্রীবিট্ঠলস্যোরুসখ্যৈঃ ।
প্রণয়মণিসরং স্বং হন্ত তস্মৈ দদানঃ প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥১৪॥
গিরিকুলপতি-পট্টোল্লাসি-গোপালরাজ- স্তুতিবিলসিত-পদ্যান্যুদ্ভটপ্রেমদানি ।
নটয়তি রসনাগ্রে শ্রদ্ধয়া নির্ভরং যঃ স সপদি লভতে তৎপ্রেমরত্নং প্রসাদম্ ॥১৫॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগোপালরাজস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥২০॥

অনুবাদ—যিনি বিট্ঠলদেবের মূর্ত্তিমান্ প্রেমপুঞ্জস্বরূপ, নিজজনগণের পরিচর্যামৃতরসে পরিপুষ্ট হইয়া স্বীয় শ্রীঅঙ্গের কান্তিমালাদ্বারা কন্দর্পসমূহকে পরাভূত করিতেছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে ভক্তজন-মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥১৩॥

যিনি বিবিধ ভজনপুষ্পের সহিত ভক্তের অভীষ্টনামের গ্রহণে শ্রীবিট্ঠলদেবের ঐকান্তিক

অদ্ভুত মাধুর্য সেই গোপালরাজ বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত হইয়া অতি মনোহারীরূপে গিরিপট্টে বিরাজ করিতেছেন।

"জয় জয় শ্রীগোপালরাজ !
নবীন কিশোরাকৃতি, তমাল শ্যামল দ্যুতি, মদনমোহন রসরাজ ॥
উদরে ত্রিবলী শোভা, জগজ্জন মন-লোভা, সে ললিত উদর হইতে।
গলিত বস্তুর মত, সেই ধারা প্রবাহিত, মনে হয় প্রসর্পিণী তাতে ॥
কিম্বা নাভিহ্রদ হৈতে, উদিত হইয়া যাতে, রোমাবলী যেন ভুজঙ্গিনী।
যুবতীর পতিভয়, মুষিকেরে সুনিচয়, যেন গ্রাস করিবে সর্পিণী ॥"১০॥

"জয় শ্রীগোপালরাজ, ব্রজনব-যুবরাজ, অভিনব জলদ-বরণ।
গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে, বসি রত্ন-সিংহাসনে, রসরাজ মদন-মোহন ॥
মরকতমণিবর্ণ, কদলীর গর্ব্বচূর্ণ, তার যেই সুবলনী ঠাম।
জিনি উরু মনোহর, শ্রোণীভার কি সুন্দর, প্রেয়সীগণের রসধাম ॥"১১॥

"জয় জয় গোপালরাজ !
কোটি মনমথরূপ, রসময় রসকূপ, গিরিপট্টে করেন বিরাজ ॥
যে মণি-সংপুট-ধাম, দরশনে মুগ্ধ কাম, যেই হরে তার সর্ব্ব মান।
হেন জানুদ্বয়-শোভা, জঙ্ঘা জগমন লোভা, সুললিত পাদপদ্ম ঠাম ॥
বসন ভূষণ যত, সর্ব্ব অঙ্গে বিভূষিত, চন্দ্র কোটি করে ঝলমল।
সুবকণ্ঠ গোপালদেবে, সদা অতি অনুরাগে, ভজ নিত্য চরণ-কমল ॥"১২॥

সখ্যে পুলকিতাঙ্গ হইতেছেন এবং বিট্‌ঠলেশ্বরকে প্রণয়-মণিহার অর্পণ করিতেছেন—সেই প্রতাপী গোপালরাজ গিরিপট্টে অতিমনোজ্ঞ রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥১৪॥

যিনি গিরিপট্টে উল্লাসশীল শ্রীগোপালদেবের স্তুতি-বিলসিত এই পদ্যাবলী শ্রদ্ধার সহিত রসনাগ্রে উত্তমরূপে নৃত্য করান, তিনি শীঘ্রই শ্রীগোপালদেবের প্রসন্নতাসহ প্রেমরত্ন-লাভে ধন্য হইয়া থাকেন ॥১৫॥

টীকা—কলিতেতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ শ্রীবিট্‌ঠলে যঃ প্রেমপুঞ্জঃ স এব কলিতবপু-র্গৃহীতশরীর ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা। পরিজনাৎ যা পরিচর্য্যা সৈব বর্য্যপীযূষং শ্রেষ্ঠামৃতং তেন পুষ্টঃ। দ্যুতিভরেণ কান্তিসমূহেন জিতোমাদ্যন্ যো মন্মথস্তস্য উদ্যন্ প্রকাশং প্রাপ্নুবন্ সমাজো যেন তথা ॥১৩॥

বিবিধেতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ শ্রীবিট্‌ঠলস্য বিবিধ ভজনপুষ্পৈ কৃত্বা পুলকিনী তনু র্যস্য সঃ। বিবিধভজনপুষ্পৈঃ কিম্ভূতৈঃ উরুসখ্যৈঃ উরু মহৎসখ্যং যত্র তৈঃ সখ্যপ্রধানৈরিত্যর্থঃ। স্বং স্বীয়ং প্রণয়–রূপ মণিসরং হারং তস্মৈ শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরায় দদানঃ। ইহ গিরিপট্টে ॥১৪॥

এতৎ পাঠকমভিনন্দয়তি গিরিকুলেতি। যো জনঃ গিরিকুলপতিপট্টোল্লাসি গোপালরাজ স্তুতিবিলসিত পদ্যানি রসনাগ্রে জিহ্বাগ্রে শ্রদ্ধয়া নির্ভরমতিশয়ং যথাস্যাত্তথা নটয়তি নর্ত্তয়তি স সপদি তৎক্ষণাদেব তৎপ্রেমরত্নং প্রসাদং লভতে ইত্যন্বয়ঃ। গিরিকুলপতিপট্টে গোবর্দ্ধনপট্টে উল্লাসী উল্লসনশীলো যো গোপালরাজস্তস্য স্তুত্যা বিলসিতানি শোভিতানি যানি তানি চ তানি পদ্যানি চেত্যর্থঃ। উদ্ভটো নিরতিশয়ো যঃ প্রেমা তং দদতীতি তানি ॥১৫॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগোপালরাজস্তোত্র-বিবৃতিঃ ॥২০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংখ্যক দুইটি শ্লোকে তৎকালে শ্রীগোপালদেবের নিষ্ঠাবান্ সেবক শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের শ্রীগোপালদেবের প্রেমরসময় অর্চনা, তাহাতে গোপালদেবের সন্তোষ বা বিট্‌ঠলের প্রতি নিরতিশয় কৃপাপ্রসাদের কথা উল্লেখ করিতেছেন। প্রসিদ্ধ শ্রীবল্লভভট্টের দ্বিতীয়পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথ। ইনি গোবর্ধনে শ্রীগোপালের সেবা করিতেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীদ্বারা শ্রীগোপাল প্রকটিত হন। প্রথমতঃ মাধবেন্দ্রপুরী পরমপ্রেমের সহিত শ্রীগোপালদেবের সেবা করিতেন। নিত্য অন্নকূট-মহোৎসব গোপালকে নিবেদন করা হইত। মাধবপুরীর প্রেমে গোপাল সবই গ্রহণ করিতেন কিন্তু শ্রীগোপালের হস্তস্পর্শে ভোগ তাদৃশ অবস্থাতেই থাকিত। শ্রীমাধব পুরী সবই দেখিতে পাইয়া প্রেমানন্দে ভাসিতেন। শ্রীগোপালদেবের আদেশে শ্রীপুরী মলয়জ চন্দন আনয়নের নিমিত্ত দুইজন গৌড়ীয়বৈষ্ণবের প্রতি সেবার ভার অর্পণ করিয়া নীলাচলে গমন করেন। রেমুণায় ভক্তবৎসল শ্রীগোপীনাথ মাধবপুরীর নিমিত্ত ক্ষীরচুরী করিয়া ক্ষীরচোরা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাধবপুরী নীলাচল হইতে চন্দন, কর্পূর লইয়া যখন পুনরায় রেমুণায় আগমন করেন, তখন ভক্তবৎসল শ্রীগোপালদেব পুরীগোস্বামীর ক্লেশ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে শ্রীগোপীনাথের অঙ্গে চন্দন-কর্পূর লেপনের আজ্ঞা প্রদান করেন। সুতরাং পুরীগোস্বামী আর ব্রজে আসিতে পারেন নাই। ভক্তিরত্নাকর হইতে

জানা যায়, তিনি যে দুই সেবকের প্রতি শ্রীগোপালের সেবার ভার অর্পণ করিয়া নীলাচলে যান, তাঁহারা অপ্রকট হইলে শ্রীপাদ দাসগোস্বামী প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া বিট্‌ঠলনাথকে সেবাভার অর্পণ করেন। "শ্রীদাসগোস্বামী আদি পরামর্শ করি। শ্রীবিট্‌ঠলে কৈলা সেবা অধিকারী॥" (ভক্তিরত্নাকর) শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামী মানসে শ্রীরাধারাণীর প্রদত্ত ঘৃতপক্ব প্রসাদ ভোজন করিলে তাঁহার দেহে অজীর্ণ হইয়াছিল, তখন শ্রীবিট্‌ঠলনাথই দুইজন বৈদ্য আনাইয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। "শ্রীবল্লভ-পুত্র বিট্‌ঠলনাথ শুনি। দুই চিকিৎসক লইয়া আইলা আপনি॥" (ঐ) ইহাতে শ্রীবিট্‌ঠলের শ্রীদাসগোস্বামীর সেবার কথাও জানা যায়। যবনের ভয়ে শ্রীগোপালজীকে একমাস বিট্‌ঠল নিজগৃহে মথুরায় রাখিয়া সেবা করেন, তখন সপরিকরে শ্রীরূপ-রঘুনাথ একমাস তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীগোপালদেবের মাধুর্যাস্বাদন করেন, আমরা ইহা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। প্রসিদ্ধি আছে, শ্রীগোপালদেব এক্ষণে নাথদ্বারে থাকিয়া সেবিত হইতেছেন। এইপ্রকার ঐশ্বর্যময় সেবা অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের অনুভব—মূলস্বরূপে শ্রীনাথজী শ্রীগোবর্ধনেই অবস্থান করিতেছেন এবং একপ্রকাশে জীবোদ্ধারকল্পে নাথদ্বারে গমন ও অবস্থান করত পরিসেবিত হইতেছেন। শ্রীগোপাল প্রকটকালে শ্রীল পুরীপাদের নিকট বলিয়াছিলেন—"তোমার প্রেমবশে করি সেবা-অঙ্গীকার। দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥" (চৈঃ চঃ)।

যাহা হউক, শ্রীরঘুনাথ বলিতেছেন, শ্রীগোপালদেব শ্রীবিট্‌ঠলের মূর্তিমান্ প্রেমপুঞ্জস্বরূপ অর্থাৎ বিট্‌ঠলনাথের যেরূপ অসাধারণ প্রেমপূর্ণসেবা, তাহা দর্শনে মনে হয় যেন তাঁহার পুঞ্জীভূত প্রেমরাশিই মূর্তিমন্ত হইয়া শ্রীগোপালদেবরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, ভক্তের উৎকণ্ঠাময় প্রেমসেবা গ্রহণের নিমিত্তই শ্রীভগবানের বিগ্রহরূপে করুণার অবতার। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ বুদ্ধিতে ভক্তের প্রাণঢালা আর্তিভরা সেবাদ্বারাই যেন তাঁহার এই শ্রীবিগ্রহরূপে অবতরণের সাফল্য! এইজন্যই বলা হইয়াছে শ্রীবিট্‌ঠলদেবের প্রেমপুঞ্জই যেন মূর্তিমান্ শ্রীনাথদেব। স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে যেমন তাঁহার পরিজনগণের (মাতা, পিতা, সখা প্রভৃতি) অবতরণের একান্তই আবশ্যক হয়, কারণ তাঁহাদের সঙ্গেই প্রভুর সব লীলারসের প্রকাশ হইয়া থাকে তদ্রূপ বিগ্রহরূপের পরিজন তাঁহার সেবকগণ, তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুর ভোজন, শয়নাদি নানা লীলা হইয়া থাকে। তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—"পরিজন-পরিচর্য্যা-বর্য্যপীযূষপুষ্টঃ" শ্রীগোপালদেব স্বীয় সেবকগণের পরিচর্যারূপ শ্রেষ্ঠ অমৃতপানে পরিপুষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছেন। স্বীয় অঙ্গকান্তিদ্বারা অসংখ্য মদনের শোভাকে যিনি পরাজিত করিতেছেন—সেই শ্রীগোপালদেব ভক্তজন-মনোহারীরূপে বিরাজ করিতেছেন।

যিনি ভক্তগণের ভজন-কুসুমে সতত সমর্চিত হইতেছেন। ভক্তজনের ভজনপুষ্পই তাঁহার সেবার শুচিশুভ্র উপচার। ভক্তের ভজনেই তিনি পরম সুখলাভ করিয়া থাকেন। ভজনের মধ্যেও শ্রীনামকীর্তনেই তাঁহার সমধিক আনন্দ। কারণ নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামকীর্তন নিখিল ভজনাঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নববিধা-ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

তারমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥" (চৈঃ চঃ)। এমনকি নামকে সাক্ষাৎ প্রেম বলিয়াও আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ অভীষ্টের নামকীর্তন প্রেমপ্রাপ্তির এমনি এক অব্যভিচারী সাধনা যে, নিরপরাধচিত্তে নামগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। তাই নাম ও প্রেমকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। তাই ভজনপুষ্পের উল্লেখ করিয়াও আবার ভক্তের অভীষ্ট নামকীর্তনের কথা বলা হইয়াছে। ভক্তের ভজনকুসুমে সমর্চিত হইয়া এবং শ্রীবিট্‌ঠলনাথের সখ্যপ্রধান প্রেমে শ্রীগোপালদেব পুলকিতাঙ্গ হইয়া বিরাজ করিতেছেন এবং বিট্‌ঠলেশ্বরকে প্রণয়রূপ মণিহার অর্পণ করিতেছেন। অর্থাৎ বিট্‌ঠলেশ্বরের সখ্যরসপূর্ণ অর্চনায় শ্রীগোপালদেব তাঁহার সমধিক বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রতি অতুলনীয় প্রণয় প্রকাশ করিতেছেন। এইপ্রকার গিরিপট্টে শ্রীগোপালরাজ ভক্তজন-মনোহারীরূপে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ পঞ্চদশসংখ্যকশ্লোকে এই শ্রীগোপালরাজ স্তোত্রের ফলশ্রুতি বলিতেছেন, যিনি শ্রীগিরিপট্টে উল্লাসশীল শ্রীগোপালদেবের স্তুতি-বিলসিত এই পদ্যসমূহ শ্রদ্ধার সহিত উত্তমরূপে কীর্তন করিবেন, অর্থাৎ এই স্তোত্রে যে শ্রীগোপালদেবের রূপ, গুণ, ভক্তবাৎসল্য ও কারুণ্যাদি বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক যিনি এই স্তব পাঠ করিবেন,—তিনি অচিরায় শ্রীগোপালদেবের প্রসন্নতা এবং তাঁহার শ্রীচরণে প্রেমধন লাভে কৃতকৃতার্থ হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

"জয় জয় শ্রীগোপালদেব!
অনাদির আদি তুমি, সর্ব্বগুণ-রত্নখনি, ভক্তকোটি জীবন-বল্লভ॥
পরম ভক্তপ্রবর, শ্রীবিট্‌ঠল নাম যাঁর, তাঁর মূর্ত্তিমান্ প্রেমপুঞ্জ।
পরিজনের উৎকৃষ্ট পরিচর্য্যায় পরিপুষ্ট, অমৃত-ভোগেতে সর্ব্বঅঙ্গ॥
ত্রিভুবন উজালা, যাঁর অঙ্গে কান্তিমালা, পরাজিত কন্দর্প-সমাজ।
সেই প্রভু গোবর্দ্ধনে, বিরাজিছে রত্নাসনে, প্রতাপেতে শ্রীগোপালরাজ॥"১৩॥

"জয় জয় শ্রীগোপালদেব!
জয় বৃন্দাবনচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ, জয় জয় শ্রীরাধাবল্লভ॥
শ্রীবিট্‌ঠলের সখ্যবলে, বিবিধ ভজন-ফুলে, যো পহুঁ পুলকিতভরে।
প্রণয়-রতন-মালা, যিনি উপহার দিলা, ইষ্টমন্ত্রে শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরে॥
সেই ত গোপালরাজ, ব্রজ নব-যুবরাজ, মহাপ্রতাপেতে গোবর্দ্ধনে।
বিরাজিছে রত্নাসনে, আকর্ষয়ে ত্রিভুবনে, নিজ লীলামৃত-বরিষণে॥"১৪॥

"বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন, প্রেমভক্তি মহাজন, গিরিকুল-পতি যাঁর নাম।
গিরিরাজ পট্টোল্লাসী, গোপালরাজ-স্তোত্ররাশি, বিলসিত পদ্য-রস-ধাম॥
তুণ্ডে তুণ্ডে নৃত্য করে, যেই জন গান করে, পদ্যাবলী নিত্য ব্রত ধরে।
গোবিন্দ-প্রসাদ-প্রেম, যেন লাখবাণ হেম, প্রেমরত্ন সেই লাভ করে॥"১৫॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগোপালরাজ স্তোত্রের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্তা॥২০॥

অথ শ্রীশ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্

শ্রীশ্রীমদন-গোপালো জয়তি

বনভুবি রবিকন্যা-স্বচ্ছকচ্ছালিপালি-ধ্বনিযুত-বরতীর্থ দ্বাদশাদিত্যকুঞ্জে।
সকনকমণিবেদী মধ্যমধ্যাধিরূঢ়ঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনে রবিতনয়া শ্রীযমুনার সন্নিহিত তটপ্রদেশে শ্রেষ্ঠতীর্থ দ্বাদশাদিত্য নামক ভ্রমরগুঞ্জিত কুঞ্জে স্বর্ণমণ্ডিত মণিবেদিকায় অধ্যাসীন অনির্বচনীয় **শ্রীমন্মদনগোপালদেব** বিরাজ করিতেছেন ॥১॥

টীকা—অথ শ্রীবৃন্দাবনে অর্চ্চারূপেণ তিষ্ঠন্তং শ্রীমন্মদনগোপালং স্তৌতি বনভুবীতি। বনভুবি বনস্থানে রবিকন্যা স্বচ্ছকচ্ছালিপালি ধ্বনিযুত বরতীর্থ দ্বাদশাদিত্যকুঞ্জে এষ মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি অনিরুক্তো গোপালঃ স্ফুরতীত্যন্বয়ঃ। মদনপূর্ব্বো গোপালো মদনগোপাল ইত্যর্থঃ। রবিকন্যায়া যমুনায়া যঃ স্বচ্ছো নির্ম্মলঃ কচ্ছ ইব কচ্ছঃ সন্নিহিত তটপ্রদেশস্তত্র অলিপালীনাং ভ্রমরশ্রেণীনাং ধ্বনিভির্যুতো বরতীর্থরূপো দ্বাদশাদিত্য নাম কুঞ্জস্তত্রেত্যর্থঃ ॥১॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তোত্রে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের সেবিত বিগ্রহ শ্রীমন্মদনগোপালদেবের অপরূপ রূপ, গুণ, লাবণ্য ও লীলামাধুর্য্য বর্ণনা করিতেছেন। মথুরায় শ্রীদামোদর চৌবে ও শ্রীমতী বল্লভাদেবী নামে ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করিতেন। শ্রীবজ্রের নির্মিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ তৎকালে ইঁহাদের গৃহেই সেবিত হইতেন। শ্রীদামোদর ও শ্রীমতী বল্লভা বাৎসল্যভাবে শ্রীমন্মদন-গোপালের সেবা করিতেন। তাঁহাদের পুত্রের নামও শ্রীমদনমোহন ; ইনিও পরমভক্ত। ইঁহার সঙ্গে মদনগোপালের মহাসখ্য হয়। প্রেমবিলাসগ্রন্থে বর্ণিত আছে—

> "দামোদর চৌবে, তাঁর পত্নী শ্রীবল্লভা। ভক্তিভাবে করে মদনমোহনের সেবা ॥
> মদনগোপালে ডাকে মদনমোহন। পুত্র- বাৎসল্যেতে করে লালন-পালন ॥
> চৌবে পুত্রসহ ঠাকুরের মহাসখ্য হয়। কভু মারামারি করি নালিশ করয় ॥
> একত্র খাওয়া দাওয়া একত্রে শয়ন। দুঁহে মিলি একত্র করয়ে ভ্রমণ ॥"

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপাদ মাধুকরী করিতে নিত্যই চৌবের মন্দিরে যাইতেন। শ্রীমদন-গোপাল স্বীয় মাধুর্যে গোস্বামিপাদের মন চুরি করিয়া লইয়াছিলেন। চৌবে-গৃহিণীর সেবায় শুদ্ধা-শুদ্ধির বিচার না দেখিয়া সনাতন ব্যথিত হইতেন। একদা গোস্বামিপাদ মাধুকরীতে গিয়া চৌবের বালকসহ মদনমোহনকে একত্র ভোজন করিতে দেখিলেন এবং সেই বালকের অধরামৃত পাইয়া কৃতার্থ

সুভগ নবশিখণ্ড-ভ্রাজদুষ্ণীষ-হারাঙ্গদবলয়-সমুদ্রাঞ্চানমঞ্জীররম্যঃ।
বসন-ঘুসৃণচর্চ্চা মালিকোল্লাসিতাঙ্গঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥২॥

হইলেন। রাত্রে শ্রীপাদ স্বপ্নে দেখিলেন—শ্রীমদনমোহন তাঁহাকে চৌবে-গৃহিণীর গৃহ হইতে আনিয়া সেবা করিতে আদেশ করিতেছেন। শ্রীমদনমোহন চৌবে-গৃহিণীকেও অনুরূপ স্বপ্নাদেশ করিলেন যে, তিনি বনবাস করিতে শ্রীসনাতনের কাছে যাইবেন। শ্রীসনাতন মদনমোহন প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে দ্বাদশ আদিত্য-টিলার নিকটে ঝোপড়া বাঁধিয়া নিষ্কিঞ্চনভাবে মদনমোহনের সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীমদনমোহনের ইচ্ছায় একদা কৃষ্ণদাসকপুর নামক এক বণিকের জাহাজ ঐস্থানে চড়ায় আটকাইয়া যায়। অসহায় বণিক্ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া মিনতি করিয়া প্রার্থনা করিলেন—"এবার বাণিজ্যে যত উপস্বত্ব হব। সমুদয় শ্রীচরণপদ্মে সমর্পিব॥ মন্দির নির্ম্মাণ করি সেবার শৃঙ্খলা। করি দিয়া পশ্চাত করিব গৃহে মেলা॥" শ্রীমদনমোহনের ইচ্ছায় জাহাজ চড়ামুক্ত হইল। বণিক্ সেইবার প্রচুর লভ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন এবং মন্দির নির্মাণ করিয়া সেবার শৃঙ্খলা করিয়া দিলেন। শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামী শ্রীমন্মদনগোপালের মাধুর্য-বর্ণনা করিয়াছেন—

> "বৃন্দাবন-পুরন্দর মদনগোপাল। রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-কুমার॥
> শ্রীরাধা-ললিতা সঙ্গে রাস-বিলাস। মন্মথ-মন্মথরূপে যাঁহার প্রকাশ॥
> দুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন। স্বমাধুর্য্যে করে সর্ব্ব মন আকর্ষণ॥"

শ্রীমন্মদনগোপাল স্বমাধুর্যে সকলের মনকে আকর্ষণ করিলেও তাঁহার মাধুর্যাস্বাদন-কার্যটি কিন্তু প্রেমানুরূপই হইয়া থাকে। শ্রীল গোস্বামিপাদগণ নিত্যপার্ষদ, ব্রজের নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধাকিঙ্করী; প্রেমের পরমসার মহাভাবের কক্ষায়, সুতরাং তাঁহাদের মাধুর্যাস্বাদন অনন্যসাধারণ। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের মহাভাব-রসোজ্জ্বল চিত্তদর্পণে শ্রীমন্মদনগোপালের যে অপূর্ব মাধুর্য প্রতিফলিত হইয়াছে, এই স্তোত্রে শ্রীপাদ কাব্যচ্ছন্দে তাহারই নিরুপম বর্ণনা করিতেছেন। সুরম্য শ্রীবৃন্দাবনে রবিতনয়া শ্রীযমুনার পাবনীতট-প্রদেশে শ্রেষ্ঠতীর্থ দ্বাদশ আদিত্য। কালীয়দমন লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে দমন করিয়া বহুক্ষণ কালীয়হ্রদে অবস্থানহেতু শীতার্ত হইলে এইস্থানে দ্বাদশ আদিত্য উদিত হইয়া তাঁহাকে সুস্থ করেন। অত্যুচ্চস্থান বলিয়া ইহাকে টিলা বলা হয়। এইস্থানে একটি মনোরম ভ্রমর-গুঞ্জিতকুঞ্জে স্বর্ণমণ্ডিত মণিবেদিকায় অধ্যাসীন হইয়া বিশ্ববিমোহন **শ্রীমন্মদনগোপালদেব** সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন। পরবর্তি শ্লোকসমূহে তাঁহারই মাধুরী বর্ণিত হইতেছে।

> "তপন-তনয়া তীরে, মহাতীর্থ নাম ধরে, দ্বাদশাদিত্য কুঞ্জধাম।
> রাত্রি দিন পুঞ্জে পুঞ্জে, ভ্রমর-ভ্রমরী গুঞ্জে, যথা শারী-শুক-পিকতান॥
> সেই কুঞ্জ-অভ্যন্তরে, রতন-বেদীর পরে, বিরাজয়ে মদন-গোপাল।
> নবীন কিশোরাকৃতি, সুশৃঙ্গার কারুকৃতি, অপরূপ মূরতি রসাল॥"১॥

কটিকৃত-বরভঙ্গন্যস্ত-জঙ্ঘান্যজঙ্ঘঃ করযুগ-ধৃতবংশীং ন্যস্য বিম্বাধরাগ্রে।
সুমধুরমতি-তির্য্যগ্‌গ্রীবয়া বাদয়ংস্তাং স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৩॥

অনুবাদ—যাঁহার শিরোদেশে অভিনব ময়ূরপুচ্ছের মনোহর উষ্ণীষ শোভা পাইতেছে, হার, অঙ্গদ, বলয়, অঙ্গুরীয়ক এবং মুখর-মঞ্জীরাদি আভরণে যিনি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছেন, পীত-বসন, কুঙ্কুম-চন্দনের চর্চা ও পুষ্পমালিকায় তিনি উল্লসিতাঙ্গ—সেই অপূর্ব মদনগোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন ॥২॥

যিনি কটিদেশের অপূর্বভঙ্গিমা প্রকাশ করিয়া বামজঙ্ঘার উপরে দক্ষিণজঙ্ঘা বিন্যাস করিয়াছেন এবং করযুগলে বংশীধারণপূর্বক বিম্বাধরে উহা ন্যস্ত করিয়া বঙ্কিম-ললিত-গ্রীবায় মধুরস্বরে বাদন করিতেছেন, সেই অনির্বচনীয় শ্রীমন্মদনগোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন ॥৩॥

টীকা—সুভগেতি। সুভগনব-শিখণ্ডেন সুন্দর নূতন ময়ূরপুচ্ছেন ভ্রাজৎ দেদীপ্যমানং যদুষ্ণীষং শিরোবেষ্টন-বস্ত্রবিশেষস্তচ্চ হারশ্চ অঙ্গদে কফোণ্যূর্দ্ধ্বদেশস্থিতাভরণ-বিশেষৌ চ বলয়ে মণিবন্ধোর্দ্ধ্বদেশ শোভকাভরণে চ সমুদ্রা সাক্ষরাঙ্গুরীয়কঞ্চ ধ্বানযুক্তো যো মঞ্জীরো নূপুরঃ স চ এতে রম্যাঃ মনোহরাঃ। মুদ্রা-পদেন সত্যা সত্যভামা ভীমো ভীমসেন ইতিবদঙ্গুলীমুদ্রোচ্যতে। তথা চ সাক্ষরাঙ্গুলীমুদ্রা স্যাদিত্যমরঃ। বসনঞ্চ ঘুসৃণং কুঙ্কুমঞ্চ চর্চ্চা লেপনঞ্চ মালিকা চ তাভিরুল্লসিতং শোভিতমঙ্গং যস্য সঃ ॥২॥

কটীতি। কট্যাং কৃতঃ কারণারব্ধো যো বরভঙ্গঃ শ্রেষ্ঠভঙ্গী তস্মৈ ন্যস্তা জঙ্ঘায়াং বামজঙ্ঘা-য়াম্ অন্যজঙ্ঘা দক্ষিণজঙ্ঘা যেন সঃ। করযুগধৃতবংশীং বিম্বাধরে ন্যস্য অতি তির্য্যগ্‌গ্রীবয়া বক্রস্কন্ধেন গ্রীবাং বক্রীকৃত্যেত্যর্থঃ। তাং বংশীং সুমধুরং যথা ভবতি তথা বাদয়ন্নিত্যর্থঃ ॥৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তোত্রের দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীমদনমোহনের ভূষণাভরণ এবং তৃতীয় শ্লোকে তাঁহার ত্রিভঙ্গললিতঠামে বংশীবাদনলীলা বর্ণনা করিতেছেন। যাঁহার শিরোদেশে অপূর্ব ও অভিনব ময়ূরপুচ্ছের চূড়া সমন্বিত মণিরত্নের উষ্ণীষ শোভা পাইতেছে। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন, "মদশিখিপিঞ্ছলাঞ্ছিতমনোজ্ঞকচপ্রচয়ম্" (কর্ণামৃত-৫) "শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ দর্শনে সৌভাগ্যমদে মত্ত এবং তাঁহার নবঘন অপেক্ষাও সুচিক্কণ কান্তিদর্শনে অনঙ্গমদে মত্ত নৃত্যশীল ময়ূরকুলের পরিপুষ্ট পিঞ্ছের দ্বারা যাঁহার স্বভাব-মনোজ্ঞ কেশকলাপ বিমণ্ডিত।"

আবার শ্রীমন্মদনগোপালদেবের শ্রীঅঙ্গে হার, অঙ্গদ, বলয়, অঙ্গুরীয়ক, মঞ্জীর প্রভৃতি আভ-রণ শোভা পাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ—"ভূষণভূষণাঙ্গম্" (ভাঃ—৩।২।১২) "অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকে ভূষণভূষিত করিতে পারে না, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে থাকিয়া স্বয়ংই ভূষিত হয়!" স্বরূপতঃ তিনি আত্মারাম, আপ্তকাম বা ক্ষুধা-পিপাসা রহিত হইয়াও যেমন সেব-কের নিকট নিত্যই ক্ষুধিত ও পিপাসিত; তদ্রূপ ভক্তের প্রেমসেবা গ্রহণের নিমিত্ত ভূষণের ভূষণ অঙ্গেও অলঙ্কার পরিবার বাসনা তাঁহার অন্তরে জাগরিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় (৫ম-

পরিচ্ছেদে) বর্ণিত আছে—উড়িষ্যার রাণীমা সাক্ষীগোপালের দর্শনে আসিয়া শ্রীগোপালের নাসিকায় ছিদ্র থাকিলে তাঁহার নাসায় বহুমূল্যবান্ মুক্তাটি পরাইবার বাসনা করিয়াছিলেন। ভক্তাধীন শ্রীগোপালদেবেরও রাণীমার মুক্তাটি পরিবার প্রবল বাসনা জাগিয়াছিল। তাই স্বপ্নে রাণীমাকে বলিয়াছিলেন—

"বাল্যকালে মাতা মোর নাসাছিদ্র করি। মুক্তা পরাঞাছিলা বহুযত্ন করি॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপি মোর আছয়ে নাসাতে। সেই মুক্তা পরাহ—যাহা চাহিয়াছ দিতে॥
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল। রাজা-সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল॥
পরাইল মুক্তা—নাসায় ছিদ্র দেখিয়া। মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা॥"

এইরূপে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রদত্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সুশোভিত ও আনন্দিত হইয়া থাকেন। আবার যিনি নবজলধরে বিদ্যুৎমালার ন্যায় শ্রীঅঙ্গে পীতবসন ধারণ করিয়াছেন, কুঙ্কুম, চন্দনাদির চর্চা এবং পুষ্পমালিকায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গ উল্লসিত হইতেছে। এইভাবে কোটিকন্দর্প-বিমোহন-রূপে শ্রীমন্মদনগোপালদেব শোভা পাইতেছেন।

যিনি কটিদেশের অপূর্ব ভঙ্গিমা প্রকাশ করিয়া বামজঙ্ঘার উপরে দক্ষিণজঙ্ঘা বিন্যাসপূর্বক ললিতত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইয়া আছেন। যাঁহার মনোহর কটির শোভা বর্ণনায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ (গোবিন্দলীলামৃতে-১৬।৩৬) লিখিয়াছেন—

"কটীরবিম্বং লসদূর্দ্ধকায়তমালনীলাশ্মকৃতালবালম্।
কৃষ্ণস্য লাবণ্যজলালিখেলৎকাঞ্চী-মরালী-বলিতং বিভাতি॥"

অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের অতি সুশোভন ঊর্ধ্বদেহরূপ তমালবৃক্ষের মূলদেশ সেচনের নিমিত্ত যাহা মরকতমণির আলবাল-স্বরূপ (তরুমূলে জলাধার) বিরচিত হইয়াছে এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যরূপ জলে ক্রীড়াশীল কাঞ্চীরূপ হংসীসকলে পরিবেষ্টিত, এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের কটিদেশ শোভা পাইতেছে।" যিনি সেই মনোহর কটিদেশে অপূর্ব ভঙ্গিমা প্রকাশ করিয়া সুললিত বামজঙ্ঘার উপরে দক্ষিণজঙ্ঘা বিন্যাস করিয়াছেন এবং বামপদাগ্রমূলে দক্ষিণপদাগ্র স্থাপনপূর্বক করযুগলে বংশীধারণ করিয়া অধরবিম্বে উহা ন্যস্ত ও গ্রীবাদেশ বক্র করত অতি সুমধুর স্বরে বংশীবাদন করিতেছেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের গোবিন্দবিরুদাবলি গোবিন্দের কাব্যকলারসপূর্ণ এইসব রূপগুণাদি বর্ণনায় অতি অতুলনীয়—

"জয় জয় বংশীবাদ্যবিশারদ শারদসরসীরুহপরিভাবক-
ভাবকলিতলোচনসঞ্চারণ চারণসিদ্ধবধূধৃতিহারক
হারকলাপরুচাঞ্চিতকুণ্ডল কুণ্ডলসদ্‌গোবর্দ্ধনভূষিত
ভূষিতভূষণচিদ্‌ঘনবিগ্রহ বিগ্রহখণ্ডিতখলবৃষভাসুর
ভাসুরকুটিলকচার্পিতচন্দ্রক চন্দ্রকলাপ-রুচাভ্যধিকানন
কাননকুঞ্জগৃহস্মরসঙ্গর সঙ্গরসোদ্ধুরবাহুভুজঙ্গম

বিধিকৃত-বিধুসৃষ্টিব্যর্থতাকারি-বক্ত্রদ্যুতিলব-হৃত রাধা স্থূল-মানান্ধকারঃ।
স্মিতলপিতমধুল্যোন্মাদিতৈতদ্ধৃষীকঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৪॥

জঙ্গমনবতাপিঞ্ছনগোপম গোপমনীযিতসিদ্ধিষু দক্ষিণ
দক্ষিণপাণিগদণ্ডসভাজিত ভাজিতকোটিশশাঙ্কবিরোচন
রোচনয়া কৃতচারুবিশেষক শেষকমলভবসনকসনন্দন-
নন্দনগুণ মাং নন্দয় সুন্দর ॥ বীর ॥”

“হে বংশীবাদ্যবিশারদ! তুমি শারদপদ্মনিন্দী ভাবময় নয়নকমল সঞ্চালন করিয়া সিদ্ধচারণ-বধূগণের ধৈর্য হরণ কর। তোমার মণিমুক্তাখচিত হারকলাপের প্রতিবিম্বে কর্ণকুণ্ডল সাতিশয় শোভিত হইয়াছে। কুণ্ডশোভিত-গোবর্ধনের অধিত্যকায় তুমি অবস্থান কর। তোমার সান্দ্রচিদ্‌ঘনবিগ্রহ ভূষণের ভূষণস্বরূপ। তুমি যুদ্ধ করিয়া দুষ্ট বৃষভাসুরকে নিধন করিয়াছ। তোমার উজ্জ্বল কুন্তল ময়ূরপুচ্ছদ্বারা ভূষিত। তোমার বদন কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর। তুমি বৃন্দাবনে কুঞ্জভবনে মদনসমরে সুনিপুণ। তোমার বাহু-ভুজঙ্গ আলিঙ্গনাদি সম্ভোগবিষয়ে উদ্দৃপ্ত। তুমি অভিনব জঙ্গম তমালতরুর ন্যায় বিচরণ কর। গোপগণের ইষ্টলাভে তুমি উদার। তুমি দক্ষিণহস্তে পশুপালনের জন্য দণ্ডধারণ করিয়াছ। তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তিতে কোটি কোটি চন্দ্র-সূর্য পরাভূত হইয়াছে। তোমার ললাটে গোরোচনা নির্মিত তিলক শোভা পাইতেছে। তোমার দয়া, দাক্ষিণ্যাদি গুণশ্রেণী ব্রহ্মা, অনন্ত, সনক, সনন্দনাদিরও আনন্দদায়ক। হে সুন্দর! হে বীর! তুমি দর্শন দানে আমায় আনন্দিত কর।”

“দ্বাদশ আদিত্যবনে, দিব্যরত্ন-সিংহাসনে, অপরূপ মদন-গোপাল।
অভিনব জলধর, রসময় কলেবর, বিলম্বিত বনি বনমালা॥
ময়ূর-চন্দ্রিকা শিরে, উজ্জ্বল উষ্ণীষ ঘিরে, বাহুযুগে অঙ্গদ কঙ্কণ॥
মনোহর হার গলে, রত্নাঙ্গুরী করাঙ্গুলে, প্রতি অঙ্গে মণি আভরণ॥
সৌদামিনী-দ্যুতি হর, পরিধানে পীতাম্বর, রূপে মূরছিত কোটি কাম।
কুঙ্কুমে চর্চ্চিত অঙ্গ, চরণে চরণ ভঙ্গ, রমণীয় সুত্রিভঙ্গ ঠাম॥”২॥

“জয় জয় মদন-গোপাল!

মহা মরকতমণি, তার বর্ণ কিসে গণি, মহোজ্জ্বল মূরতি রসাল॥
কটিদেশে শ্রেষ্ঠ ভঙ্গী, করিতে নাগর রঙ্গী, জঙ্ঘায় জঙ্ঘা করিয়া অর্পণ।
ভঙ্গী করি দু'টি করে, মোহন মুরলী ধরে, বিম্বাধরে করিয়া স্থাপন॥
ললিত ত্রিভঙ্গঠামে, বক্র করি গ্রীবা বামে, সুমধুর মুরলী বাজায়।
মদনমোহন রূপ, হেরি সনাতন রূপ, প্রেমানন্দে চরণে লুটায়।”৩॥

শরদুদিত সরোজব্রাত বিত্রাসি নেত্রাঞ্চল কুটিল-কটাক্ষৈর্ম্মন্দরোদ্দণ্ডচালৈঃ।
ঝটিতি মথিত রাধা-স্বান্ত-দুগ্ধার্ণবান্তঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৫॥

অনুবাদ— বিধাতাকর্তৃক চন্দ্রসৃষ্টির ব্যর্থতাকারী শ্রীমুখমণ্ডলের কান্তিলেশদ্বারা যিনি শ্রীরাধার গাঢ় মানান্ধকার নাশ করিতেছেন এবং হাস্য-মধুর আলাপবচনরূপ মধুদ্বারা শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়কুলকে উন্মাদিত করিতেছেন—সেই অনির্বচনীয় শ্রীমন্মদনগোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন ॥৪॥

যিনি শারদীয় সুবিকসিত কমলকুলের শোভাহারী নয়নাঞ্চলে কুটিল-কটাক্ষরূপ মন্দরাচলের প্রবল সঞ্চালনে শ্রীরাধার অন্তররূপ ক্ষীরসাগরকে বিমথিত করিতেছেন, সেই অনির্বচনীয় শ্রীমন্মদন-গোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন ॥৫॥

টীকা—বিধীতি। বিধিনা কৃতা যা বিধুসৃষ্টিস্তস্যা ব্যর্থতাকারি ব্যর্থতাকরণশীলং যদ্বক্ত্রং তস্য যো দ্যুতিলবঃ কান্তিলেশস্তেন হৃতং রাধায়াঃ স্থূলং মানরূপমন্ধকারং যেন সঃ। স্মিতেনেষদ্ধসিতেন সহ যল্লপিতমালাপস্তদেব মধূলী মধু তয়া উন্মাদিতম্ এতস্যা রাধায়া হৃষীকমিন্দ্রিয়ং যেন সঃ। হৃষীকং বিষ-য়ীন্দ্রিয়মিত্যমরঃ ॥৪॥

শরদিতি। শরদি শরৎকালে উদিতস্য সরোজব্রাতস্য বিকসিত পদ্মসমূহস্য বিত্রাসনশীলং তত্তু-ল্যমিত্যর্থঃ যন্নেত্রাঞ্চলং তেন যে কুটিলকটাক্ষাস্তৈঃ করণৈঃ ঝটিতি শীঘ্রং মথিতং বিলোড়িতং রাধায়াঃ স্বান্তরূপ দুগ্ধার্ণবস্যান্তর্মধ্যং যেন সঃ। কটাক্ষৈঃ কিম্ভূতৈঃ মন্দরোদ্দণ্ডস্যেব চালশ্চালনং যেষাং তৈঃ ॥৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্তবের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে শ্রীমন্মদনগোপালদেবের শ্রী-মুখমণ্ডলের কান্তিলেশের হাস্যমধুর আলাপবচনের ও কটাক্ষের মাধুরী এবং তাহাতে শ্রীরাধারাণীর অদ্ভুত আকর্ষণ বা উন্মাদনার কথা বর্ণনা করিতেছেন।

প্রথমতঃ বলিতেছেন, বিধাতা-কর্তৃক চন্দ্রসৃষ্টির ব্যর্থতাকারী শ্রীমন্মদনগোপালদেবের শ্রীমুখ-চন্দ্রের কান্তিলেশ। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১৬'৭৯) বর্ণিত আছে—

"বন্ধূকে মুকুরৌ সুকুন্দকলিকাপাল্যো নটৎখঞ্জনাবর্দ্ধেন্দুঃ তিলপুষ্পকং স্মরধনুর্লোলালিমালামপি।
পূর্ণেন্দৌ যদি—তৎকলঙ্কমুদপাস্যৈতান্যধাস্যদ্‌বিধিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কবীশ্বরা মুখমুপামাস্যংস্তদৈবামুনা ॥"

"বিধাতা যদি পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ককে বিদূরিত করিয়া তাহাতে বন্ধুককুসুম (বাঁধুলীফুল), মুকুর (দর্পণ), সুন্দরকুন্দকলিকা, নৃত্যশীল খঞ্জন, অর্ধচন্দ্র, তিলপুষ্প, মদনের ধনু ও চঞ্চল অলিমালা নিহিত করিতেন, তাহা হইলেই কবিগণ ঐ পূর্ণচন্দ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মুখের, বন্ধুকের সহিত তাঁহার ওষ্ঠের, মুকুরের সঙ্গে গণ্ডস্থলের, কুন্দকলিকার সঙ্গে দন্তের, খঞ্জনের সহিত নেত্রের, অর্ধচন্দ্রের সহিত ললাটের, তিলকুসুমের সঙ্গে নাসিকার, স্মরধনুর সঙ্গে ভ্রূযুগলের এবং চঞ্চল অলিমালার সঙ্গে অলকের উপমা প্রদান করিতে সমর্থ হইতেন।" বিধাতার সৃষ্ট পূর্ণচন্দ্রের মধ্যে এইগুলির কিছু তো নাই-ই আবার সে কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত। তাই ঠাকুর বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—

"বদনেন্দুবিনির্জিতঃ শশী দশধা দেব পদং প্রপদ্যতে ।

অধিকাং শ্রিয়মশ্নুতেতরাং তব কারুণ্যং বিজৃম্ভিতং কিয়ৎ ॥" (কর্ণামৃত-৯৬)

অর্থাৎ "হে দেব ! তোমার মুখচ্ছটায় চন্দ্র পরাজিত হইয়াছে এবং কবিগণ তোমার নিরুপম শ্রীমুখকে তাহার সহিত দৃষ্টান্ত দেন বলিয়া লজ্জায় ও অপরাধের ভয়ে দশধা বিভক্ত হইয়া সেই অপরাধ ক্ষমাপণের জন্য তোমার চরণে শরণাগত হইয়া ঐ চরণের দশটি নখর-কান্তির সেবা করিতেছে এবং তোমার করুণায় সেখানে সে আকাশ অপেক্ষা সমধিক সৌন্দর্য প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছে।" সুতরাং শ্রীমন্মদনগোপালের শ্রীমুখমণ্ডলের অনন্ত কান্তিমাধুরীর লেশ কণিকামাত্রেই যে বিধাতার চন্দ্রসৃষ্টি ব্যর্থ হইবে—ইহা বলাই বাহুল্য। শ্রীমদনমোহনের মুখমণ্ডলের কান্তিলেশের এমনি প্রভাব যে ইহার দ্বারা শ্রীরাধার গাঢ় মানান্ধকার বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীমদনমোহনের মুখমণ্ডল ঈষৎ দর্শন মাত্রেই শ্রীরাধার দুর্জ্জয়মান প্রশমিত হয় কারণ ঐ বদনেন্দুদর্শনে মৃগনয়নাগণের অনঙ্গসাগর সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে (১ ৩) লিখিত আছে—

"কামং কামপয়োনিধিং মৃগদৃশমুদ্ভাবয়ন্নির্ভরং চেতঃকৈরব-কাননানি যমিনামত্যন্তমুল্লাসয়ন্ ।

রক্ষঃকোককুলানি শোকবিকলান্যেকান্তমাকল্পয়ন্নানন্দং বিতনোতু বঃ মধুরিপোর্বক্ত্রাপদেশঃ শশী ॥"

"যাঁহা হইতে মৃগনয়না গোপাঙ্গনাগণের অনঙ্গসাগর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, যিনি যোগীগণের চিত্তরূপ কুমুদকে নিরতিশয় হর্ষিত করেন, যাঁহা হইতে রাক্ষসরূপ কোকসমূহ শোকাকুল হয়, সেই মুরারীর মুখশশী তোমাদের আনন্দবর্ধন করুন "

শ্রীমন্মদনগোপালদেব হাস্য-মধুর আলাপবচনরূপ মধুদ্বারা শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়কুলকে উন্মাদিত করেন। শ্রীমুখের হাসিটুকু দেখিয়াই পূর্বরাগে শ্রীমতী সখীর প্রতি বলিয়াছিলেন—"হাসির হিলোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে দিতে চাই যৌবন নিছনি।" "ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিলোলে মদন মুরুছা পায়।" ইত্যাদি (পদকল্পতরু)। তাহাতে আবার বচনামৃতের মধুর মিশ্রণ। "হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়, ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে" "কত যে অমিয়া প্রতি বচনে উগারই কুলবতি মোহন মন্ত্র। সো হিয় লাগি রজনীদিন জারই উহু উহু জীউ করু অন্ত ॥" ইত্যাদি (ঐ)

অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মদনগোপালদেবের নয়নের ও কটাক্ষ-মাধুরীর কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছেন—'যাঁহার শারদীয় সুবিকসিত কমলকুলেরও শোভাহারী নয়নাঞ্চলের কুটিল-কটাক্ষরূপ মন্দরাচলের প্রবল ঘূর্ণনে শ্রীরাধারাণীর অন্তঃকরণরূপ ক্ষীরসাগর বিমথিত বা আলোড়িত হইয়া থাকে।' অনন্ত সুন্দর অনন্ত মধুর শ্রীমদনমোহনের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা নয়নযুগল সর্বাধিক সুন্দর।

"অত্যায়তে সুবিপুলে মসৃণে সুশোণে সুস্নিগ্ধপীনঘনচঞ্চলপক্ষ্মরম্যে ।

তারুণ্যসারমদঘূর্ণনমন্থরে চ নেত্রে হরের্মম হৃদি স্ফুরতাং সদা তে ॥" (গোঃ লীঃ ১৬।১০১)

"যাহা অতি আয়ত, সুবিপুল, মসৃণ, অরুণবর্ণ, সুস্নিগ্ধ, স্থূল নিবিড় এবং চঞ্চল পক্ষ্ম শোভিত হওয়ায় রমণীয় ও যাহা তারুণ্যপারজনিত মদবশতঃ বিঘূর্ণিত ও মন্থর হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই নয়ন

কুটিল-চটুল চিল্লীবল্লি-লাস্যেন লব্ধপ্রথিত-সকল-সাধ্বী-ধর্ম্মরত্ন-প্রসাদঃ ।
তিলকবদলিকেন ধন্ত কামেষু চাপঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৬॥

যুগল আমার হৃদয়ে সতত স্ফুরিত হউন ।” তাহাতে আবার বিশ্ববিমোহন কটাক্ষ ! পূর্ব্বরাগে শ্রীমতীর অনুভব—“নয়ান-কোণের বাণে, হিয়ার মাঝারে হানে, কিবা দুটি ভুরুর নাচনি” “নয়ান কটাক্ষে বিষম বিশিখে পরাণ বিন্ধিতে ধায়” ইত্যাদি (পদকল্পতরু) । প্রেমানুরূপই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধুর্যের আস্বাদন হইয়া থাকে । শ্রীরাধারাণীর প্রেম পরম মহান্, তাই শ্রীমদনমোহনদেবের কুটিল-কটাক্ষরূপ মন্দরাচলের দ্বারা শ্রীরাধারাণীর অন্তররূপ ক্ষীরসাগর বিমথিত হইয়া থাকে । ঐ বিপুল আলোড়নে শ্রীমতী আর স্থির থাকিতে পারেন না, ঈষৎ দর্শনেই তাঁহার দেহ-মন-প্রাণে কোন অনির্বচনীয় দশার উদয় হইয়া থাকে । তাই পূর্বরাগদশায় দূতী শ্যামসুন্দরের নিকট শ্রীমতীর দশা বর্ণনা করিয়াছিলেন—

“কাঞ্চন গোরী ভোরী বৃন্দাবনে খেলই সহচরী মেলি ।
তুয়া দিঠি মিঠি গরলে তনু জারল তৈখনে শ্যামরী ভেলি ॥
মাধব ! সো অবিচল কুল-রামা ।
মরমহিঁ গোই রোই দিন যামিনী গুণি গুণি তুয়া গুণ গামা ॥
গুরুজন অবুধ মুগধ-মতি পরিজন অলখিত বিষম বেয়াধি ।
কি করব ধনী মণি-মন্ত্র মহৌষধি লোচনে লাগল সমাধি ॥
খেনে খেনে অঙ্গ ভঙ্গ তনু মোড়ই কহত ভরমময় বাণী ।
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই গোবিন্দদাস কিয়ে জানি ॥” (পদকল্পতরু)

“সুখময় বৃন্দাবনে, দ্বাদশ আদিত্য-বনে, রতন-মন্দির মনোহর ।
তার মধ্যে রত্নাসনে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমঠামে, মদন-গোপাল পুরন্দর ॥
বিধিকৃত সৃষ্টবিধু, ব্যর্থ তার গর্ব্ব শুধু, বিধুবর গোবিন্দ-বদন ।
মানিনী শ্রীরাধিকার, মানরূপ অন্ধকার, দ্যুতি লবে করয়ে হরণ ॥
মধু হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, হাসিমাখা বচন অমৃত ।
সে অমৃতে শ্রীরাধার, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বদায়, মধুপানে করে উন্মাদিত ॥”৪॥

“অপরূপ মদন গোপাল ।
অঙ্গহি অঙ্গ, অনঙ্গ বিলাস কত, তনু রুচি তরুণ তমাল ॥
শরদ সরোজ-প্রভা, নিন্দি দু'নয়ন শোভা, ভঙ্গি করি নয়ন-অঞ্চলে ।
কটাক্ষ মন্দারগিরি, উদ্দণ্ড চালনা করি, গিরিবরধারী কুতুহলে ॥
রাই হৃদি অন্তঃপুর, দুগ্ধসিন্ধু রসপুর, আলোড়িত করে নিরন্তর ।
মোহনীয়ার দুটি আঁখি, সনাতন গোস্বামী দেখি, পুলকে পূরিত কলেবর ॥”৫॥

শুকযুব বরচঞ্চু প্রাংশুনাসাংশুসিন্ধৌ জনিত-কুলবধূটী দৃষ্টিমৎস্যীবিহারঃ।
স্মিত-লব-যুত রাধাজল্প মন্ত্রোন্মদান্তঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৭॥
বিকসদধরবন্ধূকান্তরুড্ডীয় গন্ধৈঃ পতিতমুপ বিধর্ত্তুং রাধিকাচিত্তভৃঙ্গম্।
দশন-রুচিগুণাগ্রে দত্ত তৎসীধুচারঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৮॥

অনুবাদ—যিনি কুটিল চপল ভ্রূলতার নর্তনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধ্বীকুলের প্যাতিব্রত্যধর্মরূপ রত্নপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার তিলকাঙ্কিত ললাটফলকের সুষমায় মদনের ধনুর্বাণ পরাভূত হইয়াছে, সেই অনির্বচনীয় মদনগোপাল স্ফুরিত হইতেছেন ॥৬॥

যাঁহার নবীনশুকের শ্রেষ্ঠ চঞ্চুপুটতুল্য উজ্জ্বল নাসিকার রূপসাগরে কুলবধূদের দৃষ্টি-শফরী সুখে বিহার করিতেছে, শ্রীরাধারাণীর মৃদুহাস্যসহ জল্পনামন্ত্র শ্রবণে যাঁহার অন্তর উন্মাদিত হইয়াছে, সেই অনির্বচনীয় মদনগোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন ॥৭॥

যিনি স্বীয় অধররূপ বিকসিত বন্ধুককুসুমমধ্যে সৌরভে নিপতিত শ্রীরাধার মনোভৃঙ্গকে আবদ্ধ করিবার জন্য দন্তকান্তিরূপ সূত্রের অগ্রে অধরসিধুরূপ চার অর্পণ করিয়াছেন, সেই অনির্বচনীয় শ্রীমন্মদনগোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন ॥৮॥

টীকা—কুটিলেতি। কুটিলা বক্রা চটুলা চঞ্চলা যা চিল্লীবল্লি ভ্রূর্লতা তস্যা লাস্যেন নৃত্যেন কৃত্বা লব্ধঃ প্রাপ্তঃ প্রথিতাঃ খ্যাতা যাঃ সকল সাধ্ব্যস্তাসাং ধর্ম্মরত্নরূপপ্রসাদো যেন সঃ। তিলকবদলিকেন সতিলক ললাটেন ধ্বস্তে বিনষ্টে কামস্য কন্দর্পস্য ইষুচাপে বাণধনুষী যেন স চ ॥৬॥

শুকযুবেতি। শুকযূনো যা বরা শ্রেষ্ঠা চঞ্চুঃ সেব যা প্রাংশুনাসা প্রকৃষ্টকিরণযুত নাসিকা উচ্চনাসিকা বা তস্যা অংশুসিন্ধৌ কিরণসমুদ্রে জনিতঃ কুলবধূটীনাং কুলনববধূনাং স্বল্পবয়সামিতি যাবৎ যা দৃষ্টিরূপাঃ ক্ষুদ্রমৎস্যঃ তাসাং বিহারো যেন সঃ। কুলবধূটীতি অল্পার্থে টী প্রত্যয়ঃ। মৎস্যীতি প্রায়োঽল্পবিবক্ষায়াং লিঙ্গ সামান্যদীপ, ইত্যল্পার্থ ঈপ, প্রত্যয়ঃ। স্মিতলবেন স্মিতলেশেন যুতো রাধায়া জল্পরূপো মন্ত্রস্তেন উন্মদম্ অন্তরন্তঃকরণং যস্য সঃ ॥৭॥

বিকসদিতি। বিকসন্ প্রকাশমানো যোঽধরঃ স এব বন্ধূকং তস্যান্তর্মধ্যে গন্ধৈঃ কৃত্বা উড্ডীয় পতিতং রাধিকা চিত্তভৃঙ্গং ভ্রমরম্ উপসমীপে বিধর্ত্তুং বিশেষেণ ধর্ত্তুং দশন রুচিগুণাগ্রে দশন এব রুচিগুণঃ মনোহর রজ্জুস্তস্যাগ্রে দত্ত তস্মৈ চিত্তভ্রমরায় সীধুচারো মধুরূপ ভক্ষণ সামগ্রী যেন সঃ ॥৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীমদনমোহনের কুটিল ও চপল ভ্রূলতার এবং তিলকাঙ্কিত ললাট-ফলকের মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন। কোটিকন্দর্প-বিমোহন অশেষ চিত্তাকর্ষক লাবণ্যামৃতের পরাবার মাধুর্যমূরতি শ্রীমন্মদনগোপালদেবের সহজ মধুরতর স্বপ্রকাশ মাধুরী শ্রীপাদ রঘুনাথের বিশুদ্ধসত্ত্বভাবিতচিত্তে স্বয়ং সমুদিত হইতেছেন সুতরাং বর্ণনায় কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই। যে মদনগোপালদেব কুটিল ও চপল ভ্রূলতার নর্তনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধ্বীকুলের প্রাতিব্রত্যরূপ রত্নপ্রসাদ প্রাপ্ত

হইয়াছেন। "কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, কাম মোহে নয়ানের কোণে।" "জোড়া ভুরু যেন কামের কামান কে না কৈল নিরমাণ। তরল নয়ানে তেরছ চাহনি বিষম কুসুমবাণ॥" "দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরুভঙ্গী। আই আই কোথা ছিল সে নাগর-রঙ্গী॥" (পদকল্পতরু)। এইসব মহাজন-বাণীতে ব্রজরমণীগণের প্রতি মদনমোহনদেবের ভ্রূলতার সামর্থ্য বুঝা যায়। এই পরম মনোহর ভ্রূ নাচাইয়া শ্রীমদনমোহনদেব লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধ্বী যে শ্রীরাধাদি ব্রজরমণীগণ "যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী" তাঁহাদের নিকট হইতে পাতিব্রত্যধর্মরূপ রত্নপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।' অর্থাৎ তাঁহারা পাতিব্রত্যধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীমদনমোহনের শ্রীচরণকেই সার করিয়াছেন। সতীত্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মহাসতীগণেরও আরাধ্যা হইয়াছেন। তাঁহাদের পাতিব্রত্য ধর্মরূপরত্ন শ্রীমদনমোহনই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রত্নপ্রসাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীমদনমোহনদেবকে বেশী কিছু প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই, তাঁহার কুটিল ও চপল ভ্রূলতার নর্তনেই ইহা সুসিদ্ধ হইয়াছে। রাসরজনীতে তাই গোপীগণ বলিয়াছিলেন (১০।২৯।৩৮)—

"তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥"

"হে সর্ব্বদুঃখহারিন্! আমরা তোমার শ্রীচরণ-সেবনাশায় গৃহত্যাগ করিয়া তোমার শ্রীচরণ-প্রান্তে উপনীত হইয়াছি। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। হে পুরুষরত্ন! তোমার সর্বমনোহর সহাস্য কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপে আমাদের দেহ-মন-প্রাণ স্মরতাপে দগ্ধ হইতেছে! আমাদের অভিলষিত সেবাধিকার দানে আমাদের ধন্য কর।"

আবার যাঁহার তিলকাঙ্কিত ললাটের সুষমায় মদনের ধনুর্বাণ-পরাজিত হইয়াছে। মদন-মোহনদেবের ললাটের নিকট মদনের ধনু ও তিলকটির নিকট মদনের বাণ পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

"চিল্লীলতালকবরূথক-রম্যপার্শ্বং কৃষ্ণাষ্টমীশশিনিভং গিরিধাতুচিত্রম্।
রাধামনোহরিণবন্ধনকামযন্ত্র-কাশ্মীরচারুতিলকং হরিভালমীড়ে॥" (গোঃ লীঃ ১৬।১০৭)

"ভ্রূলতা এবং অলকাবলীদ্বারা যাঁহার পার্শ্বদেশ অতি মনোহর, যাহা কৃষ্ণাষ্টমীর চন্দ্রের ন্যায় এবং গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা চিত্রিত, শ্রীরাধার মনোরূপ হরিণকে বন্ধন করিতে কন্দর্পযন্ত্রস্বরূপ এবং যাহা পরম মনোহর কুঙ্কুমতিলকে সুশোভিত, শ্রীকৃষ্ণের সেই ললাটদেশকে আমি স্তব করি।"

যাঁহার যুবাশুকের শ্রেষ্ঠ চঞ্চুপুটের ন্যায় উন্নত ও উজ্জ্বল নাসিকার রূপসাগরে কুলবধূগণের দৃষ্টি-শফরী সুখে বিহার করিয়া থাকে। শ্রীমদনমোহনের নাসিকার শোভা কি অপূর্ব!

"অর্ব্বাঙ্মুখেন্দ্রমণিসৃষ্টতিলপ্রসূন-কান্তিঃ স্মরাশুগবিশেষ ইবেন্দ্রনীলঃ।
নীলাশ্মকৢপ্তশুকচঞ্চুবিনিন্দি-রোচিঃ শ্রীনাসিকোচ্চশিখরা বিলসত্যঘারেঃ॥" (গোঃ লীঃ-১৬।৯৭)

"অধোমুখ ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত তিলকুসুমের সদৃশ যাহার কান্তি এবং যাহা ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত কন্দর্পশর বিশেষের ন্যায় ও যাহার ছটা নীলমণি-বিরচিত শুক-চঞ্চুকে জয় করিতে সমর্থ, সেই শ্রীকৃষ্ণের

নাসা শোভা পাইতেছে।" সেই নাসিকার রূপসাগরে ব্রজবধূগণের নয়ন-শফরী মহাসুখে সন্তরণ করিয়া থাকে।

শ্রীরাধারাণীর মৃদুহাস্যসহ জল্পনামন্ত্র শ্রবণে যে মদনমোহনদেবের চিত্ত উন্মাদিত হইয়া থাকে সেই শ্রীমন্মদনগোপালদেবের দুই পার্শ্বে শ্রীরাধা ও ললিতা বিরাজমান্। "দুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন। স্বমাধুর্য্যে করে সর্ব্ব মন আকর্ষণ॥" (চৈঃ চঃ) শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ স্বীয় অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর হস্তে মদনমোহনের সেবা সমর্পণ করেন। ইঁহারই সময়ে শ্রীরাধারাণী বামে অধিষ্ঠিত হন। কথিত আছে যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানা শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদনমোহনের জন্য দুইমূর্তি রাধাবিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদনমোহনদেব সেবাধিকারীকে স্বপ্ন দিয়া বড়মূর্তিটি ললিতারূপে দক্ষিণে ও ছোটটি শ্রীরাধারূপে বামে বসাইবার আদেশ দিয়া উভয় মূর্তিকেই অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শ্রীমদনমোহনদেব দুইমূর্তিকেই অঙ্গীকার করিলে শ্রীগোবিন্দদেবের বামভাগ শূন্য থাকে। পুরুষোত্তম জানা এই সংবাদ পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়া শ্রীগোবিন্দের জন্য আরও শ্রীমতীর মূর্তিনির্মাণের আদেশ দেন। কিন্তু সেই রাত্রেই শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ করেন—'পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের চক্রবেড়ের মধ্যে যিনি লক্ষ্মীঠাকুরাণী নামে পূজিত হইতেছেন, তিনি লক্ষ্মী নহেন তিনি শ্রীরাধা, তিনিই আমার প্রিয়া, তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।' এই মূর্তিটি-সম্বন্ধে সাধনদীপিকায় লিখিত আছে, ইনি পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনেই ছিলেন, কোন ভক্ত উৎকলদেশে আনয়ন করেন। পরে উৎকলের রাধানগর নিবাসী বৃহদ্ভানুনামক জনৈক দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ উহাকে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক সেবা করিতে থাকেন। তাঁহার ধামপ্রাপ্তির পর উড়িষ্যার কোন ভক্ত রাজা ঐ শ্রীমূর্তিকে শ্রীজগন্নাথদেবের চক্রবেড়ের মধ্যে পরমযত্নে সুরক্ষা করেন কিন্তু পূজারীরা ইঁহাকে লক্ষ্মীজ্ঞানেই পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। পুরুষোত্তম জানা স্বপ্নাদেশ পাইয়া পরমযত্নে ইঁহাকে শ্রীগোবিন্দের নিকট পাঠাইয়া দেন।

যাহা হউক, শ্রীরাধারাণীর মৃদুহাস্যসহ জল্পনাবাণী শ্রবণে শ্রীমদনমোহনদেবের চিত্ত উন্মাদিত হয়। পরস্পর-গোষ্ঠী বা বাদানুবাদকে 'জল্পনা' বলা হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীরাধারাণীর মৃদুহাস্যসহ জল্পনার মাধুরী বর্ণনা করিয়াছেন (গোবিন্দলীলামৃতম্ ১১।৮৫,৮৬ ও ৮৮)—

"পীযূষাব্ধিতরঙ্গ-বর্ণমধুরং নর্ম্মপ্রহেলীময়ং শব্দার্থোভয়শক্তি-সূচিত-রসালঙ্কারবস্তুধ্বনি।
ভৃঙ্গীভৃঙ্গ-পিকীপিক ধ্বনিকলাস্বধ্যাপকং রাজতে শ্রীকৃষ্ণশ্রবসো রসায়নমিদং শ্রীরাধিকা ভাবিতম্॥

প্রেমাজ্যনর্ম্মালি-সিতারসাবলী-মাধ্বীকমন্দস্মিতচন্দ্র-সংযুতা।
অস্যা মৃষের্ষ্যামরিচান্বিতাদ্ভুতা বাণীরসালোল্লসতীশ-তৃপ্তিদা॥
হরেগু্ণালীবরকল্পবল্ল্যো রাধাহৃদারামমনু প্রফুল্লাঃ।
লসন্তি যা যাঃ কুসুমানি তাসাং স্মিতচ্ছলাৎ কিন্নু বহিঃ স্খলন্তি॥"

অর্থাৎ "যাহা সুধাসিন্ধুর তরঙ্গতুল্য, বর্ণপ্রয়োগদ্বারা অতীব মনোহর, পরিহাসরসময় ও বাক্-

চাতুরীময় এবং যাহাতে শব্দ ও অর্থের শক্তিদ্বারা রস, অলঙ্কার ও বস্তুর ধ্বনি ব্যক্ত হইতেছে এবং যাহা ভৃঙ্গী-ভৃঙ্গ, কোকিলা-কোকিলের ধ্বনি-কলার অধ্যাপক, সেই শ্রীরাধার বাক্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণদ্বয়ের রসায়নস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছে।

আবার যাহাতে প্রেমঘৃত, পরিহাসসমূহ সিতা (চিনি), রসশ্রেণী, মধু, মন্দহাস্যই কর্পূর এবং মিথ্যা ঈর্ষ্যা মরিচ শ্রীরাধার সেই অদ্ভুতবাণীরূপ রসালা শ্রীকৃষ্ণের পরমতৃপ্তিদায়করূপে বিরাজ করিতেছে।

শ্রীরাধার হৃদয়রূপ পুষ্পোদ্যানে শ্রীকৃষ্ণের গুণশ্রেণীরূপ যে সকল শ্রেষ্ঠ কল্পলতাসমূহ প্রফুল্লিত হইয়া শোভা পাইতেছে, সেই সকল কল্পলতার পুষ্পশ্রেণীই কি শ্রীরাধার হাস্যরূপে বাহিরে স্খলিত হইতেছে ?" এই জন্যই রসস্বরূপ বা আনন্দময় শ্রীমদনগোপালদেবের তাহাতে এত উন্মাদনা।

আবার শ্রীমদনগোপালদেব তাঁহার অধররূপ বিকসিত বন্ধুক কুসুমমধ্যে সৌরভাকৃষ্ট হইয়া নিপতিত শ্রীরাধার মনোভৃঙ্গকে আবদ্ধ করিবার জন্য দন্তকান্তিরূপ জালের অগ্রে অধরসুধারূপ চার বা লোভ্যাহার রাখিয়া দিয়াছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ এখানে শ্রীমদনগোপালদেবের অধরের, দন্তের ও অধর-সুধার মহামাধুর্যের শ্রীরাধারাণীর মনের উপর অপ্রতিম প্রভাব বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীপাদ কবিকর্ণ-পূর লিখিয়াছেন—"সিন্দূরসুন্দরতরাধরমিন্দুকুন্দমন্দার-মন্দহসিতদ্যুতিদীপিতাংশম্" অর্থাৎ শ্রীমদনমোহন-দেবের অধর সিন্দূর অপেক্ষাও অতি সুন্দর, পূর্ণচন্দ্র, কুন্দকুসুম, মন্দারপ্রসূন অপেক্ষাও শুচিশুভ্র মন্দহাস্যের দীপ্তিতে ঐ অধরবিম্ব উজলিত! যাহার গন্ধমাত্রে শ্রীরাধার মনোভৃঙ্গ ঐ অধরপ্রসূনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কেবল গন্ধমাধুরীই নহে, শ্রীমদনমোহনদেব শ্রীরাধার মনোভৃঙ্গকে ঐস্থানে চিরতরে আটকাইয়া রাখার জন্য যেন দন্তকান্তির জাল পাতিয়াছেন এবং পরম লোভনীয় অধরসুধারূপ চার বা লোভ্যাহার দিয়া রাখিয়াছেন। যে লোভ্যাহারের লোভ বা মোহিনীশক্তি এমনি দুর্বার যে ভানুনন্দিনীর তাহার প্রলোভন হইতে বিমুক্তিলাভের কোন উপায় নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"সর্ব্বস্বরত্নপিটকো ব্রজসুন্দরীণাং জীবাতুসীধুচষকং বৃষভানুজায়াঃ।
তচ্ছীলসন্দশনলক্ষ্মণলক্ষিতং শ্রীকৃষ্ণাধরোষ্ঠমনিসং হৃদি মে চকাস্তু॥"

"যাহা ব্রজসুন্দরীগণের সর্বস্বসম্পদের রত্নসম্পুট, বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার জীবাতু বা জীবনো-পায়স্বরূপ অমৃতের চষক (পানপাত্র) এবং যাহা শ্রীরাধার মনোহর দশনচিহ্নদ্বারা অঙ্কিত হইয়া শোভা পাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের সেই অধরোষ্ঠ আমার চিত্তে স্ফুরিত হউন।" এতাদৃশ মহাশোভাসিন্ধু শ্রীমন্মদন-গোপালদেব অনির্বচনীয়রূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

"কুটিল চঞ্চল জোড়া, ভ্রূলতার নৃত্যদ্বারা, সুবিখ্যাত সাধ্বী ললনার।
ধরম রতনরূপ, যে প্রসাদ সুদুর্লভ, লাভ কৈল ব্রজেন্দ্র-কুমার॥
উজ্জ্বল তিলক ভালে, দেখিয়া মদন ভোলে, টুটে গেল কন্দর্পের বাণ।
অনঙ্গ কি অঙ্গ ধরে, রতন-বেদির পরে, "মদনগোপাল" বর্ত্তমান॥"৬॥

শ্রবণ-মদনকন্দ-প্রেক্ষণোড্ডীন-রাধাধৃতি-বিভব-বিহঙ্গে ন্যস্তনেত্রান্তবাণঃ।
অলক মধুপ-দত্ত দ্যোত-মাধ্বীক সত্রঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥৯॥
পরিমলরুচিপালীশালি-গান্ধর্ব্বিকোদ্যন্মুখকমল-মধুলী-পানমত্ত-দ্বিরেফঃ।
মুকুরজয়ি কপোলে মৃগ্যতচ্চুম্ববিম্বঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১০॥
মকরমুখ-সদৃক্ষ স্বর্ণবর্ণাবতংসপ্রচলন হৃত রাধাসর্ব্বশারীরধর্ম্মঃ।
তদতিচল-দৃগন্ত স্বস্তবংশে ধৃতাক্ষঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১১॥

অনুবাদ—মদনের মূলস্বরূপ যাঁহার শ্রুতি-শোভা দর্শন করিয়া শ্রীরাধার ধৈর্য-বিহঙ্গ উড়িয়া আসিলে যিনি তাহাকে কটাক্ষরূপ তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিতেছেন এবং যিনি অলকাবলিরূপ মধুপসমূহকে স্বীয় কান্তিরূপ মধুসত্র প্রদান করিয়াছেন, সেই অনির্বচনীয় শ্রীমন্মদনগোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন।৯॥

অপূর্ব পরিমল ও কান্তিমালা-সমন্বিত শ্রীরাধার মুখকমলের মধুপানে যিনি মত্তভৃঙ্গস্বরূপ, যিনি মুকুরজয়ী সুনির্মল স্বীয় কপোলে চুম্বনসাধন শ্রীরাধার মুখ-বিম্বের অন্বেষণ করিতেছেন, সেই অনির্বচনীয় শ্রীমন্মদনগোপাল স্ফুরিত হইতেছেন ॥১০॥

যিনি কর্ণের সুবর্ণ মকরকুণ্ডল সঞ্চালনদ্বারা শ্রীরাধার নিখিল দেহধর্মকে হরণ করিয়াছেন এবং শ্রীরাধার স্বভাবচঞ্চল কর্ণযুগলকে অধিকতর চঞ্চল করিবার জন্য স্বীয় হস্তে বংশীধারণপূর্বক তাহাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন, সেই অনির্বচনীয় শ্রীমন্মদনগোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন ॥১১॥

টীকা—শ্রবণেতি। শ্রবণরূপ মদনকন্দস্য প্রেক্ষণাৎ উড্ডীনো রাধায়া ধৃতিবিভবরূপ বিহঙ্গঃ পক্ষী তস্মিন্ন্যস্তঃ প্রেরিতো নেত্রান্তরূপো নেত্রাঞ্চলরূপো বাণো যেন সঃ। অলকাশ্চূর্ণকুন্তলাস্ত এব

"জয় জয় শ্যামল-সুন্দর।
জয় নন্দকুল চাঁদ, ভুবন-মোহন ফাঁদ, প্রতি অঙ্গে চাঁদের বাসর॥
নাসা শুকচঞ্চু তুল, মনোহর ঝলমল, সে কিরণ সমুদ্র-তরঙ্গে।
কুলবধূর দৃষ্টিমীন, খেলা করে রাত্রি দিন, লাবণ্য-তরঙ্গে কত রঙ্গে॥
শ্রীরাধার হাস্যযুক্ত, জল্পনামন্ত্রেতে মুগ্ধ, উনমত মদনগোপাল।
হেন প্রভুর শ্রীচরণ, ভজে নিত্য "সনাতন", অপরূপ মূরতি রসাল॥"৭॥

"জয় জয় ব্রজেন্দ্র-কুমার।
কামিনী মনহী, মুরতিময় মনসিজ, প্রতি তনু পীরিতি পশার॥
বিকসিত বন্ধুজীব, নিন্দি শোভা স সৌরভ, শ্রীগোবিন্দ-অধরপল্লবে।
পাইয়া তাহার গন্ধ, শ্রীরাধার চিত্তভৃঙ্গ, উড়ি পড়ে পরিমল লোভে॥
রসিক নাগরবর, নিজাধর মধুপুর, ভঙ্গি করি করিয়া দংশন।
দশন-কৌমুদী সূত্রে, মধুচার দিয়া তাতে, বিলাসিনীর হরে প্রাণ-মন॥"৮॥

মধুপা ভ্রমরাস্তেভ্যো দত্তং দ্যোতমাধ্বীকসত্রং কান্তিরূপমধুসত্রং মধূনাং বনং যেন সঃ। পরমকান্তিযুতা অলকা যস্য বিরাজন্ত ইত্যর্থঃ। সত্রমাচ্ছাদনে যজ্ঞে সদা দানে বনেঽপি চেত্যমরঃ ॥৯॥

পরিমলেতি। পরিমলো জনমনোহরগন্ধশ্চ রুচিঃ কান্তিশ্চ তয়োর্যা পালী শ্রেণী তচ্ছালি তদ্বিশিষ্টং যৎ গান্ধর্ব্বিকায়া উত্থমুখকমলং তস্য যা মধূলী মধু তস্য পানেন মত্তদ্বিরেফঃ মত্তভ্রমরঃ। মুকুরেতি মুকুরজয়নশীলে কপোলে মৃগ্যম্ অন্বেষণীয়ং তস্যা রাধিকায়াশ্চুম্বনসাধন মুখস্য বিম্বং প্রতিবিম্বং যস্য সঃ। দ্বিরেফঃ পুষ্পলিড্ ভৃঙ্গ ইতি। দর্পণে মুকুরাদর্শাবিতি চামরঃ ॥১০॥

মকরেতি। মকরমুখসদৃক্ষং মকরমুখসদৃশং যৎ স্বর্ণনির্মবতংসং কর্ণভূষণং তস্য প্রচলনেন হৃতো গৃহীতো রাধায়াঃ সর্ব্বঃ সমস্তঃ শারীরধর্ম্মো যেন সঃ তস্যা রাধায়া অতি চলদৃগন্তায় দৃগন্তম্ অতি চঞ্চলং কর্ত্তুং স্বস্ববংশে হস্তগৃহীতবংশ্যাং ধৃতে অক্ষিণী যেন সঃ। কৃষ্ণেন হস্তগৃহীতবংশস্য দর্শনায় চঞ্চল চক্ষুষো রাধায়া বংশারোপিতদৃষ্টা দর্শনার্থং তদারোপিত দৃষ্টিরিতি ভাবঃ ॥১১॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনদেব তাঁহাদের পরম প্রিয়ভক্ত শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়ন-সম্মুখে স্বীয় রহস্যময় অপরিসীম সৌন্দর্যমাধুর্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহার নয়ন-মন-রসায়নরূপে স্ফুরিত হইতেছেন! পরম দয়ালু শ্রীপাদ রঘুনাথও স্বীয় অনুভূতির রস বর্ণনাদ্বারে বিশ্বমানবগণকে বিতরণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের শ্রীচরণকেন্দ্রের দিকে সকলের চিত্তমনকে আকর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ নবম শ্লোকে শ্রীল মদনমোহনদেবের কর্ণ ও কটাক্ষের শোভায় শ্রীরাধার আকর্ষণ ও ক্ষোভ এবং মদনমোহনের অলকাবলি ও কান্তির মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীমন্মদনগোপালদেবের শ্রুতিযুগলের শোভা দর্শন করিয়া* শ্রীরাধার ধৈর্যরূপ বিহঙ্গ তাহাতে লুব্ধ হইয়া উড়িয়া আসে। '**ধৃতিবিভব**' বলা হইয়াছে—শ্রীরাধার ধৈর্যসম্পদ্‌কে হরণ করে মদনমোহনের কর্ণশোভা! শ্রীরাধারাণী পরম ধৈর্যশালিনী, শ্রীউজ্জ্বলে লিখিত আছে—

"তীব্রস্তর্জ্জতি ভিন্নধীর্গৃহপতিশ্ছদ্মজ্ঞয়া পদ্ময়া, হারং হারয়তে হরিপ্রণিহিতং কীশেন ভর্ত্তুঃ স্বসা।
মল্লীং লুম্পতি কৃষ্ণ-কাম্য-কুসুমাং শৈব্যা প্রিয়া বর্করী, রাধা পশ্য তথাপ্যতীব সহনা তূষ্ণীমসৌ তিষ্ঠতি ॥"

শ্রীপৌর্ণমাসীদেবী নান্দীমুখীকে বলিলেন, "শ্রীরাধার তুল্য ধৈর্যশালিনী প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, বিপক্ষা পদ্মার ছলবাক্যে রুষ্ট হইয়া অভিমন্যু তর্জন, গর্জন করিতে থাকে, ননন্দা কুটিলা শিক্ষিত বানর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-দত্ত হার হরণ করাইয়া লয়, শৈব্যা আপনার ছাগীদ্বারা রাধার কৃষ্ণ-কাম্য-কুসুমা মল্লীবৃক্ষের পল্লব ভক্ষণ করায়, শ্রীরাধা স্বচক্ষে ইহা নিরীক্ষণ করিয়াও সহিষ্ণুতাগুণে নিরব হইয়া থাকেন।" কেননা ধৈর্য তাঁহার সম্পদ, এই সম্পদ্ তিনি কখনই ত্যাগ করেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শ্রুতিমূলের শোভা দর্শনে শ্রীমতী আর ধৈর্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। ধৈর্যপক্ষী উড়িয়া আসিলে শ্রীকৃষ্ণ আবার তাহাকে কটাক্ষরূপ তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপে নিধন করেন। শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষের শোভা গোপালরাজস্তোত্রে

*শ্রীকৃষ্ণের শ্রুতিযুগলের শোভা গোপালরাজস্তোত্রে অষ্টমশ্লোকে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষের শোভায় রাধারাণীর ধৈর্যনাশ হইয়া থাকে। "কুটিল কটাখ বিশিখে তনু জর জর জীবনে না বান্ধই থেহা" এই অবস্থা! আবার শ্রীমদনমোহনদেব স্বীয় অলকাবলিরূপ ভৃঙ্গসমূহকে কান্তিরূপ মধুসত্র প্রদান করিয়াছেন। মধুকরেরা বহু প্রয়াস স্বীকার করিয়া ফুলে ফুলে ঘুরিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মধু সঞ্চয় করিয়া থাকে। তাহাদের যদি কোন মধুর সত্র বা সদা দানক্ষেত্র মিলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা যেন সেইস্থানেই লুণ্ঠিত হইয়া উদর পুরিয়া মধুপান করিতে থাকে, তদ্রূপ শ্রীমন্মদনগোপালের চূর্ণকুন্তলাবলিরূপ ভ্রমরশ্রেণী যেন তাঁহার ললাট-ফলকের কান্তিরূপ মধুর সত্রে অবিরত লুণ্ঠিত হইয়া ঐ কান্তিরূপ মধুপান করিতেছে!

দশমসংখ্যক শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, অপূর্ব পরিমল ও কান্তিমালা-সমন্বিত শ্রীরাধার মুখকমলের মধুপানে যিনি মত্তভৃঙ্গস্বরূপ। শ্রীরাধামাধবের মিলনমাধুরী দর্শনে শ্রীরাধার কোন-সখী অপর সখীর প্রতি বলিয়াছিলেন—

"সৌরভে আগরী রাই সুনাগরী কনকলতা সম সাজ।
হরিচন্দন বলি কোরে আগোরল কুঞ্জে ভুজঙ্গমরাজ॥
অব কিয়ে করব উপায়।
কাল-ভুজগ-কোরে ছোড়ি মুগধী সখী গমন যুকতি না জুয়ায়॥
চন্দ্রক চারু ফণাগণমণ্ডিত বিষ বিষমারুণ দিঠ।
রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে দশনক দংশন মিঠ॥
এক সন্দেহ শীত কিয়ে ভীতহি পুলকিনী কাঁপই রাই।
গোবিন্দদাস কহ মেলি সবহুঁ সখী বুঝহ রস অবগাই॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীমন্মদনগোপালদেব মুকুরজয়ী সুনির্মল স্বীয় কপোলে চুম্বনসাধন শ্রীরাধার মুখবিম্বের অন্বেষণ করিতেছেন।' অর্থাৎ মরকতমণির স্বচ্ছদর্পণের ন্যায় স্বীয় কপোলদেশে শ্রীরাধার মুখবিম্বের ছবি প্রতিফলিত হইয়া পরম দুর্লভ ও লোভনীয় শ্রীমতীর মুখচুম্বনকার্য যেন স্বতঃই নিষ্পন্ন করিতেছে। শ্রীমদনগোপালের উজ্জ্বল শ্যামল অঙ্গ-মুকুরে শ্রীরাধা এমনিভাবে প্রতিবিম্বিতা হন যে, তাহার দর্শনে তিনি নিজেই ভ্রান্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১৭।১৪) বর্ণিত—

লাবণ্যবক্ষোচ্ছলিতেঽঘবিদ্বিষো রাধাত্মমূর্ত্তিং প্রতিবিম্বিতাং হৃদি।
দৃষ্ট্বাঙ্গনাং স্বং প্রতিকুর্ব্বতীং পরাং নিশ্চিত্য রোষাদ্বিমুখী স্ম বেপতে॥"

"অঘারি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় লাবণ্যযুক্ত বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধা স্বকীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া নিজ মূর্তির অনুকরণকারিণী কোন অন্য নায়িকা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতেছে ভাবিয়া রোষবশতঃ বিমুখী ও কম্পিতা হইলেন।"

শ্রীপাদ একাদশশ্লোকে বলিতেছেন—'যিনি কর্ণের সুবর্ণনির্মিত মকরকুণ্ডল সঞ্চালনদ্বারা শ্রীরাধা-রাণীর নিখিল দেহধর্মকে হরণ করিয়াছেন।' শ্রীমদনমোহনদেবের কর্ণে স্বর্ণনির্মিত মকরাকৃতি কুণ্ডল

শ্রীরাধার মনোমীনকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত হর্ষভরেই যেন আন্দোলিত হইতেছে! মন—দেহেন্দ্রিয়ের রাজা বা পরিচালক, মনোমীনকে গ্রাস করিবার ফলে স্বতঃই দেহধর্ম হৃত হইয়াছে। পূর্বরাগের ভূমিতে দূতী শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগে শ্রীমতীর দশা শ্যামের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন—

"অদভুত রূপ দৈবে হেরি দূর সঞে উনমতি পরশক লাগি।
বরজক সীম করত গতাগতি লাজ-কুল-ভয় দূর ভাগি ॥
মন তনু কাঁপি চপল ভেল অন্তর ঘন ঘন বহত নিশ্বাস।
তব্ ধরি জাগর শোষিত অন্তর বড়ই বেকত গদ-ভাষ ॥
শুন মাধব! তুয়া রূপ অপরূপ ফাঁন্দ।
সো ধনী দুবরী খীয়ত যৈছন অসিত-চতুর্দ্দশী চাঁদ ॥
কবহিঁ গেয়ান শূন্য হোই চাহই না চিহ্নই নিজসখীবৃন্দ।" ইত্যাদি (পদকল্পতরু)

'শ্রীমন্মদনগোপালদেব শ্রীরাধার স্বভাব-চঞ্চল কর্ণযুগলকে অধিকতর চঞ্চল করিবার জন্য হস্তে বংশী ধারণপূর্বক তাহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। শ্রীরাধার কর্ণযুগল স্বভাবতঃই চঞ্চল, ঐবুঝি মন-প্রাণ হরণ করা মুরলী 'রাধা' নাম লইয়া বাজিতেছে! মুরলীধ্বনি শ্রবণে এবং ঐ মুরলীধারীরূপ দর্শনে প্রেমময়ীর দেহ-মনে যুগপৎ দশ দশার উদয় হইয়া থাকে। শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রতি দূতীর উক্তি—

"অপরূপ তুয়া মুরলীধ্বনি। লালসা বাঢ়ল শবদ শুনি ॥
কিরূপে এ রূপ দেখিয়া সেহ। উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ ॥
জাগিয়া জাগিয়া হইল ক্ষীণ। অসিত চাঁদের উদয় দিন ॥
জড়িত হৃদয়ে করয়ে ভেদ। অতি বেয়াকুল কো সহে খেদ ॥
পাণ্ডুর-বরণ বেয়াধি বাধা। মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা ॥
অব যদি তুহুঁ মিলহ তায়। গোকুল-মঙ্গল সবাই গায় ॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহে শ্যাম। জীবন ঔখদ তোহারি নাম ॥"

এই নিমিত্তই বংশীবদন শ্রীমন্মদনগোপালের দর্শনে শ্রীরাধারাণীর কর্ণ–চাপল্য সমধিক বর্ধিত হইয়া থাকে। সেই অনির্বচনীয় শ্রীমন্মদনগোপালদেব অখিলজনা-নয়নামৃতরূপে স্ফুরিত হইতেছেন।

"কেলিকুঞ্জ-অভ্যন্তরে, রতন-বেদীর পরে, মহোজ্জ্বল মদনগোপাল।
অভিনবনীল, রতন কিয়ে ঝলমল, দামিনী তরঙ্গ কান্তিজাল ॥
শ্রবণ-যুগল রূপ, কাম কন্দ রসকূপ, যাঁর শোভা কহনে না যায়।
শ্রীরাধার ধৈরজ, সম্পদ যে বিহঙ্গম, দরশনে উনমত প্রায় ॥
উড়িয়া আসিলে পরে, নিকটে পাইয়া তারে, রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি কান।
সে ধৈরজ বিহঙ্গেরে, নেত্রাঞ্চলে ভঙ্গি করে, হানে দৃঢ় সুকটাক্ষ বাণ্ ॥
অলকা মধুপগণে, কেবল আনন্দ মনে, দান কৈল কান্তি-মধু বন।

হরিমণিকৃতশঙ্খ-শ্লাঘিতোল্লঙ্ঘিলেখাত্রয়-রুচিবৃতকণ্ঠস্যোপকণ্ঠে মণীন্দ্রম্।
দধদিহ পরিরব্ধুং রাধিকাং বিম্বিতাঙ্গ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ।।১২।।
কুবলয়-কৃত বক্ষস্তল্পমুচ্চং দধানঃ শ্রম-বিলুলিত-রাধা স্বাপনায়ৈব নব্যম্।
ভুজযুগমপি দিব্যং তৎপ্রকাণ্ডোপধানং স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১৩॥
রুচির-জঠরপত্রে চিত্রনাভী-তটোদ্যত্তনুরুহততিনাম্নীং বল্লবীবৃন্দভুক্ত্যৈ।
স্মরনৃপতি-সমুদ্র-স্বাক্ষরালীং দধানঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১৪॥

অনুবাদ—যিনি মণীন্দ্রে প্রতিবিম্বিতা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রনীলমণি বিরচিত শঙ্খের প্রশংসাকেও অতিক্রমশীল রেখাত্রয়-সমন্বিত কণ্ঠের সমীপে কৌস্তুভমণি ধারণ করিয়াছেন, সেই অনির্বচনীয় শ্রীমদনগোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন ॥১২॥

যিনি শ্রমবিলুলিতা শ্রীরাধার শয়নের নিমিত্ত নীলোৎপল-রুচি বক্ষঃস্থলরূপে উন্নত নবশয্যা এবং দিব্যবাহুযুগলরূপ বিশাল উপাধান ধারণ করিয়াছেন, সেই কোন অনির্বচনীয় মদনগোপালদেব বিরাজ করিতেছেন ॥১৩॥

ব্রজসুন্দরীগণের ভোগের নিমিত্ত যিনি রুচির উদরে নাভিতট হইতে উত্থিত স্মরনৃপতির মুদ্রা-লিপির ন্যায় মনোহর রোমাবলী ধারণ করিয়াছেন, সেই অনির্বচনীয় শ্রীমন্মদনগোপালদেব বিরাজ করিতেছেন ॥১৪॥

টীকা—হরীতি। ইহ মনীন্দ্রে বিম্বিতাং প্রতিবিম্বিতাং রাধিকাং পরিরব্ধুমালিঙ্গিতুং হরি-মণিকৃত শঙ্খশ্লাঘিতোল্লঙ্ঘি লেখাত্রয় রুচিবৃত কণ্ঠস্য উপকণ্ঠে সমীপে মণীন্দ্রং দধদিত্যন্বয়ঃ। হরিমণিনা ইন্দ্রনীলমণিনা কৃতং যৎ শঙ্খং তস্য শ্লাঘিতায়াঃ শ্লাঘায়াঃ উল্লঙ্ঘনশীলং ততোঽপ্যধিকং তৎসদৃশমিতি ভাবঃ যদ্রেখাত্রয়ং তস্য রুচ্যা কান্ত্যা বৃতমাবৃতং যৎ কণ্ঠং তস্যেতার্থঃ ॥১২॥

সো হেন নাগর-বর, শ্যাম নব-জলধর, ভজে নিত্য শ্রীরূপ-সনাতন ॥"৯॥
"কনক-কমল-দ্যুতি, জিনি রাই মুখ ছবি, যার গন্ধে মুগ্ধ ত্রিভুবনে।
মহা মত্ত মধুকর, রসিক নাগর বর, মুখ-কমলের মধু পানে ॥
মহা মরকতমণি, মুকুর লাবণি জিনি, কপোলেতে মদনমোহন।
চুম্বন-সাধন রাধা, মুখবিম্ব মন-লোভা, অন্বেষণ করে অনুক্ষণ ॥"১০॥
"কুঞ্জে বৃন্দাবন-চন্দ্র ভুবন আনন্দ কন্দ, রসরাজ মদনগোপাল!
ফুলের চূড়াটি মাথে, ময়ুর-চন্দ্রিকা তাতে, চরণ চুম্বিত বনমাল ॥
মণিময় মকর-, কুণ্ডল মনোহর, অবতংস করি সঞ্চালন।
শ্রীরাধার দেহধর্ম্ম, গুণশ্রেণী যার মর্ম্ম, সরবস করয়ে হরণ ॥
গান্ধর্ব্বিকার চঞ্চল, দৃগাঞ্চলে সুচঞ্চল, করিবারে মদনমোহন।
দাঁড়াইয়া ভঙ্গি করে, মোহনমুরলী করে, দুটি নেত্রে করে নিরীক্ষণ ॥"১১॥

কুবলয়েতি। শ্রমবিলুলিত রাধা স্বাপনায় শয়নায়ৈব কুবলয়েন পদ্মেন কৃতং যদ্দক্ষোরুপতল্পং শয্যা তদ্দধানঃ। কিন্তু তং তল্পঃ নব্যম্। তস্যা রাধায়াঃ প্রকাণ্ডোপধানং দিব্যং ভুজযুগমপি দধদিত্যর্থঃ ॥১৩॥

বল্লবীবৃন্দভুক্ত্যৈ গোপস্ত্রীবৃন্দস্যোপভোগায় রুচির জঠরপত্রে চিত্রনাভীতটোদ্যত্তনুরুহ ততি নাম্নীং স্মরনৃপতিসমুদ্র স্বাক্ষরালীং দধান ইত্যন্বয়ঃ। রুচিরং সুন্দরং যজ্জঠরমুদরং তদেব পত্রং তত্র চিত্রং যন্নাভীতটং তত্র উদ্যন্তী যা তনুরুহততি লোমশ্রেণী সা নাম সংজ্ঞা যস্যাস্তাম্। স্মরঃ কন্দর্পঃ স এব নৃপতি রাজা তস্য সমুদ্রা মুদ্রয়া সহ বর্ত্তমানা যা স্বাক্ষরালী স্বাক্ষরশ্রেণী তাম্। অন্যোঽপি রাজা ব্রাহ্মণাদীনাং ক্ষেত্রাদি চিরভোগায় সমুদ্রাং লিপিং তেভ্যো দদাতি ব্রাহ্মণাদয়স্তু তাং গৃহীত্বা অনিবারিত-মুপভুঞ্জন্তীতি ॥১৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা – শ্রীমন্মদনমোহনদেবের সৌন্দর্য-মাধুর্যের পারাবারে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত-মন নিমগ্ন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ যে লিখিয়াছেন—"বিগ্রহ নহ সাক্ষাৎ তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন" ইহা কিরূপে মর্মে মর্মে অনুভব হইতে পারে, শ্রীপাদ গোস্বামিগণের এইসব বাণীই তাহার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! শ্রীপাদ রঘুনাথ দ্বাদশ সংখ্যকশ্লোকে শ্রীমন্মদনগোপালদেবের কৌস্তুভ-ভূষিত কণ্ঠের মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন। ইন্দ্রনীলমণি বিরচিত শঙ্খের প্রশংসাকেও লঙ্ঘন করিয়াছে শ্রীল মদনমোহনের কণ্ঠের কান্তিমাধুরী! মহাজন গাহিয়াছেন—"কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে, কোকিল জিনিয়া সুস্বর।" ইন্দ্রনীলমণির নির্মিত শঙ্খ অপেক্ষাও ঢল ঢল নীলকান্তিযুক্ত ও মনোহর ত্রিরেখাসমন্বিত মদনমোহনের কণ্ঠে মণীন্দ্র কৌস্তুভ বিরাজ করিতেছে। শ্রীমদনমোহনদেব সমুজ্জ্বল কৌস্তুভমণিকে যে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, তাহার নিগূঢ়হেতু মণীন্দ্রে প্রতিবিম্বিতা শ্রীরাধাকে সতত আলিঙ্গন করিয়া রাখিবেন বলিয়া। যে কোনভাবে শ্রীরাধার সম্পর্ক বা সান্নিধ্যই যে তাঁহার পরম কাম্য। শ্রীমতীর রসোদ্গারে দেখা যায়—

"সই পীরিতি পিয়া সে জানে।
যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি নিছনি দিয়ে পরাণে ॥
মো যদি সিনাঙ আগিলা ঘাটে পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল- পরশ পাইয়া বাহু পসারিয়া ধায় ॥
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ আখর পাইলে হরিষ হইয়া লেয় ॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া ফিরয়ে কতেক পাকে!
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে সে মুখে সেদিন থাকে ॥
মনের আকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায় শেখর— কিছু বুঝে অনুমানে ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীপাদ রঘুনাথ ত্রয়োদশ সংখ্যকশ্লোকে বলিতেছেন, 'শ্রীমন্মদনগোপালদেব শ্রম-বিলুলিতা—

শ্রীরাধার শয়নের নিমিত্ত নীলোৎপলকান্তি বক্ষঃস্থলরূপ উন্নত-নবশয্যা এবং দিব্য বাহুযুগলরূপ বিশাল উপাধান ধারণ করিয়াছেন।'

"অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার, কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সবার মনোবক্ষ, হরিদাসী করিবারে দক্ষ॥" (চৈঃ চঃ)

"রেখাস্বরূপ-রময়াশ্রিতবামভাগং শ্রীবৎস-সচ্ছবি-বিরাজিত-দক্ষিণাংশম্।
কণ্ঠস্থ-কৌস্তুভ-গভস্তিবিরাজমানং শশ্বদ্‌বিলাস-ললিতং বনমালিকায়াঃ॥
শ্রীবল্লবীহৃদয়দোহদভাজনং শ্রীরাধামনোনৃপ-হরিন্মণিসিংহপীঠম্।
ত্রৈলোক্যযৌবতমনোহর-মাধুরীকং বক্ষঃস্থলং সুবিপুলং বিলসত্যঘারেঃ॥"
(গোবিন্দলীলামৃতম্ ১৬।৫৫-৫৬)

"যাহার বামভাগে স্বর্ণরেখারূপা লক্ষ্মী আশ্রিত এবং দক্ষিণদিকে শ্রীবৎসচিহ্ন শোভা পাইতেছে, কণ্ঠস্থকৌস্তুভমণির প্রভায় যাহা উজলিত এবং সতত বনমালায় সুশোভিত, যাহা ব্রজসুন্দরীগণের হৃদয়-স্পৃহার আধার; শ্রীরাধার মনোরূপ রাজার মরকতমণির সিংহাসন, ত্রিভুবনের যুবতীগণের মনোহারী মাধুরী যাহাতে বিদ্যমান—শ্রীকৃষ্ণের সেই বক্ষঃস্থল শোভা পাইতেছে!" বিপরীতরতিতে শ্রমবিলুলিতা শ্রীরাধার শয়নের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সেই বক্ষঃস্থল অতি স্পৃহণীয় উন্নত ও নবীন শয্যা! যাহাতে শয়ন করিয়া নবঘনকান্তিতে স্থির বিদ্যুৎরেখার ন্যায় এবং নিকষপাষাণে স্বর্ণরেখার ন্যায় সুশোভিতা হইয়া ঈশ্বরী স্বীয় সখী-মঞ্জরীগণের অতীব মনোহারিণী হইয়া থাকেন। আবার শ্রীমদনমোহনের দিব্য বাহুযুগল শ্রীমতীর বিস্তৃত উপাধান। মদনমোহনদেবের বাহুদ্বয় দিব্য অর্থাৎ জ্যোতির্ময় ও অতিশয় বিলাসী এবং রমণীকুলের অতি স্পৃহণীয়!

"পীনায়তৌ লবণিমোচ্ছলিতৌ সুবৃত্তৌ পদ্মাদি-বিশ্বরমণীকমনীয়শোভৌ।
পীনস্তনীহৃদয়দোহদভাজনং তৌ শ্রীমদ্ভুজৌ মনসি মে স্ফুরতামঘারেঃ॥" (ঐ—১৬।৬৩)

"শ্রীকৃষ্ণের যে স্থূল আয়ত, লাবণ্যোচ্ছলিত এবং সুবলিত ভুজযুগল লক্ষ্মী হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বরমণীগণ সকলেরই নিকট অতি কমনীয় শোভাসম্পন্ন এবং পীনস্তনী ব্রজাঙ্গনাগণের মনো-বাসনা পরিপূর্তির পরমাস্পদস্বরূপ—সেই অতি সুশোভন শ্রীকৃষ্ণের ভুজদ্বয় আমার চিত্তে স্ফুরিত হউন।" কৃষ্ণপ্রিয়াশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর সেই বাহুযুগল অতি লোভনীয় উপাধান।

শ্রীমন্মদনগোপালদেবের উদরস্থ মনোহর রোমাবলির শোভাই চতুর্দশ সংখ্যকশ্লোকে বর্ণিত। তিনি নাভিতট হইতে সমুত্থিত যে রোমাবলি রুচির উদরে ধারণ করিয়াছেন, তাহা যেন ব্রজরমণীগণের ভোগের জন্য মদনরাজের মুদ্রালিপি! অর্থাৎ রাজা মহারাজেরা যেমন ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তি দান করেন এবং তাহা চিরকাল অবাধে ভোগের নিমিত্ত স্বীয় মোহরাঙ্কিত দানপত্র লিখিয়া দেন, তদ্রূপ ব্রজরমণীগণই যে শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করিতে পারিবেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কোন রমণীরই—এমনকি লক্ষ্মীদেবীর পর্যন্ত সে অধিকার নাই; শ্রীকৃষ্ণ যেন এই রোমাবলির মুদ্রাঙ্কিত দানপত্র ব্রজদেবীগণকে

যুবতিহৃদলসেভ-প্রৌঢ়বন্ধায় কামস্থপতি- চিত-রসোরুস্তম্ভজ্বাভিরামঃ।
মরকত-কটজৈত্রস্ফুল্লজানুপ্রসন্নঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১৫॥

প্রণয় নবমধুনাং পানমাত্রৈকগত্যাঃ সকল-করণজীব্যং রাধিকা-মত্তভৃঙ্গ্যাঃ।
অরুণ-চরণ-কঞ্জদ্বন্দ্বমুল্লাস্য পশ্যন্ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১৬॥

অতুল-বিলসদঙ্গশ্রেণি-বিন্যাসভঙ্গ্যা গ্লপিত মদনকোটিস্ফার-সৌন্দর্য্যকীর্ত্তিঃ।
বল-লবহতমত্তাপার-পারীন্দ্র দর্পঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১৭॥

প্রদান করিয়া ইহাই বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। এই রোমাবলি সর্বজন-নয়ন-মনোহারী। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে (১৬।৪৮) বর্ণিত—

"নাভীবিলাৎ-সামি-সমুত্থিতা হরে-র্যা ভাতি রোমাবলিকৃষ্ণপন্নসী।
স্বং পশ্যতাং সূক্ষ্মতমাপ্যহর্নিশং চিত্তানিলান্ সংচুলুকীকরোতি সা।।"

শ্রীকৃষ্ণের নাভিবিবর হইতে যে রোমাবলিরূপ কৃষ্ণবর্ণা সর্পী অর্ধমাত্র সমুত্থিত হইয়াছে, সে সর্পী অতি সূক্ষ্ম হইলেও দর্শনকারী জনগণের চিত্তরূপ পবনকে পান করিয়া থাকে (সর্পী বাতাহার করিয়া জীবিত থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধি)। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, এতাদৃশ বিলক্ষণ সৌন্দর্য-মাধুর্য-মূরতি শ্রীমন্মদনগোপালদেব সর্বজন মনোহারীরূপে বিরাজ করিতেছেন।

"হরিমণি কৃত,-নিন্দিত শঙ্খ। কণ্ঠেতে উজ্জ্বল,-ত্রিরেখা অঙ্ক ॥
কণ্ঠ উপকণ্ঠে,-কৌস্তুভ শোভা। কোটি দিনমণি,-মণীন্দ্র প্রভা ॥
মণীন্দ্রে প্রতিবিম্ব-যে রাধার। আলিঙ্গন তরে,-ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥
কৌস্তুভ মণি,-করিলা ধারণ। এমত রসিক, মদন-মোহন ॥"১২॥

"কেলিশয্যা পালঙ্কেতে, স্মরকেলি বিলাসেতে, শ্রান্ত ক্লান্ত দেখি শ্রীরাধায়।
নীলোৎপল সমতুল, পরিসর বক্ষঃস্থল, নব শয্যা দিলা শ্যামরায় ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, হেরি মুগ্ধ মনসিজ, বিলাসিনীর দিব্য উপাধান।
ভুজযুগ হেমগৌরী, আলিশ বালিশ করি, কেলি অন্তে করেন বিশ্রাম ॥"১৩॥

"দানবীর রাজাগণে, নিজরাজ্য দ্বিজগণে, মুদ্রাসহ দানপত্র লিখে।
ক্ষেত্রাদি প্রদান করে, সেই দান দ্বিজবরে, গ্রহণেতে ভোগ করে সুখে ॥
তেমতি বরজ মাঝ, মদনগোপাল রাজ, ব্রজাঙ্গনার ভোগের নিমিত্ত।
নাভীতটে রোমাবলী, ঊর্দ্ধে যার শোভা ভালি, কন্দর্পরাজের মুদ্রাযুক্ত ॥
সুন্দর জঠর পত্রে, দানপত্র ধরি তাতে, অপরূপ মদনমোহন।
রতন-বেদীর পরে, দাঁড়াইয়া ভঙ্গী করে, রূপে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন ॥"১৪॥

তরণি-দুহিতৃকচ্ছে স্বচ্ছ পাথোদধামা সমুদিত-নবকামাভীররামাবলীনাম্।
তড়িদতি-রুচিবাহু-স্ফূর্জ্জদংসোঽতিজৃম্ভন্ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১৮॥

অনুবাদ—মদন-শিল্পী যুবতীগণের অন্তররূপ মদালস করিরাজকে বন্ধন করিবার জন্য স্তম্ভের ন্যায় যাঁহার উরুদ্বয় স্থাপন করিয়াছেন এবং মরকতমণির গজকুম্ভের ন্যায় নয়নাভিরাম যাঁহার ক্ষুদ্র জানুদ্বয় শোভা পাইতেছে, সেই অপরূপ শ্রীমন্মদনগোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন ॥১৫॥

প্রণয়রূপ নব-মকরন্দাস্বাদনই যাঁহার একমাত্র গতি, সেই রাধারূপ মত্তভৃঙ্গীর ইন্দ্রিয়সমূহের জীবাতুস্বরূপ স্বীয় অরুণ-পদারবিন্দদ্বয় উল্লসিত করিয়া যিনি শ্রীরাধিকার দিকে চাহিয়া আছেন—সেই অপরূপ মদনগোপালদেব শোভা পাইতেছেন ॥১৬॥

যিনি নিরুপম বিলাসান্বিত অঙ্গবিন্যাস-ভঙ্গীতে কোটিকন্দর্পেরও সৌন্দর্য-কীর্তিকে গ্লানিযুক্ত করিতেছেন এবং যিনি শক্তিলেশদ্বারা অপরিসীম শক্তিশালী মত্তসিংহের অহঙ্কার নাশ করিতেছেন—সেই অপরূপ শ্রীমন্মদনগোপালদেব শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন ॥১৭॥

যিনি তপনতনয়াতীরে কমনীয় নবজলদকান্তিতে সমুদিত হইয়াছেন এবং নবকামা আভীর-রামাগণের বিদ্যুল্লতার ন্যায় ভুজের দ্বারা যাঁহার স্কন্ধ সমালিঙ্গিত হইয়া শোভা পাইতেছেন—সেই অপূর্ব মদনগোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন ॥১৮॥

টীকা—যুবতীনাং হৃৎ হৃদয়মেবালসেভঃ সালস হস্তী তস্য প্রৌঢ়বন্ধায় দৃঢ়বন্ধনায় কামস্থপতিনা কামরূপশিল্পিনা চিতৌ আনীয় স্থাপিতৌ রসবিশিষ্টোরু রূপস্তম্ভৌ তয়োঃ প্রভয়া কান্ত্যা অভিরামো মনোহরঃ। মরকতেন মণিবিশেষেণ ঘটিতো যঃ কটো গজগণ্ডস্তস্য জৈত্রং জয়নশীলং যদ্বস্তু তদেব ক্ষুল্লোঽল্পো যস্মাৎ এবম্ভূতং যজ্জানু তেন প্রসন্নঃ শোভমানঃ ॥১৫॥

রাধিকা মত্তভৃঙ্গ্যাঃ সকলকরণ জীব্যম্ অরুণচরণ-কঞ্জদ্বন্দ্বম্ আরক্তপাদপদ্মযুগলম্ উল্লাস্য পশ্যন্। ধাতূনাং সকর্ম্মকাকর্ম্মকব্যবস্থয়া দৃশ্ ধাতোরপ্যকর্ম্মকত্বাৎ প্রকাশমান ইত্যর্থঃ। সকলকরণস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়স্য জীব্যমাজীবং জীবিকমিত্যর্থঃ। রাধিকা মত্তভৃঙ্গ্যাঃ কিম্ভূতায়াঃ প্রণয়া এব নবমধূনি তেষাং পানমাত্রায় একা অদ্বিতীয়া গতির্যস্যাস্তস্যাঃ প্রণয় মধুপানার্থমেব ভ্রমন্ত্যা ইত্যর্থঃ ॥১৬॥

অতুলা তুলা শূন্যা যা বিলসদঙ্গশ্রেণিঃ তস্যা বিন্যাসভঙ্গ্যা গ্লপিতা গ্লানিং প্রাপিতা মদনকোটেঃ স্ফার সৌন্দর্যস্য কীর্ত্তির্যেন সঃ বললবেন শক্তিলেশেন হতো মত্তোঽথচ অপারঃ অতার্য্যো যঃ পারীন্দ্রঃ সিংহস্তস্য দর্পোঽহঙ্কারো যেন সঃ ॥১৭॥

কিম্ভূতঃ তরণিঃ সূর্যাস্তস্য দুহিতা কন্যা যমুনা তস্যাঃ কচ্ছতীরে পাথোদধামা মেঘকান্তিঃ পুনঃ কিম্ভূতঃ সমুদিতঃ সম্যগুদিতো নবোঽভিনবঃ কামো যাসাম্ এবম্ভূতা যা আভীররামাবলয়ঃ গোপস্ত্রী-সমূহস্তাসাং তড়িত ইব অতি রুচিরা যে বাহবস্তত্র স্ফূর্জন্ শোভমানোঽংস স্কন্ধো যস্য সঃ। অতিজৃম্ভন্ প্রকাশমানঃ। উরু জৃম্ভন্নিতি পাঠে স এবার্থঃ ॥১৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের বর্ণনা-নৈপুণ্য কি অপূর্ব! রূপানুরাগের মাধুর্যে কাব্য-

সৌন্দর্যে, ভাষার লালিত্যে, ভাবের সম্প্রসারণে ভক্ত সামাজিকের চিত্ত-মনে তিনি যেন শ্রীমন্মদন-গোপালকে মুর্ত করিয়া দিয়াছেন। যে সকল কবি পরিমিত শক্তিশালী, তাঁহাদের কাব্যরচনাও যদি ভাবরস-পরিপাটীযুক্ত হয় তাহাও অতি মধুররূপে প্রতিভাত হয়। যেমন কোন সুকুমারী সৌন্দর্যসম্পন্না রমণীর মুখ জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তদ্রূপ রসভাবাদির সদ্ভাবে কবির কাব্যে অলৌকিক মাধুর্য ফুটিয়া উঠে। আর যাঁহারা অপরিমিত শক্তিশালী অপ্রাকৃত রসকবি, যাঁহাদের প্রতিভা ও অনুভূতি সুদূরপ্রসারী—তাঁহাদের কাব্যে যে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তভূমি আপ্লাবিত হইবে, ইহা ত বলাই বাহুল্য! শ্রীপাদ রঘুনাথের কাব্যমাধুর্য অতীব অতুলনীয়।

শ্রীপাদ রঘুনাথ পঞ্চদশ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীমন্মদনগোপালদেবের উরুদ্বয়ের এবং জানুদ্বয়ের শোভা বর্ণনা করিতেছেন। 'মদনরূপ শিল্পী যুবতীগণের অন্তররূপ মদালস করিরাজকে বন্ধন করিবার জন্য স্তম্ভের ন্যায় যাঁহার উরুদ্বয় স্থাপন করিয়াছেন।' অপ্রাকৃত নবীনমদন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার মদনমোহনদেব রসঘনবিগ্রহ। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই অখণ্ড রসের উপাদানে গঠিত। প্রেমের প্রতি ইঁহাদের যে অসাধারণ প্রভাব, তদ্দ্বারাই ইঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ মাধুর্য নিরূপণ করা সম্ভব, ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। চিনির পুতুলের যেমন সবটাই চিনি; মাধুর্য-মূরতি মদনমোহনদেবের তদ্রূপ প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই মাধুর্যময়। মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের অনুভবই তাহার প্রমাণ। যাঁহাদের অন্তর মদমত্ত করিরাজের ন্যায় অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের মাধুরীও তাঁহাদের চিত্তকরীকে বাঁধিতে পারে না—অন্যের আর কথা কি?

"স্বয়ং ভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন। গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে। গোপিকারে হাস্য করিতে হয়ে নারায়ণে॥
চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ আগে। সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীমদনমোহনের উরুর শোভা সেই গোপিকার চিত্তরূপ করিরাজকে বাঁধিবার নিমিত্ত যেন মদনশিল্পীর নির্মিত ইন্দ্রনীলমণির স্তম্ভদ্বয়।

"জম্ভারিরত্নঘটিতং কিমজাণ্ডশালা-স্তম্ভদ্বয়ং কিমতনোর্মখযূপযুগ্মম্।
কিং বেদমস্তি ললনাহৃদয়ে ভাবদ্ধালানদ্বয়ং ন তদিদং হরিসক্থিযুগ্মম্॥" (গোঃ লীঃ ১৬।৩২)

"শ্রীকৃষ্ণের উরুদ্বয় কি ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা রচিত ব্রহ্মাণ্ডভবনের স্তম্ভদ্বয়? অথবা মদনযজ্ঞের দুইটি যূপকাষ্ঠ? অথবা ললনার চিত্ত-হস্তির বন্ধনার্থ দুইটি আলানই হইবে?" শ্রীমদনমোহনের জানুদ্বয় ইন্দ্রনীলমণি নির্মিত ক্ষুদ্রগজকুম্ভের ন্যায় অতি মনোনয়নাভিরাম * গজকুম্ভ অতি বৃহৎ, মদনমোহনের জানুদ্বয় তাদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট যেন ইন্দ্রনীলমণির ক্ষুদ্র গজকুম্ভ সদৃশ।

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মদনগোপালদেবের অখিল বিশ্বের পরম আশ্রয় পদারবিন্দদ্বন্দ্বের মাধুর্য বর্ণনা করিতেছেন—ষোড়শ সংখ্যক শ্লোকে। প্রণয়রূপ অভিনব মকরন্দাস্বাদনই যাঁহার একমাত্র গতি;

---

*শ্রীগোপালরাজস্তোত্রে দ্বাদশ সংখ্যকশ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণের জানুদ্বয়ের শোভা দ্রষ্টব্য।

সেই রাধারূপ মত্তভৃঙ্গীর ইন্দ্রিয়সমূহের জীবাতুস্বরূপ শ্রীমন্মদনমোহনদেবের অরুণ পদারবিন্দদ্বন্দ্ব। শ্রীমতী রাধারাণী প্রেমেরই মূর্তিমতী অধিষ্ঠাত্রীদেবী—"প্রেমের স্বরূপ—দেহ প্রেমবিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥" (চৈঃ চঃ)। শ্রীকৃষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীরাধারাণী বিশুদ্ধমাধুর্যময়ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গাররসমাধুরী আস্বাদন করান, তাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেহ, মন, প্রাণের অভেদানুভবরূপ প্রণয়-মকরন্দাস্বাদনই তাঁহার একমাত্র গতি। এই প্রণয়ের বা অভেদানুভবেরই পরিণতি—"না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥" এই প্রেমবিলাসবিবর্তরসে নিমজ্জন। ইহা শ্রীরাধামাধবের ভাবগত ঐক্য; বস্তুগত নহে, কেবল ভাবের অভিন্নতা বা অভিন্নমননমাত্র। তাই বলা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়ের মূরতি শ্রীরাধারাণীরূপ মত্তভৃঙ্গীর ইন্দ্রিয়সমূহের জীবনোপায় শ্রীমন্মদনগোপালের অরুণ পদারবিন্দদ্বন্দ্ব! শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১৬ ১১ শ্লোকে) লিখিত আছে—

"লবণিমমধুপূর্ণং স্বাঙ্গুলিশ্রেণিপর্ণং যুবতিনয়নভৃঙ্গব্যূহপীতং সুশীতম্।
নখরনিকররোচিঃ কেশরং সৌরভোর্থী পরিমলিতদিগন্তং কৃষ্ণপাদাব্জমীড়ে॥"

"অঙ্গুলিশ্রেণী যাহার দল, নখরকান্তিই যাহার কেশর, লাবণ্যই যাহার মকরন্দরস, যাহার সৌরভ-তরঙ্গে দিগন্ত বাসিত—ব্রজযুবতীগণের নেত্রভৃঙ্গকর্তৃক পরিপীত, সেই শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল পাদপদ্মকে স্তব করি।" শ্রীমন্মদনগোপাল সেই অরুণ পদারবিন্দকে উল্লসিত করিয়া শ্রীরাধারাণীর দিকে চাহিয়া আছেন। অর্থাৎ নয়নচষকে মহাভাবময়ীর উচ্ছ্বসিত রূপমাধুরী যেন লেহন করিতেছেন!

সপ্তদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে, 'যিনি নিরুপম বিলাসান্বিত অঙ্গ-বিন্যাসভঙ্গীতে কোটিকন্দর্পেরও সৌন্দর্য-কীর্তিকে গ্লানিযুক্ত করিতেছেন।' শ্রীমদনমোহনের বিলাসান্বিত অঙ্গবিন্যাসভঙ্গী-বিষয়ে মহাজন গাহিয়াছেন—

"রসে তনু ঢর ঢর তাহে নব কৈশোর আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনি বামে ময়ুর চন্দ্রিকা ঠামে ললিত লাবণ্য রূপশেষ॥
ললাটে চন্দন—পাঁতি নব-গোরোচনা-ভাতি তার মাঝে পুনমিক চান্দ।
অলকা-বলিত মুখ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমরূপ কামিনী জনের মন-ফান্দ॥
লোকে তারে কালো কয় সহজ সে কাল নয় নীলমণি মুকুতার পাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা কদম্ব গাছেতে ঠেকা ভুবন-মোহন রূপ-ভাতি॥" (জ্ঞানদাস)

অতএব এই মোহনরূপ দর্শনে কোটিকন্দর্পের সৌন্দর্যকান্তিও গ্লানিযুক্ত হইয়া থাকে। "কামের কামান জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা গো হিঙ্গুলে বেড়িয়া দুটি আঁখি। কালিয়ার নয়ান-বাণ মরমে হানিল গো কালাময় আমি সব দেখি॥" (যদুনন্দনদাস) "চড়ি গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে, নামধরে মদন-মোহন। জিনি পঞ্চশরদর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প, রাস করে লঞা গোপীগণ॥" (চৈঃ চঃ) প্রাকৃত মদনের আর কথা কি, অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদি লোকের শ্রীনারায়ণাদির সৌন্দর্য অপেক্ষাও যাঁহার সৌন্দর্যকীর্তি সমধিকরূপে জয়যুক্ত হইতেছে! ঠাকুর বিল্বমঙ্গল স্বয়ং অনুভব করিয়া বলিয়াছেন—

"তৎকৈশোরং তচ্চ বক্ত্রারবিন্দং তৎকারুণ্যং তে চ লীলাকটাক্ষাঃ।
তৎসৌন্দর্য্যং সা চ মন্দস্মিতশ্রীঃ সত্যং সত্যং দুর্ল্লভং দৈবতেঽপি ॥"

শ্রীল মদনমোহনের সেই কিশোরমূর্তি, তাঁহার বদনকমল, তাঁহার করুণা, তাঁহার সেই অপূর্ব লীলাকটাক্ষ, তাঁহার সেই সৌন্দর্য, সেই মৃদুহাস্যের শোভা, সত্য সত্য দেবগণেরও দুর্লভ। "দৈবতেঽপি স্বর্গাদি-বৈকুণ্ঠপর্য্যন্তস্থদেবসমূহেঽপি"·········"দীব্যন্তীতি দেবাঃ, শ্রীনারায়ণাদয়ঃ।············ননু তেঽপি নিত্যকিশোরা এব তত্রাহ—তৎসাক্ষান্মন্মথত্বেন বর্ণিতম্" (ঐ সারঙ্গরঙ্গদাটীকা) অর্থাৎ এখানে দেবগণ বলিতে স্বর্গ হইতে বৈকুণ্ঠ পর্যন্তস্থিত ইন্দ্রাদি হইতে শ্রীনারায়ণ পর্যন্ত বুঝিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীনারায়ণাদিও মহাজ্যোতির্ময় এবং লীলাময়, বিশেষতঃ তাঁহারাও তো নিত্যকিশোর, তাঁহাদের পক্ষেও শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরাদি দুর্লভ কিরূপে হইতে পারে? তদুত্তরে বলা যাইতেছে—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই '**সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ**' বলা হইয়াছে, অপর কোন ভগবৎমূর্তিকে নহে।"

আবার 'যিনি শক্তিলেশদ্বারা অপরিসীম শক্তিশালী মত্তসিংহের, অহংকারকে নাশ করিতেছেন।' প্রশ্ন হইতে পারে—যিনি ঐশ্বর্য-বীর্যাদি ষড়্বিধ মহাশক্তির পূর্ণতম নিকেতন স্বয়ং ভগবান্, তিনি বিধাতার সৃষ্ট একটি সিংহ অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী—এইরূপ বর্ণনায় কিরূপে রসপুষ্টি সাধিত হইতে পারে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—মাধুর্য-বর্ণনায় ঐপ্রকার ঐশ্বর্যানুসন্ধানের কোন স্থান নাই, প্রেমিকগণের নিকট তিনি পরম মধুর পরম সুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপেই স্ফুরিত হইয়া থাকেন। তাই তাঁহার নরাকৃতিরূপের শক্তি-নিরূপণে এইরূপ বর্ণনাতেই যথার্থ রসপুষ্টি হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ রঘুনাথ অষ্টাদশ সংখ্যক শ্লোকে বলিতেছেন—'যিনি তপন-তনয়া যমুনার তীরে নবজলধর-কান্তিতে সমুদিত হইয়াছেন এবং নবকামা আভীর রামাগণের বিদ্যুল্লতার ন্যায় বাহুলতার দ্বারা যাঁহার স্কন্ধদেশ সমালিঙ্গিত হইয়া শোভা পাইতেছে!' কালিন্দীর কূলে শ্রীমন্মদনগোপালদেব নবজলদকান্তিতে বিরাজমান, যাঁহার পদনখচ্ছটায় কোটিকন্দর্প বিমোহিত বা বিমূর্ছিত হয়, সরলা অবলা ব্রজবালাগণের প্রতি তাঁহার যে কত আকর্ষণ তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহাদের অনুভূতি দিয়াই জগতের মানুষ কিছু বুঝিতে পারেন—

"বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়া ত কোটি কাম, বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ ধনু ভঙ্গীঠাম, নয়ন-কোণে পূরে বাণ, হাসিতে খসয়ে সুধারাশি ॥
সই! এমন সুন্দরবর কান।
হেরিয়া সে মুরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি, তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ॥ধ্রু॥
এ বড় কারিগরে কুন্দিলে তাহারে প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতি-ধরম ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম দমন করিবার তরে ॥
অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত কি দিব উপমা তার ॥

নাভীর উপরে লোম-লতাবলী সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনি কাম-ধনু জিনি ইন্দ্রধনুক আভা॥
চরণ-নখরে বিধু বিরাজিত মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডিদাসের হিয়া সে রূপ দেখিয়া চঞ্চল হইয়া যায়॥" (পদকল্পতরু)

নবকামা অর্থাৎ যাঁহাদের কাম বিশ্বরমণীগণের কামের মত নহে, "প্রেমৈব গোপরামাণাং কামই-ত্যগমৎ প্রথাম্। ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ" "ব্রজরামাগণের প্রেমই **কাম**' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, অন্যের কথা কি সাক্ষাৎ সম্বিতের মূর্তি উদ্ধব প্রভৃতি মহামহৎ ভগবৎপ্রিয়গণও এই কাম প্রাপ্তির নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।" সেই অভিনব কামা আভীররামাগণ যমুনাতীরে নবজলধরের ন্যায় সমুদিত কোটি-কন্দর্প-বিমোহন শ্রীমন্মদনগোপালদেবের রূপমাধুরী-দর্শনে বিদ্যুৎলতার ন্যায় সেই জলধরে জড়াইয়া থাকিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়েন এবং তথায় ছুটিয়া আসিয়া স্থিরা বিদ্যু-ল্লতার ন্যায় বাহুবল্লরীর দ্বারা তাঁহার স্কন্ধদেশ অবলম্বন করিয়া শোভা পান।

"মদনমোহন শ্রীগোবিন্দ।

মরকত মঞ্জু, মুকুর কিয়ে লাবণি, জগজন নয়ন আনন্দ॥
বরজ-যুবতী-চিত, অলস যে করি-যূথ, তা সবায় সুদৃঢ় বন্ধনে।
কন্দর্প যে কারিগর, উরুযুগ মনোহর, রস-স্তম্ভ করিলা স্থাপনে॥
মরকত গজকুম্ভ, জিনি জানু কান্তি দম্ভ, যার শোভা কাম-অগোচর।
সো হেন নাগর বর, রতন-বেদির 'পর, রাজে মদন-মোহন সুন্দর॥"১৫॥
"দ্বাদশ আদিত্যকুঞ্জে, ভ্রমরা-ভ্রমরী গুঞ্জে, ষড় ঋতু সদা বর্ত্তমান।
সেই কুঞ্জ অভ্যন্তরে, রতন-বেদির 'পরে, অপরূপ নবঘনশ্যাম॥
যে প্রণয়-মকরন্দ, অভিনব রসকন্দ, সেই মকরন্দ পান তরে।
উন্মত্ত ভ্রমরী রাধা, কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে সদা, হরি-গুণ লীলা গান করে॥
সেই প্রিয়াজীর গতি, অরুণ উজ্জ্বল দ্যুতি, হরি-পাদপদ্ম নিকেতন।
সো পহুঁ নবীন কাম, মদন-গোপাল নাম, "সনাতন" ভজন-রতন॥"১৬॥
"অতুল বিলাস অঙ্গে, বিন্যাস-ভঙ্গিমা রঙ্গে, অপরূপ শ্রীঅঙ্গ-শোভায়।
কোটি কন্দর্পের কীর্ত্তি, সৌন্দর্য্যেতে থুৎকৃতি, মদনমোহন শ্যাম রায়॥
উন্মত্ত সিংহের গর্ব্ব, অসীম যে বল দর্প, খর্ব্ব হয় বল লবে যাঁর।
সেই প্রভু কুঞ্জ-মাঝ, মদনগোপাল রাজ, গোপী-সঙ্গে করেন বিহার॥"১৭॥

"অপরূপ মদনগোপাল।

তপন-তনয়া তীরে, রতন-বেদীর 'পরে, নবঘন মুরতি রসাল॥
বরজ-ললনা-চিত, সর্ব্বেন্দ্রিয় কবলিত, সমুদিত অভিনব কামে।

নবতরুণিমভট্টাচার্য্যবর্য্যেণ শাস্ত্রং মনসিজমুনিকৢপ্তং ন্যায়মধ্যাপিতাভিঃ।
নবনব-যুবতীভির্বিভ্রদুদগ্রাহমস্মিন্ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥১৯॥
রতিমতিরচয়ন্ত্যা রাধিকা-নর্ম্মকান্ত্যা স্থগিতবচনদর্পঃ স্ফারিতান্য-প্রসঙ্গঃ।
খরমতি-ললিতাস্যে কিঞ্চিদঞ্চৎস্মিতাক্ষঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥২০॥
সবিধ রমিতরাধঃ সাগ্রজ স্নিগ্ধরূপ-প্রণয়-রুচির চন্দ্রঃ কুঞ্জখেলাবিতন্দ্রঃ।
রচিত জন-চকোর প্রেমপীযূষ বর্ষঃ স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥২১॥
মদনবলিত-গোপালস্য যঃ স্তোত্রমেতৎ পঠতি সুমতিরুদ্যদ্দৈন্যবন্যাভিষিক্তঃ।
স খলু বিষয়রাগং সৌরিভাগং বিহায় প্রতিজনি লভতে তৎপাদকঞ্জানুরাগম্ ॥২২॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীমদনগোপালস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥২১॥

অনুবাদ—নবতারুণ্যরূপ অধ্যাপক যাঁহাদিগকে মদন-ঋষি-বিরচিত ন্যায়শাস্ত্র-অধ্যয়ন করাইয়াছেন, সেই নবযুবতীগণের সহিত যিনি অবিরত ঐ শুচিরস—শাস্ত্রের বিচার বিশ্লেষণ করিতেছেন, সেই অপরূপ শ্রীমন্মদনগোপালদেব স্ফুরিত হইতেছেন ॥১৯॥

শ্রীরাধিকার রতিরসময় নর্মবাক্য-কৌশলে যাঁহার বচনগর্বস্তব্ধ হইলে যিনি অন্যপ্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্বক তীক্ষ্ণধী ললিতার বদনাব্জে মৃদুমন্দহাস্য-শোভিত কটাক্ষপাত করিতেছেন, সেই অপরূপ শ্রীমন্মদন-গোপালদেব বিরাজ করিতেছেন ॥২০॥

যিনি সতত শ্রীরাধাকে নিকটে তাঁহার সহিত ক্রীড়ারসে মগ্ন, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সহিত শ্রীল রূপগোস্বামীর প্রণয়-কুমুদ বিকাশের যিনি চন্দ্র, যিনি অনলস কুঞ্জক্রীড়ায় নিরত, যিনি নিজজনরূপ চকোরের প্রতি প্রেম পীযূষ বর্ষণ করিতেছেন, সেই অনির্বচনীয় শ্রীমন্মদনগোপাল বিরাজমান রহিয়াছেন ॥২১॥

যে সুমতি নিরতিশয় দৈন্যভরে শ্রীমন্মদনগোপালদেবের এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি কৃতান্ত—দেবের অধিকার-যোগ্য বিষয়াভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্বক প্রতিজন্মে শ্রীমন্মদনগোপালের পদারবিন্দে অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২২॥

টীকা—নব নব যুবতীভিঃ সহাস্মিন্ শাস্ত্রে উদগ্রাহং প্রাগল্ভ্যং বিভ্রৎ কুর্ব্বন্। যুবতীভিঃ কিম্ভূতাভিঃ মনসিজমুনিনা কামরূপঋষিণা কৢপ্তং রচিতং ন্যায়ং শাস্ত্রং নবতরুণিমভট্টাচার্য্যবর্য্যেণ নব নবযৌবন ভট্টাচার্য্য শ্রেষ্ঠেন কর্ত্রা অধ্যাপিতাভিঃ পাঠিতাভিঃ ॥১৯॥

রতিং তদ্বিষয়ামতিরচয়ন্ত্যা অত্যুৎকৃষ্টাং কুর্ব্বত্যা রাধিকা নর্ম্মকান্ত্যা কর্ত্র্যা স্থগিতঃ খর্ব্বীকৃতো বচনদর্পো যস্য সঃ। খরমিতি ললিতাস্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধে র্ললিতায়া মুখে কিঞ্চিদঞ্চন্তী স্বল্প প্রকাশমানে

সেই গোপবধূ-ভুজ, হেরি কাঁপে মনসিজ, বিদ্যুৎ বিজয়ী দরশনে।
হেন ভুজলতা যাঁর, স্কন্ধদেশ অলঙ্কার, সেই প্রভু মদনমোহন।
দেখি রূপ মনোহারী, বৃক্ষতলে আছে পড়ি, সনাতন গোস্বামি-চরণ ॥"১৮॥

স্মিতে মধুরহাস্যশোভিতে অক্ষিণী নেত্রে যস্য সঃ। শ্রীরাধিকায়াঃ সম্ভোগার্থং তদনুমতি গ্রহণায় তন্মুখমালোকিতবানিতি ভাবঃ ॥২০॥

সবিধে নিকটে রমিতা ক্রীড়াং কারিতা রাধা যেন সঃ। রাধিকা তু তন্নিকট এব ক্রীড়াবতী ভবতি নান্যত্র কুত্রাপীতি ভাবঃ। অগ্রজেন শ্রীসনাতনেন সহ বর্ত্তমানো যঃ স্নিগ্ধো রূপ এতন্নামা গোস্বামী তস্য প্রণয়ায় প্রণয়প্রকাশনায় রুচির চন্দ্রঃ। কুঞ্জখেলায়াং বিগতা তন্দ্রা আলস্যং যস্য সঃ। রচিতঃ কৃতো জনরূপ চকোরে প্রেমপীযূষাণাং বর্ষো যেন সঃ। যদ্দর্শনে জনমাত্রস্য প্রেমা জায়ত ইত্যর্থঃ! অন্যেঽপি চন্দ্রঃ সবিধে নিকটে রমিতা রাধা অনুরাধা নক্ষত্রবিশেষো যেনেত্যেবম্ভূতো ভবতি! অন্যৎ স্পষ্টম্ ॥২১॥

মদনেতি। মদনবলিত গোপালস্য মদনগোপালস্য এতৎ স্তোত্রং যঃ সুমতিঃ পঠেৎ স সৌরিভাগং বিষয়রাগং বিহায় প্রতিজনি প্রতিজন্ম তৎপাদ কঞ্জানুরাগং লভতে ইত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতঃ উচ্চদৈন্যমেব বন্যা জল সমূহস্তেনাভিষিক্তঃ সন্। সূরঃ সূর্য্যস্তস্যাপত্যং পুমান্ সৌরির্যমস্তস্য ভাগং তদহমিত্যর্থঃ ॥২২॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীমদনগোপালস্তোত্র-বিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপতঃ শ্রীরাধার নিত্যকিঙ্করী। তাই তাঁহার চিত্তে শ্রীরাধা-মদনমোহনের শৃঙ্গাররসময় লীলার অবাধ স্ফুরণ। উনবিংশতি শ্লোকে বলিতেছেন—নবযৌবনরূপ অধ্যাপক যাঁহাদিগকে মদন-ঋষি-বিরচিত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছেন, সেই ব্রজনবযুবতীগণের সহিত যিনি অবিরত শৃঙ্গাররসশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন।' প্রেমের পরমোৎকর্ষ-স্বরূপ যে মহাভাব, তাহাই ব্রজদেবীগণের নিজস্ব সম্পদ্। কেবল পরকীয়ভাবেই মধুরারতি মহাভাবদশা প্রাপ্ত হইতে পারে—অন্যথা নহে। যেহেতু পরকীয়ভাবেই মধুররসের চরম উল্লাস। "পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥" (চৈঃ চঃ)। "অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ।" (উঃ নীঃ) অর্থাৎ 'পরকীয়ভাবেই শৃঙ্গারের পরম উৎকর্ষ।' "ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি" (চৈঃ চঃ) যদিও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই আনন্দিনীশক্তি তথাপি যোগমায়াদ্বারা প্রত্যায়িত পরকীয়ভাবেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-বিলাসাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে বিহঙ্গী গগনে, গগনে, বনে বনে নিজের মনের সাধে সুখবিহার করিয়া বেড়ায়, সে যদি মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণপিঞ্জরেও আবদ্ধ হয়, তাহাতে কি তাহার তাদৃশ সুখোল্লাস হয়? তদ্রূপ যে সকল ব্রজসুন্দরী যমুনাতীরস্থ শ্রীবৃন্দাবনের শ্যামল বনানীর মধ্যে নিজ প্রিয়তমবস্তুকে ভাববিশেষদ্বারা লাভ করিয়া প্রফুল্লা, শ্রীগোলোকের বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যেও তাঁহারা তাদৃশ আনন্দ লাভ করিতে পারেন না। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে এই তত্ত্বটি প্রকাশ করিয়া পরকীয়রসের বিপুল উৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন—"অথ তথাপি ন তথা সুখমবাপুরিতি পুনরমুরূচিরে। নিপুণগুণ-বিস্মায়ক-তদিদমপ্যস্মাকমধিধ্যাতীতমপি মণিগৃহসংগ্রহমধ্যং পদং বন্দীগৃহবদস্পৃহয়া-মন্দীভাব্যতে। কিন্তু সল্পমপি বনকল্পং কল্পতরুবনবৎ স্পৃহণীয়ানল্পী ভাব্যতেং; তস্মাৎ পূর্ব্বানুভবধন্যং বন্যং কিঞ্চিদন্যদক্ষিতুং বাঞ্ছামঃ।" (উত্তরচম্পূ) শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজদেবীগণকে শ্রীগোলোকের

নির্মল বিভব-সমন্বিত ধাম—যাহার পথসমূহ হীরকাদি মণিদ্বারা বিদ্যোতিত এবং চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় প্রভাব-সম্পন্ন রত্নরাশির দ্বারা প্রভান্বিতরূপে দেখাইলেন, তখন ব্রজদেবীগণ ব্রজবনের ন্যায় সুখ না পাইয়া বলিলেন—'হে নাথ ! এইসকল মণিরত্নখচিত গৃহসমূহ তুমি আমাদের যাহা দেখাইলে, তাহা শিল্প-কার্যনৈপুণ্য বশতঃ বিস্ময়প্রদ এবং আমাদের বুদ্ধির অতীত হইলেও কারারুদ্ধ জনগণের কারাগৃহ সদৃশ অপকৃষ্ট বলিয়াই বোধ হইতেছে। সুতরাং ইহা আমাদের অভিলাষের বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু একটু বন্য-প্রদেশের সাদৃশ্যও যাহাতে আছে, এইপ্রকার স্থান আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়হেতু কল্পতরুবনসদৃশ স্থান অধিকতর স্পৃহণীয় মনে করি। তাই পূর্বে (শ্রীব্রজবনে) যে অনুভববিশেষ লাভ করিয়াছিলেন, সেই অনুভব দ্বারা ধন্য বন্যপ্রদেশেই গমনের ইচ্ছা করি।"

সুতরাং নিত্য পরকীয়ভাববতী ব্রজদেবীগণকে তাঁহাদের যৌবনই পরকীয়ভাবে কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছেন এবং তাঁহাদের পরমাভীষ্ট' শ্রীমন্মদনগোপালও তাঁহাদের মহাপ্রেমে বশীভূত হইয়া নিরন্তর তাঁহাদের সহিত ঐ শুচিরসশাস্ত্রের আলোচনায় মগ্ন রহিয়াছেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বিংশতি সংখ্যক শ্লোকে বলিতেছেন—'শ্রীরাধার রতিরসময় নর্মবাক্য প্রয়োগের কৌশলে শ্রীমদনমোহনের বচন-গর্ব স্তব্ধ হইয়াছে !' যিনি সাক্ষাৎ বাগাধিষ্ঠাত্রীদেবতাকর্তৃক সতত আরাধিত; প্রিয়াজীর নর্মবাক্যকুশলতায় তিনিও হার মানিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীরাধার বৈদগ্ধী-নিরূপণে লিখিয়াছেন—"বাগ্‌যুদ্ধে মুগ্ধয়ন্তী গুরুমপি চ গিরাম্" অর্থাৎ যিনি বাক্যকলহে বাক্‌পতি শ্রীকৃষ্ণকেও মুগ্ধ করেন। নাগর প্রিয়াজীর নর্মবাক্যের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছেন না। প্রিয়াজীর নিকটে এইপ্রকার পরাজয়ই যে তাঁহার যথার্থ জয়; ইহাতেই তাঁহার পরম আনন্দ। প্রিয়াজীর বাক্য-কৌশলে পরাজিত হইয়া পরাজয়ের লজ্জাকে আবরিত করিবার জন্য শ্রীমদনমোহন অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তীক্ষ্ণধী ললিতার বদনাব্জে মৃদুমন্দহাস্য শোভিত কটাক্ষপাত করিতেছেন। 'তীক্ষ্ণধী' ললিতা তাঁহার অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপনের হেতুটি যে সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়াই মৃদুমন্দ হাস্য।

একবিংশতি শ্লোকের কথা—'এইপ্রকার পরম বিদগ্ধা কান্তাশিরোমণি শ্রীরাধারাণীকে সতত নিকটে রাখিয়া শ্রীমদনমোহনদেব তাঁহার সহিত নিরন্তর ক্রীড়ারসে মগ্ন।' শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের কথা শুনিতে চাহিলে শ্রীরামরায় বলিয়াছিলেন—'রায় কহে—কৃষ্ণ হয়ে ধীরললিত। নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥ রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে। কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥" (চৈঃ চঃ) তাই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীমদনগোপালদেব সতত অনলস কুঞ্জক্রীড়ায় নিরত। শ্রীমৎ সনাতনগোস্বামিপাদ ও শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের প্রণয় বা প্রেমরূপ কুমুদ-বিকাশে যিনি পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ। 'প্রেম' না বলিয়া 'প্রণয়' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য এইযে শ্রীল সনাতনের সঙ্গে শ্রীমন্মদনগোপালের বিবিধ প্রণয়রসময় ব্যবহারের প্রসিদ্ধি শ্রীভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া

যায়। আবার শ্রীমন্মদনগোপালদেব সতত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নিজজনরূপ চকোরগণের প্রতি প্রেমামৃতরস বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই অপরূপ শ্রীমন্মদনগোপালদেব যমুনাতটে মনোহর কুঞ্জে ভক্তজন-মনোহারী-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন!

দ্বাবিংশশ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তোত্রের ফলশ্রুতি বলিতেছেন—'যে সুমতি দৈন্যনীরে অভিষিক্ত হইয়া বা সাতিশয় দৈন্যের সহিত শ্রীমন্মদনগোপালদেবের এই স্তোত্র পাঠ করেন'—ভক্তের দৈন্যই ভগবৎ কৃপাকে আকর্ষণ করে এবং ধরিয়া রাখে। পক্ষান্তরে দৈন্যহীন অভিমানিচিত্তে শ্রীভগবানের বা ভক্তিমহারাণীর কৃপালোক সঞ্চারিত হয় না। "অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন, বৃথা তার অশেষ ভাবনা।" (ঠাকুর মহাশয়)। অতএব ধন, জন, বিদ্যা, আভিজাত্যাদির অভিমান শূন্য হইয়া যে সুধী এই 'স্তব' পাঠ করেন, যে বিষয়াভিনিবেশের ফলে বিশ্বমানবকে জন্মে জন্মে যমদণ্ড ভোগ করিতে হয়, তিনি তাহা হইতে অনায়াসে বিমুক্তি লাভ করিয়া শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালদেবের করুণায় প্রতিজন্মেই তাঁহাদের পদারবিন্দে অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

"অভিনব যৌবন-, ভট্টাচার্য্য সুনিপুণ, নব নব ব্রজবালাগণে।
কাম-মুনি বিরচিত, ন্যায়-শাস্ত্র আছে যত, শিক্ষা দিলা করিয়া যতনে॥
সেই ব্রজাঙ্গনা-সনে, যিনি নিত্য কুঞ্জবনে, কামশাস্ত্র করেন বিচার।
ব্রজরাজ-নীলমণি, রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি, মদনগোপাল নাম তাঁর॥"১৯॥
"কেলিকুঞ্জে অভিনব, মদনগোপালদেব, সুত্রিভঙ্গ মুরলীবদন।
অঙ্গভরি নীল-পদ্ম বিকসিত যেন সদ্য, রাজে নীল নীরদ-বরণ॥
চারিদিকে ব্রজবালা, কুঞ্জবন করি আলা, চাঁদের তরঙ্গ বয়ে যায়।
তারমধ্যে প্রিয়তমা, শ্রীরাধিকা সর্ব্বোত্তমা, যাঁর প্রেমে মুগ্ধ শ্যামরায়॥
নর্ম্ম-বাক্যে কি মাধুরী, বিমোহিত গিরিধারী, স্তব্ধ-দেখি আপন বচন।
ভঙ্গি করি কথাছলে, অন্য পরসঙ্গ বলে, সুচাতুর্য্যে-শ্রীরাধারমণ॥
বিজয়িনী-প্রিয়া অঙ্গ, নিভৃতে করিতে সঙ্গ, খরমতি ললিতার প্রতি।
হাসিমাখা নেত্রাঞ্চলে, চাহিয়া ইঙ্গিতে বলে, কৃপাকরি দাও অনুমতি॥"২০॥
"যেমত নক্ষত্র রাধা, চাঁদ-সঙ্গে অনুরাধা, বিহরিছে নিত্য গগনেতে।
তেমতি গোকুলচন্দ্র, ক্রীড়া করায় করি ছন্দ, শ্রীরাধিকায় কুঞ্জকুটিরেতে॥
প্রভু সনাতন রূপ, প্রেমভক্তি-রসকূপ, গোস্বামীর প্রণয় কুমুদে।
প্রকাশিতে শ্রীগোবিন্দ, পরম আনন্দ-কন্দ, চাঁদের বিলাস নিকুঞ্জেতে॥
রাত্রিদিন কুঞ্জখেলা, সর্ব্বোত্তম নর লীলা, ব্রজবধূ-সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ।
কেবল লালসা প্রাণে, বৃদ্ধি হয় ক্ষণে ক্ষণে, অলসতা নাহি কোনক্ষণ॥
নন্দকুলচন্দ্র হরি, উদয়েতে জগভরি, বর্ষে প্রেম পীযূষ-লহরি।

অথ শ্রীশ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকায়ৈ নমঃ

ভাবনাম-গুণাদীনামৈক্যাৎ শ্রীরাধিকৈব যা।
কৃষ্ণেন্দোঃ প্রেয়সী সা মে শ্রীবিশাখা প্রসীদতু ।১॥
জয়তি শ্রীমতী কাচিদ্বৃন্দারণ্যবিহারিণী।
বিধাতুস্তরুণীসৃষ্টিকৌশলশ্রীরিহোজ্জ্বলা ॥২॥
ছিন্নস্বর্ণ-সদৃক্ষাঙ্গী রক্তবস্ত্রাবগুণ্ঠিনী।
নির্ব্বন্ধবদ্ধবেণীকা চারুকাশ্মীর-চর্চ্চিতা ॥৩॥
দ্বিকলেন্দু ললাটোদ্যৎ-কস্তুরী তিলকোজ্জ্বলা।
স্ফুট কোকনদদ্বন্দ্ব-বন্ধুরীকৃত কর্ণিকা ॥৪॥

অনুবাদ—ভাব, নাম ও গুণাদির ঐক্যবশতঃ যিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকারই ন্যায়, সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী শ্রীবিশাখা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥১॥

যিনি এই বিশ্বে বিধাতার তরুণী সৃষ্টির সমুজ্জ্বল শোভা-সম্পদ্রূপা, সেই বৃন্দাবনবিহারিণী অপূর্ব্বা শ্রীমতী রাধারাণী জয়যুক্তা হউন ২॥

ছিন্ন স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, যিনি অরুণবসনে অবগুণ্ঠিতা, অতি যত্নে যাঁহার বেণী নিবদ্ধ ও যিনি সুচারু কুঙ্কুমে চর্চ্চিতাঙ্গী ॥৩॥

পান করি প্রেমামৃত, ভকত চকোর যত, পিউ পিউ বলে হরি হরি ॥
সো পহুঁ নিকুঞ্জ-মাঝ, মদনগোপাল রাজ, শত কোটি দ্বিজরাজ রাজ।
কোটি মনমথ রূপ, "ভজে সনাতন-রূপ", মদন মোহন রসরাজ ॥"২১॥
"যেই জন কুতূহলে, দৈন্যরূপ বন্যাজলে, শুদ্ধচিত্তে ডুবে করি স্নান।
মদনগোপাল-স্তোত্র, সুখে পাঠ করে নিত্য, ত্রিভুবনে সেই ভাগ্যবান্ ॥
তপন-তনয় যমে, নাহি স্পর্শে কোন দিনে, বিষয়-বাসনা নাহি তার।
সদা কৃষ্ণ-নাম মুখে, জনম গোঁয়ায় সুখে, শমনের নাহি অধিকার ॥
প্রতি জন্মে হয় লাভ, প্রেমভক্তি অনুরাগ, মদনগোপাল-পাদপদ্মে।
মহাস্তোত্র-রত্ন-খনি, ভেট দিলা চিন্তামণি, শ্রীপাদ শ্রীদাস রঘুনাথে ॥"২২॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীমদনগোপালস্তোত্রের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥২১॥

যাঁহার দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় ললাটপট্টে সমুজ্জ্বল কস্তুরী তিলক শোভা পাইতেছে, প্রফুল্লিত রক্তকমল যাঁহার সুন্দর কর্ণ-ভূষণ হইয়াছে ॥৪॥

টীকা—অথ শ্রীরাধিকাস্তবাদৌ স্বাভীষ্টসম্পাদনায় শ্রীরাধিকাদ্বিতীয়াং শ্রীবিশাখাং স্তৌতি ভাবেতি। ভাবশ্চ নামচ গুণাদয়শ্চ তেষামিত্যর্থঃ। বিশাখায়া অনুরাধেতি নামান্তর মতো নামৈক্যম্। আদিনা রূপাদেগ্রহণম্। অন্যৎ স্পষ্টম্ ॥১॥

ইহ জগতি বিধাতুর্ব্রহ্মণঃ তরুণ্যা যুবত্যা যৎ সৃষ্টৌ কৌশলং তদ্রূপাসম্পত্তিঃ ॥২॥

ছিন্নেতি ছিন্নম্ অস্ত্রেণ দ্বিধাকৃতং যৎ স্বর্ণং তস্য সদৃক্ষং সদৃশমঙ্গং যস্যাঃ সা। দ্বিধাকরণপ্রদেশস্যাতিমনোহরত্বাৎ তৎ সাম্যম্। রক্তবস্ত্রেণাবগুণ্ঠনং সর্ব্বাচ্ছাদনম্ অস্যা অস্তীতি সা। নির্ব্বন্ধেনাতিযত্নেন বদ্ধা বেণী যয়া সা বহুব্রীহৌ ক প্রত্যয়ঃ ॥৩॥

দ্বে কলে যস্য স দ্বিকলঃ সচাসাবিন্দুশ্চন্দ্রশ্চেতি সঃ। ইব যল্ললাটং তত্র উদ্যতুদয়ং প্রাপ্নুবৎ যৎ কস্তূরীতিলকং তেনোজ্জ্বলা শোভমানা স্ফুটং প্রস্ফুটং যৎ কোকনদদ্বন্দ্বং রক্তোৎপলযুগলং তেন বন্ধুরীকৃতা সুন্দরীকৃতা কর্ণিকা কর্ণভূষণং যয়া সা ॥৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ ইহার পর "**শ্রীশ্রীবিশাখানন্দদাভিধ**" বা "শ্রীবিশাখানন্দদ" নামক স্তোত্র আরম্ভ করিতেছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপে শ্রীবিশাখার গণেরই অন্তর্ভুক্ত। এই স্তোত্র বিশাখাকে আনন্দদান করিবে, তাই এই স্তবের নাম দিয়াছেন, '**বিশাখানন্দদ**'। এই বিস্তৃত স্তোত্রটি তাঁহার অভীষ্ট শ্রীরাধারাণীর নাম, রূপ, গুণ ও লীলারসে ভরপূর। যেন মহাভাবামৃত রসের কল্লোলিত মন্দাকিনী-ধারা। সাক্ষাৎ মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী যে কি বস্তু, তাহা এই স্তোত্রপাঠে কিঞ্চিৎ অনুভূত হয়। স্তব তো নহে; শ্রীরাধারাণীর অপার কৃপাভাজন শ্রীপাদ রঘুনাথের বাণীতে যেন সাক্ষাৎ বৃষভানুনন্দিনীই মূর্তভাবে বিরাজ করিতেছেন! শ্রীপাদ রঘুনাথ যে শ্রীমতীর কীদৃশ কৃপাভাজন, তাহা এই স্তোত্রপাঠে কিঞ্চিৎ জানা যায়। শ্রীপাদ শ্রীরাধারাণীর অপার করুণাপ্রাপ্ত স্নেহের কিঙ্করী, মহাপ্রভুর পার্ষদরূপে বিশ্বে আবির্ভূত হইয়াছেন— পরম দুর্জ্ঞেয় শ্রীরাধাতত্ত্ব বিশ্বজীবকে জানাইতে। সুতরাং শ্রীমতীর পরম রহস্যময় মহাভাবস্বরূপেরই বিশ্লেষণ তাঁহার এই বিশাখানন্দদ স্তোত্র। মাদৃশ মায়াবদ্ধ, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র কীটানুকীটের পক্ষে এই স্তবের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের ন্যায় নিতান্ত হাস্যাস্পদ চেষ্টাব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাতে শ্রীপাদের কোটি সমুদ্রগম্ভীর এই মহাবাণীর মর্ম যে অতিশয় তরলিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং ইহাতে শ্রীপাদের শ্রীচরণে এই দীনজনের অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। নিজের অযোগ্যতা বুঝিয়াই ব্যাখ্যার নাম দেওয়া হইয়াছে '**স্তবামৃতকণা**'। শ্রীপাদের এই মহাবাণীর স্পর্শ পাইয়া ধন্য হওয়ার আশায় এই ব্যাখ্যায় কেবল তাঁহার এই বিশাল স্তব-মন্দাকিনীর এক কণিকাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। তজ্জন্য দীনজনের এই অপরাধ শ্রীপাদ নিজগুণে মার্জনা করুন—এবং কৃপাকণা বিতরণ করুণ, যাহাতে এই বিশাল বিশাখানন্দদ স্তবের এক কণিকার রহস্য এই অজ্ঞজনের চিত্তে স্ফুরিত হয়।

স্তবের প্রারম্ভেই শ্রীপাদ শ্রীবিশাখার স্তব করিতেছেন—ভাব, নাম ও গুণাদির ঐক্যবশতঃ যিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকারই ন্যায়, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী বিশাখা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' শ্রীরাধারাণীর সমবয়স্কা শ্রীবিশাখা শ্রীমতীর ন্যায়ই বামামধ্যা স্বভাব প্রাপ্তা, 'রাধা' নক্ষত্রের নামও 'বিশাখা' নক্ষত্র, তাই উভয়ের একই নাম এবং অঙ্গকান্তি, স্নিগ্ধতা প্রভৃতি গুণেও শ্রীবিশাখা শ্রীরাধারাণীরই ন্যায়, অধিক কি তিনি যেন সাক্ষাৎ শ্রীরাধাই। সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীবিশাখার প্রসন্নতা কামনা করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ। শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণের অন্যতমা হইলেও শ্রীরাধারাণীর ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত ললিতা, বিশাখাদির কখনো কখনো মিলন ঘটিয়া থাকে বলিয়া তাঁহাকে 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী' বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ রঘুনাথ দ্বিতীয় শ্লোক হইতে মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর রূপ, গুণ, লীলাদির বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন—'যিনি এই বিশ্বে বিধাতার তরুণী-সৃষ্টির সমুজ্জ্বল শোভা-সম্পদ্‌রূপা' শ্রীরাধারাণী বিধাতার সৃষ্ট তরুণী মাত্র নহেন, তিনি অনাদির আদি সর্বকারণ-কারণ শ্রীগোবিন্দের অভিন্নস্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল। ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা প্রাণবল্লভা।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্য চিদানন্দময় হইয়াও বিশ্বের কার্য, কারণ এবং তুরীয় এই ত্রিতত্ত্ব-স্বরূপ, নিত্যানন্দময়ী শ্রীরাধাও বিশ্বের কার্য, কারণ এবং তুরীয় স্বভাবস্থিতা। অতএব শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যেমন বলা হইয়াছে—"কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা। তোহে জনমি' পুন, তোহে সমাওত, সাগর-লহরীসমানা॥" (বিদ্যাপতি) শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক গুণবতী শ্রীরাধারাণীর সম্বন্ধেও তাহাই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীরাধাও তেমনি নারী আকৃতি অখণ্ড মহাভাব। অখণ্ড রসঘনবিগ্রহ পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার স্বরূপ-শক্তি-বরীয়সী মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী মায়িক সৃষ্টির বা প্রকৃতির পরপারে চিন্ময় বৈকুণ্ঠাদি ধামের সর্বোর্ধ্বে শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে সপার্ষদে নিত্য বিলসিত থাকিয়াও বিশ্বজীবের প্রতি অপার কারুণ্যবশতঃ সেই চিন্ময়ী লীলা ও লীলাধামকে মৃন্ময় ব্রহ্মাণ্ডে ভূলোকে অবতীর্ণ করান এবং নরবৎ লীলা-মাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত বিশ্বের নর-নারীর ন্যায়ই মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হইয়া ক্রমলীলায় বাল্য হইতে পৌগণ্ড, ক্রমশঃ নবতারুণ্যের প্রকাশ করেন। তাই শ্রীরাধারাণীর তারুণ্যের অলৌকিক ও অপ্রতিম রূপমাধুরী দর্শনে বিধাতা বা বিশ্বের সকলেই মনে করেন—বিধাতার তরুণী সৃষ্টির সমুজ্জ্বল শোভাসম্পদ্‌-রূপা শ্রীরাধা। অর্থাৎ শ্রীরাধারাণীর তারুণ্যদ্বারা বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা যেন বিশ্বমানবকে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তাহার তরুণীসৃষ্টির সামর্থ্য বা প্রভাব কত প্রভূত বা অপরিসীম। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলি-তেছেন—'সেই' বৃন্দাবনবিহারিণী অপূর্বা শ্রীরাধারাণী সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন!'

'ছিন্নস্বর্ণের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি। যখন বিশুদ্ধ স্বর্ণকে স্বর্ণশিল্পীরা অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন করে তখন সেই ছিন্নস্বর্ণের মধ্য হইতে যেমন উজ্জ্বল ও ঢলঢল পীতকান্তিধারা নির্গত হয়, তাহার ন্যায় শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি। মহাভাবের কান্তি—শ্রীকৃষ্ণের চিত্তচোর, কেবল উজ্জ্বল পীতাভ অংশেই এই দৃষ্টান্ত। মহাজন শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে গাহিয়াছেন—

"সহচরী মেলি চলল বর-রঙ্গিণী কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরীষ-কুসুম জিনি তনু-রুচি দিনকর-কিরণে মৈলান॥
সজনী সো ধনী চিতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি চঞ্চল নয়নক ওর॥
কোমলচরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজে দুহুঁ পাদুক করি নেল॥
চিত নয়ন মঝু এতুহুঁ সে চোরায়লি শূন হৃদয় অবসান।
মনমথ-পাপ-দহনে তনু জারত গোবিন্দদাস ভালে জান॥" (পদকল্পতরু)

কৃষ্ণানুরাগের অরুণ উত্তরীয়ে শ্রীমতী অবগুণ্ঠিতা। অতি যত্নের সহিত সখীগণ যাঁহার বেণী-বন্ধন করিয়া দেন।

"মিলিত তত্তদুপান্তিম সূত্রবত্যথ সুদেব্যুত-পুষ্প-বিচিত্রিতা।
কচততিঃ সুদৃশো বরবেণ্যভূৎ মধুরমাপ্রসৃতং প্রসৃতং যয়া॥" (কৃষ্ণভাবনামৃতম্ ৪ ৪৫)

"সুদেবী শিরোমনি-সংলগ্ন-মুক্তামালার ও ললাটিকার সূত্রের মুক্তারহিত প্রান্তভাগ সুলোচনা শ্রীরাধার কেশগুচ্ছের সহিত মিলিত করিয়া এমন সুকৌশলে সুন্দর বেণী-রচনা করিলেন যে, তাহার সকল অংশই বেণীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল— বাহির হইতে কিছুমাত্র পরিদৃষ্ট হইল না। অনন্তর সেই বরবেণী সুদেবীর স্বকরকল্পিত কুসুম-স্তবকে বিচিত্রিত হইয়া শ্রীরাধার জঙ্ঘা পর্যন্ত রমণীয়রূপে বিলম্বিত হইল।" উত্তম সুগন্ধিত কুঙ্কুমে যাঁহার সোনার বরণ অঙ্গসুচর্চিত। আবার যাঁহার দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখার ন্যায় ললাটপট্টে সমুজ্জ্বল কস্তুরীতিলক শোভা পায়।

"রাধালিকং চিল্লালকালি-মঞ্জুলং নবেন্দুলেখা-মদহারি দিব্যতি।
উপর্য্যধঃ ষট্‌পদপালি-বেষ্টিতং যথানবং কাঞ্চনমাধবীদলম্॥" (গোঃ লীঃ ১১।১০৬)

"স্বর্ণবর্ণ মাধবীলতার পত্রের উপরে ও অধোভাগে ভ্রমর পরিবেষ্টিত হইলে যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় শ্রীরাধার ললাটদেশ ভ্রূলতা ও চূর্ণকুন্তলের মধ্যবর্তি হইয়া নবোদিত চন্দ্রলেখার গর্ব খর্ব করিয়া শোভা পাইতেছে।" শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার অঙ্গগন্ধের উদ্দীপনের জন্য সখী-মঞ্জরীগণ শ্রীমতীর ঐ অপূর্ব ললাটপট্টে কস্তুরী-তিলক অঙ্কন করিয়া দেন। যাঁহার কর্ণে অরুণবর্ণ কমলের অতি উত্তম অবতংস বা কর্ণভূষণ শোভা পাইয়া থাকে।

"ভাব নাম গুণাদির বিচার করিলে। রাধিকার স্বরূপ যিনি বরজ মণ্ডলে॥
'কৃষ্ণেন্দু-প্রেয়সী' বলি যাঁর হয় খ্যাতি। শ্রীবিশাখা সুপ্রসন্না হোন মোর প্রতি॥"১॥
"বিধাতার সৃষ্টি যত তরুণীর শ্রেণী। তাহার সম্পত্তি-রূপা পরা ঠাকুরাণী॥
বৃন্দারণ্য-বিহারিণী শ্রীমতী রাধিকা। জয়যুক্ত হোন্ কৃষ্ণকেলি আরাধিকা॥"২॥
"ছিন্ন স্বর্ণ-সমতুল অঙ্গের বরণ। রক্ত-বস্ত্রে যাঁর সর্ব্ব অঙ্গ আবরণ॥

বিচিত্রবর্ণবিন্যাস-চিত্রিতীকৃতবিগ্রহা।
কৃষ্ণচোরভয়াচ্চোলী-গুপ্তীকৃতমণিস্তনী ॥৫॥
হারমঞ্জীরকেয়ূর-চূড়ানাসাগ্রমৌক্তিকৈঃ।
মুদ্রিকাদিভিরন্যৈশ্চ ভূষিতা ভূষণোত্তমৈঃ ॥৬॥
সুদীপ্তকজ্জলোদ্দীপ্তনয়নেন্দীবরদ্বয়া।
সৌরভোজ্জ্বলতাম্বূল-মঞ্জুল-শ্রীমুখাম্বুজা ॥৭॥
স্মিতলেশ-লসৎ-পক্কচারু বিম্বিফলাধরা।
মধুরালাপপীযূষ-সঞ্জীবিত-সখীকুলা ॥৮॥

অনুবাদ—বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ চিত্রিত, শ্রীকৃষ্ণরূপ তস্করের ভয়ে যিনি কঞ্চুলিকাদ্বারা স্তন-মণি গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ॥৫॥

হার, নূপুর কেয়ূর, চূড়িকা, নাসাগ্রস্থিত মুক্তা, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি উত্তম বিভূষণে যিনি বিভূষিতা ॥৬॥

যাঁহার নীলোৎপলরুচি নয়নযুগল সুদীপ্ত কজ্জলদ্বারা সুশোভিত, মধুর সুগন্ধি তাম্বূল সেবনে যাঁহার মুখাম্বুজ অতীব মনোহর ॥৭॥

যাঁহার সুপক্ক বিম্বতুল্য অধর মৃদুমন্দ হাস্যচ্ছটায় সুশোভিত, মধুরালাপরূপ পীযূষ বর্ষণে যিনি সখীকুলকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন ॥৮॥

টীকা—বিচিত্রবর্ণ-বিন্যাসেন চিত্রিতীকৃতো বিগ্রহঃ শরীরং যয়া সা চোল্যা কঞ্চুলিকয়া গুপ্তীকৃতৌ মণিরূপ স্তনৌ যয়া সা ॥৫॥

নাসায়াঃ অগ্রে যন্মৌক্তিকম্। মুদ্রিকা সাক্ষরাঙ্গুরী ॥৬"

সুদীপ্তকজ্জলেনোদ্দীপ্তম্ উদ্দীপ্তবিশিষ্টং নয়নেন্দীবরদ্বয়ং যস্যাঃ সা। সৌরভেণ উজ্জ্বলং স্বজাতীয়েভ্য উৎকৃষ্টং যৎ তাম্বূলং তেন মঞ্জুলা প্রশংসনার্হা যা শ্রীঃ শোভা তদ্বিশিষ্টং মুখাম্বুজং যস্যাঃ সা ॥৭॥

স্মিতলেশেন লসন্ শোভমানঃ পক্কচারু বিম্বীফলবদধরো যস্যাঃ সা। মধুরালাপ এব পীযূষমমৃতং তেন সঞ্জীবিতং সখীকুলং যয়া ॥৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীরাধারাণীর রূপানুরাগের তরঙ্গমালায় শ্রীপাদ রঘুনাথের হৃদয়সিন্ধু সমুচ্ছ্বসিত! সেই তরঙ্গরাজিই বর্ণনারূপে তাঁহার হৃদয়সিন্ধুকে অতিক্রম করিয়া ভক্ত সামাজিকের চিত্তরূপ বেলাভূমিকে আপ্লাবিত করিতেছে। শ্রীরাধার প্রিয়কিঙ্করী শ্রীপাদ স্বীয় প্রেমময়ী ঈশ্বরীকে

যত্নে বাঁধা মনোহারী সুবদ্ধ বেণী। কুঙ্কুমে চর্চিত অঙ্গ জয় রাধারাণী ॥"৩॥
"দ্বিকল চাঁদের সম ললাট উজ্জ্বল। কস্তুরী-তিলক চারু করে ঝলমল ॥
প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম কর্ণের কর্ণিকা। হরি-চিত্ত-চমৎকারী এই শ্রীরাধিকা ॥"৪॥

যেমনটি দেখিয়াছেন সেই প্রত্যক্ষানুভূতিই তাঁহার মধুময়ী লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে !! শ্রীরাধাপাদ-পদ্ম-গতপ্রাণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসাধকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আরও কিছু অধিক আস্বাদ্যবস্তু বিশ্বে আছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীপাদ বলিতেছেন, বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে শ্রীরাধারাণীর শ্রীঅঙ্গ বিচিত্রিত। অর্থাৎ চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী, কজ্জল, অলক্তকাদি, বিচিত্রবর্ণের তিলক, অনুলেপন ও প্রসাধনাদিতে প্রেমময়ীর শ্রীঅঙ্গ সতত চিত্রিত। 'কৃষ্ণরূপ তস্করের ভয়ে যিনি কঞ্চুলিকাদ্বারা স্তন-মণিকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন।' ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ চৌর-চূড়ামণি। বাল্যকালে পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে দধি, নবনীতাদি চুরি, পৌগণ্ডে সখাগণের বসন,-ভূষণ, পাঁচনী প্রভৃতি চুরি, কৈশোরারম্ভে গোপকন্যাগণের বসনচুরি, বংশীনাদে ও রূপমাধুর্যে গোপযুবতীগণের মন-প্রাণ চুরি, শ্রীরাধার হৃদয়চুরি, অবশেষে তাঁহার ভাব-কান্তি পর্যন্ত চুরি !! কারণ তিনি যে "গোপালকামিনীজারশ্চৌরজারশিখামণিঃ" গোপকিশোরী-গণের উপরে তাঁহার বড়ই লোভ ! বিশেষতঃ শ্রীরাধারাণীর স্তন-মণির লোভে তিনি যেন দিশাহারা ! কিঞ্চিৎ দর্শনেই বিপুল প্রলুব্ধ !!

"আধ আঁচর খসি   আধ বদনে হসি   আধহি নয়ন-তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি   আধ আচর ভরি   তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা   কনক-কটোরা   অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন   জনু বুঝি ঐছন   ফাঁস পরায়ল কাম॥" (বিদ্যাপতি)
"উরহি অঞ্চল   ঝাঁপি' চঞ্চল   আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরভাবে   শরদঘন জনু   বেকত করল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে   জীবন জুড়ায়র   টুটব বিরহক ওর।" ইত্যাদি (ঐ)

তাই সেই তস্করের ভয়ে ঈশ্বরী স্বীয় স্তনমণিকে কঞ্চুলিকাদ্বারা গোপন করিয়া রাখেন। কিন্তু রত্নের গোপনে তস্করের লোভ শান্ত হইয়া আরও সমধিক বর্ধিতই হইয়া থাকে।

"ঘন ঘন আঁচর   কুচগিরি-কাঁচর   হাসি হাসি তহি পুন হেরি।
জনু মধু মন হরি'   কনয়া কুম্ভভরি'   মুহরি রাখলি কত বেরি॥
যব মন বান্ধল   ইন্দ্রিয়-ফাঁফর   তাহি মিলল আন আন।
কাঠক পুতলি   ঐছে মুরুছায়ত   গোবিন্দদাস পরমাণ॥"

শ্রীরাধারাণীর রূপানুরাগের বন্যায় রসিক ভাবুকের হৃদয়কে আপ্লাবিত করিতে এই সব মহাজনের বর্ণনা অতুলনীয়। সাধককে কিন্তু শ্রীরাধাকিঙ্করীর অভিমান বুকে লইয়াই এই সব মহাজন-পদের রসমাধুর্য আস্বাদন করিতে হইবে। অন্যথায় প্রাকৃতভাব চিত্তে জাগিলে তিনি এই চিন্ময়ানন্দ-রসের আস্বাদনে বঞ্চিত হইবেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ আবার বলিতেছেন, 'হার, নূপুর, কেয়ূর (বাহুভূষণ বা অঙ্গদ) চূড়িকা, নাসাগ্র-স্থিত মুক্তা, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি উত্তম ভূষণে শ্রীমতী সতত বিভূষিতা। যাঁহার নীলোৎপলরুচি নয়ন-

যুগল সুদীপ্ত কজ্জলদ্বারা সুশোভিত, মধুর সুগন্ধি তাম্বূল সেবনে যাঁহার মুখাম্বুজ অতীব মনোহর হইয়াছে।' শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীরাধারাণীর ষোড়শ শৃঙ্গার ও দ্বাদশ আভরণের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"স্নাতা নাসাগ্রজাগ্রন্মণিরসিতপটা সূত্রিণী বদ্ধবেণী
সোত্তংসা চর্চ্চিতাঙ্গী কুসুমিতচিকুরা স্রগ্বিণী পদ্মহস্তা ।
তাম্বূলাস্যোরুবিন্দু-স্তবকিতাচিবুকা কজ্জলাক্ষী সুচিত্রা
রাধালক্তোজ্জ্বলাঙ্ঘ্রিঃ স্ফুরতি তিলকিনী ষোড়শাকল্পিনীয়ম্ ॥" (উঃ নীঃ)

শ্রীমতীর ষোড়শশৃঙ্গার যথা—সুবল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে সখে ! বৃষভানুজার অঙ্গশোভা দর্শন কর—ইনি স্নাতা, ইঁহার নাসাগ্রে মণিরাজ বিরাজিত, পরিধানে নীলবসন, কটিতটে নীবি, মস্তকে বেণী শোভিত, কর্ণে উত্তংস, অঙ্গে চন্দনাদির লেপন, কেশদামে কুসুম বিন্যস্ত, গলদেশে মাল্য, হস্তে কমল, শ্রীমুখে তাম্বূল, চিবুকে কস্তূরীবিন্দু, নয়নযুগলে কজ্জল, গণ্ডস্থলে মকরীপত্র, শ্রীচরণে অলক্তকরাগ এবং ললাটে তিলক এই ষোড়শ শৃঙ্গারে শ্রীমতী কিরূপ মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছেন।"

"দিব্যশ্চূড়ামণীন্দ্রঃ পুরটবিরচিতাঃ কুণ্ডলদ্বন্দ্বকাঞ্চী-
নিষ্কাশ্চক্রীশলাকাযুগবলয়ঘটাঃ কণ্ঠভূষোর্ম্মিকাশ্চ ।
হারাস্তারানুকারা ভুজকটকতুলা-কোটয়ো রত্নক্৯প্তা-
স্তুঙ্গা পাদাঙ্গুরীয়চ্ছবিরিতি রবিভির্ভূষণৈর্ভাতি রাধা ॥" (ঐ)

সুবল আবার বলিলেন—"হে সখে ! শ্রীরাধা চূড়ায় মণীন্দ্র, কর্ণে স্বর্ণময় কুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলদেশে স্বর্ণপদক, কর্ণোর্দ্ধে স্বর্ণশলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠাভরণ, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক, গলদেশে তারকার ন্যায় উজ্জ্বল মণিহার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে রত্নময় নূপুর এবং পদাঙ্গুলীসমূহে উত্তুঙ্গ পাদাঙ্গুরীয়ক—এই দ্বাদশাভরণ ধারণ করিয়া কি অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতেছেন !"

আবার 'যাঁহার সুপক্ক বিম্বফলতুল্য অধর মৃদুমন্দহাস্যচ্ছটায় শোভিত।' শ্রীরাধার হৃদয়ে যে বিপুল কৃষ্ণপ্রেম বিরাজ করিতেছে, তাহারই প্রতিবিম্ব শ্রীমতীর অরুণ অধর, তাই বিম্বফলের সঙ্গে ইহার দৃষ্টান্ত। অধিক কি শ্রীরাধার অধরবিম্ব আনন্দ ও পূর্ণামৃত সত্ত্বমূর্তি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের জীবনোপায়-স্বরূপ সুতরাং সেই অধরের অন্যগুণ বলিবার প্রয়োজন কি ?

"আনন্দপূর্ণামৃতসত্ত্বমূর্ত্তেঃ কৃষ্ণস্যজীবাতু তয়াপ্তকীর্ত্তেঃ ।
এতাবতা বর্ণিতসন্মহিম্নো রাধাধরস্যান্যগুণৈঃ কিমুক্তৈঃ ॥" (গোবিন্দলীলামৃতম্ ১১।৭৯)

'মধুরালাপরূপ অমৃতবর্ষণে যিনি সখীকুলকে জীবিত রাখিয়াছেন।' শ্রীরাধার শ্রীমুখবাণী সুধাসিন্ধুর তরঙ্গের ন্যায় বর্ণপ্রয়োগে অতীব মনোহর, পরিহাসরসপূর্ণ ও বিবিধ বাক্‌চাতুরীময়, শব্দ ও অর্থশক্তির দ্বারা রস, অলঙ্কার ও নানা ধ্বনিতে পূর্ণ, কোকিল-কোকিলা, ভৃঙ্গ-ভৃঙ্গীর ধ্বনিরও যাহা

বৃষভানুকুলোৎকীর্ত্তিবর্দ্ধিকা ভানুসেবিকা ।
কীর্ত্তিদাখনিরত্নশ্রীঃ শ্রীজিতশ্রীঃ শ্রিয়োজ্জ্বলা ॥৯॥
অনঙ্গমঞ্জরীজ্যেষ্ঠা শ্রীদামানন্দদানুজা ।
মুখরাদৃষ্টিপীযূষবর্ত্তি-নপ্ত্রী তদাশ্রিতা ॥১০॥
পৌর্ণমাসীবহিঃ-খেলৎ-প্রাণপঞ্জর-শারিকা ।
সুবল-প্রণয়োল্লাসা তত্র বিন্যস্তভারকা ॥১১॥
ব্রজেশ্যাঃ কৃষ্ণবৎ-প্রেমপাত্রী তত্রাতিভক্তিকা ।
অম্বাবাৎসল্য-সংসিক্তা রোহিণীঘ্রাতমস্তকা ॥১২॥
ব্রজেন্দ্রচরণাম্ভোজেঽর্পিতভক্তি-পরম্পরা ।
তস্যাপি প্রেমপাত্রীয়ং পিতুর্ভানোরিব স্ফুটম্ ॥১৩॥
গুরুবুদ্ধ্যা প্রলম্বারৌ নতিং দূরে বিতন্বতী ।
বধুবুদ্ধ্যৈব তস্যাপি প্রেমভূমীহ হ্রীযুতা ॥১৪॥
ললিতা-লালিতা স্বীয়প্রাণোরু-লালিতাব্রতা ।
ললিতা-প্রাণরক্ষৈক রক্ষিতা তদ্বশাত্মিকা ॥১৫॥
বৃন্দাপ্রসাধিতোত্তুঙ্গকুড়ুঙ্গানঙ্গবেশ্মনি ।
কৃষ্ণখণ্ডিতমানত্বাল্ললিতাভীতিকম্পিনী ॥১৬॥

অনুবাদ—যিনি বৃষভানুরাজার সুকীর্তি বর্ধন করেন, যিনি সূর্যদেবের উপাসিকা, কীর্তিদারূপা খনির যিনি রত্ন-শ্রী, কমলাদেবী অপেক্ষাও সৌন্দর্যে যিনি উজ্জ্বলা ॥৯॥

অনঙ্গমঞ্জরীর যিনি অগ্রজা, শ্রীদামের আনন্দদাত্রী ভগ্নী, মুখরার নয়নের যিনি সুধা-বর্তিকা এবং তাঁহার আশ্রিতা ॥১০॥

অধ্যাপক— শ্রীরাধা সেই শ্রীমুখবাণীর দ্বারা সতত সঞ্জীবনীশক্তির ন্যায় তাঁহার সখীগণকে জীবিত রাখিয়াছেন !

"অগুরু কুঙ্কুম করি হরিচন্দনেতে । বিন্যাস করিলা অঙ্গ বিচিত্র-বর্ণেতে ॥
কৃষ্ণ চৌর-চূড়ামণির ভয়ে শ্রীরাধিকা । স্তনমণি আচ্ছাদিলা দিয়া কঞ্চুলিকা ।"৫॥
"নূপুর, কেয়ূর, হার, মুক্তা নাসাগ্রেতে । করাম্বুজে বরাঙ্গুলী রত্নাঙ্গুরী তাতে ॥
ভূষিতাঙ্গী শ্রীগৌরাঙ্গী উত্তম ভূষণে । সম সখী সঙ্গিনী বরাঙ্গী কাননে ।"৬॥
"সুচিক্কণ সমুজ্জ্বল সুদীপ্ত কজ্জলে । উদ্দীপ্ত হয়েছে যার নেত্র নীলোৎপলে ॥
মঞ্জুল শ্রীমুখাম্বুজ উজ্জ্বল তাম্বূলে । সৌরভেঁতে কৃষ্ণ-ভৃঙ্গ মাতি মাতি বুলে ।"৭॥
"পক্কবিম্বফল তুল অধর-যুগল । স্মিতহাস্য সুকিরণে করে ঝলমল ॥
নিশিদিন সুমধুর অমৃত-বচনে । সঞ্জীবিত করিতেছে নিজ সখীগণে ।"৮॥

যিনি পৌর্ণমাসীদেবীর বাহিরে ক্রীড়মান প্রাণপঞ্জরের সারিকা, সুবলের প্রণয়ে যিনি উল্লসিতা এবং যিনি সুবলকে গোপন ভারার্পণ করেন ॥১১॥

ব্রজেশ্বরী যশোমতীর যিনি কৃষ্ণতুল্য প্রেমপাত্রী এবং তাঁহাতে সমধিক ভক্তিমতী, যশোদা মাতার বাৎসল্যে যিনি অভিসিক্তা, রোহিনী মা যাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করেন ॥১২॥

শ্রীনন্দমহারাজের শ্রীচরণকমলে যিনি ভক্তিপরায়ণা এবং বৃষভানু রাজার ন্যায়ই নন্দমহারাজের স্নেহপাত্রী ॥১৩॥

শ্রীবলদেবকে গুরুজন-বুদ্ধিতে যিনি দূর হইতে প্রণতি করেন, ব্রজমধ্যে লজ্জাবতী শ্রীমতী শ্রীবলদেবের বধূ-বুদ্ধিতে স্নেহের পাত্রী ॥১৪॥

যিনি ললিতার যত্নে সুলালিতা হইয়া থাকেন, ললিতা-কর্তৃক যিনি আবৃতা ও ললিতার লক্ষপ্রাণদ্বারা রক্ষিতা এবং ললিতার প্রীতিতে বশীভূতা হন ॥১৫॥

শ্রীবৃন্দার সজ্জিত কুঞ্জগৃহরূপ অনঙ্গ-সদনে যিনি শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহে মান পরিত্যাগ করিয়াও ললিতার ভয়ে কম্পিতা হন ॥১৬॥

টীকা—কীর্ত্তিদা নাম্নী তস্যা মাতা সৈব খনী রত্নাদ্যুৎপত্তিস্থানং তস্যা। রত্নরূপ শ্রীঃ সম্পত্তিঃ শ্রিয়া শোভয়া জিতা শ্রীর্লক্ষ্মী র্যয়া সা। শ্রিয়া বেশরচনয়া উজ্জ্বলা দেদীপ্যমানা। শ্রীর্বেশরচনা শোভা ভারতী সরলদ্রুমে। লক্ষ্ম্যাং ত্রিবর্গসম্পত্তিবিধোপকরণেষু চ। বিভূতৌ চ মতৌ চ স্ত্রীতি মেদিনী ॥৯॥

মুখরায়া দৃষ্টিরূপং পিযূষমমৃতং তত্র বর্ত্তিতুং শীলং যস্যা এবম্ভূতা নপ্ত্রী দৌহিত্রী। তয়া মুখরয়া আশ্রিতা বেতি তদাশ্রিতা ॥১০॥

পৌর্ণমাস্যাঃ বহিঃ খেলৎ বহিঃ প্রচরদ্যৎ প্রাণরূপ পঞ্জরং তত্র সারিকা পক্ষিণীবিশেষঃ। তত্র সুবলে ন্যস্তো বিন্যস্তো ভারো যয়া সা ॥১১॥

ব্রজেশ্যা যশোদায়াঃ। তত্র ব্রজেশ্যাম্। অম্বায়াঃ কীর্ত্তিদায়া যদ্বাৎসল্যং তেন সংসিক্তা রোহিণ্যা বলদেবমাতা আঘ্রাতো মস্তকো যস্যাঃ সা ॥১২॥

ব্রজেন্দ্রো নন্দঃ। তস্য নন্দস্য। ভানোর্বৃষভানোঃ ॥১৩॥

গুরুবুদ্ধ্যেতি প্রলম্বারৌ বলদেবে। তস্যাপি বলদেবস্যাপি ইহ রাধায়াং হ্রীযুতা লজ্জাযুক্তা প্রেমভূমী প্রেমস্থানং দীর্ঘেকারান্তোঽয়ং ভূমীশব্দঃ স্ত্রীলিঙ্গঃ ॥১৪॥

ললিতয়া লালিতা প্রাণবৎ পোষিতা। স্বীয় প্রাণেভ্যোঽপি উরুর্মহতী যা ললিতা তয়া বৃতা আবৃতা। ললিতা প্রাণরক্ষায়ৈ একা অদ্বিতীয়া রক্ষিতা রক্ষিকা। তস্যা ললিতায়া বশ আয়ত্ত আত্মা বর্ত্ম যস্যাঃ সা ॥১৫॥

বৃন্দয়া প্রসাধিতঃ সুসজ্জীকৃতো য উত্তুঙ্গকুড়ুঙ্গঃ কুঞ্জং তদেবানঙ্গবেশ্মকামমন্দিরং তস্মিন্। কৃষ্ণেন খণ্ডিতোঽনায়াসেনৈব প্রশমিতো মানো বিপ্রলম্ভভেদো যস্যাস্তথা ললিতায়াঃ সকাশাৎ যা ভীতিস্তয়া কম্পিনী কম্পযুক্তা ললিতায়া মানোপদেশিকাত্বেন তামনাপৃষ্ট্বৈব স্বস্য মান শমনাদ্ভীতিরিতি ভাবঃ ॥১৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই বিশাখানন্দদস্তোত্রে তাঁহার কোটি কোটি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় শ্রীশ্রীভানুনন্দিনীর রূপ গুণ, লীলামাধুরী পরমাবেশে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিস্তৃতস্তবে শ্রীপাদ পূর্বে বর্ণিত শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর-শতনাম স্তোত্রের ও প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্যস্তবরাজের কতকগুলি শ্লোক যথাবৎ উল্লেখ করিয়াছেন, কতকগুলি বা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই স্তবে উক্ত নবমশ্লোক হইতে ষোড়শ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, শতনাম-স্তোত্রে প্রায় সবগুলিরই যথামতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীরাধারাণীর অতিপ্রিয় নাম ও গুণগুলি শতনাম-স্তোত্রে বর্ণনা করিয়া যে আবার এই বিশাখানন্দদস্তবেও বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা দ্বিরুক্তি নহে, বস্তুতঃ ইহা 'অভ্যাস' নামক শাস্ত্রতাৎপর্য-নির্ণায়ক উপক্রম, উপসংহারাদি ষড়্বিধ লিঙ্গের অন্যতম। "উপক্রমোপসংহার অভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তি চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে॥" অর্থাৎ উপক্রম—আরম্ভ, উপসংহার-সমাপ্তি, অভ্যাস—এক বিষয়ের পুনঃপুনঃ উল্লেখ, অপূর্বতা—বিলক্ষণতা, ফল—পরিনাম, অর্থবাদ—প্রশংসা-বাক্য, উপপত্তি—যুক্তিমত্তা, শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য তাৎপর্য নির্ণয়ে এই ছয়প্রকার লিঙ্গ বা অনুমিতির সাধন-চিহ্ন থাকে। এই স্তবে শ্রীমতী রাধারাণীর এই নাম বা গুণগুলি পুনরায় লিখিত হওয়ায় বা প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজের শ্লোকের পুনরায় উল্লেখ করায় ইহাতে শ্রীপাদ রঘুনাথের সমধিক অনুরক্তি বাঞ্জিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এই শ্লোকাবলীর ব্যাখ্যার পুনরুল্লেখ করিলাম না, পাঠকবৃন্দ শ্রীশতনামস্তোত্র হইতে এই শ্লোকাবলীর স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যার আস্বাদন গ্রহণ করিবেন।

"বৃষভানু-কুলোৎকীর্ত্তি-বর্দ্ধিকা" নাম ধরে। দিবাকর আরাধিকা সূর্যকুণ্ডতীরে॥
"কীর্ত্তিদার খনিরত্নশ্রী" শ্রীরাধা মূরতি। শ্রীজিত শ্রীরাধিকা "সর্ব্বশ্রী" খেয়াতি॥"৯॥
"অনঙ্গমঞ্জরী-জ্যেষ্ঠা রাধা-ঠাকুরাণী। শ্রীদাম-কনিষ্ঠা হৈয়া আনন্দদায়িনী॥
মুখরার অমৃতময় দৃষ্টিতে দৌহিত্রী। মুখরা আশ্রিতা রাধা মধুর মূরতি॥"১০॥
"পৌর্ণমাসী বহিঃ প্রাণপঞ্জর-শারিকা। খেলা করে রাত্রি দিন কৃষ্ণ-আরাধিকা॥
সুবলের প্রণয়েতে যাঁহার উল্লাস। সর্ব্ব ভার অর্পণেতে বিচিত্র বিলাস॥"১১॥
"যশোদার কৃষ্ণতুল্য স্নেহাস্পদা রাধা। যশোদার পাদপদ্মে ভকতি সর্ব্বদা॥
জননীর বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত। কীর্ত্তিদা-নন্দিনী রাধা চরাচরে ব্যক্ত॥
মা রোহিণী যাঁর মঙ্গল কামনা করিয়া। মস্তক আঘ্রাণ করে আশীষ দানিয়া॥"১২॥
"পরম্পরা করি নিজ নির্ম্মলা ভকতি। ব্রজেন্দ্রের পাদপদ্মে অর্পিলা শ্রীমতী॥
ব্রজরাজ-নেত্রোৎসব রাধিকা-মূরতি। বৃষভানুরাজতুল্য স্নেহ প্রেম-পাত্রী॥"১৩॥
"প্রলম্বারি বলদেবে করিয়া সম্মান। দূর হৈতে গুরুবুদ্ধ্যে করেন প্রণাম॥
রাধিকায় বধূ বুদ্ধি করে বলরাম। "লজ্জাযুক্ত প্রেমভূমি" নয়নাভিরাম॥"১৪॥
"প্রাণকোটি নির্ম্মঞ্ছনে ললিতা লালিতা। শ্রীরাধিকা নাম তাঁর বৃষভানু-সুতা॥

বিশাখানর্ম্মসখ্যেন সুখিতা তদ্গতাত্মিকা ।
বিশাখাপ্রাণদীপালী–নির্ম্মঞ্ছ্য–নখচন্দ্রিকা ॥১৭॥
সখীবর্গৈক- জীবাতু–স্মিতকৈরবকোরকা ।
স্নেহফুল্লীকৃত-স্বীয়গণা গোবিন্দবল্লভা ॥১৮॥
বৃন্দারণ্য-মহারাজ্য-মহাসেক-মহোজ্জ্বলা ।
গোষ্ঠ-সর্ব্বজনাজীব্যবদনা রদনোত্তমা । ১৯॥
জ্ঞাতবৃন্দাটবী-সর্ব্বলতা-তরু মৃগ-দ্বিজা ।
তদীয়-সখ্যসৌরভ্য-সুরভীকৃত-মানসা ॥২০॥
সর্ব্বত্র কুর্ব্বতি স্নেহং স্নিগ্ধপ্রকৃতিরাভবম্ ।
নামমাত্র-জগচ্চিত্ত-দ্রাবিকা দীনপালিকা ॥২১॥
গোকুলে কৃষ্ণচন্দ্রস্য সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকম্ ।
ধীরলালিত্যবৃদ্ধ্যর্থং ক্রিয়মাণ-ব্রতাদিকা ॥২২॥
গুরু-গো-বিপ্র-সৎকাররতা বিনয় সন্নতা ।
তদাশীঃ-শত-বর্দ্ধিষ্ণু-সৌভাগ্যাদি-গুণান্বিতা ॥২৩॥
আয়ুর্গো-শ্রী-যশো দায়ি-পাকা দুর্ব্বাসসো বরাৎ ।
অতঃ কুন্দলতা নীয়মানা রাজ্ঞ্যাঃ সমাজ্ঞয়া ॥২৪॥

অনুবাদ—শ্রীবিশাখার নর্মসখ্যে যিনি সুখী হইয়া থাকেন, যিনি বিশাখাতে তদ্গতচিত্তা, বিশাখা প্রাণরূপ দীপাবলীদ্বারা যাঁহার নখরচন্দ্রিকার নির্মঞ্ছন করেন ।১৭॥

যাঁহার মৃদুহাস্যরূপ কুমুদ-কোরক সখীবর্গের জীবনৌষধি, যাঁহার স্নেহে স্বজনগণ প্রফুল্লিত হইয়া থাকেন, যিনি গোবিন্দবল্লভা ॥১৮॥

বৃন্দাবন-মহারাজ্যের মহাভিষেকে যাঁহার মহা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইয়াছে, যাঁহার বদনখানি গোষ্ঠ-বাসিজনের জীবনোপায়স্বরূপ যিনি উত্তম দশনা ।১৯॥

শ্রীবৃন্দাবনের নিখিল তরু-লতা, মৃগ-পক্ষী, যাঁহার পরিচিত এবং তাঁহাদের সখ্যপরিমলে যাঁহার অন্তর সুবাসিত ॥২০॥

স্বীয় প্রাণাধিক এই ললিতার দ্বারে । সর্ব্বদা আবৃতা যিনি এই ব্রজপুরে ॥
ব্রজেতে ললিতা "প্রাণরক্ষৈক" রক্ষিকা । অদ্বিতীয়া নাম ধরে এই শ্রীরাধিকা ॥
সর্ব্বভাবে ললিতার বশীভূত যিনি । কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি রাধা-ঠাকুরাণী ॥"১৫॥
"বৃন্দার রচিত কুঞ্জ-কাম-শ্রীমন্দিরে । খণ্ডিতা মানিনী রাধা কৃষ্ণ-ব্যবহারে ॥
কিন্তু যিনি ললিতার ভয়েতে কম্পিতা । শিক্ষা করে বিনোদিনী মানের মর্য্যাদা ॥"১৬॥

যিনি সর্বত্র স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, স্নিগ্ধ প্রকৃতি যাঁহার সহজাতসম্পদ্, যাঁহার নামোচ্চারণ মাত্রেই বিশ্বজীবের চিত্ত দ্রবিত হয়, যিনি দীনপালিকা ॥২১॥

গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের নিখিল আপদ্-বিপদ্ বিনাশপূর্বক ধীরললিতত্ব গুণ বৃদ্ধির নিমিত্ত যিনি নিয়ত ব্রতাদি করিয়া থাকেন ॥২২॥

যিনি বিনীতভাবে গুরু, গো এবং ব্রাহ্মণগণের সেবাকার্যে নিরতা এবং তাঁহাদের শত শত শুভাশীষ লাভে প্রবর্ধমান সৌভাগ্যাদিগুণে ভূষিতা ॥২৩॥

শ্রীদুর্বাসাঋষির বরে যাঁহার শ্রীহস্তের পাচিতান্ন আয়ু, গো এবং যশঃ সম্পদ্ প্রদাতা, এইজন্য কুন্দলতা যশোমতীর আদেশে নিত্য যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের রন্ধনের নিমিত্ত নন্দালয়ে আনয়ন করেন ॥২৪॥

টীকা— নর্ম্ম চ সখ্যঞ্চ তয়োঃ সমাহারস্তত্থেন তস্যাং ললিতায়াং গত আত্মা মনো যস্যাঃ সা তদ্গতাত্মিকা। বিশাখায়াঃ প্রাণা এব দীপালী দীপশ্রেণী তয়া নির্ম্মঞ্ছ্য নখচন্দ্রিকা যস্যাঃ সা ॥১৭॥

সখীবর্গস্য সখীসমূহস্য জীবাতু জীবনোপায়ং স্মিতরূপ কৈরবকোরকং যস্যাঃ সা। স্নেহেন ফুল্লীকৃতঃ প্রফুল্লীকৃতঃ স্বীয়গণো যয়া সা ॥১৮॥

বৃন্দারণ্যমেব মহারাজ্যং তত্র যো মহাসেকস্তস্য মহ উৎসবস্তেনোজ্জ্বলা শোভমানা। গোষ্ঠস্য সর্ব্বজনস্য আজীব্যং জীবনোপায়ং বদনং যস্যাঃ সা। বদনা দন্তা উত্তমা যস্যাঃ সা ॥১৯॥

জ্ঞাতা বোধগোচরীকৃতা বৃন্দাটব্যাঃ সর্ব্ব লতা তরু মৃগ দ্বিজা যয়া সা দ্বিজঃ পক্ষী। তদীয়ং তৎ সর্ব্ব লতাদি সম্বন্ধে যৎ সখ্যং অর্থাৎ স্বস্য তদেব সৌরভ্যং তেন সুরভীকৃতং মানসং যয়া সা। তৎ সখ্য এব সর্ব্বথা মনো লগ্নমিতি ভাবঃ ॥২০॥

আভবমাজন্ম স্নিগ্ধপ্রকৃতিঃ স্নিগ্ধস্বভাবা। নামমাত্রেণ রাধা ইতি নামমাত্রেণ জগতাং চিত্তস্য দ্রাবিকা দ্রবকর্ত্রী ॥২১॥

গোকুলেতি। বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সী বশঃ। ইত্যুক্তলক্ষণো ধীরললিতস্তদ্ভাবস্তৎ। অন্যৎ সুগমম্ ॥২২॥

সৎকারঃ পূজা। তেষাং বিপ্রাদীনামাশীঃশতেন বর্দ্ধিষ্ণু-বর্দ্ধনশীলো যঃ সৌভাগ্যাদিগুণস্তেনাঞ্চিতা পূজিতা ॥২৩॥

আয়ুশ্চ গৌশ্চ শ্রীঃ সম্পত্তিশ্চ যশশ্চ তানি দাতুং শীলং যস্য এবম্ভূতঃ পাকো রন্ধনং যস্যাঃ সা। অতো হেতো রাজ্ঞ্যাঃ যশোদায়াঃ সমাজ্ঞয়া আদেশেন কুন্দলতয়া নীয়মানা ॥২৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—প্রেমময়ী শ্রীবার্ষভানবীর রূপ, গুণ, লীলামৃতরসে পূর্ণা—শ্রীপাদ রঘুনাথের কাব্যতটিনী কর্ণানন্দি কুলুকুলুনাদে শ্রীরাধারাণীর প্রিয়ভক্তগণের চিত্তভূমিকে অমৃতরসে নিষিক্ত করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধাপাদপদ্মরূপ মহাভাবসিন্ধুর দিকে অবিরাম তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে! শ্রীরাধাতত্ত্বের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত-মন বার্ষভানবীর রূপ-গুণামৃতে সতত সমাহিত থাকায় প্রেমময়ী

স্বয়ং তাঁহার বাণীকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাধকগণ এই বাণীর মধ্যেই মহাভাবময়ীর মহাভাবস্বরূপের আস্বাদন লাভে ধন্য হইবেন।

শ্রীপাদ বলিতেছেন, 'শ্রীবিশাখার নর্মসখ্যে যিনি সুখী হইয়া থাকেন এবং বিশাখাতে যিনি তদ্গতচিত্তা।' শ্রীমতীর প্রাণপ্রেষ্ঠসখী বিশাখা শ্রীমতীর সমবয়স্কা এবং অভিন্নপ্রাণা। তাই তাঁহার সহিত শ্রীমতীর সখ্যটি যেমন পরিহাসরসময় এইরূপ আর অন্য কাহারও সঙ্গে হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশাখার নর্মসখ্যে পরম সুখী হইয়া শ্রীমতী বিশাখার গুণে সততই তদ্গতচিত্তা হইয়াছেন। অধিক কি, বিশাখা যেন শ্রীমতীর বাহিরে বিচরণশীল প্রাণস্বরূপা। "ত্বমসি মদসবো বহিশ্চরস্তঃ" (উঃ নীঃ) শ্রীরাধারাণী শ্রীবিশাখার প্রতি বলিলেন,—"সখি! তুমি আমার বহিশ্চর প্রাণস্বরূপা" শ্রীবিশাখাও তাঁহার অসংখ্য প্রাণরূপ দীপাবলির দ্বারা শ্রীরাধার নখচন্দ্রিকার নির্মঞ্ছন করেন। অর্থাৎ আরাত্রিকের প্রদীপশিখায় যেমন অভীষ্টের আলাই-বালাই দগ্ধ করা হয়, তদ্রূপ শ্রীবিশাখা প্রাণ দিয়াই যেন শ্রীমতীর নখররাজির আলাই-বালাই দগ্ধ করিয়া থাকেন।

'যাঁহার মৃদুহাস্যরূপ কুমুদ-কোরক সখীবর্গের জীবনৌষধি।' শ্রীরাধার সখীবর্গ এই হাস্যামৃত-মাধুরী আস্বাদনেই জীবিত রহিয়াছেন। কারণ এই স্মিতসুধা সাধারণ নহে, গোবিন্দলীলামৃতে (১১।৮৮) লিখিত আছে—

"হরেগু্ণালীবরকল্পবল্ল্যো রাধাহৃদারামমনু প্রফুল্লাঃ।
লসন্তি যা যাঃ কুসুমানি তাসাং স্মিতচ্ছলাৎ কিন্নু বহিঃ স্খলন্তি?"

অর্থাৎ "শ্রীরাধার হৃদয়রূপ পুষ্পোদ্যানে শ্রীকৃষ্ণের গুণশ্রেণীরূপ যে যে শ্রেষ্ঠকল্পলতাসমূহ প্রফুল্লিত হইয়া শোভা পাইতেছে, সেই কল্পলতার কুসুমশ্রেণীই কি বাহিরে শ্রীরাধার হাস্যরূপে স্খলিত হইতেছে?" 'যাঁহার স্নেহে স্বজনেরা প্রফুল্লিত হইয়া থাকেন।' শ্রীমতী রাধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমেরই অধিষ্ঠাত্রীদেবী। প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, স্নেহ এইগুলি এক পর্যায়বাচীশব্দ বা এইগুলি প্রেমেরই বিভিন্ন স্তর। যে প্রেম বা ভালবাসায় চিত্ত দ্রবিত হয়, তাহাকেই 'স্নেহ' বলা হয়। যে প্রেমময়ীর চিত্ত সততই স্নেহসিক্ত বা দ্রবিত তাহার পরশ পাইয়া যে স্বজনেরা প্রফুল্লিত হইবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য কি! যিনি 'গোবিন্দবল্লভা' শ্রীগোবিন্দের প্রাণাধিক প্রিয়কান্তা। রসঘনবিগ্রহ শ্যাম যাঁহার বিহনে আকুল। রসোদ্গারে সখীর প্রতি শ্রীমতীর উক্তি—

"নিজ পরসঙ্গ স্বপনে না করে আনে না পাতয়ে কান।
দিঠে দিঠে রহে নিমিখ না বহে নিরখে মঝু বয়ান॥
সই! কি না সে বন্ধুর পিরীতি কিরীতি কহিতে কহিব কি।
সে সব চরিতে কত উঠে চিতে পরাণ নিছনি দি॥
খেনে খেনে তনু পুলকে আকুল তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসির মিশালে রসের আলাপ অমিয়া সিনায় অঙ্গ।

এত করি মোরে কোরে আগোরয়ে রঞ্জয়ে বেশ বিশেষ।
জ্ঞানদাস কহে ধনি ধনি সেহ যাহেত পিরীতি-লেশ ॥" (পদকল্পতরু)

'বৃন্দাবন মহারাজ্যের মহাভিষেকে যাঁহার মহাঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইয়াছে।' বৃন্দাবন-মহারাজ্য, লোকচক্ষে পঞ্চযোজন মাত্র ব্যাপী হইলেও ইহা বিভু এবং বৈকুণ্ঠাদি অপেক্ষাও মহৈশ্বর্যসম্পন্ন। শ্রীব্রহ্মা ব্রহ্মমোহন-লীলায় বৃন্দাবনের ক্ষুদ্র একটি প্রদেশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্পদ্ দর্শন করিয়াছেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ 'মাধব-মহোৎসব' গ্রন্থে শ্রীরাধারাণীর মহাভিষেক বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীরাধার অভিষেক উপলক্ষ্যে সমাগতা সূর্যপত্নী ছায়া শ্রীপৌর্ণমাসীদেবীর নিকট বলিয়াছিলেন—

"খলু রমাঽপ্যনয়া ন সমায়তে নিগমমূর্ত্তি-মুখাদিতি নঃ শ্রুতম্।
বনমিদং মিত-যোজন-পঞ্চকং তদিহ রাজ্যমিয়ং কথমর্হতু ॥" (৬।৬০)

'হে দেবি! আমরা শ্রুতিমুখে শুনিয়াছি যে, শ্রীরমাদেবীও শ্রীরাধার তুল্যা নহেন, সুতরাং এই সামান্য পঞ্চযোজন বৃন্দাবনের রাজ্য কি তাঁহার শোভা পায়?' (নিখিল ব্রহ্মাণ্ডাবলির আধিপত্যে শ্রীরাধাকে অভিসিক্ত করিলেই আমাদের আনন্দ হয়—ইহাই ব্যঞ্জিতার্থ)। ছায়াদেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবিন্ধ্যবাসিনী (শ্রীকৃষ্ণের অনুজা) বলিয়াছিলেন—

"বনমিদং কিল যোজন-পঞ্চকাত্মকমিতি প্রথিতং খলু নান্যথা।
তদপি দৃষ্টমিদং বিধিনা পুরা লসদজাণ্ডশতাদিকমংশতঃ ॥
× × × ×
যদতিধীগতি পারক-বৈভবং প্রণয়সারময়ং সখি! তন্ময়ে।
ভবতি কৃষ্ণবনে খলু রাধিকা নৃপপদস্থিতিভাগিতি হি স্থিতিঃ ॥" (৬।৬৫ ও ৬৭)

'হে সখি! পঞ্চযোজনাত্মক বৃন্দাবন—এই কথাই সর্বত্র প্রসিদ্ধ ঠিকই, তবু প্রাচীনকালে স্বয়ং ব্রহ্মাই এই বৃন্দাবনের একাংশে শতসহস্র ব্রহ্মাণ্ডাবলি দর্শন করিয়াছেন। অতএব হে সখি! বুদ্ধির অগোচর এবং প্রণয়সারময় প্রেমদ যে সব বৈভবরাজি আছে, তাহারা নিশ্চয়ই প্রেমভূমি শ্রীবৃন্দাবনে সদাকাল অবস্থান করিতেছে। তাই প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণী ইহাতেই অধীশ্বরীপদে অভিষিক্তা হইতে সম্পূর্ণ যোগ্যা—এই মর্যাদা যথাযথ অবগত হও।" এই লোকাতীত প্রেমভূমি বৃন্দাবন-মহারাজ্যে যখন পৌর্ণমাসীদেবী শ্রীরাধারাণীর মহাভিষেক করিতেছিলেন, তখন প্রেমময়ীর শ্রীঅঙ্গ হইতে মহাপ্রেমের দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল! শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"অথ বটুভিরমুষ্যাং পূর্ণিমাস্তশ্চরেণ প্রথয়তিমনুমুচ্চার্য্যাভিষেকং নিপেন।
রুচিরুচির-সুধাভিঃ সাপি নেত্রাভিরামা সললিতমভিসিঞ্চত্যঙ্গ-সঙ্ঘং জনানাম্ ॥" (৯-৭।৪২)

"ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক মন্ত্রপাঠ করাইয়া পৌর্ণমাসীদেবী যখন সমীপবর্তি ঘটের জলদ্বারা শ্রীরাধার শিরোদেশ অভিষেক করিতে লাগিলেন, তখন নয়নানন্দ-দায়িনী শ্রীমতী কান্তিরূপ মনোরম সুধাবর্ষণে

উপস্থিত জনমণ্ডলীর অঙ্গসমূহ সুন্দররূপে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।” ‘যাঁহার শ্রীমুখ গোষ্ঠবাসিজনের জীবনোপায়।’ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক ব্রজবাসিজনরূপ চকোরকুল প্রেমময়ীর মুখচন্দ্রের জ্যোৎস্নামৃতমাধুরী পানেই সঞ্জীবিত থাকেন। ‘যাঁহার দর্শনের শোভা অতি উত্তম।’ শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১১।৮০) বর্ণিত—

“রাধাদন্তান্ বিজিতশিখরান্ ফুল্লকুন্দাদ্যমিত্রান্ বিশ্বব্যাপ্তীরিতনিজকরান্নুন্মদান্ বীক্ষ্য ধেধাঃ।
দ্রাক্ চেদোষ্ঠাধরসুপিহিতান্নাকরিষ্যত্তদা তে নানাবর্ণং জগদপি সিতাদ্বৈতমেব ব্যধাস্যন্ ॥”

অর্থাৎ “শ্রীরাধার যে সুপক্কদাড়িম্ব-বীজসদৃশ দন্তশ্রেণী মাণিক্য, কুন্দকুসুমাদি অরিগণকে জয় করিয়াছে এবং সমস্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যাহাদের নিজ কিরণজাল ব্যাপ্ত রহিয়াছে, শ্রীরাধার সেই দন্তসমূহকে যদি বিধাতা শীঘ্র ওষ্ঠাধরদ্বারা আচ্ছাদন না করিতেন, তাহা হইলে ঐ দন্তপংক্তি সারা বিশ্বকেই শুক্লবর্ণ করিয়া দিত।”

‘শ্রীবৃন্দাবনের নিখিল তরুলতা, মৃগপক্ষী যাঁহার পরিচিত।’ (এই বিষয়ে শতনাম-স্তোত্রের পঞ্চদশ শ্লোকের স্তবামৃতকণাব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর সহিত তাঁহার প্রজা বৃন্দাবনের তরুলতা, মৃগপক্ষী সকলের স্বাভাবিক সখ্য বিদ্যমান্। অতএব তাহাদের সখ্য-পরিমলে শ্রীমতীর অন্তর সর্বদা সুবাসিত।

‘যিনি সর্বত্র স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, স্নিগ্ধপ্রকৃতি যাঁহার সহজাত-সম্পদ্।’ প্রেমের পরমসার মহাভাবের উপাদানে শ্রীরাধার দেহটি গঠিত। মনটিও মহাভাবময়। কারণ মহাভাব যাঁহাতে অবস্থান করে, তাঁহার মনও মহাভাবময় হইয়া যায়, ইহা মহাভাবের শক্তি বা স্বভাব। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ” (উঃ নীঃ) ‘এই মহাভাব শ্রেষ্ঠ অমৃতস্বরূপ, ইহা যাঁহাতে অবস্থান করে, তাঁহার মনকে স্বস্বরূপত্ব প্রাপ্ত করায়।’ মহাভাব-ব্যতীত মনের আর কোন স্বতন্ত্র স্বত্তা থাকে না। তাই মনটি সব সময় সরস, স্নিগ্ধ ও স্নেহময় থাকে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, স্নিগ্ধপ্রকৃতি মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সহজাত-সম্পদ্। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া প্রেমময়ীর প্রেমময় নামোচ্চারণমাত্রেই বিশ্বমানবের চিত্ত দ্রবিত হয়। শ্রীরাধা অপার করুণাসাগররূপিণী। করুণার স্বভাব—সে অপরের দুঃখ-দুর্দশা দর্শনে স্বীয় আধারটিকে দ্রবিত করে। তাই করুণব্যক্তি দীনজনের দুঃখ দূরীকরণের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়েন। কৃপাগুণের অসীম-পারাবার-স্বরূপা শ্রীরাধারাণীও তাই ‘দীনপালিকা।’

গোকুলে সতত অসুর, রাক্ষসাদির উৎপাত দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় শ্রীমতী স্বীয় কোটিপ্রাণপ্রতিম শ্রীকৃষ্ণের আপদ্-বিপদ্ বিনাশের জন্য এবং নিরন্তর তাঁহার সুখকামনায় ধীরললিতত্ব গুণবৃদ্ধির নিমিত্ত বিবিধ ব্রতাদি করিয়া থাকেন।

পরম বিনীতা শ্রীরাধা সতত গুরু, গো ও ব্রাহ্মণগণের সেবাকার্যে নিরতা হইয়া স্বীয় অসাধারণ সেবা-দক্ষতায় তাঁহাদের শত সহস্র শুভাশীষ লাভে প্রবর্ধমান সৌভাগ্যাদিগুণে ভূষিতা হইয়া

থাকেন। যদ্যপিও নিখিল সদ্‌গুণাবলি কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর স্বতঃসিদ্ধ সম্পদ্, তথাপি লৌকিক লীলার মাধুর্য-পরিপুষ্টির নিমিত্তই শ্রীমতীর সৌভাগ্যাদি গুণদর্শনে ব্রজবাসী সকলেরই ইহা মনে হয় বুঝিতে হইবে।

আবার মহর্ষি দুর্বাসার বরে শ্রীমতী অমৃতহস্তা। দুর্বাসা ঋষির বরে তাঁহার শ্রীহস্তের পাচিত অন্ন আয়ু, গো ও যশঃ সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, ইহা ব্রজে সর্বত্র প্রসিদ্ধ। সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মীরও মূল অংশিনী শ্রীরাধার এইসব গুণসিদ্ধির জন্য দুর্বাসাঋষির বরের কোন অপেক্ষা নাই। মহর্ষি দুর্বাসা স্বতঃ-সিদ্ধ গুণবতী শ্রীরাধারাণীকে বরপ্রদান করিয়া নিজের বাণীকে সার্থক করিয়াছেন এবং ব্রজলীলার মাধুর্য-পুষ্টি ও পরকীয়রসের পৌরহিত্য করিয়াছেন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় কাতরা মাতা যশোমতী শ্রীরাধারাণীর প্রতি দুর্বাসাঋষির এই বরের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকুন্দলতাকে প্রেরণ করিয়া জটিলার অনুমতিক্রমে শ্রীকৃষ্ণের রন্ধনের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রত্যহই নন্দালয়ে আনয়ন করিয়া থাকেন।

"বিশাখার নর্ম্মসখ্যে সুখী শ্রীরাধিকা। সদা প্রেমাবিষ্ট মন দেখিলে বিশাখা॥
বিশাখার প্রাণকোটি দীপে শ্রীরাধার। আরত্রিক হয় নিতি নখ-চন্দ্রিকার॥"১৭॥
"যাঁর স্মিত জ্যোৎস্নামৃত সখীর জীবাতু। শ্রীরাধিকা নাম তাঁর পাদপদ্মে মধু॥
স্নেহামৃতে নিজগণে প্রফুল্লিত করে। গোবিন্দ-বল্লভা রাধা বিদিত সংসারে॥"১৮॥
"বৃন্দারণ্য-মহারাজ্যে মহাসেক করি। মহোজ্জ্বলা শ্রীরাধিকা পরমা সুন্দরী॥
চন্দ্রকোটি শ্রীবদন কি মাধুর্য্য তায়। গোষ্ঠবাসী জনগণে জীবন-উপায়॥
সুশোভিত দন্তপাঁতি কিবা শোভা তার। কৌমুদী ছটায় ঝরে অমৃতের ধার॥"১৯॥
"বৃন্দাবনের তরুলতা মৃগপক্ষী যত। কুঞ্জবন-বিলাসিনীর চিরপরিচিত॥
তরুলতার সখ্যরূপ সৌরভে রাধার। মানস সুরভিযুক্ত আনন্দ অপার॥"২০॥
"জনম অবধি রাধা স্নিগ্ধ-স্বভাবেতে। সর্ব্বত্র সিঞ্চন করে নিজ স্নেহামৃতে॥
"রাধা" এই দু'আখর উচ্চারণ-সঙ্গে। বিগলিত করে চিত্ত প্রেমের তরঙ্গে॥
অখিল ভুবনে যিনি দীনের পালিকা। কুঞ্জেশ্বরী রাধারাণী কৃষ্ণ আরাধিকা॥"২১॥
"কৃষ্ণচন্দ্রের সকল আপদ্ দূর করি। গোকুলেতে চিরশান্তি বিধানেতে প্যারী॥
ললিত নাগর কৃষ্ণের ধীর-লালিত্য। বৃদ্ধিতরে বিনোদিনী ব্রত করে নিত্য॥"২২॥
"নম্রভাবে অনুরাগে বৃন্দাবনেশ্বরী। গুরু, ধেনু, দ্বিজগণে নিত্য পূজা করি॥
শত শত আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির কারণে। পরম সৌভাগ্যবতী এই বৃন্দাবনে॥"২৩॥
দুর্ব্বাসা ঋষির বরে যাঁহার পক্কান্ন। আয়ু, ধেনু, যশঃ, শ্রী দানে করে ধন্য॥
অতএব যশোদার আজ্ঞা অনুসারে। নন্দসুত গোবিন্দের ভোজনের তরে॥
চতুর্ব্বিধা পরমান্ন রন্ধন করিতে। নন্দালয়ে যায় যিনি কুন্দলতা সাথে॥
সেই শ্রীরাধিকার জয় করিয়ে ঘোষণা। কৃপা কর সদা মোরে কৃষ্ণ-প্রিয়তমা॥"২৪॥

গোষ্ঠজীবাতু-গোবিন্দজীবাতু-লপিতামৃতা ।
নিজ প্রাণার্ব্বুদশ্রেণী রক্ষ্য তৎ-পাদরেণুকা ॥২৫॥
কৃষ্ণপাদারবিন্দোদ্যন্মকরন্দময়ে মুদা ।
অরিষ্টমর্দ্দি কাসারে স্নাত্রী নির্ব্বন্ধতোঽন্বহম্ ॥২৬॥
নিজকুণ্ডপুরস্তীরে রত্নস্থল্যামহর্নিশম্ ।
প্রেষ্ঠনর্ম্মালিভির্ভঙ্গ্যা সমং নর্ম্ম বিতন্বতী ।২৭।
গোবর্দ্ধনগুহালক্ষ্মীর্গোবর্দ্ধনবিহারিণী ।
ধৃতগোবর্দ্ধনপ্রেমা ধৃতগোবর্দ্ধনপ্রিয়া ॥২৮॥
গান্ধর্ব্বাদ্ভুতগান্ধর্ব্বা রাধা বাধাপহারিণী ।
চন্দ্রকান্তিশ্চলাপাঙ্গী রাধিকা বন্ধু-রাধিকা ॥২৯॥
গান্ধর্ব্বিকা স্বগন্ধাতি-সুগন্ধীকৃত গোকুলা ।
ইতি পঞ্চভিরাহূতা নামভির্গোকুলে জনৈঃ ॥৩০॥
হরিণী হরিণীনেত্রা রঙ্গিণী রঙ্গিণীপ্রিয়া ।
রঙ্গিণীধ্বনিনাগচ্ছৎসুরঙ্গধ্বনি হাসিনী ॥৩১॥
বদ্ধনন্দীশ্বরোৎকণ্ঠা কান্তকৃষ্ণৈককাঙ্ক্ষয়া ।
নবানুরাগ সম্বন্ধ মদিরোন্মত্তমানসা ॥৩২॥

অনুবাদ—যাঁহার বচনামৃত গোষ্ঠ-জীবন শ্রীগোবিন্দের জীবাতু, যিনি স্বীয় অর্বুদপ্রাণদ্বারা শ্রীগোবিন্দের পদরেণুকে রক্ষা করেন ॥২৫॥

শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ-মকরন্দ-স্বরূপ অরিষ্টমর্দনকুণ্ডে যিনি সযত্নে প্রত্যহ পরমানন্দে স্নান করিয়া থাকেন ॥২৬॥

যিনি শ্রীরাধাকুণ্ডতটের পুরোভাগে রত্নস্থলীতে প্রেষ্ঠনর্মসখীগণের সহিত সতত ভঙ্গীসহকারে নর্ম-পরিহাসরস বিস্তার করিয়া থাকেন ॥২৭॥

যিনি গোবর্ধনগুহার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, যিনি গিরিধারী শ্রীহরির প্রিয়তমা ॥২৮॥

অদ্ভুত গানবিদ্যায় পারদর্শিতাহেতু যাঁহার নাম '**গান্ধর্বা**', ভক্তের বাধাপহারিণী বলিয়া যাঁহার নাম '**রাধা**', চঞ্চলাক্ষী বলিয়া যাঁহার নাম '**চন্দ্রকান্তি**', শ্রীকৃষ্ণের আরাধিকা বলিয়া যাঁহার নাম '**রাধিকা**', স্বীয় অঙ্গসৌরভে গোকুলকে আমোদিত করেন বলিয়া যাঁহার নাম '**গান্ধর্বিকা**', এই পঞ্চনামে গোকুল-বাসী যাঁহাকে আহ্বান করেন ॥২৯-৩০॥

যিনি হরিণী ও হরিণীনেত্রা, যিনি রঙ্গিণী ও রঙ্গিণীপ্রিয়া, রঙ্গিণীর ধ্বনিতে আগমন করিয়া যিনি সুরঙ্গের ধ্বনিতে হাস্য করেন ॥৩১॥

প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকাঙ্ক্ষায় যিনি নন্দীশ্বরগমনে উৎকণ্ঠিতা হন, নবানুরাগ-সম্বন্ধজনিত মদিরাসেবনে যিনি উন্মত্তমানসা ॥৩২॥

টীকা—গোষ্ঠস্য ব্রজস্য জীবাতুর্জীবনোপায়ো যো গোবিন্দ-স্তস্য জীবাতুর্লপিতরূপামৃতং যস্যাঃ সা। নিজ প্রাণার্ব্বুদ শ্রেণ্যা রক্ষ্যো রক্ষণীয়স্তস্য কৃষ্ণস্য পাদাম্বুজরেণুর্যস্যাঃ সা ॥২৫॥

অরিষ্টমর্দ্দি কাসারে তন্নাম সরোবরে নির্ব্বন্ধতোঽতিযত্নাদন্বহং প্রত্যহং মুদা হর্ষেণ স্নাত্রী স্নানকর্ত্রীত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতে কাসারে কৃষ্ণস্য পাদারবিন্দাত্চ্যুতন্ যো মকরন্দঃ তন্ময়ে তৎপ্রচুরে। প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ ॥২৬॥

নিজেতি। নিজকুণ্ডস্য রাধাকুণ্ডস্য পুরোঽগ্রতো যত্তীরং তত্র যা রত্নস্থলী রত্নমণ্ডপস্তত্রাঽর্নিশং দিবানিশং প্রেষ্ঠনর্ম্মালিভিঃ সখীভিঃ সমং সহ ভঙ্গ্যা নর্ম্মসুখং বিতন্বতী বিস্তারয়তীত্যন্বয়ঃ ॥২৭॥

ধৃতো গোবর্দ্ধনো যেন সঃ ধৃতগোবর্দ্ধনঃ কৃষ্ণস্তত্র প্রেম যস্যাঃ সা। ধৃতগোবর্দ্ধনস্য তস্যৈব প্রিয়া ॥২৮॥

ইতি পঞ্চভির্নামভিঃ কৃত্বা গোকুলে জনৈরাহূতা ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। সোপপত্তিকানি পঞ্চ নামান্যাহ সার্দ্ধেন। অদ্ভুতং গান্ধর্ব্বং গানং যস্যা ইতি গান্ধর্ব্বেত্যেকং নাম। বাধাং দুঃখমপহর্ত্তুং শীলং যস্যাঃ সা তথেতি। রাধ্যতে ক্লেশনাশায় আরাধ্যতেঽসাবিতি রাধেতি দ্বিতীয়ম্। চলশ্চঞ্চলশ্চকোর ইব চঞ্চলোঽর্থাৎ কৃষ্ণস্যাপাঙ্গো যস্যা হেতোরিতি চন্দ্রকান্তিরিত্যেকম্ এতেন নামত্রয়ং বক্ষ্যোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রাধিকা আরাধিকেতি রাধিকেত্যেকমনেন চত্বারি ॥২৯॥

স্বস্য গন্ধেনাতিসুগন্ধিকৃতং গোকুলং যয়া সা গন্ধর্ব্বকুলোৎপন্নত্বেনাতিগন্ধবতীত্বমিতি গন্ধর্ব্বিকেত্যেকমেতেন পঞ্চ ইতি ॥৩০॥

হরিণী স্বর্ণপ্রতিমা। তথাচ মেদিনী। হরিণী হরিতায়াঞ্চ নারীভিদ্বৃত্তভেদয়োঃ। সুবর্ণ প্রতিমায়াঞ্চেতি। হরিণ্যা মৃগ্যা নেত্রে ইব নেত্রে যস্যাঃ সা তথা। রঙ্গিণী ভাবহাবাদিমতী। রঙ্গিণ্যা রঙ্গবত্যাঃ প্রিয়া। রঙ্গিণ্যা আত্মীয় হরিণ্যা যো ধ্বনিস্তেন আগচ্ছন্ যঃ সুরঙ্গঃ কৃষ্ণহরিণস্তস্য ধ্বনিনা হসিতুং শীলং যস্যাঃ সা তথা। তথাচ দীপিকা। সুরঙ্গাখ্যঃ কুরুঙ্গোঽস্যেতি। কুরঙ্গী রঙ্গিণী খ্যাতেতি চ ॥৩১॥

কান্তশ্চাসৌ কৃষ্ণশ্চেতি এবম্ভূতে কৃষ্ণে একা অদ্বিতীয়া কাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষা তয়া নন্দীশ্বরায় এতন্নাম গ্রামং গন্তুম্ উৎকণ্ঠা যস্যাঃ সা। নবানুরাগস্য সম্বন্ধ এব মদিরা সুরা তয়া উন্মত্তং মানসং যস্যাঃ সা ॥৩২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের হৃদয়-গঙ্গোত্রী হইতে মন্দাকিনীধারার ন্যায় স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে—প্রেমময়ী বার্ষভানবীর রূপ, গুণ, লীলামাধুরীর অমৃতপ্রবাহ! বিশ্বমানব এই পাবনী কাব্য-মন্দাকিনী-নীরে অবগাহন করত (শ্রবণ, কীর্ত্তনদ্বারে ইহা নিষেবণ করত) অনায়াসে ত্রিতাপজ্বালা পরিহার করিয়া শ্রীরাধামাধবের সেবানন্দলাভরূপ যে পরানির্বৃতি লাভ করিয়া ধন্য হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, শ্রীগোবিন্দ গোষ্ঠজীবন, অর্থাৎ গোষ্ঠবাসী প্রাণীমাত্রের প্রাণাপেক্ষাও পরম প্রিয়, তাঁহারও জীবাতু বা প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ শ্রীরাধারাণীর বচনামৃতরস।* ঐ শ্রীমুখচন্দ্রের বচনামৃত-রসমাধুরী আস্বাদন-ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-চকোর প্রাণধারণ করিতে পারেন না। তাই মহাজন শ্রীমতীর রসোদ্গারে গাহিয়াছেন—"কহিল কাহিনী পুছয়ে কত বেরি।" 'বচনামৃতরস আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষায় একটি কথাই পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন।' 'যিনি স্বীয় অর্বুদপ্রাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদরেণুকে রক্ষা করেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধারাণীর প্রিয়তা এতই অধিক যে, শ্রীকৃষ্ণে তো কথাই নাই, তাঁহার শ্রীচরণে যে রেণুসমূহ লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহার একটি রেণুকণাকে তিনি অর্বুদপ্রাণের তুল্য প্রীতি করেন এবং ঐ অর্বুদপ্রাণদ্বারা সেই রেণুকণাকে নির্মঞ্ছন করেন।

শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ-মকরন্দ-স্বরূপ অরিষ্টমর্দনকুণ্ডে যিনি সযত্নে প্রত্যহ পরমানন্দে স্নান করিয়া থাকেন। আদি বরাহপুরাণে বর্ণিত আছে, বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে নিধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আত্মশুদ্ধির কামনায় স্বীয় বামচরণের গোড়ালীর আঘাতে অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড নির্মাণ করেন।* শ্রীচরণের সঞ্চালনমাত্রে এত শীঘ্র শ্যামকুণ্ডের প্রকাশ হয় যে, কমল-সঞ্চালনে গলিত মকরন্দের ন্যায় শ্যামকুণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দের মকরন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। শ্রীমতী রাধারাণী শ্যামকুণ্ডে পরমযত্নে প্রত্যহ স্নান করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যেহেতু শ্যামসুন্দরের কুণ্ড শ্যামের ন্যায়ই তাঁহার পরমপ্রিয়।

'শ্রীরাধাকুণ্ডতটের পুরোভাগে রত্নস্থলীতে প্রেষ্ঠনর্ম সখীগণের সহিত যিনি ভঙ্গীসহকারে পরিহাসরস-বিস্তার করিয়া থাকেন।' ব্রজমুকুটমণি শ্রীকুণ্ড সখীগণসহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অতি রহস্যময় নির্জন বিহারের স্থান। এখানে শ্রীশ্রীরাধামাধবের স্বচ্ছন্দে নিগূঢ় লীলাবিলাস অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং শ্রীমতী এখানে স্বীয় পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণের (ললিতা) বিশাখাদির সহিতও শ্রীকৃষ্ণের বিলাস সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। তাই তিনি শ্রীকুণ্ডের সম্মুখে রত্নস্থলীতে সখীগণের সহিত বসিয়া শৃঙ্গাররসময় বিবিধ পরিহাসবাণীর রসভঙ্গীর সহিত আলাপন করিয়া থাকেন।

'যিনি গোবর্ধনগুহার সাক্ষাৎ কমলা-স্বরূপিণী' স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিবরীয়সী মহালক্ষ্মীগণেরও পরম অংশিনী শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়ভাবে দুর্লভতা, বহুবার্যমাণতা এবং প্রচ্ছন্নকামতার ভিতর দিয়া পরমোৎকর্ষময় শৃঙ্গাররসমাধুরীর আস্বাদন হইয়া থাকে। তাই শ্রীনারায়ণ, শ্রীরাম, শ্রীদ্বারকানাথ প্রভৃতির ন্যায় কমলাগণের সহিত স্বীয় সুখসদনেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার সম্পন্ন হইতে পারে না। গোপনে বৃন্দাবনের কুঞ্জে, শ্রীরাধাকুণ্ডতটের গোপন কুঞ্জে, শ্রীগিরিরাজের গুহায় শ্রীরাধামাধবের বিলাস সম্পন্ন হয়। তাই শ্রীরাধারাণীকে গোবর্ধনগুহার কমলা বলা হইয়াছে। 'যিনি গিরিধারী শ্রীহরির প্রিয়তমা' ব্রজে শ্রীহরির প্রিয়া মহাভাববতী বহু ব্রজসুন্দরীই আছেন, কিন্তু মহাভাবের

*শ্রীমদনগোপালস্তোত্রের সপ্তম শ্লোকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

*স্তবাবলী (প্রথমখণ্ডে) ২১৯ পৃষ্ঠার স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরমসার মাদনাখ্যভাববতী শ্রীরাধারাণী সকলের শ্রেষ্ঠা, তিনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। পরম প্রিয়তমা শ্রীরাধারাণীর দর্শন এবং তাঁহার সহিত আলাপনাদি শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রযাগ-খণ্ডন করিয়া গিরিরাজের যজ্ঞ স্থাপন এবং ইন্দ্রকর্তৃক বজ্রবৃষ্টিতে ব্যাকুল ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গিরিধারণ-লীলা একটি অন্যতম মুখ্যহেতু বলিয়া শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ শ্রীগোপালচম্পূগ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

উনত্রিংশ এবং ত্রিংশসংখ্যক শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ গোকুলবাসিগণের প্রিয় শ্রীরাধারাণীর পাঁচটি নাম উল্লেখ করিতেছেন। অতি অদ্ভুত গানবিদ্যায় পারদর্শিতাহেতু যাঁহার একটি নাম 'গান্ধর্বা'। (শতনামস্তোত্রে গান্ধর্বিকা ও 'গান্ধর্বারাধিকা' এই দুইটি নামের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ভক্তের বাধাহারিণী বলিয়া যাঁহার নাম 'রাধা'। 'রাধা' নামের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমরা শতনামস্তোত্রের প্রারম্ভেই যথামতি আলোচনা করিয়াছি। এখানে শ্রীপাদ বলিতেছেন, ভক্তের বাধাপহারিণী বলিয়া শ্রীমতীর একটি নাম 'রাধা'। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সাধকগণের ন্যায় ভক্তের ভক্তিসাধনপথে কোন বাধাই তাঁহাদের ভজনপথকে ব্যাহত করিতে পারে না, পরন্তু ভক্তের বাধাবিঘ্ন ভজনপথের সোপানস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের লোকে লইয়া যায়—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত প্রণিহিত সিদ্ধান্ত * যে অমূর্ত হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি এক কণিকামাত্র জৈবাধারে সংক্রমিত হইয়া বাধা-বিঘ্নকে ভক্তের ভজনপথের সহায়ক করিয়া তোলে, সেই হ্লাদিনীশক্তির মূর্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী-দেবী শ্রীরাধারাণীর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত সাধকের যে বাধা কোন অনিষ্টই করিতে পারে না—তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীরাধা চলাপাঙ্গী বা চঞ্চলাক্ষী বলিয়া তাঁহার একটি নাম 'চন্দ্রকান্তি'। শ্রীমতীর 'চন্দ্রকান্তি' নামের ব্যাখ্যা আমরা শতনামস্তোত্রে (৯৬২ পৃঃ) কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। চন্দ্রকান্তি অর্থাৎ জ্যোৎস্না যেমন স্নিগ্ধ, সুন্দর ও সুষমাময়, শ্রীরাধার চপলাপাঙ্গও তেমনি স্নিগ্ধ, সুন্দর ও সুষমাময় এই অর্থেই বোধ হয় দুইটি শব্দের সাম্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কেননা চটুল শব্দের অর্থ চঞ্চল, শ্রীল কবিকর্ণপুরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে 'চটুলিমা' শব্দটি সৌন্দর্যার্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা "চলশ্চঞ্চলশ্চকোর ইব চঞ্চলোঽর্থাৎ কৃষ্ণস্যাপাঙ্গো যস্যা হেতোরিতি চন্দ্রকান্তিঃ" অর্থাৎ চলাপাঙ্গী বলিতে যাঁহার দর্শনের জন্য চঞ্চল চকোরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রলুব্ধ নয়ন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহার একটি নাম 'চন্দ্রকান্তি'। আবার যিনি অঙ্গসৌরভে গোকুলকে আমোদিত করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'গান্ধর্বিকা'। এখানে অতুলনীয় অঙ্গগন্ধহেতুই 'গান্ধর্বিকা' এই প্রকার অর্থগ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীমতী পদ্মিনী রমণীকুলের শিরোমণি-স্বরূপা, তাই তাঁহার অঙ্গ-পরিমলে গোকুল আমোদিত হইয়া থাকে। গোকুলবাসিগণ তাঁহাদের পরমপ্রিয় এই পাঁচটি নামে শ্রীমতীকে আহ্বান করিয়া থাকেন।

যিনি 'হরিণী' ও 'হরিণীনেত্রা'। সুবর্ণপ্রতিমাকে 'হরিণী' বলা হয়, "হরিণী হরিতায়াঞ্চ

*"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ" ইত্যাদি (ভাঃ ১০।২।৩৩) শ্লোক এবং উহার তোষণীটীকা দ্রষ্টব্য।

নারীভিদ্ভ্রুত্তভেদয়োঃ। সুবর্ণপ্রতিমায়াঞ্চেতি" মেদিনী। শ্রীমতী সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় তাই তিনি হরিণী। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে বর্ণিত আছে বৃন্দাবন-নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস করিবার নিমিত্ত বুঞ্জাভ্যন্তরে শোভাসম্ভাররূপে সুসজ্জিত কাঞ্চনপঞ্চালিকা বা সুবর্ণ প্রতিমাসমূহের মধ্যে শ্রীমতী দাঁড়াইয়া থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া তো নহেই, স্পর্শ করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারেন না, কারণ শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে তাঁহার অঙ্গে সাতিশয় জাড্যভাবের উদয় হওয়ায় সুকোমল দেহবল্লরী স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায়ই কাঠিন্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার শ্রীমতী হরিণীনেত্রা, অর্থাৎ হরিণীগণের নয়ন যেমন আকর্ণবিশ্রান্ত এবং চপল, শ্রীমতীর নয়নও অতি বিশাল, আকর্ণবিশ্রান্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনোৎকণ্ঠায় অতি চপল। শ্রীমতী 'রঙ্গিণী' ও 'রঙ্গিণীপ্রিয়া'। হাব, ভাব, কিলকিঞ্চিতাদি অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া অতি বিচিত্র লীলারঙ্গ বিস্তার-কারিণী বলিয়াই তিনি 'রঙ্গিণী' এবং 'রঙ্গিণী' অর্থাৎ পরমপ্রেষ্ঠ অষ্টসখীর অন্যতমা 'রঙ্গবতী' নাম্নী সখীর প্রাণতুল্য প্রিয়, তাই 'রঙ্গিণীপ্রিয়া'। তাঁহার নিজের হরিণী রঙ্গিণীর ধ্বনিতে শ্রীমতী আগমন করেন, কারণ রঙ্গিণী হরিণী তাঁহার অতিশয় প্রিয়। আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হরিণ সুরঙ্গের ধ্বনিতে তিনি হাস্য করেন, তাহার কারণ সুরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে থাকিতে পারে না বলিয়া সুরঙ্গের ধ্বনি প্রাপ্ত হইলেই শ্রীকৃষ্ণের আগমন-সম্ভাবনায় শ্রীমতীর বদনে হাস্যোদ্গত হইয়া থাকে।

'প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকাঙ্ক্ষায় যিনি নন্দীশ্বর-গমনে উৎকণ্ঠিতা হইয়া থাকেন।' এইজন্য কুন্দলতা যখন শ্রীরাধারাণীকে রন্ধনের নিমিত্ত নন্দীশ্বরে লইবার জন্য জটিলার আদেশ লইয়া শ্রীরাধারাণীর নিকট আগমন করেন তখন তিনি হর্ষোৎফুল্লা হইয়া কুন্দলতাকে বলেন—

"ব্রজপুর-পরমেশ্বরী-প্রসাদং ময়ি সখি! বক্তি তবোদয়ো হ্যকস্মাৎ।
ন শিশিররুচিনা বিনৈব পূর্ব্বাং দিশমধিরাত্রি সমেতি কাপি লক্ষ্মীঃ॥
তদহমনুমিমে নিদেশ-দম্ভাৎ, কিমপি কৃপামৃতমেব সা ব্যতারীৎ।
যদিদমনুপলভ্য যন্মমাত্মা, স্বমপি সখেদমবৈত্যনাত্মনীনম্॥" (কৃঃ ভাঃ ৫।১-২)

'হে সখি কুন্দলতে! তোমার অকস্মাৎ আগমনে আমার প্রতি ব্রজেশ্বরীর প্রসাদই অভি-ব্যক্ত হইতেছে। কেননা রজনীতে চন্দ্রোদয়ব্যতীত পূর্বদিক্ কোনও অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করে না। হে সখি! আমি অনুমান করি যে, ব্রজেশ্বরী আজ্ঞাচ্ছলে আমায় কোন কৃপামৃতই বিতরণ করিয়াছেন, যাহার অপ্রাপ্তিতে আমার দুঃখিত চিত্ত নিজেকেই নিজের অহিতকারী বলিয়া বোধ করিতেছিল।' আবার 'নবানুরাগের সম্বন্ধজনিত মদিরাসেবনে যিনি সতত উন্মত্ত-মানসা।' শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীমতীর কেবল অনুরাগেরই সম্বন্ধ, এইটিই পরকীয়ভাবের পরমোৎকর্ষ। নিত্য নব-নবায়মান তৃষ্ণাময়ী কৃষ্ণা-নুরাগের প্রাবল্যে শ্রীমতী সতত উন্মত্ত-মানসা। এই নবানুরাগরূপ মদিরাসেবনে উন্মত্তচিত্তা শ্রীমতী অনায়াসে কুলধর্ম, দেহধর্মাদি ভুলিয়া গিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে অনুরক্তা হইয়াছেন।

"ব্রজের জীবন কৃষ্ণের জীবন ঔষধি। শ্রীরাধার বাক্যাবলি অমৃত-অবধি॥
কৃষ্ণপাদপদ্মরেণু চিন্তামণি-ধাম। রক্ষা করে বিনোদিনী দিয়া কোটি প্রাণ॥"২৫॥

মদনোন্মাদি-গোবিন্দমকস্মাৎ প্রেক্ষ্য হাসিনী।
লপন্তী রুদতী কম্প্রা রুষ্টা দষ্টাধরাতুরা ॥৩৩॥
বিলোকয়তী গোবিন্দে স্মিত্বা চারুমুখাম্বুজম্।
পুষ্পাকৃষ্টিমিষাদূর্দ্ধে ধৃতদোর্মূলচালনা ॥৩৪॥
সমক্ষমপি গোবিন্দমবিলোক্যেব ভাবতঃ।
দলে বিলিখ্য তন্মূর্ত্তিং পশ্যন্তী তদ্বিলোকিতাম্ ॥৩৫॥
লীলয়া যাচকং কৃষ্ণমবধীর্য্যেব ভামিনী।
গিরীন্দ্রগহ্বরং ভঙ্গ্যা পশ্যন্তি বিকসদ্দৃশা ॥৩৬॥
সুবলস্কন্ধ-বিন্যস্ত-বাহৌ পশ্যতি মাধবে।
স্মেরা স্মেরারবিন্দেন তমালং তাড়য়ন্ত্যথ ॥৩৭॥
লীলয়া কেলিপাথোজং স্মিত্বা চুম্বতি-মাধবে।
স্মিত্বা ভালাত্তকস্তূরী-রসং ঘ্রাতবতী সকৃৎ ॥৩৮॥

"কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সদা মকরন্দ ঝরে। সেই মকরন্দে পূর্ণ যেই সরোবরে ॥
'অরিষ্টমর্দ্দী' নাম মহাতীর্থ ধাম। সরোবরে কুঞ্জেশ্বরী নিত্য করে স্নান ॥"২৬॥
"নিজকুণ্ডতীরে রাই রতন-মণ্ডপে। নিশিদিন প্রিয়নর্ম সখীগণ সাথে ॥
ভঙ্গি করি হাস্য-পরিহাস রসরঙ্গে। বিস্তার করিছে কত সুখের তরঙ্গে ॥"২৭॥
"গোবর্দ্ধন-গুহালক্ষ্মী রাধা-বিনোদিনী। গোবর্দ্ধন-বিহারিণী দিবস-রজনী ॥
গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণে নিত্য প্রেম যাঁর। গিরিগুহা গৃহিণীর পদে নমস্কার ॥"২৮॥
"সঙ্গীতেতে সুপণ্ডিতা নামেতে 'গান্ধর্ব্বা'। সর্ব্ব দুঃখ-ক্লেশ হরে তাতে নাম 'রাধা' ॥
যাঁহার দর্শন তরে কৃষ্ণ নেত্রাঞ্চল। চঞ্চল চকোর সম সদাই চঞ্চল ॥
এই অর্থে 'চন্দ্রকান্তি' যিনি ব্রজধামে। অনন্ত প্রণাম করি তাঁহার চরণে ॥
'বন্ধু' শব্দে এই অর্থ কৃষ্ণ—আরাধিকা। কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি নাম 'শ্রীরাধিকা' ॥
যাঁহার অঙ্গের গন্ধে সুগন্ধি গোকুল। কুঞ্জবনে "গান্ধর্ব্বিকা" নাম সমতুল ॥
এই পঞ্চ নামে নিত্য ব্রজবাসী জন। যাঁহার মঙ্গল কীর্ত্তি করয়ে কীর্ত্তন ॥"২৯ ৩০॥
"বরজ-মণ্ডলে রাই সোনার প্রতিমা। রঙ্গিণী সখীর প্রিয়া হরিণী-লোচনা ॥
হরিচিত্ত মনোহারী 'রঙ্গিণী' শ্রীরাধা। সুরঙ্গ-হরিণের শব্দ উপহাসে সদা ॥
'রঙ্গিণী'-হরিণী শব্দ করিয়া শ্রবণে। অভিসারে যায় নিত্য নিকুঞ্জ-কাননে ॥"৩১॥
"কান্ত কৃষ্ণ অভিলাষে ব্যাকুলিত প্রাণ। নন্দীশ্বরে অভিসারে উৎকণ্ঠা প্রধান ॥
অভিনব অনুরাগ সম্বন্ধ মদিরায়। যাঁহার মানস নিত্য উন্মত্ত সদায় ॥"৩২॥

অনুবাদ—মদনোন্মত্ত গোবিন্দকে সহসা দর্শন করিয়া যিনি হাস্য, প্রলাপ, রোদন, কম্প, ক্রোধ, অধরদংশন এবং কাতরতা প্রকাশ করেন ॥৩৩॥

শ্রীগোবিন্দ মৃদুমন্দ হাস্যের সহিত যাঁহার মনোহর মুখকমল অবলোকন করিলে যিনি পুষ্পাকর্ষণ-ছলে উর্ধ্বে বাহুমূল সঞ্চালন করেন ॥৩৪॥

শ্রীগোবিন্দ সম্মুখে অবস্থান বা অবলোকন করিলেও যিনি ভাববিশেষের উদয়ে তাঁহাকে না দেখিয়া পুষ্পদলে অঙ্কিত শ্রীগোবিন্দমূর্তি দর্শন করেন ॥৩৫॥

যে ভামিনী প্রেমপ্রার্থী শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়াই যেন ভঙ্গীর সহিত প্রফুল্লনেত্রে গিরিকন্দরকে দর্শন করেন ॥৩৬॥

মাধব সুবলের স্কন্ধে বাহুবিন্যাস করিয়া দর্শন করিলে যিনি মৃদুমন্দহাস্যের সহিত বিকসিত লীলাকমলদ্বারা তমালকে তাড়না করেন ॥৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্যে লীলারঙ্গে যখন লীলাকমলকে চুম্বন করেন, তখন যিনি সহাস্যবদনে স্বীয় ললাট হইতে কস্তূরীরস লইয়া একবারমাত্র তাহা আঘ্রাণ করেন ॥৩৮॥

টীকা—মদনেতি। সুগমম্ ॥৩৩॥

পুষ্পাকৃষ্টিমিষাৎ পুষ্পাকর্ষণচ্ছলাৎ উর্ধ্বে ধৃতং দোর্মূলচালনং বাহুমূল-সঞ্চালনং যয়া ॥৩৪॥

সমক্ষমিতি। অবিলোক্যেব অদৃষ্ট্বেব। তদ্বিলোকিতাং কৃষ্ণেন বিলোকিতাম্ ॥৩৫॥

অবধীর্য্য অবজ্ঞায়। ভামিনী কোপিনী ॥৩৬॥

মাধবে পশ্যতি সতি স্মেরা ঈষদ্ধাস্যবতী স্মেরারবিন্দেন বিকসিতারবিন্দেন ॥৩৭॥

কেলিপাথোজং লীলাপদ্মম্। ভালাৎ কপালাৎ আত্তো গৃহীতো যঃ কস্তূরীরসস্তম্। ভাবস্তু ব্যক্ত এব ॥৩৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই কয়েকটি শ্লোকে মহাভাবের মূরতি শ্রীরাধারাণীর ভাবাভিব্যক্তির কয়েকটি মধুর চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষানুভূতিটিই শ্লোক-চ্ছন্দে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিঙ্করীরূপে ভাবের মূরতি শ্রীমতীকে যেমনটি দেখিয়াছেন, তেমনি বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ দর্শন-ব্যতীত এইপ্রকার বর্ণনা যে সর্বথা অসম্ভব তাহা শ্লোকগুলি পাঠ করিলে অনায়াসেই বুঝা যায়। শ্রীপাদ বলিতেছেন, মদনোন্মত্ত শ্রীগোবিন্দকে সহসা দর্শন করিয়া যাঁহার হাস্য, প্রলাপ, রোদন, কম্প, ক্রোধ, অধরদংশন এবং কাতরতা এই সাতটি ভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহাকেই শ্রীউজ্জ্বলে '**কিলকিঞ্চিত**' ভাব আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥" 'হর্ষবশতঃ গর্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎহাস্য, অসূয়া (দ্বেষ), ভয় ও ক্রোধ এই সাতটি ভাবের এককালে উদয়কে "কিলকিঞ্চিত" বলা হয়।' এখানে মদনোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণের

দর্শনে হর্ষ, তজ্জনিত হাস্য, প্রলাপে অভিলাষ ব্যক্ত হইতেছে। কম্পটি ভয় হইতে সঞ্জাত, অধরদংশনে গর্বের প্রকাশ এবং কাতরতায় অসূয়া সূচিত হইয়াছে।

"গর্ব্ব অভিলাষ ভয় শুষ্ক রুদিত। ক্রোধ অসূয়া-সহ আর মন্দস্মিত॥
নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন। যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন॥
দধি, খণ্ড ঘৃত-মধু-মরিচ-কর্পূর। এলাচি-মিলনে যৈছে 'রসালা' মধুর॥
এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন। সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ॥"

এই কিলকিঞ্চিত ভাববতী শ্রীরাধারাণীর শ্রীবদন ও নয়ন দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রয়োগ অপেক্ষাও কোটিগুণ আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।

'শ্রীকৃষ্ণ মন্দহাস্যের সহিত যাঁহার মনোহর মুখকমল অবলোকন করিলে যিনি কুসুমচয়ন-ছলে বাহুমূল প্রকটন করেন।' শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে ইহাকে আঙ্গিক অভিযোগ নামক স্বয়ং দৌত্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

"অঙ্গুলি-স্ফোটনং ব্যাজ-সংভ্রমাদ্যঙ্গ-সংবৃতিঃ। পদা ভূলেখনং কর্ণকণ্ডূতিস্তিলকক্রিয়া॥
বেশক্রিয়া ভ্রুবোর্ধূতিঃ সখ্যামাশ্লেষ-তাড়নে। দংশোঽধরস্য হারাদি গুম্ফো মণ্ডনসিঞ্জিতম্॥
দোর্মূলাদি-প্রকটনং কৃষ্ণনামাভিলেখনম্। তরৌ লতায়া যোগাদ্যাঃ কৃষ্ণস্যাগ্রে স্যুরাঙ্গিকাঃ॥"

'অঙ্গুলীস্ফোটন, ছল-সংভ্রম বা ত্বরা, গাত্রাবরণ, পদাঙ্গুলীতে ভূলিখন, কর্ণ-কণ্ডূয়ন, তিলক-ক্রিয়া, বেশরচনা, ভ্রূ-চালন, সখীকে আলিঙ্গন, তাড়না, অধর দংশন, হারগুম্ফন, ভূষণশিঞ্জন, বাহুমূল-প্রকটন, কৃষ্ণনাম লিখন, তরুতে লতার সংযোগ— ইত্যাদি কৃষ্ণের অগ্রে কৃত হইলে তাহাকে আঙ্গিক স্বাভিযোগ বলা হয়।' সবগুলির দৃষ্টান্ত শ্রীউজ্জ্বলে দ্রষ্টব্য।

'শ্রীগোবিন্দ সম্মুখে অবস্থান বা অবলোকন করিলেও যিনি ভাববিশেষের উদয়ে তাঁহাকে না দেখিয়া কুসুমদলে অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণমূর্তি দর্শন করেন।' ইহাকে 'বিব্বোক' নামক ভাববিশেষ বলা হয়। "ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ" (উঃ নীঃ) অর্থাৎ গর্ব ও মানবশতঃ ইষ্টবস্তুর প্রতি যে অনাদর, তাহাকে বিব্বোক বলা হয়। ইহা গর্বজনিত বিব্বোক ভাববিশেষ।

"স্ফুরত্যগ্রে তিষ্ঠন্ সখি! তব মুখক্ষিপ্তনয়নঃ, প্রতীক্ষাং কুর্ব্বায়ং ভবদবসরস্যাদঘদমনঃ।
দৃশোশ্চৈর্গাম্ভীর্য্যগ্রথিতগুরুহেলাগহনয়া, হসন্তীব ক্ষীবে! ত্বমিহ বনমালাং রচয়সি॥" (উঃ নীঃ)

শ্যামলা সখী শ্রীরাধার প্রতি বলিলেন, 'সখি! এই অঘদমন শ্রীকৃষ্ণ তোমার অবসর প্রতীক্ষায় তোমারই বদনে চাহিয়া অগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন, হে প্রমত্তে! আর তুমি কিনা গুরুতর গাম্ভীর্য-পূর্ণ গুরুহেলায় দুর্গম নয়নদ্বারা হাস্যপ্রকাশের ন্যায় বনমালাই রচনা করিতেছ?' শ্রীকৃষ্ণের জন্যই বনমালা গুম্ফন অথচ তাঁহার প্রতি অনাদর। এই অনাদর একটি ভাববিশেষ, এই জন্যই ইহা আদর অপেক্ষাও উচ্চকোটির শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক ভাব। এখানেও তদ্রূপ কুসুমদলে অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্তি দর্শন করিতেছেন অথচ স্বয়ং তাঁহার প্রতি অনাদর প্রকাশিত হইতেছে।

'যে ভামিনী প্রেমপ্রার্থী শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়াই যেন ভঙ্গীর সহিত প্রফুল্লনেত্রে গিরি-কন্দরকে দর্শন করেন' এখানে মানজনিত বিব্বোক বা অনাদর। 'ভামিনী' শব্দে কোপ বুঝা যাইতেছে। ইহা মানজনিত কোপ। শ্রীকৃষ্ণ এইজন্যই তাঁহার প্রেমভিক্ষু, কিন্তু তিনি মানজনিত কোপভরে তাঁহাকে অনাদর করিয়া গিরিকন্দরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। ইহা যে প্রকৃত কোপ বা অনাদর নহে, ইহা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক একটি অপূর্ব ভাববিশেষ—তাহা প্রফুল্লনয়নে গিরিকন্দরে তাকানো হইতেই ব্যঞ্জিত হইতেছে। কারণ ঐ গিরিকন্দরেই শ্যামসুন্দরের সহিত তাঁহার রহস্যময় বিলাসরসের আস্বাদন হইয়া থাকে।

'মাধব সুবলের স্কন্ধে বাহুবিন্যাস করিয়া দর্শন করিলে যিনি মন্দহাস্যের সহিত বিকসিত লীলাকমলদ্বারা তমালকে তাড়না করেন।' মাধব সুবলকে আলিঙ্গনের মুদ্রায় তাঁহার স্কন্ধে বাহুবিন্যাস করিয়া থাকিলে শ্রীরাধার মনে হয় ইহাতে শ্রীমতীকে আলিঙ্গন করিবারই অভিলাষ প্রকাশ করা হইতেছে। তাই লীলাকমলদ্বারা বাম্যভরে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের এবং কমনীয়তার সহিত সাম্যে তমালকে তাড়না। ঈষৎ হাস্যের দ্বারা বাম্যের ভিতরেও যে অভিলাষ রহিয়াছে, তাহা ব্যঞ্জিত হইতেছে।

'শ্রীকৃষ্ণ লীলারঙ্গে মৃদুহাস্যের সহিত লীলাকমলকে চুম্বন করিলে যিনি সহাস্যবদনে ললাট হইতে কস্তূরীরস লইয়া একবার মাত্র তাহা আঘ্রাণ করিতেছেন।' শ্রীকৃষ্ণ লীলাকমলকে চুম্বন করিয়া কমল সাদৃশ্যে শ্রীরাধার বদনকমল চুম্বনের ইঙ্গিত করিতেছেন, তখন শ্রীমতীও স্বীয় ললাটে লিপ্ত কস্তূরীরস বামহস্তের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আঘ্রাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-আঘ্রাণের ইঙ্গিত করিতেছেন। 'একবারমাত্র' আঘ্রাণ করায় তিনি যে লম্পট বা বহুবল্লভ তাহা একবার তাঁহার সহিত ব্যবহারেই বুঝা গিয়াছে, এইপ্রকার বাম্যরসও তাহাতে নিহিত রহিয়াছে। আবার সহাস্যবদনে আঘ্রাণ করায় বাম্যের ভিতরে অভিলাষও প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইপ্রকার বহু বহু ব্যঞ্জনা এবং ভাব এইসব শ্লোকাবলীতে নিহিত রহিয়াছে, গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে আমরা ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছি। সুধী রসিকভাবুকগণ শ্লোকের আভ্যন্তরীণ বিস্তৃত অর্থের রসমাধুরী আস্বাদন করিবেন।

"আচম্বিতে মদোন্মত্ত গোবিন্দ-দর্শনে। হাস্য-ছলে কথা বলে করিয়া রোদনে॥
দেহে বিপরীত কম্প ক্রোধান্বিত হৈয়া। অধর-দংশন করে ভঙ্গিতে চাহিয়া॥
ঐ না বেশে শ্রীরাধিকা হবে দরশন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী করে নিবেদন॥"৩৩॥
"মৃদুমন্দ হাস্যছলে হরি নেত্রাঞ্চলে। চারু মুখপদ্মে রাধার বারেক চাহিলে॥
পুষ্প আকর্ষণ-ছলে নবীনা কিশোরী। ঊর্দ্ধে বাহু-সঞ্চালন করে ভঙ্গি করি॥"৩৪॥
"অদভুত শ্রীরাধার ভাবের কথন। অগ্রে কৃষ্ণ দেখি মানে যেন অদর্শন॥
পুষ্পদলে মৃগমদে কৃষ্ণমূর্ত্তি লিখে। সেই কৃষ্ণ দরশনে ধনি রহে সুখে॥"৩৫॥
"ভামিনী শ্রীরাধা নিজ লীলার তরঙ্গে। অবজ্ঞা করিয়া যেন যাচক গোবিন্দে॥
ভঙ্গি করি গোবর্দ্ধন-গিরি-গহ্বরেতে। দরশন করে ধনি প্রফুল্ল নেত্রেতে॥"৩৬॥
"মাধব সুবল-স্কন্ধে ভুজ আরোপণে। যখন দর্শন করে ত্রিভঙ্গিমঠামে॥

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তা-রত্নোদ্ভাবিত-বিগ্রহা ।
সখী-প্রণয়-সদ্গন্ধ-বরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভা ॥৩৯॥
কারুণ্যামৃতবীচিভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া ।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতা গ্লপিতেন্দিরা ॥৪০॥
হ্রীপট্টবস্ত্র-গুপ্তাঙ্গী সৌন্দর্য্যঘুসৃণার্চ্চিতা ।
শ্যামলোজ্জ্বল-কস্তূরী-বিচিত্রিত-কলেবরা ॥৪১॥
কম্পাশ্রু-পুলক স্তম্ভ-স্বেদ-গদ্গদ-রক্ততা ।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥৪২॥
কৢপ্তালঙ্কৃতি সংশ্লিষ্টা গুণালী পুষ্পমালিনী ।
ধীরাধীরাত্ব-সদ্বাসঃ-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতা ॥৪৩॥
প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লা সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলা ।
কৃষ্ণনামযশঃশ্রাব-বতংসোল্লাসি-কর্ণিকা । ৪৪॥
রাগতাম্বূলরক্তোষ্ঠী প্রেমকৌটিল্যকজ্জলা ।
নর্ম্মভাষিত-নিস্যন্দ স্মিতকর্পূরবাসিতা ॥৪৫॥
সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া ।
নিবিষ্টা প্রেমবৈচিত্ত্য বিচল ত্তরলাঞ্চিতা ॥৪৬॥
প্রণয়ক্রোধ-সচ্চোলীবন্ধ গুপ্তীকৃতস্তনী ।
সপত্নী-বক্ত্রহৃচ্ছোষি-যশঃশ্রীকচ্ছপীরবা ॥৪৭॥
মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধ লীলান্যস্তকরাম্বুজা ।
শ্যামা শ্যামস্মরামোদমধুলী-পরিবেষিকা ॥৪৮॥

অনুবাদ—যিনি মহাভাবরূপ উজ্জ্বলচিন্তারত্নদ্বারা ভাবিত বিগ্রহা, সখীগণের প্রণয়রূপ সুগন্ধি উদ্বর্তনে যাঁহার অঙ্গকান্তি সমুজ্জ্বল ।৩৯॥

যিনি প্রাতঃকালে কারুণ্যরূপ অমৃততরঙ্গে, মধ্যাহ্নে তারুণ্যামৃতের ধারায় এবং সায়াহ্নে লাবণ্যামৃতের বন্যায় স্নাতা হইয়া ইন্দ্রিরাদেবীকে পর্যন্ত গ্লানিযুক্ত করিতেছেন ॥৪০॥

লজ্জারূপ পট্টবস্ত্রদ্বারা যাঁহার অঙ্গ আবরিত, সৌন্দর্যরূপ কুসুমদ্বারা সুশোভিত শ্যামবর্ণ (শৃঙ্গার-রসরূপ) উজ্জ্বল কস্তূরীদ্বারা যাঁহার অঙ্গ চিত্রিত ।৪১॥

সেই দৃশ্য দরশনে যেন ঈর্ষা করি ।　তমালে তাড়ন করে নবীনা কিশোরী ॥"৩৭॥
"লীলাছলে রসরাজ মদন-মোহন ।　হাস্য করি লীলাপদ্ম করিলে চুম্বন ॥
শ্রীরাধিকা ললাটের কস্তূরী লইয়া ।　বারেক আঘ্রাণ করে হাসিয়া হাসিয়া ॥"৩৮॥

কম্প, অশ্রু পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য, উন্মাদ ও জড়তা এই নয়টি উত্তমরত্নদ্বারা যিনি অলঙ্কৃতা। যিনি গুণশ্রেণীরূপ কুসুমমাল্যে বিভূষিত। এবং ধীরাধীরাত্ব ভাবরূপ সুগন্ধিতচূর্ণে চর্চিতাঙ্গী ॥৪২-৪৩

প্রচ্ছন্নমানই যাঁহার কবরীবন্ধন, সৌভাগ্যতিলক যাঁহার ললাটে উজ্জলিত। শ্রীকৃষ্ণের নাম-যশঃ শ্রবণই যাঁহার উত্তম কর্ণভূষণ ॥৪৪॥

রাগ-তাম্বূলে যাঁহার অধর রঞ্জিত, প্রেমকৌটিল্যই যাঁহার নয়নের কজ্জল। শ্রীকৃষ্ণ ও সখীগণের পরিহাসবাণীশ্রবণে নিস্যন্দিত মন্দহাস্যরূপ কর্পূরে যিনি সুবাসিতা ॥৪৫॥

স্বীয় অঙ্গসৌরভরূপ অন্তঃপুরে যিনি গর্বরূপ পর্যঙ্কোপরি লীলাভরে উপবিষ্টা, প্রেমবৈচিত্ত্যই যাঁহার চঞ্চল তরল (হারের মধ্যমণি) ॥৪৬॥

প্রণয়কোপরূপ উত্তম কঞ্চুলিকায় যাঁহার স্তনমণ্ডল আবৃত, সপত্নীগণের মুখ এবং চিত্তশোষণ-কারী যশঃই যাঁহার উৎকৃষ্ট কচ্ছপী বীণার ধ্বনি ॥৪৭॥

যৌবনরূপ নিজসখীর স্কন্ধে যিনি লীলাভরে করকমল ন্যস্ত করিয়াছেন, যিনি শ্যামানায়িকা এবং শৃঙ্গাররসরূপ মদনমধু পরিবেশনে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন ॥৪৮॥

টীকা—মহাভাবেত্যাদি দশ পদ্যানি ব্যাখ্যাতানি। পুনরুক্ততাতু হৃষ্টবক্তুরুক্তৌ ন দোষ ইত্যপি ব্যাখ্যাতম্ ॥৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩ ৪৪ ৪৫।৪৬।৪৭ ৪৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ ইহার পূর্বে প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য স্তবরাজে মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর ভাবময় স্বরূপের নিরূপণে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতিশয় রহস্যময় এবং ভক্তজনের সবিশেষ আস্বাদ্য বা প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই পুনরায় এই বিশাখানন্দদস্তোত্রেও ঐ শ্লোকগুলিই উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই দশটি শ্লোকার্থের বিস্তৃত আলোচনা যাহা প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজের স্তবামৃত-কণা ব্যাখ্যায় করা হইয়াছে, সেইস্থানে সুধীজন এই শ্লোকাবলীর ব্যাখ্যারস আস্বাদন করিবেন। গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে ব্যাখ্যার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

"মহাভাবোজ্জ্বল চিন্তারত্ন অলঙ্কারে। পবিত্র যাঁহার অঙ্গ ঝলমল করে॥
সখী প্রণয় উদ্বর্ত্তনে সুগন্ধি কলেবর। তাহাতে যাঁহার কান্তি হয়েছে সুন্দর॥"৩৯॥
"কারুণ্যামৃত-ধারায় পূর্ব্বাহ্নেতে স্নান। পহিলহি অনুরাগ তাহাতে প্রমাণ॥
তারুণ্যামৃত-ধারায় মধ্যাহ্নেতে স্নান। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ সখী সঙ্গে গান॥
লাবণ্যামৃত-বন্যায় সায়াহ্নেতে স্নান। লাবণ্য-তরঙ্গ দেখি লক্ষ্মী-মুখ ম্লান॥"৪০॥
"লজ্জারূপ পট্টবস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত। সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুমেতে অতি সুশোভিত॥
শৃঙ্গার উজ্জ্বলরস-রূপ যে কস্তূরী। তাহে বিচিত্রিত অঙ্গ নবীনা কিশোরী॥"৪১॥
"কম্প অশ্রু পুলক স্তম্ভ স্বেদ গদ্গদ। রক্ততা উন্মাদ জাড্য ভাবাবলি যত॥
এই নব দিব্য রত্নে অলঙ্কার করি। পরিধান করিয়াছেন যিনি অঙ্গ ভরি॥"৪২॥

সুভগা-বল্লবিঞ্ছোলী মৌলিভূষণ মঞ্জরী।
আবৈকুণ্ঠমজাণ্ডালি বতংসীকৃত সদযশাঃ ॥৪৯॥
বৈদগ্ধৈক সুধাসিন্ধুশ্চাতুর্য্যৈক সুধাপুরী।
মাধুর্য্যৈক সুধাবল্লী গুণরত্নৈক পেটিকা। ৫০॥
গোবিন্দানঙ্গ-রাজীবে ভানুশ্রীর্বার্ষভানবী।
কৃষ্ণহৃৎকুমুদোল্লাসে সুধাকরকরস্থিতিঃ ॥৫১॥
কৃষ্ণমানসহংসস্য মানসী সরসী বরা।
কৃষ্ণচাতক জীবাতু নবাম্ভোদ পয়ঃস্রুতিঃ ॥৫২॥
সিদ্ধাঞ্জন সুধাবর্ত্তিঃ কৃষ্ণলোচনয়োর্দ্বয়োঃ।
বিলাসশ্রান্ত কৃষ্ণাঙ্গে বাতালী মাধবী মতা ॥৫৩॥
মুকুন্দ মত্ত মাতঙ্গবিহারাপারদীর্ঘিকা।
কৃষ্ণপ্রাণ-মহামীন-খেলনানন্দবারিধিঃ ॥৫৪॥
গিরীন্দ্রধারি-রোলম্ব রসাল-নব মঞ্জরী।
কৃষ্ণকোকিলসম্মোদি মন্দারোদ্যান বিস্তৃতিঃ ॥৫৫॥
কৃষ্ণকেলি-বরারাম বিহারাদ্ভুত কোকিলা।
নাদাকৃষ্ট-বকদ্বেষি-বীর-ধীর মনোমৃগা ॥৫৬।

"সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণ পুষ্পমালা। পরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গেতে করিতেছে আলা॥
ধীরাধীরাত্ব ভাবরূপ পট্টবাস। মহাভাব-স্বরূপিণীর শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ॥"৪৩॥
"প্রচ্ছন্ন মানই যাঁহার কেশের বিন্যাস। সৌভাগ্য তিলক উজ্জ্বল ললাটে প্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশঃ কর্ণের ভূষণ। সখীসঙ্গে অনুরাগে করেন শ্রবণ॥"৪৪॥
"অনুরাগ তাম্বূলেতে রঞ্জিত অধর। প্রেম-কৌটিল্য যাঁর নেত্রে কজ্জল॥
বিনর্ম্ম ভাষিত রাধা বৃষভানু-সুতা। ঈষৎ মধুর স্মিত কর্পূর বাসিতা॥"৪৫॥
"সৌরভ অন্তঃপুরে গর্ব্ব পর্য্যঙ্কেতে। হরিলীলা চিন্তা করে একান্ত নিভৃতে॥
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন-হার মধ্যমণি। হৃদয়েতে শোভা করে মুগ্ধ নীলমণি॥"৪৬॥
"প্রণয় ক্রোধ রক্তিমারূপ কাঁচুলী বন্ধনে। স্তনযুগল আচ্ছাদিত করিয়া গোপনে॥
কচ্ছপী বীণার বাদ্যে সপত্নী সকলে। বিলজ্জিত করে রাই কেলি কৌতূহলে॥"৪৭॥
"যৌবনরূপ স্বীয় সখীর স্কন্ধদেশে যিনি। করপদ্ম অর্পণ করে মঞ্জুল হাসিনী॥
ব্রজমধ্যে রূপে গুণে যিনি নিরুপমা। সখীগণ-যূথে যাঁহার উপাধি হয় 'শ্যামা'॥
শৃঙ্গার উজ্জ্বলরস পরিবেশন করে। কৃষ্ণ-বাঞ্ছা মনোবৃত্তি সদা পূর্ণ করে॥"৪৮॥

অনুবাদ— যিনি সৌভাগ্যবতী রমণীগণের শিরোভূষণ-মঞ্জরী, যাঁহার সুনির্মল যশোরাশি আবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই কর্ণভূষণ ॥৪৯॥

যিনি বৈদগ্ধীর সুধাসিন্ধু, চাতুর্যামৃতের একমাত্র নিকেতন, মাধুর্যের সুধাবল্লরী এবং গুণরত্নের মঞ্জুষা ॥৫০॥

শ্রীগোবিন্দের অনঙ্গ-কমল বিকাশে যিনি ভানুশ্রী বা সূর্যরশ্মি, শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-কুমুদ বিকাশে সুধাকর কিরণমালা ॥৫১॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের মানসহংসের শ্রেষ্ঠা মানসী-সরসী, শ্রীকৃষ্ণ চাতকের জীবাতু নবজলদের বারিধারা ॥৫২॥

শ্রীকৃষ্ণের নেত্রযুগলের যিনি সিদ্ধাঞ্জন-সুধাবর্তি, বিলাস-শ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রান্তিহারক সুখদ মলয়ানিল ॥৫৩॥

যিনি মুকুন্দ-মহামাতঙ্গের বিহারার্থ অপার দীর্ঘিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণরূপ মহামীনের ক্রীড়ানন্দসাগর ॥৫৪॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণভৃঙ্গের আস্বাদ্য অভিনব রসালমঞ্জরী, কৃষ্ণ-কোকিলের আনন্দনিকেতন মন্দারগিরির বিশাল উদ্যান ॥৫৫॥

কৃষ্ণকেলিরূপ শ্রেষ্ঠ উদ্যানে বিহারিণী যিনি অদ্ভুত কোকিলা, স্বীয় রমণীয় কণ্ঠস্বরে বকারির ন্যায় মহাবীরের ধীর মনকে যিনি আকর্ষণ করেন ॥৫৬॥

টীকা—সুভগানাং সৌভাগ্যবতীনাং যা বিঞ্জোলী শ্রেণী তস্যা মৌলৌ মস্তকে ভূষণমঞ্জরী। আবৈকুণ্ঠং বৈকুণ্ঠপর্য্যন্তম্ অজাণ্ডালে ব্রহ্মাণ্ডসমূহস্য বতংসীকৃতং কর্ণভূষণীকৃতং সদ্বিলক্ষণং যশঃ কীর্ত্তির্যয়া সা ॥৪৯॥

বৈদগ্ধ্যেতি। সুগমম্ ॥৫০॥

গোবিন্দে যঃ অনঙ্গঃ কামঃ স এব রাজীবং তত্র ভানোরিব সূর্যাস্যেব শ্রীর্যস্যাঃ সা। যথা সূর্য্যোদয়ে পদ্মস্য প্রকাশো ভবেৎ তথাস্যাঃ দর্শনে কৃষ্ণস্য কামোদ্রেকো ভবেদিতি ভাবঃ। ভানুশ্রীত্যত্র শ্রীশব্দস্য ক্রান্তত্বাদ্ধাতুত্বেঽপি বহুব্রীহৌ রাধিকায়া বিশেষ্যত্বেন পুনঃ স্ত্রীত্বে ক্যান্তত্বস্য বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ ধাতুত্বাভাবে ন ধাতুলক্ষ্ম্যাদ্যোরিতি ন সুলুক্ নিষেধঃ। সুধাকরস্য চন্দ্রস্য করস্য কিরণস্যেব স্থিতির্মর্য্যাদা যস্যাঃ সা ॥৫১॥

কৃষ্ণমানসেতি। বরা শ্রেষ্ঠা মানসী সরসী মানসগঙ্গা। কৃষ্ণচাতকস্য জীবাতু র্জীবনোপায়ো নবাম্ভোদস্যেব পয়ঃস্রুতির্জলকেল্যাং স্বহস্তপ্রক্ষিপ্ত জলস্য প্রচরণং যস্যাঃ সা ॥৫২॥

সিদ্ধেতি। দ্বয়োঃ কৃষ্ণলোচনয়োঃ সিদ্ধাঞ্জনরূপ সুধায়া বর্ত্তিরাধারঃ। মাধবী বসন্ত-সম্বন্ধিনী বাতালী বাতসমূহঃ ॥৫৩॥

অপারা পারশূন্যা কৃষ্ণস্য প্রাণা এব মীনাস্তেষাং খেলনানন্দায় বারিধিঃ সমুদ্রঃ ॥৫৪॥

গিরিন্দ্রেতি। গিরীন্দ্রধারী শ্রীকৃষ্ণঃ স এব রোলম্বো ভ্রমরস্তস্য রসালমঞ্জরী আম্রমঞ্জরী কৃষ্ণ-কোকিলস্য সম্মোদি যন্মন্দারোদ্যানং মন্দারপর্ব্বতস্যোপবনং তস্য বিস্তৃতির্বিস্তাররূপা ॥৫৫॥

কৃষ্ণস্য কেলিরেব বরারামঃ শ্রেষ্ঠোপবনং তত্র বিহারে বিহারায় বা অদ্ভুতকোকিলা। নাদেন শব্দেনাকৃষ্টো নিকট আনিতো যো বকদ্বেষী শ্রীকৃষ্ণঃ স এব বীরস্তস্য যদ্ধীরং মনস্তস্য মৃগা অন্বেষ্টী। মৃগ অন্বেষণে ধাতুরিজুপান্তত্বাদৎপ্রত্যয়াস্তঃ ॥৫৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—অপার গুণসিন্ধুস্বরূপা শ্রীরাধারাণীর গুণমাধুরী-বর্ণনায় শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, 'যিনি সৌভাগ্যবতী রমণীগণের শিরোভূষণ-মঞ্জরী।' যাঁহার যতখানি কৃষ্ণপ্রেম তাঁহার ততখানি সৌভাগ্য। একমাত্র শ্রীরাধারাণীতেই প্রেম পরমমহান্, তাঁহাতেই পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মাদনাখ্য মহাভাব বিরাজিত। সুতরাং সৌভাগ্যে নিখিল ভগবৎকান্তাগণের তিনি শিরোভূষণ-মঞ্জরীস্বরূপা। 'ভূষণ-মঞ্জরী' শব্দের দ্বারা তাঁহার অপার সৌন্দর্যসুষমারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 'যাঁহার সুনির্মল যশোরাশি আবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডের সকলের কর্ণভূষণ।' ভগবৎ-যশঃই অখিল বিশ্বমানবের কর্ণের ভূষণ-স্বরূপ। যাহার বিহনে কর্ণকে **বৃথারন্ধ্র** বলিয়া শ্রীভাগবতে নিন্দা করা হইয়াছে—"বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে, ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য" (ভাঃ ২।৩।২০) "ন শৃণ্বতো নরস্য যে কর্ণপুটে তে বিলে বৃথারন্ধ্রে ইত্যর্থঃ" (টীকা শ্রীজীবপাদ) অর্থাৎ 'মানবের কর্ণদ্বয় যদি শ্রীহরির মহিমা শ্রবণ না করে, তাহা হইলে সে কর্ণ বৃথারন্ধ্র মাত্র।' যে ভগবৎ যশঃই কর্ণের যথাযথ অলঙ্কার, সেই ভগবৎ স্বরূপের মূলতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর নাম গুণ, যশঃ কর্ণে শ্রবণ করিয়া নিজেকে ধন্য বা পবিত্র মনে করেন।* সেই শ্রীরাধার নিখিল যশোরাশি যে আবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলেরই কর্ণভূষণ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

'যিনি বৈদগ্ধীর সুধাসিন্ধু, চাতুর্যামৃতের নিকেতন, মাধুর্যের সুধাবল্লরী এবং গুণরত্নের মঞ্জুষা।' "কলাবিলাসদিগ্ধাত্মা বিদগ্ধ ইতি কীর্ত্ত্যতে" বিবিধ কলাবিলাসে নৈপুণ্যকেই **বিদগ্ধ** বলা হয়। প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণী বিবিধ বিচিত্র কলাবিলাসামৃতের সিন্ধুস্বরূপা। অখিল বিদ্যাকলা প্রেমিকের নিকট স্বয়ং গমন করিয়া নিজেকে ধন্য করিয়া থাকে। তাই প্রেমময়ী বা প্রেমের অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীরাধারাণীর নিখিল কলা-বিলাস-নৈপুণ্য স্বতঃসিদ্ধ। তিনি চাতুর্যামৃতের আগার 'যেইজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর' যে হ্লাদিনীশক্তির এককণিকা জৈবাধারে আবির্ভূত হইলে তিনি ভজনামৃত লাভ করিয়া জগতে শ্রেষ্ঠ চতুররূপে পরিগণিত হন, সেই হ্লাদিনীশক্তির মূর্তিমতী অধিষ্ঠাত্রীদেবী যিনি, যিনি স্বয়ং কৃষ্ণভজনামৃতের অপার অগাধসিন্ধুস্বরূপা ; তিনি যে চাতুর্যের পরমনিকেতন হইবেন, ইহা তো বলাই বাহুল্য। ইহা ব্যতীত আরও কিছু বুঝিবার বিষয় আছে, শ্রীকৃষ্ণকে যে তিনি শৃঙ্গাররসমধু পান করান সেই বিষয়ক বিবিধ চাতুর্যেরও নিকেতন তিনি। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—

---

*মৎ সম্পাদিত শ্রীরাধারসসুধানিধির ৯৭ সংখ্যক শ্লোক ও তাহার রসবর্ষিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

"সা ভ্রূনর্ত্তনচাতুরী নিরুপমা সা চারুনেত্রাঞ্চলে
লীলাখেলনচাতুরী বরতনোস্তাদৃগ্‌বচোচাতুরী।
সঙ্কেতাগমচাতুরী নবনব-ক্রীড়াকলাচাতুরী
রাধায়া জয়তাৎ সখীজন-পরীহাসোৎসবে চাতুরী ॥" (শ্রীরাধারসসুধানিধি ৬৪)

"শ্রীরাধার সেই অনুপম ভ্রূনর্তনচাতুরী, সেই সুচারু নয়নাঞ্চলে অপাঙ্গ-চালন-চাতুরী, লীলা-রসে চাতুরী, সেই বরতনুর তাদৃশ অপূর্ব বচনচাতুরী, সঙ্কেতাগম-চাতুরী, নবনব কেলিকলা চাতুরী, সখীগণের সঙ্গে পরিহাসোৎসবে চাতুরী সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করুন।"* আবার শ্রীরাধারাণী মাধুর্যের সুধাবল্লরী' সর্বাবস্থায় রূপ, গুণ, লীলার সর্বমনোহরতাকেই 'মাধুর্য' বলা হয়। শ্রীরাধারাণীর মাধুর্যে সাক্ষাৎ মাধুর্যমূরতি গোবিন্দও আত্মহারা হইয়া থাকেন। মাধুর্যের সুধাবল্লরী শ্রীমতী অপার মাধুর্যসিন্ধু গোবিন্দকে রূপ, গুণ, লীলার অমৃতরসময় ফলভোগ করাইয়া ধন্য করিয়া থাকেন। যে অমৃতবল্লরীর নামমাত্র-শ্রবণেই সেই মাধুর্য-মূরতির আনন্দমূর্চ্ছা পর্যন্ত হইয়া থাকে।

"মরি কোন বিধি আনি' সুধানিধি থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী অবশ তখনি মুরছি' পড়ল হামে ॥
কি আর বলিব আমি ?
সে দুই আখর কৈল জর জর হইল অন্তরগামি ॥
সব কলেবর কাঁপে থর থর ধরণে না যায় চিত।
কি করি কি করি বুঝিতে না পারি শুনহ পরাণ-মিত ॥
কহে চণ্ডিদাসে বাঁশুলী-আদেশে সেই সে নবীন-বালা।
তার দরশনে বাড়িল দ্বিগুণে পরশে ঘুচব জ্বালা ॥" (পদকল্পতরু)

'যিনি গুণরত্নের মঞ্জুষা' "সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।" (চৈঃ চঃ) "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ॥" (ভাঃ ৫।১৮।১২) যে শ্রীরাধা-রাণীর কৃপাকণাপ্রাপ্ত ভক্তজীবের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের সকল গুণ সঞ্চারিত হয়, তিনি স্বয়ং যে কত অসীম গুণের সিন্ধু; তাহা কে বলিতে পারে ? বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও তাঁহার গুণের পার পান না, অন্যের আর কথা কি! "শ্রীকৃষ্ণ যার অন্ত না পায় জীব কোন্ ছার" (চৈঃ চঃ)।

ইহার পর কয়েকটি শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণবিলাসে শ্রীরাধার সৌন্দর্য-মাধুর্যের মহিমা কীর্তন করিতেছেন। 'যিনি শ্রীগোবিন্দের অনঙ্গ-কমলবিকাশে সাক্ষাৎ ভানুশ্রী বা সূর্য-কিরণ' সূর্যের কিরণ সম্পাতে যেমন কমলকুল বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মদনাবেশরূপ কমল শ্রীভানু-নন্দিনীর দর্শনমাত্রেই বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এখানে 'অনঙ্গ' শব্দের তাৎপর্যটি বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ

---

* ৯৭ সংখ্যক শ্লোকের মৎ-প্রণীত রসবর্ষিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সাধারণ নায়ক নহেন, তিনি অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-স্বরূপ সচ্চিদানন্দসিন্ধু। একমাত্র প্রেমই তাঁহার অন্তরে কামনা জাগাইতে সক্ষম। এই প্রেমবশ্যতা তাঁহার ভক্তবাৎসল্যরূপ মহাগুণ বিশেষ। প্রেমময়ী শ্রীরাধার মধুররসময় অখণ্ড মাদনভাব শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে যে তাঁহার মাদনরসের সেবাগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জাগায়, তাহাই এখানে 'অনঙ্গ' শব্দের বাচ্য। শ্রীকৃষ্ণের এই অনঙ্গকমলই ভানুনন্দিনী বিকসিত করিয়া থাকেন' অর্থাৎ তাঁহার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার প্রেমসেবা গ্রহণার্থে অধীর হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-কুমুদবিকাশে শ্রীরাধারাণী সুধাকর-কিরণমালা। সুধাকর চন্দ্রের কিরণস্পর্শে যেন কুমুদ-কুসুম (শালুক) বিকসিত হয় তদ্রূপ শ্রীমতীর নামশ্রবণ, দর্শনমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত বিকসিত বা প্রফুল্লিত হইয়া ওঠে। তাই শ্রীমতীকে বলিয়াছিলেন—"খেনে খেনে মুখ তুলি, ঘন ডাকি রাধা বুলি, তবে প্রাণ হয় নিবারণ। তোমা' অনুসারে আসি' কুঞ্জের ভিতরে বসি' তোমা লাগি' এই বৃন্দাবন ॥" (পদকল্পতরু)।

'শ্রীকৃষ্ণের মনোরূপ রাজহংসের সুখবিহারস্থান মানস-সরসীর ন্যায় শ্রীরাধা।' রাজহংস যেমন নিরন্তর মানস সরসীতে মহাসুখে বিহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মনোহংস শ্রীরাধারূপ মানস-সরসীতে নিরন্তর সুখবিহার করিয়া থাকে। কখনই শ্রীকৃষ্ণের মনে শ্রীরাধারাণীর বিস্মৃতি জাগে না বা জাগিতে পারে না। 'শ্রীকৃষ্ণ-চাতকের জীবাতু শ্রীরাধা নবজলদের বারিধারা।' তৃষিত চাতক নিদাঘ-জোড়া পিপাসা কণ্ঠে বহন করিয়া থাকে, নদ-নদী, সরোবরে স্বচ্ছজল থাকিলেও সে তাহা পান করে না। বর্ষার প্রারম্ভে নবজলধরের যে বারিধারা বর্ষিত হয়, তৃষিত চাতক উহাই প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ পান করিয়া থাকে। তদ্রূপ প্রেমময়ী শ্রীরাধা-বিহনে শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীতেও আনন্দ পান না। কবি জয়দেবের বসন্তরাসই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীরাধারাণীই তাঁহার অবিরল মাদনরসের ধারায় শ্রীকৃষ্ণ-চাতকের প্রাণের পিপাসার শান্তি বিধান করিয়া থাকেন। তাই শ্রীমতীর প্রতি বলিয়াছেন—"শ্রীরাধে শ্রীরাধে বাণী, যেদিগে যার মুখে শুনি, সেই দিকে ধায় মোর মন। চাতক ফুকারে যেন, ঘন চাহে বরিষণ, তেন হেরি ও চাঁদবদন।" (পদকল্পতরু)

'শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগলের যিনি সিদ্ধাঞ্জন-সুধাবর্তিকা।' ঘৃতাদির বর্তিকা হইতে অঞ্জন তৈরী করা হয়। এইরূপে যদি কোন অমৃতের বর্তিকা থাকে, যাহা হইতে সিদ্ধাঞ্জন তৈরী হইতে পারে এবং সেই সিদ্ধাঞ্জন নয়নে লাগাইলে কোন বিচিত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, দেবগণেরও অলক্ষ্য বস্তুর দর্শন ঘটিয়া সিদ্ধাঞ্জন গ্রহণকারীকে অদ্ভুতমহানন্দ দান করিয়া থাকে; শ্রীকৃষ্ণের নেত্রে সেই সিদ্ধাঞ্জনের সুধাবর্তিকাই শ্রীরাধা। এই সুধাবর্তিকার সিদ্ধ মহাভাবাঞ্জন নয়নে লাগাইয়াই শ্রীকৃষ্ণের মহাবিচিত্র মাদনাখ্য রসের সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে এবং আত্মোন্মাদী বিচিত্র রসানন্দের আস্বাদনও হইয়া থাকে। যাহা একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন-ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ স্বরূপেও দৃশ্য বা আস্বাদ্য হইতে পারে না। 'বিলাসশ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রান্তিহারক সুখদ মলয়ানিল শ্রীরাধা।' বসন্তকালের সুখদ মলয়ানিল যেমন শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যক্তির অশেষ ক্লান্তি হরণ করিয়া তাহাকে আনন্দ দান করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিলাসশ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর

অপার মাধুর্যদর্শনে শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলিয়া অপার আনন্দসায়রে ভাসমান হইয়া থাকেন । "বিলাসান্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গমাধুরী । তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥" (চৈঃ চঃ) ।

'যিনি মুকুন্দরূপ মহামাতঙ্গের বিহারার্থ অপার দীর্ঘিকা ।' মহামাতঙ্গ যেন মদমত্তা হস্তিনী-গণের সহিত বিশাল দীর্ঘিকাতেই স্বচ্ছন্দে মহাসুখে বিহার করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ মহামাতঙ্গের ন্যায় মহাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুখ-বিহারহেতু শ্রীমতী অপার দীর্ঘিকার ন্যায় । 'যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণরূপ মহামীনের ক্রীড়ানন্দসাগর ।' সুগভীর জল-সঞ্চারী মহামীন যেমন অগাধ ও অতলস্পর্শ সাগরে মহাসুখে ক্রীড়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীমতীর অনন্যসাধারণ সর্বভাবোদগমোল্লাসী মাদনরসের অতলস্পর্শসাগরে অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণের মনোমীন স্বচ্ছন্দে ক্রীড়ানন্দ ভোগ করিয়া থাকে ।

"যিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভৃঙ্গের আস্বাদ্য অভিনব রসালমঞ্জরী সর্বসুখদ ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে রসালবৃক্ষে আম্রমঞ্জরী বা আম্রমুকুল রাশি রাশি বিকসিত হইয়া দিগন্তপ্রসারী আপন সৌরভে ভৃঙ্গ-কুলের মন-প্রাণ প্রমত্ত করিয়া তাহাদিগকে অভিনব, আস্বাদন বা আনন্দদান করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীবার্ষভানবী অভিনব রসালমঞ্জরীর ন্যায় স্বীয় প্রেম-পরিমলে কৃষ্ণ-ভৃঙ্গের মন-প্রাণকে উন্মাদিত করিয়া তুলেন এবং শ্রীকৃষ্ণভৃঙ্গও প্রমত্তদশায় ব্রজনিকুঞ্জে নিয়ত তাঁহার প্রেমমাধুর্যের রসাস্বাদনে ধন্য হইয়া থাকেন ! কৃষ্ণভৃঙ্গের রাধারূপ রসালমঞ্জরীর মকরন্দরসপান বড়ই বিচিত্র—বড়ই অদ্ভুত !! শ্রীমতীর কৃপায় তাঁহার সখী-মঞ্জরীগণই কুঞ্জছিদ্রে নয়ন দিয়া সেই রসমাধুরী আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেন । যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ অধরামৃত পাইতে কাহার না লোভ হয় ?'—

"নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর ।
দুহুঁক রূপের নাহিক উপমা প্রেমের নাহিক ওর ॥
হিরণ-কিরণ আধ বরণ আধ নীলমণি জ্যোতি ।
আধ গলে বন- মালা বিরাজিত আধ গলে গজমোতি ॥
আধ শ্রবণে মকরকুণ্ডল আধ রতন ছবি ।
আধ কপালে চাঁদের উদয় আধ কপালে রবি ॥
আধ শিরে শোভে ময়ূর-শিখণ্ড আধ শিরে দোলে বেণী ।
কনক কমল করে ঝলমল ফণী উগারয়ে মণি ॥
মন্দ পবন মলয় শীতল কুন্তল উড়ে বায় ।
রসের পাথারে না জানে সাঁতারে ডুবল শেখর রায় ॥" (পদকল্পতরু)

"যিনি কৃষ্ণ-কোকিলের আনন্দ-নিকেতন মন্দারগিরির সুবিশাল উদ্যানে ।" কোকিল যেমন নির্জন মন্দারগিরির সুবিশাল রসালোদ্যানে মনের আনন্দে স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া তাহার কলকণ্ঠের পঞ্চমতানে দিগন্ত মুখরিত করিয়া মহাসুখে সেথায় অবস্থান করিয়া থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণ-কোকিল প্রেমময়ী শ্রীরাধা-রাণীরূপ মন্দারগিরির সুবিশাল মহাভাবোদ্যানে স্বচ্ছন্দে মহাসুখে বিহার করিয়া তাঁহার রাধানাম-

প্রণয়োদ্রেক-সিদ্ধ্যেক-বশীকৃত-ধ্বতাচলা ।
মাধবাতিবশা লোকে মাধবী মাধবপ্রিয়া ।।৫৭।।
কৃষ্ণমঞ্জুল-তাপিঞ্ছে বিলসৎ-স্বর্ণযূথিকা ।
গোবিন্দ-নব্যপাথোদে স্থিরবিদ্যুল্লতাদ্ভুতা ।।৫৮।।
গ্রীষ্মে গোবিন্দ সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্র-চন্দন-চন্দ্রিকা ।
শীতে শ্যামশুভাঙ্গেষু পীতপট্ট-লসৎপটী ।।৫৯।।

রসোদ্গারী বংশীর তানে এবং শ্রীমতীর গুণগানে প্রেমরাজ্যকে মুখরিত বা উন্মত্ত করিয়া তুলেন ও শ্রীমতীর প্রেমরসোদ্যানে মহাসুখে অবস্থান বা স্বচ্ছন্দে বিলাস করিয়া থাকেন।

'যিনি কৃষ্ণ-কেলিরূপ শ্রেষ্ঠ উদ্যানে বিহারিণী অদ্ভুত কোকিলা' কোকিলা যেমন মনের সুখে মহাউদ্যানে বিহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ অদ্ভুত-সুবর্ণ-কোকিলা শ্রীরাধা কৃষ্ণকেলিরূপ শ্রেষ্ঠ উদ্যানে সতত বিহার বা বিলাস করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুরী দর্শন, শ্রবণ, কীর্তন ও মননাদিই যাঁহার জীবাতু। 'স্বীয় রমণীয় কণ্ঠস্বরে বকারির ন্যায় মহাবীরের ধীর মনকে যিনি আকর্ষণ করিয়া থাকেন।' যাঁহার মধুরাতিমধুর প্রেমরসে সুরসাল কণ্ঠস্বর শ্রবণে বকারির ন্যায় মহাবীরের ধীর মনেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, তিনি যেখানেই থাকুন শ্রীমতীর সুরসাল কণ্ঠস্বর তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত ভাগ্যবতী নারী। তা সবার শ্রীরাধিকা সীমন্ত-মঞ্জরী ॥
বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত যশঃ কর্ণের ভূষণ। সর্ব্বভাবে বশীভূত মদনমোহন।"৪৯॥
"বিদগ্ধ অমৃতসিন্ধু পরম রসিকা। চাতুর্য্যের সুধ পুরী এই শ্রীরাধিকা ॥
মাধুর্য্য-অমৃতলতা কৃষ্ণ-আরাধিকা। সর্ব্বগুণ-চিন্তামণি রতন-পেটিকা ॥"৫০॥
"কৃষ্ণের অনঙ্গ পদ্ম বিকাশেতে রাধা। বৃষভানু সুকুমারী দিবাকর-প্রভা ॥
রাইমুখ-চন্দ্র-করে কৃষ্ণের মানস-। কুমুদের সদা হয় পরম উল্লাস ॥"৫১॥
"কৃষ্ণের মানস হংস কেলি-সরোবর। মানসী সরসী বরা রাই কলেবর ॥
কৃষ্ণরূপ চাতকের জীবন ঔষধি। জলদ অমৃত-ধারা শ্রীরাধা-মূরতি ॥"৫২॥
"কৃষ্ণ নেত্র-যুগে সুধাবর্ত্তি সিদ্ধাঞ্জন। শ্রান্ত কৃষ্ণ-অঙ্গে রাধা মলয়-পবন ॥"৫৩॥
"কৃষ্ণ মত্ত করিবরের করিতে বিহার। অপার দীর্ঘিকারূপে শ্রীঅঙ্গ রাধার ॥
কৃষ্ণপ্রাণ মীন-খেলার আনন্দ-বারিধি। তারুণ্যামৃত-পারাবার শ্রীরাধা-মূরতি ॥"৫৪॥
"কৃষ্ণ-ভৃঙ্গে অভিনব রসাল-মঞ্জরী। কৃষ্ণ-কেলি আরাধিকা নবীনা-কিশোরী ॥
কৃষ্ণ মত্ত কোকিলের মন্দার উদ্যান। রাই-অঙ্গ উপবনে মনের বিশ্রাম।"৫৫॥
"কৃষ্ণ কেলি-উপবনে করিতে বিহার। অদ্ভুত কোকিলা রাধা সৌন্দর্য্যের সার ॥
অমৃত-নাদেতে রাই করি আকর্ষণ। কৃষ্ণ মনো মৃগে সদা করে অন্বেষণ ॥"৫৬॥

মধৌ কৃষ্ণতরূল্লাসে মধুশ্রীর্ম্মধুরাকৃতিঃ।
মঞ্জু-মল্লাররাগশ্রীঃ প্রাবৃষি শ্যামহর্ষিণী ॥৬০॥
ঋতৌ শরদি রাসৈক-রসিকেন্দ্রমিহ স্ফুটম্।
বরীতুং হন্ত রাসশ্রীর্বিহরন্তী সখীশ্রিতা ॥৬১॥
হেমন্তে স্মরযুদ্ধার্থমটন্তং রাজনন্দনম্।
পৌরুষেণ পরাজেতুং জয়শ্রীর্মূর্ত্তিধারিণী ॥৬২॥

অনুবাদ—প্রণয়োদ্রেকরূপ সিদ্ধির দ্বারা যিনি গিরিধারীকে বশীভূত করিয়াছেন। যিনি মাধবের অতিশয় বশীভূতা, মাধবপ্রিয়া তাই মাধবী বলিয়া খ্যাতা ॥৫৭॥

শ্রীকৃষ্ণরূপ মঞ্জুল তমালে যিনি স্বর্ণযূথিকার ন্যায় বিলসিতা গোবিন্দরূপ নবজলধরে অদ্ভুত স্থিরা বিদ্যুৎলতা ॥৫৮॥

গ্রীষ্মকালে যিনি গোবিন্দের সর্বাঙ্গে কর্পূর, চন্দন ও চন্দ্রিকা, শীতকালে শ্যাম-শুভাঙ্গে মনোহর পীত-কৌষেয় বাস ॥৫৯॥

বসন্তে কৃষ্ণ-তরুর উল্লাসদায়িনী মধুরাকৃতি বাসন্তী-শ্রী, বর্ষায় শ্যামজলদের হর্ষদায়িনী মঞ্জু-মল্লাররাগ ॥৬০॥

অহো! শরতে যিনি রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ্যে বরণ করিতে সাক্ষাৎ রাসশ্রীরূপে সখী-শ্রিতা হইয়া বিহার করেন ॥৬১॥

হেমন্তকালে মদনসমরের নিমিত্ত ভ্রমণকারী ব্রজরাজনন্দনকে পৌরুষরসদ্বারা পরাজিত করিতে যিনি মূর্তিমতী জয়শ্রী ॥৬২॥

টীকা—প্রণয়োদ্রেক এব সিদ্ধ্যেকং সিদ্ধীনামণিমাদীনামেকতরং তেন বশীকৃতো ধৃতাচলঃ কৃষ্ণো যয়া সা ॥৫৭॥

তাপিচ্ছে তমালে। পাথোদো মেঘঃ ॥৫৮॥

চন্দ্রঃ কর্পূরম্ চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না ॥৫৯॥

মধুশ্রীর্বসন্তশ্রীঃ মঞ্জুর্মনোজ্ঞো যো মল্লাররাগস্তস্য শ্রীঃ শোভা সা এব প্রাবৃট্, বর্ষা তস্যাম্ ॥৬০॥

শরদি ঋতৌ রাসৈক-রসিকেন্দ্রং শ্রীকৃষ্ণং স্ফুটং বরীতুং বরমিব স্বীকর্ত্তুং রাসশ্রীঃ সখীশ্রিতা সতী বিহরন্তীত্যন্বয়ঃ ॥৬১॥

হেমন্ত ইতি। রাজনন্দনং নন্দনন্দনম্ ॥৬২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীরাধারাণীর অসীম করুণাভাজন শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তোত্রে শ্রীরাধা-তত্ত্বের কি বিশাল ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন! সৌন্দর্য-মাধুর্য লীলারসের অনন্ত পারাবার শ্রীরাধারাণী যেন শ্রীপাদের এই বিশাখানন্দদস্তোত্রে মূর্তি-পরিগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'প্রণয়োদ্রেকরূপ সিদ্ধির দ্বারা যিনি গিরিধারীকে বশীভূত করিয়াছেন।' আমরা বলিয়াছি, 'প্রণয়' অর্থে

প্রীতির আতিশয্যে প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদমনন। বস্তুতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ একই আত্মা দুইটি দেহ। উভয়ে এতই অভিন্ন যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা অথবা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকার বাক্যও প্রয়োগ করা চলে না। অলঙ্কার-কৌস্তুভ গ্রন্থে শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন—

"প্রেয়াং স্তেঽহং তমপি চ মম প্রেয়সীতি প্রবাদ-
স্ত্বং মে প্রাণা অহমপি তবাস্মীতি হন্ত প্রলাপঃ।
ত্বং মে তস্মামহমিতি চ য তচ্চনো সাধু রাধে
ব্যাহারে নৌ নহি সমুচিতো যুস্মদস্মদ্ প্রয়োগঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"অয়ি রাধে! আমি তোমার প্রিয়তম, তুমি আমার প্রিয়া, এইসব উক্তি অথবা তুমি আমার জীবন, আমি তোমার প্রাণ, এই সব বাক্য প্রলাপমাত্র। তুমি আমার এবং আমি তোমার এইরূপ উক্তিও ভাল নহে, কারণ ঐসব শব্দ ভেদব্যঞ্জক। হে রাধে! আমাদের উভয়ের প্রসঙ্গে 'যুষ্মদ্ অস্মদ্' অর্থাৎ 'তোমার' 'আমার' এইপ্রকার প্রয়োগই ভ্রান্তিমাত্র।" তাই বলা হইয়াছে—"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥" তত্ত্বে অভিন্ন হইয়াও রস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীমান্ প্রিয়, শ্রীমতী প্রিয়া পরস্পরের প্রিয়তার ক্ষেত্র কত মধুর—কত নিবিড়, তাহাই পরবর্তি কয়েকটি শ্লোকে দেখানো হইয়াছে। প্রণয় বা প্রিয়তার আতিশয্যে শ্রীরাধা যেমন মাধবকে বশীভূত করিয়াছেন, তেমনি নিজেও মাধবের সাতিশয় বশীভূতা হইয়াছেন। মাধবপ্রিয়া বলিয়াই শ্রীরাধার একটি নাম 'মাধবী'। "চেদিয়ং প্রেয়সা হাতুং ক্ষণমপ্যতিদুঃশকা। পরমপ্রেমবশ্যত্বা-ন্মাধবীতি তদোচ্যতে॥" (উঃ নীঃ নায়িকা প্রঃ—৯৪)। অর্থাৎ পরম প্রেমবশ্যতাবশতঃ স্বাধীন ভর্তৃকা শ্রীরাধারাণীকে ক্ষণকালও ত্যাগ করা যদি শ্রীকৃষ্ণের অতি দুঃসহনীয় হয়, তখন তাঁহাকে 'মাধবী' বলা হইয়া থাকে।'

'শ্রীকৃষ্ণরূপ মঞ্জুল তমালে যিনি স্বর্ণযূথিকার ন্যায় সুশোভিতা।' নবীন তমালতরু যেমনি চিক্কণ, তেমনি শ্যামল; এইজন্য শ্যামসুন্দরকে নবতমালের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। যদিও শ্রীকৃষ্ণ-কান্তি এবং তাঁহার অঙ্গের মাসৃণ্যাদি বিশ্বে অতীব অতুলন, পঞ্চভূতের বিকার বিশ্বজগতের কোন বস্তুর সঙ্গেই তাঁহার কোন তুলনা হয় না, তবু মহানুভবগণ জগতের মানুষকে সেই অতুলন শ্রীকৃষ্ণরূপের কিঞ্চিৎ ধারণা দেওয়ার নিমিত্ত নবীন তমালাদির সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। বিশ্বের মানুষের নেত্রে যাহা শ্যামল, সুচিক্কণ, মনোরম, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সেই জগদাতীত বস্তুকে বুঝাইবার কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হয় মাত্র, ইহাব্যতীত গত্যন্তর নাই। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের মতন তিনিই সেই রূপ, কান্তি, সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি সবই অতুলন! যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণরূপ তমালতরুতে, শ্রীরাধা সোহাগে জড়িতা কনকলতার ন্যায়! শ্রীকৃষ্ণরূপ নবজলধরে শ্রীরাধা অদ্ভুত স্থিরা বিদ্যুৎলতা। বিশ্বের বিদ্যুৎলতা চপলা, কিন্তু ইহা স্থিরা। বিশ্বের উৎকট বিদ্যুতালোকে দর্শকের নয়ন ঝলসাইয়া যায়, কিন্তু যাঁহার অঙ্গে কোটি বিদ্যুতের প্রভা, (গাত্রে কোটি তড়িচ্ছবিঃ—রাধারসসুধানিধি-৯৯), তাঁহার দর্শনে দর্শকের নয়ন জুড়ায়। কারণ

তৈজসপদার্থের বিকার বিদ্যুতের উৎকট আলোক সেখানে নাই, সেখানে রহিয়াছে—প্রেমরসের স্নিগ্ধ শীতল রমণীয় কান্তিমালা! এইগুলিই শ্রীরাধারূপ বিদ্যুৎলতার অদ্ভুতত্ব!!

'গ্রীষ্মকালে যিনি শ্রীগোবিন্দের অঙ্গে চন্দ্র (কর্পূর), চন্দন ও চন্দ্রিকার ন্যায়।' অঙ্গকান্তির কথা বলিয়া এবং এখন সুখদাতৃত্বের কথা বলিতেছেন। গ্রীষ্মকালে কর্পূর-চন্দনের প্রলেপ যেমন সুখশীতল, চন্দ্রের জ্যোৎস্না যেমন তাপহারক ও সুখদ; তদ্রূপ গ্রীষ্মে শ্রীমতী রাধারাণী শ্যামসুন্দরের পরম সুখদাত্রী। শীতকালে শ্রীমতী শ্যামসুন্দরের শুভাঙ্গে শীত নিবারক ও সুখদ পীত-কৌষেয় বাস।

সুখদাতৃত্বের কথা বলিয়া এক্ষণে উল্লাস ও হর্ষ-দাতৃত্বের কথা বলিতেছেন। 'বসন্তকালে কৃষ্ণ-রূপ তরুর উল্লাসদায়িনী শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ বাসন্তী-শ্রী' বসন্তের আগমনে বৃক্ষগুলি যেমন পুরাতন পত্র ফেলিয়া দিয়া নব নব পত্র-পল্লবাঙ্কুরে অতিশয় শোভনীয় এবং উল্লসিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ বসন্ত-কালে শ্রীকৃষ্ণ-তরুর উল্লাসপ্রদানে শ্রীরাধা সাক্ষাৎ বসন্তলক্ষ্মী বা বাসন্তীশোভা। বর্ষায় শ্যাম-জলদের হর্ষদায়িনী শ্রীরাধা মঞ্জুমল্লার রাগ।' মল্লাররাগের আলাপে যেমন জলদ হর্ষভরে বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ বর্ষাকালে শ্রীরাধারাণী শ্যামজলদের হর্ষদায়িনী এবং তাঁহার বিবিধ লীলারসের বর্ষণকারিণী মঞ্জুমল্লাররাগের ন্যায়।

লীলার উল্লেখমাত্রেই শ্রীপাদের সর্বলীলামুকুটমণি শ্রীশ্রীরাসলীলার স্মৃতি চিত্তে জাগরূক হই-য়াছে। রাসলীলার স্মৃতিতে আনন্দবিস্ময়ে বলিতেছেন—'অহো! শরৎকালে রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ্যে বরণ করিতে সখীশ্রিতা শ্রীরাধা সাক্ষাৎ রাসশ্রী-রূপে বিহার করিতেছেন।' শ্রীরাধারাণীই সাক্ষাৎ রাসেশ্বরী, তিনি বিহনে শতকোটি ব্রজবালার মিলনেও শ্রীকৃষ্ণ রাস করিতে পারেন না। 'তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে" (চৈঃ চঃ)। তাই শরতে সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে রাস-রসাস্বাদন দানের নিমিত্ত সাক্ষাৎ 'রাসশ্রী' বা রাসের সর্বস্বসম্পদ্‌রূপে বিহার করিয়া থাকেন। সখী-গণের প্রেমের একান্ত অধীনা বলিয়াই শ্রীমতীকে 'সখীশ্রিতা' বলা হইয়াছে।

এক্ষণে শ্রীরাধার শ্যামসুন্দরকে অতুলনীয় রতিরসানন্দ দানের কথা বলিতেছেন—'হেমন্তকালে মদনসমরের নিমিত্ত ভ্রমণকারী ব্রজরাজনন্দনকে পৌরুষরসদ্বারা পরাজিত করিতে যিনি মূর্তিমতী জয়শ্রী রূপধারিণী' অর্থাৎ হেমন্তকালে মদন-সমরে শ্রীমতী পুরুষের ন্যায় অদ্ভুত বিপরীত-বিলাসে বিপুল আবেশ প্রাপ্ত হইয়া রতিরণের নিমিত্ত ভ্রমণকারী ব্রজরাজনন্দনকে মদনসমরে পরাজিত করিয়া মূর্তিমতী জয়শ্রীরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন।

"রাধার প্রণয়োদ্রেক সিদ্ধি নাম করি। সর্ব্বভাবে বশীভূত গিরিবরধারী॥
শ্রীরাধিকা মাধবের অতি বশীভূতা। মাধবী মাধব-প্রিয়া নামে অভিহিতা॥"৫৭॥
"তরুণ তমালে রাই কাঞ্চন-যূথিকা। স্থির সৌদামিনী পারা জলদে রাধিকা॥"৫৮॥
"নিদাঘে গোবিন্দ-অঙ্গে "চন্দন" "চন্দ্রিকা"। মলয়জ সুকর্পূর এই শ্রীরাধিকা॥
শীতে শ্যাম অঙ্গে পীতপট্ট মনোহারী। শ্যাম অঙ্গে জড়াইয়া নবীনা কিশোরী॥"৫৯॥

সর্ব্বতঃ সকল-স্তব্য-বস্তুতো যত্নতশ্চিরাৎ।
সারানাকৃষ্য তৈর্যুক্ত্যা নির্ম্মায়াদ্ভুতশোভয়া ॥৬৩॥
স্বশ্লাঘাং কুর্ব্বতা ফুল্লবিধিনা শ্লাঘিতা মুহুঃ।
গৌরী-শ্রী-মৃগ্যসৌন্দর্য্য-বন্দিতশ্রীনখপ্রভা ॥৬৪॥
শরৎসরোজ-শুভ্রাংশু-মণিদর্পণ-মালয়া।
নির্ম্মঞ্ছিতমুখাম্ভোজ-বিলসৎ-সুষমা-কণা ॥৬৫॥
স্থায়ি-সঞ্চারি সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকৈরনুভাবকৈঃ।
বিভাবাদ্যৈর্বিভাবোঽপী স্বয়ং শ্রীরসতাং গতা ॥৬৬॥
সৌভাগ্যদুন্দুভিপ্রোদ্যদ্ধ্বনি-কোলাহলৈঃ সদা।
বিত্রস্তীকৃত-গর্ব্বিষ্ঠ-বিপক্ষাখিল-গোপিকা ॥৬৭॥
বিপক্ষ-লক্ষ হৃৎকম্প-সম্পাদক মুখশ্রিয়া।
বশীকৃত-বকারাতি মানসা মদনালসা ॥৬৮।
কন্দর্পকোটি রম্য শ্রীজয়ি-শ্রীগিরিধারিণা।
চপলাপাঙ্গ ভঙ্গেন বিস্মারিত সতীব্রতা ॥৬৯॥
কৃষ্ণেতিমবর্ণ যুগ্মোরুমোহমন্ত্রেণ মোহিতা।
কৃষ্ণদেহ-বরামোদ হৃদ্য-মাদন-মাদিতা ॥৭০॥

অনুবাদ—বিধাতা সুচিরকালে সর্বপ্রকার স্তবনীয় সুন্দর ও মধুরবস্তু হইতে সারাংশ আকর্ষণ করিয়া অদ্ভুত শোভার সহিত যাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন এবং আত্মশ্লাঘা প্রকাশের নিমিত্ত ফুল্লমনে সতত যাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাঁহার নখরকান্তির সৌন্দর্য গৌর এবং কমলারও অন্বেষণীয় তথা বন্দিত ॥৬৩-৬৪॥

শারদীয় সরোজ, শারদীয় চন্দ্র ও মণিদর্পণের দ্বারা যাঁহার মুখকমলের সুষমাকণা নির্মঞ্ছিত হইয়া থাকে ॥৬৫॥

স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ও সুদ্দীপ্তসাত্ত্বিকভাবের বিষয়স্বরূপ হইয়াও যিনি স্বয়ং শৃঙ্গাররসরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৬৬॥

"শ্যাম নব-তরুবরে করিতে উল্লাস। মধুশ্রী মধুরাকৃতি রাধার প্রকাশ॥
সুখদ বর্ষায় রাধা শ্যামের হর্ষিণী। 'মঞ্জুমল্লার রাগ' শ্যাম-বিনোদিনী॥"৬০॥
"রসিক-শেখর কৃষ্ণে শারদ রাসেতে। বরণেতে সখীসঙ্গে 'রাসশ্রী' রূপেতে॥"৬১॥
"হেমন্তে ভ্রমণ কারি ব্রজেন্দ্র-কুমারে। পরাজিত করি রাধা সুরত-সমরে॥
অপরূপা "জয়শ্রী" মূরতি-ধারিণী। বিজয়িনী শ্রীরাধিকা কুঞ্জ-বিলাসিনী॥"৬২॥

যিনি সৌভাগ্যরূপ দুন্দুভির বিপুল নির্ঘোষদ্বারা গর্বান্বিতা নিখিল বিপক্ষা গোপীগণকে বিত্রস্ত করিয়া থাকেন ॥৬৭॥

যিনি মদনালসা এবং লক্ষ লক্ষ বিপক্ষাগণের হৃৎকম্পকারী অদ্ভুত শ্রীমুখ-সৌন্দর্যদ্বারা বকারির চিত্তকে সাতিশয় বশীভূত করিয়াছেন ।৬৮॥

কোটি কন্দর্পেরও রম্যশোভাজয়ী শ্রীগিরিধারীর চপল অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে যিনি সতীব্রত বিস্মৃত হইয়াছেন ॥৬৯॥

'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়রূপ মোহনমন্ত্রে যিনি মোহিতা, শ্রীকৃষ্ণদেহের পরমানন্দপ্রদাতা হৃদ্য মদন-ভাবে যিনি উন্মাদিতা ॥৭০॥

টীকা—সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যঃ স্তবাবস্তুভঃ স্তবনীয় বস্তুভ্যঃ সকাশাৎ সারানাকৃষ্য তৈঃ সারৈর্যুক্ত্যা যোগেন অদ্ভুত শোভয়া সহ নির্ম্মায় স্বশ্লাঘামাত্মশ্লাঘাং কুর্ব্বতা ফুল্লবিধিনা প্রফুল্লধাত্রা মুহুর্বারংবারং শ্লাঘিতা পূজিতেতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ ॥৬৩॥

গৌরীত্যর্দ্ধম্। গৌরী ভবপত্নী চ শ্রীর্লক্ষ্মীশ্চ তাভ্যাং মৃগ্যং যৎসৌন্দর্য্যং তেন বন্দিতা শ্রীনখপ্রভা যস্যাঃ সা ॥৬৪॥

শরদাদীনাং মালয়া সমূহেন নির্ম্মঞ্জিতো মুখাম্ভোজে বিলসৎ সুষমায়াঃ পরম শোভায়াঃ কণো লেশো যস্যাঃ সা ॥৬৫॥

স্থায়ীতি। স্থায়ী মধুরা রতিশ্চ সঞ্চারী নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারীচ সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকাঃ স্বস্বপরাকাষ্ঠ-পন্না স্তম্ভাদয়শ্চ তৈরনুভাবকৈরনুভাবৈর্ভাব-হাবাদিভিঃ বিভাব আদ্যো যেষামনুভাবকানাং তৈ র্বিভা-বাদ্যৈঃ। তত এবং ব্যাখ্যা স্থায়ি সঞ্চারি সূদ্দীপ্তসাত্ত্বিকৈ র্বিভাবাদ্যৈরনুভাবকৈশ্চ সহ বিভাবোঽপি ভাবনাবিষয়ভূতাপি স্বয়ং শ্রীরসতাং শৃঙ্গারস্বরূপতাং গতেতি ।৬৬॥

সৌভাগ্যেতি। সৌভাগ্যরূপ দুন্দুভের্ধ্বনি কোলাহলৈঃ করণৈঃ সদা সর্ব্বক্ষণং বিত্রস্ত্রীকৃতা প্রাপ্তত্রাসীকৃতা। গর্ব্বিষ্ঠা অহঙ্কার প্রচুরা বিপক্ষরূপা অখিলগোপিকা যয়া সা ॥৬৭॥

বশীকৃতং বকারাতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মানসং যয়া সা ॥৬৮॥

কন্দর্পকোটের্যা রম্যা মনোজ্ঞা শ্রীঃ শোভা তস্যা জয়নশীলেন গিরিধারিণা কৃষ্ণেন বিস্মারিতং সতীব্রতং যস্যাঃ সা ।৬৯॥

উরু র্মহান্ মোহো যস্মাৎ সচাসৌ মন্ত্রশ্চেতি উরুমোহমন্ত্রঃ কৃষ্ণেতি বর্ণযুগ্মমেব উরুমোহমন্ত্রস্তেন মোহিতা। কৃষ্ণদেহস্য যো বরঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমোদঃ স এব মাদনো মহাভাব পরাকাষ্ঠাবিশেষস্তেন মাদিতা উন্মত্তীকৃতা। তথাচ মোদনো মাদনশ্চাসাবধিরূঢ়ো দ্বিধোচ্যতে ইতি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিঃ ॥৭০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই কয়েকটি শ্লোকে শ্রীরাধার সৌন্দর্য, মাধুর্য, রস, সৌভাগ্য এবং প্রেমের বর্ণনা করিতেছেন। প্রথমতঃ তাঁহার মাধুর্যের নিরূপণে বলিলেন—'বিধাতা

সুচিরকালে সর্বপ্রকার সুন্দর ও মধুর বস্তুর সারাংশ আহরণ করিয়া অদ্ভুত শোভার সহিত শ্রীরাধারাণীকে নির্মাণ করিয়াছেন।' শ্রীরাধারাণী বিধাতার সৃষ্টবস্তু নহেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ প্রেমের পরমসার মহাভাবের উপাদানে গড়া। "প্রেমের স্বরূপ, দেহ প্রেমবিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥" (চৈঃ চঃ)। সুতরাং বিধাতা তাঁহার দেহ নির্মাণ করিয়াছেন, ইহা লোকোক্তি মাত্র। অলৌকিক শ্রীরাধা-মাধবের লীলা, মাধুর্য পরিপুষ্টির নিমিত্ত দর্শকের চক্ষে লোকবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং রাধারাণীর অসমোর্দ্ধ্ব মাধুর্য দর্শনে সকলে বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মা সুচিরকালে এবং বহুযত্নে ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল সুন্দর ও মধুর বস্তুর সারাংশ আহরণ করিয়াই বুঝি সেই অদ্ভুত শোভার দ্বারা শ্রীমতীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন শ্রীরাধার নয়ন-যুগলের মাধুর্য-বর্ণনায় শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১১।১০০) লিখিত আছে—

"নয়নযুগবিধানে রাধিকায়া বিধাত্রা জগতি মধুরসারাঃ সঞ্চিতাঃ সদ্‌গুণা যে।
ভুবি পতিত তদংশৈস্তেন সৃষ্টান্যসারৈর্ভ্রমরমৃগচকোরাম্ভোজনীলোৎপলানি॥"

"বিধাতা শ্রীরাধার নয়নযুগল নির্মাণ করিবার নিমিত্ত জগন্মণ্ডলে যে সকল মধুর, সার ও প্রশস্ত গুণসমূহ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সারভাগ গ্রহণ করিয়া শ্রীমতীর নয়নদ্বয় নির্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার যে অসার অংশ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা ভ্রমর, মৃগলোচন, চকোর, কমল, মীন ও উৎপল এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।"

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিলেন, ব্রহ্মা যে বহুযত্নে বিশ্বের সুন্দর ও মধুরতর বস্তুর সারাংশ লইয়া শ্রীরাধাকে সৃষ্টি করিয়াছেন,স্তবস্তুতির দ্বারা ফুল্ল মনে তিনি নিয়ত সেই শ্রীমতীর রূপের যে প্রশংসা করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার আত্মশ্লাঘাতেই পর্যবসিত হইয়া থাকে। অধিক কি 'যাঁহার নখরকান্তির সৌন্দর্য-সুষমা গৌরী এবং কমলারও অন্বেষণীয় তথা বন্দিত।' তত্ত্বতঃ শ্রীমতী রাধারাণী স্বয়ং ভগবতী, কমলা, গৌরী প্রভৃতি চিন্ময়ী শক্তিগণেরও পরম অংশিনী সর্বোপরি মাধুর্য-মূরতি শ্রীকৃষ্ণেরও বিমোহিনী, পরমাসুন্দরী কান্তাশিরোমণি এবং সাক্ষাৎ মহাভাবেরই প্রতিমা। তাই তাঁহার নখরকান্তির শোভা যে কমলা, গৌরী প্রভৃতি মহাসৌন্দর্য-মাধুর্যবতীগণেরও অন্বেষণীয় বা বন্দিত হইবে—ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই।

শ্রীপাদ আবার বলিতেছেন, 'শারদীয় সরোজ, শারদীয় নির্মলচন্দ্র এবং মণিদর্পণের দ্বারা যাঁহার মুখপদ্মের সুষমাকণা নির্মঞ্ছিত হইয়া থাকে।' বিশ্বের কোন বস্তুই যে সেই প্রেমের মূরতির তুলনার যোগ্য নহে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। মহাকবিগণ শারদীয় সুবিকসিত কমল, শারদগগণের নির্মল শুভ্র চন্দ্রমা এবং মণিদর্পণাদির সঙ্গে তুলনা দিয়া প্রেমময়ীর শ্রীমুখের মাধুরী বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনুভবীজন কিন্তু বলেন, সেই প্রেমরসময় বদনের কোন তুলনাই হয় না। তাহার তুলনা তিনি নিজে। নিখিল উপমান বস্তু সেখানে ব্যর্থ, সুতরাং উপমার প্রয়াস সর্বথা নিষ্ফল। আমাদের কেবল এইটিই জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শারদীয় সরোজ, নির্মল শারদীয় পূর্ণ শশী এবং মণি দর্পণাদির শোভাদ্বারা সেই প্রেমরসময় শ্রীমুখের অসীম সুষমার কেবল একলেশ কণা মাত্র সতত নির্মঞ্ছিত হইয়া

থাকে। প্রেমময়ীর অসমোর্দ্ধ মাধুরীর অপূর্ব চিত্রাঙ্কনে সুনিপুণ-শিল্পী শ্রীপাদ রঘুনাথের রূপানুরাগ-বর্ণনায় মধুময়ী লেখনী সর্বথা জয়যুক্ত হউন !!

অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ রসময়ী শ্রীরাধার রসরূপতার বর্ণনা করিতেছেন। 'স্থায়িভাব (কৃষ্ণরতি) বিভাব (বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়ালম্বন ভক্ত), অনুভাব (নৃত্য, ভুলুণ্ঠনাদি), সঞ্চারী (হর্ষাদি তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাব) ও সাত্ত্বিক (অশ্রুপুলকাদি) যিনি এই রসসামগ্রীর সাক্ষাৎ বিষয়স্বরূপ হইয়াও স্বয়ং শৃঙ্গাররসরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।' ব্রজের সর্বোৎকৃষ্ট মধুররস-সাধনায় শ্রীরাধারাণীই হইতেছেন, মূল বিষয়ালম্বন। কারণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-উপাসনা। মুখ্যতঃ শ্রীরাধারাণীর আশ্রয়েই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভজন হইয়া থাকে। "আমার ঈশ্বরী হন বৃন্দাবনেশ্বরী। তাঁর প্রাণনাথ বলি ভজি গিরিধারী॥" গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ভজনের ইহাই মূলমন্ত্র। সুতরাং শ্রীমতী রসের বিষয়তত্ত্ব হইয়াও সুদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশে স্বয়ং শৃঙ্গার বা মধুররসরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূর্তিমতী ব্রজমাধুরী বা ব্রজরস রাধারাণীই। তাঁহাকে বাদ দিলে ব্রজরসাস্বাদনের কতটুকু কি পাওয়া যায়, সুধী ভাবুক ইহা বিচার করিয়া দেখিবেন। এইজন্যই শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর সাক্ষাৎ রসরূপতা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীমতীর সৌভাগ্য বর্ণিত হইতেছে—'যিনি সৌভাগ্যরূপ দুন্দুভির বিপুল নির্ঘোষদ্বারা গর্বান্বিতা নিখিল বিপক্ষা গোপীগণকে বিত্রস্ত করিয়া থাকেন।' ত্রিশতকোটি গোপীর মিলন-মেলায় মহা-রাসরজনীতে শ্রীরাধারাণীর সৌভাগ্য-দুন্দুভি বিপুল নির্ঘোষে বাদিত হইয়াছিল।

"রাসলীলা জয়ত্যেষা যয়া সংযুজ্যতেঽনিশম্।
হরের্ব্বিদগ্ধতাভের্য্যা রাধা-সৌভাগ্যদুন্দুভিঃ॥"

অর্থাৎ "শ্রীরাসলীলার জয় হউক। এই রাসলীলাতেই শ্যামসুন্দরের বিদগ্ধতারূপ ভেরীর সহিত শ্রীরাধার সৌভাগ্য-দুন্দুভি তুমুলনাদে নিনাদিত হইয়াছে।" যদিও ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীরাধা-রাণীর সদৃশ আর কোন গোপিকা নাই, তাঁহার তুল্য তিনিই; তবু ব্রজের শৃঙ্গাররস শ্রীরাধার মানাদি রস-পরিপুষ্টির নিমিত্ত বিপক্ষা চন্দ্রাবলীর শ্রীমতীর সহিত একটা সমতার ভাব আরোপ করিয়াছেন মাত্র।

"নাংশোঽপ্যন্যত্র রাধায়াঃ প্রেমাদিগুণসম্পদাম্।
রসেনৈব বিপক্ষাদৌ মিথঃ সাম্যমিবাপ্যতে॥" (উঃ নীঃ)

'শ্রীরাধার প্রেমাদি গুণসম্পদের লেশাংশও অন্যত্র নাই, কিন্তু রস স্বয়ং নিজের পরিপুষ্টির নিমিত্ত বিপক্ষাদিতে পরস্পর সমতা অর্পণ করিয়া থাকে।' এইজন্য চন্দ্রাবলী এবং তাঁহার সখী পদ্মা, শৈব্যাদি অন্তরে গর্ব পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণীর সৌভাগ্য-দুন্দুভির বিপুল নির্ঘোষে গর্বান্বিতা নিখিল বিপক্ষাগণের হৃদয় সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে।

'তিনি মদনালসা এবং লক্ষ লক্ষ বিপক্ষাগণের হৃৎকম্পকারী অদ্ভুত শ্রীমুখ সৌন্দর্যদ্বারা বকারির চিত্তকে সাতিশয় বশীভূত করিয়াছেন।' শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর অন্তরে শৃঙ্গাররসদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ—

সেবার যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সতত জাগরূক, এখানে তাহাই মদন' শব্দের বাচ্য। সেই মদনরসের ভারে যাঁহার দেহ-মন মন্থরালস! তাহাতে শ্রীমতীর সৌন্দর্যসিন্ধুতে অভিনবতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সেই মন্থরালস দেহ এবং তৎকালীন অদ্ভুত শ্রীমুখসৌন্দর্যে চন্দ্রাবলী, পদ্মা, শৈব্যাদি নিখিল বিপক্ষাগণের হৃৎ-কম্পন উপস্থিত হয় এবং ঐ মুখমাধুরী দর্শনে বকারির ন্যায় মহাবীরেরও নিতান্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং তাঁহার চিত্ত শ্রীরাধারাণীতে একান্ত বশীভূত হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ রঘুনাথ অতঃপর শ্রীরাধারাণীর প্রেমের বর্ণনা করিতেছেন—'কোটি কন্দর্পেরও রম্য-শোভাজয়ী শ্রীগিরিধারীর অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে যিনি সতীব্রত বিস্মৃত হইয়াছেন।' কোটি কন্দর্প-বিমোহন শ্রীমদনমোহনের অপাঙ্গভঙ্গী দর্শনেই প্রেমময়ী তাঁহার প্রতি প্রেমাতিশয্যে দুস্ত্যজ সতীব্রত বিস্মৃত হইয়া দেহ, মন, প্রাণ সব গিরিধারীতে সমর্পণ করিয়াছেন। তাই শ্রীমতীর পূর্বরাগে মহাজন গাহিয়াছেন—

"কি পেখলুঁ যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গো বিকাইলুঁ তার আঁখি-ঠারে॥
নিতি নিতি আসি যাই এমন কভু দেখি নাই কি খেনে বাড়াইলাম পা ঘরে।
গুরুয়া গরব কুল নাসাইল কুলবতী কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে॥
কামের কামান জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা গো হিঙ্গুলে বেড়িয়া দুটি আঁখি।
কালিয়ার নয়নবাণ মরমে হানিল গো কালাময় আমি সব দেখি॥
চিকণ কালার রূপে আকুল করিল গো ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কতচাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মু'খানি মাজিল গো যদু কহে কত সুধা দিয়া॥" (পদকল্পতরু)

"কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয়রূপ মোহনমন্ত্রে যিনি বিমোহিতা।' শ্রীকৃষ্ণনাম এবং নামী অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নতত্ত্ব। কিন্তু প্রেমানুরূপই এই অভিন্নতা বোধের স্ফুরণ হয়। শ্রীমতী রাধারাণীতে প্রেম পরমমহান্, তাই শ্রীকৃষ্ণনামও তাঁহার মোহনকারী মহামন্ত্র-বিশেষ। মোহনমন্ত্রের ন্যায় মহামোহন 'কৃষ্ণ' নামে তিনি বিমোহিতা! তাই নাম শ্রবণমাত্রেই সখীর নিকট বলেন—"পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর, তৈখনে মন চুরি কেল।" শ্রবণ মাত্রেই মনচুরি, জপিতে জপিতে অঙ্গ বিবশ!! "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে বা পাসরিব তারে।" 'শ্রীকৃষ্ণের রসঘন-বিগ্রহেরও পরমানন্দ প্রদাতা ও হৃদ্য মাদনভাবে যিনি উন্মাদিতা।' শ্রীমতী রাধারাণীর অসাধারণ সম্পদ্ এই সর্বভাবো-দগমোল্লাসী মাদনাখ্য-মহাভাব। "রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা।" (উঃ নীঃ)। রসঘন-বিগ্রহ শ্যামসুন্দরকে পরমানন্দে প্রমত্ত করিয়া তুলে, তাই এই পরাৎপর ভাবের নাম '**মাদন**'। শ্রীশ্যাম-সুন্দরের পরম হৃদ্য এই মদনভাব স্বীয় বিষয় ও আশ্রয় উভায়কেই উন্মাদিত করে—তাই মাদন নামের সার্থকতা "মদয়তীতি মাদনঃ।"

"স্তবনীয় বস্তু যত ছানিয়া যতনে। তাহার সারাংশ বিধি করিয়া গ্রহণে॥
সৃষ্টি কৈল অপরূপ কাঞ্চন-প্রতিমা। অনন্ত ভুবন-মাঝে নাহিক তুলনা॥

কুটিল-ভ্রূচলচ্চণ্ড-কন্দর্পোদ্দণ্ড-কার্ম্মুকে।
ন্যস্তাপাঙ্গ-শরক্ষেপৈর্বিহ্বলীকৃত মাধবা ॥৭১॥
নিজাঙ্গ সৌরভোদগার মাদকৌষধি-বাত্যয়া।
উন্মদীকৃত সর্ব্বৈক মাদক-প্রবরাচ্যুতা ॥৭২॥
দৈবাচ্ছ্রুতিপথায়াত-নাম নীহার-বায়ুনা।
প্রোদ্যদ্রোমাঞ্চ শীৎকার-কম্পিকৃষ্ণ-মনোহরা ॥৭৩॥
কৃষ্ণনেত্র-লসজ্জিহ্বা লেহ্যবক্ত্র-প্রভামৃতা।
কৃষ্ণান্য তৃষ্ণা-সংহারী সুধাসারৈক ঝর্ঝরী ॥৭৪॥
রাসলাস্য-রসোল্লাস-বশীকৃত-বলানুজা।
গানফুল্লীকৃতোপেন্দ্রা পিকোরু-মধুর-স্বরা ॥৭৫॥
কৃষ্ণকেলি-সুধাসিন্ধু-মকরী মকরধ্বজম্।
বর্দ্ধয়ন্তী স্ফুটং তস্য নর্ম্মাস্ফালন-খেলয়া ॥৭৬॥
গতির্ম্মত্তগজঃ কুম্ভৌ কুচৌ গন্ধমদোদ্ধুরৌ।
মধ্যমুদ্দাম-সিংহোঽয়ং ত্রিবল্যো দুর্গভিত্তয়ঃ ॥৭৭॥

অনুবাদ— যিনি কুটিল ভ্রূরূপ প্রচণ্ড-মদনের উদ্দণ্ডধনুতে অপাঙ্গশর নিক্ষেপদ্বারা মাধবকে বিহ্বল করিয়া থাকেন ॥৭১॥

"বারম্বার আত্মশ্লাঘা করিয়া বিধাতা। নিরজনে প্রাণফুলে পূজয়ে সর্ব্বদা ॥
গৌরী লক্ষ্মী সে রূপের করি অন্বেষণ। পাদপদ্ম নখমণির করে নির্ম্মঞ্ছন ॥"৬৩-৬৪॥
"শরৎ সরোজ চন্দ্র-মণি দরপণ। মুখপদ্ম শোভা লেশ করে নির্ম্মঞ্ছন ॥"৬৫॥
"সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব স্থায়ি যে সঞ্চারি। দিব্যভাব অনুভাব বিভাবাদি করি ॥
ভাবরত্নে বিভূষিতা 'শ্রীরসতা' রাধা। মদন-মোহনের মন হরিছে সর্ব্বদা ॥"৬৬॥
"শ্রীরাধার সৌভাগ্যের দুন্দুভির রোলে। বিপক্ষ গোপিকা যত বরজ-মণ্ডলে ॥
সর্ব্বভাবে চূর্ণ করি গর্ব্ব-অহঙ্কার। সবার হৃদয়ে করে ত্রাসের সঞ্চার ॥"৬৭॥
"শ্রীরাধার মুখশ্রী করি দরশন। লক্ষ বিপক্ষের হয় হৃদয়-কম্পন ॥
অলসে অবশ ধনি মদন-ভরেতে। বশীভুত করিয়াছে হরি-চিত্ত তাতে ॥"৬৮॥
"কন্দর্প কোটি রম্য ব্রজেন্দ্র-নন্দন। শ্রীজয়ী শ্রীগিরিধারী শ্রীবংশীবদন ॥
সেই গিরিবরধারী ত্রিভঙ্গিমঠামে। সুচঞ্চল নেত্রাঞ্চলে করিয়া ঈক্ষণে ॥
যাঁর পাতিব্রত্য সদা বিস্মারিত করে। শ্রীরাধিকা নাম তার এই ব্রজপুরে ॥"৬৯॥
"কৃষ্ণ এই বর্ণ দ্বয় মোহ মন্ত্র দ্বারা। সর্ব্বদা মোহিতা রাধা পাগলিনী পারা ॥
কৃষ্ণঅঙ্গ সুগন্ধেতে সদা উন্মাদিনী। মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী ॥"৭০॥

নিখিল বিশ্বের রসোন্মাদনাকারী শ্রীকৃষ্ণকেও যিনি নিজাঙ্গ সৌরভোদ্গাররূপ মাদকৌষধির বায়ু-প্রবাহদ্বারা উন্মাদিত করেন ॥৭২॥

দৈবাৎ শ্রুতিপথাগত 'রাধা' নামরূপ শীতলবাতাসে পুলকিত ও সীৎকারের সহিত কম্পিত শ্রীকৃষ্ণের যিনি মনোহারিণী ॥৭৩॥

যাঁহার শ্রীমুখকান্ত্যামৃত শ্রীকৃষ্ণের লুব্ধ নয়নচষকে লেহ্যমান, কৃষ্ণান্তৃষ্ণাহারিণী সুধাসারের যিনি স্বর্ণঝারি ॥৭৪॥

রাসনৃত্য রসোল্লাসে যিনি বলদেবানুজ শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন, কোকিল–অপেক্ষা মধু-কণ্ঠের গানে যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রফুল্লিত করেন।৭৫॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণকেলিরূপ সুধাসিন্ধুর মকরী, উদ্দাম পরিহাসরসক্রীড়ায় যিনি শ্রীকৃষ্ণের মদনাবেশ বর্ধন করিয়া থাকেন ॥৭৬॥

যাঁহার 'গতি' মদমত্ত গজের ন্যায়, কুচদ্বয় উৎকৃষ্ট মদগন্ধযুক্ত কুম্ভের ন্যায়, কটিদেশ উদ্দাম সিংহতুল্য এবং ত্রিবলিই দুর্গভিত্তি-স্বরূপ ॥৭৭॥

টীকা — কুটিলা ভ্রূরেব চলন্ ভ্রাম্যন্ চণ্ডঃ প্রতাপবান্ যঃ কন্দর্পস্তস্য উদ্দণ্ডং কার্ম্মুকং ধনুস্তত্র ন্যস্তা অপাঙ্গরূপা যে শরাস্তেষাং ক্ষেপৈঃ ॥৭১॥

নিজাঙ্গেতি। নিজাঙ্গস্য নিজ শরীরস্য যঃ সৌরভোদ্গারঃ স এব মাদকৌষধিস্তস্য বাতায়া প্রচুর বাতেন উন্মদীকৃতঃ সর্ব্বেষামেকোঽদ্বিতীয়ো মাদকপ্রবরো মাদকশ্রেষ্ঠোঽচ্যুতঃ কৃষ্ণো যয়া সা ॥৭২॥

শ্রুতিপথং কর্ণ নিকটমায়াতমাগতং যন্নাম তদেব নীহারবায়ুঃ শীতলবাতস্তেন প্রোদ্যদ্রোমা-ঞ্চাদয়োঽস্য সন্তীতি ইন্। ততঃ প্রোদ্যদ্রোমাঞ্চাদিবিশিষ্টো যঃ কৃষ্ণস্তস্য মনোহরতীতি তথা সা ॥৭৩॥

কৃষ্ণস্য নেত্রে এব লসজ্জিহ্বা অভিলাষবতী রসনা তস্যা লেহ্যমাধ্বাদ্যং বক্ত্রস্য প্রভারূপমমৃতং যস্যাঃ সা কৃষ্ণস্যাত্যত্র যা তৃষ্ণা তস্যাঃ সংহারী যঃ সুধাসারস্তস্য একঝর্ঝরী জলাধারবিশেষঃ ॥৭৪॥

উপেন্দ্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥৭৫॥

নর্ম্ম পরিহাসস্তেন যা আস্ফালন খেলা তয়া তস্য কৃষ্ণস্য মকরধ্বজং কামং বর্দ্ধয়ন্তী ॥৭৬॥

গন্ধমদেন উদ্ধুরৌ শ্রেষ্ঠৌ দুর্গাণাং ভিত্তয়ঃ প্রাচীরাণি ॥৭৭॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা — শ্রীশ্রীরাধামাধুরীর অপূর্ব বর্ণনা–নিপুণ মহারসকবি শ্রীপাদ রঘুনাথ এই কয়েকটি শ্লোকে শ্রীমতীর সৌন্দর্য, সৌরভ্য, নামামৃত, লীলামৃতাদির শ্রীকৃষ্ণবশীকরণের অসাধারণ বা অমোঘ শক্তি বর্ণনা করিতেছেন। 'কুটিল ভ্রূরূপ প্রচণ্ড-মদনের উদ্দণ্ড ধনুতে অপাঙ্গশর নিক্ষেপ করিয়া যিনি মাধবকে বিহ্বল করেন।' "ভাঙকর্ভঙ্গিম থোরি জনু। কাজরে সাজল মদনধনু॥" (বিদ্যাপতি) "মঝু মুখ হেরি, ভরম-ভরে সুন্দরী, ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা। **কুটিল কটাখ বিশিখে তনু জর জর**, জীবনে **না বান্ধই থেহা** ॥" (গোবিন্দদাস)। এইসব মহাজন বাণীতে শ্রীরাধার ভ্রূধনু ও কটাক্ষশরের অপরিসীম প্রভাব জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ 'মাধব' ব্রজে শতকোটি কমলাগণের তিনি সতত আকাঙ্ক্ষিত,

কিন্তু রাধাবিহনে তাঁহার বিশ্ব শূন্য ! শ্রীরাধার অপাঙ্গশরবিদ্ধ বিহ্বল মাধবকে শ্রীমতীই মাদনরসের আস্বাদনদানে সুখী করিতে পারেন, অপর কেহই নহেন। আবার 'মা' শব্দে পরম সৌন্দর্য, তাহার 'ধব' বা পতি। অর্থাৎ যিনি সুন্দর শেখর, যাঁহার সৌন্দর্য-মাধুর্যে বিশ্ব পাগল, তিনিও শ্রীমতীর মদনরসরঞ্জিত কটাক্ষশরে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় বিহ্বল হইয়া থাকেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর অঙ্গসৌরভের মাধুর্যবর্ণনায় বলিলেন, 'নিখিল বিশ্বের রসোন্মাদনাকারী শ্রীকৃষ্ণকেও যিনি নিজাঙ্গ সৌরভোদ্গাররূপ মাদকৌষধির বায়ুপ্রবাহদ্বারা উন্মাদিত করেন।' "রসো বৈ সঃ" "রসানাং রসতমঃ" "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" (শ্রুতি) শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ বা রসরাজ, তাঁহাকে অনুভব করিয়াই বিশ্বমানব যথাযথ আনন্দলাভ করিতে পারে। যিনি স্বীয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং লীলারসের অপরিসীম উন্মাদনাদ্বারা বিশ্বকে উন্মাদিত করেন, গন্ধোন্মাদিত মাধবা শ্রীরাধারাণীর স্বীয় অঙ্গের বাতাসদ্বারা তাঁহাকেও উন্মাদিত করিয়া তুলেন! শ্রীমতীর রসোদ্গারে মহাজন শ্রীমতীর উক্তির অনুবাদ করিয়াছেন—"আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ যখন যে দিগে পায়। বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখন সে দিগে ধায়।" "আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে সে মুখে সে দিন থাকে।" ইত্যাদি (পদকল্পতরু)। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের উন্মাদনায় বলিয়াছেন—

"কর্পূরলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল, তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দভুবনে, সবা করে আকর্ষণে, নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥
সখি হে! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়।
নারীর নাসায় পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে, কৃষ্ণ-পাশে ধরি লঞা যায়॥
... ...
হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন, খসায় নীবি, ছুটায় কেশবন্ধ।
করি আগে বাউরী, নাচায় জগৎনারী, হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ॥" (চৈঃ চঃ)

এইপ্রকার সৌরভামৃতসাগর শ্রীকৃষ্ণকেও যে রাধারাণী নিজাঙ্গ-সৌরভোদ্গারী বায়ুপ্রবাহরূপ মাদকৌষধির দ্বারা উন্মত্ত করিয়া তুলেন!

অতঃপর আনন্দঘন মুরতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর 'রাধা' নামের অপ্রতিম প্রভাব বর্ণনা করিতেছেন। 'দৈবাৎ শ্রুতিপথাগত 'রাধা' নামরূপ শীতল-বাতাসে শ্রীকৃষ্ণ রোমাঞ্চিত ও সীৎকারের সহিত কম্পিত হন।'' শীতকালের অতিশয় শৈত্যপ্রবাহ বা শীতলবাতাস উন্মুক্ত অঙ্গে লাগিলে যেমন দেহ অতিশয় কণ্টকিত হয় এবং সীৎকারের সহিত কম্পন আসে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ যদি দৈবাৎ প্রসঙ্গতঃ 'রাধা' নাম শ্রবণ করেন, তখনি বিপুল ভাববিকারে তাঁহার দেহ তদ্রূপ অতিশয় কণ্টকিত হয় এবং তিনি সীৎকারের সহিত প্রবলভাবে কম্পিত হইতে থাকেন। রাধানাম শ্রবণমাত্রে অপ্রাকৃত নবীনমদনের অন্তরে এইরূপ মদনবিকার জাত হয় বুঝিতে হইবে। মহাজন পূর্বরাগে শ্রীকৃষ্ণের উক্তির অনুবাদ করিয়াছেন—

"রাধানাম কে কহিলে আগে। শুনইতে মনমথ জাগে॥
সখি! কাহে কহলি উহ নাম। মন মাহা নাহি লাগে আন॥
কহ তছু অনুপম রূপ। বুঝলম অমিয়া স্বরূপ॥
হেরইতে আঁখি করে আশ। কহ রাধামোহন দাস॥" (পদকল্পতরু)

'রাধানাম শ্রবণে বিপুল মদনবিকারে এইরূপ অভিভূত শ্রীকৃষ্ণের মনোহারিণী একমাত্র শ্রীরাধাই! শ্রীমতীর প্রতি দূতীর উক্তি—

"বৃষভানু-নন্দিনী জপয়ে রাতি দিনি ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনী বোলয়ে মধুর বাণী স্বপনে না পাতয়ে কান॥
'রা' কহি 'ধা' পঁহু কহই না পারই ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখমণি লোটায় ধরণীপুন কো কহ আরতি ওর।
গোবিন্দদাস তুয়া চরণে নিবেদল কানুক এতহুঁ সম্বাদ।
নিচয়ে জানহ তছু দুখ খণ্ডক কেবল তুয়া পরসাদ॥" ঐ

অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার কান্তিমাধুরীর বর্ণনায় বলিলেন, 'যাঁহার শ্রীমুখের কান্ত্যামৃত শ্রীকৃষ্ণের লুব্ধ নয়ন–চষকে লেহ্যমান।' মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতীর অঙ্গ হইতে মহাভাবের কান্তিমালা সর্বদা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। শ্রীমুখচন্দ্রের কান্তি-চন্দ্রিকা শ্রীকৃষ্ণের লুব্ধ নয়ন-চকোর লেহন করিয়া বিভোর হইয়া যায়। কারণ এই বদনচন্দ্রিকার কান্তিসুধাপানে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-চকোর অপার তৃপ্তি বা আস্বাদন লাভ করে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ (গোঃ লীঃ ১১ ৯২) লিখিয়াছেন—

"হরি–নয়নচকোর-প্রীতয়ে রাধিকায়া মুখশশিনমপূর্ব্বং পূর্ণমুৎপাদ্য ধাতা।
নয়নহরিণযুগ্মং ন্যস্য তস্মিন্ সুলোলং ন্যধিত তদবরোদ্ধুং পার্শ্বয়োঃ কর্ণপাশৌ॥"

"শ্রীকৃষ্ণের নয়নরূপ চকোরের প্রীতির নিমিত্ত বিধাতা ষোড়শকলায় পূর্ণ ও অপূর্ব শ্রীরাধার মুখশশী নির্মাণ করিয়া তাহাতে নয়নরূপ চঞ্চল হরিণদ্বয়কে স্থাপনপূর্বক তাহাদের অবরোধের জন্য দুইপার্শ্বে দুইটি কর্ণরূপ পাশ (রজ্জু) নিহিত করিয়াছেন।"

আবার যিনি "কৃষ্ণান্য-তৃষ্ণা-সংহারী-সুধাসারৈক-ঝর্ঝরী" অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের তাঁহা-ব্যতীত অন্য-তৃষ্ণা নাশের নিমিত্ত যিনি অমৃতসারের স্বর্ণঝারি।' মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধারাণীর অখণ্ড মাদন-রসের আস্বাদনেই শ্রীকৃষ্ণের কান্তারসাস্বাদনের নিখিল বাসনা পূর্ণ হইয়া থাকে। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অন্য গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে মিলনেচ্ছা জাগরিত হয়, ইহাও রাধামাধুরী আস্বাদনের নিমিত্তই হইয়া থাকে। কারণ ইহার দ্বারাই শ্রীরাধারাণীর মান, কলহান্তরাদি অদ্ভুত রসময় অবস্থার উদয় হয়। এইপ্রকার নিখিল গোপিকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলনেচ্ছা শ্রীরাধামাধুরী আস্বাদনের পরিপুষ্টির নিমিত্তই। শ্রীরাধারাণী মাদনরসামৃতের স্বর্ণঝারি; একাকী শ্রীকৃষ্ণের নিখিল শৃঙ্গাররসবাসনা পূর্ণ করিতে তিনি সমর্থা! তত্ত্বতঃ শ্রীরাধারাণীই স্বীয় কায়ব্যূহে অসংখ্য গোপিকারূপে শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসবাসনা পূর্ণ

করিয়া থাকেন। অথবা শ্রীরাধারাণী স্বীয় চরণাশ্রিত ভক্তের কৃষ্ণতৃষ্ণা ব্যতীত অন্য তৃষ্ণা নাশের নিমিত্ত সুধাসারের স্বর্ণঝারি। এই সুধাসারের আস্বাদনে কৃষ্ণতৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয় এবং অন্য তৃষ্ণা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ভক্তির কৃপায় স্বভাবতঃই চিত্ত কৃষ্ণেতর বাসনা রহিত হইয়া কৃষ্ণতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া উঠে, সেই ভক্তি বা প্রেমেরই মূর্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধারাণী।

শ্রীপাদ রঘুনাথ অতঃপর শ্রীমতীর লীলামাধুরী বর্ণনা করিতেছেন— শ্রীমতী রাধারাণী রাসেশ্বরী, সর্বলীলামুকুটমণি শ্রীশ্রীরাসলীলার দ্বারাই রাসরসিক লীলাপুরুষোত্তম গোবিন্দকে সমধিক সুখদান করিয়া থাকেন। নৃত্য ও গীতাদিময় রাসলীলা, তাই বলা হইয়াছে,—'রাসনৃত্য-রসোল্লাসে যিনি বলদেবানুজ শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করেন এবং কোকিল অপেক্ষাও মধুকণ্ঠের গানে যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রফুল্লিত করেন।' মহাজন গাহিয়াছেন—

"নাচত বৃষভানু-কিশোরী অঙ্গে অঙ্গে বাহু জেরি
মেঘ উপরে যৈছে দামিনী ফিরত ঐছন ভাতিয়া।
তরু তমাল শ্যামলাল মাঝে রহত ধরত তাল
ভালি ভালি করত রহত গমন মন্থর পাতিয়া॥
নূপুর বলয়া কঙ্কণসাজ কন কন কন কিঙ্কিণী বাজ-
তালে রিঝত সুঘড়-শেখর ডুবল জলদ-কাঁতিয়া।
বসন ভূষণ কবরী-ভার খোলি পড়ত বার বার॥
হসত খসত কোই পড়ত রঙ্গিণী রঙ্গে মাতিয়া॥
তালমৃদঙ্গ ডম্ফ বাজ বীণা পাখোয়াজ মধুর গাজ
আনন্দে মগন বৃষভানু-সুতা সব সখীগণ সঙ্গিয়া।
রস-ভরে উহ ক্ষীণ অঙ্গ রাই বৈঠলি শ্যাম সঙ্গ
মন্দ মন্দ হসত খসত কানু অঙ্গে অঙ্গিয়া॥" (পদকল্পতরু)

আবার যিনি 'কৃষ্ণকেলিরূপ সুধাসিন্ধুর মকরী' মকরী যেমন দুষ্পার সিন্ধুমধ্যে মহাসুখে বিচরণ ও নিবাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণকেলিরূপ অমৃতসাগরে যিনি মহাসুখে সন্তরণ ও নিবাস করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসকেলির বা রাসাদিকেলির যিনি মূলাশ্রয়রূপা হইয়াও সেই কেলিসিন্ধুতে স্বচ্ছন্দে বিহার করেন এবং বিরহাবকাশে সখীমুখে সেই কৃষ্ণকেলিরূপ অমৃত শ্রবণদ্বারে আস্বাদন করেন। স্বয়ং বর্ণনা করিয়াও কৃষ্ণকেলিসাগরে কীর্তন, শ্রবণ ও স্মরণানন্দে স্বচ্ছন্দে বিহার ও নিবাস করিয়া থাকেন। 'উদ্দামপরিহাস রসক্রীড়ায় যিনি শ্রীকৃষ্ণের মদনাবেশ বর্ধন করিয়া থাকেন।' পরিহাসরস বিস্তারে শ্রীমতী পরম সুনিপুণা, পরিহাসকালে তাঁহার শ্যাম-মনোহর হাস্য, শ্রীমুখের, শ্রীনয়নের

রোমালী নাগপাশশ্রীর্নিতম্বো রথ উল্বণঃ ।
দন্তা দুর্দ্দান্ত-সামন্তাঃ পদাঙ্গুল্যঃ পদাতয়ঃ ॥৭৮॥
পাদৌ পদাতিকাধ্যক্ষৌ পুলকাঃ পৃথুকঙ্কটাঃ ।
ঊরূ জয়মণিস্তম্ভৌ বাহু পাশবরৌ দৃঢ়ৌ ॥৭৯॥

ভঙ্গী বচনামৃতভঙ্গী, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এইরূপ অদ্ভুত ভঙ্গী ও এমন অপূর্ব সৌন্দর্যের বিকাশ হইয়া থাকে যে, শ্যাম মদনাবেশে অধীর হইয়া পড়েন।

'যাঁহার গতি মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায়, কুচদ্বয় উৎকৃষ্ট মদযুক্ত কুম্ভের ন্যায়, কটিদেশ উদ্দাম সিংহ-তুল্য এবং ত্রিবলিই দুর্গ-ভিত্তি-স্বরূপ। শ্রীপাদ এইশ্লোকে শ্রীমতীর গতিভঙ্গী, কুচদ্বয়ের সৌন্দর্য, কটিদেশের ক্ষীণতা এবং ত্রিবলির সৌন্দর্যঅপূর্ব উপমালঙ্কারে* বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর গতি মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় এবং কুচদ্বয় মদযুক্ত কুম্ভের ন্যায় বিশাল । তাঁহার কটিদেশ ক্ষীণ প্রবল পরাক্রান্ত সিংহের ন্যায়। কটি সিংহ এই মত্ত গজেন্দ্রের কুচকুম্ভকে বিদীর্ণ করিতে চায়, কিন্তু ত্রিবলি (উদরের রেখাত্রয়) দুর্লঙ্ঘ দুর্গ-প্রাচীরের ন্যায় বলিয়া সিংহের তাহা অতিক্রম করিয়া তাহার কুম্ভ-বিদারণের সামর্থ্য নাই।

"কুটিল ভ্রূরূপ নিজ কন্দর্প ধনুতে। ভঙ্গি করি শ্রীরাধিকা অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে॥
তেরছ নেত্রান্ত বাণ নিক্ষেপ করিয়া। মাধবে বিহ্বল করে হাসিয়া হাসিয়া॥"৭১॥
"শ্রীরাধিকা নিজ অঙ্গ-সৌরভ উদ্গারে। মাদক ঔষধি বায়ু-প্রবাহের দ্বারে॥
জগতমোহন কৃষ্ণে সতত মাতায়। উন্মত্ত হইয়া প্রেমে ফিরয়ে সদায়॥"৭২॥
"দৈবে যদি গোবিন্দের শ্রবণ—বিবরে। সুশীতল রাধানাম বায়ু স্পর্শ করে॥
বিপরীত কম্প অঙ্গে পুলক-উদ্গম। সীৎকারেতে জর্জ্জরিত মদনমোহন॥
সেই রাধানামাকৃষ্ট গোবিন্দের মন। হরণেতে শ্রীরাধার উল্লসিত মন॥
রঘুনাথ দাস গোস্বামী রাধাকুণ্ড তীরে। হেন রাধা-পাদপদ্ম নিত্য সেবা করে॥"৭৩॥
"কুঞ্জবন-বিলাসিনীর মুখচন্দ্র প্রভা-। অমৃত লেহন করে কৃষ্ণনেত্র-জিহ্বা॥
কৃষ্ণভিন্ন অন্য তৃষ্ণা করিতে সংহার। শ্রীরাধিকা সুধাসার যেন জলাধার॥"৭৪॥
"রসোল্লাসে রাসেশ্বরী রাসে নৃত্য করে। বলানুজ শ্রীগোবিন্দে বশীভূত করে॥
পিকতুল্য সুমধুর কণ্ঠস্বরে রাধা। গানে প্রফুল্লিত করে মাধবে সর্ব্বদা॥"৭৫॥
"কৃষ্ণকেলি সুধাসিন্ধু মকরী শ্রীরাধা। পরিহাস আস্ফালন ক্রীড়াতে সর্ব্বদা॥
বৃদ্ধি করে গোবিন্দের সুরত-তরঙ্গ। নিকুঞ্জেতে বিলাসিনী করি কত রঙ্গ॥"৭৬॥
"গতি মত্ত গজরাজ কুম্ভ কুচযুগ। গন্ধ-মদে পরিপূর্ণ শ্রীঅঙ্গ-সম্পদ্॥
উদ্দাম সিংহের তুল্য দেখি মধ্যদেশ। দুর্গের প্রাচীর রূপে ত্রিবলি বিশেষ॥"৭৭॥

* অলঙ্কার কৌস্তুভ ৮।১ দ্রষ্টব্য।

ভ্রূদ্বন্দ্বং কার্ম্মুকং ক্রূরং কটাক্ষাঃ শাণিতাঃ শরাঃ।
ভালমর্দ্ধেন্দু দিব্যাস্ত্রমঙ্কুশানি নখাঙ্কুরাঃ ॥৮০॥
স্বর্ণেন্দুফলকং বক্ত্রং কৃপাণী করয়োর্দ্যুতিঃ।
ভল্লভারাঃ করাঙ্গুল্যো গণ্ডৌ কনকদর্পণৌ ॥৮১॥
কেশপাশঃ কটুক্রোধঃ কর্ণৌ মৌর্ব্বগুণোত্তমৌ।
বন্ধূকাধররাগোঽতিপ্রতাপঃ করকম্পকঃ ॥৮২॥
দুন্দুভ্যাদিরবাশ্চূড়া-কিঙ্কিণী নূপুরস্বনাঃ।
চিবুকং স্বস্তিকং শস্তং কণ্ঠঃ শঙ্খো জয়প্রদঃ ॥৮৩॥
পরিষ্বঙ্গো হি বিধ্যস্ত্রং সৌরভং মাদকৌষধম্।
বাণী মোহনমন্ত্রশ্রীর্দেহবুদ্ধি-বিমোহিনী ॥৮৪॥
নাভী রত্নাদি-ভাণ্ডারং নাসাশ্রীঃ সকলোন্নতা।
স্মিতলেশোঽপ্যচিন্ত্যাদ্রি-বশীকরণতন্ত্রকঃ ॥৮৫॥
অলকানাং কুলং ভীষ্মং ভৃঙ্গাস্ত্রং ভঙ্গদায়কম্।
মূর্ত্তিঃ কন্দর্পযুদ্ধশ্রীর্বেণী সঞ্জয়িনী ধ্বজা ॥৮৬॥

অনুবাদ—যাঁহার রোমাবলি নাগপাশের ন্যায় সুশোভিত, নিতম্বদেশ সুবিশাল রথ, দন্তসমূহ দুর্দান্ত সামন্ত, পদাঙ্গুলীদল পদাতিক সৈন্য ॥৭৮॥

শ্রীচরণদ্বয় পদাতিক-সেনাধ্যক্ষ, পুলকাবলি বিস্তৃত কবচ, উরুযুগল মণিময় জয়স্তম্ভ, বাহুদ্বয় সুদৃঢ় পাশস্বরূপ ॥৭৯॥

ভ্রূদ্বয় বক্র কার্মুক, কটাক্ষ নিচয় শাণিতশর, ললাট অর্ধচন্দ্র নামক দিব্যাস্ত্র, নখাঙ্কুরসমূহ অঙ্কুশতুল্য ॥৮০॥

মুখমণ্ডল সুবর্ণফলক, করদ্বয় দীপ্তকৃপাণ, করাঙ্গুলিদল ভল্লাস্ত্র, গণ্ডদ্বয় কনকদর্পণ ॥৮১॥

কুটিল কেশপাশ তীব্রক্রোধ, কর্ণদ্বয় উত্তম ধনুর্গুণ, বন্ধুককুসুমের ন্যায় রক্তিম অধরদ্বয় বিপক্ষের করকম্পনকারী প্রচণ্ড প্রতাপ ॥৮২॥

চূড়িকা, কিঙ্কিণী ও নূপুরের ধ্বনি দুন্দুভি প্রভৃতি রণবাদ্য, চিবুক প্রশস্ত স্বস্তিকচিহ্ন এবং কণ্ঠ জয়প্রদ শঙ্খ ॥৮৩॥

আলিঙ্গন ব্রহ্মাস্ত্র, সৌরভ মাদকৌষধি, বাণী দেহ-বুদ্ধির বিমোহনকারী মোহন মন্ত্রসম্পদ্ ॥৮৪॥

নাভিদেশ রত্নাদির ভাণ্ডার, নাসাশ্রী সর্বোন্নত সামর্থ্য, হাস্যলেশ অচিন্ত্য বশীকরণৌষধ ॥৮৫॥

চূর্ণকুন্তল বিপক্ষের রণভঙ্গকারী ভীষণ ভৃঙ্গাস্ত্র, মূর্তিটি কন্দর্পসমরের সাক্ষাৎ জয়লক্ষ্মী এবং বেণীই জয়ধ্বজা ॥৮৬॥

টীকা—রোমালীতি সুগমম্ ॥৭৮॥

কঙ্কটা উরশ্ছদাঃ কবচা ইত্যর্থঃ জয়মণেঃ স্তম্ভৌ পাশবরৌ নাগপাশশ্রেষ্ঠৌ ॥৭৯॥

অর্দ্ধেন্দুদিব্যাস্ত্রম্ অর্দ্ধচন্দ্রনামাস্ত্রম্ ॥৮০॥

স্বর্ণেন্দ্বিতি। ফলকং চর্ম্ম। ভল্লভারাঃ এতন্নাম্না প্রসিদ্ধা অস্ত্রবিশেষাঃ ॥৮১॥

কটুরতিশয়ঃ ক্রোধস্য কৃষ্ণবর্ণত্বেন কেশপাশেন সাম্যম্। মৌর্ব্বী ধনুস্তম্ভা ইমৌ মৌর্ব্বৌ তৌ চ তৌ গুণৌ চেতি তৌ তথা ॥৮২॥

তুন্দ্বিতি। স্বস্তিকং মঙ্গলদ্রব্যম্ ॥৮৩॥

পরিষঙ্গ আলিঙ্গনক্রিয়া বিধ্যস্ত্রং ব্রহ্মাস্ত্রম্ ॥৮৪॥

সকলাভ্যঃ শোভাভ্য উন্নতা উৎকৃষ্টা অচিন্ত্যং ভাবনায়া অবিষয়ম্ আদিনা অনির্ব্বচনীয়ং ততোঽচিন্ত্যানির্ব্বচনীয় বশীকরণতন্ত্রং বশীকরণৌষধম্ ইত্যর্থঃ। অপরিচিতকোষঃ কশ্চিৎ তন্ত্রকমিত্যত্র মন্ত্রকমিতি পাঠং কল্পয়তি তদতীব মন্দং পূর্ব্বপদ্যে বাণ্যা মোহনমন্ত্রত্বেন নিরূপিতত্বাৎ পুনরুক্ততা দোষাপত্তেঃ। তথাচ মেদিনী। তন্ত্রং কুটুম্বকৃত্যে স্যাৎ সিদ্ধান্তে চৌষধোত্তমে ইত্যাদি ॥৮৫॥

ভীষ্মং ভয়ঙ্করং ভৃঙ্গাস্ত্রং প্রসিদ্ধং মূর্ত্তিমূর্ত্তিরূপা ॥৮৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—মহাকবি শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর রূপ, গুণ, লীলামাধুরী বর্ণনায় অতি সিদ্ধহস্ত। স্বপ্রকাশ শ্রীরাধারাণীর সৌন্দর্য-মাধুর্যও শ্রীপাদ রঘুনাথের অসাধারণ রাধানিষ্ঠ, সরস ও মধুর চিত্ত পাইয়া স্বয়ং তাহাতে সমুদিত হইয়া সহজ স্বভাবে জলধারার ন্যায় শ্রীল রঘুনাথের পরিপক্ক লেখনীমুখে ঝরিয়া পড়িতেছেন! এই মহাকাব্যের তাৎপর্য-ব্যাখ্যায় আমরা যে বাচ্যার্থ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, ইহা ব্যতীতও শ্লোকে যে সব নিগূঢ় ব্যঙ্গ্যার্থ রহিয়াছে, তাহা সুরসিক ভাবুকগণের আস্বাদ্য। মহাকবিগণের বাণীতে ব্যাচার্থ হইতে ভিন্ন একটি প্রতীয়মান ব্যঙ্গার্থ বিরাজ করে, যাঁহারা ধ্বনির দ্বারা নিগূঢ় কাব্যার্থটি প্রকাশিত করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই **মহাকবি** শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ধ্বন্যালোকে লিখিত আছে—

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবিনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥" ১।৪

"যেমন উত্তম অঙ্গনাসমূহে দৃশ্যমান অবয়ব হইতে কোন অনির্বচনীয় লাবণ্য প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ মহাকবিগণের কাব্যে বাচ্য হইতে ভিন্ন কোন এক অজ্ঞাত প্রতীয়মান বস্তু বিরাজিত থাকে।" তাৎপর্য এই যে, তাদৃশ ললনার অঙ্গের লাবণ্য অবয়বসন্নিবেশদ্বারা ব্যঙ্গ্য, অথচ শরীর হইতে অতিরিক্ত অন্য ধর্মবিশেষ। যেমন অলঙ্কারাদিদ্বারা ভূষিতা হইলেও কোন কোন অঙ্গনার শরীরে তাদৃশ লাবণ্য প্রকাশিত হয় না, অথচ যাঁহার তাদৃশ অবয়বেরও সৌন্দর্য নাই এবং সেরূপ অলঙ্কারাদি দ্বারাও ভূষিতা নহেন, রসিকগণ তাঁহাকে 'লাবণ্যামৃতচন্দ্রিকাময়ী' বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ঐ লাবণ্য অবয়ব হইতে কোন এক স্বতন্ত্রবস্তু। তদ্রূপ মহাকবিগণের বাক্যের ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ কোন এক স্বতন্ত্রবস্তু। ইহা সহৃদয় রসিকগণেরই বেদ্য বা আস্বাদ্য।

শ্রীশ্রীরাধামাধবের দানলীলার স্ফুরণে শ্রীপাদ রঘুনাথের কয়েকটি শ্লোকের উক্তি। শ্রীশ্রী-কৃষ্ণ-বলদেবের অভ্যুদয়ার্থে শ্রীল বসুদেব মহাশয় শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনে গোবিন্দকুণ্ডতটে শ্রীভাগুরি প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়াছেন। যে সকল গোপবধূ ঐ যজ্ঞে ঘৃতদান করিবেন, তাঁহাদের মুনিগণের দুর্লভ আশীর্বাদসহ বিপুল গো-সম্পদ্ লাভ হইবে,—এইকথা ব্রজে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীরাধারাণী শ্রীকুণ্ডতট হইতে সখীগণ সঙ্গে রক্তবর্ণ রেশমের বেড়ের উপর ছোট ছোট স্বর্ণঘটে মস্তকোপরি সদ্যজাত ঘৃত লইয়া গোবিন্দকুণ্ডের দিকে চলিয়াছেন। শুকপক্ষীর মুখে সংবাদ পাইয়া শ্যামসুন্দর সুবল, মধুমঙ্গলাদি সঙ্গে গিরিতটে দানঘাটী স্থাপন করিয়া অপূর্বদানীর বেশে বিরাজ করিতেছেন!

"সহচরী সঙ্গে রঙ্গে চলু কামিনী দামিনী যৈছে উজোর।
গোবর্দ্ধনতট নিকটহিঁ বাট লেই যজ্ঞঘৃত ঘোর॥
দেখ সখি! অপরূপ রঙ্গ।
নিরুপম প্রেম- বিলাস রসায়ন পিবইতে পুলকিত অঙ্গ॥
দূর সঞে দরশন অনিমিখ লোচন বহতহিঁ আনন্দ-নীর।
আনন্দ-সায়রে ডুবল দুহুঁ জন বহুক্ষণে ভৈ গেল থির॥
অতিশয় আদর বিদগধ নাগর রাই নিয়ড়ে উপনীত।
ইহ যদুনন্দন নিরখয়ে দুহুঁ জন অতি সুখে নিমগন চিত॥" (পদকল্পতরু)

"গরবহিঁ সুন্দরী চললহিঁ আনত নাগর পন্থ আগোর।
কহতহিঁ বাত দান দেহ মধুহাত আনছলে কাঁচলী তোর॥
অপরূপ প্রেম-তরঙ্গ।
দান-কেলি-রস- কলিত মহোৎসব বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ॥
অল্প পাটল ভেল অথির দৃগঞ্চল তহিঁ জল-কণ পরকাশ।
ধূনাইত ভুরূ-ধনু পুলকে পুরিত তনু অলখিত আনন্দ-হাস॥
ঐছন হেরি চরিত পুন তৈখনে বাহুড়ল পদ দুই চারি।
রাধা-মাধব দুহুঁকর পদতলে রাধামোহন বলিহারি॥" (ঐ)

পরস্পরের রস-কলহ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। গরবিণীগণ ভ্রূকুটি করিয়া দর্পের সহিত কথা বলিতেছেন। শ্যামসুন্দর রাধামাধুর্যে বিমোহিত হইয়া রস-কলহের মধ্যদিয়াই অপূর্ব পরিপাটীর সহিত শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন। উক্ত আটটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মদনের অমোঘাস্ত্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্লোকার্থ সহজ বলিয়া পুনরায় ব্যাখ্যা করা হইল না।

ইতি তে কামসংগ্রাম-সামগ্র্যো দুর্ঘটাঃ পরৈঃ।
ঈদৃশ্যো ললিতাদীনাং সেনানীনাঞ্চ রাধিকে ॥৮৭॥

অতো দর্পমদাদৃষ্টং দানীন্দ্রমবধীর্য্য মাম্ ।
মহামার-মহারাজ-নিযুক্তং প্রথিতং ব্রজে ॥৮৮॥

সুষ্ঠু-সীমন্ত-সিন্দূর-তিলকানাং বরত্বিষাম্ ।
হারাঙ্গদাদিচোলীনাং নাসামৌক্তিক-বাসসাম্ ॥৮৯॥

কেয়ূর মুদ্রিকাদীনাং কর্জ্জলোদ্ভবতংসয়োঃ ।
এতাবদ্‌যুদ্ধ-বস্তূনাং পরার্দ্ধ্যানাং পরার্দ্ধ্যতঃ ॥৯০॥

তথা দধ্যাদি-গব্যানামমূল্যানাং ব্রজোদ্ভবাৎ ।
অদত্ত্বা মে করং ন্যায্যং খেলন্ত্যো ভ্রমতেহ যৎ ॥৯১॥

"লোমাবলী নাগপাশ শোভার আগার। বিশাল নিতম্বদেশ রথের আকার ॥
দন্তশ্রেণী দুর্দ্দান্ত সামন্ত-বিশেষ। পদাঙ্গুলী পদাতিক সৈন্য সমাবেশ ॥"৭৮॥
"পদাতিক সৈন্যাধ্যক্ষ চরণ দু'খানি। বিস্তৃত কবচ অঙ্গে পুলক গাঁথনি ॥
উরূ জয় মণিস্তম্ভ বাহু নাগপাশ। বিলাসিনীর শ্রীঅঙ্গেতে দিব্যপরকাশ ॥"৭৯॥
"জোড়া ভুরু অপরূপ কামের কামান। কটাক্ষ শাণিত শর পূরিয়া সন্ধান ॥
ললাটেতে দিব্য অস্ত্র 'অর্দ্ধচন্দ্র' নাম। নখাঙ্কুর শ্রীরাধার অঙ্কুশ প্রধান ॥"৮০॥
""স্বর্ণেন্দু ফলক হয় শ্রীমুখ-মণ্ডল। কর-কান্তি দুটি খড়্গ করে ঝলমল ॥
করাম্বুজে বরাঙ্গুলী 'ভল্লভার' নাম। কনক-দর্পণ গণ্ড লাবণ্যের ধাম ॥"৮১॥
"কেশপাশ তীব্রক্রোধ ঘন কৃষ্ণ-বর্ণ। কন্দর্পের ধনুর্গুণ যেন দুটি কর্ণ ॥
বাঁধুলী পুষ্পের তুল্য অধর রক্তিমা। কর কম্প সম্পাদক প্রতাপ মহিমা ॥"৮২॥
"দিব্য চূড়া কিঙ্কিণীর নূপুরের ধ্বনি। শ্রীরাধার দুন্দুভির রণবাদ্য জানি ॥
চিবুক-স্বস্তিক কণ্ঠ-শঙ্খ জয়প্রদ। ভক্তকোটি মানসেতে স্মরণ সম্পদ্ ॥"৮৩॥
"আলিঙ্গন নাম ধরে 'ব্রহ্মাস্ত্র' অবধি। শ্রীঅঙ্গের পরিমল মাদক ঔষধি ॥
'মোহন মন্ত্র শ্রী' হয় অমৃত বচন। দেহ বুদ্ধি মন প্রাণ করে বিমোহন ॥"৮৪॥
"সুগভীর নাভি যেন রতন-ভাণ্ডার। উন্নত নাসার শ্রী উৎকৃষ্ট সবার ॥
শ্রীরাধার স্মিত কান্তির মহিমা অনন্ত। সর্ব্ব বশীকরণেতে অচিন্ত্য যে তন্ত্র ॥"৮৫॥
"ভয়ঙ্কর ভৃঙ্গ অস্ত্র কুন্তলের শ্রেণী। রণে ভঙ্গ দেয় সবে পরাক্রম জানি ॥
'কন্দর্প যুদ্ধশ্রী' কুঞ্জে শ্রীরাধিকা। পীঠ 'পর বেণী দোলে জয়ের পতাকা ॥"৮৬॥

ততো ময়া সমং যুদ্ধং কর্ত্তুমিচ্ছত বুধ্যতে।
কিন্ত্বেকোঽহং শতং যূয়ং কুরুধ্বং ক্রমশস্ততঃ ॥৯২॥
প্রথমং ললিতোচ্চণ্ডা চরতাচ্চণ্ড-সঙ্গরম্।
ততস্ত্বং তদনু প্রেষ্ঠসঙ্গরাঃ সকলাঃ ক্রমাৎ ॥৯৩॥
অথ চেন্মিলিতাঃ কর্ত্তুং কাময়ধ্বে রণং মদাৎ।
অগ্রে সরত তদ্দোর্ভ্যাং পিনষ্মি সকলাঃ ক্ষণাৎ ॥৯৪॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে রাধিকে! এইরূপ মদন-সমরের যেসব সামগ্রী তোমাতে বিদ্যমান, ইহা অন্যের পক্ষে দুর্লভ; কিন্তু সেনাপতি ললিতা প্রভৃতি সখীগণেরও কামসামগ্রী তোমারই অনুরূপ ॥৮৭॥

আমি মহারাজ কন্দর্প কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া ব্রজে দানীন্দ্ররূপে খ্যাত, তোমরা কিন্তু দর্পবশতঃ আমায় অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাইতেছ ॥৮৮॥

তোমাদের সুশোভন সীমন্তের সিন্দূর, তিলক, দ্যুতিময় হার, অঙ্গদ, কঞ্চুলিকা, নাসার মৌক্তিক, বসন, কেয়ূর, অঙ্গুরীয়ক, কজ্জল, কর্ণভূষণ এইসব যুদ্ধসামগ্রী পরাধের পরার্ধ অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্। আবার ব্রজোৎপন্ন মূল্যবান্ দধি, গব্যাদির যথাযোগ্য শুল্ক বা কর আমায় না দিয়া এইখানেই স্বচ্ছন্দে তোমরা ক্রীড়া করিতেছ ॥৮৯-৯১॥

সুতরাং তোমরা আমার সহিত যুদ্ধ করিবারই ইচ্ছা করিতেছ তাহা বুঝা যাইতেছে। আমি একাকী, তোমরা শত শত; অতএব একে একে যথাক্রমে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর ॥৯২॥

প্রথমে প্রচণ্ডা ললিতা আমার সহিত ঘোর বিক্রমে সংগ্রাম করুন, তৎপরে তুমি, অতঃপর অন্যান্য গোপীগণ যথাযোগ্য ক্রমপূর্বক যুদ্ধ করুন ॥৯৩॥

আর যদি অহঙ্কারবশতঃ তোমরা সকলে একসঙ্গেই যুদ্ধ করিতে অভিলাষ কর, তবে অগ্রসর হও—আমার এই বাহুর দ্বারা আমি তোমাদের সকলকেই নিষ্পেষিত করিব ॥৯৪॥

টীকা—অন্যাপদেশেন রাধিকাং বর্ণয়িত্বা তস্যাঃ সকাশাৎ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বাভীষ্টং প্রার্থয়তে ইত্যাদ্যষ্টভিঃ। হে রাধিকে তে তব ইত্যেবং রূপাঃ কামসংগ্রাম সামগ্র্যঃ পরৈস্ত্বন্তিন্নৈর্দুর্ঘটা ঘটয়িতুমশক্যাঃ ললিতাদীনাং সেনানীনাং সেনাপতিনাঞ্চ ঈদৃশ্যঃ ভবদীয় সদৃশা ইত্যর্থঃ ॥৮৭॥

অবধীর্য্য অবজ্ঞায়। ব্রজে মহামার-মহারাজেন কন্দর্পরাজেন নিযুক্তং প্রথিতং খ্যাতং মামিত্যস্য বিশেষণম্ ॥৮৮॥

সুষ্ঠু সিন্দূর তিলকানামিত্যাদীনাং ষষ্ঠ্যন্তপদানাং পঞ্চ তৃতীয়স্থ করমিত্যনেন সহ সম্বন্ধঃ। তত এষাং করমদত্ত্বা খেলন্ত্যঃ সত্যো যদিহ ভ্রমত ততো ময়া সমং যুদ্ধং কর্ত্তুমিচ্ছত বুধ্যতে ইতি সার্দ্ধপদ্যত্রয়েণান্বয়ঃ। চোলী কঞ্চুলিকা। নাসা মৌক্তিকে চ বাসসী চ তেষাম্ ॥৮৯॥

কেয়ূরং বাহুভূষণং মুদ্রিকা অঙ্গুলিমুদ্রা কজ্জলঞ্চ অবতংসশ্চ তয়োঃ। পরার্দ্ধতঃ পরার্দ্ধাদপি পরার্দ্ধ্যানাং মহামূল্যানাম্ ॥৯০॥

তথেতি ব্রজোদ্ভবাৎ ব্রজোৎপন্নাদ্ধেতোঃ। ভ্রমত ইতি লোড়্, মধ্যমপুরুষবহুবচনম্ আক্ষেপেণ বিধিরয়মিত্যভিসন্ধিমজ্ঞাত্বা ভ্রমথ ইতি লড়্, মধ্যমপুরুষবহুবচনান্তং পাঠং নবীনাঃ কল্পয়ন্তি ৷৯১॥

ততো হেতোঃ ক্রমশঃ ক্রমং কৃত্বা যুদ্ধং কুরুধ্বমিত্যর্থঃ ॥৯২॥

প্রথমমিতি উচ্চণ্ডা উৎকৃষ্ট ক্রোধযুক্তা ললিতা চণ্ডসঙ্গরং প্রচুরযুদ্ধং চরতাৎ করোতু তত্তদনন্তরং ত্বং তদনু তৎপশ্চাৎ প্রেষ্ঠসঙ্গরাঃ সকলাঃ প্রেষ্ঠঃ প্রিয়তমঃ সঙ্গরো যাসাং তাঃ প্রেষ্ঠসঙ্গরাঃ। প্রেষ্ঠসঙ্গরা-নিতি পাঠঃ সুগমঃ ৷৯৩॥

মিলিতাঃ সত্যঃ পিনষ্মি সংচূর্ণয়ামি ॥৯৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—কি বিচিত্র পরিহাসময় ব্রজের এই শৃঙ্গাররসলীলা! এই জন্যই নিত্য-কান্তাগণকে নিত্যই স্বীয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া দ্বারা পরকীয়াভিমান প্রদান করা। নিজেও নিজেকে ভুলিয়া এবং তাঁহাদিগকেও নিজেদের বিস্মৃত করাইয়া এক বিচিত্র রহস্যসিন্ধুতে সন্তরণ। স্বরূপ বিস্মৃত না হইলে রস হয় না। "আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দুঁহার রূপ-গুণে, দুঁহার নিত্য হরে মন॥ ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥ এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।" (চৈঃ চঃ)। বিভিন্ন শৃঙ্গার-রসময়ী লীলাতে এই রসনির্যাসের আস্বাদন। পরস্পরের দর্শন, জল্পনা, স্পর্শ, পথরোধ, রাস, বৃন্দাবন-বিহার, জলকেলি, নৌকালীলা, বসনহরণ, দানলীলা, লুকোচুরি, মধুপান, বধূবেশধারণ, কপটনিদ্রা, পাশাক্রীড়া, বসনাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিম্বাধর-সুধাপান, সম্প্রয়োগাদি—মহামধুর রসনির্যাসের অপূর্ব, অদ্ভুত আস্বাদন !!

ইহার পূর্বে শ্রীরাধারাণীর অঙ্গে নানা মদনাস্ত্র-বর্ণনের ব্যপদেশে শ্রীমতীর রূপমাধুর্য বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে শ্রীরাধিকে! মদন-সমরের যে সব অসাধারণ সামগ্রী বা অমোঘাস্ত্র তোমায় বিদ্যমান্ এইপ্রকার অন্যত্র দুর্লভ।' অর্থাৎ মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর মহা-ভাবদ্বারা গড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধুরী শৃঙ্গারভাবে শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশ ক্ষোভোৎপাদনে সক্ষম, এইরূপ অপর কোন কমলাগণেও সম্ভবপর নহে অন্য রমণীগণের কথা তো দূরে। তবে কি ইহার সাদৃশ্য কুত্রাপি নাই? তদুত্তরে বলিলেন, 'তোমারই সেনাপতি ললিতা প্রভৃতি সখীগণেরও তোমার অনুরূপ কাম-সামগ্রী বা সৌন্দর্য বিদ্যমান।' আমি মহারাজ কন্দর্প কর্তৃক* নিযুক্ত হইয়া এই দানঘাটীতে দানীন্দ্র-রূপে নিযুক্ত হইয়াছি, ইহা সর্বত্রই প্রচারিত। অথচ তোমরা দর্পবশতঃ আমায় অবজ্ঞা করিয়া কর বা শুল্কদানের যোগ্য বহু বহু মহামূল্যবান্ দ্রব্য লইয়া চলিয়া যাইতেছ।' শ্রীমতী ও সখীগণের অঙ্গের অলঙ্কার ও প্রলেপনাদিকে এবং ব্রজোৎপন্ন গব্যাদিকে পরার্ধেরও পরার্ধ অপেক্ষা মূল্যবান্ বলিয়া নিরূপণ

* ইনি ব্রজের শৃঙ্গারলীলার সহায়ক অপ্রাকৃত কন্দর্প। ইহা পূর্বেও বহুবার আলোচিত হইয়াছে।

করিলেন। তাহারই শুল্ক আদায়ের কত বিচিত্র পরিহাসভঙ্গী—

"আহীর-রমণী যত চালাঞা বাহির পথ আপনে যাইছ আন ছলে !
বাহু নাড়া দিয়া যাও দানী পানে নাহি চাও এত না গরব কার বলে।
হেদে গো কিশোরী গোরি শুনহ বচন মোরি তোর দান না করিব আন।
এতেক শুনিয়া তবে হাসিয়া বোলয়ে সবে কিবা দান কহ দেখি কান॥
পুন হাসি কহে বাণী শুন ওহে বিনোদিনী অল্প নিব তোমার পিরীতে।
পীত-বাস কাম-রায় সে বা যত দান চায় তাহা তুমি না পারিবে দিতে॥
গলে গজমতি-হার এক লক্ষ দান তার দুই লক্ষ সীথার সিন্দূর।
তিন লক্ষ কেশপাশ দান মাগে পীত-বাস চারি লক্ষ পায়ের নূপুর॥
কুসুম–কবরী ঝুরি পাঁচ লক্ষ দান তারি নহে কহ যে হয় উচিত।
মোরা করোঁ রাজ–সেবা কাঁচুলীতে লুকা কিবা দেখাইয়া করাও পরতীত।
কে জানে কিসের দান কি বোল বোলয়ে কান অন্য হৈলে আমি ভালে জানি।
যদি পুন হেন বোল তবে পাবে প্রতিফল হাসিল অনন্ত পহুঁ শুনি॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তোমরা শুল্কের যোগ্য এত মহা মূল্যবান্ বস্তু লইয়া দানীন্দ্রের সমক্ষেই সানন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছ, সুতরাং তোমাদের চেষ্টায় বা মনোভাবে বুঝা যাইতেছে তোমরা সকলে যুদ্ধাস্ত্রসম্ভারের গর্বে গর্বিতা হইয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করিতেছ। কিন্তু আমি তো একা, তোমরা শত সহস্র, ক্রমান্বয়ে এক একজন করিয়া যুদ্ধ কর ! আর যদি অহঙ্কারে বিমত্ত হইয়া অনুচিতভাবে সকলে একসঙ্গেই আমার সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তবু এই বাহুদ্বয়ের দ্বারা তোমাদের সকলকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিব।' বাক্যভঙ্গীতে তাঁহাদের সহিত মিলন, আলিঙ্গনাদি সূচিত হইয়াছে।

"হে রাধে কুঞ্জরাজ নিকুঞ্জ–সাম্রাজ্ঞি ! অন্যত্র দুর্ল্লভ কাম-সংগ্রাম-সামগ্রী॥
কিন্তু সেনাপতি যত ললিতাদিগণে। সমতুল তোমা–সম সুরত-সংগ্রামে॥"৮৭॥
"মহামার মহারাজ ব্রজ মণ্ডলেতে। নিযুক্ত করিলা মোরে দানীন্দ্র রূপেতে॥
অতএব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া। কোথায় যাইবা মোরে অবজ্ঞা করিয়া॥"৮৮॥
"সীমন্তে সিন্দূর শোভে তিলক সুঠাম। মহোজ্জ্বল মহাহার গলে অনুপাম॥
কঞ্চুলিকা অঙ্গদের অপূর্ব্ব দর্শন। নাসাতে মুকুতা অঙ্গে বস্ত্র আচ্ছাদন॥"৮৯॥
"কেয়ুর অঙ্গুলি মুদ্রা নেত্রের কজ্জল। শ্রুতিমূলে অবতংস করে ঝলমল॥
এই সব যত হয় যুদ্ধ-উপচার। পরার্দ্ধ অধিক মূল্য করিলে বিচার॥"৯০॥
"ব্রজেতে উৎপন্ন যত দধি দুগ্ধ ভার। যতেক পসরা দেখি মস্তকে সবার॥
দানী মোরে ন্যায্য কর না করি প্রদান। ভ্রমিয়া কোথায় যাও করিয়া পয়ান॥"৯১॥

ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা সাটোপং নর্ম্ম-নির্ম্মিতম্ ।
সানন্দং মদনাক্রান্তমানসালিকুলান্বিতা ॥৯৫॥
স্মিত্বা নেত্রান্তবাণৈস্তং স্তব্ধীকৃত্য মদোদ্ধতম্ ।
গচ্ছন্তী হংসবদ্ভঙ্গ্যা স্মিত্বা তেন ধৃতাঞ্চলা ॥৯৬॥
লীলয়াঞ্চলমাকৃষ্য চলন্তী চারু হেলয়া ।
পুরো রুদ্ধপথং তস্ত পশ্যন্তী রুষ্টয়া দৃশা ॥৯৭॥
মানসস্বর্ধুনীং তূর্ণমুত্তরীতুং তরিং শ্রিতা ।
কম্পিতায়াং তরৌ ভীত্যা স্তুবন্তী কৃষ্ণনাবিকম্ ॥৯৮॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার আটোপপূর্ণ পরিহাসবাণী শ্রবণে সখীগণসঙ্গে পরমানন্দে শ্রীরাধার চিত্ত মদনরসে আক্রান্ত হইল ।৯৫॥

তখন তিনি মৃদুমন্দ-হাস্তের সহিত কটাক্ষবাণে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব্ধীভূত করিয়া মরালতুল্য গতিতে গমন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্তের সহিত তদীয় বসনাঞ্চল ধারণ করিলেন ॥৯৬॥

শ্রীমতী অনায়াসে স্বীয় বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া মনোহর 'হেলা' নামক ভাববিশেষ প্রকাশ করত গমন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পথরোধ করিলেন এবং শ্রীমতী তখন সরোষ দৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ।৯৭॥

অনন্তর শ্রীরাধা শীঘ্র মানসগঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত নৌকায় আরোহণ করিলে যখন নৌকা কম্পিত হইতে লাগিল, তখন যিনি ভীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন ।৯৮॥

টীকা—ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা গচ্ছন্তী সতী তেন কৃষ্ণেন ধৃতাঞ্চলা ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ । মদনেনাক্রান্তং মানসং যস্যাঃ সা চাসৌ আলিকুলান্বিতা চেতি সা তথা ।৯৫॥

স্মিত্বেতি । ধৃতমঞ্চলং বস্ত্রান্তং যস্যাঃ সা ধৃতাঞ্চলা ॥৯৬॥

লীলয়েতি চারু যথা স্যাত্তথা তস্ত শ্রীকৃষ্ণম্ ।৯৭॥

মানসস্বর্ধুনীং মানসগঙ্গাং তরিং নৌকাম্ ।৯৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার পরিহাসরসময়-আটোপবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধার

"অতএব মনে হয় আমার সহিতে । তোমরা সকলে চাও সংগ্রাম করিতে ॥
কিন্তু আমি একা হেথা তুয়া শত শত । ক্রম করি যুদ্ধ কর এই অভিমত ।"৯২॥
"অতীব কোপনা যে ললিতা সুন্দরী । প্রথমে করিবে যুদ্ধ যে ইচ্ছা তাহারি ॥
তৎপর তুমি হও যুদ্ধে আগুয়ান । যুদ্ধ প্রিয় যত গোপী ক্রমে সমাধান ।"৯৩॥
"যদি অহঙ্কার করি সকলে মিলিয়া । যুদ্ধ কর মোর সঙ্গে নিয়ম লঙ্ঘিয়া ॥
এস দেখি অগ্রে মোর সংগ্রাম করিতে । নিমিষেতে চূর্ণ করো ছু'বাহু বলেতে ।"৯৪॥

চিত্ত মাদনরসে আক্রান্ত হইল, অর্থাৎ শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণসেবার লালসায় যে মাদনরসের উপচার লইয়া আসিয়াছেন, তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল! তিনি মৃদুমন্দহাস্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে কটাক্ষবাণ হানিলেন! মাদনরসে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ সেই কটাক্ষবাণের কি অদ্ভুত প্রভাব! রসঘনবিগ্রহ অপ্রাকৃত নবীনমদন তাহাতে স্তব্ধীভূত হইয়া গেলেন! পূর্বরাগদশায় কিঞ্চিৎ দৃষ্টির সুষমা দর্শনেই বিমোহিত হইয়া সখীকে বলিয়াছিলেন—"সই! চাহনি মোহিনী থোর। মরমে বান্ধিলুঁ, হেরিয়া ভুলিলুঁ॥ রূপের নাহিক ওর······শূন যে হিয়া, রহল পড়িয়া, বস্তু রহল তায়। চণ্ডিদাস কয়, ফিরি দেখা হয়, তবে সে পরাণ রয়॥" শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া শ্রীমতী মরাল গতিতে গমন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যের সহিত তাঁহার বসনাঞ্চল ধারণ করিলেন। শ্রীমতী অনায়াসে স্বীয় বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া মনোহর 'হেলা' নামক শৃঙ্গারভাবে ভূষিতা হইলেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎ প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥
হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গারসূচকঃ॥" (উঃ নীঃ)

"শৃঙ্গাররসে স্থায়িভাব প্রকাশের প্রথম বিক্রিয়াকেই 'ভাব' বলা হয়। যাহা গ্রীবাদেশের বক্রিমা ও ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারী হইয়া ভাব হইতে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয়, তাহাকে 'হাব' বলা হয়। এই হাব স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হইলে তাহাকেই হেলা বলে।" এই 'হেলা' নামক ভাব প্রকাশ করত শ্রীমতী চলিয়া যাইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পথরোধ করিলেন। শ্রীমতী তখন রোষভরে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আনন্দ মাখানো রোষ, কি অপূর্ব মাধুরী! ভাব-বিমোহিত দানী বলিলেন—

"বিনোদিনি! মুঞি বড় উদার দানী।
সকল ছাড়িয়া বিষয় লৈয়াছি তোমার মহিমা শুনি॥
হেম বরণ মণি-আভরণ সদাই নয়নে দেখি।
পাসরিতে নারি হিয়ায় ভরি পালটিতে নারি আঁখি॥
তুমি সে পরাণ সরবস ধন এ দুই নয়ানের তারা।
এত কলাবতী গোকুলে বসতি কারু নহে হেন ধারা॥
কি জানি কি গুণে হিয়ার মাঝারে পশিয়া করহ বাস।
অপরূপ নহে এমত সহজে কহয়ে বংশীদাস॥" (পদকল্পতরু)

পরস্পরের রূপ, গুণ, লীলায় উভয়েই প্রলুব্ধ। শেষে সখীগণের কৌশলে যুগলের মধুর-মিলন!

"মোহন বিজন বনে দূরে গেল সখীগণে একলা রহিল ধনী রাই।
দুটি আঁখি ছল ছলে চরণ-কমল-তলে কানু আসি পড়ল লোটাই॥

নিজকুণ্ডপয়ঃকেলী-লীলা নির্জ্জিতমচ্যুতম্।
হসিতুং যুঞ্জতী ভঙ্গ্যা স্মেরা স্মেরমুখীঃ সখীঃ ।।৯৯।।

বিনোদিনি ! জনম সফল ভেল মোর ।
তোমা হেন গুণনিধি পথে আনি দিলা বিধি আনন্দের কি কহব ওর ॥
রবির কিরণ পাইছে চাঁদমুখ ঘামিয়াছে মুখর মঞ্জীর দুটি পায় ।
হিয়ার উপরে রাখি জুড়াও সে মোর আঁখি চন্দন চর্চ্চিত করি গায় ।।
এতেক মিনতি করি রাইয়ের করেতে ধরি বসায়ল নিজ পীতবাসে ।
নির্জ্জন নিকুঞ্জ বনে মিলন দোঁহার সনে মনে মনে হাসে বংশীদাস ॥" (ঐ)

অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধামাধবের নৌকালীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী শীঘ্র মানসগঙ্গা উত্তীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত অভিনব নাবিক শ্যামসুন্দরের ভগ্ন—তরীতে আরোহণ করিলে মধ্যগঙ্গায় বাতাসের হিল্লোলে যখন তরীখানি দুলিতে লাগিল, তখন ভীতা শ্রীমতী রঙ্গিয়া নাবিককে স্তুতি করিতে লাগিলেন ।

"নাইয়া হে এখন লইয়া চল পার। পূরিল তোমার আশা কি আর বিচার ॥
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে। এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে ॥
নাইয়া হৈয়া চূড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে। ইথে কি গরব কর কুল-বধূ সাথে ॥
পারে নেও নূতন নাইয়া না কর বেয়াজ। জ্ঞানদাস কহে নাইয়া বড় রসরাজ ॥" (ঐ)

"না বাও নবীন কাণ্ডারি ঝলকে উঠয়ে জল ভয়ে কেঁপে মরি ॥
ত্বরায় তরণী লৈয়া তীরে আইলা শ্যাম। সফল করিলা বিধি পূরিল মনোকাম ॥
নবীন মাখন ছেনা যে ছিল পসারে। সকল দিলেন শ্যাম-নাগরের করে ॥
অঞ্জলি অঞ্জলি করি করিলা ভোজন। সবে মেলি চলিলেন আপন ভবন ॥
আইলা মন্দিরে রাই সখীগণ সঙ্গে। হরিষে বসিলা ধনী প্রেমের তরঙ্গে ॥" (ঐ)

"গোবিন্দের পরিহাস অমৃত—বচন। শ্রীরাধিকা সখীসঙ্গে করিয়া শ্রবণ ॥
পরম আনন্দ মনে সর্ব্বাঙ্গ অবশ। মদনে আক্রান্ত হৈল রাধার মানস ॥"৯৫॥
"মৃদুহাস্যে শ্রীরাধিকা কটাক্ষ-বাণেতে। স্তব কৈল শ্রীগোবিন্দে লব নিমেষেতে ॥
মরালিনী ছন্দে যায় নবীনা কিশোরী। বস্ত্রাঞ্চল ধরে কৃষ্ণ মৃদু হাস্য করি ॥"৯৬॥
"লীলাছলে বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করি। 'হেলাভাব' প্রকাশয়ে ভানু-সুকুমারী ॥
পুরবর্ত্তী পথরোধক গোবিন্দের প্রতি। রোষে দৃষ্টিপাত করে ভঙ্গিতে শ্রীমতী ॥"৯৭॥
"অনন্তর শ্রীরাধিকা মানস-গঙ্গায়। নৌকাতে চড়িলা পার হইতে ত্বরায় ॥
কম্পিত নৌকাতে ভয়ে নবীনা কিশোরী। কৃষ্ণ নাবিকের স্তব করে করজোড়ি ॥"৯৮॥

মাকন্দ-মুকুল-স্যন্দি-মরন্দ-স্যন্দি-মন্দিরে।
কেলিতল্পে মুকুন্দেন কুন্দবৃন্দেন মণ্ডিতা ॥১০০॥
নানা-পুষ্প-মণিব্রাত-পিঞ্ছ-গুঞ্জা-ফলাদিভিঃ।
কৃষ্ণগুম্ফিত-ধম্মিল্লোৎফুল্ল-রোমস্মরাঙ্কুরা ॥১০১॥
মঞ্জু-কুঞ্জে মুকুন্দস্য কুচৌ চিত্রয়তঃ করম্।
ক্ষপয়ন্তী কুচাক্ষেপৈঃ সুসখ্যমধুনোন্মাদা ॥১০২॥
বিলাসে যত্নতঃ কৃষ্ণদত্তং তাম্বূলচর্ব্বিতম্।
স্মিত্বা বাম্যাদগৃহ্ণানা তত্রারোপিত দূষণম্ ॥১০৩॥
দ্যূতে পণীকৃতাং বংশীং জিত্বা কৃষ্ণসুগোপিতাম্।
হসিত্বাচ্ছিদ্য গৃহ্ণানা স্তুতা স্মেরালি সঞ্চয়ৈঃ ॥১০৪॥
বিশাখা গূঢ় নর্ম্মোক্তি জিতকৃষ্ণার্পিত-স্মিতা।
নর্ম্মাধ্যায়-বরাচার্য্যা ভারতী-জয়ি-বাগ্মিতা ॥১০৫॥
বিশাখাগ্রে রহঃকেলি-কথোদ্‌ঘাটকমাধবম্।
তাড়য়ন্তী দ্বিরঞ্জেন সভ্রূভঙ্গেন লীলয়া ॥১০৬॥

অনুবাদ—নিজকুণ্ডে জলক্রীড়ায় অনায়াসে অচ্যুতকে জয় করিয়া যিনি হাস্যমুখী সখীগণকে নয়ন ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস করিবার জন্য নিয়োজিত করিতেছেন ॥৯৯॥

যে কুঞ্জভবনে রসাল-মুকুলের মকরন্দরস নিস্যন্দিত হইতেছে, তাহাতে যিনি কেলিতল্পে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কুন্দকুসুমসম্ভারে ভূষিতা হইতেছেন ॥১০০॥

বিবিধ কুসুম, মণিসমূহ, শিখিপিঞ্ছ ও গুঞ্জাফলাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বিরচিত কেশবন্ধ (খোঁপা) দর্শনে যাঁহার রোমাঞ্চরূপ কামাঙ্কুর উৎফুল্লিত হইতেছে ॥১০১॥

মনোহর কুঞ্জমধ্যে যিনি সুসখ্যরূপ মধুমদে মত্তা হইয়া কুচদ্বয়ে পত্রভঙ্গ রচনাকারী শ্রীকৃষ্ণের করকমলকে কুচচালনাদ্বারা বিক্ষিপ্ত করিতেছেন ॥১০২॥

বিলাসকালে শ্রীকৃষ্ণ যত্নের সহিত যাঁহার শ্রীমুখে চর্বিত-তাম্বূল দিতে চাহিলে যিনি বাম্যভরে মৃদুহাস্যের সহিত তাহাতে দোষারোপ করত গ্রহণ করিতেছেন না ॥১০৩॥

পণ রাখিয়া পাশাক্রীড়ায় বংশী হারিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা উত্তমরূপে গোপন করিলেও যিনি বল-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বংশী কাড়িয়া লইলে হাস্যমুখী সখীগণ যাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন ॥১০৪॥

বিশাখা রহস্যময় পরিহাসে শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিলে যিনি মৃদুহাস্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকাইতেছেন, যিনি পরিহাস অধ্যয়নে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপিকা, বাগ্মিতায় সরস্বতীকেও পরাজিত করিয়াছেন ॥১০৫

বিশাখার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ নির্জন-বিহারের কথা ব্যক্ত করিলে যিনি ভ্রূভঙ্গীর সহিত লীলা-কমলদ্বারা তাঁহাকে তাড়না করিতেছেন ॥১০৬॥

টীকা—নিজকুণ্ডপয়ঃকেল্যা রাধাকুণ্ডজলকেল্যা লীলয়া অনায়াসেনৈব নির্জ্জিতমচ্যুতং হসিতুমুপহসিতুং স্মেরমুখীঃ সখীঃ যুঞ্জতী প্রযুঞ্জতীত্যন্বয়ঃ ॥৯৯॥

মাকন্দস্যাম্রস্য যন্মুকুলং তস্মাৎ স্যন্দি যন্মকরন্দং তস্য স্যন্দঃ স্রবণং যস্যাস্তীতি এবম্ভূতে মন্দিরে কেলিতল্পে কেলিশয্যায়াং কুন্দবৃন্দেন কুন্দপুষ্পসমূহেন কৃত্বা মুকুন্দেন মণ্ডিতা ইত্যন্বয়ঃ ॥১০০॥

কৃষ্ণগুম্ফিতধম্মিল্লেন উৎফুল্ল রোম স্মরাঙ্কুরো যস্যাঃ সা। ধম্মিল্লদর্শনমাত্রেণ জনিত রোমাঞ্চস্য কৃষ্ণস্য কামাঙ্কুরো জন্যত ইতি ভাবঃ ॥১০১॥

মঞ্জু কুঞ্জে কুচৌ চিত্রয়তো মুকুন্দস্য করং কুচাক্ষেপৈঃ কুচ চালনৈঃ কৃত্বা ক্ষপয়ন্তীত্যন্বয়ঃ ॥১০২॥

তত্র তাম্বূল চর্ব্বিতে আরোপিতদূষণং যথাস্যাত্তথা বাম্যাদগৃহ্লানা আরোপিত দূষণেতি পাঠঃ সুগমঃ ॥১০৩॥

স্মেরা ঈষদ্ধাস্যবিশিষ্টা যা আলয়ঃ সখ্যস্তাসাং সঙ্ঘৈঃ সমূহৈঃ ॥১০৪॥

বিশাখায়া যা গূঢ়নর্ম্মোক্তিস্তয়া জিতো যঃ কৃষ্ণস্তত্রার্পিতং স্মিতং যয়েতি সা। নর্ম্মাধ্যায়ে পরিহাসাধ্যয়নে বরা শ্রেষ্ঠা আচার্য্যা অধ্যাপিকা। ভারত্যাঃ সরস্বত্যা জয়িনী বাগ্মিতা বাক্‌পটুতা যস্যাঃ সা ॥১০৫॥

অব্জেন পদ্মেন দ্বি দ্বিবারং তাড়য়ন্তী ॥১০৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—লীলারসের কি অপূর্ব পাবনী মন্দাকিনীধারা শ্রীপাদ রঘুনাথের এই 'বিশাখানন্দদস্তোত্রম্।' ভাদ্রের মন্দাকিনী যেমন কুলু কুলু নাদে দুইকূল প্লাবিত করিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে ত্বরিতগতিতে সিন্ধুর পানে ছুটিয়া চলে, তদ্রূপ শ্রীপাদ রঘুনাথের এই স্তোত্র-মন্দাকিনীর পাবনী যুগললীলারসধারা কর্ণানন্দী কলনাদে রসিক সামাজিকের চিত্তভূমিকে আপ্লাবিত করিতে করিতে বিচিত্র রসতরঙ্গ তুলিয়া সেই রসসিন্ধু ও প্রেমসিন্ধু শ্রীশ্রীরাধামাধবের পদারবিন্দের দিকে অবিরামগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে!

মধ্যাহ্নকাল। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডতীরে লীলাধ্যানে মগ্ন! স্ফুরণে সহসা শ্রীকুণ্ডে সসখী যুগলের জলকেলিলীলা তাঁহার নয়ন-সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল! শ্রীপাদ দেখিতেছেন—

"সব সখীগণ মেলি করল পয়ান। কৌতুকে কেলি-কুণ্ড অবগান ॥
জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি। তুহুঁ জন সমর করত জলকেলি ॥
বিথারল কুন্তল জর জর অঙ্গ। গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ ॥
সখীগণ বেঢ়ল শ্যামর-চন্দ। গোবিন্দদাস হেরি রহু ধন্দ ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীকৃষ্ণ অজিত, কিছুতেই কাহারো নিকট তাঁহার পরাভব নাই। এইগুণ বা শক্তি হইতে তাঁহার কখনো বিচ্যুতি ঘটে না, তাই তাঁহার একটি নাম 'অচ্যুত'। শ্রীপাদ রঘুনাথ কিন্তু দেখিতে-ছেন,—তাঁহার ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণী শ্রীকুণ্ডে জলক্রীড়ায় অনায়াসেই সেই অচ্যুতকে জয় করিয়াছেন! শ্রীমতীর জলপ্রদানের ভঙ্গী, হস্তের চুড়িকার শব্দ-মাধুরী, নয়নের চপলকটাক্ষ, জলসিক্ত-শ্রীঅঙ্গ-

অবয়বের মাধুরী দর্শনে অজিত অনায়াসেই পরাজিত হইয়াছেন ! তাঁহার অজিত গুণ বা শক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। অচ্যুতের পরাভবে এবং শ্রীমতীর অভ্যুদয়ে সখীগণ আনন্দে হাততালি দিয়া হাসিতেছেন। শ্রীমতী তখন নয়নভঙ্গীতে হাস্যমুখী সখীগণকে অচ্যুতকে পরিহাস করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছেন। শ্রীমতীর ইঙ্গিত বুঝিয়া সখীগণ পরিহাস করিতেছেন— 'ওহে ! আমাদের সখীর সঙ্গে আর খেলিতে আসিও না। ইহা বক-বকীর মারণও নয় এবং গোচারণের মাঠে সুবলাদি সখাসঙ্গে আস্ফালনও নয়, ইহা সাক্ষাৎ জয়শ্রী-রূপিণী শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে খেলা। যাঁহার একটি মাত্র বিলোল-কটাক্ষপাতে তোমার মত মহাবীরের চিত্ত-মন চূর্ণীকৃত হয়, তাহার সঙ্গে বিজিগীষাময় খেলায় আর কাজ নাই।' সখীগণের পরিহাসে শ্রীমতীর কি আনন্দ !

জলক্রীড়ার অবসানে সসখী 'শ্রীযুগলকে সেবাপরা কিঙ্করীগণ তৈল, উদ্বর্তনাদি দিয়া স্নান করাইয়া শুষ্কবস্ত্র পরিধান করাইলেন। অতঃপর শ্রীযুগল কুণ্ডতটে একটি কুঞ্জভবনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বসন্তের সমাগমে সেই কুঞ্জভবনে রসাল-মুকুল হইতে মকরন্দ-রসধারা নিস্যন্দিত হইতেছে ! কোকিলের পঞ্চমতানে ভৃঙ্গের ঝঙ্কারে কুঞ্জভবনের শিখরদেশ মুখরিত। চারিদিকে শৃঙ্গাররসের বিপুল উদ্দীপন ! সেই কুঞ্জভবনে কেলিতল্পোপরি বসিয়া শ্যাম স্বামিনীর শিঙ্গার করিবেন। সখী-মঞ্জরীগণ প্রচুর কুন্দকুসুম চয়ন করিয়া আনিয়াছেন। শ্যাম কুন্দকুসুমের মাল্য, অঙ্গদ, বলয়, কাঞ্চী, নূপুর প্রভৃতি রচনা করিয়া শৃঙ্গাররসের অপূর্ব স্পর্শ দিয়া কুন্দফুলেরই অলঙ্কারে শ্রীমতীকে ভূষিত করিতেছেন।

অতঃপর রসিকেন্দ্র স্বর্ণ-প্রসাধনী (চিরুণী) লইয়া কত সোহাগভরে শ্রীমতীর কেশপ্রসাধন করিয়া মনোহর বেণীরচনা করত বিবিধ কুসুম, মণিসমূহ শিখিপিঞ্ছ ও গুঞ্জাফলাদিদ্বারা অপূর্ব কেশবন্ধ- (খোঁপা) রচনা করিলেন। শ্রীমান্ কর্তৃক শ্রীমতীর শিঙ্গার দর্শনে সখীমঞ্জরীগণ আনন্দে আত্মহারা ! কেশবিন্যাস হইয়া গেলে একটি মণিদর্পণ শ্রীমতীর হস্তে দিয়া তাঁহার মনের মত কেশবিন্যাস হইয়াছে কিনা দেখিতে বলিলেন। রসিকেন্দ্র কর্তৃক অপূর্ব কেশরচনা দর্শনে শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ পুলকিত হইল। শ্রীপাদ রঘুনাথ তুলসীমঞ্জরীরূপে সব দেখিতেছেন ও সুখের সায়রে সন্তরণ করিতেছেন। শ্রীতুলসী অনুভব করিতেছেন, শ্রীমতীর ভাবের অঙ্গে রোমাঞ্চছলে যেন কামাঙ্কুর উৎফুল্লিত হইয়া উঠিল !!

সর্বশেষে নাগরমণি শ্রীমতীর কুচযুগলে পত্রভঙ্গ রচনা করিতেছেন। কুচস্পর্শে মদনবিকারে নাগরের হস্ত কম্পিত; পত্রভঙ্গরচনায় বাধার সৃষ্টি হইতেছে। তাহাতে শ্রীমতী সুসখ্যপ্রণয়রূপ মধুমদে প্রমত্তা হইয়া সজোরে কুচ-সঞ্চালনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের করকমলকে বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। শ্রীরাধারাণীর সুসখ্যপ্রণয়ের দৃষ্টান্তে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

> "আবিষ্কুর্ব্বতি বিস্ফুরন্ নবনখোল্লেখং স্ববক্ষস্তটং
> কৃষ্ণে পীতদুকূলসঙ্কলনয়া স্মিত্বা সখীনাং পুরঃ।
> অভ্রশ্যামমুরো রুরোধ বলিতভ্রূরাননং ধুন্বতি
> রোমাঞ্চোদগম-কঞ্চুকেন কুচয়োর্দ্বন্দ্বেন গান্ধর্ব্বিকা ॥" (উঃ নীঃ)

শ্রীরূপমঞ্জরী স্বীয় সুহৃদকে বলিলেন—"সখীগণের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে স্বীয় পীত উত্তরীয় অপসারণ করিয়া যাহাতে রতিরসাবিষ্টা শ্রীরাধার সদ্য নখাঘাতচিহ্ন স্ফূর্তি পাইতেছিল সেই বক্ষঃতট দেখাইলে শ্রীরাধারাণী ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া বদন কম্পনপূর্বক স্বীয় পুলকাঞ্চিত কুচদ্বয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশ আবরিত করিলেন।" সুসখ্যমদে বিমত্তা না হইলে ইহা সম্ভবপর হয় না। এইরূপে অপূর্বপ্রণয়-রসময় বেশভূষা সমাপন করিয়া সসখী শ্রীরাধামাধব ভোজন সমাপনকরত কুঞ্জে শয়ন করিলেন।

"রতন থালি ভরি চিনি কদলী সর আনলি রসবতী রাই।
শীতল কুঞ্জতল গন্ধ সুপরিমল বৈঠল নাগর যাই॥
ভোজন করু ব্রজরায়।
বাসিত বারি সুকর্পূর তাম্বূল সখীগণ দেওত বাঢ়ায়॥
অগোর চন্দন শ্যাম-অঙ্গে লেপন বীজই কুসুমক বায়।
সখীগণ সঙ্গে বিহার করত দুহুঁ গোবিন্দদাস বলি যায়॥"
"সখীগণ সঙ্গে রাই সুধামুখী কানুক ভোজন-শেষ।
ভুঞ্জয়ে কত পরমানন্দ-কৌতুকে গুণমঞ্জরী পরিবেশ॥
অপরূপ ভোজন-কেলি।
করিয়া আচমন নিভৃত-নিকেতন চলু সব সহচরী মেলি॥
রতন-পালঙ্ক 'পর শুতল রাই-কানু প্রিয়-সখী তাম্বূল দেল॥" (পদকল্পতরু)

বিলাসকালে শ্যাম স্বীয় চর্বিত তাম্বূল শ্রীমতীর শ্রীমুখে দিতে চাহিলে তিনি বাম্যভরে শ্রীমুখ বক্র করিয়া উহা গ্রহণ করিতেছেন না। মৃদুহাস্যের সহিত বলিতেছেন—'সহস্র কামুকীর উচ্ছিষ্ট তোমার অধরামৃত আমি খাইব না।' বিলাসান্তে একটু নিদ্রাসুখভোগ। "ক্ষণ এক নিন্দে, নিন্দায়লি দুহুঁজন বলরাম হরষিত ভেল।" (ঐ) অতঃপর শ্রীরাধামাধব জাগরিত হইলে সখী-মঞ্জরীগণ আচমনাদি সেবা করিলেন। তখন শ্রীবৃন্দাদেবী শুক-শারী আনয়ন করিলেন, তাহারা পুলকিতচিত্তে শ্রীরাধামাধবের রূপ-গুণাদি মাধুরীবর্ণনা করিয়া সকলের প্রাণে অপূর্ব আনন্দ দান করিল। অতঃপর সুদেবীর কুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের পাশাক্রীড়া আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণের বংশী এবং শ্রীমতীর বীণা পণ রাখা হইল। শ্রীরাধা-মাধুর্যে বিমোহিত নাগর পাশাক্রীড়াতেও পরাজিত হইলেন।

"রাধামাধব পাশক খেলত করি কত বিবিধ বিধান।
দুহুঁক বচন-রীতি কেবল পিরীতি দুহুঁ বর রসক নিধান॥
সখি হে! আজু নাহি আনন্দ-ওর।
দুহুঁ দোহাঁ রূপ নয়ন ভরি পিবই দুহুঁ কিয়ে চন্দ্র-চকোর॥
হাতহিঁ হাত লাগাই যব খেলত ভাবে অবশ তব দেহ।" (ঐ)

পাশাক্রীড়াকালে শ্রীমতীর অপরূপ রূপমাধুরী দর্শনে তাঁহার শ্রীহস্তস্পর্শে নাগরের আনন্দ-

বৈবশ্য ! খেলায় হারিয়া তৎক্ষণাৎ বংশীটি উঠাইয়া লইয়া উত্তমরূপে গোপন করিয়াছেন। রাধারাণী বংশী নিবেন, শ্যামের বংশী দেওয়ার ইচ্ছা নাই। বিজয়িনী শ্রীমতীর জোর তখন দেখে কে ! জোর করিয়া শ্যামের হস্ত হইতে বংশী কাড়িয়া লইলেন। শ্রীমতীর তাৎকালিক চেষ্টা দর্শনে সখীগণ হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছেন এবং শ্রীমতীর বলপূর্বক শ্যামের নিকট হইতে বংশী কাড়িয়া লওয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন।

শ্রীবিশাখা গূঢ়-পরিহাস-বচনে শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিলে শ্রীমতী হাস্যবদনে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকাইতেছেন। শ্রীরাধারাণীর নিকট হইতে এইসব অদ্ভুত পরিহাসবাণী সখীগণ শিক্ষা করেন, কারণ পরিহাস-অধ্যয়নে যিনি শ্রেষ্ঠ অধ্যাপিকা এবং বাগ্দেবী অপেক্ষাও যাঁহার সমধিক বাগ্মিতা।

বিশাখার পরিহাসে পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরাজয়ের লজ্জাকে চাপা দেওয়ার নিমিত্ত প্রসঙ্গান্তর উত্থাপনপূর্বক ইতিপূর্বের শ্রীরাধারাণীর সহিত নির্জনবিলাসে রতিরণে শ্রীমতীর ঔদ্ধত্যের কথা বিশাখার নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে শ্রীমতীর বদনখানা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি ভ্রূভঙ্গীর সহিত লীলাকমলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়না করিতে লাগিলেন।

"রাধাকুণ্ডে জলক্রীড়া বিলাস-কালেতে। পরাজিত হইলে হরি খেলিতে খেলিতে॥
সহাস্যবদনে রাধা পরিহাস তরে। হাস্যমুখী সখীগণে ছলে আজ্ঞা করে॥"৯৯॥
"আম্রমুকুলের মধু যে মন্দিরে ঝরে। সে মন্দির কেলিতল্পে রসিক-শেখরে॥
রাধিকায় সাজাইলা কুন্দ-কুসুমেতে। দুঁহু অঙ্গ পুলকিত দোঁহা পরশিতে॥"১০০॥
"মণি-পুষ্প গুঞ্জাফল শিখি-চন্দ্রিকায়। বেধেছে বিচিত্র বেণী নাগরেন্দ্র রায়॥
কেশের বিন্যাস দেখি অতি নিরুপম। রোম স্মরাঙ্কুর রাধার হইল উদ্গম॥"১০১॥
"মঞ্জু কুঞ্জ অভ্যন্তরে বেশ বনাইতে। উন্মত্ত হইয়া রাধা সুসখ্য-মধুতে॥
কুচ-চিত্রকারী কৃষ্ণ কর-কমলেতে। বিক্ষেপ করিলা কুচে প্রণয়-রসেতে॥"১০২॥
"বিলাস-কালেতে কৃষ্ণ যত্ন-সহকারে। চর্ব্বিত তাম্বুল দিলে রাধার অধরে॥
বাম্য-স্বভাবেতে রাই দোষারোপ করি। গ্রহণ করে না হাসি রহে মুখ মোরি॥"১০৩॥
"পাশার খেলাতে ছিল যেই বংশী পণ। সে বংশী গোপন কৈল শ্রীবংশীবদন॥
কিন্তু রাই বল করি কৃষ্ণকর হৈতে। যখন সে বংশী নিলা কলা কৌশলেতে॥
হাস্যমুখী যত সখী 'জয় রাধে' বলে। মুখরিত কুঞ্জবন আনন্দ-হিল্লোলে॥"১০৪॥
"বিশাখার অতি গূঢ় পরিহাস-বাক্যে। রসিক নাগর কৃষ্ণে পরাজিত দেখে॥
মৃদুহাস্য বদনেতে চায় শ্রীরাধিকা। পরিহাস অধ্যয়নে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপিকা॥
বাক্-ভঙ্গি চাতুর্য্যেতে ভারতী জয়িনী। সর্ব্ব কলাবতী রাধা পরা ঠাকুরাণী॥"১০৫॥

ললিতাদি পুরঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্ভোগলাঞ্ছনে।
সূচ্যমানে দৃশা দূত্যা স্মিত্বা হুঙ্কুর্ব্বতী রুষা ॥১০৭॥
ক্বচিৎ প্রণয়মানেন স্মিতমাবৃত্য মৌনিনী।
ভীত্যা স্মারশরৈর্ভঙ্গ্যালিঙ্গন্তী সস্মিতং হরিম্ ॥১০৮॥
কুপিতং কৌতুকৈঃ কৃষ্ণং বিহারে বাঢ়-মৌনিনম্।
কাতরা পরিরভ্যাশু মানয়ন্তী স্মিতাননম্ ॥১০৯॥
মিথঃ প্রণয়মানেন মৌনিনী মৌনিনং হরিম্।
নির্ম্মৌনা স্মরমিত্রেণ নির্ম্মৌনং বীক্ষ্য সস্মিতা ॥১১০॥
ক্বচিৎ পথি মিলচ্চন্দ্রাবলীসম্ভোগদূষণম্।
শ্রুত্বা ক্রূরসখী-বক্ত্রান্মুকুন্দে মানিনী রুষা ॥১১১॥
পাদ-লাক্ষারসোল্লাসি-শিরস্কং কংসবিদ্বিষম্।
কৃতকাকুশতং সাশ্রা পশ্যন্তীষচ্চলদ্দৃশা ॥১১২॥
ক্বচিৎ কলিন্দজা-তীরে পুষ্পত্রোটন-খেলয়া।
বিহরন্তী মুকুন্দেন সার্দ্ধমালীকুলাবৃতা ॥১১৩॥
তত পুষ্পকৃতে কোপাদ্‌ব্রজন্তী প্রেমকারিতাৎ।
ব্যাঘোটিতা মুকুন্দেন স্মিত্বা ধৃত্বা পটাঞ্চলম্ ॥১১৪॥

অনুবাদ—ললিতাদি সখীগণের অগ্রে নয়ন ইঙ্গিতে দূতী শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগচিহ্ন সূচনা করিলে যিনি মৃদুহাস্যপূর্বক ক্রোধভরে দূতীর প্রতি হুঙ্কার করিতেছেন ॥১০৭॥

কখনো প্রণয়মানভরে হাস্যসম্বরণপূর্বক মৌনাবলম্বন করিয়া পরে মদনশরের ভয়ে ভীতা হইয়া যিনি ভঙ্গীপূর্বক হাস্যবদন মাধবকে আলিঙ্গন করিতেছেন ॥১০৮॥

বিহারকালে কৌতুক বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া অধিক সময় মৌনাবলম্বন করিলে যিনি কাতরা হইয়া হাস্যমধুরবদনে আলিঙ্গনদানে তাঁহার পূজন করিতেছেন ॥১০৯॥

পরস্পরের প্রণয়মাণে প্রথমতঃ যিনি মৌনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকেও মৌন দেখিয়া স্মর-মিত্রের মধ্যস্থতাক্রমে স্বয়ং মৌন ত্যাগ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকেও মৌনরহিত দেখিয়া হাস্য করিতেছেন ॥১১০॥

কখনো পথিমধ্যে চন্দ্রাবলী মিলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলনে সম্ভোগদূষিত হইয়াছেন,—ক্রূর সখীর নিকট এই কথা শ্রবণে যিনি রোষভরে মুকুন্দের প্রতি মানিনী হইতেছেন ॥১১১॥

পাদপদ্মের অলক্তকরসে যাঁহার মস্তক সুরঞ্জিত, যিনি শত শত কাকুবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন,

---

"নিকুঞ্জ-রহস্যকেলি মদন-মোহন। বিশাখার অগ্রে যদি করে উদ্‌ঘাটন ॥
ভ্রূভঙ্গি করিয়া রাধা অতি চমৎকার। পদ্মেতে তাড়না করে কৃষ্ণে দুইবার।"১০৬॥

সেই কংসারীর প্রতি যিনি চঞ্চলনয়নে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুযুক্তা হইতেছেন ॥১১২॥

কখনো যমুনাতীরে সখীগণ সমভিব্যাহারে যিনি কুসুমচয়ন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন এবং কুসুমপত্রাদির নিমিত্ত প্রেমকলহজনিত কোপে গৃহে গমন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্যের সহিত যাঁহার বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া পরাবর্তিত করেন ॥১১৩-১১৪॥

টীকা— লঙ্গুনে চিহ্নে দূত্যা কত্র্যা দৃশা সূচ্যমানে সতীতার্থঃ ॥১০৭॥

স্মারশরৈঃ কন্দর্পবাণৈর্ভীতা সতী ভঙ্গ্যা নিদ্রাদি ব্যাজেন হরিমালিঙ্গন্তী সতী স্কন্ধে তৎপ্রদেশে ধৃতবতী ॥১০৮॥

মানয়ন্তী পূজয়ন্তী ॥১০৯॥

মিথঃ পরস্পরং স্মররূপং মিত্রং স্মরমিত্রমিতি কাকাক্ষি ন্যায়েন নির্ম্মৌনেত্যত্র নির্ম্মৌনমিত্যত্র চ সম্বন্ধঃ ॥১১০॥

মিলন্তী চাসৌ চন্দ্রাবলী চেতি মিলচ্চন্দ্রাবলী তস্যাঃ সম্ভোগে দূষণমিত্যর্থঃ ॥১১১॥

পাদয়োর্যো লাক্ষারসস্তেনোল্লাসি শোভমানং শিরো যস্য তং কংসদ্বিষম্ ঈষচ্চলদ্দৃশা পশ্যন্তী সতী সাশ্রা অশ্রুযুতা ॥১১২॥

কলিন্দজা তীরে যমুনাতীরে আলীকুলাবৃতা সখীসমূহবেষ্টিতা ॥১১৩॥

ব্যাঘোটিতা পরাবর্ত্তিতা ॥১১৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে লীলারসের কি অপূর্ব স্ফুরণ! তাঁহার চিত্তভৃঙ্গ শ্রীরাধামাধবের লীলারস—নন্দনকাননের দিব্যমকরন্দপানে প্রমত্ত হইয়া কাব্য-গুঞ্জনে তাহারই রসো-দ্গার-পরিমলদ্বারা ভক্তসামাজিকের মন-প্রাণকে আমোদিত করিয়া তুলিতেছেন। এই কয়েকটি শ্লোকে মধুময় লীলারসের কি অপূর্ব রসোদ্গার! ব্রজবনে শ্রীরাধামাধবের অপূর্ব বিহার! ললিতাদি সখীগণের অগ্রে নয়ন-ইঙ্গিতে দূতী শ্রীমতীর অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণসম্ভোগচিহ্ন সূচনা করিয়া দিতেছেন। ইহাতে ললি-তাদি সখীগণ শ্রীমতীকে নানাভাবে পরিহাস করিয়া থাকেন তাই শ্রীমতী লজ্জায় সঙ্কুচিত-নয়নে মৃদু-হাস্যপূর্বক ক্রোধভরে দূতীর প্রতি হুঙ্কার রচনা করিতেছেন।

কখনো বা প্রণয়মাণভরে শ্রীমতী হাস্যসম্বরণপূর্বক মৌনাবলম্বন করিতেছেন। প্রণয়ই মানের উত্তম আশ্রয়, অতএব কারণে অকারণে শ্রীরাধামাধবের মানের উদয় হইয়া থাকে।

"অকারণাদ্দ্বয়োরেব কারণাভাসতস্তথা। প্রোদ্যন্ প্রণয় এবায়ং ব্রজেন্নির্হেতুমানতাম্॥
আদ্যং মানং পরিণামং প্রণয়স্য জগুর্বুধাঃ। দ্বিতীয়ং পুনরস্যৈব বিলাসভরবৈভবম্॥
বুধৈঃ প্রণয়মানাখ্য এষ এব প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (উঃ নীঃ)

"ব্রজে শ্রীরাধামাধবের মান দ্বিবিধ—একটি 'সহেতুক' অপরটি 'নির্হেতু'। নির্হেতুমান আবার দ্বিবিধ—'অকারণ' ও 'কারণাভাস'। প্রণয় হইতে উত্থিত বলিয়া ইহাকে 'নির্হেতুমান' বলা হয়।

পণ্ডিতগণ সহেতুক মানকে প্রণয়ের পরিণতি এবং নির্হেতুমানকে প্রণয়ের বিলাস-বৈভব বলিয়া থাকেন। বিদ্বান্‌গণ নির্হেতুমানকেই **'প্রণয়মান'** বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।"

"রসবতী রাই রসিকবর ঠাম। শ্যাম-তনু মুকুরে হেরই অনুপাম॥
নিজ প্রতিবিম্ব শ্যাম—অঙ্গে হেরি। রোখে কহত ধনি আনন ফেরি॥
নাগর এত কিয়ে চঞ্চল ভেলি। হামারি সমুখে করু আন সঞে কেলি॥
এত কহি রাই করল তহিঁ মান।"

সখীগণ বুঝাইয়া দিলেন শ্রীহরির বক্ষে তিনিই প্রতিবিম্বিতা, ইহা অন্য নায়িকা নহেন। "সুন্দরি! জানলুঁ তুয়া দুরভাণ। হরিউর-মুকুরে হেরি নিজ চাহরি তাহে সৌতিনী করি মান॥" সখীগণের বাক্যে শ্রীমতীর ভ্রান্তি দূরীভূত হইয়াছে। তথাপি তিনি হাস্যসম্বরণপূর্বক মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন। শেষে মদনশরের ভয়ে ভীতা হইয়া পড়িয়াছেন এবং কৌশলে মাধবের কণ্ঠালিঙ্গন করিতেছেন। শ্রীমতীর শ্রীমুখের অপার সুগন্ধে মত্ত হইয়া ভৃঙ্গগুলি তাঁহার মুখকমলে উড়িয়া পড়িতে চাহিতেছে, তাহাতে শ্রীমতী ভয়ের ভান করিয়া প্রাণনাথের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিতেছেন। শ্রীমতীর চেষ্টায় মাধব হাস্য করিতেছেন।

কখনো বা কৌতুকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণই কুপিত হইয়া অধিকসময় মৌনাবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে কাতরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধা হাস্যমধুরবদনে আলিঙ্গনদানে তাঁহার আরাধনা করিতেছেন।

কোনসময় প্রণয়মানবশতঃ শ্রীরাধামাধব উভয়েই মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন। শ্রীমতী ভাবিতেছেন, শ্যাম আগে কথা না বলিলে তিনি কথা বলিবেন না, শ্যামসুন্দরও মনে করিতেছেন শ্রীমতী কথা না বলিলে তিনি আগে কথা বলিবেন না। পরস্পর মৌনী হইয়া উভয়েই কষ্ট পাইতেছেন। অতঃপর স্মর-মিত্রের অর্থাৎ কন্দর্প-বান্ধবের মধ্যস্থতায় উভয়েই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কন্দর্পের মধ্যস্থতাটিও অতি অপূর্ব! শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ একটি দাড়িম্বফলকে স্পর্শ করিলেন।* তাহাতে শ্রীমতীর হাস্যাঙ্কুর উদগত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'রাধে! তোমার নির্বন্ধ প্রথমে ভঙ্গ হইল, যেহেতু তুমি আগে হাস্য করিলে।' শ্রীমতী বলিলেন, 'তোমারই নির্বন্ধ প্রথমে ভাঙ্গিয়াছে, যেহেতু তুমিই প্রথমে দাড়িম্বফল স্পর্শে স্বাভিযোগ প্রকাশ করিয়াছ।' এইরূপে উভয়েই হাস্যবদনে কথা বলিতে লাগিলেন।

এইভাবে বন্যবিহার করিতে করিতে কোন ক্রূরা বা প্রখরা সখী শ্রীমতীর নিকট আসিয়া বলিলেন— 'সখি রাধে! তুমি এই লম্পট চন্দ্রাবলীর সম্ভোগ-দূষিত ধৃষ্টনায়কের সহিত পরমসুখে বিহার করিতেছ? আমি আজই দেখিলাম, বনপথে ইনি চন্দ্রার সাথে মিলিত হইয়া কুঞ্জে বিলাস করিয়াছেন।' সখীর মুখে এই কথা শুনিয়াই শ্রীমতী মানিনী হইয়া পড়িলেন। শ্রীমতী মানিনী হইলে নাগর শত শত চাটুবাক্যে তাঁহাকে সাধিতে লাগিলেন।

---

*দাড়িম্বফল স্পর্শে কুচস্পর্শের স্বাভিযোগ প্রকাশিত হইল।

"সুন্দরি ! বেরি এক কর অবধান।
ক্ষেম অপরাধ প্রেমবাদ করবি যব তব্ কৈছে ধরব পরাণ ॥
লেখি লহ কবচ দাস করি সুন্দরি জীবন-যৌবনে বহু ভাগি।
তুয়া গুণ-রতন শ্রবণে মণি-কুণ্ডল এবে ভেল ত্রিভঙ্গ বৈরাগী ॥
পীতাম্বর গলে করি কর-যুগলে মিনতি করহুঁ তুয়া আগে।
হাম যৈছে লাখ লাখ শ্যাম লুঠত তুয়া ধনি চরণ-সোহাগে ॥
মনসিজ করে ধনু হেরি কাতর তনু বিছুরল ধন—জন—মায়া ।
তছু ভয় লাগি শরণ হাম লেহলুঁ দেহ পদ-পঙ্কজ-ছায়া ॥" (পদকল্পতরু)

এইরূপ কাকুবাক্যে শ্যাম শ্রীমতীর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইলেন। শ্রীমতীর শ্রীচরণ ঘর্মাক্ত, অতএব সিক্ত-অলক্তকরসে শ্যামসুন্দরের মস্তক রঞ্জিত হইল। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন —'শ্রীরাধার চরণে যখন সুন্দর ময়ূরপুচ্ছের চূড়া লুণ্ঠিত, তখনি শ্যাম রসঘনমোহনমূর্তি।'

"রসঘনমোহন-মূর্ত্তিং বিচিত্র-কেলি-মহোৎসবোল্লসিতম্।
রাধাচরণ-বিলোড়িত-রুচির-শিখণ্ডং হরিং বন্দে ॥" (রাধারসসুধানিধি ২০১)

সেই রসঘনমোহন-মূর্তির দর্শনে শ্রীমতী চঞ্চল-নয়নে ঈষৎদৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুযুক্তা হইলেন। "ঐছন মিনতি করল যব নাগর ধনী লোচন জলপূর। হেরইতে বদন রোদন করু দুহুঁজন অব ঘনশ্যাম মন পূর ॥" (ঐ)

কখনো বা কালিন্দীর তীরবর্তি অরণ্যে সখীগণসঙ্গে শ্রীমতী কুসুমচয়ন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। কুসুমপত্রাদির চয়নে পরস্পর প্রেমকলহ হইতে থাকে * তাহাতে কোপভরে শ্রীমতী গৃহে গমন করিতে থাকিলে নাগর মৃদুমন্দ হাস্যের সহিত বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া শ্রীমতীকে ফিরাইয়া আনেন।

"ললিতাদি সখীগণে দূতী নেত্রাঞ্চলে। কৃষ্ণের সম্ভোগচিহ্ন ইঙ্গিতে বলিলে ॥
স্মিতহাস্যে শ্রীরাধিকা রসের মূরতি। ক্রোধেতে হুঙ্কার করে ঐ দূতী প্রতি ॥"১০৭॥

"হাস্য-সম্বরণ করি কৃষ্ণ-প্রিয়তমা। প্রণয়-মানেতে মৌন করিয়া ছলনা ॥
কন্দর্প ভয়েতে রাধা নিদ্রার ছলেতে। আলিঙ্গন করে কৃষ্ণে পুষ্পের শয্যাতে ॥"১০৮॥
"বিহার কালেতে কৃষ্ণ কৌতুক বশতঃ। মৌনমুদ্রা ধরে যেন হইয়া কুপিত ॥
হেনকালে শ্রীরাধিকা হইয়া কাতর। আলিঙ্গনে কৃষ্ণে পূজা করে নিরন্তর ॥"১০৯॥
"প্রণয়-মানেতে কুঞ্জে ভানু-সুকুমারী। মৌনিনী হইয়া দেখে মৌন গিরিধারী ॥
মনোভব মিত্র দ্বারা হৃদে প্রেরণায়। মৌনমুদ্রা ভঙ্গ করে নাগরেন্দ্র রায় ॥

---

* শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল—কুসুমকেলি স্তব ও তাহার স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বিহার-শ্রান্তিতঃ ক্লান্তং ললিতান্যস্তমস্তকম্।
বীজয়ন্তী স্বয়ং প্রেম্ণা কৃষ্ণং রক্তপটাঞ্চলৈঃ ॥১১৫॥
পুষ্পকল্পিত-দোলায়াং কলগান-কুতূহলৈঃ।
প্রেম্ণা প্রেষ্ঠসখীবর্গৈর্দোলিতা হরিভূষিতা ॥১১৬॥
কুণ্ড কুঞ্জাঙ্গনে বল্গু গায়দালীগণান্বিতা।
বীণানন্দিত-গোবিন্দ-দত্ত চুম্বেন লজ্জিতা ॥১১৭॥
গোবিন্দবদনাম্ভোজে স্মিত্বা তাম্বূল বীটিকাম্।
যুঞ্জতীহ মিথো নর্ম্মকেলি-কর্পূরবাসিতাম্ ॥১১৮॥
গিরীন্দ্রগহ্বরে তল্পে গোবিন্দোরসি সালসম্।
শয়ানা ললিতাবীজ্যমানা স্বীয় পটাঞ্চলৈঃ ॥১১৯॥
অপূর্ব্ববন্ধ-গান্ধর্ব্ব-কলয়োন্মাদ্য মাধবম্।
স্মিত্বা হারিত তদ্বেণুহারা স্মেরবিশাখয়া ॥১২০॥
বীণাধ্বনিধুতোপেন্দ্র হস্তাচ্চ্যোতিত বংশিকা।
চূড়া-স্থান-হৃত-শ্যাম দেহ গেহ পথ-স্মৃতিঃ ॥১২১॥
মুরলী গিলিতোত্তুঙ্গ গৃহধর্ম্ম-কুলস্থিতিঃ।
শৃঙ্গতো দত্ত তৎ-সর্ব্ব-সতিলাপাঞ্জলিত্রয়া ॥১২২॥

অনুবাদ— বিহারে ক্লান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রমাপনোদন জন্য ললিতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে যিনি প্রেমভরে অরুণবর্ণ বসনাঞ্চলদ্বারা তাঁহাকে স্বয়ং বীজন করিয়া থাকেন ॥১১৫॥

পরমপ্রিয় সখীবর্গ যাঁহাকে পুষ্পকল্পিত দোলায় আরোহণ করাইয়া মধুর গান-কৌতুকসহকারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত দোলাইয়া থাকেন ॥১১৬॥

হরিপ্রিয়া নিজ মৌনব্রত ভঙ্গ করি। হাস্য করে শ্রীগোবিন্দে দরশন করি ॥"১১০॥
"পথমধ্যে চন্দ্রাবলী মিলিত হইলে। তাঁহার সম্ভোগে কৃষ্ণ দূষিত হইলে ॥
এই কথা শ্রবণেতে ক্রুর সখী মুখে। ক্রোধেতে মানিনী রাধা রহে অধোমুখে ॥"১১১॥
"পদ অলক্তকে যার মস্তক শোভিত। কাকু-বাক্যে যিনি স্তুতি করে শত শত ॥
সেই কৃষ্ণে শ্রীরাধিকা চঞ্চল-নয়নে। দরশনে অশ্রুযুক্তা নিকুঞ্জ-কাননে ॥"১১২॥
"কখন কালিন্দীতীরে সখীর সহিতে। কৃষ্ণ-সঙ্গে বিহরিছে পুষ্প-চয়নেতে ॥"১১৩॥
"কুসুম-চয়নকালে নবীনা কিশোরী। কুসুম নিমিত্ত যেন প্রেমে ক্রোধ করি ॥
কৃষ্ণসঙ্গ ত্যাগ করি গমন করিলে। ফিরাইলা নাগরেন্দ্র ধরি পটাঞ্চলে ॥
হাসিমাখা গোবিন্দের ও চাঁদবদন। কুঞ্জবিলাসিনী কবে হবে দরশন ॥"১১৪॥

শ্রীকুণ্ডতটবর্তি কুঞ্জাঙ্গনে যিনি সুমধুর সঙ্গীতরতা সখীগণে পরিবৃতা হইয়া স্বীয় বীণাগানে মুগ্ধ গোবিন্দ-প্রদত্ত চুম্বনে লজ্জিতা হইয়া থাকেন ॥১১৭॥

যিনি হাস্য-মধুর-বদনে উভয়ের পরিহাসরসকেলি কর্পূর-বাসিত তাম্বূলবীটিকা শ্রীগোবিন্দের বদন-কমলে অর্পণ করিয়া থাকেন ॥১১৮॥

গোবর্ধন-গিরিকন্দরে আলস্যভরে যিনি শ্রীগোবিন্দের বক্ষঃস্থলরূপ উত্তম শয্যায় শয়ন করিলে ললিতাকর্তৃক বসনাঞ্চলদ্বারা বীজিতা হইয়া থাকেন ॥১১৯॥

অপূর্ব সঙ্গীত-কলামাধুর্যে যিনি মাধবকে উন্মাদিত করিয়া মৃদুহাস্যের সহিত বিশাখাদ্বারা তদীয় বেণু ও হার হরণ করাইয়া থাকেন ॥১২০॥

যাঁহার মনোহর বীণাধ্বনি শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের কম্পিত করকমল হইতে বংশী বিচ্যুত হইয়া থাকে, যাঁহার চুড়িকার শব্দমাধুর্যে শ্যামের দেহ, গেহ ও পথের বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে ॥১২১॥

শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব যাঁহার উচ্চ কুলধর্ম, দেহধর্ম ও গৃহধর্মকে গ্রাস করিয়া থাকে এবং তাঁহার শৃঙ্গধ্বনি শ্রবণে যিনি ঐসবের প্রতি সতিলজলাঞ্জলি-ত্রয় অর্পণ করিয়া থাকেন ॥১২২॥

টীকা—শ্রমাপনোদনায় ললিতায়াং ন্যস্তো মস্তকো যেন স তং ললিতান্যস্তমস্তকম্ ॥১১৫॥

কলগান-কুতূহলৈর্মধুরগানকৌতুকৈঃ ॥১১৬॥

কুণ্ডং রাধাকুণ্ডং বল্গু মঞ্জুলং গায়ন্ য আলীগণঃ সখীসমূহঃ তেনান্বিতা মিলিতা। বীণায়াঃ কলগানেন নন্দিত আনন্দিতো যো গোবিন্দস্তেন দত্তো যশ্চুম্বশ্চুম্বনং তেন ॥১১৭॥

কেলিরূপ কর্পূরেণ বাসিতাং সুগন্ধিকৃতাম্ ॥১১৮॥

সমস্তস্যাসমস্তেন নিত্যাপেক্ষেণ সঙ্গতিরিত্যনেন রাজ্ঞা দত্তধনমিতি বৎ স্বীয়পটাঞ্চলৈরিত্যস্য বীজ্যমানা ইত্যনেন সমস্তেন সঙ্গতিঃ ॥১১৯॥

অপূর্ববন্ধ-গান্ধর্বস্য আশ্চর্য্য কৃতগানস্য কলয়া লেশেন মাধবমুন্মাদ্য উন্মত্তং কৃত্বা স্মেরবিশাখয়া দ্বারা হারিত তদ্বেণুহারা হারিতৌ তস্মাদ্বলাদানীতৌ তদ্বেণুহারৌ যয়া সেত্যর্থঃ ॥১২০॥

বীণাধ্বনিনা ধুতঃ কম্পিতো য উপেন্দ্রস্তস্য হস্তাচ্চ্যোতিতা পাতিতা বংশিকা যয়া সা তথা। চূড়া চূড়ীতি প্রসিদ্ধাভরণ বিশেষস্তস্যাঃ স্বনেন শব্দেন হৃতা শ্যামস্য দেহগেহয়োঃ পথস্মৃতির্যয়া সা তথা ॥১২১॥

মুরল্যা গিলিতা গ্রস্তা উত্তুঙ্গগৃহধর্ম্মকুলানাং স্থিতির্মর্য্যাদা যয়া সা তথা। শৃঙ্গতঃ শৃঙ্গবাদ্যাৎ দত্তং তস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্ গৃহাদৌ সতিলাপাং সতিল জলানামঞ্জলিত্রয়ং যয়া সা তথা ॥১২২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়ন-সম্মুখে শ্রীরাধামাধবের বনবিহারলীলা স্ফুরণের পরম্পরা চলিয়াছে। যুগল-কিশোর শ্রীরাধাশ্যাম সখীসঙ্গে বনবিহার করিতে করিতে কখনো বা শ্যাম-সুন্দর শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া শ্রমাপনোদন জন্য ললিতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে সাতিশয় প্রেমভরে স্বয়ং শ্রীমতী শ্রীঅঙ্গের কৃষ্ণানুরাগময় অরুণবর্ণ উত্তরীয়াঞ্চলদ্বারা শ্যামকে বীজন করিতেছেন।

কখনো বা প্রেষ্ঠ সখীগণ যুগলকিশোরকে কুসুমরচিত দোলায় আরোহণ করাইয়া মধুকণ্ঠে শ্রীযুগলের লীলাগান করিতে করিতে তাঁহাদের দোলাইতেছেন। উভয়েই স্বীয় অঙ্গকান্তি ও সৌন্দর্যে পরস্পরকে ভূষিত করিয়াছেন ।

"দেখ সখি ঝুলত বিনোদ-বিনোদিনী ।
ঝুলন উপরে শোভে হেম-নীলমণি ।।
ঝুলি ঝুলি ঝুলাওয়ে সকল সখীগণ হেরি আনন্দে মাতিয়া ।
দুহুঁক গুণ সবে গাওত বাওত হেম-পুতলী পাঁতিয়া ।।
কপোত কীর শুক-সারী কোকিল ময়ূর নাচত মাতিয়া ।
দুহুঁক মন ম্নাহা উয়ল মনসিজ হেরত আনহিঁ ভাতিয়া ।।
বয়ানে মৃদু মৃদু হাস উপজত হিলন দুহুঁ দোঁহা গাতিয়া ।
রতি-রভস-রসে হৃদয় গর গর বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতিয়া ।।" (পদকল্পতরু)

কখনো শ্রীরাধাকুণ্ডের তটবর্তি একটি বিস্তৃত কুঞ্জপ্রাঙ্গণে যুগলকিশোরকে ঘিরিয়া সখীগণ অতি সুমধুরস্বরে সঙ্গীতালাপ করিতেছেন ! শ্রীমতী তখন বীণা লইয়া এত অদ্ভুত ও অপূর্ব বীণাবাদন করিতেছেন যে, তাঁহার বীণাবাদ্যে মুগ্ধ নাগর তাঁহার বদনকমলে চুম্বনরূপ উপহার প্রদান করিতেছেন। তাহাতে সখীগণের সমক্ষে শ্রীমতী লজ্জিতা হইয়া স্বীয় অপূর্ব সুষমায় সখীসহ নাগরকে বিমোহিত করিতেছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ তুলসীমঞ্জরীরূপে সসখী যুগলের সেবায় নিরতা হইয়া তাঁহাদের লীলামাধুরী ও প্রেমমাধুরীর সায়রে সন্তরণ করিতেছেন ।

কখনো বা শ্রীমতী হাস্যমধুরবদনে শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখে তাম্বূলবীটিকা অর্পণ করিতেছেন। হাস্য-পরিহাসরসে যুগল মগ্ন। তুলসী নিকটে থাকিয়া উভয়কে বীজন করিতেছেন এবং অনুভব করিতেছেন, শ্রীমতী স্বয়ং যে শ্যামের বদনে সোহাগভরে তাম্বূলার্পণ করিলেন, উহা যেন উভয়ের পরিহাসরসরূপ কর্পূরদ্বারাই বাসিত।

'নির্জন গোবর্ধন-গিরি-কন্দরে শ্রীযুগলের নিবিড় বিলাস। কন্দর্পসমরে শ্রান্তা-ক্লান্তা-শ্রীমতী আলস্যভরে শ্যামসুন্দরের বক্ষঃস্থলরূপ বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তখন ললিতাসখী প্রেমভরে স্বীয় বসনাঞ্চলদ্বারা বীজন করিয়া শ্রীমতীর শ্রম অপনোদন করিতেছেন ।

শ্রীমতীর সঙ্গীতকলামাধুর্য অতি অপূর্ব, যাহাতে মাধব উন্মাদিত হইয়া থাকেন। 'সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা' শ্রীমতীর একটি গুণ। সঙ্গীতপ্রকাশে যাঁহার অভিজ্ঞানের তুলনা নাই। শ্রীউজ্জ্বলে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—

"কৃষ্ণসারহরপঞ্চমস্বরে মুঞ্চ গীতকুতুকানি রাধিকে ।
প্রেক্ষতেহত্র হরিণানুধাবিতাং ত্বাং ন যাবদতিরোষণঃ পতিঃ ॥"

বৃন্দা বলিলেন, 'হে রাধে ! তোমার সুধামধুর পঞ্চম-স্বরে শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্যনাশ হয়, অতএব

তোমার কোপনস্বভাব পতি যাবৎ তোমার পশ্চাতে শ্রীহরিকে অনুধাবন করিতে না দেখেন, তাবৎ গীত-কৌতুক পরিত্যাগ কর।' শ্রীমতীর সঙ্গীত-মাধুর্যে শ্রীহরির উন্মত্ততা দর্শনে শ্রীমতী নয়ন-ইঙ্গিতে শ্রীবিশাখাকে তাঁহার বেণু ও হার হরণ করাইয়া লইলে মাধব কিছুই টের পান না।

আবার যাঁহার মনোহর বীণারবের মাধুর্যে ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণের করকমল হইতে তাঁহার প্রাণসম প্রিয় বংশী বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না! তদ্রূপ শ্রীমতীর চুড়িকার শব্দ-মাধুরীতে অখণ্ড-জ্ঞানশক্তি নিয়ত যাঁহার সেবা করিয়া থাকে, সেই শ্রীহরিরও দেহ, গেহ এবং পথের বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। পারস্পরের শব্দ-মাধুর্যে পারস্পরিক মোহনতা দেখাইতে গিয়া বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরলীরবে শ্রীমতীর উচ্চ কুলমর্যাদা, দেহধর্ম ও গৃহধর্মাদি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বয়ং আক্ষেপানুরাগে বলিয়াছেন—

"গুরুজনার জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি। দ্বিগুণ আগুন দেও শ্যামের মুরলি॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি। মোর নাম লৈয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন। কত না সহিব পাপ-লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশিয়া নাশিয়া সতীকুল। তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর। জ্ঞানদাস উহার ওই সে বেভার॥" (পদকল্পতরু)

তদ্রূপ শ্যামসুন্দরের শৃঙ্গধ্বনি শ্রবণে যিনি কুলশীলাদির প্রতি সতিলোদক-অঞ্জলিত্রয় অর্পণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ দূরতঃ কুলশীলাদির সম্পর্ক চিরতরে ত্যাগ করিয়া থাকেন।

"বিহারেতে শ্রান্ত ক্লান্ত গোবিন্দ হইলে। ললিতার ক্রোড়ে নিজ মস্তক রাখিলে॥
শ্রান্তি দূর করিবারে রক্ত-পটাঞ্চলে। বীজন করয়ে রাধা প্রেম কুতূহলে॥"১১৫॥
"ভূষিতা হইয়া রাধা বিবিধ ভূষণে। পুষ্পের দোলাতে চড়ি প্রিয়তম সনে॥
প্রেম-কারিগর যত প্রিয় সখীগণে। পুষ্প-দোলা দোলাইছে সুমধুর গানে॥"১১৬॥
"রাধাকুণ্ড কুঞ্জাঙ্গনে যত সখীগণ। গান করে রাধিকায় করিয়া বেষ্টন॥
হেনকালে বীণাগানে আনন্দিত মনে। রাই-মুখপদ্মে কৃষ্ণ করিলা চুম্বনে॥
লজ্জিতা হইয়া রাধা অবনত মুখী। দিব্য ছবি দরশনে কবে হব সুখী॥"১১৭॥
"কেলি কর্পূরেতে গন্ধি তাম্বূল-বীটিকা। কৃষ্ণ মুখপদ্মে দিলা হাসিয়া রাধিকা॥"১১৮॥
"গিরিগুহা অভ্যন্তরে কেলিশয্যা 'পরি। গোবিন্দের বক্ষঃস্থলে ভানু-সুকুমারী॥
লালসায় মিলিয়াছে নবীন যুগলে। ললিতা বীজন করে নিজ পটাঞ্চলে॥"১১৯॥
"অপূর্ব্ব সঙ্গীত লেশে রসিক নাগরে। উন্মত্ত করিয়া ধনি স্মিতহাস্য ভরে॥
ইঙ্গিত করিয়া রাই বিশাখার দ্বারে। হরণ করিলা বেণু হার ছল করে॥"১২০॥
"কলাবতী শ্রীরাধিকা কুঞ্জ-অভ্যন্তরে। কম্পিত করিলা কৃষ্ণে বীণার ঝঙ্কারে॥

কৃষ্ণপুষ্টিকরামোদি-সুধাসারাধিকাধরা।
স্বমাধুরীত্ব-সম্পাদি-কৃষ্ণপাদাম্বুজামৃতা ॥১২৩॥
রাধেতি নিজনাম্নৈব জগৎ খ্যাপিত-মাধবা।
মাধবস্যৈব রাধেতি জ্ঞাপিতাত্মা জগত্রয়ে॥১২৪॥
মৃগনাভেঃ সুগন্ধশ্রীরিবেন্দোরিব চন্দ্রিকা।
তরোঃ সুমঞ্জরীবেহ কৃষ্ণস্যাভিন্নতাং গতা ॥১২৫॥
রঙ্গিণা সঙ্গরঙ্গেণ সারঙ্গরঙ্গিণী কৃতা।
সানঙ্গ-রঙ্গভঙ্গেন সুরঙ্গীকৃত-রঙ্গদা ॥১২৬॥

অনুবাদ—সুধাসার অপেক্ষাও উত্তম এবং সুরভিত যাঁহার অধর শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় পুষ্টিকর এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মামৃতেই যাঁহার স্বীয় মাধুরী সম্পাদিত ॥১২৩॥

'রাধা' এই নামেই যিনি শ্রীকৃষ্ণকে 'মাধব' নামে খ্যাপিত করিয়াছেন এবং মাধবেরই শ্রীরাধা এইরূপে যিনি ত্রিভুবনে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ॥১২৪॥

মৃগমদ এবং তাহার সৌরভ-সম্পদের ন্যায়, চন্দ্র ও চন্দ্রিকার ন্যায়, বৃক্ষ এবং শোভন মঞ্জরীর ন্যায় বিশ্বে যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥১২৫॥

রঙ্গিয়া শ্রীহরির গঙ্গ-রঙ্গে যিনি মদনোন্মত্তা রঙ্গিণীর ন্যায় হইয়াছেন, যিনি অনঙ্গের রঙ্গভঙ্গে শ্রীহরিকে সুরঙ্গীকৃত করিয়াছেন ॥১২৬॥

টীকা—কৃষ্ণস্য পুষ্টিকরঃ আমোদি সুধাসারাদপ্যধিকোঽধরো যস্যাঃ সা তথা। স্বমাধুরীত্বস্য সম্পাদি সম্পন্নকর্ত্ত, কৃষ্ণস্য পাদাম্বুজরূপমমৃতঃ যস্যাঃ সা ॥১২৩॥

নিজনাম্না সহ রাধামাধব ইত্যেব নাম্না খ্যাপিত ইত্যর্থঃ ॥১২৩॥

ইহ সংসারে। অভিন্নতাম্ অপৃথগ্বর্ত্তিতাম্ ॥১২৪॥

রঙ্গীতি। রঙ্গিণা কৌতুকবতা শ্রীকৃষ্ণেন কর্ত্রা সঙ্গ রঙ্গেণ কৃত্বা সারঙ্গস্য কুরঙ্গনাম নিজহরিণস্য রঙ্গিণী তন্নাম্নী হরিণীব কৃতা হরিণেন হরিণীব নিত্যং কৃষ্ণসঙ্গতিং প্রাপ্তেতি ভাবঃ। অনঙ্গরঙ্গে কন্দর্প-রণস্থলে যো ভঙ্গস্তেন সহ বর্ত্তমানঃ সানঙ্গরঙ্গভঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণস্তেন সহ সুরঙ্গী শোভনা রঙ্গো নৃত্যং যস্যা ইতি সুরঙ্গীকৃতমত্যর্থং রঙ্গ নৃত্যং দদাতীতি কৃতরঙ্গদা। কৃতং যুগেঽলমর্থেঽপি বিহিতে হিংসিতে ত্রিম্বিতি। রঙ্গো না স্বাগে নৃত্যে রণক্ষিতাবিত্যাদি চ মেদিনী ॥১২৬॥

কর হৈতে বিচ্যুত যে মোহন মুরলী। অবিচল আত্মহারা কুঞ্জে বনমালী ॥
চুড়িকার শব্দে কত সুধাতরঙ্গিণী। দেহ গেহ পথ ভোলে শ্যাম গুণমণি ॥"১২১॥
"মোহন মুরলী ধ্বনি ধরে কত বল। গ্রাস করে বিনোদিনীর মর্য্যাদা সকল ॥
দেহ গেহ কুলধর্ম্ম সব পাসরায়। উন্মাদিনী হৈয়া রাধা কুঞ্জ পানে ধায় ॥
শ্রবণেতে শৃঙ্গ-ধ্বনি সুধা শিখরিণী। তিনে তিলাঞ্জলি দিলা শ্যাম সোহাগিনী ॥"২২২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই কয়েকটি শ্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক প্রেম-মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন। 'যাঁহার সুধাসার অপেক্ষাও মধুর ও সুরভিত অধর শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় পুষ্টিকর।' শ্রীরাধারাণীর অধর কেবল শ্রীকৃষ্ণের অতিস্বাদু এং পুষ্টিকরই নহে, পরন্তু উহা শ্রীকৃষ্ণের জীবাতু-স্বরূপা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—(গোবিন্দলীলামৃতম্ ২১।৭৯)—

"আনন্দপূর্ণামৃতসত্ত্বমূর্ত্তেঃ কৃষ্ণস্য জীবাতু তয়াপ্তকীর্ত্তেঃ।
এতাবতা বর্ণিতসন্মহিম্নো রাধাধরস্যান্যগুণৈঃ কিমুক্তৈঃ॥"

'শ্রীরাধার যে অধর আনন্দ ও পূর্ণামৃত-সত্ত্বমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের জীবাতু অর্থাৎ জীবনোপায়-স্বরূপ,' এইপ্রকার কীর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং এইরূপ বর্ণনাই প্রশস্ত মহিমাযুক্ত হইয়াছে—শ্রীরাধিকার সে অধরের আর অন্যগুণ বলার প্রয়োজন কি?

আবার শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দামৃতেই যাঁহার মাধুরী সম্পাদিত। এখানে 'পদারবিন্দ' শব্দটি ভক্তি-ভরেই উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গেই শ্রীরাধার মাধুর্য নিরতিশয় বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন—"বধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।" (জ্ঞানদাস) কেবল মাধুরীর সম্পাদকই নহেন, শ্রীরাধার সর্বস্বই যে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুর শ্রীমতীর উক্তিতে লিখিয়াছেন—

"হাতক দরপণ, মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার। দেহক সরবস, গেহক সার॥
পাখীক পাখ, মীনক পানি। জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
তুহুঁ কৈসে মাধব কহ তুহুঁ মোয়। বিদ্যাপতি কহ—দুহুঁ দোহা হোয়॥"

যিনি '**রাধা**' এই নামেই শ্রীকৃষ্ণকে '**মাধব**' নামে খ্যাপিত করিয়াছেন। অর্থাৎ '**শ্রীরাধামাধব** নামেই তাঁহারা বিশ্বের সর্বত্র খ্যাত। আবার 'মাধবেরই **শ্রীরাধা**' এইরূপে যিনি ত্রিভুবনে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ঋক্‌পরিশিষ্টে উক্ত আছে—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা জনেষ্বাবিভ্রাজন্তে।" 'মাধবের সহিত রাধা এবং রাধার সহিত মাধব নিত্যই জনগণমধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

'মৃগমদ ও তাহার সৌরভ-সম্পত্তির ন্যায়, চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার ন্যায়, বৃক্ষ এবং তাহার শোভন মঞ্জরীর ন্যায় যিনি এই বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নত্বে প্রাপ্ত হইয়াছেন।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি-৪র্থ পরিঃ) লিখিত আছে—

"রাধা পূর্ণ-শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্। দুইবস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তারগন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥"

মৃগমদ এবং তাহার গন্ধের ন্যায়* অগ্নি এবং তাহার দাহিকা শক্তির ন্যায় চন্দ্র এবং তাহার

---

*কেহ কেহ মনে করেন, এই দৃষ্টান্ত এখন আর খাটে না, কারণ যন্ত্রদ্বারা মৃগমদের গন্ধকে বিচ্ছিন্ন এক্ষণে করা

ইত্যেতন্নাম-লীলাক্তপদ্যৈঃ পীযূষবর্ষকৈঃ।
তদ্রসাস্বাদ-নিষ্ণাত-বাসনা-বাসিতান্তরৈঃ ॥১২৭॥
গীয়মানাং জনৈর্ধন্যৈঃ স্নেহবিক্লিন্ন-মানসৈঃ ।
নত্বা তাং কৃপয়াবিষ্টাং দুষ্টোঽপি নিষ্ঠুরঃ শঠঃ ॥১২৮॥

জ্যোৎস্নার ন্যায় দুগ্ধ এবং তাহার ধবলিমার ন্যায় বৃক্ষ এবং তাহার পল্লব-মঞ্জরীর ন্যায় তত্ত্বে যাঁহারা সর্বদা অভিন্ন থাকিয়াও লীলাক্ষেত্রে রসাস্বাদনের নিমিত্ত নিত্যকাল রাধা এবং কৃষ্ণ এই দুই বিগ্রহে বিরাজ করিতেছেন। অথবা এই শ্লোকটির এইপ্রকার অর্থও আস্বাদন করা যাইতে পারে যে, মৃগমদের সঙ্গে তাহার সৌরভ-সম্পদ্ যেমন শোভা পায়, চন্দ্রের সহিত চন্দ্রিকা যে প্রকার সুশোভিত হইয়া থাকে এবং বৃক্ষের সহিত পল্লব-মঞ্জরীর যেমন শোভা হয়, তদ্রূপ যিনি মাধবের সঙ্গে অভিন্নরূপে শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অতঃপর বলিতেছেন, 'রঙ্গিয়া শ্রীহরির সঙ্গ-রঙ্গে যিনি মদনোন্মত্তা রঙ্গিণীর ন্যায় হইয়াছেন।' রঙ্গিয়া শ্রীহরি তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য, মাধুর্য ও প্রেমদ্বারা শ্রীমতীর মন-প্রাণ হরণ করিয়াছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর হরিণীর ন্যায় 'রঙ্গিণী' এবং শ্রীকৃষ্ণের হরিণের নাম 'সুরঙ্গ'। মদনোন্মত্তা রঙ্গিণী হরিণী যেমন সুরঙ্গের সঙ্গ কদাচ ত্যাগ করে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-সেবার লালসায় অধীরা হইয়া শ্রীমতী কদাচ শ্রীহরির সঙ্গে রঙ্গ ত্যাগ করেন না। আবার যিনি অনঙ্গের রঙ্গভঙ্গে শ্রীহরিকে সুরঙ্গীকৃত করিয়াছেন।' অর্থাৎ কোটি-কন্দর্প-বিমোহন শ্রীশ্যামসুন্দর যাঁহার রূপগুণ, প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজনিকুঞ্জে বিচিত্ররঙ্গে নিরন্তর শ্রীমতীর সহিত অনঙ্গক্রীড়ায় বিমত্ত হইয়া থাকেন। রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে। কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥" (চৈঃ চঃ)।

"সুধা—বিনিন্দিত যাঁর উত্তম অধর। অতি সুবাসিত আর কৃষ্ণ পুষ্টিকর॥
কানুর চরণামৃতে শ্রীমতী রাধার। মাধুর্য সম্পাদিত হয় চমৎকার॥"১২৩॥
"নিজ নাম যুক্ত করি মাধবের সনে। 'শ্রীরাধা-মাধব' নাম বিখ্যাত ভুবনে॥
মাধবেরই হন রাধা এইভাবে যিনি। ত্রিজগতে হয়েছেন প্রতিষ্ঠাশালিনী॥"১২৪॥
"মৃগমদ তার গন্ধে নাহি কোন ভেদ। চন্দ্র আর চন্দ্রিকাতে যৈছে অবিচ্ছেদ॥
তরুর শোভন মঞ্জু মঞ্জরীর ন্যায়। রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা ত্রিভুবনে গায়॥"১২৫॥
"রঙ্গী কৃষ্ণ সঙ্গে রাধা মিলিয়াছে রঙ্গে। রঙ্গিণী মিলয়ে যৈছে সুরঙ্গের সঙ্গে॥
কন্দর্পের রণস্থলে ভঙ্গী করি রাধা। রসরঙ্গ দান করে গোবিন্দে সর্ব্বদা॥"১২৬॥

হইতেছে। কিন্তু গন্ধরহিত হইলে আর তাহাকে মৃগমদ আখ্যা দেওয়া যায় না। অগ্নি হইতে তাহার দাহিকা শক্তিকে জল ঢালিয়া সবদিনই বিচ্ছিন্ন করা যায়; কিন্তু অগ্নি হইতে দাহিকাশক্তি বিচ্ছিন্ন হইলে তখন তাহাকে আর কেহ অগ্নি বলে না ; তখন উহা কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ শীতল অঙ্গার মাত্র।

জনোঽয়ং যাচতে দুঃখী রুদন্নুচ্চৈরিদং মুহুঃ।
তৎপদাম্ভোজ-যুগ্মৈক-গতিঃ কাতরতাং গতঃ ॥১২৯॥
কৃত্বা নিজগণস্যান্তঃ কারুণ্যান্নিজসেবনে।
নিযোজয়তু মাং সাক্ষাৎ সেয়ং বৃন্দাবনেশ্বরী ॥১৩০॥
ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাং স্মরামি রাধাং মধুর-স্মিতাস্যাম্।
বদামি রাধাং করুণাভরার্দ্রাং ততো মমান্যাস্তি গতির্ন কাপি ॥১৩১॥
লীলানামাঙ্কিত-স্তোত্রং বিশাখানন্দদাভিধম্।
যঃ পঠেন্নিয়তং গোষ্ঠে বসেন্নির্ভর দীনধীঃ ॥১৩২॥
আত্মালঙ্কৃতি-রাধায়াং প্রীতিমুৎপাদ্য মোদভাক্।
নিযোজয়তি তং কৃষ্ণঃ সাক্ষাত্তৎপ্রিয়সেবনে ॥১৩৩॥
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ ধুলীমাত্রৈক-সেবিনা।
কেনচিদ্গ্রথিতা পদ্যৈর্মালাঘ্রেয়া তদাশ্রয়ৈঃ ॥১৩৪॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীবিশাখানন্দদাভিধং শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।২২॥

অনুবাদ—যাঁহারা শ্রীরাধার রসাস্বাদ-নিষ্ণাত, তদ্ভাবনায় ভাবিতান্তঃকরণ এবং তদ্বিষয়ক স্নেহ-সিক্তমানস সেইসব ধন্যজনকর্তৃক অমৃতবর্ষি লীলারসময় পদ্যে গীয়মানা শ্রীরাধাকে নমস্কার করিয়া মাদৃশ দুঃখীজন দুষ্ট, নিষ্ঠুর ও শঠ হইলেও শ্রীরাধার পাদপদ্মযুগলই একমাত্র গতিহেতু কাতরমানসে পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া প্রার্থনা করিতেছে যে, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী স্বীয় করুণায় নিজজনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সাক্ষাৎ তাঁহার সেবনে আমায় নিয়োজিত করুন ॥১২৭-১৩০॥

কমল-নয়না শ্রীরাধার আমি ভজন করি, মধুর হাস্যমুখী শ্রীরাধাকে আমি স্মরণ করি, করুণাভরে দ্রবিত-চিত্তা শ্রীরাধাকে কীর্তন করি, যেহেতু শ্রীরাধা ভিন্ন আমার আর কোন গতি নাই ॥১৩১

যে ব্যক্তি দীনচিত্তে শ্রীরাধার লীলা-নামাঙ্কিত এই বিশাখানন্দদস্তোত্র নিরন্তর পাঠ করেন, তাঁহার ব্রজবাস হইয়া থাকে এবং শ্রীহরি তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহা (শ্রীকৃষ্ণ)-কর্তৃক অলঙ্কৃতা শ্রীরাধায় তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করত তাহাকে সাক্ষাৎ তাঁহার প্রিয়সেবনে নিয়োজিত করেন ১৩২-১৩৩

শ্রীরূপগোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণিকার একমাত্র সেবনকারী মাদৃশ কোন দীনব্যক্তি-কর্তৃক পদ্যের দ্বারা গ্রথিত এই মাল্য তদাশ্রিত ভক্তগণ আঘ্রাণ করুন ॥১৩৪॥

টীকা—ইত্যেতদিতি। ইত্যেতৎ এবংপ্রকার নাম লীলাক্তপদ্যৈঃ করণৈ-র্জনৈর্গীয়মানাং তাং শ্রীরাধাং নত্বা অয়ং মদ্বিধো জনো মুহুর্বারংবারম্ ইদং যাচতে ইতি ত্রিভিঃ পদ্যৈরন্বয়ঃ। জনৈঃ কিন্তুতৈঃ তদ্রূপ রসাস্বাদে নিষ্ণাতা কুশলা যা বাসনা তয়া বাসিতং মিশ্রিতম্ অন্তরমন্তঃকরণং যেষাং তৈঃ ॥১২৭॥

স্নেহেন তদ্বিষয়াভিনিবেশেন ক্লিন্নং দ্রবীভুতং মানসং যেষাং তৈঃ। দুষ্টাদিকমুত্তর-পদ্যস্থে'হয়মি-ত্যস্য বিশেষণম্ ॥১২৮॥

তত্তস্যা রাধায়াঃ পদাম্ভোজ-যুগ্মমেব একা অদ্বিতীয়া গতি র্যস্য স তথা ॥১২৯॥

যাচনাম্মাহ কৃত্বেতি নিজগণস্যান্তর্মধ্যে কৃত্বেত্যর্থঃ ॥১৩০॥

করুণাভরেণ কৃপাতিশয়েন আর্দ্রাং দ্রবীভূতাম্ ॥১৩১॥

লীলানামভ্যামঙ্কিতং চিহ্নিতং তৎ স্তোত্রঞ্চেতি তত্তথা নিয়তমবিরতং যথাস্যাত্তথা যঃ পঠেৎ স ব্রজে বসেৎ ॥১৩২॥

ব্রজবাসে যৎ স্যাত্তদাহ আত্মেতি। আত্মনা স্বেনালঙ্কৃতা স্বেন যুক্তা যা রাধা তস্যাং প্রীতি মুৎপাদ্য তং জনং কৃষ্ণস্তস্যা রাধায়াঃ প্রিয়সেবনে নিয়োজয়তীত্যন্বয়ঃ ॥১৩৩॥

কেনচিন্মদ্বিধেন পদ্যৈর্গ্রথিতা মালা তদাশ্রয়ৈঃ শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজাশ্রয়ৈঃ। যয়োর্নাম লীলয়োর্মালা তদাশ্রয়ৈ রাধাকৃষ্ণভক্তৈরাস্রেয়া ইত্যন্বয়ঃ ॥১৩৪॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীবিশাখানন্দদাভিধ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী-স্তোত্র-বিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীরাধাদাস্যৈক-জীবাতু শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর অপূর্ব রূপ, গুণ, লীলারসময় এই বিশাখানন্দদস্তোত্র বর্ণনা করিয়া পরিশেষে চিন্তা করিতেছেন—তিনি যে এই স্তবে শ্রীমতীর গুণ-লীলা কীর্তন করিয়াছেন, হয়ত ইহাতে তাঁহার অপরাধই সংঘটিত হইয়াছে। কারণ যাঁহারা শ্রীরাধার রসাস্বাদ-নিষ্ণাত, প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর ভাবনায় যাঁহাদের চিত্ত-মন সতত বিভাবিত এবং তদ্বিষয়ক স্নেহসিক্ত-মানস—সেই সকল ধন্য জনগণই তাঁহাদের অমৃতবর্ষি লীলারসময় পদ্যে শ্রীরাধার গুণগানে সমর্থ। তাঁহার ন্যায় দুঃখীজনের মধ্যে এই সব গুণ তো কিছু নাই-ই, পরন্তু দুষ্টতা, নিষ্ঠুরতা, শঠতাদিতে হৃদয় পূর্ণ। ইহা শ্রীপাদের দৈন্যের দিক্, কিন্তু সরস্বতীদেবী ইহাদ্বারাই প্রকারান্তরে শ্রীপাদ রঘুনাথের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীপাদের এই বিশাখানন্দদস্তোত্র পাঠ করিবেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন; শ্রীরাধার মাধুর্যরস-নিষ্ণাত শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত কিভাবে তদ্ভাবনায় ভাবিত এবং তিনি শ্রীরাধারাণীতে কতখানি স্নেহসিক্তমানস, সুতরাং যথার্থতই তিনি ধন্যাতিধন্য—যাঁহার হৃদয়খনি হইতে এই স্তোত্ররত্ন প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, 'মাদৃশ দুঃখীজীব নিতান্ত দুষ্ট, নিষ্ঠুর ও শঠ হইলেও শ্রীরাধার পাদপদ্মযুগলই যে ইহার একমাত্র গতি, সুতরাং অতিশয় কাতরমানসে পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া এই দীনজন প্রার্থনা করিতেছে যে, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী কৃপা করিয়া এই দুঃখিত জনকে তাঁহার নিজজনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউন এবং সাক্ষাৎ তাঁহার সেবনে ইহাকে নিয়োজিত করুন।' প্রশ্ন হইতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রীরাধারাণী শ্রীপাদকে মঞ্জরীস্বরূপ দান করিয়া সাক্ষাৎ তাঁহার সেবনে নিয়োজিত করিয়াছেন, ততক্ষণ তিনি কিভাবে সময় কাটাইবেন? তদুত্তরে 'ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাম্।' এই শ্লোকের উক্তি। শ্রীপাদ বলিতেছেন, 'আমি যে রাধাচরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, শ্রীরাধাচরণ-ব্যতীত আমার যে আর অন্য কোন গতি নাই। অতএব সতত শ্রীরাধার সম্বন্ধ লইয়াই আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করিব। আমি কমল-নয়না শ্রীরাধার ভজনা করিব। অর্থাৎ তাঁহার সেবা, আরাধনা, তাঁহার ভক্তের

সঙ্গে তাঁহার গুণ, লীলাদি শ্রবণ করিব।' 'অরবিন্দনেত্রাম্' এই বাক্যে ভজনকালে যথেষ্ট শ্রীমতীর রূপ-গুণাদি মাধুর্যের উপলব্ধি হইবে—ইহাই বুঝা যাইতেছে। 'হাস্যমুখী শ্রীরাধাকেই মনে সতত স্মরণ করিব।' 'মধুরস্মিতভাস্যাম্' এইবাক্যে স্মরণকালে তাঁহার হাস্য-প্রভায় শ্রীপাদের অন্তর উজলিত হইয়া উঠিবে—এই অভিপ্রায়ই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। করুণাভরে 'দ্রবিতচিত্তা শ্রীরাধাকেই সতত কীর্তন করিব। আমার জিহ্বা শ্রীরাধারাণীর নাম, গুণ লীলাব্যতীত অন্য আর কিছুই উচ্চারণ করিবে না।' 'করুণা-ভরার্দ্রাম্' এইবাক্যে কীর্তনকালে শ্রীমতীর করুণার স্মৃতিতে আশার আলোকে শ্রীপাদের নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয় উজলিত হইয়া উঠিবে যে, অচিরায় তিনি শ্রীমতীর সেবা লাভ করিয়া অবশ্যই ধন্য হইবেন। কারণ তাঁহার শত অযোগ্যতাও শ্রীমতীর করুণার প্রভাবে সাক্ষাৎসেবা লাভে কোনরূপ বাধা ঘটাইতে পারিবে না এই আশয় ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার পর দুইটি শ্লোকে বিশাখানন্দদস্তোত্রের ফলশ্রুতি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীপাদ স্তবপাঠকারীর প্রতি শুভাশীর্বাদের ন্যায় বলিতেছেন—'শ্রীরাধারাণীর মধুরাতিমধুর লীলা-নামাঙ্কিত এই বিশাখানন্দদাভিধ স্তোত্র যে ব্যক্তি দীনভাবে নিরন্তর পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীমতীর লীলাস্থান এই ব্রজে বাস হইয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি একান্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাবর্তৃক (কৃষ্ণকর্তৃক) অলঙ্কৃতা শ্রীরাধার পাদপদ্মে তাঁহাকে রতি মতি প্রদান করিয়া থাকেন ('শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অলঙ্কৃতা শ্রীরাধায়' বলিতে রাধাস্নেহাধিকা মঞ্জরীভাবময় যুগলপ্রেমই দান করিয়া থাকেন বুঝা যাইতেছে) এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীর প্রিয়সেবনে নিয়োজিত করিয়া থাকেন।' যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একান্ত হার্দ্য ও আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ্। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"প্রাণেশ্বরি ! এই বার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি অঞ্জলি মস্তকে করি এইজন নিবেদন করে॥
প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে।
রাখ এই সেবা কাজে, নিজ-পদ-পঙ্কজে-প্রিয়-সহচরীগণ-মাঝে॥
সুগন্ধি চন্দন মণিময় আভরণ কৌষিকবসন নানারঙ্গে।
এই সব সেবা যাঁর দাসী যেন হঙ তাঁর অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে॥
জল সুবাসিত করি রতন-ভৃঙ্গারে ভরি কর্পূর-বাসিত গুয়া পান।
এ সব সাজাইয়া ডালা লবঙ্গ মালতি-মালা ভক্ষদ্রব্য নানা অনুপাম॥
সখীর ইঙ্গিত হবে এসব আনিব কবে যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাস কয় এই যেন মোর হয় দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে॥" (প্রার্থনা)

অবশেষে শ্রীপাদ রঘুনাথ পরম দৈন্যভরে বলিতেছেন, 'শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর শ্রীচরণ-পঙ্কজের ধূলিকণিকার একমাত্র সেবনকারী আমি,—ইহাই আমার পরিচয় এবং একমাত্র ভরসারও স্থল। তাঁহার শ্রীচরণরজের করুণায় যাহা কিছু স্ফুরিত হইয়াছে, আমি যন্ত্রবৎ তাহাই বলিয়াছি। শ্রীপাদ রূপগোস্বামিপাদের উদ্যানের কুসুম চয়ন করিয়া এই মালাখানি গাঁথিয়াছি। গাঁথায় কোন বৈচিত্রী না

থাকিলেও কুসুমগুলি অতি সুরভিত—যুগল-প্রেমরস মকরন্দে ভরপূর। শ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণাশ্রিত বা শ্রীরূপগোস্বামিপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দ ইহা একবার আঘ্রাণ করিলে এই দীনজনের গুম্ফন-প্রয়াস সর্বতোভাবে সার্থক হইবে ”

"রাধারূপ দরশনে লোলুপ যাহারা। মানস বিগলিত রাধা-স্নেহ দ্বারা ॥"১২৭॥
"লীলামৃতবর্ষি পদ্যে রাধা-গুণাবলী। গান করে ভক্তগণ সদা কুতূহলী ॥
গীয়মানা শ্রীরাধাকে নমস্কার করি। একান্ত ভরসা মনে আমার ঈশ্বরী ॥"১২৮॥
"যদ্যপিহ আমি হই দুষ্ট নিষ্ঠুর শঠ। জনমে জনমে দুঃখী কুটিল কপট ॥
কিন্তু রাধা-পাদপদ্ম-যুগলে আশ্রিত। কৃপা-মকরন্দ যেথা ঝরে অবিরত ॥"১২৯॥
"করুণার পানে চাহি দীন উচ্চৈঃস্বরে। কাতরে ক্রন্দন করি নিবেদন করে ॥
হে রাধে! গান্ধর্বিকে! বৃন্দাবনেশ্বরি! তোমার নিজগণ মধ্যে গণনায় ধরি ॥
সাক্ষাৎ পদসেবায় নিযুক্ত করিবে। এই নব দাসী বলি আমারে ডাকিবে ॥"১৩০॥
"কুঞ্জবনে পদ্মাক্ষী যে রাধা-ঠাকুরাণী। নিরজনে রাত্রিদিন ভজিব যে আমি ॥
হাস্যমুখী শ্রীরাধিকা নবীনা-কিশোরী। একমাত্র স্মরণীয় দিবস-শর্ব্বরী ॥
করুণায় আর্দ্র চিত্তা কুঞ্জেশ্বরী রাধা। কীর্ত্তন করিব আমি গুণাবলী সদা ॥
রাধা-পাদপদ্ম ভিন্ন মোর গতি নাই। নিবেদয়ে দাসগোস্বামী ঈশ্বরীর ঠাঁই ॥"১৩১॥
"লীলানামাঙ্কিত এই 'বিশাখানন্দদ'। স্তোত্র নামে চিন্তামণি পরম সম্পদ্ ॥
নিরন্তর অশ্রুজলে যিনি পাঠ করে। ব্রজে বাস হয় তার নিকুঞ্জ-মন্দিরে ॥"১৩২॥
"তার প্রতি প্রীত হৈয়া মদনমোহন। দান করে শ্রীরাধার চরণ-সেবন ॥"১৩৩॥
"শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের চরণ-পরাগে। একমাত্র সেবা করি শুদ্ধ অনুরাগে ॥
পদ্যাবলী দ্বারা মালা করিনু গ্রন্থন। যার সৌরভেতে আমোদিত অখিল ভুবন ॥
শ্রীরূপের পদাশ্রিত যে রসিক জন। রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ-সেবা যার প্রাণধন ॥
সেই সব ভাগ্যবান্ যত ভক্তগণ। আঘ্রাণ করুন সদা এই নিবেদন ॥"১৩৪॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীবিশাখানন্দদ নামক স্তোত্রের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ২২

(২৩)

অথ শ্রীশ্রীমুকুন্দাষ্টকম্

শ্রীশ্রীমুকুন্দায় নমঃ

বলভিদুপলকান্তিদ্রোহিণি শ্রীমদঙ্গে ঘুসৃণ রসবিলাসৈঃ সুষ্ঠু গান্ধর্ব্বিকায়াঃ।
স্বমদন-নৃপশোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহরাজ্যে প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥১॥

অনুবাদ—যিনি ইন্দ্রনীলমণির কান্তি-বিজয়ী নিজাঙ্গে চর্চিত কুঙ্কুমরস-বিলাসদ্বারা গান্ধর্বিকা শ্রীরাধারাণীর দেহরাজ্যে স্বদেহস্থ মদনরাজের শোভা উত্তমরূপে বর্ধন করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়নের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥১॥

টীকা— মুকুন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো মম ! নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং প্রণয়তু করোত্বিত্যন্বয়ঃ। কিং কুর্ব্বন্ গান্ধর্ব্বিকায়া রাধায়া দেহরাজ্যে স্বমদন নৃপশোভাং সুষ্ঠু বর্দ্ধয়ন্। কৈঃ করণৈঃ শ্রীমদঙ্গে ঘুসৃণ রসবিলাসৈঃ। কিম্ভূতে শ্রীমদঙ্গে বলভিদুপলস্য ইন্দ্রনীলমণে র্যা কান্তিস্তস্যা দ্রোহশীলে। যথান্যো রাজা প্রজাবৃত্তান্ত জ্ঞানায় সদৈব রাজ্যে ভ্রমন্ রাজ্যস্থশোভনোপকরণং প্রজায়াঃ সকাশাদাপ্নুবন্ স্বশোভাং বর্দ্ধয়তি তথৈব রাধায়া দেহরাজ্যে স্থিত কুঙ্কুমোপকরণম্ আলিঙ্গনেন প্রাপ্নুবন্ স্বশোভাং বর্দ্ধয়তীতি ভাবঃ ॥১॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই মুকুন্দাষ্টকে শ্রীমুকুন্দের নিকট স্বীয় নয়নের অভীষ্টপূর্তির প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের স্তবমালা গ্রন্থেও এই মুকুন্দাষ্টকটি যথাবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাহারো কাহারো ধারণা—শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের আদেশে বা ইচ্ছায় শ্রীল দাসগোস্বামিপাদ তাঁহার রচিত এই মুকুন্দাষ্টকটি যথাবৎ স্বীয় স্তবাবলিমধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রাকৃত কাব্যের ন্যায় এইসব অপ্রাকৃতকাব্য কাহারো বিরচিত নহেন, ইঁহারা স্বপ্রকাশ। শ্রীল গোস্বামিপাদগণের বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-ভাবিত-চিত্তে স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতিকল্পে (ব্রহ্মার একদিনে) শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপার্ষদে অবতীর্ণ হন, তখন শ্রীল রূপ-রঘুনাথাদি গোস্বামিপাদগণের দ্বারা প্রতিকল্পেই এইসব স্বপ্রকাশ স্তবসমূহ প্রকাশিত হইয়া মহাপ্রভুর যুগের সাধকগণের আস্বাদ্য হইয়া থাকেন। সুতরাং এই অষ্টক পূর্বে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ রচনা করিয়াছিলেন, তারপর তাঁহার আদেশে ইহা শ্রীদাস গোস্বামিপাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন এইরূপ নহে। স্বপ্রকাশ এই অষ্টক উভয়ের লেখনিমুখেই এভাবেই স্ফুরিত হইয়াছেন বুঝিতে হইবে।

**উদিতবিধু-পরার্দ্ধ-জ্যোতিরুল্লঙ্ঘি-বক্ত্রো নব-তরুণিম-রজ্যদ্বাল্যশেষাতি-রম্যঃ।
পরিষদি ললিতালীং দোলয়ন্ কুণ্ডলাভ্যাং প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥২॥**

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে সর্বদা কুন্দকুসুমনিভ শুভ্রহাস্যমঞ্জরী বিকসিত থাকে, তাই তাঁহার নাম মুকুন্দ অথবা শ্রীরাধারাণীকে বিরহদুঃখ হইতে মুক্তিদান করেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম মুকুন্দ কিম্বা শ্রীরাধারাণীর বেণীবন্ধন, কঞ্চুলিকা-বন্ধন, নীবিবন্ধনাদি মোচন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম মুকুন্দ। এইপ্রকার মুকুন্দের নিকটই শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় নেত্রাভীষ্টপূর্তির বাসনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীমুকুন্দের শ্রীঅঙ্গ ইন্দ্রনীলমণির কান্তিজয়ী। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রূপমাধুরীর তুলনা নাই। ইন্দ্রনীলমণি, নীলোৎপল, দলিত অঞ্জন, নব জলধরমালা প্রভৃতি অনেক কিছুর সঙ্গেই কবিগণ সেই রূপের তুলনা করেন, কিন্তু সত্যই কি এই সব পঞ্চভূতের বিকার প্রাপঞ্চিক বস্তুর সঙ্গে সেই প্রপঞ্চাতীত রসঘনমূরতির তুলনা সম্ভব? অনুভবীগণ বলেন, সে রূপের কোন তুলনা নাই। "কুবলয় নীলরতন দলিতাঞ্জন মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ" (গোবিন্দদাস) সেই ইন্দ্রনীলমণি অপেক্ষাও রমণীয় অঙ্গে অর্থাৎ ললাট, বক্ষঃস্থলাদিতে চর্চিত কুসুমরসবিলাসদ্বারা যিনি গান্ধর্বিকা শ্রীরাধারাণীর দেহরাজ্যে স্বীয় মদনরাজের শোভা উত্তমরূপে বর্ধন করিতেছেন। অর্থাৎ যাঁহার মধুরাতিমধুর অঙ্গে কুঙ্কুমাদির চর্চা দর্শনে শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে বিবিধ মদন-বিকার প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীরাধারাণীর উক্তিতে মহাজন গাহিয়াছেন—'কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে। না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল না কহি লোকের লাজে॥" "কপালে চন্দন-চাঁদ, কামিনী-মোহন-ফান্দ" ইত্যাদি। এই শ্লোকে অসঙ্গতি অলঙ্কার উক্ত হইয়াছে—

> "অত্যন্তভিন্নাধারত্বে যুগপদ্ভাষণং যদি।
> ধর্ম্মযোর্হেতুফলয়োস্তদা সা স্যাদসঙ্গতিঃ॥" (অলঙ্কার-কৌস্তুভ ৮ ৪৭)

"অত্যন্ত ভিন্নাধারেও যদি হেতু ও ফলরূপ ধর্মদ্বয়ের সমকালে উৎপত্তি কথন হয়, তাহা হইলে **অসঙ্গতি অলঙ্কার** হইয়া থাকে।" এখানে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে কুঙ্কুমচর্চা অথচ শ্রীরাধার দেহে শোভার বর্ধন তাই 'অসঙ্গতি অলঙ্কার' হইয়াছে। শ্রীপাদ বলিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রদ্বয়ের অভীষ্টপূর্ণ করুন বা আমায় দর্শনদানে ধন্য করুন।

> "ঐ দেখ সর্ব্বানন্দ, রস-কন্দ শ্রীমুকুন্দ, নিকুঞ্জেতে মদনগোপাল।
> মহা ইন্দ্র-নীলমণি, তার বর্ণ কিসে গণি, মহোজ্জ্বল মুরতি রসাল॥
> নবীন কিশোরাকৃতি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী, নাগরেন্দ্র ব্রজেন্দ্র-কুমার।
> রাই অঙ্গ রসরাজ্যে, মনমথ ভট্টাচার্য্যে, সদা করে স্বচ্ছন্দ বিহার॥
> দৃঢ় পরিরম্ভণে, অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গনে, কুঞ্জেশ্বরী মধুর মিলনে।
> গলিত কুঙ্কুম সার, সর্ব্বোত্তম উপহার, দান করে নবীন-মদনে॥
> সুগন্ধি কুঙ্কুম-রাগে, সুরঞ্জিত শ্রীমাধবে, নিজ শোভা করিছে বর্দ্ধন।
> সেইত নয়ানন্দ, কুঞ্জমাঝে শ্রীমুকুন্দ, আর কবে দিবে দরশন॥"১॥

কনক-নিবহ শোভানিন্দি-পীতং নিতম্বে তদুপরি নবরক্তং বস্ত্রমিত্থং দধানঃ।
প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৩॥

অনুবাদ—পরার্ধ পরিমিত পূর্ণশশী অপেক্ষাও যাঁহার মুখশশী অতীব মনোহর নবযৌবনের উদয় ও বাল্যের শেষ—এই বয়ঃসন্ধিতে যাঁহার অঙ্গশোভা অতি রমণীয় হইয়াছে এবং কর্ণ-কুণ্ডলের দোলনদ্বারা যিনি ললিতাদি সখীবেষ্টিত শ্রীরাধার চিত্তকে দোলায়মান করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়নদ্বয়ের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥২॥

যিনি নিতম্বদেশে সুবর্ণরাশি অপেক্ষাও অতি উজ্জ্বল পীতাম্বর ধারণ করিয়াছেন এবং তদুপরি অরুণবর্ণ উত্তরীয় ধারণে মনে হইতেছে যেন প্রিয়তমা শ্রীরাধার অনুরাগেই তাহা সুরঞ্জিত হইয়াছে, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নয়নদ্বয়ের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৩॥

টীকা—কিম্ভূত সন্ কিং কুর্ব্বন্ উদিত বিধুপরার্দ্ধজ্যোতিরুজ্জ্বলী বক্ত্রাদিঃ সন্ পরিষদি সভায়াং ললিতালীং রাধাং কুণ্ডলাভ্যাং কর্ণভূষণাভ্যাং দোলয়ন্ চঞ্চলয়ন্। উদিত বিধু পরার্দ্ধস্য জ্যোতিষামুজ্জ্বলনশীলং বক্ত্রং যস্য স তথা। নবেতি। নবতরুণিম্না নবতারুণ্যেন রজান্ যো বাল্যশেষস্তেন রম্যঃ ॥২॥

প্রিয়ায়া রাধায়াঃ কিল নিশ্চিতং প্রিয়ং রাগযুক্তবর্ণমিবেত্যুপমা ॥৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীমুকুন্দ তাঁহার অনন্ত সুষমার ভাণ্ডার লইয়া যেন শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়ন-সম্মুখে সমুদিত হইয়াছেন প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত এত মধুরতর রূপানুরাগের বর্ণনা সম্ভবপর নহে। শ্রীপাদ স্ফুরণে সমুদিত মুকুন্দের বদনচন্দ্রদর্শনে ভাবিতেছেন, কেন কবিগণ চন্দ্রের সহিত এই বদনের দৃষ্টান্ত দেন, আমার মনে হয় পরার্ধ সংখ্যক পূর্ণ শশীও এই বদন-শোভার নিকট নিন্দিত বা পরাভূত হয়। শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল ঠাকুরও এই বদনশোভার প্রত্যক্ষানুভব প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছেন (কৃষ্ণকর্ণামৃতম্-৯৬)—"বদনেন্দুবিনির্জ্জিতঃ শশী দশধা দেব পদং প্রপদ্যতে। অধিকাং শ্রিয়মশ্নুতেতরাং তব কারুণ্য-বিজৃম্ভিতং কিয়ৎ॥" অর্থাৎ 'হে দেব! তোমার বদনেন্দুর উদয়ে পরাভব মানিয়া চন্দ্র লজ্জায় দশধা বিভক্ত হইয়া তোমার পাদপদ্মের দশটি নখে প্রপন্ন হইয়াছে। সেখানে থাকিয়া শশী সমাধিক শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে—ইহা তোমার কারুণ্যেরই বিলাস।'

'নবযৌবনের উদয় ও বাল্যের শেষ এই বয়ঃসন্ধিতে যাঁহার অঙ্গশোভা অতীব রমণীয় হইয়াছে।' এখানে 'বাল্য' বলিতে পৌগণ্ডই বুঝিতে হইবে। "কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। আষোড়শাচ্চ কৌমারং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরম্॥" (ভঃ রঃ সিঃ ২।১।৩০৯) অর্থাৎ 'পাঁচবর্ষ যাবৎ কৌমার দশমবর্ষ পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর তৎপরে যৌবনের অধিকার।' কৈশোরও আদ্য, মধ্য এবং শেষ ভেদে ত্রিবিধ। শেষ কৈশোরকেই 'নবযৌবন' বলা হইয়াছে। "ইদমেব হরেঃ প্রাজ্ঞৈর্ন'বযৌবনমুচ্যতে" (ঐ-২।১।৩৩০) শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমুকুন্দের নবযৌবনের উদয় বলিতে এই শেষ কৈশোরের প্রারম্ভকেই সূচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ গোপীগণের ভাববিষয়ক সর্বার্থ

সাধনে এই চরম কৈশোরেরেই প্রশংসাবস্তা, ইহাতেই কন্দর্পশাস্ত্রানুযায়ী অপূর্ব লীলোৎসবাদির চেষ্টা প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"অত্র গোকুলদেবীনাং ভাবসর্ব্বস্বশালিতা।

অভূতপূর্ব্বকন্দর্পতন্ত্রলীলোৎসবাদয়ঃ" (ঐ ২।১।৩৩১)

ইহার মাধুর্য-বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে (ঐ ২।১।৩২৯)—

"দশার্দ্ধশরমাধুরী-দমন-দক্ষয়াঙ্গশ্রিয়া বিধূনিতবধূধৃতিং বরকলা বিলাসাস্পদম্।

দৃগঞ্চলচমৎকৃতি ক্ষপিতখঞ্জরীট দ্যুতিং স্ফুরত্তরুণিমোদ্গমং তরুণি! পশ্য পীতাম্বরম্॥"

অর্থাৎ "হে তরুণি! যিনি পঞ্চশরের মাধুরী-দমনদক্ষ অঙ্গশোভায় ব্রজবধূকুলের ধৈর্যনাশ করিতেছেন, যিনি সর্বোত্তম কলাবিলাসভাজন, যাঁহার নয়নপ্রান্তের চমৎকৃতিদ্বারা খঞ্জনপক্ষীর নৃত্যগর্ব ও খর্ব হইতেছে, সেই দিব্যতারুণ্যোদয়বিশিষ্ট পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে দেখ।"

আবার 'কর্ণকুণ্ডলদ্বয়ের দোলনদ্বারা যিনি ললিতাদি সখীবেষ্টিতা শ্রীরাধার চিত্তকে দোলায়মান করিতেছেন।' একে ত কর্ণের শোভা অতি নিরূপম গোবিন্দলীলামৃতে লিখিত আছে—

"শ্রীকর্ণভূষণভরাদ্দরদীর্ঘরন্ধ্রঃ বিশ্বাঙ্গনা-নয়ন-মীন-মনোজজালম্।

গোপীমনোহরিণ-বন্ধন-বাগুরু যৎ শ্রীরাধিকা-নয়নখঞ্জন-বন্ধপাশঃ॥"

অর্থাৎ "পরমসুন্দর কুণ্ডলের ভারে যাহার ছিদ্র কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়াছে, বিশ্বাঙ্গনাগণের নয়নরূপ মৎস্যধারণ করিতে যাহা মদনের জালস্বরূপ; ব্রজসুন্দরীগণের নয়নরূপ মৃগকে বন্ধন করিতে যাহা বাগুরা বা মৃগবন্ধনীস্বরূপ এবং শ্রীরাধার নয়নরূপ খঞ্জনবন্ধনের যাহা পাশস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের সেই কর্ণদ্বয় আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন।" 'তন্মে হৃদি স্ফুরতুমাধবকর্ণযুগ্মম্।' সেই মোহনকর্ণে মণিকুণ্ডলের দোলন। মহাজন গাহিয়াছেন—"কাণে মকরকুণ্ডলে, আস্ত মানুষ গিলে, কাঁচা পাকা কিছু নাহি বাছে।" (বংশীদাস) তাই সখীগণবেষ্টিতা শ্রীরাধার চিত্ত তাহার দোলনে দোদুল্যমান হইয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই মুকুন্দের নিকট তাঁহার নয়নাভীষ্টপূর্তির কামনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আবার 'যাঁহার নিতম্বদেশে সুবর্ণরাশি অপেক্ষাও অতি উজ্জ্বল পীতাম্বর শোভা পাইতেছে। "বাসোদ্রবৎ-কনকবৃন্দনিভং দধান" 'অর্থাৎ যাঁহার পীতবাস দেখিয়া মনে হয়, যেন রাশি রাশি দ্রবিত সুবর্ণকেই বস্ত্ররূপে ধারণ করিয়াছেন।' "পীত-বসন জনু বিজুরী বিরাজিত সজল-জলদ-রুচি দেহ।" (পদকল্পতরু)।

আবার তাঁহার অরুণবর্ণ উত্তরীয় দর্শনে মনে হয়, শ্রীরাধার অনুরাগেই যেন উহা সুরঞ্জিত হইয়াছে। অনুরাগের বর্ণ অরুণ। যে রাগ প্রিয়তমকে ক্ষণে ক্ষণে নবনবরূপে অনুভব করায় এবং স্বয়ং নবনব হইয়া থাকে তাহাকেই 'অনুরাগ' বলা হয়।

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।

রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগঃ ইতীর্য্যতে॥" (উঃ নীঃ)

সুরভি-কুসুম বৃন্দৈর্বাসিতাম্ভঃসমৃদ্ধৈঃ প্রিয়সরসি নিদাঘে সায়মালীপরীতাম্।
মদনজনক-সেকৈঃ খেলয়ন্নেব রাধাং প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৪॥
পরিমলমিহ লব্ধ্বা হন্ত গান্ধর্ব্বিকায়াঃ পুলকিত তনুরুচ্চৈরুন্মদস্তৎক্ষণেন।
নিখিল-বিপিন দেশাদ্বাসিতানেব জিঘ্রন্ প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৫॥
প্রণিহিত-ভুজদণ্ডঃ স্কন্ধদেশে বরাঙ্গ্যাঃ স্মিত-বিকসিত-গণ্ডে কীর্ত্তিদা কন্যকায়াঃ।
মনসিজ-জনি-সৌখ্যং চুম্বনেনৈব তন্বন্ প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৬॥

অনুবাদ—যিনি গ্রীষ্মঋতুতে সায়ংকালে বিবিধ সুরভি-কুসুম-বাসিত জলপূর্ণ শ্রীরাধাকুণ্ডে মদনোদ্দীপক জলসিঞ্চনদ্বারা সখীগণ পরিবেষ্টিতা শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে জলবিহার করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নেত্রাভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৪॥

যিনি শ্রীরাধার অঙ্গসৌরভ প্রাপ্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ পুলকিতদেহে উন্মত্তদশায় তদীয় অঙ্গসৌরভে আমোদিত নিখিল বন্যপ্রদেশ আঘ্রাণ করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নয়নের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৫॥

পরমাসুন্দরী শ্রীরাধিকার স্কন্ধদেশে নিজবাহু বিন্যাস করিয়া যিনি মন্দহাস্য-বিকসিত তদীয় গণ্ডে চুম্বন-করত মদনরসজনিত বিপুল সুখানুভব করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৬॥

শ্রীরাধার সেই নবানুরাগেই শ্রীমুকুন্দের বসনকে অরুণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে। সচ্চিদানন্দতত্ত্বে রক্তিম অনুরাগের রং ফলানো হইয়াছে। শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই নয়নানন্দস্বরূপ মুকুন্দের দর্শন কামনা করিতেছেন।

"পরার্দ্ধ পূর্ণিমা-চাঁদে, যে অমৃত জ্যোৎস্না তাতে, সর্ব্বভাবে করি উল্লঙ্ঘন।
নবীন তারুণ্যরত্নে, পৌগণ্ডের অতিক্রমে, সকল মাধুর্য-নিকেতন ॥
মণিময় কুণ্ডল, শ্রুতিমূলে ঝলমল, ললিতার বয়স্যা রাধার।
লজ্জা ধৈর্য গেল দূরে, চঞ্চল করিল তারে, অপরূপ কুণ্ডল-বিহার ॥
সেই মোর নেত্রানন্দ, নন্দসুত শ্রীমুকুন্দ, আর কবে দিবে দরশন।
ভাগবত-চূড়ামণি, রঘুনাথদাস গোস্বামী, অশ্রুজলে করে নিবেদন ॥"২॥
"কেলিকুঞ্জ—অভ্যন্তরে, রতন-বেদীর পরে, শ্রীমুকুন্দ রসিক-নাগর।
স্বর্ণরাশি দ্যুতিহর, নিতম্বেতে পীতাম্বর, ঝলমল করে নিরন্তর ॥
রক্তবস্ত্র তদুপরি, অনুরাগে গিরিধারী, অঙ্গেতে ধরিলা রসময়।
প্রিয়তম শ্রীরাধার, অঙ্গের মাধুর্য্য সার, রাগযুক্ত বর্ণ সুনিশ্চয় ॥
সেই মোর নেত্রানন্দ, প্রিয় প্রভু শ্রীমুকুন্দ, পূর্ণ কর মোর অভিলাষ।
বৃষভানু-সুতা যুত, দেখা দিবে নন্দসুত, নিবেদয়ে রঘুনাথ দাস ॥"৩॥

টীকা—পুনঃ কিং কুর্ব্বন্ নিদাঘে গ্রীষ্মে সায়মপরাহ্নে প্রিয়সরসি রাধাকুণ্ডে মদনজনক-সেকৈঃ কামোৎপাদকসেকৈঃ কৃত্বা আলীপরীতাং সখীবেষ্টিতাং রাধাং খেলয়ন্। কৈঃ কৃত্বা সেকৈঃ সুরভিকুসুম-বৃন্দৈ র্বাসিতানি যানি অম্ভাংসি তেষাং সমৃদ্ধৈঃ সমূহৈঃ ॥৪॥

তৎক্ষণেন পরিমল লাভ ক্ষণেন। নিখিল বিপিনদেশাৎ সকাশাৎ বাসিতান্ গন্ধান্ জিঘ্রন্ সন্ অন্যৎ স্পষ্টম্।৫॥

পুনঃ কিং কুর্ব্বন্ বরাঙ্গ্যাঃ কীর্ত্তিদাকন্যকায়া রাধায়াঃ স্কন্দদেশে প্রণিহিতভুজদণ্ডঃ সন্। স্মিত বিকসিতগণ্ডে চুম্বনেন কৃত্বা মনসিজজনি সৌখ্যং সুখং বিতন্বন্নিত্যন্বয়ঃ ॥৬।

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমুকুন্দের নিকট তাঁহার নেত্রাভীষ্ট-পূর্তির প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীমুকুন্দের দর্শনলাভই তাঁহার নয়নের একমাত্র অভীষ্ট। অভীষ্টের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীপাদের প্রাণ অস্থির! সাধকেরও মনে অল্পবিস্তর দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগা উচিৎ। যেটুকু পাইতেছি, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আছি; অতৃপ্তিই যাহার স্বভাব, সেই ভক্তির এইপ্রকার নিয়ম নহে। শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন, 'আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দাভিলাষের সঙ্গে **প্রাপ্ত্যাভিলাষ** অবশ্যই ভক্তের মনে জাগরিত হইবে।' (প্রীতিসন্দর্ভঃ) শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফুরণে, মননে অভীষ্টকে সততই পাইতেছেন, তবু তৃপ্তি নাই। সাক্ষাৎ দর্শনের জন্যই প্রাণ নিতান্ত কাতর। গ্রীষ্মঋতু। সায়ংকালে শ্রীকুণ্ডের তটে পড়িয়া শ্রীপাদ রঘুনাথ কাঁদিতেছেন—"প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।" সহসা শ্রীকুণ্ডের একটি রসময়ী লীলা শ্রীপাদের নয়ন-সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল!

প্রথমতঃ শ্রীপাদ শ্রীকুণ্ডের শোভা দেখিতেছেন। মালতী, মাধবী, মল্লিকা, লবঙ্গ জাতি, যূথিকা প্রভৃতি লতায় পরিবেষ্টিত আম্র, কদম্ব, পনস, চম্পক, নাগকেশর, অশোকাদি বৃক্ষসমূহে শ্রীকুণ্ডের চারিদিক সমাচ্ছন্ন। সেই সব বৃক্ষলতায় রাশি রাশি কুসুম বিকসিত হইয়াছে, তাহার মকরন্দ ও পরাগ রাশিতে শ্রীকুণ্ডের নির্মলজল সুরভিত। শুকশারী, কোকিলাদির কর্ণনন্দী মধুর কূজনে শ্রীকুণ্ড মুখরিত। শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীমুকুন্দ স্বর্ণনীলালোকে কুণ্ডতট সমুদ্ভাসিত করিয়া আনন্দরসের ছবি সব সখীগণ-সঙ্গে জলবিহারের নিমিত্ত শ্রীকুণ্ডের সলিলে অবতীর্ণ হইলেন! উভয়েই হস্তে জলযন্ত্র (পিচকারী) লইয়া পরস্পরকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। মদনোদ্দীপক জলসিঞ্চন। পরস্পরের নয়নকটাক্ষ, জলপ্রদানের ভঙ্গী, মধুরহাস্য, পরিহাসবাণী, জলসিক্ত অঙ্গের অবয়বদর্শনে উভয়েরই চিত্ত মদনরসে রসায়িত। বিশেষতঃ শ্রীরাধামাধুরীতে নাগর মদনাবেশে অধীর। অঙ্গ বিবশ! জলসিঞ্চনের আর শক্তি নাই। তাই বিবশ নাগর জলক্রীড়ায় শ্রীমতীর নিকট পরাজিত হইলেন।

"সখীভিঃ সম্ভূয় স্বকরকমলদ্বন্দ্ব-কলিতৈর্জলৈঃ সেকং রাধা বহু বিদধতী নাগরমণেঃ।
সুধাপূর্ণান্ বর্ণান্নমিত-বদনেন্দোরলমলং জিতোঽস্মীত্যাকর্ণ্যাহসদুপরতা যত্র কিমিতি ॥"

(বৃঃ মঃ ৫।৪)

"শ্রীরাধা সখীগণের সহিত মিলিত হইয়া নাগরমণির গাত্রে নিজ করকমলের গৃহীত জলরাশি

সিঞ্চন করিতে থাকিলে নাগর বদনচন্দ্র অবনত করিয়া—'আর না, আর না, আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম' শ্রীমুকুন্দের এই সুধামধুর বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধারাণী জলদানে বিরত হইয়া মোহন হাস্য করিতে লাগিলেন।" শ্রীপাদ রঘুনাথের প্রাণকোটি-নিম'ঞ্ছনীয় চরণ শ্রীরাধারাণীর নিকট পরাভূত নাগরমণি শ্রীমুকুন্দ রঘুনাথের নয়নে কত সুন্দর-কতই মধুর! তাই সেই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত লীলার স্মৃতিতে শ্রীপাদ তাঁহার নেত্রাভীষ্ট-পূর্তির নিমিত্ত শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

আবার দিনান্তরের একটি স্ফূর্তির স্মরণে পঞ্চম ও ষষ্ঠশ্লোকে প্রার্থনা। শ্রীপাদ একদা মধ্যাহ্নে স্ফূর্তিতে দেখিতেছেন, শ্রীকুণ্ডে শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর সহিত মিলন-কামনায় শ্রীমুকুন্দ আগমন করিয়াছেন। উৎকণ্ঠিত নায়কমণি শ্রীমতীর দর্শন না পাইয়া বিরহে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। সহসা শ্রীকুণ্ডের দিকে সমাগতা শ্রীমতীর দিব্য-অঙ্গপরিমল লইয়া শ্রীকুণ্ডের বাতাস শ্রীমুকুন্দের নাসারন্ধ্রে যোগাইয়া তাঁহার বিরহতাপিত প্রাণে শৈত্যের সঞ্চার করিয়াছে। শ্রীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে দেখিতেছেন—শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গের দিব্য-পরিমল প্রাপ্তিমাত্রেই মুকুন্দের অঙ্গে নিবিড় পুলকাবলির উদয় হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে শ্রীকুণ্ডতটের নিখিল বন্যপ্রদেশ শ্রীমতীর অঙ্গসৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিল। সেই গন্ধোন্মাদিত-মাধবা শ্রীমতীর সৌরভপ্রাপ্তিতে নাগরমণি উন্মত্ত। তিনি তখন উন্মত্তবৎ বনের নিখিল তরু-লতাকে আঘ্রাণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। স্বীয় ঈশ্বরীর অঙ্গ-পরিমলে উন্মাদিত নাগরের চেষ্টা দর্শনে তুলসীর সৌভাগ্যগর্বে বুক ভরিয়া উঠিয়াছে!

সহসা স্বর্ণালোকে শ্রীকুণ্ডের তট সমুদ্ভাসিত করিয়া শ্রীমুকুন্দের ভাগ্যনিধি শ্রীমতী বার্ষভানবী শ্রীকুণ্ডের বনে সমাগত হইয়াছেন। মুকুন্দের নয়নাভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। পরমাসুন্দরী শ্রীমতীর রূপে, গুণে বিমুগ্ধ নায়ক শ্রীমতীকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্কন্ধদেশে নিজবাহু বিন্যাস করিয়া হাস্য-বিকসিত, শ্রীমতীর কপোলে চুম্বন প্রদান করিয়া মদনরসজনিত বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছেন। এই শ্লোকে 'বিভাবনা' নামক অলঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে। 'হেতুরূপ ক্রিয়াভাবে ফলং যৎ সা বিভাবনা।' (অলঙ্কার কৌস্তুভ—৮।৩০) 'হেতু ব্যতীত কার্যোৎপত্তি হইলে তাহাকে বিভাবনা বলা হয়। এখানে সম্প্রয়োগ ব্যতীত মদনসুখ লাভ হেতুবিভাবনা। স্ফুরণে প্রাপ্ত এই রমণীয় লীলার স্মৃতিতে শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, 'হে মুকুন্দ! আমার ঈশ্বরীর দর্শনে যেমন তোমার নেত্রাভীষ্ট পূর্তি হইয়াছিল, ঐ লীলা সাক্ষাৎ দর্শন করাইয়া তেমনি আমার নেত্রাভীষ্ট পূর্ণ কর অর্থাৎ আমার নয়নানন্দ বিধান কর।'

"গ্রীষ্মকাল অপরাহ্ণে, নিজ প্রিয় সখীসঙ্গে, রাধাকুণ্ডে রাধা-ঠাকুরাণী।
পদ্মের পরাগে জল, সুবাসিত টলমল, সিঞ্চে রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি॥
মদনজনক সেকে, যেন কৈল অভিষেকে, শ্রীমুকুন্দ মদন-মোহন।
সেই লীলাময় হরি, নেত্রাভীষ্ট-পূর্ণকারী, আর কবে দিবে দরশনে॥"৪॥
"জয় জয় কুঞ্জেশ্বরী, বৃষভানু-সুকুমারী, চারিদিকে প্রিয় সখীগণ।
রাই অঙ্গ পরিমল কি আশ্চর্য্য ধরে বল, সুবাসিত বন উপবন॥

প্রমদদনুজ-গোষ্ঠ্যাঃ কোঽপি সম্বর্ত্তবহ্নির্ব্রজভুবি কিল পিত্রোর্মূর্ত্তিমান্ স্নেহপুঞ্জঃ।
প্রথম-রসমহেন্দ্রঃ শ্যামলো রাধিকায়াঃ প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৭॥
স্বকদন কথয়াঙ্গীকৃত্য মৃদ্বীং বিশাখাং কৃতচটু ললিতাস্ত প্রার্থয়ন্ প্রৌঢ়শীলাম্।
প্রণয়বিধুর-রাধামান-নির্ব্বাসনায় প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৮॥
পরিপঠতি মুকুন্দস্যাষ্টকং কাকুভির্যঃ স্ফুটমিহ বিষয়েভ্যঃ সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়াণি।
ব্রজনবযুবরাজো দর্শয়ন্ স্বং সরাধং স্বজন গণন-মধ্যে তং প্রিয়ায়াস্তনোতি ॥"৯॥

। ইতি শ্রীশ্রীমুকুন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।২৩।

অনুবাদ—যিনি মদমত্ত দানবকুলের প্রলয়াগ্নিস্বরূপ, ব্রজে মাতাপিতার মূর্তিমান্ স্নেহপুঞ্জ এবং শ্রীরাধারাণীর আদিরসের যিনি সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—সেই শ্যামলকান্তি মুকুন্দ আমার নেত্রাভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৭॥

প্রণয়কোপবশতঃ শ্রীরাধা মানিনী হইলে যিনি মৃদুস্বভাবা বিশাখার নিকট স্বীয় দুঃখ নিবেদন পূর্বক তাঁহাকে সপক্ষা করিয়া ললিতার নিকট বহু চাটুবচনে শ্রীরাধার মানভঙ্গের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, সেই মুকুন্দ আমার নয়নাভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৮॥

যিনি নিখিল বিষয়সঙ্গ হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া শ্রীরাধামাধবে চিত্ত সমর্পণপূর্বক হর্ষগদ্গদবচনে এই মুকুন্দাষ্টক পাঠ করেন, ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শ্রীরাধার সহিত স্বীয় রূপ দর্শন করাইয়া শ্রীরাধার কিঙ্করীগণমধ্যে পরিগণিত করেন ॥৯॥

টীকা—পুনঃ কিম্ভূতঃ প্রমদদনুজ-গোষ্ঠ্যাঃ প্রমত্ত দানবসমূহ সম্বন্ধে কোঽপ্যনির্ব্বচনীয়ঃ সম্বর্ত্ত-বহ্নিঃ প্রলয়াগ্নি পিত্রোর্নন্দ—যশোদয়োঃ স্নেহপুঞ্জো মুর্ত্তিমান্ শরীরী। বরাঙ্গ্যাঃ রাধায়াঃ প্রথম রস-মহেন্দ্রঃ শৃঙ্গাররস মহারাজঃ শ্যামলঃ শ্যামবর্ণঃ। অত্র গ্রহীতৃ ভেদাদ্ভেদ প্রতীতেরুল্লেখালঙ্কারঃ।

অঙ্গ-গন্ধে শ্যামরায়, উন্মত্ত পাগল প্রায়, কুঞ্জে কুঞ্জে করয়ে আঘ্রাণ।
পুলকে পূরিত অঙ্গ, কদম্ব-কেশর রঙ্গ, ঘন ঘন জাগে শিহরণ ॥
ঐনা বেশে শ্রীমুকুন্দ, মোর দু'টী নেত্রানন্দ, আর কবে দিবে দরশন।
রাধাকুণ্ডে রঘুনাথ, দাস গোস্বামী দিবারাত্র, অশ্রুজলে করে নিবেদন ॥"৫॥
"ঐ দেখ কুঞ্জরাজ, নিকুঞ্জেতে রসরাজ, শ্রীমুকুন্দ ব্রজেন্দ্র-কুমার।
কীর্ত্তিদা-নন্দিনী সঙ্গে, নবলীলা রস-রঙ্গে, কৌতুকেতে করেন বিহার॥
বরাঙ্গীর স্কন্ধোপরি, ভুজদণ্ড রাখি হরি, কত করে রসের প্রসঙ্গ।
স্মিত বিকসিত গণ্ডে, চুম্বনেতে রসভাণ্ডে, মনসিজ আনন্দ-তরঙ্গ ॥
সেই মোর নেত্রানন্দ, গিরিধারী শ্রীমুকুন্দ, মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ।
ভাগবত-চূড়ামণি, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, করজোড়ে করে নিবেদন ॥"৬॥

তদুক্তং সাহিত্যদর্পণে। ক্বচিদ্ভেদাদগ্রহীতানাং বিষয়াণাং তথা ক্বচিৎ। একস্যানেকধোল্লেখো যঃ স উল্লেখ ইষ্যতে। ইতি ॥৭॥

স্বকদনেতি। প্রণয় বিধুর রাধায়া মাননির্ব্বাসনায় মানভঞ্জনায় স্বকদনকথয়া স্বস্য পরমোদ্বেগকথয়া মৃদ্বীং বিশাখামঙ্গীকৃত্য প্রৌঢ়শীলাং ললিতাং কৃতচাটু যথাস্যাত্তথা প্রার্থয়ন্ প্রার্থয়মানঃ ॥৮॥

এতৎপঠনফলমাহ পরীতি। সরাধং রাধয়া সহ বর্ত্তমানং স্বমাত্মানং দর্শয়ন্। প্রিয়ায়া রাধায়াঃ স্বজন-গণ-মধ্যে তং তনোতি বিস্তারয়তি ॥৯॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীমুকুন্দাষ্টকবিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—প্রেমিক ভক্তগণ আপনাপন ভাবানুসারেই শ্রীমুকুন্দকে দর্শন ও আস্বাদন করিয়া থাকেন। যাঁহাদের হৃদয় ভাবশূন্য তাঁহারা কোনভাবেই মুকুন্দকে গ্রহণ বা আস্বাদন করিতে পারেন না। আবার আসুরিক ভাবাপন্নচিত্ত অসুরগণ তাঁহাকে শত্রুরূপে দর্শন করিয়া থাকে। অনন্ত মাধুর্যের পারাবার মুকুন্দকে তাহারা আস্বাদন করিতে তো পারেই না, বরং মুকুন্দ তাহাদিগকে নিধন করিয়া তাহাদের মুক্তিদানেই স্বীয় মুকুন্দনামের সার্থকতা বিধান করেন। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'যিনি মদমত্ত অর্থাৎ অভিমান-বিমত্ত অসুরকুলের প্রলয়াগ্নিস্বরূপ।' কত শত মহাবলশালী অসুর-রাক্ষস পতঙ্গের ন্যায় এই অনলে ঝাঁপ দিয়া তৎক্ষণাৎ নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে। অঘাসুর, বকাসুর, শকটাসুর, পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, ব্যোমাসুর, কেশী-অরিষ্টাদি মহাবলশালী অসুরগণের নিধনের নিমিত্ত মুকুন্দদেবকে কোন অস্ত্রাদি ধারণ করিতে হয় নাই। জ্বলন্ত অনলে পতঙ্গের ন্যায়ই তাহাদিগকে কাল-কবলিত হইতে হইয়াছে। যিনি অসুরগণের নিকট এইপ্রকার প্রলয়ঙ্কর কালানল, তিনি শ্রীনন্দ-যশোদার নিকট মূর্তিমান্ স্নেহপুঞ্জস্বরূপ। শ্রীমুকুন্দের প্রতি শ্রীনন্দ-যশোমতীর স্নেহপূর্ণ লালনদর্শনে মনে হয় যেন তাঁহাদের হৃদয়ের স্নেহরাশিই জমাট বাঁধিয়া মূর্তিমান্ মুকুন্দরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। আবার শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর নিকট যিনি আদিরস বা শৃঙ্গাররসের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা মূর্তিমান্ শৃঙ্গার। শ্রীরাধারাণী স্বয়ং অনুভব করিয়া বলিয়াছেন—"শৃঙ্গারঃ সখি! মূর্ত্তিমানিব" (গীতগোবিন্দম্) ভাবানুসারেই মুকুন্দের দর্শন ও আস্বাদন হয় বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৩।১৭) কংসের রঙ্গালয়ে বলদেবের সঙ্গে প্রবেশকারী মুকুন্দের বর্ণনায় শ্রীল শুকদেবমুনি বলিয়াছেন—

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণিণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥"

"হে মহারাজ পরীক্ষিত! শ্রীবলদেবের সহিত কংসের রঙ্গালয়ে প্রবেশকালে শ্রীমুকুন্দকে চাণুর-মুষ্টিকাদি মল্লগণ বজ্ররূপে, নরসমাজ নরশ্রেষ্ঠরূপে, রমণীগণ মূর্তিমান্ কন্দর্পরূপে, গোপগণ স্বজনের

ন্যায়, দুষ্ট নরপতিগণ শাস্তারূপে, মাতা-পিতাগণ শিশুরূপে, কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায়, অজ্ঞানজনগণ ব্যষ্টি মানবের ন্যায়, যোগিগণ পরতত্ত্বের ন্যায় এবং যাদবকুল সাক্ষাৎ পরম দেবতার ন্যায় দর্শন করিলেন।” শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই মুকুন্দকে শ্রীরাধারাণীর প্রাণনাথ বা তাঁহার অধীন নায়করূপে দেখিতে চাহিতে-ছেন। কিভাবে মুকুন্দ শ্রীপাদ রঘুনাথকে দেখা দিলে তাঁহার মনের মত হইবে, তাহাই পরবর্তি শেষ শ্লোকের প্রার্থনায় উল্লেখ করিতেছেন।

প্রণয়কোপবশতঃ শ্রীমতী রাধারাণী মানিনী হইবেন। রাধাবিহনে মুকুন্দের বিশ্বশূন্য মনে হইবে। তিনি মৃদুল ও সরলস্বভাবা বিশাখার নিকট শ্রীমতীর বিরহে স্বীয় হৃদয়-বেদনা সাশ্রুনেত্রে নিবেদনপূর্বক তাঁহাকে হাত করিয়া লইবেন। তিনি ভালরূপেই জানেন, বিশাখা তাঁহার স্বপক্ষে আসিলেও শ্রীললিতার ইচ্ছাভিন্ন স্বয়ং শ্রীরাধারও মান ত্যাগ করিবার সাধ্য নাই। ললিতা কিন্তু প্রখরা স্বভাবা, কারণে অকারণে শ্রীমতীকে মানশিক্ষা দিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধার মানের শৈথিল্যে ক্রুদ্ধা হন!! তাই মুকুন্দ বহু চাটুবাক্যে শ্রীমতীর মান-প্রসাদনের নিমিত্ত শ্রীললিতার নিকট প্রার্থনা করিতে-ছেন—‘হে দয়াবতি ললিতে! হে মদেকহিতৈষিনি! হে সুন্দরি! বৃষভানুনন্দিনী আমার প্রতি নির্দয় হইয়াছেন, এক্ষণে তুমিও যদি কঠিন-চিত্তা হও, তবে এই শ্রীমতীর বিরহব্যথিত আর্তজনের কি গতি হইবে? অতএব এই ব্যথিতজনের জ্ঞাত অজ্ঞাত ত্রুটী মার্জনা করিয়া প্রসন্না হও।’ শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, ‘আমার ঈশ্বরীর মানভঙ্গের নিমিত্ত এইভাবে ললিতাসখীর চাটুকার মুকুন্দ আমায় দর্শনদানে আমার নেত্রের অভিলাষ পূর্ণ করুন।’

শ্রীপাদ রঘুনাথ একটি শ্লোকে এই মুকুন্দাষ্টকের ফলশ্রুতি বলিতেছেন— যিনি নিখিল বিষয়-সঙ্গ হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া অর্থাৎ যিনি বিচার বুদ্ধিপূর্বক জাগতিক বা জড়ীয় শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিষয় হইতে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মনকে সংযত করিয়া শ্রীরাধামুকুন্দে অর্পিতমনা হইয়া অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়কে তাঁহাদের অসমোর্ধ্ব নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি রসে নিবিষ্ট করিয়া হর্ষ-গদগদ-বচনে এই মুকুন্দাষ্টক পাঠ করিবেন, ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শ্রীরাধা-রাণীর সহিত স্বীয়রূপে দর্শন করাইবেন এবং শ্রীরাধারাণীর কিঙ্করীগণমধ্যে পরিগণিত করিয়া যুগলচরণ-সেবাদানে ধন্য বা কৃতার্থ করিবেন।’

“কুঞ্জে বৃন্দাবন-চন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ, পরতত্ত্ব ভজনের মূল।
সজল জলদ ভাতি, অভক্ত দানব প্রতি-, প্রলয়ের অগ্নি সমতুল॥
নন্দ-যশোদার প্রাণ, স্নেহপুঞ্জ মূর্তিমান্, শ্রীরাধায় শৃঙ্গার মূর্তিমান্।
সেই সর্ব্ব রসধাম, মহেন্দ্র মুকুন্দ নাম, নেত্রাভীষ্ট করহ পূরণ॥”৭॥
“কুঞ্জে বৃষভানুসুতা, প্রণয়-বিকলা রাধা, দুর্জয় মানিনী গর্ব্বভরে।
রতন-বেদীর পরে, একাকিনী নতশিরে, মুখে কোন বচন না স্ফুরে॥
মান নির্ব্বাসন তরে, গিরিধারী কত করে, নম্রভাবে উদ্বেগ কথায়।

[২৪]

অথ শ্রীশ্রীউৎকণ্ঠাদশকম্

শ্রীশ্রীরতিমঞ্জর্য্যৈ নমঃ

ছিন্ন-স্বর্ণ বিনিন্দি-চিক্কণ-রুচিং স্মেরাং বয়ঃসন্ধিতো
রম্যাং রক্তসুচীন-পট্টবসনাং বেশেন বিভ্রাজিতাম্ ।
উদ্‌ঘূর্ণচ্ছিতিকণ্ঠপিঞ্ছ-বিলসদ্বেণীং মুকুন্দং মনাক্
পশ্যন্তীং নয়নাঞ্চলেন মুদিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥১॥

অনুবাদ— যাঁহার উজ্জ্বল দেহকান্তি ছিন্নস্বর্ণের শোভাকে তিরস্কার করে, যিনি বয়ঃসন্ধির উদয়ে অতিমনোহারিণী, যাঁহার পট্টবসন সুচিক্কণ ও রক্তবর্ণ, মণ্ডলীবন্ধনে উল্লাসময় নৃত্যশীল ময়ূরের পুচ্ছের ন্যায় যাঁহার বেণী বিরাজিত, অপাঙ্গভঙ্গিতে যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, মৃদুহাস্যময়ী, আনন্দিতা ও বেশভূষিতা শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিব ?১॥

টীকা—কদাহং রাধাং ভজে সেবিষ্যে। কিন্তুতাং ছিন্নস্বর্ণস্য বিনিন্দিনী চিক্কণা রুচিঃ কান্তির্যস্যাস্তাং তথা। বয়ঃসন্ধিতো বয়ঃসন্ধেঃ রক্তং রক্তবর্ণং সুচীনং সুচিক্কণং পট্টবসনং যস্যাস্তাং তথা। উদ্‌ঘূর্ণন্ মণ্ডলীবন্ধেন নৃত্যন্ যঃ শিতিকণ্ঠো ময়ূরস্তস্য পিঞ্ছমিব বিলসন্তী বেণী যস্যাস্তাং তথা। নয়নাঞ্চলেন মনাক্ স্বল্পং পশ্যন্তীম্ ॥১॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবের দশটিশ্লোকে বিপুল উৎকণ্ঠাভরে তাঁহার পরমাভীষ্ট শ্রীরাধারাণীর ভজন বা সাক্ষাৎসেবা কামনা করিতেছেন, তাই এই স্তোত্রের নাম "**উৎকণ্ঠাদশকম্**"। কোন বস্তু লাভের নিমিত্ত সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাকেই ব্যাকুলতা বা উৎকণ্ঠা বলা হয়। আমরা কোন বস্তু প্রাপ্তির জন্য যদি যথার্থ কাতর হই, তবে উহা অবশ্য পাইব ইহা যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য, তদ্রূপ ব্যাকুলতার পূর্বে বস্তু পাইলেও যে উহা আস্বাদন করিতে পারিব না—ইহাও তেমনি সত্য। দারুণ নিদাঘের

মৃদুল স্বভাববতী, বিশাখায় করি স্তুতি, অঙ্গিকার করিয়া তাহায় ।
চাটুবাক্যে করজোড়ে, কতনা প্রার্থনা করে, প্রগল্‌ভ স্বভাবা ললিতায় ।
শ্রীমুকুন্দ রসকন্দ, বংশীধারী শ্রীগোবিন্দ, কবে দরশন দিবে হায় ।"৮॥
"ভূমণ্ডলে যেই জন, চাটুবাক্যে সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বেন্দ্রিয় করিয়া সংযম ।
মধুর মুকুন্দাষ্টক, পাঠ করে রত্নশ্লোক, অশ্রুজল করিয়া সিঞ্চন ॥
ব্রজনব যুবরাজে, শ্রীরাধার সখী-মাঝে, তার নাম করিয়া লিখন ।
রাধাসঙ্গে গিরিধারী, দেখা দিয়া কৃপা করি, দান করে যুগল-সেবন ॥৯॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীমুকুন্দাষ্টকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥২৩॥

প্রচণ্ড-মার্তণ্ডতাপে তপ্ত সাতিশয় পিপাসিত ব্যক্তির নিকট সুশীতল সুমিষ্ট পানীয় যেমন উপাদেয় বলিয়া মনে হয়, আদৌ যাহার তৃষ্ণাই নাই, তাহার নিকট ঐ পানীয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা বোধই নাই। বিশেষতঃ ভক্তি-সাধনপথে এই উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতাই ভজনের প্রাণবস্তু। কারণ যে ভগবৎকৃপা-লাভেই ভক্তসাধকের নিখিল সাধন-প্রয়াস সার্থক হইয়া থাকে, এই ব্যাকুলতা বা উৎকণ্ঠা সাধকের প্রতি সেই ভগবৎকৃপার অজস্র নিঃসরণ ঘটায়। মহাজনগণ বলেন, যেমন দম্পতির মিলনেই সন্তান সঞ্জাত হয়, তদ্রূপ প্রেমের সঙ্গে উৎকণ্ঠার যোগ হইলেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার এবং সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

শ্রীপাদ রঘুনাথ যে তাঁহার পরমাভীষ্ট শ্রীরাধারাণীর ভজনের বা সাক্ষাৎসেবার নিমিত্ত এত কাতর, এই কাতরতা বা উৎকণ্ঠার মূলে রহিয়াছে পরম মাধুর্যময়ী শ্রীরাধারাণীর রূপ, গুণ, লীলাদির অদ্ভুত আকর্ষণ! এইশ্লোকে শ্রীরাধারাণীর রূপমাধুরীর রসোদ্গারের সহিত তাঁহার সেবা কামনা করি-তেছেন শ্রীপাদ। প্রথমতঃ বলিতেছেন, "**ছিন্ন-স্বর্ণ-বিনিন্দি-চিক্কণ-রুচিং**" 'যাঁহার উজ্জ্বল দেহকান্তি ছিন্ন স্বর্ণের শোভাকেও নিন্দা করে।' স্বর্ণকারেরা বিশুদ্ধ স্বর্ণকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন করিলে তাহার মধ্য হইতে যে উজ্জ্বল সুচিক্কণ পীতকান্তি নিঃসৃত হয়, শ্রীরাধার দেহকান্তি তাহা অপেক্ষাও সুচিক্কণ ও পরম উজ্জ্বল। শ্রীমতীর অঙ্গে মহাভাবের কান্তিচ্ছটা শোভা পায়, পার্থিব পদার্থের বিকার স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য তাহার নিকট কোন্ ছার! তাহার কোন তুলনাই বিশ্বে নাই। তবু মহাজনগণ জগতের মানুষকে সই অঙ্গচ্ছটার কিঞ্চিৎ ধারণা দিতে গিয়া বলেন—"গোরী কলেবর নূনা* জনু—আঁচরে উজোর সোনা" (বিদ্যাপতি) "কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল ঐছন বদন সঞ্চারি!" (গোবিন্দদাস) আবার যিনি "**বয়ঃ-সন্ধিতো রম্যাং**" 'বয়ঃসন্ধির উদয়ে অতীব মনোহারিণী হইয়াছেন।' বাল্য ও যৌবনের সন্ধিকেই বয়ঃসন্ধি বলা হয়—"বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্ব্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে" (উঃ নীঃ) শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির শোভাদর্শনে মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সখা সুবলের প্রতি বলিয়াছিলেন—

"বাদ্যং কিঙ্কিণিমাহরত্যুপচয়ং জ্ঞাত্বা নিতম্বো গুণী
স্বস্ত ধ্বংসমবেত্য বষ্টি বলিভির্যোগং তনুর্মধ্যমম্।
বক্ষঃ সাধুফলদ্বয়ং বিচিনুতে রাজোপহারক্ষমং
রাধায়াস্তনুরাজ্যমঞ্চতি নবে ক্ষৌণীপতৌ যৌবনে॥" (উঃ নীঃ)

"হে সখে! দেখ দেখ, নবযৌবন-নৃপতি শ্রীরাধার দেহরাজ্য অধিকার করায় গুণশালী নিতম্ব নিজ উন্নতি জানিয়া হর্ষের সহিত কিঙ্কিণিবাদ্য করিতেছে, বক্ষঃ যৌবনরাজকে উপহার দেওয়ার জন্য দুইটি সৎফল সঞ্চয় করিতেছে এবং কটিদেশ স্বীয় ধ্বংস সম্ভাবনায় ত্রিবলীর সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। নবযৌবনরাজের কি অদ্ভুত প্রভাব!" শ্রীমতীর বয়ঃসন্ধির ভাবমাধুরী-বর্ণনায় কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—

"খনে খন নয়নকোণ অনুসরই। খনে খন বসন-ধূলি তনু ভরই॥

---

*নূনা—ক্ষীণা।

যস্যাঃ কান্তিতনূল্লসৎ-পরিমলেনাকৃষ্ট উচ্চৈঃ স্ফুর-
দেগোপীবৃন্দ-মুখারবিন্দ মধু তৎপ্রীত্যা ধয়ন্নপ্যদঃ ।

খনে খন দশনক ছটাছট হাস । খনে খন অধর-আগে করু বাস ॥
চোঙকি চলয়ে খনে, খন চলু মন্দ । মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥
হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর । খনে আঁচর দেই, খনে হয় ভোর ।
বালা শৈশব তারুণ ভেট । লখই না পারই জেঠ কনেঠ ॥
বিদ্যাপতি কহ— শুন বর কান । তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান ॥"

আবার "**রক্তসুচীন-পট্টবসনাং**" যাঁহার সুন্দর পট্টবসন সুচিক্কণ ও রক্তবর্ণ। "**অনুরাগে রক্তশাড়ী**" কৃষ্ণানুরাগই যেন শ্রীমতীর ভাবের অঙ্গে রক্তবর্ণ পট্টবসনরূপে শোভা পাইয়া থাকে। আবার "**উদ্ঘূর্ণ-চ্ছিতিকণ্ঠপিঞ্ছ–বিলসদ্বেণীং**" 'মণ্ডলীবন্ধে উল্লাসময় নৃত্যশীল ময়ূরের পুচ্ছের ন্যায় যাঁহার বেণী বিরাজিত।' গোবিন্দলীলামৃতে (১১ ১১৬) বর্ণিত—

"বিলাসবিস্রস্তমবেক্ষ্য রাধিকা-শ্রীকেশপাশং নিজপুচ্ছপিঙ্গয়োঃ ।
নক্কারমাশঙ্ক্য হ্রিয়েব ভেজিরে গিরিং চমর্য্যো বিপিনং শিখণ্ডিনঃ ॥"

"বিলাসভরে আলুলায়িত শ্রীরাধার মনোহর কেশপাশ-দর্শনে স্বীয় পুচ্ছ ও পিঞ্ছের তিরস্কার আশঙ্কায় বিপুল লজ্জাভরে চমরীগণ পর্বতে এবং ময়ুরসকল কাননে প্রবেশ করিয়াছে।"

'**মুকুন্দং মনাক্, পশ্যন্তীং নয়নাঞ্চলেন**' 'যিনি অপাঙ্গভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিতেছেন' শ্রীমতী রাধারাণী মাদনরস-রঞ্জিত এই দৃষ্টি উপচারে প্রেমের দেবতা শ্রীমুকুন্দের যেরূপ আরাধনা করেন, তাহার তুলনা কুত্রাপি নাই। শ্রীমতীর ঈষৎ অপাঙ্গভঙ্গীতেই নাগরের চিত্ত-মন অপহৃত হইয়া থাকে—শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে মহাজন গাহিয়াছেন—"সজনি ! সো ধনী চিতক চোর। চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি চঞ্চল নয়নক ওর ॥" (গোবিন্দদাস)। পরিশেষে শ্রীপাদ বলিয়াছেন—'**স্মেরাং মুদিতাং বেশেন বিভ্রাজিতাং শ্রীরাধাং কদাহং ভজে।**' যিনি সতত মৃদুহাস্য–শোভায় বিমণ্ডিতা, পরমানন্দিতা এবং নানাবেশভূষায় অর্থাৎ ষোড়শশৃঙ্গার ও দ্বাদশ আভরণে ভূষিতা, সর্বোপরি হাব, ভাব, কিলকিঞ্চিতাদি ভাব-ভূষায় সতত পরিশোভিতা—সেই শ্রীরাধাকে কবে ভজন করিব বা কবে সাক্ষাৎ তাঁহার সেবালাভে ধন্য হইব ?

"ছিন্ন স্বর্ণ বিনিন্দিত উজ্জ্বল বরণ । ঝলমল সুচিক্কণ অঙ্গের কিরণ ॥
হরিচিত্ত-চমৎকারী বয়ঃসন্ধিকাল । দ্যোতমানা নবগৌরী মূরতি রসাল ॥
উন্নত উজ্জ্বলরসে করিয়াছে স্নান । অনুরাগে রক্তশাড়ী করি পরিধান ॥
উদ্ঘূর্ণ নৃত্যশীল শিখি-চন্দ্রিকাতে । বেঁধেছে বিচিত্র বেণী বিচিত্র ছাঁদেতে ॥
নেত্রাঞ্চলে মুকুন্দেরে দৃষ্টিপাত করে। কবে বা ভজিব আমি সেই শ্রীরাধারে ॥"১॥

মুঞ্চন্ বর্ত্মনি বংভ্রমীতি মদতো গোবিন্দভৃঙ্গঃ সতাং
বৃন্দারণ্য-বরেণ্য-কল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে ॥২॥

অনুবাদ— শ্রীকৃষ্ণ-ভৃঙ্গ শোভনা গোপসুন্দরীগণের মুখকমল-মধু অতি প্রীতি-সহকারে পান করিয়াও উহা পরিত্যাগপূর্বক যাঁহার কমনীয় তনুর উল্লসিতগন্ধে সমধিক আকৃষ্ট হইয়া মত্ততাহেতু বারম্বার কুঞ্জ-পথে পরিভ্রমণ করিতেছেন, সেই বৃন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বল্ললতিকা শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিব ?২॥

টীকা—তাং বৃন্দারণ্য-বরেণ্য-বল্ললতিকাং কদা ভজে। কা সা কল্পলতিকা তত্রাহ যস্যা ইতি। গোবিন্দভৃঙ্গো যস্যা রাধাকল্পলতিকায়াঃ কমনীয়া যা তনুস্তত উল্লসৎপরিমলেন উচ্চৈরাকৃষ্টঃ সন্। মদতো মদাৎ বর্ত্মনি পথি বংভ্রমীতি কুটিলং ভ্রমতি। কিং কুর্ব্বন্ স্ফুরৎ শোভমানং যদ্গোপীবৃন্দং তস্য মুখার-বিন্দস্য তৎ প্রসিদ্ধং মধু প্রীত্যা ধয়ন্ পিবন্নপি অদো মধু মুঞ্চন্ ॥২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্লোকে মহাভাববতী নিখিল ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর অসমোর্দ্ধ প্রেমমাধুরী ভঙ্গিক্রমে ব্যক্ত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভৃঙ্গের ন্যায় ব্রজসুন্দরীরূপ পদ্মিনীগণের প্রেম-মকরন্দ-রসাস্বাদন-লোলুপ। ব্রজসুন্দরীগণের দেহে মহাভাবের সৌন্দর্য বিরাজ করে, তাই তাঁহাদের প্রতি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের এত লোভ। যেহেতু যে সৌন্দর্য-মাধুর্য প্রেমো-ত্থিত নহে, তাহা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে আকৃষ্ট বা বশীভূত করিতে পারে না। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে ভৃঙ্গের ন্যায় সেই ব্রজসুন্দরীগণের মুখকমলমধু যথেষ্ট পানে নিরত থাকিয়াও দূর হইতে যদি রাধা-কমলিনীর উৎকৃষ্ট অঙ্গ পরিমল প্রাপ্ত হন, তৎক্ষণাৎ অন্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমতীর কমনীয় তনুর উল্লসিত সৌরভে সমধিক আকৃষ্ট হইয়া প্রমত্তদশায় কুঞ্জপথে বারম্বার পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বতঃ মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধারাণীই কায়ব্যূহে অসংখ্য গোপীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সাক্ষাৎ শৃঙ্গার শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গাররসমধু পান করাইয়া থাকেন। "বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥"............"কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন। তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ॥" (চৈঃ চঃ)। শ্রীল জয়দেবের বসন্তরাসই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যাহাতে সমস্ত গোপীগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন।

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥" (শ্রীগীতগোবিন্দম্ ৩।১-২)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরাধারাণীর অনন্যসাধারণ প্রেমের মহিমা-বর্ণনায় শ্রীল রামা-নন্দরায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ৮ম পরিঃ) এইশ্লোকদ্বয়ের যে সুন্দর মর্ম প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি—

"শতকোটি-গোপীসঙ্গে রাসবিলাস। তারমধ্যে একমূর্ত্তি রহে রাধাপাশ॥

শ্রীমৎকুণ্ড-তটী কুড়ঙ্গ ভবনে-ক্রীড়াকলানাং গুরুং
তল্পে মঞ্জুল-মল্লি-কোমল-দলৈঃ কৢপ্তেমুহুর্মাধবম্‌।
জিত্বা মানিনমক্ষসঙ্গরবিধৌ স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ-
র্যুঞ্জানাং হসিতুং সখীঃ পরমহো রাধাং কদাহং ভজে॥৩॥

অনুবাদ—পরম শোভাময় শ্রীরাধাকুণ্ডতীরস্থ নিকুঞ্জভবনে মনোহর মল্লিকাকুসুমের সুকোমল-দল-নির্মিত শয্যায় কেলিকলাবিশারদগণের গুরু পাশক-যুদ্ধ-বিধানে গর্বিত মাধবকে পরাজিত করিয়া যিনি তাঁহাকে পরিহাস করিবার জন্য নয়নপ্রান্তের ইঙ্গিতদ্বারা সখীগণকে নিয়োজিত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধারাণীকে আমি কবে ভজন করিব ? ৩ ॥

সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া। বিষাদ করেন কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া ॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥"

শ্রীমতী রাধারাণীর অসাধারণ মাদনাখ্যমহাভাব শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে মাদনরসের সেবাগ্রহণের নিমিত্ত যে উদগ্রবাসনা জাগায়, অন্যান্য শতকোটি গোপিকার কাহারো মধ্যে সেই মাদনভাব নাই বলিয়া শ্রীমতী রাধারাণী-ব্যতীত শতকোটি গোপী শ্রীকৃষ্ণের সেই বাসনাপূর্তি করিতে পারেন না, ইহাই "শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ" এইবাক্যের অন্তর্নিহিত রহস্য।

শ্রীপাদ রঘুনাথ এইশ্লোকে শ্রীরাধারাণীকে "বৃন্দারণ্য-বরেণ্য-কল্পলতিকাং" বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এইযে ইনি শ্রীকৃষ্ণের নিখিল প্রেমসংকল্পপূর্ণ করিতে সক্ষম। সাক্ষাৎশৃঙ্গার শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে যে সব শৃঙ্গাররসতৃষ্ণা জাগরিত হয়, একা শ্রীরাধারাণী প্রেম সুধাধারার ন্যায় তাহা নিবৃত্ত করিতে সমর্থা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—"শ্রীরাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।" (চৈঃ চঃ)। ভঙ্গীক্রমে শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, 'সেই বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ কল্পলতা আমারও অন্তরে নিয়ত জাগ্রত তদীয় ভজন-বাসনা বা সেবাবাসনা পূর্ণ করুন।' শ্রীপাদ রাধারাণীর অঙ্গগন্ধে উন্মত্ত শ্যামসুন্দরের সহিত প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীকে মিলিত করিয়া শ্রীযুগলের তৎকালোচিত বিবিধ সেবাসৌভাগ্যলাভে ধন্য হইবেন—ইহাই কামনা।

"ভৃঙ্গ প্রায় শ্রীগোবিন্দ, পান করে রসকন্দ গোপী-মুখ-পদ্ম-মকরন্দ।
কিন্তু রাই-অঙ্গগন্ধ, পায় যদি নাসারন্ধ্র, সেই ক্ষণে ছাড়ি গোপীবৃন্দ।
কুঞ্জপথে ছুটে তথা, যথা গান্ধর্ব্বিকা রাধা, বৃন্দাবন-প্রেমকল্পলতা।
রাধাকুণ্ডতীরে বাস, কহে রঘুনাথ দাস, কবে ভজিব সে বৃষভানুসুতা ॥"২।

টীকা—শ্রীমদিতি। পুনঃ কিন্তূতাম্ অক্ষ সঙ্গরবিধৌ পাশক-যুদ্ধবিধানে মানিনং সাহঙ্কারং মাধবং জিত্বা স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ দৃগঞ্চলকূণনৈহ সিতুমুপহসিতুং সখীঃ প্রযুঞ্জানাম্। মাধবং কিন্তূতং ক্রীড়াকলানাং ক্রীড়াবতাং গুরুম্। কুত্র জিত্বা শ্রীমৎকুণ্ডতটী কুড়ঙ্গভবনে রাধাকুণ্ডতট কুঞ্জগৃহে মঞ্জুলানি মনোজ্ঞানি যানি মল্ল্যা মল্লিকায়াঃ কোমল দলানি তৈঃ কৢপ্তে রচিতে তল্পে শয্যায়াম্ ॥৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডতীরে শ্রীরাধামাধবের রসময়ী পাশাক্রীড়া যাহা স্ফুরণে আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকচ্ছন্দে নিবদ্ধ করিয়া শ্রীমতীর ভজন বা সাক্ষাৎ সেবন প্রার্থনা করিতেছেন। কি অপূর্ব শোভাময় শ্রীরাধাকুণ্ডতীর! মনোহর বৃক্ষলতায় শ্রীকুণ্ডের তটদেশ সুশোভিত। প্রতিটি বৃক্ষলতা দিব্য নবীনপল্লবে, ফুলে, ফলে সমাচ্ছন্ন। কুসুম-সৌরভে সমাকৃষ্ট ভৃঙ্গকুলের কুসুমস্তবকে সুধামধুর গুঞ্জন। কোকিলের কর্ণানন্দী 'কুহু কুহু' পঞ্চমনাদ। স্থানে স্থানে 'কে কা' ধ্বনি সহ শিখীকুলের সুমোহন নৃত্য। সেই পরম মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডের বায়ু-কোণে সুদেবীর হরিৎকুঞ্জ বিদ্যমান। সেখানের বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী প্রভৃতি সবই হরিদ্বর্ণে সুশোভিত। কুঞ্জের চত্বর কুট্টিমাদি সব হরিদ্বর্ণমণিতে বিমণ্ডিত। সেই কুঞ্জভবনের অভ্যন্তরে কুঞ্জদাসীগণ মনোহর ও সুকোমল মল্লিকাকুসুমের শয্যা পাতিয়া রাখিয়াছেন। সেই শয্যার উপরে বসিয়া শ্রীরাধা-মাধব কৌতুকভরে পাশাক্রীড়া করিতেছেন। চারিদিকে কৌতুকী সখীগণ যুগলকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতেছেন। মহাজন গাহিয়াছেন—

"রাই কানু কেলি-বিলাস।
দুহুঁ শুভ অভিসারি খেলই পাশাসারি কৌতুকে হাস-পরিহাস॥
কানু কহে কর পণ মোরে পরিরম্ভণ হারিলে দিবে দশবার।
হাসিয়া কহয়ে রাই কোথাও শুনিয়ে নাই পাশক ইহ ব্যবহার॥
হারিলে সে হার দিব জিনিলে মুরলী লব স্বরূপে খেলিবে যদি পাশা।
শুন শুন ব্রজবীর চিত করহ থির দূরে কর ইহ প্রতি আশা॥
শুনিয়া রাধার বাণী হাসি কহে রসখনি হার হারিবে কতবার।
যদি বা জিনিবা তুমি মুরলী না দিব আমি পিছে মিছা প্যাতিবে জঞ্জাল॥
দুহুঁ-রস-কন্দল মনোভব-মঙ্গল ললিতা ললিত কথা কহে।
আপনাকে পণ করি খেল দুহুঁ পাশাসারি হারিলে অধীন হৈয়া রহে॥
শুনিয়া ললিতা-বাণী কহে রাই বিনোদিনী আমি কেন হইব অধীন।
শুনিয়া মধুর কথা কহয়ে চম্পকলতা তুমি বড় এ রসে প্রবীণ॥
কহয়ে বিশাখা সখী শুন রাই চন্দ্রমুখি মনে কিছু না করিহ ভয়।
নাগর চঞ্চলমতি না জানে পাশার গতি খেল তুমি জিনিবে নিশ্চয়॥
সখীর বচন শুনি দুইজনে মন মানি পাতিল সে পাশার পসার।

রাসে প্রেমরসেন কৃষ্ণবিধুনা সার্দ্ধং সখীভির্বৃতাং
ভাবৈরষ্টভিরেব সাত্ত্বিকতরৈর্লাস্যং রসৈস্তন্বতীম্।
বীণা-বেণু মৃদঙ্গকিঙ্কিণি-চলন্মঞ্জীর চুড়োচ্ছলদ্-
ধ্বানৈঃ স্ফীত-সুগীত মঞ্জুনিতরাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৪॥

রাই নিলা নীলগুড়ি শ্যাম সবুজ লাল সারি খেলে পাশা ফেলে বারবার ॥
পাশা ফেলে অবসরে মেঘ-গম্ভীর-স্বরে দশ দশ হাঁকয়ে গোপাল।
পাশা ধরি ফেলে রাই ছুরি দান বোলে তাই ভালিরে ভালিরে পাশোয়াল ॥
যখন যে দান চাই সেই দান ফেলে রাই বিস্মিত হৃদয়ে শ্যাম হাসে ॥" ইত্যাদি
(পদকল্পতরু)

যদিও শ্যামসুন্দর কেলি–কলা-বিশারদগণের গুরু এবং পাশক-যুদ্ধ-বিধানে অতি গর্বিত তবু পাশাখেলায় মূর্তিমতী জয়শ্রী শ্রীমতী রাধারাণীর নিকট হারিয়া গেলেন। সখী-মঞ্জরীগণ 'রাধে জয়, রাধে জয়' ধ্বনিতে কুঞ্জবন মুখরিত করিয়া তুলিলেন। শুকশারি, কোকিল, ময়ূরাদি পক্ষিকুলও শ্রীমতীর জয়গানে শ্রীকুণ্ডতট পরিপূরিত করিয়া তুলিল। বড়ই গুরুত্বপূর্ণদানে শ্রীরাধারাণী জিতিয়াছেন। শ্যামকে শ্রীমতীর চির অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। সখীগণের আনন্দের সীমা নাই। শ্রীমতী নয়ন প্রান্তের ইঙ্গিতদ্বারা সখীগণকে পরাজিত শ্যামকে পরিহাস করিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিতেছেন।

সখীগণ পরিহাস করিতেছেন কেহ বলিতেছেন—'ওহে! আজ হইতে তো তুমি শ্রীরাধারাণীর অধীন হইলে, আর কিন্তু অন্য নায়িকার কুঞ্জে বিলাস করিতে পারিবে না। চন্দ্রার কুঞ্জে গেলে আমরা তোমায় জোর করিয়া ধরিয়া আনিব। শ্রীমতীর আদেশেই শয়ন, ভোজন, গোচারণাদি সব করিতে হইবে বুঝিলে তো!' কোন সখী বলিতেছেন—'শ্যাম! গরুর রাখাল হইয়া মূর্তিমতী জয়শ্রী শ্রীরাধারাণীর সহিত পাশাখেলায় তোমার এত সখ কেন? যদিও বা খেলিতে আসিলে চির অধীন হইয়া থাকার দারুণ পণ রাখিয়া পাশা খেলিতে গেলে কেন?' সকলেই আনন্দরসে মগ্না। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই মনোহর লীলাটি স্ফুরণে আস্বাদন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—'সেই শ্রীরাধারাণীকে কবে আমি ভজন করিব অর্থাৎ সেইরূপ রসক্রীড়াবসরে সময়োচিত সেবা করিয়া ধন্য হইব?'

"শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে, কিবা শোভা চারিধারে, মনোহর নিকুঞ্জ-ভবনে।
মঞ্জুল মল্লিকা-ফুলে, সুকোমল মঞ্জুদলে, কেলিশয্যা করে সখীগণে ॥
সেই ফুল-শয্যা 'পরি, পাশা-খেলায় গিরিধারী, কেলিকলা গুরু অবতার।
শ্রীরাধিকা পাশা-যুদ্ধে, জয় করে সুচাতুর্য্যে, নাগরেন্দ্র হারে বারে বার ॥
রসিকা-মুকুটমণি, নেত্রাঞ্চলে বিনোদিনী, মৃদুহাস্যে দৃষ্টিপাত করে।
আজ্ঞা কৈলা সখীগণে, পরিহাসে নাগর-সনে, কবে বা ভজিব সে রাধারে ॥"৩॥

অনুবাদ—রাসলীলাতে সখীগণ-কর্তৃক পরিবৃতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমরসোদ্রেকহেতু যিনি শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিকভাব ধারণপূর্বক বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, কিঙ্কিণী, মুখর-মঞ্জীর ও চঞ্চল চুড়িকা প্রভৃতির মিশ্রিত ধ্বনির সহিত সুস্পষ্ট মধুর গান ও সুরসাল নৃত্য বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিব ? ৪॥

টীকা—রাস ইতি। বীণেত্যাদি বীণাধ্বানৈঃ কৃত্বা স্ফীতং পুষ্টং যৎ সুগীতং তেন মঞ্জু নিতরামতিশয় মনোজ্ঞাম্। চূড়ং চূড়ীতি প্রসিদ্ধম্ ॥৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফুরণে সর্বলীলামুকুটমণি রাসলীলার মধ্যে রাসেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইয়া স্ফূরণের বিরামে তাঁহার ভজন বা সাক্ষাৎসেবা কামনা করিতেছেন এই শ্লোকে।

নিত্যরাস। সখীগণকর্তৃক পরিবৃতা হইয়া শ্রীমতী রাধারাণী রাসরসিক শ্যামসুন্দরের সহিত নৃত্যরসে মগ্না। সর্বলীলামুকুটমণি **শ্রীশ্রীরাসলীলা**। শৃঙ্গাররসময়ী লীলার নিখিল ভাব-বৈভবই ইহাতে অনুস্যূত রহিয়াছে। নিখিল আস্বাদনময়ী লীলা এই রাস। শ্রীভগবানের বিভিন্ন রমণীয় লীলার মধ্যে যে আস্বাদনটি খণ্ডিতভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাঁহাই রাসলীলার মধ্যে অখণ্ডিতভাবে নিহিত আছে। অর্থাৎ পূর্বরাগ, অভিসার, উৎকণ্ঠা, মান, বিরহ এবং অজস্র মিলনলীলার অফুরন্ত উৎস ইহাতে বিরাজ করিতেছে। এই অপ্রাকৃত পরমরসকদম্বময় লীলাবিনোদ কেবল মহাসমর্থ, রসিকশেখর ও পরমকরুণ যশোদানন্দন শ্যামসুন্দরেই সম্ভবপর। যে স্বয়ং ভগবান্ স্বীয় অনন্ত ঐশ্বর্য, অচিন্ত্যস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া কেবল বিশুদ্ধ প্রীতিরসাস্বাদনে ব্যাকুল, যিনি প্রীতির মর্যাদারক্ষণে তৎপর; সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবানের দ্বারাই ঈদৃশ লীলাবিনোদ সম্ভবপর হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে মাদনাখ্যমহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণী, যিনি সেই লীলাবিনোদী স্বয়ং ভগবান্ যশোদানন্দনকে অখণ্ড মাদনরসের আস্বাদনদানে পরম সমর্থা, তিনিই রাসেশ্বরী, এই মহারসময়ী লীলার মূলস্তম্ভ তিনিই, তিনিব্যতীত সেই মহাসমর্থ শ্রীগোবিন্দ শতকোটি গোপবালাকে লইয়াও রাস করিতে সমর্থ হন না।

শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূর্তিতে শ্রীরাধার কিঙ্করীরূপে স্বীয় ঈশ্বরীকে রাসস্থলীতে দর্শন করিতেছেন। সখীগণ সব মণ্ডলীবন্ধে চারিদিকে নৃত্য করিতেছেন, মধ্যে শ্রীরাধামাধব অনন্তমাধুর্য অসীম শোভা প্রকাশ করিয়া বিবিধ রসময় নৃত্যকলা বিস্তার করিতেছেন! কিঙ্করীর প্রেমময়ী স্বীয় ঈশ্বরীর দিকেই সমগ্রদৃষ্টি নিবদ্ধ। স্বীয় কায়ব্যূহরূপা নিখিল সখীগণের সঙ্গে স্বয়ং বিবিধ নৃত্যকলাবিলাসদ্বারা শ্যামসুন্দরকে সুখী করিতে পারিয়াছেন জানিয়া বিপুল প্রেমোদ্রেকহেতু শ্রীমতীর অঙ্গে যুগপৎ অশ্রু, পুলকাদি অষ্টবিধ সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব প্রকাশিত। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় এই অষ্টবিধ সাত্ত্বিকভাব যখন একই সময়ে পাঁচটি, ছয়টি বা সবগুলি উদিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে উদ্দীপ্তসাত্ত্বিক বলা হয়। এই উদ্দীপ্তসাত্ত্বিকই মহাভাবে 'সূদ্দীপ্ত' আখ্যা প্রাপ্ত হয়, যাবতীয় সাত্ত্বিকভাবই যাহাতে পরম প্রকর্ষ প্রাপ্তি করে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (২।৩।৭৯ ও ৮১ শ্লোকে) লিখিত আছে—

উদ্দাম স্মরকেলি-সঙ্গরভরে কামং বনান্তঃস্থলে
কৃষ্ণেনাঙ্কিতপীন-পর্ব্বত কুচদ্বন্দ্বাং নখৈরস্ত্রকৈঃ।
তদ্দর্পেণ তথা মদোদ্ধুরমহো তৎ বিভ্রমা কুর্ব্বতীং
দূরে স্বালিকুলৈঃ কৃতাশিষমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥৫॥

"একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্ব এব বা। আরূঢ়া পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতা ॥
উদ্দীপ্তা এব সূদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী। সর্ব্ব এব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি ॥"

শ্রীমতী মধুর সঙ্গীতের সঙ্গে রসময় নৃত্যকলা বিস্তার করিতেছেন। শ্যাম শ্রীমতীর নিত্যদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া নিজের নৃত্য রাখিয়া শ্রীমতীর গীত ও নৃত্যের তালে তালে বাঁশী বাজাইতেছেন। কোন সখী বীণা, কেহ বা মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। নৃত্যকালে শ্রীমতীর কঙ্কন, কিঙ্কিণী ও নূপুরের অপূর্ব ধ্বনি-মাধুরী প্রকাশিত হইতেছে।

"তাত্তা থৈ থৈ বাওয়ে মৃদঙ্গ। নাচত বিধুমুখী অঙ্গ-বিভঙ্গ ॥
সুবিষম তাল কানু যব দেল। তব ললিতা সখী হরষিত ভেল ॥
কানু কহে সুন্দরি কর অবধান। ইহ পর পদগতি করহ সন্ধান ॥
রঙ্গিণী সহচরী বাওত ভাল। কানু দেয়ত করে সুবিষম তাল ॥
নাচত সুবদনী কতহুঁ সুছন্দ। হেরি চমকিত সব সহচরী-বৃন্দ ॥
কোই কহে ধনি ধনি কোই জয়কার। কানু দেয়ল নিজ গুঞ্জাহার ॥
কণ্ঠে দেয়ল ধনী উর পর লাগ। কহ শেখর সোই নব অনুরাগ ॥"

শ্রীপাদ রঘুনাথ কিঙ্করীরূপে স্বীয় ঈশ্বরীর এই পরমাভ্যুদয়ের সহিত তাঁহার নিরুপম নৃত্যকলা-মাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন। স্ফূর্তির বিরামে প্রার্থনা করিতেছেন—'রাধাং কদাহং ভজে' 'সেই রাধারাণীর কবে ভজন করিব?' এখানে শ্রীমতীর নৃত্যকালে তাঁহাকে জলদান, তাম্বূলদান এবং বীজনাদিই তাঁহার তৎকালোচিত ভজন। সেই ভজন বা সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্তই শ্রীপাদ রঘুনাথ উৎকণ্ঠিত।

"মহাভাব-স্বরূপিণী, সখীসঙ্গে বিনোদিনী, শ্রীরাস-মণ্ডলে বর্ত্তমান।
বৃন্দাবন-চন্দ্র হরি, চন্দ্র কোটি আলো করি, স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দ-ধাম ॥
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব, অলঙ্কার অঙ্গরাগ, রাসেশ্বরী অঙ্গেতে ধরিয়া।
গরবিনী গর্ব্ব করি, গিরিধারীর বামে গৌরী, শোভা করে অঙ্গ হেলাইয়া ॥
রসাল মৃদঙ্গ বাজে, রসময়ী রসরাজে, নৃত্য করে সুতাল সুছন্দে।
বেণু বীণা কিঙ্কিণী, চূড়িকা কঙ্কন ধ্বনি, বাজে নূপুর অমৃত-তরঙ্গে ॥
সুললিত ধরি তান, ব্রজাঙ্গনা করে গান, রসরঙ্গে বেড়িয়া যুগলে।
সেই লাস্য হাস্যময়ী, রাসেশ্বরী রসময়ী, (কবে) ভজিব তাঁর চরণকমলে ?"৪॥

অনুবাদ—নিবিড় ব্রজবনে অতি উদ্দাম মদনসমরে শ্রীকৃষ্ণ নখাস্ত্রদ্বারা শ্রীরাধার সুবিশাল কুচশৈলদ্বয়কে অঙ্কিত করিলে অনুরূপ দর্পভরে মদন-মদ-মত্তা শ্রীরাধাও বিপুল পরাক্রমে তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে আবিদ্ধ করিতেছেন, তদ্দর্শনে শ্রীরাধার সখীকুল যাঁহাকে আশীষ দিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে কবে ভজন করিব ? ৫॥

টীকা—পুনঃ কিম্ভূতাং বনান্তঃখলে বনমধ্যস্থানে উদ্দাম স্মরকেলি সঙ্গরভরে কৃষ্ণেন কর্ত্রা নখৈরস্ত্রৈঃ করণৈঃ কামং যথেষ্টম্ অঙ্কিত পীনপর্ব্বত কুচদ্বন্দ্বাম্। উদ্দামোঽনিবারিতো যঃ স্মরকেলি সঙ্গরভরঃ কামক্রীড়াযুদ্ধাতিশয়স্তস্মিন্নিতার্থঃ। অঙ্কিতঃ চিহ্নিতং পীনপর্ব্বত ইব কুচয়োর্দ্বন্দ্বং যস্যাস্তামিত্যর্থঃ। খলং ভূ স্থান কল্কেষু নীচ ক্রূরাধমে ত্রিষ্বতি মেদিনী। পুনঃ কিম্ভূতাং তদ্দর্পেণ তস্য কৃষ্ণস্যেব দর্পেণাহঙ্কারেণ কৃত্বা তথা তৎপ্রকারক মদোদ্ধুরং তাদৃশ মদোন্মত্তং কৃষ্ণম্ আবিদ্ধং কুর্ব্বতীম্। পুনঃ কিম্ভূতাং দূরে দূরপ্রদেশে স্বালিকুলৈঃ স্বসখীবৃন্দৈঃ কৃতা আশীর্যস্যাঃ তাং তথা ॥৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ মদনরসবিমত্তা শ্রীরাধার স্ফূরণ প্রাপ্ত হইয়া স্ফূর্তিভঙ্গে বিপুল উৎকণ্ঠাভরে তাদৃশ শ্রীরাধার সেবা প্রার্থনা করিতেছেন এইশ্লোকে। শ্রীপাদ স্ফূর্তিতে স্বীয় মঞ্জরীস্বরূপে দেখিতেছেন, নিবিড় ব্রজবনে একটি নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীরাধামাধব বিলসিত। মদনরসবিমত্ত শ্রীকৃষ্ণ উদ্দাম মদনসমরে শ্রীমতী রাধারাণীর বিশাল স্তনশৈলদ্বয় নখাস্ত্রদ্বারা অঙ্কিত করিলেন। তুলসীমঞ্জরীস্বরূপে শ্রীরঘুনাথ কুঞ্জরন্ধ্রে নয়নার্পণ করিয়া দেখিতেছেন, স্বর্ণশিবলিঙ্গে শশীকলার ন্যায় শোভা পাইতেছে শ্রীরাধার কুচমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের নখাঙ্কসমূহ !

এখানে শ্রীরাধামাধবের মদনরসমত্ততা বা মদনসমরের তাৎপর্য এই যে, শ্রীরাধামাধব সুনির্মল প্রেমময় মিলনলীলাতে পরস্পর পরস্পরকে সুখী করিবার বাসনায় যে উন্মাদনা বা আবেশ প্রাপ্ত হন, তাহাকেই 'মদ-রসমত্ততা' বলা হইয়া থাকে। শ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক প্রেম আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাসনা শূন্য পরম সুনির্মল। প্রেমের রাজ্যে যতপ্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাধী আছে, যুগলপ্রেম নিখিল উপাধী শূন্য, শতধৌত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। তবে শৃঙ্গারলীলায় আত্মসুখের ন্যায় একটি আবেশ বা মত্ততা যদি না থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ মিলনে প্রিয়জনকে সুখী করা যায় না। তাই প্রিয়জনের সুখমূলক এই আবেশ বা উন্মাদনা পরস্পরকে বিপুল আনন্দদান করিয়া থাকে। ইহাই শ্রীরাধামাধবের মদনসমর বা মদনরসমত্ততার আভ্যন্তরিণ সৌন্দর্য।

কিঙ্করী তুলসী কুঞ্জরন্ধ্রে নয়নার্পণ করিয়া দেখিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যেমন মদনসমরে শশীকলার ন্যায় নখাঙ্কে শ্রীমতীর কুচমণ্ডলকে সুশোভিত করিলেন, শ্রীমতী রাধারাণীও তেমনি বিপুল মদনমত্ততায় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই বিপরীত-বিলাসে মদনসমরে বিপুল পরাক্রমে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া আবিদ্ধ করিলেন অর্থাৎ পরাভূত করিলেন। শ্রীরাধারাণীর চেষ্টাদর্শনে তাঁহার সখীগণ পরম প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ দিতে লাগিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, রাধারাণীগতপ্রাণা সখীগণই তাঁহার আশীষ কামনা করিবেন ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু রাধারাণীকে তাঁহারা আশীষ দিতেছেন—ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে

মিত্রাণাং নিকরৈর্বৃতেন হরিণা স্বৈরং গিরীন্দ্রান্তিকে
শুল্কাদানমিষেণ বর্ত্মনি হঠাদ্দম্ভেন রুদ্ধাঞ্চলাম্।
সার্দ্ধং স্মের সখিভিরুদ্ধুরগিরাং ভঙ্গ্যা ক্ষিপন্তীং রুষা
ভ্রূদর্পৈর্বিলসচ্চকোর-নয়নাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৬॥

অনুবাদ – গোবর্ধন-গিরির সমীপবর্তি পথে শুল্ক আদায় বা করগ্রহণ-ছলে শ্রীকৃষ্ণ সুবলাদি সখাগণে পরিবৃত হইয়া স্বচ্ছন্দে এবং সদর্পে যাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলে যিনি হাস্যমুখী সখীগণের সহিত ভঙ্গীসহকারে প্রগল্ভবাক্যে এবং ক্রোধভরে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছেন এবং তৎকালে যাঁহার ভ্রূদর্পে বিলসিত চঞ্চলনয়ন চকোরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতেছে সেই শ্রীরাধারাণীকে আমি কবে ভজন করিব ? ৬।

টীকা— মিত্রাণামিতি। পুনঃ কিম্ভূতাং গিরীন্দ্রান্তিকে গোবর্দ্ধন-সমীপে বর্ত্মনি পথি শুল্কদান-মিষেণ করাদানচ্ছলেন দম্ভেন দর্পেণ হরিণা কৃষ্ণেন স্বৈরং স্বচ্ছন্দং হঠাৎ রুদ্ধাঞ্চলাং গৃহীতবস্ত্রাম্। হরিণা কিম্ভূতেন মিত্রাণাং সুবলাদি সখানাং নিকরৈর্বৃতেন। পুনঃ কিম্ভূতাং স্মের সখীভিঃ সার্দ্ধং সহ উদ্ধুর গিরাং প্রগল্ভবাচাং ভঙ্গ্যা রুষা ক্রোধেন ক্ষিপন্তীমাক্ষিপন্তীম্। পুনঃ কিম্ভূতাং ভ্রূদর্পৈর্ভ্রূক্ষেপৈর্বিল-সচ্চকোর-নয়নাং চঞ্চললোচনাম্ ॥৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা— শ্রীপাদ রঘুনাথের গোবর্ধনগিরিতটে শ্রীশ্রীরাধামাধবের দানলীলার স্ফুরণে এইশ্লোকের উক্তি। শ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক প্রণয়রসের বিলাসময় মান, অভিমান, হর্ষ, ঈর্ষ্যা,

---

পারে ? অশীর্বাদ যে গুরুজনই লঘুদের দিতে পারেন, লঘুজন গুরুজনকে দিতে পারেন না; তাহা নহে। তবে রীতিটি একটু ভিন্ন, যেমন গুরুজন কনিষ্ঠজনকে আশীষ দিলেন—'তোমার কল্যাণ হউক ! লঘুজন বলিবেন,—'শ্রীভগবান্ আপনার কল্যাণ করুন।' ইহাতে তাঁহাকে কোনরূপ লঘু করা হইবে না। ব্রজে তো সখীগণের শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে অভিন্নভাব, তাই তাঁহারা মহাউল্লাসে মদনরসমত্তা শ্রীমতীকে আশীষ দিতে লাগিলেন, 'হা রাধে ! তুমি এইরূপ মদনসমরে উন্মাদনা বিস্তার করিয়া নিত্য আমাদের নয়না-নন্দ বিধান কর।' শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূর্তিভঙ্গে তাদৃশ শ্রীরাধারাণীর ভজন বা তাৎকালিক সাক্ষাৎ সেবা কামনা করিতেছেন।

"কেলিকুঞ্জ অভ্যন্তরে, বিলাস-শয্যার পরে, শ্রীরাধিকা মদন-মোহন।
উদ্দাম সুরত-কেলি, পরস্পর দুঁহু মেলি, করিতেছে অপূর্ব্ব দর্শন ॥
সমর-তরঙ্গ-মাঝে, বিদগধ রসরাজে, নিজ নখ-অস্ত্রেতে প্রিয়ার।
পীনকুচযুগ-শৈলে, বিচিত্র অঙ্কিত কৈলে, মদোন্মত্ত হইয়া বারে বার ॥
বিলাসিনী সেই মতে, আবিদ্ধ করে প্রাণনাথে, সখীগণ দেয় আশীর্ব্বাণী।
বিলাসরসের খনি, প্রেমময়ী গুণমণি, কবে বা ভজিব রাধারাণী ॥"৫॥

রোষাদি মাখানো পরস্পরের বিবিধ জল্পনাময় এই দানলীলা অতীব মধুর ও পরম আস্বাদ্য। শ্রীপাদ রূপগোস্বামিচরণ তাঁহার দানকেলিকৌমুদীর মঙ্গলাচরণে দানঘাটিতে অবরুদ্ধা শ্রীরাধার **কিলকিঞ্চিত** দৃষ্টিকে স্তব করিয়াছেন—

"অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতি।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ॥"

"দানঘাটির পথে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অবরুদ্ধা শ্রীরাধার যে দৃষ্টি তাঁহার অন্তরের আনন্দজনিত ঈষৎহাস্যে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে দৃষ্টির (নয়নের) পক্ষ্মসকল অশ্রুকণদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যে দৃষ্টির প্রান্তভাগ অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, রসিকতায় যাহা উৎসিক্তা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে যে দৃষ্টি (নয়ন) কুঞ্চিত হইয়াছিল, যে দৃষ্টির তারকাদ্বয় মধুরভাবে বক্র হইয়া অতি অপূর্ব সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছিল, কিলকিঞ্চিত ভাবরূপ কুসুমগুচ্ছে শোভিতা শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।"

শ্রীকৃষ্ণ সুবল, মধুমঙ্গলাদি প্রিয়নর্মসখাগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীগোবর্ধন-সমীপবর্তি পথে সসখী শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত বিচিত্র পরিহাসরসমাধুরীর মধ্যদিয়া তাঁহার প্রেমরসের আস্বাদন করিবেন বলিয়া দানঘাটি রচনা করিয়া দানীর বেশে অবস্থান করিতেছেন। সখীগণসহ শ্রীরাধারাণীও গোবর্ধনতটে গোবিন্দকুণ্ডে ভাগুরি প্রভৃতি মুনিগণ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত বসুদেব মহাশয়ের যজ্ঞে ঘৃতদানের ছলে মস্তকোপরি ছোট ছোট স্বর্ণঘটে সদ্যজাত ঘৃত লইয়া শ্যামমিলনাকাঙ্ক্ষায় চলিয়াছেন। **"দানছলে ভেটিব কানাই"** এই তাঁহাদের মনঃকথা। দানঘাটিতে পরস্পরে কত শত পরিহাসরসের আস্বাদন! দানগ্রহণছলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে যাইতেছেন। বাধা দিয়া সখীগণ বলিতেছেন—

"এই মনে বনে দানী হইয়াছ ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজ-কুমারী সঙ্গে কিসের রভস রঙ্গ॥
এমন আচর নাহি কর ডর ঘনাঞা আসিছ কাছে।
গুরুবর আগে করিব গোচর তখন জানিবে পাছে॥
ছুঁইও না ছুঁইও না নিলাজ কানাই আমরা পরের নারী।
পর-পুরুষের পবন-পরশে সচেলে সিনান করি॥
গোবিন্দদাসের বচন মানহ না কর এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরী ওরসে আগোরী করহ তাকর সঙ্গ॥" (পদকল্পতরু)

সখীগণের কথা শ্রবণে নাগর স্বচ্ছন্দে ও সদর্পে শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়াছেন। শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ বসনাকর্ষণপূর্বক ভঙ্গীসহকারে প্রগল্ভবচনে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছেন—

পারাবার-বিহার-কৌতুকিমনঃপূরেণ কংসারিণা
স্ফারে মানসজাহ্নবী জলভরে তর্য্যাং সমুত্থাপিতাম্।
জীর্ণা নৌর্ম্মম চেৎ স্থলেদিতি মিষাচ্ছায়াদ্বিতীয়াং মুদা
পারে খণ্ডিতকঞ্চুলীং ধৃতকুচাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৭॥

অনুবাদ—বিশাল মানসগঙ্গার গভীরজলে পারাবার বিহার অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে একাকিনী নৌকায় আরোহণ করাইয়া "আমার তরণী জীর্ণা, যদি উহা জলমগ্ন হয়' এই ছলে কঞ্চুলিকা ত্যাগ করাইয়া সানন্দে যাঁহার স্তনযুগল ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিব ? ৭॥

টীকা—পুনঃ কিম্ভূতাং স্ফারে আয়তে মানসজাহ্নবীজলভরে তর্য্যাং নৌকায়াং কংসারিণা কর্ত্রা উত্থাপিতামারোপিতাম্। হরিণা কিম্ভূতেন পারাবার বিহারে কৌতুকি যন্মনস্তেনৈব পূরঃ পূরণং যস্য তেন তথা। পুনঃ কিম্ভূতাং মম জীর্ণা নৌশ্চেদ্‌যদি স্খলেৎ ইতি মিষাৎ ছায়াদ্বিতীয়ামেকাকিনীং রাধাং

"হেদে হে নন্দের সুত কে তোমা করিল মহাদানী।
দণ্ডে কাচ নানা কাচ না ছাড় রমণী পাছ বুঝালে না বুঝ হিতবাণী॥
শুনিয়াছি শিশুকালে পূতনা বধেছ হেলে তৃণাবর্ত্তের লৈয়াছ পরাণ।
এখনি নন্দের বাড়ী দেখিয়াছি গড়াগড়ি এখনি সাধিতে আইলা দান॥
কাড়ি নিব পীতধড়া আলুঞা ফেলিব চূড়া বাঁশীটি ভাসাইয়া দিব জলে।
কুবোল বলিবে যদি মাথায় ঢালিব দধি বসিতে না দিব তরুতলে॥
মোহন চাতুরী করি বাঁশীতে সন্ধান পূরি বুকে হান মনমথ-বাণ।
রমণী-মণ্ডল করি আভরণ লব কাড়ি ভালমতে সাধাইব দান॥
রাখাল বর্ব্বর জাতি ধেনু রাখ দিবারাতি মহিষ গোধন বৎস লৈয়া।
কুল-বধূ সনে হাস, ইথে নাহি লাজ বাস এখনি কংসেরে দিব কৈয়া॥" (ঐ)

নাগরকে এইপ্রকার সরস তিরস্কার করিবার কালে শ্রীমতীর ভ্রূদর্পে বিলসিত চঞ্চল নয়ন-যুগলের চকোরের ন্যায় কি অপূর্ব শোভা ! শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফুরণে লীলাটি আস্বাদন করিয়া স্ফূর্ত্তির বিরামে তাৎকালিক সেবা কামনা করিয়াছেন।

"গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনে, গিরিধারী সখাগণে, পথকর গ্রহণের ছলে।
পথ অবরোধ করি, ধরিলা গর্ব্বেতে হরি, শ্রীরাধার বসন-অঞ্চলে॥
সখী-সঙ্গে হাস্যমুখী, অন্তরেতে মহাসুখী, বাহ্যে ক্রোধ করি অভিনয়।
প্রগল্‌ভ-বাক্যেতে ধনি, ভঙ্গি করি বিনোদিনী, তিরস্কার করে অতিশয়॥
হেনকালে ভ্রূভঙ্গিমা, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সীমা, সুচঞ্চল নয়ন-চকোর।
বিলাসিনীর সে বিলাস, মুগ্ধ-কৈল পীতবাস, ভজি তাঁরে হইয়া বিভোর॥"৬॥

পারেপার নিমিত্তে মুদা হর্ষেণ খণ্ডিতবঞ্চুলিং ত্যাজিত কঞ্চুলিকাং সতীং ধৃতকুচাং গৃহীতস্তনীম্। অন্যো-ঽপি নাবিকো ভগ্ননৌকা জলপ্লবন শঙ্কয়া ত্ত্রস্থং জনং সন্তরণার্থং মস্তকোরসো র্বৃতিং বস্ত্রাদিকং ত্যাজয়-তীতি ॥৭॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ মানসগঙ্গায় শ্রীরাধামাধবের অতি রহস্যময় নৌকালীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়া স্ফূর্তির বিরামে তাদৃশ শ্রীরাধার ভজন কামনা করিতেছেন এইশ্লোকে। মানস-গঙ্গার আবির্ভাব-সম্বন্ধে কথিত আছে, সপরিকরে শ্রীল নন্দমহারাজ একদা গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া গোবর্ধনতট পর্যন্ত আগমন করিলে সর্বতীর্থময় এই ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া তাঁহারা আবার গঙ্গা-স্নানের নিমিত্ত কেন অন্যত্র গমন করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে গঙ্গাকে আহ্বান করিলেন এবং গঙ্গা মকরবাহিনীরূপে আবির্ভূতা হইয়া সকলকে দর্শনদান করিলেন। নন্দাদি গোপগণও তাঁহাতে স্নান করিয়া অন্যত্র গমন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বস্তুতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাস্থলী মানস জাহ্নবী শ্রীগিরিরাজতটে নিত্যই অবস্থান করিতেছেন, লৌকিকলীলায় ঐরূপে আবির্ভাবে রস-পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে।

বর্ষাকাল। মানসজাহ্নবীতে সুবিশাল জলপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত। অপরাহ্নে শ্রীমতী রাধারাণী সখীগণ সঙ্গে মানসগঙ্গার কূলে গিয়া সুদূর গঙ্গাবক্ষে একটি মাত্র তরণী দেখিয়া 'নাবিক নাবিক' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। গঙ্গার বক্ষ আলোকিত করা রসিক নাবিক বহুক্ষণ পর শুনিতে পাইয়া ধীরে ধীরে তরণী লইয়া তীরে আনয়ন করিলেন। সবিস্ময়ে সকলে দেখিলেন তরীটি ভগ্ন!

"ডাক দিয়া বলে নাইয়া না আন ঘাটে। আমরা হইব পার বেলা সব টুটে ॥
দেখিয়া নাগররাজ জীর্ণ তরী লৈয়া। হাসিয়া কহয়ে কথা কাণ্ডারী হইয়া ॥
কে দিবে আমারে কহ কতেক বেতন। একে একে পার করিব যত জন ॥
রাই কহে যাহা চাহ তাহা আমরা দিব। কাণ্ডারী কহয়ে হিয়ার রতন লইব ॥
একাকিনী নৌকায় চড়িলা বিনোদিনী। তরঙ্গ বাড়িল তায় জীর্ণ তরিখানি ॥
তরঙ্গ দেখিয়া থরহরি কাঁপে রাই। সাবধানে বায় নৌকা কাণ্ডারী কানাই ॥"

(পদকল্পতরু)

রসিক নাবিক শ্রীমতীকে ভীতা দেখিয়া বলিতেছেন,—'রাধে! যেভাবে তরঙ্গের বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মনে হয় সহসা এই ভগ্নতরী জলমগ্ন হইতে পারে। সুতরাং তরী যদি জলমগ্ন হয়, সাঁতার কাটিয়া পার হওয়া ব্যতীত প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় নাই। অতএব বক্ষঃবসন (কঞ্চু-লিকা) ত্যাগ করিয়া সন্তরণের নিমিত্ত প্রস্তুত থাক।' এইরূপ নানাছলে শ্রীমতীকে কঞ্চুলিকা ত্যাগ করাইয়া রসিক নাবিক তাঁহার স্তনদ্বয় ধারণ করিয়া রসের সায়রে ভাসিলেন। সখীমঞ্জরীগণ যুগলের অদ্ভুতলীলা দর্শনে আনন্দে আত্মহারা! স্ফুরণের বিরাম হইল। শ্রীপাদ রঘুনাথ তাদৃশ শ্রীমতীর ভজন প্রার্থনা করিলেন আর্তিভরে।

উল্লাসৈর্জলকেলি-লোলুপ মনঃপূরে নিদাঘোদগমে
ক্ষ্বেলীলম্পটমানসাভিরভিতঃ সায়ং সখীভির্বৃতাম্।
গোবিন্দং সরসি প্রিয়েঽত্র সলিলক্রীড়াবিদগ্ধং কণৈঃ
সিঞ্চন্তীং জলযন্ত্রকেণ পয়সাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৮॥
বাসন্তী কুসুমোৎকরেণ পরিতঃ সৌরভ্যবিস্তারিণা
স্বেনালঙ্কৃতিসঞ্চয়েন বহুধাবির্ভাবিতেন স্ফুটম্।
সোৎকম্পং পুলকোদগমৈর্মুরভিদা দ্রাগ্ ভূষিতাঙ্গীং ক্রমৈ-
র্মোদেনাশ্রুভরৈঃ প্লুতাং পুলকিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৯॥

অনুবাদ – গ্রীষ্মারম্ভে জলকেলিতে লুব্ধমনা যে শ্রীরাধা সায়ংকালে ক্রীড়াকৌতুকী সখীগণে পরিবৃতা হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে জলযন্ত্রদ্বারা জলকেলি-কুশল শ্রীকৃষ্ণকে জলকণাসমূহে সিক্ত করিতে-ছেন—সেই শ্রীরাধারাণীকে আমি কবে ভজন করিব ? ৮॥

পুলকিত ও কম্পিত শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক যিনি সৌরভে দিগন্ত আমোদিতকারী বাসন্তী কুসুমনিচয়-দ্বারা স্বনির্মিত বিবিধ অলঙ্কারসমূহে ভূষিতা হইয়া প্রমোদাশ্রুনিকরে পরিব্যাপ্তা ও পুলকিতা হইতেছেন, সেই শ্রীরাধার কবে ভজন করিব ? ৯॥

টীকা—পুনঃ কিম্ভূতাং জলকেলৌ লোলুপম্ অতিলুব্ধং যন্মনস্তস্য পূরে পূরণনিমিত্তে নিদাঘো-দগমে গ্রীষ্মারম্ভে উল্লাসৈঃ সায়ং সখীভির্বৃতাং সতীং জলযন্ত্রকেণ পয়সাং কণৈর্গোবিন্দং সিঞ্চন্তীম্। সখীভিঃ কিম্ভূতাভিঃ ক্ষ্বেলীলম্পট মানসাভিঃ। গোবিন্দং কিম্ভূতং সলিল ক্রীড়াবিদগ্ধম্ ।৮॥

পুনঃ কিম্ভূতাং পুলকোদগমৈরুপলক্ষিতেন মুরভিদা কৃষ্ণেন। সোৎকম্পং যথাস্যাত্তথা দ্রাক্

"গোবিন্দ রসিক-বর, বিদগধ সুনাগর, কামক্রীড়া যাঁহার চরিত।
মানস-জাহ্নবী-জলে, বিহার করিতে ছলে, নাবিক হইলা অদভুত॥
পারাপার করিবারে, ভাঙ্গা তরি আনি তীরে, সুচাতুর্য্যে নাগরেন্দ্র রায়।
একাকিনী শ্রীরাধায়, উত্তোলনে সে নৌকায়, বলিতেছে মাঝ দরিয়ায়॥
একে মোর জীর্ণা তরি, তোমার যৌবন ভারি, সুকুমারী দেখত চাহিয়া।
যদি জলমগ্না হয়, সদা মোর এই ভয়, কি করিব না পাই ভাবিয়া॥
এত বলি শ্যামরায়, হাসিয়া নিকটে যায়, ত্যাগ করাইয়া কঞ্চুলিকা।
স্তনযুগ মনোহারী, করে ধরে গিরিধারী, রসে ডগমগি শ্রীরাধিকা॥
বিচিত্র বিলাস দেখি, অন্তরেতে মহাসুখী, স্ফুরণেতে রঘুনাথ দাস।
সেই কৃষ্ণ প্রিয়তমা, পাঞ্চালিকা মনোরমা, সেব নিত্য প্রেম করি আশ।"৭॥

ঝটিতি ভূষিতাঙ্গীম্। কেন পরিতঃ সর্ব্বত্র সৌরভ্য বিস্তারিণা বাসন্তীকুসুমোৎকরেণ স্বেনাত্মনাবির্ভাবিতেন নির্ম্মিতেনালঙ্কৃতি সঞ্চয়েনালঙ্কারসমূহেন চ। অত্র চকারাভাবরূপ ন্যূনপদতা আনন্দমগ্নস্যোক্তৌ গুণএব উক্তাবানন্দমগ্নাদেঃ স্যান্ন্যূনপদতা গুণ ইতি কতিধা প্রতিপাদিতম্। মোদেন হর্ষেণ ক্রমৈর্ধারাবাহিভিরশ্রুভরৈঃ প্লুতাঙ্গীম্ ॥৯॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ অষ্টম ও নবমশ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডে সখীগণসহ শ্রীরাধামাধবের জলবিহার ও কুণ্ডতটবর্তি কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক শ্রীমতীর শিঙ্গার-রচনা লীলার স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। গ্রীষ্মঋতু সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে,সন্ধ্যাকালে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডতীরে বসিয়া ভজন করিতেছেন। সহসা স্ফূরণ আসিল। সখীগণসহ শ্রীরাধামাধব শ্রীকুণ্ডতীরে বিহার করিতেছেন। শ্রীমতী শ্যামসুন্দরের সহিত জলকেলিতে লুব্ধমনা, সখীগণও সকলেই জলক্রীড়াকৌতুকী। পরস্পর জলক্রীড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া জলক্রীড়ার উপযোগী বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া কুণ্ডনীরে অবতরণ করিলেন! নবমেঘ স্থির বিদ্যুৎমালার সঙ্গে যেন জল লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন।*

"রাধা সখী সঞে ও বর নাহ। কৌতুকে কেলি-কুণ্ড অবগাহ ॥
অপরূপ সুরচন করু জল-কেলি। সখীগণ সঞে নাগরী একু মেলি ॥
দ্বৈরথ যুঝত যৈছন বীর। তৈছন জলসেক দুহুঁক শরীর ॥
রাধামোহন পহুঁ কুঞ্জক চাহ। অবসরে রাই করু জল অতিবাহ ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীমতী হস্তে জলযন্ত্র (পিচকারী) লইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণাসমূহে জলকেলি কুশলনাগরকে সিক্ত করিতেছেন। যেন স্বীয় অনন্ত প্রেমরসধারায় নাগরমণিকে সিঞ্চন করিতেছেন। মত্ত করিণীগণ সঙ্গে গজেন্দ্রের ন্যায় স্বচ্ছন্দজলবিহার!

"করিণীর সঙ্গে। করিবর রঙ্গে ॥ দুহুঁ দুহুঁ মেলি। করু জলকেলি ॥
সখীগণ নিপুণা। বেঢ়ল হঠিনা। কেহো দেই নীরে। কেহো লই চীরে।
কেহো দেই তালী। কেহো বলে ভালি ॥ কানু মুখ মোড়ি। জল দেই জোরি ॥
কেহ কেহ হারি। কেহ দেই গারি ॥ কেহ ভাগি দূরে। চমকে নেহারে ॥
কানু করে বেঢ়ি। ধয়ল কিশোরী ॥ সলিল অগাধা। লেই চলু রাধা ॥
কানুক অঙ্গে। ভাসত সঙ্গে ॥ পাতল চীরে। বেকত শরীরে ॥
নিরখিতে কান। হানে পাঁচবাণ ॥ ধনী করি বুকে। চুম্ব দেই মুখে ॥
ধনী কুচ জোর। হাসি দেই মোর ॥ হরি পুণ সাধা। আনলি রাধা ॥
রাখলি তীরে। আপনহিঁ নীরে ॥ পদ্মিনী ঠারে। চললি বিহারে ॥
কমলিনী-ঠামে। মিললি শ্যামে ॥ সখীগণ মেলি। করু কত কেলি ॥

শ্রীরাধিকাষ্টকম্ ৮ সংখ্যক শ্লোকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যায় শ্রীকুণ্ডে নিদাঘের জলকেলি দ্রষ্টব্য।

নাগর সঙ্গে। কর রস-রঙ্গে॥ কিয়ে ভেল শোভা। শেখর লোভা॥" (ঐ)

জলকেলি সমাপন করিয়া সকলে তীরে আসিলে কিঙ্করীগণ তাঁহাদের অঙ্গে উদ্বর্তন সুগন্ধি তৈল মর্দনাদি করিয়া পুনরায় স্নান করাইলেন। অতঃপর শ্রীকুণ্ডতটবর্তি কুঞ্জে সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধামাধব বসন-ভূষণাদি পরিধান করিলেন।

"নাহি উঠল তীরে সবহুঁ সখীগণ নাগরী নাগর রায়।
বসন নিচোড়ি মোছই সব তনু নব নব বেশ বনায়॥
বিনোদিনী বেশ করত বর কান।
চিকুর সন্তারি কবরী পুন বান্ধল অলক তিলক নিরমাণ॥
সীঁথি বনাইয়া উর পর লেখই মৃগমদ—চিত্র নিশান॥
রতি-জয়-রেখ চরণযুগ লেখই আর কত বেশ বনান।
কতহুঁ যতন করি বসন পরায়ল নূপুর দেয়ল রঙ্গে।
গোবিন্দদাস ওরূপ হেরইতে মুরুছায় কতহুঁ অনঙ্গে॥" (ঐ)

শ্রীকুণ্ডের বনে বাসন্তীকুসুম বিকসিত হইয়া সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। শ্যাম শ্রীমতীকে কুসুমের অলঙ্কার পরাইবেন। শ্যামসুন্দরের ইচ্ছা বুঝিয়া কৌতুকী সখী-মঞ্জরীগণ বিবিধ সুরভিত বাসন্তী-কুসুম চয়ন করিয়া আনিলেন। ঐ কুসুম দিয়া শ্যামসুন্দর বিপুল অনুরাগভরে স্বহস্তে শ্রীমতীর হার, বলয়, কেয়ূর, কর্ণভূষণ, কাঞ্চী, নূপুরাদি অলঙ্কার নির্মাণ করিয়া কত অনুরাগভরে স্বামিনীকে সাজাইতেছেন। অলঙ্কার পরাইবার কালে প্রেমময়ীর শ্রীঅঙ্গস্পর্শে নাগরের দেহ পুলকিত ও কম্পিত হইতেছে। শৃঙ্গাররসের পরশ দিয়া শৃঙ্গার করা হইতেছে। শ্রীমতীও তাই অধীন নায়কের স্পর্শ পাইয়া প্রমোদাশ্রুতে পরিব্যাপ্তা ও পুলকিত হইতেছেন! সখীমঞ্জরীগণ আনন্দ ও কৌতুকের সায়রে সন্তরণ করিতেছেন। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। শ্রীপাদ রঘুনাথ হাহাকারের সহিত শ্রীমতীর ভজন বা সাক্ষাৎ সেবা কামনা করিতেছেন। জলক্রীড়ার প্রারম্ভে ঈশ্বরীকে জলকেলির উপযোগী বসন পরিধান করানো, জল-বিহার সমাপ্তে শ্রীঅঙ্গে-উদ্বর্তন দান, সুগন্ধি তৈল মর্দন, অঙ্গ মুছাইয়া বসন পরিধান করানো। শ্যাম ঈশ্বরীর বেশ-রচনায় আত্মনিয়োগ করিলে বেশরচনার উপকরণ আনয়ন নাগর কুসুমের অলঙ্কারে শ্রীমতীকে সাজাইতে ইচ্ছা করিলে বাসন্তী কুসুমসম্ভার আনয়ন, নাগরের বেশ রচনায় সহায়তা প্রভৃতি এখানে শ্রীরাধার ভজন বা সাক্ষাৎসেবা বলিয়া জানিতে হইবে।

"নিদাঘের প্রারম্ভেতে, রাধাকুণ্ডে প্রদোষেতে, বিনোদিনী সখীগণ সঙ্গে।
সুখে জলকেলি করে, জলযন্ত্র লৈয়া করে, সিঞ্চে জল মাধবের অঙ্গে॥
রসের প্রতিমা যত, কেলি করে অদভুত, জলযুদ্ধে পরম উল্লাস।
কলাবতী রাধারাণী, রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি, পরস্পর বিচিত্র বিলাস॥
ভাগবত-চূড়ামণি, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, স্ফুরণেতে করি দরশন।

প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকপ্রিয়া মুররিপোর্যা হন্ত যস্যা অপি
স্বীয়-প্রাণ-পরার্দ্ধতোঽপি দয়িতাস্তৎপাদরেণোঃ কণাঃ।
ধন্যাং তাং জগতীত্রয়ে পরিলসজ্জজ্বাল কীর্ত্তিং হরেঃ
প্রেষ্ঠাবর্গ-শিরোঽগ্র-ভূষণমণিং রাধাং কদাহং ভজে ॥১০॥
উৎকণ্ঠা-দশকস্তবেন নিতরাং নব্যেন দিব্যৈঃ স্বরৈ-
র্বৃন্দারণ্য-মহেন্দ্রপট্টমহিষীং যঃ স্তৌতি সম্যক্ সুধীঃ।
তস্মৈ প্রাণসমা গুণানুরসনাৎ সংজাতহর্ষোৎসবৈঃ
কৃষ্ণোঽনর্ঘমভীষ্টরত্নমচিরাদেতৎ স্ফুটং যচ্ছতি ॥১১॥

॥ ইত্যুৎকণ্ঠাদশকং সম্পূর্ণম্ ২৪॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয়তমা, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণরেণুকণা যাঁহার পরার্ধ প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, যাঁহার সমুজ্জ্বল কীর্তি ত্রিজগতের সর্বত্র বিস্তৃত এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াবর্গের শিরোভূষণমণি-স্বরূপা, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজন করিব ?১০॥

যে সুধী দিব্য স্বরসংযোগে এই অভিনব উৎকণ্ঠাদশকস্তবদ্বারা শ্রীবৃন্দাবন-পট্টমহিষী শ্রীরাধা-রাণীকে সম্যক্‌রূপে স্তুতি করেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রাণসমা শ্রীরাধার গুণাস্বাদন করত পরমানন্দে তাহাকে শ্রীরাধার সেবারূপ অভীষ্টরত্ন শীঘ্রই প্রদান করিয়া থাকেন ॥১১॥

টীকা—প্রাণেভ্যোঽপীতি। যস্যাঃ রাধায়াঃ তৎপাদরেণোস্তস্য কৃষ্ণস্য পাদরেণোঃ পরিলসদিতি পরিলসন্তী শোভমানা অথচ জজ্বালা সর্ব্বত্র প্রসরণায় বেগবতী কীর্ত্তির্যস্যাঃ সা তথা। জজ্বালোঽতিজব-স্তুল্যাবিত্যমরঃ। প্রেষ্ঠাবর্গস্য প্রিয়াবর্গস্য শিরোঽগ্রভূষণেষু মণিস্তাং তথা ॥১০॥

পঠন ফলমাহ। যঃ সম্যক্ সুধীর্দিব্যৈঃ স্বরৈঃ কৃত্বা নব্যেন উৎকণ্ঠাদশকস্তবেন বৃন্দারণ্য মহেন্দ্র পট্টমহিষীং শ্রীরাধাং নিতরাং স্তৌতি কৃষ্ণ তস্মৈ অনর্ঘং মহামূল্যং এতৎ সেবনরূপমভীষ্ট-রত্নমচিরাৎ

রাধা-পাদপদ্ম-সেবা,　প্রার্থনা করয়ে সদা,　অশ্রুজল করিয়া সিঞ্চন।”৮॥
“নবীন বসন্ত—কাল,　গন্ধপুষ্পে ভরা ডাল,　দশদিশি গন্ধে আমোদিত।
নবীন কুসুমাবলী,　অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি,　চয়ন করিয়া নন্দসুত ॥
কুসুমের অলঙ্কারে,　শ্রীরাধিকায় গিরিধরে,　সাজাইছে করি কত রঙ্গ।
রাই-অঙ্গ পরশনে,　পরম আনন্দ মনে,　পুলকে পূরিত সর্ব্ব অঙ্গ ॥
ভূষিত হইয়া রাধা,　কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা,　লাবণ্য-তরঙ্গ বয়ে যায়।
কত যে পুলকাবলী,　প্রতি অঙ্গে করে কেলি,　অশ্রু-কম্প শিহরণ তায় ॥
প্রেমাব্ধি-তরঙ্গ-মাঝে,　রসময়ী রসরাজে,　আর কবে হবে দরশন ?
ভাগবত-চূড়ামণি,　রঘুনাথ দাস গোস্বামী,　প্রেমসেবা মাগে অনুক্ষণ ॥”৯॥

শীঘ্রং প্রযচ্ছতীত্যন্বয়ঃ। কৃষ্ণ কিম্ভূতঃ প্রাণসমায়া যো গুণস্তস্য রসনাৎ আস্বাদনাৎ সংজাত হর্ষোৎ-সবৈরুপলক্ষিতঃ ॥১১॥

॥ ইতি উৎকণ্ঠাদশকবিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ দশম শ্লোকের প্রথমে শ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক প্রিয়তার উল্লেখ করিতেছেন—**"প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকপ্রিয়া মুররিপোর্যা।"** 'যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয়া' শ্রীগীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥" (৯ ২৯) 'হে অর্জুন! আমি সর্বভূতে সম, অতএব আমার দ্বেষ্যও কেহ নাই, প্রিয়ও কেহ নাই; কিন্তু যাঁহারা ভক্তিপূর্বক আমার ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও সেই সকল ভক্তে অবস্থান করি।' যে হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি একবিন্দু ভক্তে সঞ্চারিত হইয়া ভক্তের প্রতি আত্মারাম, আপ্তকাম ও সর্বভূতে সম শ্রীভগ-বানের প্রিয়তা আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেই হ্লাদিনীশক্তির মূর্তিমতী অধিষ্ঠাত্রীদেবী পরম মহান্ প্রেম-বতী প্রেমের পরমসার মাদনাখ্যমহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী যে শ্রীকৃষ্ণের কোটিপ্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয়তমা হইবেন, ইহা ত বলাই বাহুল্য। যাঁহার প্রতি প্রিয়তায় সেই অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্যামসুন্দর বিভোর! শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে মহাজন গাহিয়াছেন—

"সুন্দরি! আমারে কহিছ কি?
তোমার পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়াছি ॥
থির নহে মন— সদা উচাটন— সোয়াত নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশদিগগণে তোমারে দেখি সদাই ॥
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া গিরি-নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে সদাই জাগয়ে মনে ॥
শুন বিনোদিনী, প্রেমের কাহিনী পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন জ্ঞান কহে গেল ধান্দা ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রিয়তা বর্ণনায় বলিলেন— **'হন্ত যস্যা অপি স্বীয় প্রাণ-পরার্দ্ধতোঽপি দয়িতাস্তৎপাদরেণোকণাঃ"** অর্থাৎ 'কি আশ্চর্য! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের এক একটি রেণুকণা যাঁহার পরার্ধ প্রাণ বা অসংখ্য প্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয়।' যে প্রেম শ্রীভগবানকে কোটিপ্রাণ প্রতিম-রূপে অনুভব করায়, সেই প্রেমেরই মূলা অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীরাধা। অতএব তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রিয়তার কোন সীমা পরিসীমা নাই। কি ভাষা দিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তা ব্যক্ত করা যাইবে সেরূপ কোন ভাষাও বিশ্বের ভাণ্ডারে নাই। তাই 'শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের এক একটি রেণুকণিকা শ্রীমতীর অসংখ্য প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়' বলিয়া প্রিয়তার অসীমতার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। শ্রীমতীর উক্তিতে মহাজন তাঁহার অতি সহজ প্রেমের কথা অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"ওহে নাথ ! কিছুই না জানি, তোমাতে মগন মন দিবস-রজনী।
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি, পরাণপুতলী তুমি জীবনের সখি।
অঙ্গ-আভরণ তুমি, শ্রবণ-রঞ্জন, বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন ॥
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি, রায় বসন্ত কহে পঁহু প্রেমরাশি ॥ * (পদকল্পতরু)

'শ্রীরাধার সমুজ্জ্বল কীর্তি ত্রিজগতের সর্বত্রই বিস্তৃত।' শ্রীউজ্জ্বলে শ্রীমতীর পঞ্চবিংশতি গুণের মধ্যে '**জগচ্ছ্রেণীলসদ্যশা**' নামে একটি গুণ লিখিত আছে। অর্থাৎ 'যাঁহার যশে নিখিল বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়াছে।' ইহা স্বাভাবিক, কারণ মহাপ্রভু যখন রামানন্দরায়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?' উত্তরে রামরায় বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণপ্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥" সেই প্রেমভক্তির মহাসিন্ধুস্বরূপা শ্রীরাধার কীর্তি যে অখিল ভুবনব্যাপ্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? শেষে বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াবর্গের যিনি শিরোমণি-স্বরূপা' শ্রীরাধা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, শ্রীকৃষ্ণের নিখিল শক্তি-বর্গের মূল উৎস। সর্বশ্রেষ্ঠপ্রিয়া জানিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে শ্রীবৃন্দাবনের আধিপত্য দান করিয়াছেন। "বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রত্যুষতা" (পদ্মপুরাণ)। নিখিল বিষ্ণুস্বরূপের শক্তি কমলাগণ যাঁহার অংশ-কলা, রুক্মিণী সত্যভামাদি কৃষ্ণকান্তাগণ যাঁহার বিলাসমূর্তি এবং গোপীগণ যাঁহার কায়ব্যূহ। এইরূপে সেই এক পরাপ্রকৃতি বিবিধ বিচিত্রমূর্তি ধারণ করিয়া সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে পরমানন্দরসে আপ্যায়িত করিতেছেন। "গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব-সর্ব্ব-কান্তা-শিরোমণি ॥" (চৈঃ চঃ)।

শ্রীপাদ রঘুনাথ একটি শ্লোকে এই উৎকণ্ঠাদশকস্তোত্রের ফলশ্রুতি বলিতেছেন। এই উৎকণ্ঠা-দশকে বিপুল উৎকণ্ঠা বুকে লইয়া শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁহার অভীষ্ট ঈশ্বরী শ্রীমতীর ভজন বা সাক্ষাৎসেবা প্রার্থনা করিয়াছেন। সুতরাং যে সুধীজন দিব্যস্বরসংযোগে বা সুললিত কণ্ঠে এই উৎকণ্ঠাদশক পাঠ করিবেন, তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনরাজ্ঞী শ্রীরাধারাণীকে সম্যক্‌রূপে স্তুতি করা হইবে। কারণ শ্রীপাদের এই মহাবাণী তাঁহার বিপুল উৎকণ্ঠার সহযোগে তাদৃশ শক্তিশালী হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তমা শ্রীমতীর গুণমাধুরী আস্বাদনে পরমানন্দে অধীর হইয়া স্তোত্রপাঠকারীর যোগ্যাযোগ্যতার বিচার ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে শ্রীরাধার সেবারূপ অভীষ্টরত্ন শীঘ্রই প্রদান করিয়া ধন্য করিবেন। 'শ্রীরাধার সেবারূপ অভীষ্টরত্ন, বলিতে যুগলসেবাসম্পদ্ দানে ধন্য করিবেন, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম অভীষ্ট বা চরম কাম্য—

"রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর। জীবনে মরমে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন। রতন-বেদীরোপরে বসাব দুজন ॥

---

* শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত বিশাখানন্দদ—স্তোত্রের ৫১ শ্লোক হইতে ৬২ শ্লোকে এবং তাহার স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

অথ শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকম্

শ্রীশ্রীনবযুবরাজায় নমঃ

স্ফুরদমলমধূলী-পূর্ণরাজীবরাজন্নবমৃগমদগন্ধ-দ্রোহি দিব্যাঙ্গ-গন্ধম্।
মিথ ইত উদিতৈরুন্মাদিতান্তর্বিঘূর্ণদ্‌ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্বরত্নং দিদৃক্ষে ॥১॥
কনকগিরি-খলোদ্যৎ কেতকীপুষ্পদীব্যন্নবজলধর-মালাদ্বেষি-দিব্যোরু-কান্ত্যা।
শবলমিব বিনোদৈরীক্ষয়ৎ স্বং মিথস্তদ্‌ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্বরত্নং দিদৃক্ষে ॥২॥

অনুবাদ— যাঁহাদের দিব্য অঙ্গ-সৌরভ পূর্ণবিকসিত নির্মল পদ্মের সহিত মিলিত নবকস্তুরিকার পরিমলকেও পরাভূত করিয়াছে, এই ব্রজমধ্যে পরস্পরের দর্শনে যাঁহাদের অন্তর উন্মাদিত ও আন্দোলিত হইতেছে, সেই নবযুবদ্বন্দ্বরত্ন শ্রীরাধাকৃষ্ণকে এই ব্রজভূমিতে আমি দর্শন করিতে অভিলাষ করি ॥১॥

শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব চুয়াচন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরি মুখচন্দ ॥
গাঁথিয়া মালতী মালা দিব দোঁহার গলে। অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর-তাম্বূলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ। আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস। নরোত্তম দাস করে সেবা অভিলাষ ॥" (প্রার্থনা)
"শ্রীকৃষ্ণের প্রাণকোটি প্রিয়তমা রাধা। কৃষ্ণ-স্নেহে পরিপূর্ণা প্রেম-কল্পলতা ॥
সেই শ্রীরাধিকার প্রাণকোটি নির্মঞ্ছন। কৃষ্ণ—পাদপদ্ম-রেণু অঙ্গের ভূষণ ॥
যাঁর কীর্ত্তি বেগবতী ত্রিজগত ভরি। রসের প্রতিমা রাধা পরমা সুন্দরী ॥
কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ভানু-সুকুমারী। বরজ মণ্ডল-মাঝে সীমন্ত মঞ্জরী ॥
বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাধা-পাদপদ্ম। কবে বা সেবিব আমি ভজন-সম্পদ্ ॥"১০॥
ভূমণ্ডলে ভাগ্যবান্, সেইত সুবুদ্ধিমান্, যেই জন দিব্যস্বরযোগে।
উৎকণ্ঠাদশকস্তবে, গান করে অভিনবে, প্রেমানন্দে অতি অনুরাগে ॥
শ্রবণেতে স্তব গাথা, তুষ্ট বিনোদিনী রাধা, বৃন্দাবন-কুঞ্জ-পাটরাণী।
প্রিয়াজীর স্তবাবলী, অমৃততরঙ্গ-কেলি, শুনি নাগরেন্দ্র-চূড়ামণি ॥
পরম আনন্দ মনে, শ্রীরাধার শ্রীচরণে, স্থান দিয়া কুঞ্জ-অভ্যন্তরে।
প্রেমসেবা করে দান, যুগল-কিশোর প্রাণ, রাধাপদ-দাসী নাম ধরে ॥
ইহার অধিক প্রাপ্তি, ত্রিভুবনে নাহি কতি, সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ যাতে হয়।
ভাগবত-চূড়ামণি, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, উচ্চৈঃস্বরে ফুকারিয়া কয় ॥"১১॥

॥ ইতি উৎকণ্ঠাদশকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥২৪॥

যাঁহারা শ্রীঅঙ্গের দিব্য মহতী কান্তির দ্বারা সুমেরু-পর্বতে সঞ্জাত কেতকীকুসুমের সহিত মিলিত নবজলধরের কান্তিকেও পরাজিত করিতেছেন এবং পরস্পর ক্রীড়াদ্বারা মিলিতের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন, সেই ব্রজযুবদ্বন্দ্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণকে এই ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে অভিলাষ করি ॥২॥

টীকা—স্ফুরদিতি। ব্রজভুবি ব্রজস্থলে নবযুনোর্দ্বন্দ্বরত্নং রাধাকৃষ্ণং দিদৃক্ষে দ্রষ্টুমিচ্ছামি। কিম্ভূতং স্ফুরৎ প্রকাশমানং যৎ অমলয়া মধুল্যা মধুনা পূর্ণরাজীবং পদ্মং তত্র রাজন্নবমৃগমদঃ কস্তুরী তস্য যো গন্ধস্তস্য দ্রোহণশীলোঽঙ্গগন্ধো যস্য তত্তথা। পুনঃ কিম্ভূতম্ ইত ইহ অর্থাদ্ব্রজভুবি মিথঃ পরস্পরম্ উদিতৈরুদয়ৈঃ করণৈরুন্মাদিতং যদন্তঃকরণং তেন বিঘূর্ণৎ আন্দোলায়মানম্ ॥১॥

পুনঃ কিম্ভূতং দিব্যোরুকান্ত্যা কনকগিরিশিখলে সুমেরুপর্ব্বত স্থানে উদ্যৎ যৎ কেতকীপুষ্পং তেন সহ দীব্যন্তী ক্রীড়ন্তী যা নবজলধরমালা নূতনমেঘসমূহস্তস্যা দ্বেষি তদ্দ্বেষণশীলম্! পুনঃ কিম্ভূতং মিথঃ পরস্পরং বিনোদৈঃ ক্রীড়াভিঃ কৃত্বা স্বমাত্মানাং শবলমিব মিলিতমিব ঈক্ষয়ৎ জনান্ প্রতিদর্শয়ৎ ॥২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁহার পরমাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবের দর্শনোৎকণ্ঠায় নিতান্ত অধীর হইয়া এই "নবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টকম্" নামক স্তোত্র-প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীপাদ স্বরূপাবিষ্টদশায় নিখিল অন্তর্জগতের উন্মাদক শ্রীশ্রীরাধামাধবের অঙ্গসৌরভ প্রাপ্ত হইয়া তাহারই বর্ণনা করিতেছেন। সাধকভক্তের অন্তরে রতির উদয় হইলেই তাঁহার চক্ষু ব্রজরাজনন্দনের অঙ্গের শ্যামলিমা, তদীয় অধর ও নেত্রপ্রান্তের অরুণিমা, তদীয় মৃদুহাস্যের ধবলিমা, বস্ত্র-ভূষাণাদির প্রীতিমা প্রভৃতি সন্দর্শনের আসন্ন সময়ে রুদ্ধকণ্ঠে অজস্র অশ্রুধারা বর্ষণে তিনি স্বীয় দেহকে অভিসিঞ্চিত করিয়া থাকেন। তখন ভক্ত ইষ্টের মুরলীর ধ্বনি, নূপুরাদির সিঞ্জন, কণ্ঠের মধুরস্বর শ্রবণের নিমিত্ত ক্ষণে ক্ষণে উৎকর্ণ হইয়া থাকেন। আবার তাঁহার কর-কিশলয়ের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়াই যেন পুলকিত হন। কখনো বা তদীয় অঙ্গসৌরভ আঘ্রাণ করিয়া নাসাপুট প্রফুল্লিত ও পুলকিত হইতে থাকে। কখনো বা অধর-সুধারস আস্বাদনের লালসায় অতিশয় অধীর হইয়া স্বীয় ওষ্ঠাধর লেহন করিতে থাকেন। (মাধুর্যকাদম্বিনী ৭মী বৃষ্টি) সাধকভক্তের রতিদশাতেই যদি এইরূপ পঞ্চেন্দ্রিয়ে অভীষ্টের শব্দ-স্পর্শাদির অনুভব হয়, শ্রীপাদ রঘুনাথ নিত্যপার্ষদ ও মহাভাবরাজ্যে; সুতরাং তাঁহার যে শ্রীরাধামাধবের শব্দ, স্পর্শ, গন্ধাদির আস্বাদন কত নিবিড়—তাহা কে বলিতে পারে? নিত্যপার্ষদ হইয়াও সাধকাভিমানে শ্রীপাদ শ্রীযুগলের শব্দ স্পর্শাদির অনুভব প্রাপ্ত হইয়া প্রবল উৎকণ্ঠাভরে তাঁহাদের দর্শন-কামনা করিতেছেন এই স্তোত্রে।

প্রথমতঃ যুগলের অঙ্গসৌরভ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন—'যাঁহাদের দিব্য অঙ্গ-পরিমল পূর্ণবিকসিত অমল কমলের সঙ্গে মিলিত নবকস্তুরিকার পরিমলকেও পরাজিত করিয়াছে। শ্রীরাধারাণীর ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের অনুভব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল, তাহা জিনি কৃষ্ণঅঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দভুবনে, করে সর্ব্ব-আকর্ষণে, নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥

সখি হে ! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়।

নারীর নাসায় পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে, কৃষ্ণপাশে ধরি লঞা যায় ॥

নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ, এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণঅঙ্গে।

কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যেই পরিমল, সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম-সঙ্গে ॥

হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ, তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী।

কর্পূরসনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে, মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি ॥" (চৈঃচঃ)

এইপ্রকার যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ, সেই শ্রীকৃষ্ণকেও উন্মাদিত করে যে গন্ধোন্মাদিতমাধবা শ্রীরাধার অঙ্গপরিমল ; সেই শ্রীরাধার অঙ্গমাধুরী যে কত নিরুপম তাহা কে বলিবে ? আবার যুগলের অঙ্গপরিমল-মাধুরী যে কত অদ্ভুত তাহা কাহারো ধারণা করিবার উপায় নাই। স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই গন্ধমাধুরী প্রাপ্তিতেই তাঁহাদের দর্শনোৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। আবার 'পরস্পরের দর্শনে শ্রীরাধামাধব উভয়েরই অন্তর উন্মাদিত ও অন্দোলিত হইতেছে।' মহাজন গাহিয়াছেন—

"দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল। আকুল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেল ॥

দুহুঁ দিঠি দুহুঁ মুখে অবধি নাহিক সুখে পুলকে পুরল দুহুঁ তনু।"

"দুহুঁ রূপে দুহুঁ জন নিমগন ভেলি।" ইত্যাদি (পদকল্পতরু)

শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়ন সেই যুগলরূপমাধুরী দর্শনের নিমিত্তই উৎকণ্ঠায় অধীর। দ্বিতীয় সংখ্যক শ্লোকে বলিতেছেন, "যাঁহারা অতি দিব্য মহতী অঙ্গকান্তিদ্বারা স্বর্ণময় সুমেরুপর্বতে সঞ্জাত কেতকী-কুসুমের সহিত মিলিত নবজলধরের কান্তিকেও পরাজিত করিতেছেন।' কেতকীকুসুম স্বভাবতই উজ্জ্বল পীতবর্ণ, আবার যদি উহা স্বর্ণময় পর্বতে জাত হয়, তবে যে আরো সমধিক উজ্জ্বল পীতবর্ণ হইবে, তাহাত বলাই বাহুল্য। সেই মহোজ্জ্বল কেতকীকুসুমের নিকট যদি নবমেঘের উদয় হয়, তাহা হইলে যে শোভা হইবে, শ্রীরাধামাধবের অঙ্গকান্তি তাহাকেও পরাজিত করিয়া থাকে। সেই অতি মহোজ্জ্বল নীল-পীতকান্তি পরস্পর ক্রীড়াদ্বারা মিলিতের ন্যায় প্রতীত হন। মহাজন গাহিয়াছেন—

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা। কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা ॥

নব-গোরোচনা গোরী কানু ইন্দিবর। বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর ॥

কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল। নবঘন মাঝে যেন বিজুরি পশিল ॥

রাই-কানুরূপের নাহিক উপাম। কুবলয় চাঁদ মিলল এক ঠাম ॥

রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর। দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর ॥" (পদকল্পতরু)

"পদ্ম সদ্য বিকসিত, মধুপূর্ণ সুবাসিত, তাহে নব কস্তুরী মিলন।

মনোহর পরিমল, তুলনা-রহিত স্থল, দুঁহু অঙ্গ গন্ধ নিরমল ॥

রসময়ী রসময়, দৈবেতে মিলন হয়, দুঁহুক অন্তরে রসসিন্ধু।

নিরুপম-নবগৌরী-নব্য-কন্দর্পকোটিপ্রথিত-মধুরিমোর্ম্মি ক্ষালিতং শ্রীনখান্তম্ ।
নব-নব-রুচিরাগৈর্হৃষ্টমিষ্টৈর্মিথস্তদ্ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্বরত্নং দিদৃক্ষে ॥৩॥
মদন রস বিঘূর্ণন্নেত্র পদ্মান্ত নৃত্যৈঃ পরিকলিতমুখেন্দুহ্রীবিনম্রং মিথোঽগ্রৈঃ ।
অপিচ মধুরবাচং শ্রোতুমাবর্দ্ধিতাশং ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্বরত্নং দিদৃক্ষে ॥৪॥

অনুবাদ—নিরুপম নবগৌরী ও কোটি কন্দর্পের সুবিখ্যাত মাধুর্য-তরঙ্গদ্বারা যাঁহাদের নখপ্রান্ত ক্ষালিত হইতেছে, পরস্পর নবনবায়মান রুচিযুক্ত অনুরাগে যাঁহারা সতত হৃষ্ট হইতেছেন, এইব্রজে সেই নবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীরাধামাধবকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি ॥৩॥

যাঁহাদের মদনরসে বিঘূর্ণিত নয়নকমলের ঈষৎকটাক্ষ-সঞ্চালনযুক্ত মুখচন্দ্র কিঞ্চিৎ লজ্জা-বিনম্র হইয়াছে এবং পরস্পরের মধুরবাণী শ্রবণের নিমিত্ত যাঁহাদের আশা নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই নব-যুবদ্বন্দ্ব শ্রীরাধামাধবকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি ॥৪॥

টীকা—নিরুপম নবগৌরীচ নব্যকন্দর্প কোটিশ্চ তয়োর্যা প্রথিতা সর্ব্বত্র খ্যাতা মধুরিম্নাং মাধুর্য্যাণাম্ ঊর্ম্মির্বীচিস্তয়া ক্ষালিতা নির্ম্মলীকৃতা যা শ্রীস্তস্যা নখেন করণেন অন্তো বিনাশো যস্মাদিতি তত্তথা মিথঃ পরস্পরং নবনবা রুচির্যত্র এবম্ভূতৈরিষ্টৈরাগৈরনুরাগৈর্হৃষ্টম্ ॥৩॥

মিথঃ পরস্পরং মদনরসেন বিঘূর্ণদ্যন্নেত্রপদ্মং তস্য অন্তস্য অঞ্চলস্য নৃত্যৈঃ পরিকলিতো বিষয়ী-কৃতো যো মুখেন্দুর্মুখচন্দ্রস্তেন যা হ্রীর্লজ্জা তয়া বিনম্রম্। কৃষ্ণস্য তু হ্রীনম্রত্বে কশ্চিৎসময়ো মৃগ্যঃ। অত্র হে প্রিয়ে যদ্যদা নেত্রান্তভঙ্গ্যা মন্মনশ্চালয়িতুং শক্যতে তদা ত্বমেব সকলভুবন স্ত্রীরত্ন ললামরত্নং মন্যসে ইত্যেবম্প্রকারকঃ অন্যথা রাধাকর্তৃক নিরীক্ষণেন কৃষ্ণস্য সলজ্জত্বে খ্যাতবিরুদ্ধতারূপার্থদোষাপত্তিঃ স্যাৎ। নায়িকা-কর্তৃক তাদৃক্ কটাক্ষেণ নায়কস্য লজ্জায়া আখ্যাতত্বাৎ। আ সম্যক্ বর্দ্ধিতা আশা অভিলাষো যস্য তৎ ॥৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীশ্রীরাধামাধবের দর্শনোৎকণ্ঠায় শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত কাতর। যুগলের

উছলি উছলি পড়ে, রসধারা চারিধারে, জগত ডুবায় একবিন্দু ।
শ্রীবৃন্দাবন-ধামে, নিভৃত-নিকুঞ্জবনে, নবযুব-দ্বন্দ্বরত্ন নাম ।
ভাগ্যে দরশন হবে, লালসা অন্তরে জাগে, প্রেমসেবা যার পরিণাম ॥”১॥
“শুদ্ধ হেমাচল পরে, কেতকী কুসুম ধরে, তার গর্ব্বের সৌন্দর্য্য মাধুরী ।
গৌরাঙ্গীর অঙ্গ সনে, তুলনায় তুচ্ছমানে, দ্যোতমানা পরমা সুন্দরী ॥
নবীননীরদ মালা, কান্তি যিনি করে আলা, ঢল ঢল নব-জলধর ।
নব নব বিভ্রমশালী, রূপে মুগ্ধ যত আলি, প্রতি অঙ্গ পরম সুন্দর ॥
সেই নব যুবদ্বন্দ্বে, মিলে যদি অঙ্গে অঙ্গে, ক্রীড়া ছলে কুঞ্জের ভিতর ।
গুরুরূপা সখী সনে, সে মাধুর্য্য দরশনে, কবে মোর জুড়াবে অন্তর ॥”২॥

অসমোর্ধ্ব মাধুরীই শ্রীপাদের চিত্তে এত বিপুল আলোড়ন জাগাইয়াছে! শ্রীরাধামাধবের রূপমাধুরীর বর্ণনায় তৃতীয় সংখ্যকশ্লোকে বলিলেন, 'নিরুপম নবগৌরীগণের ও কোটি কন্দর্পের সুবিখ্যাত মাধুর্য তরঙ্গ-দ্বারা যাঁহাদের নখপ্রান্ত ক্ষালিত হইতেছে।' অর্থাৎ তুলনারহিত নব-গৌরীগণের বা লক্ষ্মী, সরস্বতী, উমা, বিদ্যা, কান্তি প্রভৃতি বরাঙ্গনাগণের এবং কোটি কন্দর্পের মাধুর্যতরঙ্গের যে বিপুল খ্যাতি বিশ্বে রহিয়াছে, তাহা শ্রীরাধামাধবের নখপ্রান্তের মাধুরীতরঙ্গেই মিশিয়া যায়, নখপ্রান্ত হইতে উর্ধ্বে উঠিতে পারে না। শ্রীরাধারাণীর দর্শনে শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন, (পদ্মপুরাণ— পাতালখণ্ড-৪০ অধ্যায়)

"ভ্রান্তং সর্ব্বেষু লোকেষু ময়া স্বচ্ছন্দচারিণা। অস্যা রূপেণ সদৃশী দৃষ্টা নৈব চ কুত্রচিৎ॥
ব্রহ্মলোকে রুদ্রলোক ইন্দ্রলোকে চ মে গতিঃ। ন কোঽপি শোভাকোট্যংশ কুত্রাপ্যস্যাবিলোকিতঃ॥
মহামায়া ভগবতী দৃষ্টা শৈলেন্দ্র-নন্দিনী। যস্যা রূপেণ সকলং মুহ্যতে সচরাচরম্॥
সাপ্যস্যাঃ সুকুমারাঙ্গী লক্ষ্মীং নাপ্নোতি কর্হিচিৎ। লক্ষ্মীঃ সরস্বতী কান্তির্ব্বিদ্যাদ্যাশ্চ বরস্ত্রিয়ঃ।
ছায়ামপি স্পৃশন্ত্যস্চ কদাচিন্নৈব দৃশ্যতে॥"

অর্থাৎ 'স্বচ্ছন্দগতি আমি অখিল বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু ইঁহার রূপের তুল্য রূপ কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই। ব্রহ্মলোক, রুদ্রলোক, ইন্দ্রলোকে আমার গতি, সেখানেও কোন কন্যায় ইঁহার শোভার কোটিভাগের একভাগও দৃষ্ট হয় নাই। আমি মহামায়া ভগবতী শৈলেন্দ্রনন্দিনীকে দেখিয়াছি, যাঁহার রূপে সচরাচর বিশ্ব মুগ্ধ হয়, কিন্তু সেই সুকুমারাঙ্গীও ইঁহার শোভা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কান্তি, বিদ্যা প্রভৃতি বরস্ত্রীগণ কখনো ইঁহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবেন না।'

শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরীনিরূপণে শ্রীল শুকমুনি তাঁহাকে "সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" (ভাঃ ১০।৩২।২) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত নিখিল কন্দর্পের মূলস্বরূপ সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত নবীনমদন, যাঁহার পদনখচ্ছটায় কোটি কোটি মদন বিমূর্ছিত হইয়া থাকে।

"পদদ্যুতিবিনির্দ্ধূত-স্মরপরার্দ্ধ-রূপোদ্ধতির্দৃগঞ্চল-কলানটীপটিমভির্মনোহারিণী।
স্ফুরন্নবঘনাকৃতিঃ পরমদিব্যলীলানিধিঃ ক্রিয়াত্তব জগত্রয়ীযুবতিভাগ্যসিদ্ধির্মুদম্।" (উঃ নীঃ)

পূর্বরাগবতী শ্রীরাধাকে আশীর্বাদ পুরঃসরঃ পৌর্ণমাসীদেবী বলিলেন—'হে রাধে! যিনি নবজলধরকান্তি, অপূর্ব দিব্যলীলানিধি, যাঁহার পদনখদ্যুতি দর্শনে নিখিল কন্দর্পের রূপগরিমা চূর্ণ হয়, যিনি স্বীয় কটাক্ষরূপা নটীর পটুতাদ্বারা বিশ্বজনের চিত্তকে বিমোহিত করেন, জগত্রয়ের যুবতীগণের ভাগ্য-নিধি সেই কোন অনির্বচনীয় পুরুষ তোমার আনন্দ বিধান করুন।

আবার 'নবনবায়মান রুচিযুক্ত অনুরাগে যাঁহারা নিরন্তর হৃষ্ট হইতেছেন।' মহাজন শ্রীরাধা-মাধবের পারস্পরিক রুচিশীল অনুরাগের জয়গান করিয়াছেন—

শ্রীরাধা—"তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
শ্রীকৃষ্ণ—তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম॥

শ্রীরাধা—তুয়া অনুরাগে হাম কাননেতে ধাই।
শ্রীকৃষ্ণ—তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই॥
শ্রীরাধা—তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীলশাড়ী।
শ্রীকৃষ্ণ—তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বরধারী॥
শ্রীরাধা—তুয়া অনুরাগে হাম হলাম কলঙ্কিনী।
শ্রীকৃষ্ণ—তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বইলাম আমি॥
শ্রীরাধা—তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
শ্রীকৃষ্ণ—তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি॥
শ্রীরাধা—তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
তুহুঁ চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাস জ্ঞান॥" (পদকল্পতরু)

ব্রজে শ্রীরাধার অনুরাগের তুল্য অনুরাগ প্রকাশ করিতে পারিলেন না বলিয়াই এই যুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর ভাবকান্তি গ্রহণপূর্বক গৌর হইয়া অশেষ-বিশেষে তাঁহার অনুরাগের মাধুরী আস্বাদন করিলেন।

শ্রীপাদ চতুর্থ সংখ্যকশ্লোকে বলিতেছেন—'মদনরসে বিঘূর্ণিত নয়নকমলের ঈষৎকটাক্ষ সঞ্চালনযুক্ত যাঁহাদের মুখচন্দ্র ঈষৎ লজ্জা-নমিত হইয়াছে' মহাজন গাহিয়াছেন—

"আধ নয়ানে দুহুঁ রূপ নেহারই চাহনি আনহিঁ ভাতি।
রসের আবেশে দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি॥" (পদকল্পতরু)

'পরস্পরের মধুরবাণী শ্রবণের নিমিত্ত যাঁহাদের আশা অনুক্ষণ বর্দ্ধিত হইতেছে' "বচন অমিয়রস অনুখন পিয়লুঁ শ্রুতিপটে পরশ না ভেলি" (ঐ) শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়ন সেই নবযুবদ্বন্দ্বরত্ন শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের দর্শনের লালসায় অধীর।

"নিরুপম নব-গৌরী, সৃষ্টিকলা বলিহারী, গড়িয়াছে যেই বিধুবর।
প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গতে, লাবণ্যতরঙ্গ তাতে; সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-রসপূর॥
কন্দর্প কোটি যাঁর, মাধুর্য্য-তরঙ্গ সার, সুনিন্দিত পদনখ-প্রান্তে।
শৃঙ্গার-রসরাজ, মূরতিময় মনসিজ, গুণবতীগণ গুণ বন্দে॥
সেই নবযুবরত্নে, অনুরাগ মহাযত্নে, সুরঞ্জিত হয় ক্ষণে ক্ষণে।
বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে, অনুরাগ দু'নয়নে, ভাগ্যে মোর হবে দরশনে॥"৩॥
"মদনরসে বিঘূর্ণন, হয়েছে দোঁহার নয়ন, ঈষৎ কটাক্ষপাত তাতে।
শ্রীমুখচন্দ্রিমা দোঁহা, তাহে কি অপূর্ব্ব শোভা, লজ্জায় বিনম্র অবনতে॥
সুমধুর প্রসঙ্গেতে, পরস্পর শ্রবণেতে, বিগলিত হয়েছে হৃদয়।
মিলনের অভিলাষে, দৃঢ় ভুজযুগ পাশে, আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত অতিশয়॥

স্মরসমর বিলাসোদ্গারমঙ্গেষু রঙ্গৈস্তিমিত-নবসখীষু প্রেক্ষমাণাসু ভঙ্গ্যা।
স্মিত মধুর দৃগন্তৈর্হ্রীণ-সংফুল্ল-বক্ত্রং ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্বরত্নং দিদৃক্ষে ॥৫॥
মদন সমরচর্য্যাচার্য্যমাপূর্ণ পুণ্যপ্রসর-নববধূভিঃ প্রার্থ্য পাদানুচর্য্যম্।
সমররসিকমেকপ্রাণমন্যোঽন্য-ভূষং ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্বরত্নং দিদৃক্ষে ॥৬॥
তট-মধুর-নিকুঞ্জে শ্রান্তয়োঃ শ্রীসরস্যাঃ প্রচুরজলবিহারৈঃ স্নিগ্ধবৃন্দৈঃ সখীনাম্।
উপহৃত-মধুরঙ্গৈঃ পায়য়ত্তন্মিথস্তৈর্ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্বরত্নং দিদৃক্ষে ॥৭॥

অনুবাদ—স্নিগ্ধস্বভাবা নবসখীকুল রঙ্গভরে ঈষৎহাস্তের সহিত নয়নাঞ্চলদ্বারা যাঁহাদের অঙ্গে স্মরসংগ্রামজনিত বিলাসচিহ্নসমূহ দর্শন করিতে থাকিলে যাঁহারা লজ্জামধুর উৎফুল্লবদনে অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্বরত্ন শ্রীরাধামাধবকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি ।।৫।।

যাঁহারা মদনসমরচর্যার আচার্য, যাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মসেবা পুণ্যপুঞ্জশালিনী নববধূগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সমররসিক, একপ্রাণ ও পরস্পরের ভূষণ, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীরাধামাধবকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি ।।৬।।

শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রচুরতর জলবিহারে পরিশ্রান্ত হইয়া শ্রীকুণ্ডতটস্থ মধুর নিকুঞ্জে যাঁহারা স্নিগ্ধা সখীগণকর্তৃক রঙ্গভরে আহৃত মধু পরস্পরকে পান করাইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি এই ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে অভিলাষ করি । ৭।।

টীকা—স্মরেতি। অঙ্গেষু স্মর-সমর বিলাসোদ্গারং স্তিমিত নবসখীষু স্নিগ্ধ নবালিষু রঙ্গৈ-ভঙ্গ্যা স্মিত মধুরদৃগন্তৈঃ প্রেক্ষমাণাসু সতীষু হ্রীণসংফুল্লবক্ত্রং হ্রীণং সলজ্জং সংফুল্লং বক্ত্রং যস্য তত্তথা । ৫ ।

মদন সমরচর্য্যায়াম্ আচার্য্যম্। আপূর্ণং পরিপূর্ণং যৎ পুণ্যং তস্য প্রসরো যত্র এবম্ভূতাভি র্নব-বধূভিঃ প্রার্থ্যা পাদয়োরনুচর্য্যা সেবা যস্য তত্তথা। অন্যৎ স্পষ্টম্ ।৬।

মিথঃ পরস্পরং তৈঃ সখীনাং স্নিগ্ধবৃন্দৈঃ সহ তন্মধু পায়য়দিত্যন্বয়ঃ। কিং মধু শ্রীসরস্যা রাধা-কুণ্ডস্য প্রচুর জলবিহারৈরতিশয় জলক্রীড়াভিঃ কৃত্বা তটমধুর নিকুঞ্জে শ্রান্তয়োস্তয়োঃ সম্বন্ধে সখীনাং স্নিগ্ধবৃন্দৈঃ কর্তৃভীরঙ্গৈ র্যদুপহৃতম্ উপহারীকৃতম্ ।।৭।।

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপাবিষ্টদশায় শ্রীরাধাকুণ্ডতটে লীলাধ্যানে মগ্ন! সহসা শ্রীকুণ্ডের তটবর্তি মদন-সুখদা কুঞ্জে একটি মধুময়ী যুগললীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীরাধা-কুণ্ডের ঈশানকোণে সুপ্রসিদ্ধ 'মদনসুখদা' নামক বিশাখানন্দদ কুঞ্জ বিরাজমান। মদন যুগলকিশোরকে নিরতিশয় সুখদান করিয়া থাকে, তাই সেই কুঞ্জের নাম মদনসুখদা। সেই মদনসুখদা কুঞ্জে শ্রীরাধা-মাধবের অতি নিবিড় স্মরসংগ্রাম। শৃঙ্গাররসের খেলায় পরস্পরকে সুখদানের নিমিত্ত উভয়ের কি

নিকুঞ্জ-মন্দির-মাঝে, নবযুবদ্বন্দ্ব রাজে, অনুরাগে করিব দর্শন।
যেমতি চকোর ধ্যানে, চাহে চন্দ্র সুধাপানে, লীলামৃত চাহে মোর মন ॥"৪॥

উন্মাদনা !! ইহারই পরিণতি এই স্মরসংগ্রাম ! কুঞ্জরন্ধ্রে নয়নার্পণপূর্বক সখী-মঞ্জরীগণ আস্বাদন করিতে-ছেন যুগলের নিবিড় বিলাসমাধুরী। বিলাসের অবসান হইয়াছে ! শ্রীরাধামাধব মদন—শয্যায় উপবিষ্ট। কেশ-বেশ এলোমেলো, তাহাতে এক অদ্ভুত রূপমাধুরীর প্রকাশ !

লীলাবসানে কিঙ্করী তুলসী ও অন্যান্য কিঙ্করীগণ কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধামাধবকে জল-দান, তাম্বূলদানাদিপূর্বক বীজন করিতেছেন। ইত্যবসরে স্নিগ্ধস্বভাবা কতিপয় নবীনা সখী কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। 'স্নিগ্ধস্বভাবা' অর্থে শ্রীরাধামাধবের সুখেই যাঁহারা পরমসুখী বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাই শ্রীরাধামাধবের শ্রীঅঙ্গে স্মরসংগ্রামজনিত বিলাসচিহ্নসমূহদর্শনে তাঁহারা পরমানন্দ-সায়রে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে শ্রীরাধামাধব লজ্জা-মধুর উৎফুল্লবদনে অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন ! সখীগণ তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গে স্মরসংগ্রামজনিত বিলাসচিহ্ন দর্শন করিতে থাকিলে তাঁহাদের লজ্জা ও তাহাতে পর-স্পরের আনন্দজনিত উৎফুল্লতা, সেই উৎফুল্লতাও লজ্জা মাখানো বদনের শোভা দর্শনে তুলসী বিমোহিতা। ইত্যবসরে স্ফুরণের বিরাম হইল। তুলসী তাদৃশ যুগলের মাধুরী দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুলপ্রাণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

স্বরূপাবিষ্টদশায় শ্রীপাদ রঘুনাথ ষষ্ঠশ্লোকে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত লীলাটিরই রসোদগার প্রকাশ করিতে-ছেন। শ্রীপাদ স্ফুরণে যুগলের যে অদ্ভুত মদনসমরের কৌশল বা দক্ষতা দর্শন করিয়াছেন, তাহার স্মৃতিতে বলিলেন, 'যাঁহারা মদনসমরচর্যার আচার্য, নিখিল যূথেশ্বরীগণ যাঁহাদের নিকট মদনসমরের কৌশল বা পারিপাট্য শিক্ষা করিয়া থাকেন। যাঁহারা সমররসিক অর্থাৎ মদনসমরে নিরতিশয় আগ্রহী— লীলার ভিতরে ইহার অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ। সাধু সাবধান ! বৃন্দাবনে প্রাকৃত মদনের স্থান নাই। অপ্রাকৃত নবীনমদন ও মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধারাণীর মহাতত্ত্বময় মিলন মাধুরী, যাহা ভাগবত-পরমহংসগণের ধ্যান-ধারণার সম্পদ্ ও আধ্যাত্মিক-রাজ্যের চরম আস্বাদ্যবস্তু, তাহাই এখানের 'মদনসমরচর্যা' বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মদনসমরে শ্রান্ত-ক্লান্ত শ্রীযুগলকে শ্রীপাদ যখন কিঙ্করীরূপে স্ফুরণে জলদান, তাম্বূলদানাদি সেবা করেন, তখন যেসব কিঙ্করী শ্রীযুগলের শ্রীপাদপদ্মসেবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রীপাদের অন্তরে তাঁহাদের সৌভাগ্যের স্মৃতি জাগরিত হইয়াছে। তাই বলিতেছেন, শ্রীযুগলের শ্রীচরণসেবার সৌভাগ্য যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব, যে সকল নববধূ সেই সেবা প্রার্থনা করেন, তাঁহারাও যে প্রচুর পুণ্যপুঞ্জশালিনী—ইহাতে সন্দেহ নাই।

অতঃপর বলিলেন, যুগল 'একপ্রাণ' দুই দেহ। "রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥" (চৈঃ চঃ)। এবিষয়ে শ্রীমতীর স্বাধীন অনুভবের কথা মহাজন লিখি-য়াছেন—

"কিপুছসি রে সখি কানুক নেহ। একজিউ বিহি সে গঢ়ল ভিন দেহ॥
কহিল কাহিনি পুছয়ে কত বেরি। না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি॥

বিনি মঝু দরশ-পরশে নাহি জীব। মো বিনু পিয়াসে পানি নাহি পীব ॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পাই। চীবহি বিনু তাম্বুল নাহি খাই ॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ। মানভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস ॥
আন সঙে কাহিনী না সহে পরাণ। আন সম্ভাষণে হরয়ে গেয়ান ॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বর নারি। তোহারি পরস-রসে লুবধ মুরারি ॥"

আবার 'যাঁহারা পরস্পরের ভূষণ।' এবিষয়েও মহাজনপদে শ্রীমতীর উক্তি লিখিত আছে—

"হাতক দরপণ, মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার। দেহক সরবস, গেহক সার ॥
পাখীক পাখ, মীনক পানি। জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি ॥
তুহুঁ কৈসে মাধব কহ তুহুঁ মোয়। বিদ্যাপতি কহ—দুহুঁ দোহা হোয় ॥"

শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই অভিনব যুবদ্বন্দ্বরত্ন শ্রীশ্রীরাধামাধবের দর্শনোৎকণ্ঠায় অধীর। বিপুল দর্শন-পিপাসায় কাতর হইয়া শ্রীপাদ চারিদিকে তাকাইতেছেন ; সহসা সেই লীলাটিই আবার শ্রীপাদের নয়ন-সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। বিপুল স্মরসমরে শ্রান্ত-ক্লান্ত শ্রীযুগল সখীগণসঙ্গে জলবিহারের নিমিত্ত শ্রীকুণ্ডের জলে অবতরণ করিলেন। গজরাজ করিণীর ন্যায় স্বচ্ছন্দ জলবিহার।* প্রচুরতর জলবিহারে শ্রান্ত হইয়া সকলে তীরে উঠিলে কিঙ্করীগণ তাঁহাদের দেহে সুগন্ধি উদ্বর্তন, তৈলমর্দন করিয়া স্নান করাইলেন। তারপর বসনভূষণ পরিধান করিয়া শ্রীকুণ্ডতটস্থ একটি মধুর নিকুঞ্জে স্নিগ্ধা সখীগণ কর্তৃক রঙ্গভরে আহৃত মধু অর্থাৎ পুষ্পরস বা সুমিষ্ট পানক পরস্পরকে পান করাইয়া আনন্দলাভ করিলেন। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইল। শ্রীপাদ আর্তিভরে তাদৃশ মহামধুর যুগলরত্নের দর্শনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন।

"স্নিগ্ধ স্বভাবা যত, নিজ নব-সখীযূথ, রঙ্গ ভঙ্গি করিয়া তাহারা।
মৃদুমন্দ যুগলের হাস্যছলে, নেত্রাঞ্চলে কুতূহলে, রতিচিহ্ন দেখি আত্মহারা ॥
এহেন সুখের কালে, নবীন সেই যুগলে, লজ্জায় দোঁহার প্রফুল্ল বদন।
সেই চিত্র মানসেতে, কিবা সাক্ষাৎ নিকুঞ্জেতে, কবে মুই করিব দর্শন ॥"৫॥
"স্মর-যুদ্ধে সুপণ্ডিত, আচার্য্য বলিয়া খ্যাত, নাম রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি।
যাঁর পদ-সেবা লাগি, নববধূ অনুরাগী, কৃতচিত্র সুপুণ্যশালিনী ॥
সমর-রসিকবর, বিদগধ সুনাগর, রাধাকৃষ্ণ এ দুঁহু সমান।
অন্যোন্যে বিলসয়ে, স্বমাধুর্য্য আস্বাদয়ে, দুই দেহ একই পরাণ ॥
দুঁহু অঙ্গ চিন্তামণি, হেমনীল কান্তি জিনি, পরস্পর অঙ্গের ভূষণ।

* শ্রীকুণ্ডে জলবিহারলীলা 'শ্রীরাধিকাষ্টকম্' অষ্টমশ্লোকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

কুসুমশর-রসৌঘ-গ্রন্থিভিঃ প্রেমদাম্না মিথ ইহ বশবৃত্ত্যা প্রৌঢ়য়াদ্ধা নিবদ্ধম্।
অখিল-জগতি রাধামাধবাখ্যা-প্রসিদ্ধং ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্বরত্নং দিদৃক্ষে ॥৮॥
প্রণয়-মধুরমুচ্চৈর্নব্যযূনোর্দিদৃক্ষাষ্টকমিদমতিযত্নাদ্যঃ পঠেৎ স্ফার দৈন্যৈঃ।
স খলু পরমশোভা পুঞ্জ মঞ্জু প্রকামং যুগলমতুলমক্ষ্ণোঃ সেব্যমারাৎ করোতি ॥৯॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥২৫॥

অনুবাদ—ব্রজে মধুররসবর্ণনার গ্রন্থাচার্যগণ সাতিশয় বশ্যতারূপ প্রেমরজ্জু দ্বারা যাঁহাদের পরস্পরকে বন্ধন করিয়াছেন এবং যাঁহারা নিখিলবিশ্বে 'শ্রীরাধামাধব' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্বরত্ন শ্রীরাধামাধবকে দর্শনের অভিলাষ করি।৮।

যিনি প্রণয়মধুর এই নবযুবদ্বন্দ্বাষ্টক সযত্নে ও সাতিশয় দৈন্যের সহিত পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরমশোভাপুঞ্জে মনোজ্ঞ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় যুগলমূর্তিকে শীঘ্রই নয়নগোচর করিয়া থাকেন।৯।

টীকা—কুসুমশরস্য কন্দর্পস্য যো রসঃ শৃঙ্গারস্তস্য যে ওঘা বেগাস্তে এব গ্রন্থিনো গ্রন্থাচার্য্যাস্তৈঃ কর্তৃভিঃ প্রেমদাম্না কৃত্বা প্রৌঢ়য়া বশবৃত্ত্যা হেতুভূতয়া অদ্ধা সাক্ষান্মিথঃ পরস্পরং নিবদ্ধম্।৮।

স্ফারদৈন্যৈরতিশয়দীনোক্তিভিঃ। স খলু নিশ্চিতং পরমশোভাপুঞ্জেন মঞ্জু মনোজ্ঞং যুগলং রাধাকৃষ্ণদ্বন্দ্বম্ আরাৎ শীঘ্রং প্রকামমক্ষ্ণোঃ সেব্যং করোতীত্যন্বয়ঃ।৯।

॥ ইতি শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টক-বিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—মদনরস বা শৃঙ্গাররস-বর্ণনার গ্রন্থাচার্যগণ বা মধুররস-বর্ণনা-কুশল মহাকবিগণ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণীকেই তাঁহাদের বর্ণনার বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ যেমন অধরবিম্বে মধুর, মন্দহাস্যে মঞ্জুল, অমৃতনাদে শিশির, দৃষ্টিপাতে শীতল, বেণুনাদে বিশ্রুত নায়ক ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তদ্রূপ এমন বৈদগ্ধীর সিন্ধু, প্রেমরসের সিন্ধু, অনুরাগের সিন্ধু, সৌন্দর্যমাধুর্যের অপার সিন্ধু, বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণী ব্যতীত অপর কোন নায়িকাই নাই। ইঁহারাই শৃঙ্গাররস-বর্ণনার সুদিব্য নায়ক-নায়িকা। তাঁহাদের মধুময়ী লীলাভূমি অপ্রাকৃত কাব্যকলা-নিকুঞ্জকানন এই ব্রজধাম। আবহমানকাল হইতে বহু বহু সিদ্ধ, সাধক

হে মন নয়ন ভরি, নবীন যুগল হেরি, ঐরূপেতে হওনা মগন ।।"৬।।
"শ্রীরাধাকুণ্ড-জলে, দুঁহু সখীগণ মিলে, জলকেলি করিছে অপার।
পরিশ্রান্ত হলে পরে, জল হতে উঠি তীরে, মধুময় কুঞ্জেতে বিহার ॥
স্নিগ্ধ যত সখীগণে, করাইছে মধুপানে, রসরঙ্গে যুগল-কিশোর।
পান করি মত্ত দোঁহে, আনন্দ-তরঙ্গ বহে, কুঞ্জে রসে রয়েছে বিভোর ।।
সেই নব-যুবদ্বন্দ্ব, নবলীলা রসরঙ্গ, দরশনে করি অভিলাষ।
বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে, অন্তরঙ্গা সখীসনে, কত দিনে হবে মোর বাস ॥"৭॥

ও মহা মহারসকবিগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসের বর্ণনা করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং বিশ্বকেও চিরধন্য করিয়াছেন। শ্রীরাধামাধবের লীলাবিলাসের মধ্যেই রসবৈচিত্রী ও বৈদগ্ধী চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাই শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে লিখিয়াছেন (২৪ ১২৩)—

"যদমিতরসশাস্ত্রে ব্যঞ্জি বৈদগ্ধীবৃন্দং তদনুমপি ন বেত্তুং বল্লতে কামিলোকঃ।
তদখিলমপি যস্য প্রেমসিন্ধৌ ন কিঞ্চিন্মিথুনমজিত গোপীরূপমেতদ্বিভাতি ॥"

অর্থাৎ 'অসংখ্য রসশাস্ত্রে যে সব রসপরিপাটিসমূহ অভিব্যক্ত হইয়াছে, কামীলোক তাহার অণুমাত্রও অবগত হইতে সমর্থ নহে। কারণ রসবস্তু কেবল সত্ত্বগুণসম্পন্ন সহৃদয় সামাজিকগণই আস্বাদন করেন। কিন্তু সেই রসবস্তুর অখিল বিদগ্ধতা পরিপূর্ণ-অবয়বে প্রকাশিত হইলেও যে যুগলকিশোরের প্রেমসিন্ধুতে অতি ক্ষুদ্ররূপেই প্রতীয়মান হয়, সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিথুন শোভা পাইতেছেন।'

শ্রীরাধামাধবের শৃঙ্গার দ্বিবিধ, বিপ্রলম্ভ (বিরহ) ও মিলন। যুগল রসিক মহাকবিগণ এই দ্বিবিধ শৃঙ্গারকে যে কতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কোন সীমা পরিসীমা নাই, কিন্তু তবুও তাঁহারা সেই শৃঙ্গাররসসিন্ধুর কোন পারাপার পান নাই। পারাপারের কথা ত বহু দূরে, শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির ন্যায় যুগলরস-নিরূপণের বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াও পরিশেষে লিখিয়াছেন—

"অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্ব্বিগাহ্যতাম্।
স্পৃষ্টঃ পরং তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো ময়া ॥"

অর্থাৎ 'এই মধুররসসিন্ধু অতল ও অপার বলিয়া প্রাচীন রসিককুল-মুকুটমণি শ্রীশুকদেব এবং পরবর্তিকালের রসিক মহাজন শ্রীলীলাশুক, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি ইহার সীমা নির্ধারণে সমর্থ হয়েন নাই। আমি কেবল ঐ রসসিন্ধুর তটে দাঁড়াইয়া একটি মাত্র অঙ্গুলীদ্বারা এককণিকা স্পর্শ করিয়াছি মাত্র।' শ্রীপাদ শুকমুনি, লীলাশুক, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব প্রভৃতি মহানুভবগণ যাঁহারা যুগলরসমাধুরী বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই একটি মাত্র লক্ষ্য—শ্রীরাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক বশ্যতারূপ প্রেমরজ্জু দ্বারা তাঁহাদের পরস্পরকে বন্ধন করা। এই যুগলের প্রেমগ্রন্থির নৈপুণ্যবশতই তাঁহাদের গ্রন্থাচার্য নামটি সার্থক হইয়াছে। এইরূপ পারস্পরিক প্রণয়রসগ্রন্থির নিমিত্তই যাঁহারা বিশ্বে শ্রীরাধামাধব নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।* শ্রীপাদ রঘুনাথ প্রাণভরা আর্তি ও উৎকণ্ঠা লইয়া সেই শ্রীযুগলের দর্শন কামনা করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীপাদ রঘুনাথ একটি শ্লোকে এই অষ্টকের ফলশ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীরাধামাধবের পরস্পরের প্রণয়রসবর্ণনায় অতি মধুর এই নবযুবদ্বন্দ্বাষ্টকটি যিনি সযত্নে অর্থাৎ অনুরাগভরে এবং অতিশয় দৈন্যের সহিত বা নিরভিমান-চিত্তে পাঠ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই পরমশোভাপুঞ্জে মনোজ্ঞ

---

* এবিষয়ে বহু বক্তব্য থাকিলেও গ্রন্থবিস্তারভয়ে সংক্ষেপে কথিত হইল।

অথ অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্

কদা গোষ্ঠে গোষ্ঠক্ষিতিপ গৃহদেব্যা কিল তয়া
সবাষ্পং কুর্ব্বত্যা বিলসতি সুতে লালনবিধিম্।
মুহুর্দৃষ্টাং রোহিণ্যপিহিতনিবেশামবনতাং
নিষেবে তাম্বূলৈরহমপি বিশাখা-প্রিয়সখীম্ ॥১॥

অনুবাদ—ব্রজরাজ-মহিষী শ্রীযশোদা বাষ্পাকুল-নয়নে খেলারত শ্রীকৃষ্ণকে লালন করিতে করিতেই যাঁহাকে বারম্বার অবলোকন করিতেছেন এবং রোহিণীদেবী সাতিশয় দর্শনোৎকণ্ঠায় নিকটে থাকিয়া যাঁহার প্রবেশপথ অবরোধ করিলে যিনি নতমুখী হইয়াছেন, সেই বিশাখার প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে আমি কবে তাম্বূলদ্বারা সেবা করিব ?১॥

টীকা—কদেতি। কদা গোষ্ঠে ব্রজে অহমপি বিশাখা-প্রিয়সখীং শ্রীরাধাং তাম্বূলৈর্নিষেবে ইত্যন্বয়ঃ। অপি নাম যূথেশ্বর্য্যপি কিন্তু তাং বিশাখাপ্রিয়সখীং তয়া গোষ্ঠে ক্ষিতিপগৃহদেব্যা যশোদয়া মুহুর্বারংবারং দৃষ্টাম্। কিন্তু তয়া যশোদয়া সুতে শ্রীকৃষ্ণে বিলসতি খেলতি সতি সবাষ্পং যথাস্যাত্তথা লালনবিধিং কুর্ব্বত্যা পরমার্ত্তিপূরক সুতলালনসময় এব দৃষ্টামিত্যর্থঃ। পুনঃ কিন্তু তাং রোহিণ্যপিহিত-নিবেশাং রোহিণ্যা অপিহিতোঽতিদর্শনোৎকণ্ঠয়া নিকটস্থিত্যা আবৃতো নিবেশো নিবেশনং যস্যাস্তাং অতএবাবনতাং নম্রাম্ ॥১॥

অর্থাৎ অফুরন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের কল্লোলিতসিন্ধু শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় যুগলমূর্তির অতি শীঘ্রই দর্শন লাভ করিয়া ধন্য বা চিরকৃতার্থ হইবেন—ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"ফুলশর—বরিষণে, সুপণ্ডিত বৃন্দাবনে, সেই সব গ্রন্থাচার্য্যগণ।
বশবৃত্তি প্রেমডোরে, বাঁধিয়াছে যাঁহাদেরে, পরস্পরে করিয়া মিলন ॥
শ্রীরাধামাধব নাম, ত্রিভুবনে করে গান, ভক্তহৃদি অমূল্য-রতন।
সেই নবযুবদ্বন্দ্ব, ব্রজের যুবতীবৃন্দ, প্রেমনেত্রে করিব দর্শন ॥"৮॥
"এই নবযুবদ্বন্দ্ব, তাঁর দিদৃক্ষাষ্টক ছন্দ, সুমধুর রসের ভাণ্ডার।
যিনি যত্নসহকারে, দীনভাবে পাঠ করে, ভাগ্যবান্ তাঁরে নমস্কার ॥
বৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে, পরম যে শোভাপুঞ্জে, নবীন-যুগল রাধাশ্যাম।
মুরতি আনন্দঘন, শীঘ্র পাবে দরশন, 'রাধাদাসী' হবে অভিমান ॥"৯॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥২৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকে কয়েকটি স্বাভীষ্ট মরমের প্রার্থনা ঈশ্বরীর শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিতেছেন। স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদের লীলারসের অনুভূতি যে কত নিবিড়, প্রত্যক্ষেরই ন্যায় কত সুস্পষ্ট—তাহা এইসব প্রার্থনার মর্মে উপলব্ধি হয়। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমতীর সাক্ষাৎসেবার অভাবে শ্রীকুণ্ডতীরে পড়িয়া রোদন করিতেছিলেন ইত্যবসরে স্ফূরণ আসিল। যশোমতী মায়ের আদেশে কুন্দলতা যাবটে আসিয়া জটিলার আজ্ঞা লইয়া শ্রীকৃষ্ণের রন্ধনের জন্য শ্রীমতীকে যাবট হইতে নন্দীশ্বরে লইয়া যাইতেছেন। সখীগণসঙ্গে শ্রীমতী চলিয়াছেন, সৌন্দর্যে পথ আলোকিত হইয়াছে। শ্রীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে ছায়ার মত শ্রীমতীর পিছনে চলিয়াছেন।

"সুন্দরী সখী সঙ্গে করল পয়ান।
রঙ্গ-পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু কাজরে উজোর নয়ান॥
দশনক জ্যোতি মোতি নহ সমতুল হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন-কিরণ বরণ নহ সমতুল বচন কহয়ে পিকুবাণী॥
কর-পদ-তল থল-কমল-দলারুণ মঞ্জীর রুনু ঝুনু বাজে।
গোবিন্দদাস কহ রমণী-শিরোমণি জিতল মনমথ রাজে॥" (পদকল্পতরু)

সখীগণসঙ্গে শ্রীমতী নন্দীশ্বর অন্তপুরে গিয়া মাতা যশোমতী ও রোহিণীর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়াছেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ মাতা যশোমতীর নিকট খেলা করিতেছিলেন। অখিলরসামৃতমূর্তি গোবিন্দ মাতা-পিতার নিকট বালক, সখাগণের নিকট ক্রীড়াচপল, অসুরের নিকট সাক্ষাৎ কৃতান্ত, শ্রীমতীর নিকট রসিকেন্দ্রমৌলী। বিশাখা সখীর স্কন্ধাবলম্বনে শ্রীমতী দাঁড়াইয়া আছেন। মাতা যশোমতী অদূরে বাষ্পাকুল নয়নে খেলারত শ্রীকৃষ্ণকে লালন করিতে করিতেই পুনঃপুনঃ শ্রীমতীর দিকে অবলোকন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে এবং লালন-ভোজনাদিতে মাতা যশোমতী যাদৃশ আনন্দ লাভ করেন, শ্রীরাধার দর্শন লালনেও তিনি তাদৃশ আনন্দই লাভ করিয়া থাকেন। যদিও অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়া শ্রীরাধামাধবের প্রেমসিন্ধুকে সমুচ্ছ্বসিত করিবার নিমিত্ত পরকীয়ভাবের অবতারণা করিয়াছেন, তবু প্রেমিকের প্রেম তাঁহার মনে অনুভূতির মধ্যে তত্ত্ববস্তুর পরিচয় ঘটাইয়া থাকে। তাই মাতা যশোমতী শ্রীমতীর রন্ধন, সখাসহ শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ও সসখী শ্রীরাধার ভোজন বিশ্রামাদির পর স্বহস্তে শ্রীমতীকে সাজাইয়া বাষ্পাকুলনেত্রে শ্রীমতীকে বক্ষে ধরিয়া বলেন—

"আমার জীবন তোমরা দুজন দু'খানি আঁখির তারা।
ব্রজরাজ মন জানিবা এমন সেজন আমারি পারা॥
এধর-করণ তোদেরি কারণ শুনহ রাজার ঝি।
ধাতার মাথায় পড়ুক বজর আর বা বলিব কি॥
আর কিবা কহু তোমা'হেন বহু নাহিক আমার ঘরে।
হিয়ায় আগুনি উঠয়ে দ্বিগুণি কি আর কহিব তোরে॥" (পদকল্পতরু)

কদা গান্ধর্ব্বায়াং শুচি বিরচয়ন্ত্যাং হরিকৃতে
মুদা হারান্ বৃন্দৈঃ সহ সবয়সামাত্মসদনে।
বিচিত্য শ্রীহস্তে মণিমিহ মুহুঃ সম্পুটচয়া-
দহো বিন্যস্যন্তী সফলয়তি সেয়ং ভুজলতাম্ ॥২॥

অনুবাদ—অহো ! শ্রীরাধা নিজসদনে সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত নির্মলহার রচনায় উদ্যতা হইলে মণিসম্পুট হইতে মণিনিচয় পুনঃপুনঃ আনয়ন করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণকরত এই দীনা দাসী কবে নিজ ভুজলতাকে সার্থক করিবে ? ২।

টীকা—স্ব সিদ্ধাবস্থায়ামপি পূর্ব্বকৃতং তৎসেবা সুখমলভমানোঽতিদৈন্যেন তদবস্থায়ামেব সেবা-বিশেষমাশাস্তে কদেতি। কদা সা স্বাভীষ্ট তৎসেবন কর্ত্রীস্থিতা ইয়ং তদলভমানঃ অতিদীনা মদ্বিধা দাসী রতিমঞ্জরী ভূজলতাং সফলয়তীত্যন্বয়ঃ। কিং কুর্ব্বতী সতী সম্পুটচয়াৎ সকাশাৎ মণিং বিচিত্য অন্বিষ্যানীয় গান্ধর্ব্বায়াং রাধায়াং শ্রীহস্তে বিন্যস্যন্তী। কিন্তুতায়াং গান্ধর্ব্বায়াং আত্মসদনে আত্মগৃহে সবয়সাং সখীনাং বৃন্দৈঃ সহ হরিকৃতে কৃষ্ণনিমিত্তায় শুচিনির্ম্মলং যথাস্যাত্তথা হারান্ বিরচয়ন্ত্যাম্ ॥২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূর্তিতে লীলারসের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া স্ফূর্তির বিরামে সাধকাবেশে লালসাময়ী প্রার্থনাগুলি অভীষ্টচরণে জ্ঞাপন করিতেছেন। তাই প্রার্থনার এত মাধুরী। শ্রীপাদ স্ফুরণে তুলসীমঞ্জরীরূপে যাবটে শ্রীরাধারাণীর পরিচর্যায় নিরতা। শ্রীমতী সখী-

---

শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে মাতাদের নিকট লজ্জিতা হইয়া শ্রীমতী নিকটস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন, রোহিণী মা শ্রীমতীর দর্শনোৎকণ্ঠায় শ্রীমতীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রবেশপথ অবরোধ করিয়াছেন। তাহাতে লজ্জাবতী শ্রীমতী অবগুণ্ঠন টানিয়া বিশাখার পিছনে নতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তুলসী শ্রীমতীর ভাবমাধুরী দর্শনে বিমোহিতা ! মণিময় তাম্বূলসম্পূট হইতে তাম্বূল লইয়া তুলসী শ্রীমতীর মুখে অর্পণ করিবেন—শ্রীমতীর মুখটি আর হাতে প্যাইলেন না। লীলাস্ফূর্তির বিরাম হইল। হাহাকারের সহিত স্ফূর্তির দেবতার দর্শন এবং আকাঙ্ক্ষিত সেবাটি প্রার্থনা করিলেন।

"ঐ দেখ নন্দ-ব্রজে, নন্দের আঙ্গিনা মাঝে, খেলা করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
অশ্রুনীরে যশোমতী, কতনা করিয়া আর্ত্তি, স্নেহে করে লালন-পালন ॥
হেন কালে হেমাঙ্গিনী, অচঞ্চলা সৌদামিনী, আঙ্গিনাতে কৈল আগমন।
সোনার প্রতিমাখানি, অপলকে নন্দরাণী, বারবার করে দরশন ॥
মা রোহিণী রাধিকায়, দরশন-উৎকণ্ঠায়, আবরিলা প্রবেশের দ্বার।
নতমুখী লজ্জা পাঞা, অবিচল দাঁড়াইয়া, প্রতি অঙ্গে পুলক সঞ্চার ॥
সেই রাধা কমলাক্ষি, বিশাখার প্রিয়সখী, ঈশ্বরী চরণে অভিলাষ।
কর্পূর তাম্বূল কবে, অধরে তুলিয়া দিব, নিবেদয়ে রঘুনাথ দাস ॥"১॥

গণের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসময় কৃষ্ণকথারসে নিমগ্না ! "কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কানে। কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহবচনে ॥" (চৈঃ চঃ)। তুলসী তাম্বুলদান, বীজনাদি সেবা করিতে করিতেই সখীগণসহ শ্রীমতী রাধারাণীর হাস্য-পরিহাসরসময় কৃষ্ণকথার রসসায়রে সন্তরণ করিতেছেন !

অতঃপর শ্রীমতী সখীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত নির্মল মণিহার রচনায় উদ্যতা হইয়াছেন। কুঞ্জে অভিসার করিয়া স্বহস্তে রচিত সেই অপূর্ব মণিহারটি প্রিয়তমের গলায় পরাইবেন। **"শুচিবিরচয়ন্ত্যাং"** 'শুচি' অর্থাৎ নির্মল বা শুভ্রবর্ণ হার নির্মাণ করিবেন শ্রীমতী। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষদেশে ঐ শুচি শুভ্রহার নবমেঘে বকপংক্তির ন্যায় অপূর্ব শোভা প্রাপ্ত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে বিরহের ভিতর দিয়া সেই শোভার আস্বাদন করিয়াছেন—

"কহ সখি ! কি করি উপায় !

কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক, না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥

সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর, **মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।**

ইন্দ্রধনু শিখি-পাখা, উপরে দিয়াছে দেখা, আর ধনু বৈজন্তী মাল ॥" (চৈঃ চঃ)

আবার বলিয়াছেন—

"কাহা সে চূড়ার ঠান, কাহাঁ শিখিপিঞ্ছের উড়ান, নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু !

পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, **মুক্তামালা বকপাঁতি**, নবাম্বুদ যিনি শ্যামতনু ॥" (ঐ)

অথবা **"শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ"** 'শুচি' শব্দের একটি অর্থ 'শৃঙ্গাররস'। শ্রীমতী নিজ গৃহে প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের জন্য শৃঙ্গাররসময় মণিহার রচনা করিতেছেন। হার-রচনাকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কত শত শৃঙ্গার-রসলীলার মধুস্মৃতি শ্রীমতীর অন্তরে জাগিতেছে। যখন লীলানিকুঞ্জে নিজহস্তে প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের গলায় এই মণিহার উপহার দিবেন, তখন আবার কত শত পরিহাসময় শৃঙ্গাররসমাধুরীর আস্বাদন হইবে। তাই মণিহারটি 'শুচিবিরচিত।' অথবা হারের গুম্ফন-পরিপাটি এমনি অপূর্ব যে হারটি দর্শনমাত্রেই শ্যামের মনে শুচিরস বা শৃঙ্গাররস মূর্ত হইয়া উঠিবে, তাই হারটি শুচিবিরচিত।

শ্রীমতী মণিহার-গুম্ফনে প্রবৃত্তা হইলে তুলসী মণিসম্পুট হইতে উত্তম উত্তম মণি আনয়ন করিয়া পুনঃপুনঃ শ্রীমতীর শ্রীহস্তে অর্পণ করিতেছেন। স্বামিনীর মন বুঝিয়া মণিগুলি আনয়ন করিতেছেন তুলসী। স্বামিনীর মনের মতন সেবা করিতেছেন প্রিয়কিঙ্করী। হাররচনা প্রায় হইয়া গিয়াছে, মধ্যমণিটি বিন্যাস করিয়া হাররচনা সমাপ্ত করিবেন। শ্রীমতী একটি বৃহত্তর মণি আনয়নের নিমিত্ত তুলসীকে নয়নে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তুলসী পুষ্টমণিটি আনয়ন করিয়া শ্রীমতীর হস্তে দিতে গিয়া হস্তটি আর পাইলেন না। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইল। তখন বুঝিলেন, ইহা সাক্ষাৎকার নহে—স্ফুরণ। শ্রীপাদ রঘুনাথ হাহাকারের সহিত প্রার্থনা করিলেন—'শ্রীমতীর হস্তে মণিনিচয় পুনঃপুনঃ অর্পণ করিয়া এই দীনা কিঙ্করী কবে তাহার ভুজলতাকে সার্থক করিবে ?'

"আপন মন্দিরে ধনী, গান্ধর্ব্বিকা ঠাকুরাণী, নিজ প্রিয় সখীগণ সঙ্গ।

কদা লীলারাজ্যে ব্রজবিপিনরূপে বিজয়িনী
নিজং ভাগ্যং সাক্ষাদিহ বিধদতী বল্লভতয়া।
সমন্তাৎ ক্রীড়ন্তী পিক-মধুপ-মুখ্যাভিরভিতঃ
প্রজাভিঃ সংজুষ্টা প্রমদয়তি সা মাং মদধিপা ॥৩॥

অনুবাদ—যিনি বৃন্দাবনরূপ লীলারাজ্যে বিজয়িনী বা একছত্রাধিপত্য বিস্তারপূর্বক রাণীরূপে বিরাজিতা, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ারূপে যিনি আপনার ভাগ্যকে প্রাণাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন ও ব্রজে নিখিল কোকিল, ভ্রমররূপ প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়া করেন, আমার সেই ঈশ্বরী শ্রীরাধা কবে আমায় তাঁহার প্রেমসেবাদানে আনন্দিত করিবেন ? ৩॥

টীকা—সা মদধীশা মদধিপা রাধা কদা মাং মদয়তি হর্ষয়তি। কিম্ভূতা সতী ব্রজবিপিনরূপে লীলা-রাজ্যে বিজয়িনী এবং বল্লভতয়া প্রাণাদপ্যতিপ্রীত্যাস্পদং নিজং ভাগ্যং সাক্ষাদ্বিদধতী কুর্ব্বতী এবং পিক-মধুপমুখ্যাভিঃ প্রজাভিরভিতঃ সংজুষ্টা মিলিতা ক্রীড়ন্তী ॥৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফুরণে স্বীয় ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণীকে শ্রীবৃন্দাবনের রাজ-রাজেশ্বরীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর শ্রেষ্ঠতা জানিয়া তাঁহার প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনের আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন ইহা পদ্মপুরাণ হইতে জানা যায়—"বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রত্যুষ্যতা।" শ্রীল গোস্বামিপাদগণ শ্রীরাধারাণীর বৃন্দাবনরাজ্যে অভিষেক পরম আবেশে নানা-স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। মহাজন গাহিয়াছেন—

"বীণা উপাঙ্গ ডম্ফ কত বাজত মধুর মৃদঙ্গ সঙ্গে করতাল।
চৌদিকে সহচরী জয় জয় রব করি নাচত গাওত পরম রসাল ॥
দেখ দেখ রাইক শুভ অভিষেক।
কনক-মুকুর তনু বদন চাঁদ জনু নিরমল নীরে ঝলকে পরতেক ॥
ভগবতী কতহু যতন করি রাইক শির 'পরি ঢালই বাসিত বারি।
সুমেরু-শিখরে জনু শত-মুখী সুরধুনী বেগে গিরয়ে মহী ঐছে নেহারি ॥
কুঞ্চিত কুন্তল বাহি পড়য়ে জল চামরে মোতিম ঢরকে জনু।
হেরইতে অখিল নয়ন মন ভুলয়ে আনন্দে মোহন অবশ তনু ॥" (পদকল্পতরু)

প্রিয়গিরিধারী তরে, মণিহার পদ্মকরে, বনাইতে করিলে আরম্ভ ॥
রতন-সম্পুট হতে, এ কিঙ্করী ইচ্ছা মতে, মণি-মুক্তা করি অন্বেষণ।
প্রিয়াজীর করে আমি, দিব রত্ন চিন্তামণি, বারবার করি নিবেদন ॥
এই বৃন্দাবনে কবে, এমত সৌভাগ্য হবে, ভজিব কি বৃষভানুসুতা ?
নিবেদয়ে রঘুনাথ, দাস গোস্বামী দিনরাত, সার্থক হইবে ভুজলতা ॥"২॥

"সিনান সমাধল মুছল অঙ্গ। পহিরণ নীলিম বসন সুরঙ্গ॥
মণিময় আভরণ ভগবতী দেল। যাঁহা যেই শোভিল পহিরণ কেল॥
মণি–মন্দির মাহা আওল রাই। রতন-সিংহাসনে বৈঠল যাই॥
বনফুল-মালা দেওল বনদেবী। ঐছন চন্দনে বহু মত সেবি॥
বৃন্দাবনেশ্বরী করি ভেল নাম। ডাহিনে ললিতা বিশাখা বৈসে বাম॥
মধুমতী ছত্র ধরিল ধনী মাথ। চিত্রা বিচিত্রা দণ্ড ধরু হাত॥
চম্পকলতিকা চামর করু গায়। শশিকলা শশী সম বীজন বায়॥
ভগবতী পঞ্চদীপ করে নেল। আরতি করি নিরমঞ্ছন কেল॥
আর সব সহচরী মঙ্গল গায়। মোহন দুরহিঁ নেহারই তায়॥" (ঐ)

অতঃপর গুরুজন সকলেই বিদায় গ্রহণ করিলে সখীগণের নিকট কোটালপদ গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনের সর্বত্র শ্রীরাধার জয় ঘোষণা করিয়া তাঁহার বংশীটি ললিতার বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া এক অপূর্ব কৌতুকের অবতারণা করিলেন।* অতঃপর সখীগণ রাজবেশে শ্রীকৃষ্ণকে সাজাইয়া ঐ রত্নময় মহা-সিংহাসনে শ্রীরাধারাণীর দক্ষিণে তাঁহাকে বসাইয়া যুগলের সেবা করিতে লাগিলেন। প্রিয়াজীর সৌন্দর্য-মাধুর্য, রূপ, গুণ, লীলার মহা অভ্যুদয় দর্শনে শ্যামসুন্দর মহা আনন্দ-সায়রে সন্তরণ করিতে লাগিলেন! শ্রীমতীও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া বলিয়াই যে তাঁহার এই সৌভাগ্যের উদয়; ইহা বুঝিতে পারিয়া স্বীয় ভাগ্যকে প্রাণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন।

অতঃপর সখীগণসহ যুগলকিশোর বনভ্রমণে বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম, কোকিল, ভ্রমরাদি নিখিল বৃন্দাবনবাসিগণের নিকট শ্রীরাধারাণীর শ্রীবৃন্দাবনের রাজরাজেশ্বরীরূপে অভিষেকের বিষয় ঘোষণা করিলেন এবং আজ হইতে বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গমের শ্রীমতীই যে অধীশ্বরী ও সকলেই তাঁহার প্রজা, ইহা পুলকিত দেহে সাশ্রুনেত্রে সকলের নিকট স্বয়ং প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে এই বার্তা শ্রবণে এবং শ্রীমতীকে অভিনব রাজ্ঞীবেশে দর্শনে শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম সকলের কি আনন্দ! কোকিলকুল পঞ্চমতানে কুহু কুহু নাদে দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিল! ভৃঙ্গকুল দলে দলে ঝঙ্কার করিয়া কুসুমসমূহের নিকট এই মহানন্দময় বার্তা ঘোষণা করিতে লাগিল! ময়ূরকুল 'কে-কা' রবে দিগন্ত প্রতিনাদিত করিয়া পুচ্ছ মেলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। নিখিল পক্ষিকুলের কল-কূজনে বৃন্দাবন ভরপুর হইল। হরিণ, শশকাদি পশুসমূহ মহানন্দে লম্ফ-উল্লম্ফনে সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। বৃক্ষলতাবলীতে রাশি রাশি কুসুমবিকসিত হইল। তাহারা মধুধারা বর্ষণছলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ ও অঙ্কুরোদগমছলে পুলক প্রকাশ করিতে লাগিল। শ্রীমতী বৃন্দাবনেশ্বরীও তাঁহার প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া সকলের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আনন্দে তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগি-

---

* বিলাপকুসুমাঞ্জলি ৮৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীরাধার অভিষেক-লীলার বিস্তৃত বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

কদা কৃষ্ণাতীরে ত্রিচতুর-সখীভিঃ সমমহো
প্রসূনং গুম্ফন্তীং রবিসখসুতামানততয়া।
সমেত্য প্রচ্ছন্নং সপদি পরিরিপ্সো র্বকরিপো-
র্নিষেধে ভ্রূভঙ্গীং ভৃশমনুভজেঽহং ব্যজনিনী ॥৪॥

অনুবাদ— অহো ! যমুনাতীরে তিন চারিটি সখীসঙ্গে আনতবদনে পুষ্পগুম্ফনকালে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণ তথায় আগমন করিয়া সহসা আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিলে যিনি ভ্রূভঙ্গীদ্বারা তাঁহাকে নিষেধ করিতেছেন, সেই বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকাকে আমি কবে চামর বীজনদ্বারা সাতিশয় সেবা করিব ? ৪॥

টীকা—অহং ব্যজনিনী গৃহিতব্যজনা সতী রবিসখসুতাং বৃষভানুকন্যাং শ্রীরাধাং কদা ভৃশমতিশয়ং ভজে। রবিসখসুতাং কিন্তূতাং কৃষ্ণাতীরে ত্রিচতুরসখীভিঃ সমং প্রসূনং গুম্ফন্তীং সতীং প্রচ্ছন্নং যথাস্যাত্তথা এত্য আগত্য সপদি তৎক্ষণাদেব পরিরিপ্সোঃ পরিরব্ধুমিচ্ছোর্বকরিপোর্নিষেধে বারণে ভ্রূভঙ্গাম্ ।৪।

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডতটে পড়িয়া শ্রীরাধারাণীর বিরহে রোদন করিতেছিলেন, সহসা যমুনাতীরের একটি মধুময়ী লীলার স্ফুরণ লাভ করিলেন। শ্রীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে দেখিতেছেন শ্রীমতী রাধারাণী শ্যামসুন্দরের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় অধীরা হইয়া যমুনার জল আনয়নের ছলে তিন চারিটি স্নিগ্ধা সখীর সঙ্গে যমুনাতীরে আসিয়াছেন। তুলসী ছায়ার মত তাঁহার পিছনে। যমুনার শোভা দর্শনে শ্রীমতী শ্যামসুন্দরের বিপুল উদ্দীপনে অধীরা ! কৃষ্ণা শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গকান্তির ন্যায় শ্যামলনীরে রসের তরঙ্গ তুলিয়া কুলুকুলুনাদে বহিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার শ্যামলবক্ষে ফুটিয়াছে কমল, কুমুদ, কহ্লার। তাহার সৌরভে সমাকৃষ্ট হইয়া ভৃঙ্গের দল অধীরপ্রাণে কমলিনীর বক্ষপুটে বসিয়া মধুপান করিতেছে। যমুনার তীরে নানাজাতীয় লতাবলীতে বেষ্টিত বৃক্ষরাজিতে রাশি রাশি কুসুম বিকসিত

লেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ তুলসীমঞ্জরীরূপে স্বামিনীর বীজন, তাম্বূলদানাদি সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। সহসা লীলাস্ফূর্তির বিরাম হইল শ্রীপাদ স্বীয় ঈশ্বরীর ঐ অভ্যুদয়-স্মরণে তাঁহার প্রেমসেবানন্দ প্রার্থনা করিলেন আর্তকণ্ঠে !

"সুখময় বৃন্দাবনে, লীলারাজ্য কুঞ্জবনে, কুঞ্জেশ্বরী রাধা-বিজয়িনী।
বরজ-মণ্ডলে সদা, সবার মুখেতে কথা, "জয় রাধে" এইমাত্র শুনি ॥
কোকিল ভ্রমর যত, শুক-শারী পিক কত, ময়ূর-ময়ূরী চক্রবাকে।
অগণিত প্রজাসঙ্গে, শ্রীরাধিকা রসরঙ্গে, খেলা করে কত না কৌতুকে ॥
সেই রাধা মদীশ্বরী, বৃষভানু-সুকুমারী, আর কবে হর্ষিত করিবে।
ভাগবত-চূড়ামণি, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, নিবেদয়ে মঞ্জরী-স্বরূপে ॥"৩॥

হইয়া সৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত করিয়াছে। বিবিধ পক্ষীর কলকূজনে দিগন্ত মুখরিত! সহসা শ্রীমতী দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ ভাববিকারে ভূষিতা হইয়া সখীসঙ্গে কুসুম-চয়নপূর্বক একটি মনোহর কুঞ্জদ্বারে বসিয়া আনতবদনে মাল্যরচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন! তুলসী শ্রীমতীর ব্যজনসেবায় নিরতা।

শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে শ্রীমতীর অঙ্গসৌরভে উন্মাদিত হইয়া ভৃঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে কুঞ্জদ্বারে সখীসঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীমতীকে দর্শন করিয়াই তাঁহার সহিত মিলন-কামনায় শ্যাম অধীর হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রৈণপুরুষ নহেন, তিনি আত্মারাম, আপ্তকাম ও স্বয়ং রসঘনবিগ্রহ। তথাপি শ্রীমতীর দর্শনে তাঁহার এতাদৃশ ব্যাকুলতা। ইহা শ্রীরাধার অসাধারণ প্রেমেরই অচিন্ত্য প্রভাব। পূর্বরাগের ভূমিতে এই যমুনাতটে শ্রীমতীর দর্শনে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন শ্যামসুন্দর—

"থির বিজুরি বরণ গোরী পেখলুঁ ঘাটের কূলে।
কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে নব মল্লিকার মালে॥
সই! মরম কহিলু তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া আকুল করিল মোরে॥
ফুলের গেঁড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে সঘনে দেখায় পাশ।
উচ-কুচযুগ বসন ঘুচায়ে মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ-কমলে মল্ল তোড়ল সুন্দর যাবক-রেখা।
কহে চণ্ডিদাসে হৃদয়-উল্লাসে পুন কি হইবে দেখা?" (পদকল্পতরু)

শ্রীকৃষ্ণ প্রচ্ছন্নভাবে সেখানে আগমন করিয়া সহসা শ্রীমতীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া-ছেন। শ্রীমতী ভ্রূভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করিতেছেন। তৎকালে ভাবময়ীর বদনের নয়নের 'কি অপূর্ব শোভা'! অঙ্গচেষ্টার কি অপূর্ব মধুরী!! শ্রীমতীর তাৎকালিক শোভা দর্শনে ব্যজনরতা কিঙ্করী তুলসী বিমোহিতা। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। শ্রীপাদ আর্তির সহিত তাদৃশ ভাবময়ীর যথেষ্ট ব্যজনসেবা কামনা করিয়াছেন।

"তপন-তনয়া তীরে, অপরূপ শোভা করে, কুসুমিত কেলি-কুঞ্জবন।
সেই কুঞ্জে রসরঙ্গে, কুঞ্জেশ্বরী সখী সঙ্গে, করিতেছে কুসুম-চয়ন॥
হেনকালে গিরিধারী, বৃন্দাবন-বনচারী, অকস্মাৎ আসিয়া তথায়।
রাই-অঙ্গ আলিঙ্গনে, অদম্য লালসা প্রাণে, ইঙ্গিতেতে স্ব-ইচ্ছা জানায়॥
সবাকার অলক্ষেতে, ভানুসুতা ভ্রূভঙ্গিতে, প্রাণনাথে করে নিবারণ।
সে রহস্য লীলা দেখি, কবে বা জুড়াব আঁখি, মন্দ মন্দ করিব ব্যজন॥

কদা শুভ্রে তস্মিন্ পুলিনবলয়ে রাসমহসা
সুবর্ণাঙ্গী-সঙ্ঘেষ্বহমহমিকা-মত্তমতিষু ।
হরৌ যাতে নীলোপলনিকষতাং জিত্বরগুণাদ্-
গুণাদস্মান্ দিব্যদ্রবিণমিব রাধা মদয়তি ॥৫॥

অনুবাদ—জ্যোৎস্না-স্নাত শুভ্র পুলিন-বলয়ে রাসোৎসবে সুবর্ণাঙ্গী গোপিকাকুল অভিমান-বিমত্তা হইলে শ্রীহরি নিকষপাষাণের ন্যায় গোপীগণকে পরীক্ষা করিয়া শ্রীরাধাই সর্বশ্রেষ্ঠা জানিয়া দিব্য সম্পদের ন্যায় যাঁহাতে আসক্ত হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধা আমায় কবে আনন্দিত করিবেন ? ৫॥

টীকা—কদা রাধা জিত্বরগুণাদগুণাদ্ধেতোর্দিব্যদ্রবিণমিব উৎকৃষ্টধনমিব মাং মদয়তীত্যন্বয়ঃ। জিত্বরো জয়নশীলোগুণঃ প্রভাবো যস্য তস্মাৎ গুণাৎ সৌন্দর্য্যাদেরিত্যর্থঃ। কস্মিন্ সতি হরৌ নীলোৎপলনিকষতাং যাতে সতি। কদা শুভ্রে তস্মিন্ পুলিনস্য বলয়ে মণ্ডলে সুবর্ণাঙ্গীসঙ্ঘেষু রাসস্যমহসা সৌন্দর্য্যেণ অহমহমিকামত্তমতিষু অহমেব সুন্দরী নান্যেত্যহঙ্কারমতিষু সৎসু। অহমহমিকা পূর্ব্বং যা স্যাৎ সম্ভাবনা-স্বনীত্যমরঃ। অত্রায়মভিসন্ধিঃ যথা স্বর্ণকারোনিকষপাষাণেন সুবর্ণং পরীক্ষ্য ভদ্রাভদ্রং নিষ্কর্ষ্য ভদ্রে আসক্তো ভবতি। তথা স্বাঙ্গরূপ নিকষপাষাণেন স্বর্ণবর্ণাঃ সর্ব্বামালিঙ্গ্যালিঙ্গ্য রাধায়াং স্বর্ণাঙ্গ এব উৎ-কৃষ্টবুদ্ধ্যা কৃষ্ণ আসক্তো বভুবেতি ॥৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ রাসলীলার স্ফুরণে শতকোটি গোপীর মিলনমেলায় স্বীয় ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণীর শ্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যমুনাপুলিনে রাসলীলা আরম্ভ হই-য়াছে। পূর্ণশশধরের শুচিশুভ্র কিরণমালায় বৃন্দাবন সমুদ্ভাসিত। সুধাকর গোপীসহ গোপীনাথের রাস-লীলার সেবার নিমিত্ত নিজের ভাণ্ডারের সমস্ত কিরণরাশি যমুনাপুলিনে বিলাইয়া দিয়াছেন। "তয়ো-ত্থিতং তৎ পুলিনং সৈকতং সিকতাময়ম্" নদীর জল হইতে সদ্যোত্থিত বালুকাময় স্থানের নাম 'পুলিন' এবং সর্বদা জলের বাহিরে অবস্থিত বালুকাময় স্থানের নাম 'সৈকত'। যমুনা গোপীসহ গোপীনাথের রাসলীলার নিমিত্ত পুলিন-মণ্ডলকে সযত্নে নিজগর্ভে লুক্কায়িত করিয়া রাখেন এবং তরঙ্গরূপ হস্তের দ্বারা বাছিয়া উহাতে কর্পূরচূর্ণের ন্যায় শুভ্র এবং কোমল বালুকার আস্তরণ পাতিয়া রাখেন। রাসলীলার মানসে গোপীসহ গোপীনাথ তথায় আগমন করিলেই যমুনা উহা নিজ গর্ভ হইতে বাহির করিয়া দেন। একেত শুভ্রবালুকাময় পুলিনভূমি, আবার জ্যোৎস্নালোক-সম্পাতে উহা অধিকতর শুভ্র হইয়াছে। যমুনা-তটের শ্যামল বনানীর বৃক্ষ-লতাদি সব জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া যেন শুভ্রতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। রাশি রাশি মল্লিকা, মালতী, জাতি, যূথী প্রভৃতি কুসুম বিকসিত হইয়া বৃন্দাবনের প্রকৃতিকে শুভ্রতর করিয়া তুলিয়াছে !

ভাগবত-চূড়ামণি, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরতি মঞ্জরী কুঞ্জ-মাঝে।
অশ্রুজলে অবিরত, নিবেদন করে কত, শ্রীরাধার চরণপঙ্কজে ॥"৪॥

রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপবালার সহিত রাসনৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। 'গোপী কৃষ্ণ—গোপী কৃষ্ণ'—রাসমণ্ডল ছাইয়া গিয়াছে। স্বর্ণাঙ্গী গোপিকাকুলের সহিত নবজলধরকান্তি শ্যামসুন্দরের কি অপূর্ব শোভা!

"কাঞ্চন-মণিগণে জনু নিরমায়ল রমণীমণ্ডল সাজ।
মাঝই মাঝ মহামরকত সম শ্যামরু নটবর রাজ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাসবিহার।
থির বিজুরি সঞে চঞ্চল জলধর রস বরিষয়ে অনিবার॥
কত কত চাঁদ তিমির পর বিলসই তিমিরহু কত কত চান্দে।
কনক লতায়ে তমালহুঁ কত কত দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে॥
কত কত পদুমিনী পঞ্চম গায়ত মধুকর ধর শ্রুতি ভাষ।
মধুকর মেলি কত পদুমিনী গায়ত দুগধল গোবিন্দদাস॥" (পদামৃতমাধুরী)

দুই দুই গোপিকার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন যে, প্রত্যেক গোপীই শ্রীকৃষ্ণকে নিজের নিকটে পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন এবং নিজেকে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিকষপাষাণে স্বর্ণ-পরীক্ষার ন্যায়, অর্থাৎ স্বর্ণকারেরা যেমন নিকষ-পাষাণে ঘষিয়া সুবর্ণের উত্তমতা পরীক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ নিকষপাষাণবৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বর্ণাঙ্গী গোপীগণের সমালিঙ্গনে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন এবং মহাদিব্য সম্পদ্প্রাপ্তির ন্যায় তাঁহাতেই সমধিক আসক্ত হইয়াছেন। প্রেমে, রূপে, গুণে, সৌন্দর্যে, মাধুর্যে মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধারাণীর কুত্রাপি তুলনা নাই। তুলসীমঞ্জরী রাসলীলার মধ্যে শতকোটি গোপী অপেক্ষা স্বীয় ঈশ্বরীর মহত্ত্বের উপলব্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। মণ্ডলী-বন্ধে গোপীগণ নৃত্য করিতেছেন, মধ্যে শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্যামসুন্দরের অপূর্ব নৃত্যকলা প্রকাশ পাই-তেছে! তুলসীমঞ্জরী সেখানে থাকিয়া যুগলের বীজন, তাম্বুলদানাদি সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। শ্রীপাদ স্বীয় ঈশ্বরীর নিকট তাদৃশ সেবানন্দ প্রার্থনা করিতে-ছেন আর্তি বিজড়িত কণ্ঠে।

"যুগল-বিলাস-স্থান, নির্ম্মল পুলিন ধাম, শ্রীরাস সৌন্দর্য্যে ঝলমল।
শতকোটী ব্রজাঙ্গনা, রূপে গুণে অনুপমা, রাসনৃত্যে উন্মত্ত সকল॥
স্বর্ণাঙ্গী গোপিকা যারা, গর্ব্ব করি বলে তারা, সৌন্দর্য্যের করিলে বিচার।
তুলনা দিবার ঠাঁই, আমা সম কেহ নাই, মোর অঙ্গ রূপের পশার॥
দেখি গর্ব্ব সবাকার, গিরিধারী স্বর্ণকার, নীলোৎপল নিকষ-পাষাণ।
প্রতি গোপী আলিঙ্গনে, পরীক্ষা করিয়া ভণে, কেহ নহে রাধার সমান॥
লাখবান হেম জিনি, দ্যোতমানা হেমাঙ্গিনী, সখীর মণ্ডলে সর্ব্বোত্তমা।

কদা ভাণ্ডীরস্য প্রথিতরুচিরোৎসঙ্গনিলয়ে
বরামধ্যাসীনাং কুসুমময়তূলীমতুলিতাম্।
প্রিয়ে চিত্রং পত্রং লিখতি নিহিতস্বাঙ্গলতিকাং
বিশাখাপ্রাণালীং ভজতি দিশতী বর্ণকমসৌ ॥৬॥

অনুবাদ—ভাণ্ডীরের সুবিখ্যাত মনোজ্ঞ নিলয়ে নিরুপম কুসুমরচিত রমণীয় শয্যায় আসীনা শ্রীরাধার বক্ষে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ পত্রভঙ্গ রচনা করিতে থাকিলে যিনি স্বীয় অঙ্গলতিকা তাঁহার অঙ্গে বিন্যস্ত করিয়াছেন, মাদৃশ জন তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে রং অর্পণ করিয়া কবে তাঁহার সেবা করিবে ? ৬॥

টীকা—অসৌ মদ্বিধো জনঃ কদা বিশাখাপ্রাণালীং বিশাখাপ্রাণসখীং রাধাং ভজতি। কিম্ভূতাং ভাণ্ডীরস্য প্রথিতরুচিরোৎসঙ্গনিলয়ে খ্যাত মনোজ্ঞ ক্রোড়গৃহে অতুলিতাং কুসুমময়তূলী-মধ্যাসীনাম্। পুনঃ কিম্ভূতাং চিত্রং পত্রং লিখতি প্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণে নিহিত স্বাঙ্গলতিকাম্। অহং কিম্ভূতা বর্ণকং চিত্র-সাধন দ্রব্যবিশেষং দিশতী কৃষ্ণহস্তে দদতী ॥৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ ভাণ্ডীরবনের একটি মনোহর কুঞ্জে একটি মনোজ্ঞ লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ভাণ্ডীর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতি সুবিখ্যাত লীলাস্থান। এখানের ভাণ্ডীরবটে এবং কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মনোজ্ঞলীলাবিলাস হইয়া থাকে। এখানেই সখীগণসহ শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের মল্লবেশে অদ্ভুত মল্লক্রীড়ার বর্ণনা ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যায়।*

শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূর্তিতে তুলসী মঞ্জরীস্বরূপে যাবটে শ্রীমতীর সেবায় নিরতা। সহসা ভাণ্ডীর হইতে শ্যামসুন্দর শ্রীমতীর নাম লইয়া অদ্ভুত মুরলীবাদন করিলেন। মুরলীনাদ শ্রবণে শ্রীমতী শ্যাম-মিলনাকাঙ্ক্ষায় অধীরা হইয়া পড়িলেন। তুলসী স্বামিনীকে লইয়া ভাণ্ডীরের একটি সুবিখ্যাত মনোজ্ঞ নিলয়ে শ্যামসুন্দরের সহিত মিলন সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুগলের বিলাসের নিমিত্ত তুলসী ঐ মনোজ্ঞ কুঞ্জে একটি রমণীয় নিবৃন্ত কুসুমের শয্যা রচনা করিয়াছেন। স্ফুরণ হইলেও সাক্ষাতের ন্যায়ই লীলাটির সুস্পষ্ট অনুভূতি আছে। স্ফুরণ বলিয়া মনে হইলে দুঃখ হইবে, তাই বিস্ফুরণ—সাক্ষাৎকার ভ্রান্তি। স্মরণনিষ্ঠ সাধকেরও সময় সময় সাক্ষাৎসেবা করিতেছি বলিয়াই মনে হয়, লীলাস্মরণ করিতেছি ইহা মনেই থাকে না। তখন স্মরণের ভিতরেই সাধক একটি সান্দ্র আনন্দের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই স্মরণ গাঢ় হইয়াই স্ফূর্তি আসে।

কিঙ্করীর রচিত কুসুমশয্যায় যুগলের মধুর বিলাস আরম্ভ হইয়াছে। তুলসী কুঞ্জের বাহিরে

মদনমোহন নাম, আসক্ত নবীন কাম, রাইরূপে না জানে আপনা ॥
সেই স্বর্ণ-পঞ্চালিকা, বিজয়িনী শ্রীরাধিকা, কৃপা করি দরশন দানে।
আনন্দ করিবে দান, তবেত জুড়াবে প্রাণ, এলালসা রাতুল চরণে ॥"৫॥

---

* ব্রজবিলাসস্তবে (প্রথমখণ্ড, ৯৩ সংখ্যকশ্লোকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

আসিয়া কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়া অতি অপূর্ব যুগলবিলাস-মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। স্বীয় ঈশ্বরী এবং তাঁহার প্রাণনাথকে এতখানি সুখ দিতে পারিয়াছেন জানিয়া সেবাপ্রাণা কিঙ্করী তুলসী আনন্দে আত্মহারা।

"যৈছে বিরহ-জ্বরে লুঠল রাই। তৈছন অমিয়া-সাগরে অবগাই॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি। আনন্দে দুহুঁজন করু নানা কেলি॥
বিকসিত কুসুম মলয় সমীর। ঝলমল করতহি কুঞ্জ-কুটীর॥
বিহরয়ে রাধামাধব রঙ্গে। নরোত্তম দাস হেরি পুলকিত অঙ্গে॥" (পদকল্পতরু)

বিলাসের অবসান হইয়াছে। শ্রীরাধামাধব কুসুমশয্যোপরি উঠিয়া বসিয়াছেন। বিলাসান্তে শ্রীমতীর মাধুরী দর্শনে নাগররাজ বিমোহিত! কিঙ্করী তুলসী সেবার অবসর বুঝিয়া কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জলদান, তাম্বূলদান, বীজনাদি সেবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী স্বাধীনভর্তৃকা দশা প্রাপ্তা। অনুগত নায়ককে শীঘ্র বেশরচনার জন্য আদেশ দিতেছেন। প্রথমতঃ শ্রীমতী নাগরমণিকে তাঁহার কুচদ্বয়ে পত্রভঙ্গ রচনা করিতে বলিতেছেন—

"কুরু যদুনন্দন! চন্দন-শিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে।
মৃগমদ-পত্রকমত্র মনোভব-মঙ্গল-কলস-সহোদরে॥
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে॥" (গীতগোবিন্দম্)

শ্রীমতী রাধারাণী গোকুলচন্দ্র স্বীয় হৃদয়ানন্দ প্রদাতা রমণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, 'হে গোপকুলচন্দ্র! মদনের মঙ্গলঘটতুল্য আমার পয়োধরে তোমার চন্দন অপেক্ষাও সুশীতল করকমলদ্বারা মৃগমদের পত্র-ভঙ্গ রচনা করিয়া দাও।' শ্রীমতীর আদেশে শ্যাম তাঁহার বক্ষোজে পত্রভঙ্গ রচনা করিতেছেন। শ্রীমতী প্রণয়ভরে শ্যামের অঙ্গে স্বীয় অঙ্গলতিকা বিন্যাস করিয়া বসিয়াছেন। যেমন তমালের ক্রোড়ে সোহাগে জড়িতা কনকলতা শোভা পাইতেছে। কিঙ্করী তুলসী শ্যামের হস্তে তুলিকা দিয়া মণিবাটিতে মৃগমদ-দ্রব লইয়া তাঁহার নিকটেই বসিয়াছেন। শ্যাম মৃগমদ লইয়া শ্রীমতীর বক্ষোজে পত্রভঙ্গ রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। উভয়েরই কত শত ভাববিকার প্রকাশ পাইতেছে! কিঙ্করী তুলসী তাহা দেখিয়া রসের সায়রে সন্তরণ করিতেছেন! সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। আর্তিভরে বিশাখার প্রাণসখী শ্রীরাধার নিকটে ঐ লীলা দর্শনের সহিত ঐ অন্তরঙ্গ সেবাটি প্রার্থনা করিয়াছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ।

"ভাণ্ডীর বটেতে সাজে, শ্রীমণিমন্দির-মাঝে, নিরুপম পুষ্প তূলিকায়।
নব-গোরোচনা গৌরী, শ্যামভোগ্য সুকুমারী, আলো করি শ্রীঅঙ্গচ্ছটায়॥
শ্যামল সুন্দর অঙ্গে, নবীনা কিশোরী রঙ্গে, অঙ্গলতা হেলাইয়া দিলে।
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি, সর্ব্বকলাগুরু জিনি, চিত্রাঙ্কন করে কুতূহলে॥
গলিত বর্ণক যত, দিব আমি ইচ্ছামত, প্রিয়তম বল্লভের করে।
রাই অঙ্গে চিত্রাঙ্কন, করিব কি দরশন, বিগলিত প্রেম-অশ্রুনীরে॥

কদা তুঙ্গে তুঙ্গে রহসি গিরিশৃঙ্গে ব্রততিজান্
প্রিয়ে পূর্ব্বা লীলা নিগময়তি সংস্তাব্য নিলয়ান্।
মদেনাবিস্পষ্টাং শকলিতপদাং ব্রীড়িততয়া-
দ্রুতামৌৎক্যেনৈষা বিরচয়তি পৃচ্ছাং মম পুরঃ ॥৭॥
গতির্যন্মে নিত্যা যদখিলমপি স্বং সবয়সাং
মদীশ্বর্য্যাঃ প্রেষ্ঠ-প্রণয়কৃত-সৌভাগ্য-বরিমা।
হরের্যৎ প্রেমশ্রীর্নিবসতিরমুষ্যাস্তুলনয়া
সদা তস্মিন্ কুণ্ডে লসতু ললিতালী মম দৃশি ॥৮॥

॥ ইত্যভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥২৬॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধনের অত্যুচ্চ নির্জনপ্রদেশে লতাগৃহসমূহকে প্রশংসা করিয়া পূর্ব-লীলাসকল স্মরণ করাইয়া জ্ঞাপন করিলে শ্রীরাধা অজ্ঞতারূপ গর্বে অস্পষ্ট, খণ্ডিতপদ ও লজ্জাবশতঃ শীঘ্র উচ্চারিতবাক্যে কবে উৎকণ্ঠাভরে আমার নিকট প্রশ্ন করিবেন? ৭॥

যিনি আমার নিত্যগতি, যিনি সখীগণের সর্বস্ব-সম্পদ্, মদীশ্বরী শ্রীরাধার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়হেতু যিনি শ্রেষ্ঠ-সৌভাগ্যাস্পদা এবং যাঁহাতে শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসম্পদ্ নিয়ত বিরাজ করিতেছে—সেই ললিতাসখী এই শ্রীরাধাকুণ্ডতটে আমার নয়নগোচর হউন ॥৮॥

টীকা—গিরিশৃঙ্গে তুঙ্গে তুঙ্গে অত্যুচ্চ প্রদেশে যদ্রহো নির্জ্জনং তস্মিন্ ব্রততিজান্ লতাঘটিতান্ নিলয়ান্ গৃহান্ সংস্তাব্য সম্যক্ স্তাবয়িত্বা প্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বা লীলা নিগময়তি জ্ঞাপয়তি সতি এষা রাধা ঔৎসুক্যেন উৎসুকতয়া মম পুরঃ কদা পৃচ্ছাং প্রশ্নং বিরচয়তি করিষ্যতীত্যন্বয়ঃ। পৃচ্ছাং কিম্ভূতাং মদেন স্বানাভিজ্ঞত্বাবরণরূপাহঙ্কারেণ অবিস্পষ্টাম্ অতএব শকলিতপদাং খণ্ডিতপদাং ব্রীড়িততয়া দ্রুতাং শীঘ্রোৎপন্নাম্ ॥৭॥

তস্মিন্ কুণ্ডে কুণ্ডসমীপপ্রদেশে ললিতালী ললিতা চাসৌ আলী চেতি ললিতাসখী মম দৃশি লসতু প্রকাশতামিত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতা যৎ যা মে মম নিত্যা গতিঃ এবং যদ্‌যা সবয়সাং সখীনাং স্বং ধনম্। এবং মদীশ্বর্য্যা রাধায়াঃ প্রেষ্ঠ প্রণয়কৃত সৌভাগ্যবরিমা প্রেষ্ঠপ্রণয়েন শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যা কৃতং যৎ সৌভাগ্যং তস্য বরিমা শ্রেষ্ঠরূপৈব। যদ্‌যস্যাং হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অমুষ্যা রাধায়াস্তুলনয়া তুল্যেন প্রীতিশ্রীর্বসতি সেত্যর্থঃ ॥৮॥

॥ ইত্যভীষ্টপ্রার্থনাষ্টক-বিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ গিরিরাজ-গোবর্ধনের অত্যুচ্চ শিখরে বিহার-পরায়ণ

সেই রাধা কমলাক্ষী, বিশাখার প্রাণসখী, মদীশ্বরী জীবনে মরণে।
কত মতে সেবা করি, রহিব চরণে পড়ি, এ লালসা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ॥"৬॥

শ্রীশ্রীরাধামাধবের একটি মধুর লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অভীষ্টপ্রার্থনার এই শ্লোকে তাহারই রসোদগার। শ্রীপাদ স্ফূর্তিতে তুলসীমঞ্জরী-স্বরূপে দেখিতেছেন, শ্রীগিরিরাজের অত্যুচ্চ শিখরে নির্জন প্রদেশে শ্রীরাধামাধবের স্বচ্ছন্দ বিহার। ইতিপূর্বে যেসব লতাগৃহে বা নিকুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের বিলাস হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ সেই সব লতাগৃহকে ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন এবং শ্রীরাধারাণীকে সেই সকল পূর্ব-লীলা স্মরণ করাইতেছেন—'হে শ্রীরাধে! তোমার মনে পড়ে কি, এই কুঞ্জে আমাদের এই সব লীলা-রসের আস্বাদন লাভ হইয়াছিল। এই কুঞ্জে মদনসমরে তুমি আমায় পরাভূত করিয়াছিলে। এই কুঞ্জেই পৌরুষভাবে তোমার অদ্ভুত কন্দর্পচেষ্টা প্রকাশিত হইয়াছিল' ইত্যাদি। পূর্বলীলাগুলি স্মরণ করাইয়া নাগরমণি শ্রীমতীর নিকট উহা খ্যাপন করিতেছেন। তুলসীমঞ্জরী যুগলের বীজনাদি সেবা করিতে করিতেই তাঁহাদের লীলামাধুরী আস্বাদন করিয়া রসের সায়রে সন্তরণ করিতেছেন! প্রেমের রাজ্যে যত উচ্চকোটির আস্বাদন থাকিতে পারে, ইহাই তাহার শেষ পর্যায়। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ   ভরসা করিয়া মন   কমল বলিয়া হৃদে লও।
গাইয়া তাঁহাদের গুণ   হৃদে করি আন্দোলন   পরম আনন্দ সুখ পাও॥
হেমগিরি-তনু রাই   আঁখি দরশন চাই   রোদন করিয়ে অভিলাষে।
জলধর ঢর ঢর   অঙ্গ অতি মনোহর   রূপেতে ভুবন পরকাশে॥
সখীগণ চারিপাশে   সেবা করে অভিলাষে   সে সেবা পরম সুখধরে।
এই মনে আশা মোর   ঐছে রসে হঞা ভোর   নরোত্তম সদাই বিহরে॥"

...   .

"রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ প্রেম   লক্ষবান যেন হেম   যাহার হিল্লোলে রসসিন্ধু।
চকোর-নয়ন-প্রেম   কাম রতি করে ধ্যান   পিরীতি-সুখের দুহুঁ বন্ধু॥
রাধিকা প্রেয়সী-বরা   বাম-দিকে মনোহরা   কনক-কেশর কান্তি ধরে।
অনুরাগে রক্তশাড়ী   নীলপট্ট মনোহারী   প্রত্যঙ্গে ভূষণ শোভা করে॥
করয়ে লোচন পান   রূপ লীলা দুহুঁ ধ্যান   আনন্দে মগন সহচরী।
বেদ-বিধি অগোচর   রতন-বেদীর 'পর   সেব নিতি কিশোর-কিশোরী॥" (প্রেঃভঃচঃ)

শ্রীকৃষ্ণ পূর্বানুষ্ঠিত রসলীলাগুলি স্মরণ করাইলে শ্রীমতী সাতিশয় ভাবাকুলা হইয়া পড়িতেছেন। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নয়নদ্বয়ে কত শত ভাবচেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যেন শুনিতে না পান এইরূপ বাক্যে কিঙ্করীর নিকট শ্রীমতী কিছু প্রশ্ন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে সে বিষয়ে যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ অজ্ঞতা আছে, তাহার সহিত গর্বও আছে। এইপ্রকার অজ্ঞতা-রূপ গর্বে যাঁহার প্রশ্ন অস্পষ্ট হইয়াছে।* আবার রত্যাখ্যভাবে প্রশ্নগুলি খণ্ডিতপদ এবং লজ্জাবশতঃ

---

* এখানে 'মৌগ্ধ্য' নামক নায়িকার অলঙ্কারবিশেষও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে লিখিত

শীঘ্র উচ্চারিত। এইরূপে শ্রীমতী নানা ভাববিকারে ভূষিতা হইয়া কিঙ্করীর নিকট উৎকণ্ঠাভরে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছেন। সহসা লীলাস্ফূর্তির বিরাম হইয়াছে। ব্যাকুলপ্রাণে ঐ লীলাটি দর্শনের প্রার্থনা অভীষ্ট চরণে জ্ঞাপন করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ।

অতঃপর শেষশ্লোকে রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডের তটে শ্রীরাধার সর্বপ্রধানা সখী ললিতার দর্শন কামনা করিতেছেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন, 'যিনি আমার নিত্যগতি অর্থাৎ একমাত্র আশ্রয়, যাঁহার করুণা-ব্যতীত শ্রীরাধামাধবের সেবালাভ কোন মতেই সম্ভবপর নহে। যিনি নিখিল সখীবৃন্দেরও সর্বস্ব-সম্পদ, অর্থাৎ যাঁহার আনুগত্যেই সখীগণেরও যুগলমাধুরীর আস্বাদন-সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। মদীশ্বরী শ্রীরাধারাণীর প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-সম্পদে যিনি-সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার প্রাপ্তির সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন। অধিক আর কি বলিব, যে ললিতাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসম্পদ্ শ্রীরাধার ন্যায়ই বিরাজ করিতেছে। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে সেই ললিতাসখীর দর্শন কামনা করিতেছেন।

"তুঙ্গগিরি গোবর্দ্ধনে, গিরিধারী প্রিয়া সনে, লতাকুঞ্জে ভ্রমিয়া বেড়ায়!
পূর্ব্বলীলা মনোহারী, প্রিয়াজীর কণ্ঠ ধরি, কথাছলে বলে শ্যামরায়॥
হে রাধে দেখ দেখি, ছুঁহুক লীলার সাক্ষী, অপরূপ মাধবী-বিতান।
রহঃলীলা হৈল যত, তার চিহ্ন শত শত, অদ্যাপিহ আছে বর্ত্তমান॥
বল্লভের কথা শুনি, শুনিয়া না শুন তুমি, লজ্জাবতী অবনত মাথে।
অস্পষ্ট খণ্ডিতপদে, শীঘ্র উচ্চারিত বাক্যে, কবে কথা কইবে মোর সাথে॥"৭"
"ললিতা দেবীর পদ, সেই মোর সম্পদ্ পরম সুখদ-নিকেতন।
আমার মুকুটমণি, নিত্য মোর গতি তুমি, সখীগণে সরবস ধন॥
মদীশ্বরী শ্রীরাধার, প্রিয়তম বল্লভের, সদা করি প্রীতির বিধান।
পরম সৌভাগ্যবতী, যুগলরসের মূর্ত্তি, সখীর পরম শ্রেষ্ঠ নাম॥
রাধা-সম কুঞ্জে কৃষ্ণ, ললিতা-দর্শনে তৃষ্ণ, সমধিক প্রেমের নিবাস।
সেইত ললিতা সখী, রাধাকুণ্ডে দেখিব কি, নিবেদয়ে রঘুনাথ দাস॥"৮॥

॥ ইতি অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥২৬॥

আছে—"জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ পৃচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধ্যমীরিতম্" অর্থাৎ 'প্রিয়জনের সম্মুখে জ্ঞাতবস্তুর প্রতি অজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসাকে 'মৌগ্ধ্য' বলা হয়।'

(২৭)

অথ শ্রীশ্রীদাননির্বর্ত্তনকুণ্ডাষ্টকম্

শ্রীশ্রীদাননির্বর্ত্তনকুণ্ডায় নমঃ

স্বদয়িত গিরিকচ্ছে গব্যদানার্থমুচ্চৈঃ কপট-কলহকেলিং কুর্ব্বতোর্নব্যযূনোঃ।
নিজজনকৃত দর্পৈঃ ফুল্লতোরীক্ষকেঽস্মিন্ সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্ত্তনে নঃ ॥১॥
নিভৃতমজনি যস্মাদ্দাননির্বৃত্তিরস্মিন্নত ইদমভিধানং প্রাপ যত্তৎসভায়াম্।
রসবিমুখ-নিগূঢ়ে তত্র তজ্জ্ঞৈকবেদ্যে সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্ত্তনে নঃ ॥২॥
অভিনব মধুগন্ধোন্মত্ত রোলম্ব-সঙ্ঘধ্বনিললিত-সরোজব্রাত-সৌরভ্যশীতে।
নব মধুর খগালীক্ষ্বেলি-সঞ্চারকম্রে সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্ত্তনে নঃ ॥৩॥

অনুবাদ—নিজপ্রিয় গিরিরাজ-গোবর্ধনের তটপ্রদেশে গব্যদানহেতু যাঁহারা প্রচুরতর কপট-কেলি-কলহ করিতেছেন, নিজজনের দর্পে যাঁহারা আনন্দিত; এতাদৃশ নবীনযুগল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে যিনি সর্বদা দর্শন করিতেছেন, সেই দাননির্বর্তন সরোবরে আমাদের বাস হউক ॥১॥

নির্জনে যেস্থলে শ্রীরাধামাধবের দানকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত সেই দানসভায় যাহা 'দাননির্বর্তন' আখ্যা প্রাপ্ত হয়, অরসিকজনের যিনি অলক্ষ্য এবং রসিকজনের একমাত্র বেদ্য, সেই দাননির্বর্তন সরোবরে আমাদের বাস হউক ॥২॥

যাহা অভিনব মধুগন্ধোন্মত্ত ভৃঙ্গকুলের ঝঙ্কারে শোভিত কমলকুলের সৌরভে বাসিত ও সুশীতল এবং মনোজ্ঞ পক্ষিকুলের ক্রীড়াসঞ্চারদ্বারা মনোহর, সেই দাননির্বর্তন সরোবরে আমাদের বাস হউক ॥৩॥

টীকা—অস্মিন্ দাননির্বর্ত্তনে সরসি সরোবরে নোঽস্মাকং বাসো ভবতু। কিম্ভূতে সরসি নব্য-যূনোরীক্ষকে। নব্যযূনোঃ কিম্ভূতয়োঃ স্বদয়িত গিরিকচ্ছে গোবর্দ্ধন-নিকটপ্রদেশে গব্যদানার্থমুচ্চৈঃ কপটকেলিং কুর্ব্বতোঃ! পুনঃ কিম্ভূতয়োর্নিজজন কৃতদর্পৈঃ ফুল্লতোঃ প্রফুল্লতোঃ ॥১॥

নিভৃতং যথাস্যাত্তথা যস্মাদস্মিন্ দাননিবৃত্তির্দাননির্বর্ত্তনমজনি ততো হেতোস্তৎসভায়াম্ ইদ-মভিধানং নাম যৎ কুণ্ডং প্রাপ অবাপ তত্র সরসি বাসো ভবতু ইত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতে রসবিমুখে রসহীনে নিগূঢ়ে অপ্রকাশে ॥২॥

পুনঃ কিম্ভূতে অভিনব মধুগন্ধেন উন্মত্তো যো রোলম্বসঙ্ঘঃ ভ্রমরসমূহস্তস্য ধ্বনিনা শব্দেন ললিতং মনোজ্ঞং যৎ সরোজং পদ্মং তস্য ব্রাতস্য সমূহস্য সৌরভ্যং শীতং শৈত্যঞ্চ তে যত্র তস্মিন্। নবা নূতনা অথচ মধুরা মনোজ্ঞা যা খগালী পক্ষিশ্রেণী তস্যা যা ক্ষ্বেলিঃ খেলা তস্যা সঞ্চারেণ কম্রং মনো-হরম্ ॥৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবে দাননির্বর্তন কুণ্ডের স্তুতি করিতেছেন। দান-ঘাটিতে যুগলের দানকেলিকলহ হওয়ার পর যে কুণ্ডতীরে-দানলীলা সম্পাদন হইয়াছিল, তাহাই **দান-নির্বর্তনকুণ্ড**। হরিদাসবর্য শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধন শ্রীরাধাকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। কারণ শ্রীগিরিরাজ শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যময় লীলাস্থলী—নিজঅঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বপুরুষানুক্রমে প্রবর্তিত ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করিয়া গোবর্ধনযাগের প্রবর্তন করিয়াছেন এবং ইন্দ্রযাগখণ্ডনে ইন্দ্র কুপিত হইয়া ব্রজনাশের নিমিত্ত প্রলয়ঙ্কর মেঘসমূহকে নিয়োজিত করিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগিরিরাজকেই স্বীয় বামকরে সপ্ত অহোরাত্র ধারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়াও ব্রজবাসিদের রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যে কেবল সপ্তদিবারাত্র গিরিরাজ ধারণ করিয়াই গিরিরাজের মহিমা প্রকাশ করিলেন, ইহাতে শ্রীগিরিরাজের প্রতি তাঁহার নিরতিশয় প্রিয়তাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। গিরিরাজের তটেই শ্রীরাধামাধবের অতি রহস্যপূর্ণ কপটকেলি-কলহময় এই দান-লীলার অনুষ্ঠান। মহাজন গাহিয়াছেন—

"কপট দানের ছলে দান সিরজিয়া। ঘট পাতি বসিয়া রৈয়াছে বিনোদিয়া॥
বড়াই দেখিয়া কহে বচন-চাতুরী। কার ঘরের বধূ লৈয়া যাও সঙ্গে করি॥
এরূপ যৌবনে কোথা লৈয়া যাও বধূ। না জানি অন্তরে উহার আছে কত মধু॥
সুকোমল চরণ-ভঙ্গিমা শোভা অতি। এ বেশে বাহির করে কেমন বা পতি॥
বড়াই কহে এত কথা কিবা প্রয়োজন। যেখানে সেখানে কেন না করি গমন॥
পরবধূ প্রশংসিয়া তোমার কি কাজ। ঘনাঞা আসিছ কাছে নাহি বাস লাজ॥"

(পদকল্পতরু)

সখীসঙ্গে শ্রীরাধারাণী বলিতেছেন—

"বেড়াইলা গাবী লৈয়া সে লাজ ফেলিলা থুইয়া এবে হৈলা দানী মহাশয়।
কদম্ব-তলায় থানা রাজপথ কর মানা দিনে দিনে বাড়িল বিষয়॥
আন্ধার বরণ কাল গা ভূমিতে না পড়ে পা কুলবধূ সনে পরিহাস॥
এই রূপ নিরখি আপনাকে চাও দেখি আই আই লাজ নাহি বাস।
মা তোমার যশোদা তার মুখে নাহি রা নন্দঘোষ অকলঙ্কনিধি।
জনমিয়া তাহার বংশে কাজ কর জিনি কংসে এ বুদ্ধি তোমারে দিল বিধি॥
একই নগরে ঘর দেখা শুনা আটপর তিল আধ নাহি আঁখি লাজ।
রায়শেখরে কয় রাজারে না করে ভয় এদেশে বসতি কিবা কাজ॥" (ঐ)

সখীগণের সদর্প বাণীতে শ্রীরাধারাণী এবং সুবল, মধুমঙ্গলাদি সখাগণের সাপোটবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইতেছেন। এতাদৃশ নবীনযুগল শ্রীরাধাকৃষ্ণকে যে কুণ্ড সর্বদা দর্শন করিতেছেন। অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের প্রতিটি লীলাই নিত্য এবং স্বপ্রকাশহেতু লীলাস্থলীতে উহা সর্বদাই অনুষ্ঠিত হইতেছেন,

প্রেমিকগণের নেত্রে সেই লীলাগোচর হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই মধুময়ীলীলা দর্শনের আকাজ্ক্ষায় সেই দাননির্বর্তনকুণ্ডে বসবাস প্রার্থনা করিতেছেন।

নির্জনে যে স্থলে শ্রীরাধামাধবের দানকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত সেই দানসভার সভ্যগণ যাঁহাকে দাননির্বর্তন আখ্যাপ্রদান করিয়াছিলেন। বিচিত্র কপট-কলহকেলি বর্ধিত হইতে থাকিলে শ্রীরাধামাধবের মনোভাব বুঝিয়া সখীগণ দূরে অপসারিত হইলেন তখন রসময় যুগলের মিলনেই দানলীলার সমাপন ঘটিয়াছিল।

"মোহন বিজন বনে দূরে গেও সখীগণে একলা রহলি ধনী রাই।
ছুটি আঁখি ছল ছলে চরণ-কমল-তলে কানু আসি পড়ল লোটাই॥
বিনোদিনি! জনম সফল ভেল মোর।
তোমা হেন গুণনিধি পথে আনি দিলা বিধি আনন্দের কি কহব ওর॥
রবির কিরণ পাইছে চান্দমুখ ঘামিয়াছে মুখর মঞ্জীর ছুটি পায়।
হিয়ার উপরে রাখি জুড়াও সে মোর আঁখি চন্দন চর্চ্চিত করি গায়॥
এতেক মিনতি করি রাইয়ের করেতে ধরি বসায়ল নিজ পীতবাসে।
নির্জ্জন নিকুঞ্জবনে মিলল দোঁহার সনে মনে মনে হাসে বংশীদাসে॥" (ঐ)

শ্রীপাদ রঘুনাথ যে দাননির্বতনকুণ্ডে শ্রীরাধামাধবের দাননির্বতন হইয়াছিল, তাহার নৈসর্গীকশোভার বর্ণনা করিতেছেন—যে কুণ্ডে রাশি রাশি কমলকুল বিকসিত হইয়া সৌরভে দিগন্ত সুরভিত ও সুশীতল করিয়া রাখিয়াছেন। কমলকুলের মধুগন্ধে উন্মাদিত হইয়া যে কুণ্ডে রাশি রাশি ভ্রমরকুল ঝঙ্কার করিতেছে। হংস, সারস, জলকুক্কুটাদি মনোজ্ঞ পক্ষিকুলের কলকূজনে ও রমণীয় ক্রীড়াসঞ্চারদ্বারা যে সরোবর অতীব মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে, শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই দাননির্বতন সরোবরে আমাদের বসবাস হউক।'

"নিজ প্রিয় গোবর্দ্ধন নিকট-প্রদেশে। মিলিয়াছে সখীগণ শ্রীরাধা-মাধবে॥
গব্যদান ছলে করে কপট কলহ। যে কলহে বয়ে যায় রসের প্রবাহ॥
নিজ জন কৃত দর্পে যাঁরা আনন্দিত। সেই নব-যুব-দ্বন্দ্বে যে দেখে সতত॥
ত্রিভুবনে মহাতীর্থ যেই নাম ধরে। বাস হউক দান নির্ব্বর্ত্তন সরোবরে॥"১॥
"নির্জ্জনেতে যে স্থানেতে হয়েছিল দান। সে সভাতে "দাননির্বর্ত্তন" দিলা নাম॥
অরসিক নিকটেতে কুণ্ড অপ্রকাশ। ব্রজবাসী রসিক-জনেতে স্বপ্রকাশ॥
সেই দাননির্বর্ত্তন সরোবর-তীরে। বসতি হউক সদা আনন্দ অন্তরে॥"২॥
"দান-নির্বর্ত্তন কুণ্ডের শোভা মনোহর। ফুটিয়াছে নানাবিধ কমল নিকর॥
মধুগন্ধে মহামত্ত ভ্রমর-ঝঙ্কার। মাতি মাতি দলে দলে করিছে বিহার॥
অপরূপ পদ্মদল সুগন্ধ শীতল। তীরে নীরে কেলি করে বিহঙ্গ সকল॥

হিম কুসুম সুবাস স্ফার পানীয়পূরে রস পরিলসদালীশালিনোন'ব্যযূনোঃ।
অতুল-সলিলখেলা লব্ধ সৌভাগ্যফুল্লে সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥৪॥
দরবিকসিত-পুষ্পৈর্বাসিতান্তর্দিগন্তাঃ খগ মধুপ নিনাদৈর্মোদিত-প্রাণিজাতাঃ।
পরিত উপরি যস্ত ক্ষ্মারুহা ভান্তি তস্মিন্ সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥৫॥
নিজ-নিজ নবকুঞ্জে গুঞ্জিরোলম্ব-পুঞ্জে প্রণয়ি-নব সখীভিঃ সংপ্রবেশ্য প্রিয়ৌ তৌ।
নিরুপম-নবরঙ্গস্তন্যতে যত্র তস্মিন্ সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥৬॥

অনুবাদ—যাঁহার মধুর সলিল সুশীতল ও কুসুমগন্ধযুক্ত মধুর রসময়ী সখীগণসহ নবল-কিশোর শ্রীশ্রীরাধামাধবের অতুলনীয় জলক্রীড়ালব্ধ সৌভাগ্যে যিনি অতিশয় প্রফুল্লিত—সেই দাননির্বর্তন সরোবরে আমাদের বাস হউক ॥৪॥

যে বৃক্ষরাজি ঈষৎ বিকসিত কুসুমসমূহের সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিতেছে, যাহাদের পক্ষি-কুল ও মধুপসমূহের নিনাদে প্রাণীসমূহ হৃষ্ট হইতেছে, এইরূপ বৃক্ষরাজি যাঁহার চারিদিকে শোভা পাইতেছে, সেই দাননির্বর্তনকুণ্ডে আমাদের বাস হউক ॥৫॥

যে কুণ্ডতীরে প্রণয়সম্পন্না নবসখীগণ ভ্রমরগুঞ্জিত নিজ নিজ কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে প্রবেশ করাইয়া নিরুপম নবরঙ্গ বিস্তার করিতেছেন, সেই দাননির্বর্তনকুণ্ডে আমাদের বসবাস হউক ॥৬॥

টীকা—পুনঃ কিম্ভূতে হিমঃ শৈত্যং তচ্চ কুসুমবাসঃ পুষ্পগন্ধশ্চ তাভ্যাং স্ফারং স্ফারযুক্তং যৎ পানীয়পূরং জলসমূহো যস্ত তস্মিন্ তথা। পুনঃ কিম্ভূতে নবাযূনো রাধাকৃষ্ণয়ো র্যা অতুল সলিলখেলা তয়া লব্ধং যৎ সৌভাগ্যং তেন ফুল্লে প্রফুল্লে। কিম্ভূতয়োর্নব্যযূনোঃ রসেন শৃঙ্গারেণ পরিলসন্তী শোভ-মানা যা আলী সখী তৎ শালিনোস্তদ্‌যুক্তয়োঃ ॥৪॥

যস্ত পরিতশ্চতুর্দিক্ষু দরবিকসিতপুষ্পৈঃ কৃত্বা দিগন্তা বাসিতাস্তর্বাসিতমধ্যা মধ্যবাচী অন্তঃ শব্দেঽব্যয়ঃ প্রথমা বহুবচনান্তঃ। যস্ত উপরি ক্ষ্মারুহা বৃক্ষা ভান্তি কিম্ভূতাঃ ক্ষ্মারুহাঃ খগমধুপনিনাদৈঃ কৃত্বা মোদিতো হর্ষিতঃ প্রাণিজাতঃ প্রাণিসমূহো যৈঃ ॥৫॥

যত্র কুণ্ডে নিজ নিজ নবকুঞ্জে প্রণয় নবসখীভিঃ কর্ত্রীভিস্তৌ প্রিয়ৌ রাধাকৃষ্ণৌ সংপ্রবেশ্য নিরুপম নবরঙ্গস্তন্যতে তস্মিন্নিত্যন্বয়ঃ। কুঞ্জে কিম্ভূতে গুঞ্জি শব্দায়মানো রোলম্বপুঞ্জো ভ্রমরসমূহো যত্র ॥৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ দাননির্বর্তনকুণ্ডের অপূর্ব শোভা সম্পদ্ বর্ণনা করিতেছেন। যাঁহার মধুর সলিল সদা সুশীতল ও তটবর্তি বৃক্ষসমূহের কুসুম-পরাগ নিপতিত হওয়ায় সর্বদা কুসুমগন্ধ-যুক্ত। দানলীলা অন্তে দাননির্বর্তনকুণ্ডের তটবর্তি কুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের মধুর বিলাস হইয়া থাকে।

"রাধামাধব নীপ মূলে। কেলি-কলা-রস দান ছলে ॥
দূরে গেও সখীগণ সহিতে বড়াই। নিভৃত নীপ-মূলে লুঠল রাই ॥

সেই দান নির্বর্ত্তন সরোবর-তীরে। চিরকাল বাস হউক আনন্দ অন্তরে ॥"৩॥

ভুজে ভুজে বেড়ি দোঁহার বয়নে বয়ন। কমলে মধুপ যেন হইল মিলন॥
দোঁহার অধর-মধু দোঁহে করু পান। নিজ অঙ্গে দিলা রাই ঘন-রস দান॥
মিলল দুহুঁজন পূরল আশ। আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস॥"

লীলা অন্তে সখীগণসঙ্গে নবল-কিশোর শ্রীরাধামাধবের দান নির্বর্তন-সরোবরে অতুলনীয় জল-বিহার হইয়া থাকে। শ্রীযুগল পরস্পর মধুর সুগন্ধি সলিল সিঞ্চনের সঙ্গে মধুর রসময়ী সখীগণের পরি-হাসরসেও সিঞ্চিত হইয়া থাকেন। এইপ্রকার সসখী যুগলকিশোরের অতুলনীয় জলক্রীড়ালব্ধ সৌভাগ্যে যে কুণ্ড অতিশয় প্রফুল্লিত হইয়া থাকেন, শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই দাননির্বর্তনকুণ্ডতটে বসবাস কামনা করিতেছেন।

শ্রীপাদ অতঃপর দাননির্বর্তন সরোবরের চতুষ্পার্শবর্তি তীরের শোভা বর্ণনা করিতেছেন। ঐ সরোবরের চারিদিকে বৃক্ষরাজিতে ঈষৎ বিকসিত কুসুমসম্ভারের সৌরভে দিগন্ত আমোদিত হইয়াছে। বৃক্ষের শাখায় শাখায় বিবিধ পক্ষীর কল-কূজনে দিগন্ত মুখরিত এবং কুসুমের স্তবকে স্তবকে ভৃঙ্গকুলের ঝঙ্কারে চারিদিক্ নিনাদিত! যাহার শ্রবণে সেখানের প্রাণিমাত্রই পুলকিত হইয়া থাকে। এইরূপ নানাবিধ বৃক্ষরাজি কুণ্ডের চারিদিকে শোভা পাইতেছে।

আবার বৃক্ষে লতাজাল পরিবেষ্টিত হইয়া স্থানে স্থানে মনোরম কেলিকুঞ্জ শোভা পাইতেছে। ঐ সকল কুঞ্জাবলী ললিতা, বিশাখাদি সখীগণের নামাঙ্কিত হইয়া পরিচিত। প্রণয়িনী সখীগণ আপনা-পন কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লইয়া গিয়া নিরুপম নবরঙ্গ বিস্তার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যুগলের রসময় বিবিধ কেলিবিলাস সম্পন্ন করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই দাননির্বর্তন-কুণ্ডতীরে আমাদের বসবাস হউক।'

"দান নির্ব্বর্ত্তন কুণ্ড করে টলমল। পরাগেতে সুবাসিত সুশীতল জল॥
মহোজ্জ্বল রসে গড়া যাঁর প্রতি অঙ্গ। সেই সব অগণিত ব্রজবালা সঙ্গ॥
যাঁর জলে কেলি করে নবীন-যুগল। নবলীলা রস-রঙ্গে করি কুতূহল॥
সে সৌভাগ্যে গরবেতে যেই সরোবর। অতিশয় প্রফুল্লিত ব্রজের ভিতর॥
সেই দাননির্ব্বর্ত্তন-সরোবর-তীরে। বসতি হইবে কবে লালসা অন্তরে?"৪॥
"দাননির্ব্বর্ত্তন কুণ্ডের কিবা শোভা জানি। চারি তীরে অপরূপ কল্পতরু-শ্রেণী॥
নবীন কুসুমাবলী পুষ্পিত সকল। দিগ্ দিগন্তর তাহে করে ঝলমল॥
আনন্দ তরুর ডালে পাখী গান করে। প্রাণিমাত্র আনন্দিত ভ্রমর-ঝঙ্কারে॥
সেই দাননির্ব্বর্ত্তন-সরোবর-তীরে। বসতি হইবে কবে লালসা অন্তরে?"৫॥
"অগণিত নবকুঞ্জ দানকুণ্ড-তীরে। মুখরিত প্রতি কুঞ্জ ভ্রমর-ঝঙ্কারে॥
ভ্রমর-গুঞ্জিত কুঞ্জে প্রণয়-সম্পন্না। রূপে গুণে ডগমগি নব-ব্রজাঙ্গনা॥
রাধাকৃষ্ণ নবীন যুগল করি সঙ্গে। রাত্রি দিন মত্ত সবে নবলীলা রঙ্গে॥

স্ফটিক-সমমতুচ্ছং যস্য পানীয়মচ্ছং খগ-নর-পশু গোভিঃ সংপিবন্তীভিরুচ্চৈঃ।
নিজ নিজ গুণবৃদ্ধির্লভ্যতে দ্রাগমুষ্মিন্ সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥৭॥
সুরভি মধুর-শীতং যৎপয়ঃ প্রত্যহং তাঃ সখিগণ-পরিবীতো ব্যাহরন্ পায়য়ন্ গাঃ।
স্বয়মথ পিবতি শ্রীগোপচন্দ্রোঽপি তস্মিন্ সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥৮॥
পঠতি সুমতিরেতদ্দাননির্ব্বর্ত্তনাখ্যং প্রথিতমহিম কুণ্ডস্যাষ্টকং যো যতাত্মা।
স চ নিয়ত-নিবাসং সুষ্ঠু সংলভ্য কালে কলয়তি কিল রাধাকৃষ্ণয়োর্দানলীলাম্ ॥৯॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীদাননির্ব্বর্ত্তনকুণ্ডাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।২৭॥

অনুবাদ—পক্ষী, নর, পশু এবং গোসমূহ যাঁহার অতি নির্ম্মল ও মনোজ্ঞ জল সমধিক পান করিয়া শীঘ্রই আপনাপন গুণে অতিশয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, সেই দাননির্ব্বর্ত্তনকুণ্ডে আমাদের বাস হউক ॥৭॥

গোপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সখাগণে পরিবৃত হইয়া বিবিধ বাক্যালাপ করিতে করিতে যাঁহার সুগন্ধি, সুমধুর ও সুশীতল জল প্রত্যহ গোসকলকে পান করাইয়া স্বয়ংও পান করিয়া থাকেন, সেই দাননির্বর্ত্তনকুণ্ডে আমাদের বাস হউক।৮॥

যে সুমতি সংযতচিত্তে সুবিখ্যাত মহিমান্বিত দাননির্বর্ত্তন কুণ্ডের এই অষ্টক পাঠ করেন, তিনি উত্তমরূপে দাননির্বর্ত্তনকুণ্ড-তীরে বসবাস প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলা দর্শন করিয়া থাকেন ॥৯॥

টীকা—যস্য অচ্ছং নির্ম্মলম্ অতুচ্ছং মনোজ্ঞং পানীয়ং জলং উচ্চৈঃ সংপিবন্তীভিঃ খগ নর পশু গোভিঃ কর্ত্তৃভির্নিজ নিজ গুণবৃদ্ধির্দ্রাগ্‌ ঝটিতি লভ্যতে অমুষ্মিন্নিত্যন্বয়ঃ ॥৭॥

গোপচন্দ্রঃ কৃষ্ণোঽপি যদ্‌যস্য পয়ো জলং তাঃ প্রসিদ্ধাঃ গাঃ প্রত্যহং পায়য়ন্ সন্নথ স্বয়ং পিবতি তস্মিন্নিত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতঃ সন্ পায়য়ন্ সখীগণ পরিবীতো ব্যাহরন্ কথোপকথং কুর্ব্বন্ সন্ অন্যৎ সুগমম্ ॥৮॥

পঠতীতি। প্রথিতমহিম কুণ্ডস্য এতদ্দাননির্বর্ত্তনাখ্যমষ্টকং যঃ সুমতির্যতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ সন্ পঠতি স ইহ দাননির্বর্ত্তনাখ্যে নিয়ত বাসং সুষ্ঠু সংলভ্য কালে তত্তুপযুক্ত সময়ে রাধাকৃষ্ণয়োর্দানলীলাং কলয়তি পশ্যতীত্যন্বয়ঃ।৯॥

॥ ইতি দাননির্বর্ত্তনকুণ্ডাষ্টক-বিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ দুইটিশ্লোকে দাননির্বর্ত্তনকুণ্ডের জলের মহিমা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ব্রজধামের জল পঞ্চভূতের অন্যতম জাগতিক জলের ন্যায় নহে, এখানের জল মাত্রেই অমৃত। 'তোয়মমৃতম্' (ব্রহ্মসংহিতা) এই অমৃত আবার স্বর্গীয় অমৃতের ন্যায় নহে, ইহা চিন্ময় রসস্বরূপ। তাই বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা-ক্ষেত্র দাননির্বর্ত্তনকুণ্ডের জল অতি নির্ম্মল

সেই দান লীলাস্থলী সরোবর-তীরে। বসতি হইবে কবে জন্ম-জন্মান্তরে ?"৬॥

ও মনোজ্ঞ। নর, গাভী, পশু, পক্ষী প্রভৃতি এই কুণ্ডের জল পান করিয়া আপনাপন গুণে অতিশয় সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই চিন্ময়রস-স্বরূপ জলপানে শ্রীগোবিন্দচরণে ভক্তিলাভ এবং ভক্তের হৃদয়ে নিখিল গুণাবলীর অধিষ্ঠান স্বতঃই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৮।১২) শ্লোকে দৃষ্ট হয়—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

"শ্রীভগবানে যাঁহার আকিঞ্চনা ভক্তি আছে, নিখিল গুণের সহিত সকল দেবগণ তাঁহাতে নিত্য বাস করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তির শ্রীহরিতে ভক্তি নাই, তাঁহার মহৎগুণাবলী কোথায়? যেহেতু সে ব্যক্তি সর্বদা মনোরথের দ্বারা অসৎপথে (অনিত্য বিষয়সুখাদিতে) ধাবিত হইয়া থাকে।" ব্রজবাসী প্রাণী মাত্রেরই শ্রীভগবানে ভক্তি সহজাত-সম্পদ্, তাঁহারা আবার এই প্রেমময় নীর পান করিয়া সমধিক ভক্তি-সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ সদ্‌গুণাবলীতে স্বতঃই ভূষিত হইয়া থাকেন।

অধিক কি গোপকুলচন্দ্র স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সখাগণে পরিবৃত হইয়া বিবিধ রহস্যালাপ করিতে করিতে যে দাননির্বর্তনকুণ্ডের সুগন্ধি সুমধুর ও সুশীতল জল প্রত্যহ গোসমূহকে পান করাইয়া সখাসঙ্গে স্বয়ংও পান করিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার মহিমা কে নিরূপণ করিতে পারে? শ্রীপাদ বলিতেছেন, সেই দাননির্বর্তনকুণ্ডে আমাদের নিয়ত বসবাস হউক—ইহাই কামনা।

অবশেষে শ্রীপাদ রঘুনাথ এই কুণ্ডাষ্টকপাঠের ফলশ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন একটি শ্লোকে। এই দাননির্বর্তনকুণ্ড অতি সুবিখ্যাত মহিমান্বিত শ্রীরাধামাধবের রহস্যময় লীলাভূমি। অতি রসময়ী দান-লীলার এইস্থানেই পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। যে সুধী এই দাননির্বর্তনাষ্টকটি সংযতচিত্তে পাঠ করিবেন, তাঁহার এই দাননিবর্ত্তনকুণ্ডে নিত্য বসবাসের সৌভাগ্যলাভ হইবে এবং তিনি সেস্থানে অনুষ্ঠিত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মহারসময়ী দানলীলার দর্শন লাভ করিয়া চিরতরে ধন্য বা কৃতার্থ হইবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।

"স্ফটিকের সমতুল নিরমল জল। পরিপূর্ণ দানকুণ্ড করে টলমল॥
নিত্য বনবাসে সেই সুবাসিত জল। পান করি খগ নর পশু গো সকল॥
প্রাণিমাত্র শীঘ্র করি নিজ নিজ গুণে। অতিশয় বৃদ্ধিলাভ করে দিনে দিনে॥
সেই দানকুণ্ডে কবে হইবেক বাস। অশ্রুজলে নিবেদয়ে রঘুনাথ দাস?"৭॥
"বরজ-মণ্ডল গোপচন্দ্র শ্রীগোবিন্দ। সখা-সঙ্গে রস-রঙ্গে করিয়া আনন্দ॥
যেই সরোবরে যাঞা নিত্য গো সকলে। পান করায় সুমধুর সুশীতল জলে॥
আপনি করিয়া পান সুশীতল জল। কৌতুকেতে বিহরিছে করি লীলাছল॥
মহাতীর্থ সেই দান-সরোবর-তীরে। বসতি হইবে কবে লালসা অন্তরে?"৮॥
"যে সুবুদ্ধি জন নিজে জিতেন্দ্রিয় হৈয়া। শুদ্ধচিত্তে প্রতিদিন নিয়ম করিয়া॥
শ্রীদাননিবর্ত্তন কুণ্ডাষ্টক নাম। অশ্রুজলে পঠ করে করিয়া প্রণাম॥
অনন্ত মহিমাময় দানকুণ্ডতীরে। সেই ভাগ্যবান্ নিত্য সুখে বাস করে॥

অথ শ্রীশ্রীপ্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশকম্

শ্রীশ্রীগিরিধারিণে নমঃ

অলং দীপাবল্যাং বিপুলরতি গোবর্দ্ধন-গিরিং
জনন্যা সংপূজ্যোজ্জ্বলিত-মহিলোদ্গীতকুতুকৈঃ।
নিশাদ্রাবৈঃ পৃষ্ঠে রচিত-করলক্ষ্মশ্রিয়মসৌ
বহন্ মেঘধ্বানৈঃ কলয় গিরিভৃৎ খেলয়তি গাঃ ॥১॥
পুরো গোভিঃ সার্দ্ধং ব্রজনৃপতিমুখ্যা ব্রজজনা
ব্রজন্ত্যেষাং পশ্চান্নিখিল-মহিলাভির্জনূপাঃ।
ততো মিত্রব্রাতৈঃ কৃতবিবিধ নর্ম্ম ব্রজশশী
ছলৈঃ পশ্যন্ রাধাং সহচরি পরিক্রামতি গিরিম্ ॥২॥

অনুবাদ—হে সখি রূপমঞ্জরি! দীপান্বিতা-উৎসবে মাতা যশোমতী সমুজ্জ্বল অলঙ্কারে বিভূষিতা সঙ্গীত-কৌতুক নিরতা গোপসুন্দরীগণের সহিত পরমভক্তিসহকারে গিরিরাজ গোবর্ধনের পূজা করিয়া হরিদ্রাদ্রবদ্বারা যাঁহার পৃষ্ঠদেশে স্বীয় করচিহ্ন রচনা করিয়াছেন এবং শ্রীগিরিধারী মাতৃপ্রদত্ত ঐ চিহ্ন পৃষ্ঠে বহন করিয়া মেঘ-গম্ভীরস্বরে গোসকলকে ক্রীড়া করাইতেছেন অবলোকন করুন। ১।।

হে সখি! সর্বাগ্রে গোগণের সঙ্গে ব্রজরাজ প্রভৃতি মুখ্য ব্রজবাসিগন, তাঁহাদের পশ্চাৎ নিখিল ব্রজনারীগনসঙ্গে মাতা যশোমতী গমন করিতেছেন, সর্বশেষে ব্রজ-সুধাকর শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসঙ্গে বিবিধ নর্মকৌতুক বিস্তারসহকারে নানাছলে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিতে করিতে শ্রীগোবর্ধন-পরিক্রমা করিতেছেন দর্শন করুন ।।২।।

টীকা—তৎকালস্বাভীষ্ট সবনালভনান্মৃতমিবাত্মানং শান্তয়িতুমাগতায়ৈ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যৈ তৎকাল এবানুভূত দীপাবলীকৌতুকং নিবেদয়তি। অলমিতি দ্বাভ্যাম্। গিরিভৃৎ শ্রীকৃষ্ণো মেঘধ্বানৈর্মেঘস্তেব গভীর শব্দৈর্গাঃ খেলয়তি ক্রীড়য়তীতি কলয় পশ্য। গিরিভৃৎ কিম্ভূতঃ জনন্যা যশোদয়া কর্ত্র্যা নিশাদ্রাবৈ হরিদ্রাদ্রাবৈঃ কৃত্বা পৃষ্ঠে পৃষ্ঠদেশে রচিত করলক্ষ্মশ্রিয়ং বহন্। কিং কৃত্বা রচিতং দীপাবল্যাং

সময় উচিত গূঢ়-রহস্য যে খেলা। আশীর্ব্বাদে দরশন করে দানলীলা॥
তার প্রতি সুপ্রসন্ন যুগল-কিশোর। কুঞ্জে সেবাসুখ ভুঞ্জে হইয়া বিভোর॥"৯॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীদাননির্বর্ত্তনকুণ্ডাষ্টকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥২৭॥

দীপান্বিতায়াম্ উজ্জ্বলিত মহিলোদ্গীত কুতুকৈর্বিপুলরতি যথাস্যাত্তথা গোবর্দ্ধনগিরিং সংপূজ্য। উজ্জ্বলিতা অলঙ্কারাদিনা ভূষিতাশ্চ তা মহিলা গোপস্ত্রিয়শ্চেতি তাসাং যানি উদ্গীত কুতুকানি তৈঃ ॥১॥

পুর ইতি। পুরঃ প্রথমতোগোভিঃ সার্দ্ধং সহ ব্রজনৃপতিমুখ্যা ব্রজজনা ব্রজন্তি। ব্রজনৃপতি-র্নন্দঃ স এব মুখ্যো যেষাং তে চ তে ব্রজজনাশ্চেতি ব্রজনৃপা ব্রজরাজ্ঞী যশোদা। হে সহচরি রূপমঞ্জরি ব্রজশশী ব্রজচন্দ্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ছলৈ রাধাং পশ্যন্ গিরিং পরিক্রামতি অন্যৎ স্পষ্টম্ ॥২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফুরণে দীপান্বিতা-উৎসবের একটি মধুময়ী লীলা দর্শন করিয়া শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকটে তাহা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকেও উহা দর্শন করাইতেছেন। দীপান্বিতা উৎসব উপলক্ষ্যে মানসগঙ্গায় দীপদান, শ্রীগিরিরাজের সেবা, অন্নকূটমহোৎসব গো,-ব্রাহ্মণাদির সেবা এবং গিরিরাজ পরিক্রমার নিমিত্ত সপরিকরে শ্রীনন্দমহারাজ, শ্রীবৃষভানুমহারাজ, অভিমন্যু গোপ প্রভৃতি গোবর্ধনতটে শিবির নির্মাণপূর্বক তিন দিন অবস্থান করিয়া থাকেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়নে তৎকালের একটি মধুর লীলার ছবি স্ফুরণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাতা যশোমতীকে বেষ্টন করিয়া সমুজ্জ্বল অলঙ্কারে ভূষিতা গোপসুন্দরীগণ মধুকণ্ঠে গিরিরাজের সঙ্গীত গাহিতেছেন এবং মাতা যশোমতী পরম ভক্তিভরে শ্রীগিরিরাজের অর্চনা করিতেছেন। গিরিরাজই ব্রজের মূর্তিমান্ ও জাগ্রত দেবতা। শ্রীনন্দমহারাজের যে অশেষ সুখসমৃদ্ধি ধনরত্নাদি শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অসুর রাক্ষসাদির কবল হইতে রক্ষা—সবই গিরিরাজের কৃপার ফল, ইহাই মাতা যশোমতীর অটুট্ বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণ সপ্তমবৎসর বয়সে যখন প্রথম ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করিয়া গোবর্ধনযাগ প্রারম্ভ করিলেন এবং স্বয়ং পর্বতোপরি অতি বৃহত্তর রূপ ধারণ করিয়া নিজেকে গোবর্ধন বলিয়া পরিচয় দিয়া অন্নকূট ভোজন করিয়াছিলেন, তখন ঐ গোবর্ধনরূপে জলদগম্ভীরস্বরে শ্রীনন্দাদি গোপগণের প্রতি বলিয়াছিলেন—

"অহং বঃ প্রথমো দেবঃ সর্ব্বকামকরঃ শুভঃ। মম প্রভাবাচ্চগবামযুতান্যেব ভোক্ষ্যথ ॥
শিবশ্চ বো ভবিষ্যামি মদ্ভক্তানাং বনে বনে। রংস্যে চ সহ যুষ্মাভির্যথা দিবিগতস্তথা ॥
যে চ মে প্রথিতা গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ। এবং প্রীতঃ প্রযচ্ছামি গোপানাং বিপুলং ধনম্ ॥"
(হরিবংশম্)

"হে গোপগণ! আমিই তোমাদের আরাধ্যদেবতা এবং আমিই তোমাদের নিখিল মনোরথপুরণ ও কল্যাণসাধন করিব। আমার কৃপাপ্রভাবে তোমরা অযুত গো-ধন উপভোগ করিতে পারিবে। তোমরা আমারই ভক্ত, সুতরাং বনে বনে তোমাদের সর্ববিধ মঙ্গল লাভ হইবে। আমি আমার ধামে যেরূপ আমার পার্ষদগণসহ নানাবিধ ক্রীড়াদি করিয়া থাকি, সেইপ্রকার তোমাদের সহিতও বনে বনে বিবিধ ক্রীড়াদি করিব। ব্রজমণ্ডলে নন্দগোপ প্রভৃতি যেসব সুপ্রসিদ্ধ গোপগণ বসবাস করেন, আমি তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের বিপুল ধনরত্নাদি দান করিব।" তাই মাতার ধারণা তাঁহাদের সুখসমৃদ্ধি সবই গিরিরাজের কৃপার ফল। গোপসুন্দরীগণকর্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়া মাতা যশোমতী

পরমভক্তিভরে গিরিরাজের অর্চনা করিলেন এবং অর্চনান্তে শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণের নিমিত্ত হরিদ্রাদ্রব-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে স্বীয় করচিহ্ন রচনা করিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই মূর্তিমান্ বাৎসল্যরসের মুদ্রায় মুদ্রিত হইয়া পরমশোভা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি জননীর এই প্রসাদ সাদরে পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া মেঘগম্ভীরস্বরে গোগণকে ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন। তুলসীমঞ্জরী এই লীলাটি শ্রীরূপমঞ্জরীকে দেখাইয়া স্বয়ং আস্বাদন করিতেছেন।

অতঃপর গিরিরাজ-পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে। কারণ গোবর্ধনযাগ–প্রবর্তনকালে সুবৃহৎ মূর্তিধারী গিরিরাজ স্বয়ংই শ্রীমুখে আদেশ দিয়াছিলেন—

"পর্য্যাগ্নুবন্তু ক্ষিপ্রং মাং গাবো বৎসসমাকুলাঃ। এবং মম পরা প্রীতির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
ততো নীরাজনার্থং হি বৃন্দেশো গোকুলানি তম্। পরিবব্রুর্গিরিবরং সবৃষাণি সমন্ততঃ॥
তা গাবঃ প্রদ্রুতা হৃষ্টাঃ সাপীড়স্তবকাঙ্গদাঃ। সস্রজাপীড়শৃঙ্গাগ্রঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
অনুজগ্মুশ্চ গোপালাঃ পালয়ন্তো ধনানি চ। ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গারক্তপীতসিতাম্বরাঃ॥" ঐ)

"হে গোপগণ! তোমরা সকলে মিলিয়া সবৎসা গাভীগণসহ আমায় প্রদক্ষিণ কর, আমি ইহাতে তোমাদের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইব। গিরিরাজ গোবর্ধনের এই আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া গোপগণ দলে দলে মিলিত হইলেন এবং গোবৃষাদিসহ গোবর্ধনগিরির চতুর্দিক্ বেষ্টন করিলেন। বিচিত্র শিরোভূষণ এবং পুষ্পস্তবকরচিত অঙ্গদাদি পরিশোভিত গোগণকে দ্রুতবেগে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া নানাবিধ অনুলেপনে শোভিত কলেবর ও রক্ত, পীত, শ্বেতাদি বিবিধ বর্ণের বসন পরিহিত গোপগণ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতবেগে গোবর্ধনপর্বত প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

তাই তুলসীমঞ্জরী দেখিতেছেন,—সর্বাগ্রে গোগণ, তাহার পিছনে ব্রজরাজনন্দ মুখ্য মুখ্য ব্রজবাসিজনগণ সঙ্গে চলিয়াছেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ ব্রজরমণীগণ সঙ্গে মাতা যশোমতী গমন করিতেছেন। ব্রজাঙ্গনাগণ মধুকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের মধুময়ীলীলা গান করিতে করিতে চলিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ একজন গানচ্ছন্দে প্রশ্ন করিতেছেন এবং অনেকে গানের সুরে তাহার উত্তর প্রদান করিয়া চলিয়াছেন—

"গিরিপূজেয়ং বিহিতা কেন? অরচি শক্রপদমভয়ং যেন।
গিরিপূজেয়ং বিহিতা কেন? পূতনিকা সা নিহতা যেন॥
গিরিপূজেয়ং বিহিতা কেন? তৃণাবর্ত্ততনু-দলনং যেন।
গিরিপূজেয়ং বিহিতা কেন? যমলার্জ্জুনতরুমুদকলি যেন॥
গিরিপূজেয়ং বিহিতা কেন? বৎস-বকাসুর হননং যেন।
গিরিপূজেয়ং বিহিতা কেন? ব্যোমাঘাসুর-মরণং যেন॥
গিরিপূজেয়ং বিহিতা কেন? কালিয়দমনং কলিতং যেন।
গিরিপূজেয়ং বিহিতা কেন? খরপ্রলম্বক-শমনং যেন॥
গিরিপূজেয়ং বিহিতা কেন? দবযুগ্মং পরিপীতং যেন।

উদঞ্চৎ-কারুণ্যামৃতবিতরণৈর্জ্জীবিত-জগদ্-
যুবদ্বন্দ্বং গন্ধৈর্গুণসুমনসাং বাসিতজনম্।
কৃপাঞ্চেন্মষ্যেবং কিরতি ন তদা ত্বং কুরু তথা
যথা মে শ্রীকুণ্ডে সখি সকলমঙ্গং নিবসতি ॥৩॥
উদ্দামনর্ম্ম রসকেলি-বিনির্ম্মিতাঙ্গং
রাধামুকুন্দ যুগলং ললিতা বিশাখে।
গৌরাঙ্গচন্দ্রমিহ রূপযুগং ন পশ্যন্
হা বেদনাঃ কতি সহে স্ফুট রে ললাট ॥৪॥

গিরিপূজেয়ং বিহিতা কেন ? ত্রস্যতি কংস সততং যেন ॥"*

(গোপালচম্পূঃ পূর্ব—১৮।৬৫)

সর্বশেষে ব্রজসুধাকর শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসঙ্গে বিবিধ নর্মকৌতুক বিস্তার করিতে করিতে নানাছলে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া গমন করিতেছেন। সখাগণসঙ্গে কথা বলিতেছেন, কিন্তু মনটি শ্রীরাধাতেই পড়িয়া রহিয়াছে! ব্রজদেবীগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলায় তন্ময় হইয়া গিরিরাজ-পরিক্রমা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি শ্রীরাধার রূপমাধুর্যে তন্ময় হইয়া গিরি-পরিক্রমা করিতেছেন। তুলসী পরম সৌহার্দের সহিত শ্রীরূপমঞ্জরীকে এই লীলাটি দর্শন করাইতেছেন। সহসা স্ফূরণের বিরাম হইয়াছে স্ফূর্তির বিরামে হাহাকারের সহিত সাধকাবেশে শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট পরের দুইটি শ্লোকে প্রার্থনা করিতেছেন।

"দীপান্বিতায় যশোমতী লীলারস রঙ্গে! অলঙ্কারে বিভূষিতা গোপাঙ্গনা সঙ্গে ॥
কৌতুকেতে গান করি প্রেমানন্দ মনে। ভক্তিভাবে পূজা করি গিরি-গোবর্দ্ধনে ॥
হরিদ্রা-রসেতে নিজ করচিহ্ন যত। নব যুবরাজ—পৃষ্ঠে করিলা অঙ্কিত ॥
গিরিধারী সেই চিহ্ন করিয়া ধারণ। সর্ব্বচিত্ত—চমৎকারী ভুবন-মোহন ॥
জলদ-গম্ভীর স্বরে নব জলধর! গোপগণ সঙ্গেতে খেলা করে নিরন্তর ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী দেবি করহ দর্শন। স্ফূরণেতে দাস গোস্বামী করে নিবেদন ॥"১॥
"অগ্রভাগে ব্রজরাজ ব্রজবাসিগণ। ধেনু সঙ্গে পরিক্রমা করে গোবর্দ্ধন ॥
ব্রজের মহিলা যত মাতা ব্রজেশ্বরী। তাহার পশ্চাতে যায় পরিক্রমা করি ॥
সর্ব্বশেষ ব্রজশশী গিরিবরধারী। নিজ মম সখা সঙ্গে কত রঙ্গ করি ॥
প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধিকায় করি দরশন। পরিক্রমা করিতেছে গিরি-গোবর্দ্ধন ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী দেবি করহ দর্শন। স্ফুরণেতে দাস গোস্বামী করে নিবেদন ॥"২॥

---

*এই গীতের ব্যাখ্যা অতি সহজ বলিয়া অনুবাদ করা হইল না।

অনুবাদ— সমুদিত কারুণ্যামৃত বিতরণে যে যুগলকিশোর বিশ্বজনকে জীবিত রাখিয়াছেন এবং যাঁহারা তদীয় অসীম গুণরূপ কুসুমসমূহের সৌরভে সকলজনকে সুরভিত করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধামাধব যদি আমার প্রতি কৃপাপ্রকাশ না করেন তবে হে সখি রূপমঞ্জরি ! তুমি এইরূপ বিধান করিও—যেন আমার শরীর চিরদিন শ্রীকুণ্ডে বসবাস প্রাপ্ত হয় ।৩॥

উদ্দামপরিহাসরসে যাঁহাদের তনুযুগল বিনির্মিত সেই শ্রীরাধামুকুন্দ যুগল, ললিতা বিশাখা, শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র এবং শ্রীরূপ-সনাতনকে না দেখিয়া আর কত বেদনা সহ্য করিব ? অরে তুই দ্বিধা বিদীর্ণহ । ৪॥

টীকা—যুবদ্বন্দ্বং কর্তৃ চেদ্‌যদি ময়ি এবং কৃপাং ন কিরতি তদা হে রূপমঞ্জরি ত্বং তথা কুরু । তৎ কিমত আহ । হে সখি যথা মে মম সকলমঙ্গং শ্রীকুণ্ডে নিবসতি আজ্ঞাং বিতর যথা শ্রীকুণ্ডে দেহং পাতয়ামীতি ভাবঃ । কিম্ভূতং যুবদ্বন্দ্বম্ উদঞ্চৎ কারুণ্যামৃতস্য বিতরণৈ র্দানৈর্জীবিতং জগদ্‌যেন তৎ । পুনঃ কিম্ভূতং গুণসুমনসাং গুণরূপপুষ্পাণাং গন্ধৈঃ শৈত্যৈর্বাসিত জনং তর্পিত জনম্ ।৩॥

রে ললাট স্ফুট দ্বিধা ভব কথং তত্রাহ । রাধামুকুন্দযুগলং এব ললিতাবিশাখে কর্ম্মণী এব গৌরাঙ্গচন্দ্রম্ ইহ ব্রজে রূপযুগং রূপসনাতনং ন পশ্যন্ হা কতি বেদনাঃ সহে ।৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ সাধকাবেশে প্রার্থনা করিতেছেন,—'সমুন্নত কারুণ্যামৃত বিতরণে যে যুগলকিশোর বিশ্বজনকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন ।' এখানে 'জগৎ' বা বিশ্বজন বলিতে ভক্তজনই বুঝিতে হইবে, কারণ শ্রীভগবানের কারুণ্যামৃত বিশ্বে সর্বত্র সমভাবে বর্ষিত হইলেও ভক্তহৃদয়েই উহা সঞ্চিত হইয়া থাকে । যেমন শ্রাবণের মেঘ, সর্বত্র সমানভাবে বৃষ্টিপাত করিলেও উচ্চপর্বতাদিতে উহার জল সঞ্চিত হইতে পারে না, পুষ্করিণী প্রভৃতি খাত স্থানেই উহা সঞ্চিত হইয়া থাকে তদ্রূপ । শ্রীকৃষ্ণ নবজলধর শ্রীরাধাবিদ্যুৎ-কর্তৃক শোভিত হইয়া যে কারুণ্যামৃতধারা বর্ষণ করেন, বিশ্বের ভক্তজনরূপ চাতকের প্রাণ উহাতেই সঞ্জীবিত হইয়া থাকে । আবার 'যাঁহারা' তদীয় অসীম গুণাবলীরূপ কুসুমসমূহের সৌরভে সকলজনকে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছেন' এখানেও সকলজন বলিতে ভক্তজনই বুঝিতে হইবে, কারণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণপরিমলে বিশ্ব বাসিত হইলেও ভক্তব্যতীত উহা অনুভব করিবার সামর্থ্য বহির্মুখ মানবের নাই । ভক্ত-ভৃঙ্গই শ্রীরাধামাধবের অসীম গুণরূপ কুসুমসমূহের সৌরভে উন্মত্ত হইয়া ঐ গুণকুসুমের রসমকরন্দ আস্বাদনে ধন্য বা কৃতার্থ হইয়া থাকেন ।

শ্রীপাদ রঘুনাথ সাতিশয় দৈন্যভরে বলিতেছেন, 'হে সখি রূপমঞ্জরি ! সেই কারুণ্যামৃত এবং গুণামৃতের সিন্ধু শ্রীরাধামাধব যদি আমার ন্যায় অধমের প্রতি কৃপাপ্রকাশ না-ই করেন, তবে তুমি এইরূপ বিধান করিও যেন আমার সকল অঙ্গ শ্রীকুণ্ডে বাস প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ চিরকাল শ্রীকুণ্ডতীরে বসবাস করিয়া যেন আমার কুণ্ডতীরেই দেহপাত হয় ।' এই শ্লোকে শ্রীপাদের শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস এবং এইস্থানেই দেহপাতের অতি সুদৃঢ় সংকল্প প্রকাশিত হইয়াছে *

*বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তবের ৯৭ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

দেখিতে দেখিতে শ্রীপাদ রঘুনাথের বিপুল দৈন্যাবেগ সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি অভীষ্টের বিরহে সাতিশয় কাতর হইয়া বলিলেন, 'উদ্দাম পরিহাসরসে যাঁহাদের তনুযুগল বিনির্মিত, হায় ! সেই শ্রীরাধামাধব কোথায় ! কোথায় বা তাঁহাদের প্রিয়সখী ললিতা, বিশাখা, শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীরূপসনাতনই বা কোথায় !! হায় ! তাঁহাদের অদর্শনজনিত বেদনা আর কতই বা সহ্য করিব ? অরে ললাট ! তুই দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া যা।'

বিরহের মূর্তি রঘুনাথের শ্রীরাধামাধবের বিরহ সহজাত সম্পদ্। শ্রীগৌরের শ্রীচরণাশ্রয়ে শ্রীপাদের শ্রীরাধামাধবের বিরহজ্বালার কিঞ্চিৎ প্রশমন হইয়াছিল। কারণ পরম করুণ শ্রীগৌরাঙ্গদেব গোবর্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা প্রদানছলে শ্রীরঘুনাথকে শ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। নীলাচলে সেই গৌরশশী অস্তমিত হওয়ার পর রঘুর বিশ্বজগৎ অন্ধকার হইয়াছিল, তিনি প্রভু প্রদত্ত শ্রীগিরিরাজ ও শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া বিরহতাপিত প্রাণ বিসর্জনের জন্য ব্রজে আসিয়াছিলেন ! পরম করুণ শ্রীরূপ-সনাতন রঘুকে দেহত্যাগ করিতে না দিয়া শ্রীরাধারাণীর অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডের আশ্রয়ে ভজনের আদেশ দিয়াছিলেন এবং কৃপা করিয়া রঘুনাথের চিত্তমনে অনুরূপ ভজনপ্রবৃত্তিও জাগাইয়া দিয়াছিলেন। সেই শ্রীরূপ-সনাতনের অদর্শনে শ্রীপাদ রঘুনাথের হৃদয়ে যে পুঞ্জীভূত বিরহ-শোকানল প্রদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল ইহা প্রশমনের কোন উপায় ছিল না। এই বিরহ-দাবানলের মুর্মুর দাহ শ্রীপাদকে আহার নিদ্রা সব ত্যাগ করাইয়া সাতিশয় অধীর করিয়া তুলিয়াছিল ! তাঁহার কাতর ক্রন্দনে সমগ্র শ্রীকুণ্ডের প্রকৃতি শোকাকুলা হইয়াছিল। শ্রীকুণ্ডের তীরস্থ ও নীরস্থ প্রাণিমাত্রই এক অখণ্ড বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিল !! নয়নযুগল হইতে অবিরল শোকাশ্রুধারা নির্গত হইয়া তাঁহার নয়নদ্বয় অন্ধপ্রায় হইয়াছিল। সেই বিশাল বিরহ তাপিত দেহে প্রাণরক্ষা করা তাঁহার পক্ষে প্রকৃতই বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই অবস্থাতেই শ্রীপাদের সকাতর উক্তি—"**হা বেদনাঃ কতি সহে স্ফুট রে ললাট !**"

"অপরূপ রাধাকৃষ্ণ নবীন যুগলে। উদিত হইয়া এই বরজ-মণ্ডলে॥
অপার কারুণ্যামৃত করি বিতরণ। সঞ্জীবিত করিতেছে অখিল ভুবন ॥
গুণরূপ পুষ্পগন্ধে করি সুবাসিত। সকল জনার মন করে আমোদিত॥
সেই নব যুবদ্বন্দ্ব করুণ হৃদয়। যদি কৃপা নাহি করে হইয়া সদয়॥
করুণা বঞ্চিত মোর বিফল জনম। কত কাল দেহ-ভার করিব বহন॥
শ্রীরূপমঞ্জরী দেবি আজ্ঞা কর মোরে। সর্ব্ব অঙ্গ বাস করু রাধাকুণ্ড-নীরে॥"৩॥
"উদ্দাম নর্ম্ম রসকেলি বিনির্ম্মিত। যুগলের প্রতি অঙ্গ রসে বিভাবিত॥
সেই রাধাকৃষ্ণ যুগল ললিতা বিশাখা। শুদ্ধ সখ্যভাবে যত সুবলাদি সখা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র রূপ-সনাতন। এই ব্রজমধ্যে যদি না মিলে দর্শন।
বিরহ-বেদনা আর না পারি সহিতে। দাবানল জ্বলিতেছে মোর হৃদয়েতে॥
হে ললাট ! বিদীর্ণ হও কি সুখ বাঁচিয়া। রঘুনাথ দাস কেন না যায় মরিয়া॥"৪॥

ব্রজপতি-কৃত-পর্ব্বানন্দি-নন্দীশ্বরোদ্যৎ-
পরিষদি বদনান্তঃস্মেরতাং রাধিকায়াঃ।
রচয়তি হরিরারাদ্দৃগ্বিভঙ্গেন নব্যাং
রবিরিব কমলিন্যাঃ পুষ্পকান্তিং করেণ ॥৫॥

অনুবাদ—ব্রজরাজ শ্রীনন্দমহাশয় নন্দীশ্বরে মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলে নন্দগ্রামবাসিজনগণের সভামধ্যে সূর্য যেমন কমলিনীর পুষ্পকান্তি বিকাশ করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা শ্রী-রাধার বদনে মৃদুমন্দ হাস্যরচনা করিতেছেন ॥৫॥

টীকা—পুনরস্য মনসৈব লীলানুভব বিশেষং তস্যৈ নিবেদয়তি ব্রজপতীতি। হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ আরাৎ দৃগ্বিভঙ্গেন রাধিকায়া বদনান্তঃ স্মেরতাং রচয়তীত্যন্বয়ঃ। কুত্র রচয়তি ব্রজপতিনা নন্দেন কৃতং যৎ পর্ব্ব তেনানন্দশীলো যো নন্দীশ্বরস্তজ্জনস্তস্য উদ্যন্তী যা পরিষৎ সভা তত্র। কিং ক ইব রবিঃ সূর্য্যঃ করেণ কিরণেন কমলিন্যাঃ পদ্মিন্যাঃ পুষ্পকান্তিং যথা প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের সম্মুখে আবার লীলার স্ফুরণ জাগিয়াছে। তুলসী মঞ্জরীরূপে দেখিতেছেন, নন্দীশ্বরে ব্রজরাজ শ্রীনন্দমহাশয় মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। **'মহোৎসব'** অর্থে অতিশয় আনন্দজনক ব্যাপার। "নন্দয়তি জগদিতি নন্দঃ" 'যিনি জগতের আনন্দ বিধান করেন, এই ব্যুৎপত্তিতে "নন্দ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়। গোপরাজের 'নন্দ'নাম সার্থক, কেননা তিনি স্বীয় অসীম বাৎসল্যপ্রেমে পরমানন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বে আবির্ভূত করাইয়া এই বিশ্বকে প্রেমানন্দরসে ভাসাইয়াছেন। বিশেষতঃ গোকুলবাসিজনগণের আনন্দের অবধি নাই। একেত যেই দিন হইতে এই পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেইদিন হইতে ব্রজবাসিজনের নয়ন মন শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণামৃতের মহানন্দসিন্ধুতে অবিরত অন্তরণ করিতেছে, তদুপরি শ্রীল নন্দমহারাজের গৃহে প্রায়ই মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, যাহাতে ব্রজবাসী সকলে সমাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া নৃত্য, গীতাদি ও ভোজনপানাদি বিবিধ রঙ্গে পরমানন্দরসাস্বাদন করিয়া থাকেন।

শ্রীপাদ তুলসীমঞ্জরীরূপে দেখিতেছেন, নন্দগৃহে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধারাণী আগমন করিয়াছেন। শ্রীনন্দীশ্বরবাসিজনগণ শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সকলেরই নয়নচকোর শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্রের সৌন্দর্যামৃতরসাস্বাদন করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের মন কিন্তু শ্রীরাধারাণীতেই পড়িয়া আছে। সকলের দৃষ্টিপথ এড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ নয়নচষকে শ্রীমতীর মুখামৃতমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। কিঙ্করীরূপে শ্রীমতীর পরিচর্যায় নিরতা থাকিয়া তুলসী অনুভব করিতেছেন, সূর্য যেমন স্বীয় কিরণদ্বারা কমলিনীর কুসুমকান্তি বিকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা শ্রীরাধারাণীর বদনাব্জে মৃদুমন্দহাস্যরূপ কুসুমকান্তি রচনা করিতেছেন। সভামধ্যে অন্যের অলক্ষ্যে এই মধুররসাস্বাদনের অভিনব কৌশল রসিকজনৈকবেদ্য। মর্মজ্ঞা কিঙ্করী তুলসী যুগলের পারস্পরিক নয়ন-বিনিময়ের রহস্যমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ নয়নভঙ্গীতে আজ

উপগিরি গিরিধর্ত্তুঃ সুস্মিতে বক্ত্রবিম্বে ভ্রমতি নিভৃত রাধা নেত্রভঙ্গীচ্ছলেন।
অতিতৃষিত চকোরী-লালসেবাম্বুদস্থো, পরি শশিনি সুধাঢ্যে মধ্য আকাশদেশম্ ॥৬॥
দ্যুতিজিত-রতি-গৌরী-ক্ষ্মা রমা সত্যভামা ব্রজপুর বরনারীবৃন্দ চন্দ্রাবলীকাম্।
গিরিভৃত ইহ রাধাং তন্বতো মণ্ডিতাং ত,-ত্তদুপকরণমগ্রে কিং নিধাস্যে ক্রমেণ? ৭॥

অনুবাদ—আকাশমধ্যে নবজলদোপরি সমুদিত সুধাময় শশাঙ্কমণ্ডলে যেমন অতি তৃষিত চাতকীর লালসা প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ গিরিসমীপে গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর হাস্যপূর্ণ বদনবিম্বে শ্রী-রাধার নেত্রভঙ্গী নিভৃতে নানাছলে অবিরত ভ্রমণ করিতেছে ॥৬॥

যাঁহার অঙ্গকান্তি রতি, গৌরী, বসুন্ধরা, রমা, সত্যভামা এমন কি চন্দ্রাবলী প্রমুখা রমণীয়া ব্রজরামাকুলকেও জয় করিয়াছে, গিরিতটে গিরিধারী সেই শ্রীরাধার যখন বেশরচনা করিবেন তখন কি আমি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে বেশোপকরণ স্থাপন করিব? ৭।

টীকা—উপগিরীতি। গিরিসমীপে গিরিধর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ত্রবিম্বে নেত্রভঙ্গীচ্ছলেন নিভৃত-রাধা ভ্রমতি কিম্ভূতে বক্ত্রবিম্বে সুস্মিতে। কেব মধ্য আকাশদেশম্ আকাশদেশস্য মধ্যে অম্বুদস্যোপরি সুধাঢ্যে সুধাযুক্তে শশিনি চন্দ্রে অতি তৃষিত চকোরীলালসেব। নিভৃত রাধা নেত্রভঙ্গীত্যত্র নেত্র-ভৃঙ্গীতিপাঠং নবীনাঃ কল্পয়ন্তি তন্মন্দং বক্ত্রবিম্বস্য পুষ্পত্বেন রোপণাভাবাদপুষ্টরূপার্থদোষাপত্তেঃ। অপুষ্ট-ত্বঞ্চ মুখ্যানুপকারিত্বমিতি তদর্থঃ ॥৬॥

দ্যুতীতি। ইহ ব্রজে রাধাং মণ্ডিতাং ভূষিতাং তন্বতো বিস্তারয়তো গিরিভৃতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অগ্রে ক্রমেণ তত্তদুপকরণং কিং নিধাস্যে ইত্যন্বয়ঃ। রাধাং কিম্ভূতাং দ্যুত্যা কান্ত্যা জিতা পরাভূতা রত্যাদয়ো যয়া তাম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥৭॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফূর্তির বিরাম হয় নাই। নন্দীশ্বরে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-ইঙ্গিত অনুযায়ী শ্রীরাধারাণী যাবটে আসিয়া জটিলার আদেশে সূর্যপূজার ছলে গিরিতটে অভিসার

উৎসবান্তে শ্রীগোবর্ধনের নির্জন তটপ্রদেশের মিলনের ইঙ্গিত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীমতীর ভাবী নির্জনবিলাসের সুখানুভূতিতে বদনকমলে হাস্যমঞ্জরী প্রকাশ পাইতেছে। কিঙ্করী তুলসী সবই বুঝিতেছেন। সেবাপ্রাণা কিঙ্করীর নিকটে শ্রীমতীর কিছুই গোপন থাকে না। যুগলের মনের পর্দা তাঁহাদের নিকট খুলিয়া যায়। শ্রীপাদের স্ফূর্তির বিরাম হয় নাই, পরবর্তি চারটি শ্লোকে নির্জন গিরিতটে যুগললীলামাধুরীর আস্বাদন।

"রবি যৈছে নিজ কর বিকিরণ করে। কমলিনীর পুষ্পকান্তি প্রকাশিত করে ॥
সেইরূপ নন্দকৃত পর্ব্ব-উপলক্ষে। নন্দীশ্বর-বাসিজন মহাসভা কক্ষে ॥
দূর হৈতে নয়ন-ভঙ্গিতে নন্দসুত। রাইমুখপদ্মে ফুটায় হাস্য-জ্যোৎস্নামৃত ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি দেবি করহ দর্শন। অপরূপ মহোৎসব লীলা-নিকেতন ॥"৫॥

করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও উৎসবান্তে পূর্ব ইঙ্গিত অনুসারে শ্রীমতীর সহিত মিলনকামনায় শ্রীগোবর্ধন-গিরি-সমীপে আসিয়াছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ তুলসীমঞ্জরীরূপে শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে ছায়ার মত রহিয়াছেন। শ্রীমতী কিঞ্চিৎ দূর হইতে গিরিধারীর দর্শন প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ ভাববিকারে ভূষিতা হইয়া পড়িয়াছেন। পিপাসিতা শ্রীরাধা-চাতকী শ্যামজলধরের রূপামৃতবিন্দুপানে সততই আকুলা। অবিরত পান করিয়াও পিপাসার শান্তি নাই। তৃষ্ণার পরাকাষ্ঠা! নিশাভাগে আকাশে নবজলধরের উপরে যদি পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, তৃষিত চাতকীর যেমন তাহাতে অতিশয় লালসা প্রকাশ পায় তদ্রূপ গিরিতটে নবজলদকান্তি শ্রীগিরিধারীর শ্রীবিগ্রহোপরি পূর্ণশশীর ন্যায় সুধাময় বদনমণ্ডলে যে সুমধুর হাস্য-জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হইতেছে, তৃষিতা স্বর্ণচাতকিনীর ন্যায় শ্রীরাধার নয়নভঙ্গী নানাছলে অবিরত সেই বদনবিম্বে রূপ-সুধা পানের লালসায় ভ্রমণ করিতেছে! সখীগণ কেহ সঙ্গে নাই, একটিমাত্র মরমের কিঙ্করী তুলসী সঙ্গে রহিয়াছেন, সুতরাং পিপাসিতা রাধাচাতকী নিভৃতে নয়নচষকে অবিরত গিরিধারীর রূপামৃত পান করিতেছেন। তবু পিপাসার অন্ত নাই। এই শ্রীরাধার ভাব বুকে লইয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোবিন্দের রূপামৃত পিপাসায় অধীর হইয়া প্রলাপ করিয়াছেন—

"নবঘন-স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন-চিক্কণ, ইন্দীবর-নিন্দি সুকোমল।
যিনি উপমানগণ, হরে সভার নেত্র-মন, কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥
কহ সখি! কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক, না দেখি পিয়াসে মরি যায়।
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর, মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখি পাখা, উপরে দিয়াছে দেখা, আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি, বৃন্দাবনে নাচে মৌরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল, চিত্রচন্দ্রের তাহাতে উদয়॥
লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে, হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব-ঝঞ্ঝাপবনে, মেঘ নিল অন্যস্থানে, মরে চাতক পীতে না পাইল॥" (চৈঃ চঃ)

অতঃপর শ্রীরাধামাধব একটি নিভৃতকুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া বিলাসরসে মগ্ন হইলেন। কিঙ্করী তুলসী কুঞ্জরন্ধ্রে নয়নার্পণ করত সেই বিচিত্র বিলাসমাধুরীর রসাস্বাদনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিলাসের অবসান হইয়াছে। বিলাসশয্যায় শ্রীযুগল উপবিষ্ট হইয়াছেন। কিঙ্করী তুলসী কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া জলদান, তাম্বূলার্পণ, বীজনাদি স্বাভীষ্ট সেবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিলাসান্তে শ্রীমতীর কি অপূর্ব অঙ্গমাধুরী! মাধুরীরাশি যেন অঙ্গ হইতে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে!! শ্রীমতী স্বাধীন-ভর্তৃকাদশা প্রাপ্ত হইয়া শ্যামসুন্দরকে স্বীয় বেশরচনার আদেশ দান করিতেছেন—'প্রাণনাথ! শীঘ্র বেশ রচনা করিয়া দাও, এখনি সখীগণ আসিলে বড়ই লজ্জায় পড়িতে হইবে।' গিরিধারী শ্রীমতীর বেশ-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিঙ্করী তুলসী তৎকালে শ্রীরাধার বেশোপকরণ অর্থাৎ কুসুমমাল্য,

কনকরচিত-কুম্ভদ্বন্দ্ব-বিন্যাসভঙ্গীরুচিহর-কুচযুগ্মং সৌরভোচ্ছূনমস্যাঃ।
সপুলকমথ গন্ধৈশ্চিত্রিতং কর্ত্তুমিচ্ছোর্গিরিভৃত ইহ হস্তে হন্ত দাস্যে কদা তান্ ॥৮॥

কৃষ্ণস্যাংসে বিনিহিতভুজাবল্লিরুৎফুল্লরোমা
রামা কেয়ং কলয়তিতরাং ভূধরারণ্য-লক্ষ্মীন্।
জ্ঞাতং জ্ঞাতং প্রণয়-চটুলা ব্যাকুলা রাগপূরৈ-
রন্যা কান্তে সহচরি বিনা রাধিকামীদৃশী বা ? ৯॥

অনুবাদ—কনক-রচিত কুম্ভযুগলের শোভাজয়ী, সৌরভান্বিত ও পুলকিত শ্রীরাধার কুচযুগলকে যিনি গন্ধদ্রব্যদ্বারা চিত্রিত করিতে অভিলাষী, হায়! সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আমি কবে গন্ধদ্রব্য-সমূহ অর্পণ করিব ? ৮"

শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে ভুজবল্লী বিন্যাস করিয়া পুলকিতদেহে যিনি পরমাদরে গোবর্ধনগিরি সন্নিহিত

মণিহার, বসন, ভূষণ, অলক্তক, কজ্জল, কস্তুরীদ্রব, চন্দন, কুঙ্কুমাদি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে সুসজ্জিত করিয়া রাখি-তেছেন। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। সাধকাবেশে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত-মন স্ফুরণে প্রাপ্ত শ্রী-শ্রীরাধারাণীর তাৎকালিক মাধুর্য-সায়রে মগ্ন হইয়া আছে। বিলাসান্তে শ্রীমতীর মাধুরীতে স্বয়ং রসময় নায়কও আত্মহারা হইয়া পড়েন—"বিলাসান্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গমাধুরী। তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥" (চৈঃচঃ)। সুতরাং তদ্গতপ্রাণা কিঙ্করী যে তাহাতে আত্মহারা হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? তাই শ্রীপাদ বলিতেছেন, 'রতি গৌরী, বসুন্ধরা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-মাধুর্যবতী রমণীকুল, এমন কি রমা, সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণকান্তাগণ, অধিক কি ব্রজের মহাভাববতী চন্দ্রাবলী প্রমুখা রমণীয়া ব্রজরামাকুলকেও অনায়াসে জয় করিয়াছে যাঁহার অঙ্গকান্তিমাধুরী, গিরিতটে গিরিধারী যখন সেই শ্রীরাধার বেশ-রচনা করিবেন, তখন কি আমি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে শ্রীমতীর বেশরচনার সামগ্রীসমূহ স্থাপন করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইব ?"

"গগণেতে নবনীল জলদ উপরে। সুধাপূর্ণ সুধাকর দরশন করে॥
তৃষ্ণাতুর চকোরীর লালসা বাড়ায়। তৈছে গিরি গোবর্দ্ধন সমীপে সদায়॥
নন্দকুল-চন্দ্রমার বদন-মণ্ডলে। ভঙ্গি করি ফিরিতেছে রাই নেত্রাঞ্চলে॥
শ্রীরূপমঞ্জরি দেবি করহ দর্শন। স্ফুরণেতে দাস গোস্বামী করে নিবেদন॥"৬॥

"রতি গৌরী রমা ধরা দেবী সত্যভামা। চন্দ্রাবলী করি যত ব্রজে ব্রজাঙ্গনা॥
সবাকার অঙ্গকান্তি বিনিন্দিত করি। দ্যোতমানা শ্রীরাধিকা পরমা সুন্দরী॥
সেই কৃষ্ণ-আরাধিকায় নিকুঞ্জ-কাননে। সাজাইবে গিরিধারী বিবিধ-ভূষণে॥
মরম বুঝিয়া অগ্রে দিব অলঙ্কার। দরশনে সুখী হবে ব্রজেন্দ্রকুমার॥"৭॥

বনশোভা, দর্শন করিতেছেন, এই রামা কে? হে সখি! জানিলাম, জানিলাম—ইনি প্রণয়-চপলা, ব্যাকুলা ও অনুরাগিণী শ্রীরাধাব্যতীত আর অন্য কেই-বা হইবেন? ৯॥

টীকা—অস্যা রাধায়াঃ কনকরচিত কুম্ভদ্বন্দ্ব বিন্যাসভঙ্গী রুচিহর কুচযুগ্মং গন্ধৈশ্চিত্রিতং কর্ত্তুমিচ্ছোর্গিরিভৃতো হস্তে হস্ত তান্ গন্ধান্ কদা দাস্যে ইত্যন্বয়ঃ। কনকেন রচিতং যৎ কুম্ভদ্বন্দ্বং তস্য যা বিন্যাসভঙ্গী তস্যা রুচিং শোভাং হরতীতি তৎ তচ্চ তৎ কুচযুগ্মং চেতি। কিন্তূতং সৌরভেণোচ্ছূনং পুষ্টং সপুলকঞ্চ ॥৮॥

কেয়ং ভূধরারণ্যলক্ষ্মীং গোবর্দ্ধন-সমীপদেশ বনশোভাং কলয়তিতরাং পশ্যতিতরাম্। কিন্তূতা সতী কৃষ্ণস্যাংসে স্কন্ধে বিনিহিত ভুজাবল্লিঃ বিনিহিতা দত্তা ভুজাবল্লির্ভুজলতা যয়া সা। পুনঃ কিন্তূতা উৎফুল্লানি রোমাণি যস্যাঃ সা তথা স্বয়মেব নিরূপ্যাহ জ্ঞাতং জ্ঞাতমিত্যাদি সুগমম্ ॥৯॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফূরণের বিরামে অধীরপ্রাণে স্বাধীনভর্তৃকা পরমাসুন্দরী শ্রীরাধারাণীর রূপসজ্জার সামগ্রীসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে স্থাপন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরাধারাণীর কৃপায় আবার ঐ লীলাটিরই স্ফূরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রীপাদ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর কুচযুগলে পত্রভঙ্গ রচনা করিবেন। স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীমতী বক্ষোবসন অপসারণ করিয়া বসিয়াছেন। কিঙ্করীতুলসী শ্রীমতীর কুচযুগলের শোভামাধুরী আস্বাদন করিতেছেন, কনককুম্ভদ্বয়ের শোভাহারী শ্রীমতীর কুচকুম্ভদ্বয়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীমতীর কুচকুম্ভের ভজন-প্রার্থনা করিয়াছেন (রাধারসসুধানিধি-৩৪ ও ৩৬)—

"বৃন্দাটবী-প্রকট-মন্মথকোটিমূর্ত্তেঃ কস্যাপি গোকুলকিশোর-নিশাকরস্য।
সর্ব্বস্বসম্পুটমিব স্তনশাতকুম্ভ-কুম্ভদ্বয়ং স্মর মনো বৃষভানুপুত্র্যাঃ ॥

...   .

"ক্রীড়াসরঃ কনকপঙ্কজ-কুটমলায়, স্বানন্দপূর্ণরসকল্পতরোঃ ফলায়।
তস্মৈ নমো ভুবনমোহন-মোহনায়, শ্রীরাধিকে তব নব স্তনমণ্ডলায় ॥"

"হে মন! বৃন্দাবনে কোটিমন্মথ-মোহনরূপে বিরাজমান কোন অনির্বচনীয় গোকুলকিশোর চন্দ্রের সর্বস্ব সম্পুটতুল্য শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর স্তনরূপ কনক-কলসদ্বয়কে স্মরণ কর।

হে শ্রীরাধিকে! বিহার-সরোবরের কনক-কমল-কোরকতুল্য, স্বানন্দপূর্ণ রসকল্পতরুর ফলস্বরূপ এবং ভুবনমোহন শ্যামসুন্দরেরও মোহনকারী তোমার নবস্তনমণ্ডলকে প্রণাম করি *

শ্রীতুলসীমঞ্জরী দেখিতেছেন—শ্রীরাধার কুচমণ্ডল অতি সৌরভান্বিত এবং শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে নিবিড় পুলকযুক্ত। সেই কুচযুগলকে শ্রীকৃষ্ণ গন্ধদ্রব্যদ্বারা চিত্রিত করিতে ইচ্ছুক। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা বুঝিয়া কিঙ্করীতুলসী মণির বাটীতে কস্তূরীদ্রব ও তুলি আনিয়াছেন। শ্রীতুলসী হস্তে গন্ধদ্রব্যের বাটী

---

*মৎ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধিতে ঐ শ্লোকদ্বয়ের রসবর্ষিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অপূর্ব্ব-প্রেমাব্ধেঃ পরিমলপয়ঃ-ফেননিবহৈঃ
সদা যো জীবাতুর্যমিহ কৃপয়াসিঞ্চদতুলম্।

লইয়া শ্যামসুন্দরের হাতে তুলিটি দিতে যাইতেছেন, ইত্যবসরে স্ফূর্ত্তির বিরাম হইয়া গেল। তখন হাহাকারের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট গন্ধদ্রব্য অর্পণ করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

প্রার্থনার তরঙ্গে ভাসমান্ শ্রীপাদের চিত্ত মন আবার লীলারাজ্যে চলিয়া গেল। পর পর ঐ লীলাটিরই স্ফুরণ প্রাপ্ত হইতেছেন। শ্রীরাধারাণীর বেশ-ভূষা হইয়া গিয়াছে। এখনো সখীগণ কেহ আসিয়া উপস্থিত হন নাই। শ্রীযুগল পরমানন্দিত মনে গিরিরাজের তট-সন্নিহিত বনের শোভা দর্শন করিতেছেন। শ্রীমতী তাঁহার দক্ষিণ ভুজবল্লী শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে বিন্যাস করিয়া পুলকিত দেহে পরমাদরে বনশোভা দর্শন করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গাররসোদ্দীপক বনশোভার বর্ণনা করিয়া শ্রীমতীকে আনন্দিত করিতেছেন।

যুগলের এই লীলাচিত্রটি তুলসী শ্রীরূপমঞ্জরীকে দেখাইতেছেন—'ঐ যে রমণী-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে ভুজবল্লী বিন্যাস করিয়া পুলকিতদেহে বনশোভা দর্শন করিতেছেন এই রামা কে?' শ্রীরূপমঞ্জরী কোন উত্তর না দিতেই তুলসী স্বয়ংই বলিতেছেন, 'হে সহচরি! জানিলাম, জানিলাম, ইনি শ্রীরাধাব্যতীত অপর কোন রমণীই হইতে পারেন না। যেহেতু ইতি প্রণয়-চপলা, প্রণয়ভরে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে বাহুবিন্যাস করিয়া চলিয়াছেন এবং প্রণয়রসভরে বিবিধ চাঞ্চল্যও প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বনশোভা দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন তবু ব্যাকুলা, সততই হারাই-হারাই ভাব। আবার অনুরাগভরে নব-নবায়মান শ্রীকৃষ্ণমাধুরী আস্বাদন করিয়া চলিয়াছেন। শ্রীরাধারাণীর মনের ভাব কিঙ্করীগণের নিকট কিছুই গোপন থাকে না, ইঁহাদের চিত্ত-মন শ্রীরাধার ভাবের প্রতিবিম্ব-গ্রহণে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়। তাই তুলসী শ্রীরূপমঞ্জরীকে বলিতেছেন—'হে সখি! ইনি শ্রীরাধাব্যতীত অপর কোন ব্রজাঙ্গনাই হইতে পারেন না।' স্ফুরণের বিরামে বাহ্যবেশে শেষ কয়টি শ্লোকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর চরণে শ্রীরঘুনাথের বিপুল আর্তির প্রকাশ।

"স্বর্ণ কুম্ভ-যুগলের বিন্যাস-ভঙ্গিমা-। শোভাহারী রাই-কুচযুগ মধুরিমা॥
সৌরভেতে পুষ্ট সদা পুলকিতময়। যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নাগরেন্দ্র হয়॥
সেই পীন কুচকুম্ভে বিচিত্র-রূপেতে। চিত্রিত করিবে যবে রস-কৌতুকেতে॥
ইচ্ছা জানি গন্ধদ্রব্য যত প্রসাধন। গিরিধারীর করপদ্মে করিব অর্পণ॥
এমত দুর্লভ সেবা মোর অভিলাষ। মঞ্জরী-স্বরূপে কহে রঘুনাথ দাস॥"৮॥

"হরিস্কন্ধে ভুজলতা করিয়া অর্পণ। সোনার প্রতিমা লক্ষ্মী এই কোন্ জন॥
রোমাঞ্চ পুলকাবলী অঙ্গে শোভা পায়। গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
হরি-অনুরাগবতী প্রণয় চটুলা। কে গো এই বনদেবী ব্যাকুলা অবলা॥
শ্রীরূপমঞ্জরী দেবী জানিলাম আমি। বৃন্দাবন-পাটরাণী রাধা ঠাকুরাণী॥"৯॥

ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদবিপদ্দাব-বলিতো
নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম্ ? ১০॥
শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতু রহিতস্য মে ॥১১॥

অনুবাদ—আমার জীবনোপায়স্বরূপ যে শ্রীরূপগোস্বামী অপূর্ব প্রেমপারাবারের সুরভী-সলিলের ফেনসমূহদ্বারা করুণাভরে আমায় যথেষ্টরূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সম্প্রতি দৈববশতঃ প্রতিক্ষণে বিপদ্-রূপ দাবানলে সন্তপ্ত নিরাশ্রয় আমি তিনি-ভিন্ন আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব ? ১০॥

জীবনধারণের উপায়স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামিপাদের বিরহে মহাগোষ্ঠভূমি আমার নিকট শূন্য শূন্য প্রতিভাত হইতেছে, শ্রীগোবর্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখব্যাদন করিয়া আছে বলিয়া মনে হইতেছে ॥১১॥

টীকা—স্বগুরুং শ্রীরূপগোস্বামিনমপশ্যন্ বিলপতি। যো জীবাতুর্জীবনোপায়ঃ শ্রীরূপোঽপূর্ব্ব প্রেমাব্ধেঃ পরিমলপয়ঃ ফেননিবহৈঃ কৃত্বা সদা যং মদ্বিধজনং কৃপয়া অতুলমসিঞ্চৎ। ইদানীং দুর্দৈবাদ্ধে-তোঃ প্রতিপদ বিপদ্দাববলিতঃ প্রতিক্ষণং বিপদ্রূপ দাবাগ্নিগ্রস্তঃ সন্ নিরালম্বঃ সোঽয়ং মদ্বিধোজন স্তং শ্রীরূপং ঋতে বিনা কং শরণং যাত্বিত্যন্বয়ঃ ॥১০॥

শূন্যায়ত ইতি। জীবাতু রহিতস্য শ্রীরূপবিচ্ছিন্নস্য স্পষ্টমন্যৎ ॥১১॥

স্তবামৃতকণাব্যাখ্যা—স্ফূর্তির বিরামে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত-বিরহ-বিবশ। তিনি তাঁহার জীবাতুস্বরূপ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের বিরহে সাতিশয় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। সজাতীয়াশয়, স্নিগ্ধ ও স্বতোবর রসিক মহানুভাবগণের সঙ্গে তাঁহাদের শ্রীমুখে স্বাভীষ্ট কৃষ্ণকথার শ্রবণে ভগবদ্বিরহী প্রেমিক-গণের বিরহজ্বালার প্রশমন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ রসিক মহদ্গণের অভাব ঘটিলে বিরহীজনের বিশ্ব শূন্যই হইয়া থাকে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ নীলাচলে সুদীর্ঘ ষোড়শবর্ষকাল যাবৎ শ্রীচৈতন্যদেবের নিরর্গল করুণারসধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানে তাঁহার প্রগাঢ় বিরহানলে নিয়ত দগ্ধ রঘু প্রাণত্যাগের সংকল্প লইয়া ব্রজে আসিয়াছিলেন, শ্রীল সনাতন ও রূপগো-স্বামিপাদ শ্রীপাদ দাসগোস্বামীর প্রগাঢ় বিরহসন্তপ্ত হৃদয়কে সুশীতল করিয়াছিলেন, শ্রীল রূপ-সনাতনের কৃপারসাভিষিক্ত রঘুনাথ প্রেয়াজীর সরসীতট আশ্রয় করিয়া দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া ছিলেন। তাঁহাদের অন্তর্ধানে বিরহরসের মূর্তি শ্রীল রঘুনাথের সমস্ত বিশ্বজগৎ অন্ধকার হইয়াছিল। তাই বলিতেছেন, আমার জীবনোপায়স্বরূপ যে শ্রীরূপগোস্বামী অপার কারুণ্যভরে অপূর্ব প্রেম-পারা-বারের সুরভী সলিলের ফেনসমূহদ্বারা আমায় যথেষ্ট অভিষিক্ত করিয়াছেন ! অর্থাৎ শ্রীরূপের কৃপায় তাঁহার শ্রীমুখে অমৃতোপম শ্রীরাধামাধবের কথাশ্রবণে এবং তাঁহার বর্ণিত গ্রন্থে স্বাভীষ্ট যুগললীলারস-মাধুরীর আস্বাদনে শ্রীপাদ রঘুনাথ অহরহঃ যেন প্রেমের সিন্ধুতে ভাসিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানে তাই রঘুনাথ মহাখেদের সহিত বলিতেছেন,—'সম্প্রতি দৈববশতঃ প্রতিক্ষণে বিপদ্রূপ দাবানলে সন্তপ্ত নিরাশ্রয়

আমি তাঁহা-ব্যতীত আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব ?' এখানে শ্রীরূপের দুর্বিসহ বিরহানলকেই 'বিপদ্‌রূপ দাবানল' বলা হইয়াছে। মহাজন অতি সহজ সরল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের চরিতামৃত বর্ণনা করিয়াছেন—

"চৈতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছিঁড়ি করে বিরহে ব্যাকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি মনে গেলা গিরি-গোবর্দ্ধনে দুই গোসাঞি তাঁহারে দেখিলা ॥
ধরি রূপ-সনাতন রাখিলা তাঁর জীবন দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাঞা রাধাকুণ্ডতটে গিয়া বাস করি নিয়ম করিলা ॥
ছেঁড়া কম্বল পরিধান ব্রজ ফল গব্য খান অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি স্মরণ কীর্ত্তন করি রাধা-পদ-ভজন যাহার ॥
ছাপান্ন দণ্ড রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণ-গুণগানে স্মরণেতে সদাই গোঙায়।
চারিদণ্ড শুতি থাকে স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে এক তিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥
গৌরাঙ্গের পাদাম্বুজে রাখে মন-ভৃঙ্গরাজে স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ সনে গতি যার সনাতনে ভট্টযুগ-প্রিয় মহাশয় ॥
শ্রীরূপের গণ যত তার পদ আশ্রিত অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি কাঁদি বলে হরি হরি প্রভুর করুণা হবে কবে ॥
হে রাধাবল্লভ গান্ধর্ব্বিকা-বান্ধব রাধিকা-রমণ রাধা-নাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর হা হা কৃষ্ণদামোদর কৃপা করি কর আত্মসাথ ॥
শ্রীরূপ-সনাতন যবে হৈল অদর্শন অন্ধ হৈল এই দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাহাঁ দেখি বৃথা প্রাণ কাহাঁ রাখি এত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
শ্রীচৈতন্য শচীসুত তাঁর গণ হয় যত অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলা-স্থল দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সবারে করয়ে পরণাম ॥
রাধাকৃষ্ণ-বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে সুখ রুখ অন্নমাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে অন্ন ছাড়ি দিল আগে ফল গব্য করিল আহার ॥
সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে কেবল করয়ে জলপান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে না দেখি তাঁহার গণে বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কান্দে।
কৃষ্ণ-কথা-আলাপন না শুনিয়া শ্রবণ উচ্চ-স্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে ॥
হা হা রাধা কৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা ললিতা কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ মোর প্রভু হা হা প্রভু রূপ-সনাতন ॥
কান্দে গোঁসাই রাত্রিদিনে পুড়ি যায় তনু মনে ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধুসর।

চক্ষু অন্ধ অনাহার   আপনাকে দেহভার   বিরহে হইল জর জর ॥
রাধাকুণ্ডতটে পড়ি   সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ি   মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে   প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে   মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥
সেই রঘুনাথ দাস   পূরাহ মনের আশ   এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস   মনে বড় অভিলাষ   প্রভু মোরে কর পরসাদ ॥"

আবার বলিলেন, 'জীবনধারণের উপায়স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামিপাদের বিরহে এই মহাগোষ্ঠভূমি আমার নিকট শূন্য শূন্য প্রতিভাত হইতেছে। শ্রীগোবর্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখব্যদন করিয়া আছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে।' শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথের ভজননিষ্ঠা ও অলৌকিক বৈরাগ্য-দর্শনে তাঁহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগোবর্ধনের শিলা ও গুঞ্জামালা দিয়া তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন। তাহাতে রঘুর মনে হইয়াছিল—"শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে। গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকাচরণে ॥ আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ। কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গচরণ ॥" (চৈঃ চঃ)। প্রভুর অন্তর্ধানে বিরহ-তাপিত রঘুনাথ ব্রজধাম, প্রভুদত্ত সেই গিরিরাজের দর্শন ও শ্রীরাধারাণীর দর্শন করিয়া গোবর্ধনে ভৃগুপাতপূর্বক প্রভুর বিরহতাপিত দেহত্যাগ করিবেন চিন্তা করিয়া ব্রজে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীরূপ-সনাতনের করুণায় এই ব্রজধাম, শ্রীগিরিরাজ এবং শ্রীমতী রাধারাণীর অভিন্নস্বরূপ শ্রীকুণ্ডের দর্শনে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া অহোরাত্র কঠোর ভজনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীরূপগোস্বামিপাদের অদর্শনে এই মহাগোষ্ঠ শ্রীপাদের নিকট শূন্য শূন্য প্রতিভাত হইতেছে। বিরহীর নয়নে প্রিয়বিরহে এমনিভাবে বিশ্ব শূন্য বলিয়াই মনে হয়। সকল দিক্ পূর্ণ হইলেও তাঁহার পক্ষে সবই শূন্য। এই রিক্ততা সেই প্রিয়জনের দর্শনব্যতীত অন্য কিছুতেই পূর্ণ হইতে পারে না। কবি বিদ্যাপতি বিরহিণী শ্রীরাধার উক্তিতে গাহিয়াছেন,—"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী। শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরি (সকলি)।" এই রাধারাণীর ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুও প্রলাপ করিয়াছেন—"উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগ-সম। বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে দুনয়ন ॥ গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন। তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥" এই তুষানলের জ্বালা কোটি কোটি বাড়বানল অপেক্ষা বিদাহী হইয়াও কোটি অমৃতের সিন্ধু অপেক্ষাও অধিক স্বাদী। শ্রীরূপ গোস্বামীর বিরহে শ্রীপাদ রঘুনাথের নিকট তাঁহার পরমাভীষ্ট গিরিরাজ এবং শ্রীরাধারাণীর ন্যায়ই কোটি প্রাণপ্রতিম শ্রীরাধাকুণ্ড যেন অজগর ও ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় ভয়াবহ মনে হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীগিরিরাজ ও শ্রীকুণ্ডের দর্শনে সেই শ্রীরূপের বিপুল উদ্দীপনে তাঁহার বিরহানল সমধিক প্রদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই পরমাভীষ্ট গিরিরাজ ও শ্রীকুণ্ড ভয়াবহ মনে হইতেছে। প্রিয়জনের বিরহে পরমাভীষ্টবস্তুও প্রিয়ের উদ্দীপন জাগাইয়া দুঃখরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। শ্রীল চণ্ডিদাস শ্রীরাধারাণীর উক্তির অনুবাদ করিয়াছেন যাহাতে সব অভীষ্টবস্তুই শ্রীমতীর নিকট প্রাণহারক কালরূপে প্রতীত হইয়াছে।

"একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন। আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥

ন পততি যদি দেহস্তেন কিং তস্য দোষঃ স কিল কুলিশসারৈর্যদ্বিধাত্রা ব্যধায়ি।
অয়মপি পরহেতুর্গাঢ়তর্কেণ দৃষ্টঃ প্রকটকদনভারং কো বহত্বন্যথা বা ॥১২॥

গিরিবরতট কুঞ্জে মঞ্জু বৃন্দাবনেশাসরসি চ রচয়ন্ শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণ-কীর্ত্তিম্ ।
ধৃতরতি রমণীয়ং সংস্মরংতৎপদাব্জং ব্রজ-দধি-ফলমশ্নন্ সর্ব্বকালং বসামি ॥১৩॥

বসতো গিরিবরকুঞ্জে লপতঃ শ্রীরাধিকেহনু কৃষ্ণেতি।
ধয়তো ব্রজ-দধি তক্রং নাথ সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু ॥১৪॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীপ্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশকং সম্পূর্ণম্ ॥২৮॥

অনুবাদ—ভৃগুপাতদ্বারা যে আমার দেহনাশ হয় নাই ইহাতে দেহের কোন দোষ নাই, কারণ বিধাতা বজ্রসারদ্বারা এই দেহ গঠন করিয়াছেন। অথবা গাঢ় যুক্তি-তর্কের দ্বারা অপর একটি হেতুও নিশ্চয় করিয়াছি যে, এতাদৃশ দুঃখভার আমি ভিন্ন আর কেই বা বহন করিবে? ১২॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে অনুরাগের সহিত তাঁহাদের রমণীয় শ্রীচরণারবৃন্দ স্মরণ-পূর্বক ব্রজের দধি-ফলাদি ভোজন করিয়া শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনের তটবর্তি কুঞ্জে অতি মনোহর শ্রীবৃন্দা-বনেশ্বরীর সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ডে আমি সর্বকাল বসবাস করিব? ১৩॥

হে নাথ! গোবর্ধনকুঞ্জে বসবাস করিয়া 'হা রাধে কৃষ্ণ' এই নাম সতত কীর্তন এবং ব্রজোৎপন্ন দধি তক্র পান করিয়া যেন আমার দিনগুলি অতিবাহিত হয়? ১৪॥

টীকা—ননু স্বদেহস্য ভৃগুপাতেন পাতনায়োদ্যতস্য তব দেহরক্ষণাদেতাদৃশোদ্বেগে শ্রীরূপ এব

আর কাল হৈল মোরে কদম্বের তল। আর কাল হৈল মোরে যমুনার জল ॥
আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ। আর কাল হৈল মোরে গিরি-গোবর্দ্ধন ॥
এত কাল-সনে আমি থাকি একাকিনী। এমত বেথিত নাই শুনে যে কাহিনী ॥
দ্বিজ চণ্ডিদাস কহে না কহ এমন। কারু কোন দোষ নাই সব একজন ॥" (পদকল্পতরু)

"ভাগবত-চূড়ামণি, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী, প্রভু মোর জীবন-উপায়।
অনন্ত মহিমা তাঁর, কিবা জানি মুই ছার, ভূমণ্ডলে যাঁর গুণ গায় ॥
অপার প্রেমাব্ধি জল,- পরিমল নিরমল, তাহার তরঙ্গ ফেনামৃতে।
নিমজ্জিত কৈল মোরে, লীলামৃত-পারাবারে, শ্রীরূপের কৃপা-কটাক্ষেতে ॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট, কাহা মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।
মহা দাবানলে যেন, জারিতেছে মোরে হেন, জুড়াইতে আর নাহি ঠাই ॥"১০॥

"জীবন-উপায় মোর শ্রীরূপ গোস্বামী। তাহা বিনা শূন্য দেখি এই ব্রজ ভূমি ॥
অজগর সমতুল গিরি-গোবর্দ্ধন। রাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ড হেন লয় মন ॥"১১॥

নিদানমিতি। নহী নহীত্যাহ ন পততীতি। তস্য জীবাতুরূপস্য স দেহঃ প্রকট কদনভারং প্রকট ক্লেশ-নিবহং অন্যথা মাং বিনা কো বা বহতু ॥১২॥

গিরিবর-তটকুঞ্জে মঞ্জু যৎ বৃন্দাবনেশায়াঃ রাধায়াঃ সরঃ সরোবরং তত্রচ সর্ব্বকালং বসামি তিষ্ঠামি। কিং কুর্ব্বন্ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকীর্ত্তিং রচয়ন্। এবং ধৃতা রতি র্যত্র তৎপদাব্জং সংস্মরন্ এবং ব্রজদধি ফলমশ্নন্ ভুঞ্জানঃ। দধ্না সহিতং ফলং দধিফলং ব্রজস্য দধিফলমিত্যর্থঃ ॥১৩॥

বসত ইতি। ধয়তঃ পিবতঃ হে নাথ শ্রীরূপ ॥১৪॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীপ্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশক-বিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের বিরহে অধীর হইয়া গভীর আক্ষেপ করিতেছেন। নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও স্বরূপ-দামোদরের অন্তর্ধানের পর তাঁহাদের বিরহ-দাবানলে দগ্ধ রঘুনাথ শ্রীগোবর্ধনে ভৃগুপাতদ্বারা দেহাবসানের বাসনা লইয়া ব্রজে আগমন করেন কিন্তু শ্রীরূপ-সনাতন তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে না দিয়া তাঁহার মধ্যে ভজনের প্রেরণা জাগাইয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনের অদর্শনে আজ সেই কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, 'ভৃগুপাতদ্বারা যে আমার দেহের বিনাশ ঘটে নাই, ইহাতে দেহের কোনরূপ দোষ নাই ; কারণ বিধাতা বজ্রসারদ্বারা এই দেহ গঠন করিয়াছেন।' তাৎপর্য এই যে, যদি ভৃগুপাতদ্বারা তৎকালে তাঁহার দেহের বিনাশ ঘটিত, তবে তাঁহাকে আবার এই প্রিয়জনের বিরহজ্বালা ভোগ করিতে হইত না। তবে সেকালে যে দেহনাশ হয় নাই, ইহা কি দেহেরই দোষ ? এইরূপ প্রশ্নের সম্ভাবনায় বলিয়াছেন, না দেহে ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, যেহেতু উপর্যুপরি এত প্রিয়জনের বিরহজ্বালা ভোগ করিয়াও যে দেহে প্রাণ থাকে, সেই অতি কঠিন বজ্রসার-দ্বারা গঠিত দেহ কি কখনো ভৃগুপাতে বিনষ্ট হইতে পারে ?

অথবা ভৃগুপাতে বা এইরূপ উপর্যুপরি প্রিয়বিরহে দেহনাশ না হওয়ার অপর একটি হেতুও সম্ভাবনা করিয়া বলিয়াছেন, অথবা গাঢ় যুক্তি-তর্কের দ্বারা অপর একটি হেতুও নিশ্চয় করিয়াছি যে এতাদৃশ দুঃখভার আমি ভিন্ন আর কে-ই বা বহন করিবে ? অর্থাৎ অসহনীয় দুঃখভার বহন করিবার নিমিত্তই আমার দেহপাত ঘটে নাই এবং এতাদৃশ দুঃখভার সহনক্ষম ব্যক্তি বিশ্বে আমি ব্যতীত আর অপর কেহই থাকিতেও পারে না, ইহা নিশ্চয় করিয়াছি।

এইপ্রকার গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরূপগোস্বামীর চরণে সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন—'শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনের কুঞ্জসমীপে যে মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ড আছেন, তথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে এবং অনুরাগের সহিত তাঁহাদের শ্রীচরণ স্মরণপূর্বক ব্রজের দধি, ফলাদি ভোজন করিয়া চিরকাল বসবাস করিব। হে নাথ, হে রূপগোস্বামিন্। গোবর্ধন গিরিকুঞ্জে বাস, সতত শ্রীরাধাকৃষ্ণ এই নামদ্বয় উচ্চারণ এবং ব্রজের দধি ও তক্র (ঘোল) পান করিতে করিতে আমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত হউক।' যদিও শ্রীপাদ রঘুনাথ মহা অনুরাগাতিশয্যে অদ্ভুত ভজন-নিষ্ঠা প্রকাশপূর্বক ভাববিহ্বল দশায় শ্রীকুণ্ডে বসবাস করিতেছেন এবং কিঞ্চিন্মাত্র তক্র

[২৯]

অথ অভীষ্টসূচনম্

আভীরপল্লীপতিপুত্র-কান্তা-দাস্যাভিলাষাতিবলাশ্ববারঃ।
শ্রীরূপচিন্তামলসপ্তি-সংস্থো-মৎ-স্বান্ত-দুর্দ্দান্ত-হয়েচ্ছু রাস্তাম্ ॥১॥

(ঘোল) পান করিয়া প্রাণধারণ করিতেছেন, তবু ভগবানের আতিশয্যে পুনঃপুনঃ শ্রীপাদ এইরূপ প্রার্থনা শ্রীরূপের চরণে জ্ঞাপন করিয়াছেন। অহরহঃ শয়নে স্বপনে শ্রীপাদের একটি মাত্র অভীষ্টবস্তু—শ্রীরাধারাণীর রহোদাস্যলাভ—নানাভাবে নানাভাষায় এই স্তবাবলীগ্রন্থে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তদীয় ভাবতটিনী বর্ষার বারিবেগপুষ্টা প্রবাহিনীর মতই উত্তালতরঙ্গভঙ্গে শ্রীশ্রীরাধারসসিন্ধুর অভিমুখে অবিরত খরতরনাদে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে !! এই গতির বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই !! ভাবুক ভক্তবৃন্দের অনুভবই তাহার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়পার্ষদ। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যপার্ষদগণের সহিত নিতাই লীলাবিলাসে নিরত রহিয়াছেন।" অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥" শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামীর এই বিরহলীলাও কোন কোন ভাগ্যবানের নয়নে ফুটিয়া উঠে।

"ভৃগুপাতে এ দেহের না হলে পতন। এ দেহের দোষ নাই শুনহ কারণ ॥
বজ্রসার দিয়া বিধি করিল নির্ম্মাণ। এত দুঃখে বেঁচে আছি তাহার প্রমাণ ॥
অথবা কারণ দেখি করিলে বিচার। আমা ভিন্ন কে সহিবে এত দুঃখ ভার ॥
দাবানল সম যেই বিরহ-সন্তাপ। উদ্গারিয়া কহে মোর দাস রঘুনাথ ॥"১২॥
"গিরিবর-তট-কুঞ্জে রাধাকুণ্ড-তীরে। চিরকাল বাস করি লালসা অন্তরে ॥
নাম-রূপ-গুণ-লীলা করিয়া কীর্ত্তন। রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জলীলা করিব স্মরণ ॥
অনুরাগে রমণীয় যুগল-চরণ। প্রেমানন্দে রাত্রি দিন করিব সেবন ॥
বৃন্দাবনের দধি ফল করিয়া ভোজনে। কুণ্ড-তীরে পড়ে থাকো জীবনে মরণে ॥"১৩॥
"গিরিবর কুঞ্জে সদা করিয়া বসতি। ব্রজবনে দধি ঘোল পান করি নিতি।
অগ্রে বলি 'হা রাধে' হা বৃন্দাবনেশ্বরি! পশ্চাতে বলিব 'হা কৃষ্ণ' গিরিধারী ॥
সুমধুর দুই নাম প্রেমামৃত-ধাম। রসনা-প্রাঙ্গণে নৃত্য করু অবিরাম ॥
এই ত প্রার্থনা মোর করি নিবেদন। আশা পূর্ণ করুন মোর শ্রীরূপ-চরণ ॥"১৪॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীপ্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥২৮॥

যদ্যত্নতঃ শম দমাত্মবিবেকযোগৈরধ্যাত্মলগ্নমবিকারমভূন্মনো মে।
রূপস্য তৎস্মিতসুধং সদয়াবলোকমাসাদ্য মাদ্যতি হরেশ্চরিতৈরিদানীম্ ॥২॥

অনুবাদ—গোপপল্লীর অধীশ্বর শ্রীব্রজরাজনন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের কান্তা শ্রীরাধিকার দাস্যবিষয়ক মদীয় অভিলাষরূপ বলবান্ অশ্বারোহী শ্রীরূপ-গোস্বামীর চিন্তারূপ মহান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার চিত্তরূপ দুর্দান্ত অশ্বে আরোহণ করিতে অভিলাষী হউক ॥১॥

যে শ্রীরূপের যত্নে আমার মন শম, দম, আত্মবিবেক ও যোগদ্বারা বিকারশূন্য হইয়া ভগবানে লগ্ন হইয়াছিল, সেই মন এক্ষণে তদীয় স্মিতসুধা সমন্বিত কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া হরিলীলায় মত্ত হইতেছে ॥২

টীকা—আভীরেতি। আভীরপল্ল্যাঃ পতির্নন্দস্তস্য পুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য কান্তা শ্রীরাধা তস্যা দাস্যে যোঽভিলাষঃ স এবাতিবলাশ্ববারঃ অশ্বারোহবিশেষঃ সচ শ্রীরূপচিন্তামলসপ্তি-সংস্থঃ সন্ মৎ স্বান্ত দুর্দান্ত হয়েচ্ছুরাস্তাং ভবত্বিত্যন্বয়ঃ। শ্রীরূপস্য চিন্তা এবামলসপ্তির্মহানশ্বস্তৎস্থস্তদারূঢ়ঃ। মৎ স্বান্তং মন্মনস্তদেব দুর্দান্ত হয়স্তত্রেচ্ছুস্তদারোহণেচ্ছুরিত্যর্থঃ। মন্মনসোঽভিলাষঃ শ্রীরূপচিন্তাসবলিতঃ সন্ শ্রী-রাধিকাদাস্যে তিষ্ঠত্বিতি ভাবঃ ॥১॥

যস্য শ্রীরূপস্য যত্নতো যত্নদ্বারা মে মম মনঃ শম-দমাত্মবিবেক-যোগৈরধ্যাত্মলগ্নং সৎ অবিকারম্ অভূৎ। শমো ভগবন্নিষ্ঠতা দমো জিতেন্দ্রিয়তা আত্মবিবেক আত্মানাত্ম-বিবেচনং যোগঃ সমাধি ধ্যান-মিতি যাবৎ। অধ্যাত্মং ভগবত্তত্ত্বম্। যন্মনো। রূপস্য স্মিতসুধং সদয়াবলোকমাসাদ্য প্রাপ্য ইদানীং হরেশ্চরিতৈর্মাদ্যতি মত্তং ভবতি ॥২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ এই অভীষ্টসূচন স্তবে স্বীয় অভীষ্ট বস্তুর সূচন বা জ্ঞাপন করিয়া স্তবাবলী গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেছেন। প্রথমতঃ শ্রীরূপের আনুগত্যময় ভজনের সূচনা বা ইঙ্গিত করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব সাধকগণকে শ্রীরূপানুগত্যময় রাগানুগা ভজনের শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে। তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা' নামে ॥
... ...
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥
লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি ॥
... ...
'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুইত সাধন। বাহ্য—সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥
মনে-নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥
নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছেত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥" (চৈঃচঃ)

রাগানুগামার্গের সাধক ব্রজের নিত্যপার্ষদগণের ভাবের আনুগত্যে ভজন করিয়াই ব্রজরস-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা মঞ্জরীভাবের উপাসক, তাঁহাদের বাহ্যে সাধকদেহে শ্রবণ, কীর্ত্তন, ব্রজবাসাদি শ্রীরূপগোস্বামিপাদের আনুগত্যে এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে লীলাচিন্তন, সেবাচিন্তনাদি

শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যেই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথ তাই বলিতেছেন, 'শ্রীনন্দনন্দন শ্রী-কৃষ্ণের কান্তা শ্রীরাধার দাস্যবিষয়ক অভিলাষরূপ বলবান্ অশ্বারোহী শ্রীরূপগোস্বামীর চিন্তারূপ মহান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার চিত্তরূপ দুর্দমনীয় অশ্বে আরোহণ করিতে অভিলাষী হউক। অর্থাৎ আমার রাধাদাস্যাভিলাষরূপ মানসসংকল্প শ্রীরূপের চিন্তার আনুগত্যে শ্রীরাধার দাস্যকর্মে নিযুক্ত থাকুক। শ্রীরূপের চিন্তার আনুগত্য থাকিলে শ্রীরূপের কৃপায় আমার দুর্দান্ত বা অসংযত চিত্তও সতত শ্রীরাধার দাস্যভাবনায় নিরত থাকার সামর্থ্য লাভ করিবে।'

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ এবং শ্রীরাধার নিত্যকিঙ্করী, তিনি কখনই সাধারণ সাধক নহেন, সুতরাং তাঁহার চিত্ত দুর্দান্ত বা দুর্দমনীয় নহে। তবু দৈন্যবশতঃ শ্রীপাদ নিজের কথা বলিয়া সাধক-জগৎকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীরাধার দাস্যবিষয়ে সাধকের নিজের মানস-সঙ্কল্প কখনই সুন্দর নহে, এবিষয়ে আচার্যপাদগণের চিন্তাধারার অনুসরণই কর্তব্য। তাঁহাদের চিন্তানুগত্য-ব্যতীত যুগলপ্রেমের মর্মোপলব্ধিই সম্ভবপর নহে। "রূপ-রঘুনাথ—পদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি॥" (প্রার্থনা) "যুগল-কিশোর প্রেম, লক্ষবান যেন হেম, হেন ধন প্রকাশিল যাঁরা। জয় রূপ-সনাতন, দেহ মোরে প্রেমধন, সে রতন মোর গলে হারা॥" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা) তাঁহাদের ধন তাঁহারাই দিতে পারেন, অন্যে নহে।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, 'যে শ্রীরূপের যত্নে আমার মন শম, দম, আত্মবিবেক ও যোগ-দ্বারা বিকারশূন্য হইয়া শ্রীভগবানে লগ্ন হইয়াছিল, সেই মন এক্ষণে তাঁহার স্মিতসুধাযুক্ত সদয়াবলোকন বা করুণাদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া হরিলীলায় মত্ত হইতেছে।' এখানে 'শম' অর্থে ভগবন্নিষ্ঠতা, 'দম' শব্দে জিতেন্দ্রিয়তা, 'আত্মবিবেক' বলিতে চিৎ-জড়ের বিচার এবং 'যোগ' বলিতে ধ্যানদ্বারা শ্রীপাদের চিত্ত বিকারশূন্য হইয়া অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভাদি রহিত হইয়া শ্রীভগবানে লগ্ন হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। শ্রীরূপের বিশেষ কৃপাদৃষ্টির ফলে সেই বিকারশূন্য মন এক্ষণে হরিলীলায় প্রমত্ত হইতেছে। ইহাতে কি-রূপ পবিত্রতা এবং চিত্তনৈর্মল্য সাধিত হইলে শ্রীভগবানের লীলাস্ফুরণ সম্ভব, তাহাই ধ্বনিত হইয়াছে। যে চিত্ত অনাদিকাল হইতে প্রাকৃত সংস্কাররূপ নিবিড় তমসায় আচ্ছন্ন, তাহাতে কোন পবিত্ররসাস্বাদনের স্পৃহা জাগরিত হওয়া সম্ভবপর নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী—"মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।" (চৈঃ চঃ) দুর্দৈবগ্রস্থ পাপ ও মহদপরাধাদিদ্বারা চিত্তকালুষ্যহেতু বহুকাল ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও সাধকের অনর্থাদি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া রতির উদয় হইতে দেখা যায় না। এই ভাগবতী-রতির উদয়েই যথাযথ লীলারসের স্ফূর্তি সম্ভবপর হইয়া থাকে। তাই ভক্তি-সাধকের প্রথম প্রয়াস— যাহাতে তিনি নিরপরাধে শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজনাঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিয়া পরিশুদ্ধচিত্ত হইতে পারেন। সেই স্ফটিকমণির মত স্বচ্ছ নির্মলচিত্তে রসিক ভাগবতগণের কৃপায় ব্রজরাগচন্দ্রমার আলোক প্রকাশিত হইয়া উহাকে উদ্ভাসিত বা তদ্ভাবে অনুরঞ্জিত করে। এইভাবে চিত্ত নির্মল হইলে বা লীলারসাস্বাদনের আবরক জড়ীয় সংস্কার দূরীভূত হইলে সাধকের মন দিব্য মধুর ভাগবতরসপানে প্রমত্ত হয় এবং ঐ

**নিভৃত-বিপিনলীলাঃ কৃষ্ণবক্ত্রং সদাক্ষ্ণা, প্রপিবথ মৃগকন্যা যূয়মেবাতিধন্যাঃ।
ক্ষণমপি ন বিলোকে সারমেয়ী ব্রজস্থা, প্যুদরভরণবৃত্ত্যা বংভ্রমন্তী হতাহম্ ॥৩॥**

রসাস্বাদনই তখন তাঁহার জীবাতু হইয়া থাকে। তাই শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তিরসাস্বাদনের সাধন, সহায় ও প্রকার নিরূপণে লিখিয়াছেন—

"ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্। শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্।
জীবনীভূত-গোবিন্দ-পাদভক্তি-সুখশ্রিয়াম্। প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা। রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি। প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্॥"

অর্থাৎ "সাধনভক্তির অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যাঁহাদের চিত্ত পরিমার্জিত ও শুদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিরূপ চিত্তকষায় ও কাম, ক্রোধাদি মলদোষ বিদূরিত হইয়াছে, সুতরাং যাঁহাদের স্বচ্ছচিত্তে শুদ্ধসত্ত্বময় ভাবাবির্ভাবের যোগ্যতা সম্পাদিত হইয়াছে, যাঁহারা ভাগবতশাস্ত্র আস্বাদনে অনুরাগী, রসিকভক্ত-সঙ্গেই যাঁহাদের একান্ত আসক্তি, শ্রীকৃষ্ণের পাদভক্তি—সুখসম্পদই যাঁহাদের জীবাতু-স্বরূপ হইয়াছে, প্রেমোদয়ের অন্তরঙ্গ সাধন শ্রীনাম-কীর্তন, রসিক ভাগবতমুখে লীলাকথার শ্রবণ, লীলা-স্মরণাদির যাঁহারা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাদৃশ ভক্তগণের চিত্তে পূর্বজন্মের ও এই জন্মের সংস্কারদ্বয়দ্বারা উজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতিই শ্রীকৃষ্ণাদি অলৌকিক বিভাবাদিদ্বারা স্বানুভবমার্গে রসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন সাতিশয় আনন্দচমৎকারময়ী দশা উপজাত হইয়া থাকে।" শ্রীপাদ রঘুনাথের **"মাদ্যতি হরেশ্চরিতৈরিদানীম্"** অর্থাৎ 'আমার মন হরিলীলায় প্রমত্ত হইতেছে' এই বাক্যে তাদৃশ সাতিশয় আনন্দচমৎকারময়ী দশাই সূচিত হইয়াছে।

"আভীর-পল্লীর পতি, ব্রজরাজ মহামতি, শ্রীগোবিন্দ তাঁহার নন্দন।
গোবিন্দ-প্রেয়সী যিনি, শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী, পাদপদ্ম দাস্যে রহু মন॥
শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদ, যে চিন্তায় দিনরাত, নিমগন পরম আনন্দে।
সেই চিন্তা-নিরমল-, অশ্ব যেন ঝলমল, ভ্রমিয়া বেড়ায় কুঞ্জে কুঞ্জে॥
শ্রীরূপের চিন্তা-অশ্বে, মোর যেই অভিলাষে, বিহরয়ে অশ্বারোহী-সুখে।
মোর চিত্ত দুর্দ্দান্ত, অশ্ব তাহে হয় শান্ত, তবে ধন্য মানি আপনাকে॥"১॥
"শ্রীরূপ গোস্বামীর যে অপার করুণা। ত্রিভুবন-মাঝে আর নাহিক তুলনা॥
তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী এই মোর মন। যাঁহার নির্দ্দেশে বসি নির্জ্জনে প্রথম॥
শম দম আত্মবিবেক সমাধি ও ধ্যানে। বিকার শূন্য হইয়াছে সদ্য মোর মনে॥
ভগবৎ তত্ত্বে মন সংলগ্ন হইল। অন্য অভিলাষ যত সকলি ত্যজিল॥
সেই মন শ্রীরূপের কৃপাদৃষ্টি পাইয়া। হরিলীলা সুধারসে রয়েছে ডুবিয়া॥"২॥

মন্মানসোন্মীলদনেক-সঙ্গম-প্রয়াস-কুঞ্জোদরলব্ধ সঙ্গয়োঃ।
নিবেদ্য সখ্যর্পয় মাং স্বসেবনে, বীটীপ্রদানাবসরে ব্রজেশয়োঃ ॥৪॥
নিবিড়-রতিবিলাসায়াসগাঢ়ালসাঙ্গীং, শ্রমজলকণিকাভিঃ ক্লিন্নগণ্ডাং নু রাধাম্।
ব্রজপতিসুতবক্ষঃ পীঠবিন্যস্ত-দেহা-মপি সখি ভবতীভিঃ সেব্যমানাং বিলোকে ॥৫॥

অনুবাদ—হে মৃগকন্যাগণ! তোমরাই অতীব ধন্য, যেহেতু নির্জনকাননে ভ্রমণ করিয়া সর্বদা নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখামৃতমাধুরী পান করিতেছ, আর আমি কুক্কুরীর ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়াও ক্ষণকালের জন্য ঐ মুখকমল দর্শন করিলাম না, কেবল উদরভরণবৃত্তিতেই ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বিনাশিত হইলাম ॥৩॥

হে সখি! যাঁহারা আমার মনোমধ্যে প্রকাশমান, বহু প্রয়াসে কুঞ্জমধ্যে মিলিত হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আপনি স্বীয় সেবনকালে তাম্বূলার্পণাবসরে আমাকে সেবায় নিযুক্ত করুন ॥৪॥

হে সখি! নিবিড় রতিবিলাসজনিত শ্রমভরে যাঁহার অঙ্গ অতিশয় অলস ও শিথিল, শ্রমজল-বিন্দুতে যাঁহার গণ্ডদেশ সিক্ত, যিনি শ্রীনন্দনন্দনের বক্ষঃস্থলে দেহ বিন্যস্ত করিয়াছেন, সেই রাধাকে যখন আপনারা সেবা করিবেন তখন কি আমার দর্শনের সৌভাগ্য হইবে? ৫॥

টীকা—হে মৃগকন্যাঃ যূয়মেবাতি ধন্যাঃ তত্র হেতুঃ নিভৃতবিপিনে লীলা যাসাং এবং ভূতাঃ সত্যঃ সদা কৃষ্ণবক্ত্রম্ অক্ষ্ণা প্রপিবথ। অহং সারমেয়ী কুক্কুরী ব্রজস্থাপি ন বিলোকে যত উদরভরণস্য বৃত্ত্যা বেত্যনেন বংভ্রমন্তী সতী হতা নষ্টা যঙ্লুগন্তাৎ ভ্রামাতেঃ শতেপ্ চ ।৩॥

মন্মানসেতি। হে সখি রূপমঞ্জরি বীটীপ্রদানাবসরে স্বসেবনকালে নিবেদ্য ব্রজেশয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োর্মামর্পয়ঃ। কিম্ভূতয়োঃ। মন্মানসে উন্মীলন্তৌ প্রকাশমানৌ চ তৌ অনেক সঙ্গম প্রয়াসেন কুঞ্জোদরে কুঞ্জ-মধ্যে লব্ধসঙ্গৌ চেতি তয়োঃ ॥৪॥

নু ভোঃ সখি ভবতীভিঃ সেব্যমানাং রাধাম্ অপি বিলোকে বিলোকিতুং সম্ভাবয়ামি। অপীতি সম্ভাবনায়াম্। রাধাঃ কিম্ভূতাং নিবিড়, রতিবিলাসেন য আয়াসস্তেন গাঢ়মতিশয়মলসমঙ্গং যস্যাস্তাং তথা। ক্লিন্নৌ আর্দ্রৌ গণ্ডৌ যস্যাস্তাম্। ব্রজপতিসুতবক্ষসি নন্দনন্দনবক্ষসি পীঠে বিন্যস্তো দেহো যয়া তাম্ ॥৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীকুণ্ডের তটবর্তি অরণ্যে পড়িয়া শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর বিরহে রোদন করিতেছেন। অশ্রুনীরে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। সম্মুখে কতকগুলি মৃগী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে এবং দীর্ঘ চপল নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। শ্রীপাদ রঘুনাথ ভাবিতেছেন, ইহারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভ করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-বিহনে কি নয়নের শোভা এত সুন্দর হয়? ঐ তো তাহারা চকিত-নেত্রে ইতস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছে! মৃগীগণের সৌভাগ্যের কথা মনে করিয়া শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে দৈন্যবেগ সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি মৃগীগণের প্রতি 'বলিতে-ছেন—'হে মৃগকন্যাগণ! তোমরাই যথার্থ ধন্য, যেহেতু এই নির্জন ব্রজকাননে পরিভ্রমণ করিয়া নয়নে

শ্রীকৃষ্ণের মুখামৃতমাধুরী পান করিতেছ।' ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীমদ্ভাগবতে বেণুগীতায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শনকেই নেত্রধারীর নয়ন ধারণের ফল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ!" (ভাঃ ১০।২১।৭) পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণদর্শনবিহীন নয়নকে অতিশয় নিন্দা করা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—"বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান, যে না দেখে সে চাঁদবদন। সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ॥" (চৈঃচঃ মধ্য ২য় পরিঃ) তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ মৃগকন্যাগণের অতিশয় প্রশংসা করিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন—'আমি সারমেয়ী, অর্থাৎ কুক্কুরীর তুল্য, শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়াও ব্রজবাসিজনের নয়নের ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণকালও দর্শন করিলাম না। কেবল উদরভরণ-বৃত্তিতেই ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া বিনাশিত হইলাম।' শ্রীপাদ রঘুনাথ দৈন্যভরে নিজের কথা বলিয়া মাদৃশ জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, ব্রজে বাস করিয়াও যাহাদের ইষ্টের নিমিত্ত কোন অভাববোধ নাই।' অভাববোধ তো দূরে, ভজন-সাধনের প্রবৃত্তিও নাই। কেবল খাওয়া পরা, দেহ-দৈহিকাদির সুখ স্বাচ্ছন্দের নিমিত্ত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া দুর্লভ মানবজন্ম বৃথা অতিবাহিত হইল। শ্রীল প্রেমানন্দঠাকুর মহাশয় মাদৃশ জীবাধমকে লক্ষ্য করিয়া ঠিকই বলিয়াছেন—

"কহ ভজি বৃন্দাবন, ঘরে সুখ বাস মন, ভালবাস বসন-ভূষণে।
সন্তুষ্ট মানিছ মানে, মহাক্রোধ অপমানে, আত্মসুখ ঘুচিল কেমনে॥
কহিছ গোপীর ধর্ম্ম, কি বুঝিছ তার মর্ম্ম, স্বভাব ছাড়িতে নার তিলে।
দেখিয়া পাইছ সুখ, প্রকৃতি বাঘিনী-মুখ, সর্ব্বাত্মা সহিত যেই গিলে॥"

শ্রীপাদ রঘুনাথ দৈন্যভরে রোদন করিতেছেন। সহসা দেখিতেছেন—শ্রীরূপমঞ্জরী সম্মুখে দাঁড়াইয়া। কত অসীম করুণানির্ঝর নয়নযুগল হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে! শ্রীপাদ রূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। এক্ষণে তিনি তুলসীমঞ্জরী। শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে দুইটি শ্লোকে স্বীয় অভীষ্ট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন—'হে সখি রূপমঞ্জরি! আমার মনোমধ্যে যাঁহারা সতত প্রকাশমান অর্থাৎ আমার অন্তরে যাঁহারা সতত খেলা করিয়া থাকেন, যাঁহারা পরস্পর অতি দুর্লভ বলিয়া বহুপ্রয়াসে কুঞ্জমধ্যে মিলিত হইয়াছেন। তত্ত্বে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এক আত্মা বা অভিন্নস্বরূপ হইয়াও রস বা লীলার ভূমিতে পরস্পর দুর্লভ হইয়াছেন। এই দুর্লভতা পোষণের নিমিত্ত ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটন-পটিয়সী শক্তি যোগমায়ার চাতুরীর অন্ত নাই। বস্তু দুর্লভ না হইলে এবং মিলনে বাধা না ঘটিলে রসের মাধুর্য থাকে না। শ্রীবৃন্দাবনে পরকীয়ভাবে শ্রীরাধামাধবের মিলন-বিহার অতীব চমৎকার। ভগবতী যোগমায়া অতি নিপুণতার সহিত শ্রীভগবান্ এবং তদীয় নিত্যপ্রিয়াগণের বিচিত্র লীলারস-সম্ভোগের সাধ পূর্ণ করিয়া থাকেন এই পরকীয়ভাবে দুর্লভতা, প্রচ্ছন্নকামতা এবং বহুবার্যমাণতার মাধ্যমে। তাই শ্রীরাধামাধবের ব্রজলীলায় মিলন অতি আয়াসসাধ্য। বহু চেষ্টায়, সখীগণের যোগাযোগে, নানা বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া অতি দুর্লভ পারস্পারিক উৎকণ্ঠাময়ী প্রেমমাধুরী আস্বাদন করিয়া থাকেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, 'হে সখি রূপমঞ্জরি ! সেই অন্যোন্যে দুর্লভজন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বহু আয়াসে মিলিত হইয়া যখন বিচিত্র মধুর লীলামাধুরী প্রকাশ করিবেন এবং আপনি যখন তাঁহাদের সেবা করিবেন, তৎকালে তাঁহাদের তাম্বূলদান সেবাতে আমায় কৃপা করিয়া নিয়োজিত করুন।' সেবাই প্রাণের সর্বস্ব সম্পদ্, সেবা-ব্যতীত আর কিছুই কামনা নাই। সেবার অভাবেই প্রাণে এতখানি কাতরতা। সেবারস দিয়া গড়া রাধাকিঙ্করীগণের স্বরূপ। যাঁহারা সেবারসেরই মূর্তি, তাঁহাদের নিকট যদি সেবা না আসে, তবে তাঁহাদের প্রাণে যে কত কাতরতা বা ব্যাকুলতা জাগে, যাঁহারা সেবার মর্ম জানেন না, তাঁহারা উহা কোনকালেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কিন্তু সেবা তো অতি দুর্লভ, অন্য কামনার গন্ধ থাকিলে বা ঐকান্তিকভাবে সেবাপ্রাণ না হইলে তো সেবা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ রহস্যময় শ্রীরাধামাধবের সেবা, সর্বোপরি বিলাসকালীন অতি নিগূঢ় যুগলসেবা— যাহা ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠ শ্রীরাধাদাসীগণেরই লভ্য। তাই শ্রীপাদ দৈন্যভরে পরবর্তি পঞ্চম সংখ্যক শ্লোকে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি পরিচারিকাগণের সেবা দর্শনের প্রার্থনা করিতেছেন ?

'হে সখি রূপমঞ্জরি ! অন্যোন্যে অতি দুর্লভ শ্রীরাধামাধব কুঞ্জে মিলিত হইয়া পরস্পরকে সুখী করিবার নিমিত্ত নিবিড় বিলাসরসে মগ্ন হইবেন। শ্রীমতী রাধারাণী অখণ্ড মাদনরসদ্বারা অপ্রাকৃত নবীন মদনকে সুখী করিবার জন্য বিপরীতবিলাসে প্রমত্তা হইবেন। পরিশেষে নিবিড় রতিবিলাসান্তে শ্রমভরে শ্রীমতীর তনুলতা অলস, শিথিল ও আলুলায়িত হইবে। মুক্তাবিন্দুর ন্যায় শ্রমজলকণায় যাঁহার কপোলযুগল জলকণা শোভিত স্বর্ণকমলিনীর ন্যায় অপূর্ব শোভা ধারণ করিবে। যিনি তাঁহার শ্রান্ত, ক্লান্ত, দেহলতিকা শ্রীনন্দনন্দনের বক্ষঃস্থলে বিন্যস্ত করিয়া নবজলদে স্থির তড়িৎলতার ন্যায় বা নীলকান্তমণিতে স্বর্ণকান্ত মণির ন্যায় অথবা তরুণতমালে স্বর্ণলতার ন্যায় পরিশোভিতা হইবেন। আপনারা যখন সেই শ্রীমতীকে তাম্বূলদান, জলদান, বীজনাদিদ্বারা সেবা করিবেন, আমার যদি সেই সুদুর্লভ সেবার সৌভাগ্য লাভ না হয় ; তখন যেন আমার একটু দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়— ইহাই প্রার্থনা।'

"হে মৃগকন্যাগণ এই বৃন্দাবনে। তোমরাই অতি ধন্য লয় মোর মনে॥
নিভৃত নিকুঞ্জবনে লীলানিকেতন। গোবিন্দ মুখারবিন্দ কর দরশন॥
কুক্কুরী-স্বরূপা আমি ভাগ্য অতি মন্দ। ক্ষণমাত্র না হেরিনু বৃন্দাবন-চন্দ্র॥
ধিক্ মোর হতবুদ্ধি থাকি বৃন্দাবনে। ইতস্ততঃ বেড়াইতেছি উদর-ভরণে॥"৩॥
"যাঁহারা আমার হৃদে হয়েছে উদয়। কুঞ্জমধ্যে আয়াসেতে সঙ্গলাভ হয়॥
হে সখি রূপমঞ্জরি ! আপনি যখন। সেই রাধাকৃষ্ণে কুঞ্জে করিবে সেবন॥
তাম্বূল-বীটী দোঁহা অগ্রে করিতে অর্পণ। মোরে আজ্ঞা দিবে তুমি এই মোর মন॥
রাধাকুণ্ড-তীরে বসি রঘুনাথ দাস। সেবার আকাঙ্ক্ষা যত করিছে প্রকাশ॥"৪॥
"বিলাস কুঞ্জেতে রাধা-মাধবের সঙ্গে। নিবিড় যে রতিকেলি সমর-তরঙ্গে॥
অলসে অবশ অঙ্গ এলাইয়ে পড়ে। শ্রমজল বিন্দু কণা গণ্ডযুগে ঝরে॥

দিতিজকুলনিতান্তধ্বান্তমশ্রান্তমস্যন্ স্বজনজনচকোরপ্রেমপীযূষবর্ষী।
কর-শিশিরিত-রাধা-কৈরবোৎফুল্লবল্লীকুচকুসুমগুলুচ্ছঃ পাতু কৃষ্ণৌষধীশঃ ॥৬॥

রাসে লাস্যং রসবতি সমং রাধয়া মাধবস্য
ক্ষ্মাভৃৎকচ্ছে দধিকরকৃতে স্ফারকেলী বিবাদম্।
আলীমধ্যে স্মরপবনজং নর্ম্মভঙ্গী-তরঙ্গং
কালে কস্মিন্ কুশলভরিতে হন্ত সাক্ষাৎ করোমি ? ৭॥

অনুবাদ—যিনি দৈত্যকুলরূপ গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া স্বজনগণরূপ চকোরের প্রতি প্রেমামৃত-বর্ষণ করিতেছেন এবং যিনি রশ্মি শিশিরিত শ্রীরাধারূপ ফুল্ল কুমুদবল্লীর কুচ-কুসুমের প্রকাশক—সেই শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র আমায় রক্ষা করুন ॥৬॥

রসময় রাসে নৃত্য, গোবর্ধনসমীপে দধিকর নিমিত্ত বিপুল বিবাদ এবং সখীগণমধ্যে কাম বায়ু সমুত্থিত বিবিধ পরিহাসভঙ্গীর তরঙ্গ—হায়! কোন্ শুভক্ষণে আমি শ্রীরাধামাধবের এই সমুদয় লীলা দর্শন করিব ? ৭॥

টীকা—দিতিজেতি। কৃষ্ণৌষধীশঃ কৃষ্ণচন্দ্রঃ পাতু রক্ষতু। কিম্ভূতঃ দিতিজকুলমেব নিতান্ত ধ্বান্তমন্ধকারমস্যন্ নিরস্যন্ সন্ স্বজনজন চকোরপ্রেমপীযূষবর্ষী। পুনঃ কিম্ভূতঃ করেণ কিরণেন শিশিরিতা শীতলীকৃতা যা রাধারূপ কৈরবাণামুৎফুল্ল বল্লী তস্যাঃ কুচকুসুমস্য গুলুচ্ছঃ প্রকাশকঃ ॥৬॥

কুশল-ভরিতে মঙ্গল পূরিতে কস্মিন্ কালে রাধয়া সহ মাধবস্য এতৎ সর্ব্বং সাক্ষাৎ করোমি করিষ্যামি। এতৎ কিং রসবতি রাসে লাস্যং নৃত্যং ক্ষ্মাভৃৎকচ্ছে গোবর্দ্ধন-নিকটে দধিকর কৃতে দধ্নঃ কর-নিমিত্তে স্ফারকেলি বিবাদম্। আলীমধ্যে সখীমধ্যে স্মরপবনজং স্মরস্য পবনাৎ গন্ধাজ্জাতম্ ॥৭॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—বিরহী শ্রীপাদ রঘুনাথ দুর্বিসহ বিরহজ্বালা হইতে বিমুক্তিলাভের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণে শরণাপন্ন হইতেছেন। চন্দ্রের উদয়ে যেমন বিশ্বের অন্ধকার বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিশ্বমানবের ভাগ্যাকাশে উদিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদয়ে দৈত্যকুলরূপ গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে। চন্দ্রের উদয়ে যেমন স্বাভাবিকভাবে বা স্বতঃই অন্ধকারের বিনাশ হয়, অন্ধকারকে বিনাশ করিতে অন্ধকারের সহিত চন্দ্রকে যুদ্ধ করিতে হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক খেলার ছলেই অসুরকুলকে বিনষ্ট করিয়াছেন, কোন অস্ত্রাদি ধারণ করিয়া অসুরের সঙ্গে তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবর্তিত হইতে হয় নাই।

আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে বিশ্বমানব সকলেরই সুখ বা আনন্দলাভ হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু চকোর ও কুমুদের যে আনন্দ হয়—তাহা অবর্ণনীয়। লুব্ধ চকোর শশধরের রশ্মি-পীযূষ পানে পরমানন্দে ধরণীতে লুটাইয়া পড়ে এবং শশধরও তাহাকে জ্যোৎস্নামৃতদানে আপ্যায়িত করিয়া থাকে।

বল্লভের বক্ষঃস্থলে বিনোদিনী রাধা। রাখিয়াছে নিজ অঙ্গ কতই না শোভা ॥
পরিচর্য্যা করে যত প্রিয় সখীগণ। সেব্যমানা শ্রীরাধিকায় করিব দর্শন ॥”৫॥

তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বজনগণ চকোরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যাস্বাদনে বিভোর হইয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও স্বজনগণরূপ চকোরের প্রতি প্রেমপীযূষ বিতরণে তাঁহাদের আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। যদিও সর্বভূতে সম শ্রীকৃষ্ণের কেহ প্রিয় বা দ্বেষ্য নাই, তবু ভক্তগণই তাঁহার প্রিয় বা স্বজন এবং তাঁহার ও ভক্তজনের বিদ্বেষী অসুরেরাই নিজদোষে তাঁহার দ্বেষ্য বা পরজন হইয়া থাকেন। "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥" (গীতা)

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার কিঙ্করী। সুতরাং রসরাজ, রসিকেন্দ্রমৌলী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-বিষয়ে তাঁহার অনুভব বহু উচ্চকোটির! তিনি অনুভব করিতেছেন,—রশ্মি-শিশিরিত শ্রীরাধারূপ উৎফুল্লা কুমুদবল্লীর কুচরূপ কুমুদ-কুসুমের প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণ। প্রখর রবিকিরণে সন্তপ্তা কুমুদবল্লী যেমন নিশীথকালে গগনের পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে তাহার সুশীতল কিরণস্পর্শে দিবাতাপ পরিহার করিয়া শিশিরিত বা শীতলীকৃত হয় এবং সেই উৎফুল্লা কুমুদবল্লীতে কুমুদ কুসুম বিকসিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনে তাঁহার বিরহ-তাপে সন্তপ্তা শ্রীরাধার অঙ্গ সুশীতল হইয়া তাঁহার কুচযুগলরূপ কুমুদকুসুম বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীপাদ বলিতেছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমায় রক্ষা করুন, অর্থাৎ এই বিরহিণী রাধাকিঙ্করীকে মধুময় যুগললীলা দর্শন করাইয়া ও তাৎকালিক সেবাদানে ধন্য করুন—এই প্রার্থনা।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরাধামাধবের অনন্তলীলা, তন্মধ্যে কোন্ লীলা দর্শনের এবং তাৎকালিক সেবার নিমিত্ত শ্রীপাদ রঘুনাথের বিশেষ অভিলাষ? তদুত্তরে সপ্তমসংখ্যক শ্লোকে স্বীয় পরমাভীষ্ট লীলার সূচনা করিতেছেন—'রাসে লাস্যং রসবতি সমং রাধয়া মাধবস্য' রসবতি অর্থাৎ পরমরসময়ী রাসলীলায় শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যমাধুরী দর্শন শ্রীপাদের একান্ত কাম্য। সর্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীরাস-লীলায় অখিল রসের সমাবেশ রহিয়াছে। নিখিল আস্বাদনময়ী লীলা এই রাসলীলা। ইহার মধ্যে একাধারে পূর্বরাগ, অভিসারাদি হইতে আরম্ভ করিয়া উৎকণ্ঠিতা, মান, বিরহ, সম্ভোগাদি বিচিত্র রসময়ী লীলার রস নিহিত রহিয়াছে। তাই রাসলীলার মত ভক্ত ও ভগবানকে পাগল করা লীলা আর অন্য নাই। "রাসোনাম বহুনর্ত্তকীযুক্তনৃত্যবিশেষঃ" (শ্রীধরস্বামী) অর্থাৎ যাহাতে নর্তক-নর্তকীগণ পরস্পর হস্তধারণপূর্বক মণ্ডলীবন্ধনে ভ্রমণ ও গান-সহ নৃত্য করেন—তাহাই 'রাস'। রূঢ়িবৃত্তিতে 'রাস' শব্দের নৃত্যবিশেষ অর্থ হইলেও পরমরসকদম্বময় রাস—ইহাই রাসের যৌগিকার্থ। "রাসঃ পরমরসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ" (শ্রীজীবপাদ) ব্রজসুন্দরীগণের মহাভাবই পরমরস, সর্বোপরি মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধাই রাসেশ্বরী বা রাসের মূলস্তম্ভ, তিনি ভিন্ন রাস হইতেই পারে না। সুতরাং শ্রীরাধারাণী এবং নিখিল মহাভাববতী গোপসুন্দরীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের যে মণ্ডলীবন্ধে নৃত্য-গীতাদিময় মহামধুর রসলীলা তাহাই 'রাস'। শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপতঃ শ্রীরাধার দাসী, তিনি রাসলীলায় স্বীয় ঈশ্বরী শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যবিলাস দর্শন এবং তৎকালে তাম্বূলদান, বীজনাদি সেবা কামনা করেন।

আবার বলিয়াছেন—"ক্ষ্মাভৃৎকচ্ছে দধিকর-কৃতে স্ফারকেলি-বিবাদম্ আলীমধ্যে স্মরপবনজং

রোহিণ্যাগ্রে কৃতাশীঃশতমথ সভয়ানন্দমাভীরভর্ত্তা
ভীত্যা শশ্বন্নৃসিংহে হলিনি সখিকুলে ন্যস্য সাস্রং ব্রজেশ্যা।
সাটোপ-স্নেহমুদ্যদ্‌ব্রজজন-নিবহৈ রাধিকাদিপ্রিয়াভিঃ
সশ্লাঘং বীক্ষ্যমাণঃ শ্রিতসুরভিরটন্নব্যগোপঃ স পায়াৎ ॥৮॥

অদৃষ্টা দৃষ্টেব স্ফুরতি সখি কেয়ং ব্রজবধূঃ
কুতোঽস্মিন্নায়াতা ভজিতুমতুলা ত্বাং মধুপুরাৎ।
অপূর্ব্বেণাপূর্ব্বাং রময় হরিণৈনামিতি স রা-
ধিকোদ্যদ্ভঙ্গ্যুক্ত্যা বিদিত-যুবতিত্বঃ স্মিতমধাৎ ॥৯॥

অনুবাদ—অগ্রে রোহিণীদেবী শত শুভাশীষদানে সভয়ানন্দে যাঁহাকে দর্শন করিতেছেন, তাঁহার পিছনে ব্রজেশ্বরী মাতা যশোমতী গোষ্ঠনিমিত্ত ভয়ে-আকুলা হইয়া সাশ্রুনেত্রে নরসিংহ, বলদেব ও সখাগণের হস্তে যাঁহাকে সমর্পণ করিয়া গর্ব ও স্নেহাকুল ব্রজবাসিজনসঙ্গে দর্শন করিতেছেন, শ্রীরাধিকাদি

নর্ম্মভঙ্গীতরঙ্গম্" অর্থাৎ "গোবর্ধনতটে দধিকর-নিমিত্ত শ্রীরাধামাধবের বিপুল বিবাদ এবং সখীগণমধ্যে কামবায়ু সমুত্থিত বিবিধ পরিহাসভঙ্গীর তরঙ্গ" এই লীলার দর্শনও রঘুর একান্ত কাম্য। গোবর্ধন দান-ঘাটীতে সখীগণসঙ্গে বিবিধ পরিহাসরসপূর্ণ শ্রীরাধামাধবের দধিকর-নিমিত্ত যে বিপুল বাদানুবাদময় রস-কলহলীলা, যাহাতে বাক্যভঙ্গীতে, নয়নভঙ্গীতে ও দেহভঙ্গীতে বিবিধ বিচিত্র মদনরসের আস্বাদন—সেই লীলাটিও রঘুনাথের পরম অভীষ্ট। কথিত আছে, শ্রীরূপগোস্বামিপাদের বর্ণিত ললিতমাধব নাটক পাঠে শ্রীরাধারাণীর বিরহকথায় রঘুনাথ যে প্রাণান্তক দশায় উপনীত হইয়াছিলেন, শ্রীরূপের দানকেলিকৌমুদী হইতে শ্রীরাধামাধবের দানলীলার আস্বাদনেই তাঁহার সেই নিদারুণ বিরহসন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইয়াছিল। শ্রীপাদ রঘুনাথ আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন—'হায়! কোন্ শুভক্ষণে আমি শ্রীরাধামাধবের এই সমুদয় লীলা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিব?'

"দৈত্য-কুলরূপ যেই গাঢ় অন্ধকার। বিনষ্ট করিলা সদা ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥
স্বজন-চকোরপ্রতি নন্দকুল চাঁদ। প্রেমামৃত-বরিষণ করে দিন রাত ॥
অপরূপ রাধারূপ কুমুদ-লতারে। সুখদ কিরণে যেই সুশীতল করে ॥
প্রফুল্ল কুমুদ-লতার কুচ-কুসুমেরে। প্রকাশিত করে যেই নিকুঞ্জ-ভিতরে ॥
সেই কৃষ্ণচন্দ্র নিত্য ব্রজবন-বাসে। রক্ষা কর নিরন্তর রঘুনাথদাসে ॥"৬॥

"রসরাজ রসবতী শ্রীরাধা-মাধবে। রাস মহারাস কৈলা সখীগণ সাথে ॥
গোবর্দ্ধন সমীপে যে 'দধিকর' রঙ্গ। বিবাদের ছলে কত রসের প্রসঙ্গ ॥
'কামবায়ু' সমুত্থিত কৌতুক-তরঙ্গ। সখীসঙ্গে শ্রীগোবিন্দ কিশোরী বরাঙ্গ ॥
সেই সব লীলা কবে হবে দরশন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী করে নিবেদন?"৭॥

প্রিয়াগণ প্রশংসার সহিত যাঁহাকে অবলোকন করিতেছেন, যিনি গোপসকলের পালক, সুরভীসমূহকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নব্যগোপাল গোষ্ঠগমনকালে আমায় রক্ষা করুন।৮॥

'হে সখি! ইনি কোন্ ব্রজবধূ? কোথা হইতেই বা এই কুঞ্জে সমাগতা হইয়াছেন? অপরিচিতা হইলেও ইঁহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে?' সখী বলিতেছেন, 'এই নিরুপমা তোমায় ভজন করিবার জন্য মধুপুরী হইতে আসিয়াছেন'. শ্রীরাধা বলিতেছেন, 'ইনি অতি অপূর্বাই বটে, অতএব অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইঁহাকে রমণ করাও' শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার এই উজ্জ্বল বাক্যভঙ্গী শ্রবণে তাঁহার কপট যুবতীবেশ শ্রীমতী ধরিয়া ফেলিয়াছেন জানিয়া ঈষদ্ হাস্য করিয়াছিলেন।৯॥

টীকা—নব্যগোপঃ নূতন-গোপালঃ কৃষ্ণ অটন্ গচ্ছন্ সন্ পায়াদ্রক্ষতু। কিম্ভূতঃ আভীরভর্ত্তা সন্ শ্রিতসুরভিঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ অগ্রে প্রথমতঃ কৃতাশীঃ শতং যথাস্যাদেবং সভয়ানন্দং যথাস্যাত্তথা বীক্ষ্যমাণঃ। এবং ব্রজেশ্যা যশোদয়া সাস্রং যথাস্যাত্তথা ব্রজজননিবহৈর্বীক্ষ্যমাণম্। এবং সশ্লাঘং যথাস্যাত্তথা রাধিকাদিভিঃ প্রিয়াভির্বীক্ষ্যমাণঃ॥৮॥

অথ মানবত্যা রাধিকায়া অনুনয়ার্থমাগতং স্ত্রীবেশিনং কৃষ্ণমকস্মাদাবির্ভবন্তমনুভূয় তদবস্থয়ৈব রূপমঞ্জর্য্যৈ নিবেদয়তি অদৃষ্টেতি। অপূর্ব্বেণ হরিণা সহ অপূর্ব্বামেনাং রময়। ইতি রাধিকোদ্যদ্ভঙ্গ্যুক্ত্যা বিদিত যুবতিত্বঃ কৃষ্ণঃ স্মিতমধাৎ॥৯॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠগমন-লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব গোষ্ঠের সাজে সজ্জিত হইয়াছেন। সখাগণও আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হইতেছে। দ্বিজগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। গোপনারীগণ শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি দিতেছেন ও লাজ বর্ষণ করিতেছেন। রোহিণী মা গোষ্ঠে মঙ্গলের নিমিত্ত রামকৃষ্ণকে শত শত শুভাশীষ প্রদান করিতেছেন। রোহিণীমায়ের ভয়ও আছে, আনন্দও আছে। গোষ্ঠে অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভয় এবং রামকৃষ্ণের গোষ্ঠবেশ-দর্শনে ও তাঁহাদের গোচারণে উৎসাহ দর্শনে আনন্দ। এই সভয়ানন্দে রোহিণীমাতার অভিনব বাৎসল্যরসময়ী মূর্তির মাধুরী দেখিতেছেন তুলসীমঞ্জরী। শোকে, দুঃখে কাতরা মাতা যশোমতী রোহিণীমায়ের পিছনে আছেন। গোষ্ঠে নানাবিধ অমঙ্গলের ভয়ে সাশ্রুনেত্রে মাতা যশোমতী নৃসিংহদেবের মন্ত্র পাঠ করিয়া গোপালের রক্ষাবন্ধন করিতেছেন। অশ্রুনীরে ও স্তনক্ষীরে বক্ষঃবসন সিক্ত করিতে করিতে মা যশোমতী বলদেব ও সখাগণের হাতে তাঁহার অঞ্চলের নিধি গোপালকে সমর্পণ করিতেছেন। "হের আয় রে বলরাম হাত দে মোর মাথে। ধড় রাখিয়া প্রাণ দিয়ে তোর হাতে॥................যাচিয়া নবনী দিহ নিকটে রাখিবে। বেলি অবসান হৈলে সকালে আসিবে॥" (পদকল্পতরু)। শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে জড়াইয়া মাতা যশোমতী নয়ননীরে ও স্তনক্ষীরে অভিষিক্ত করিতে করিতে বলিতেছেন—

"আমার শপতি লাগে   না ধাইহ ধেনু আগে   পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু   পূরিহ মোহন বেণু   ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥

বলাই ধাইবে আগে　আর শিশু বাম ভাগে　শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও　সঙ্গ ছাড়া না হইও　মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥
ক্ষুধা হৈলে চাহি খাইও　পথ-পানে চাহি যাইও　অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু　ফিরাইতে না যাইও কানু　হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিও তরুর ছায়　মিনতি করিছে মায়　রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও　বাধা পানই হাতে থুইও　বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥" (ঐ)

ব্রজবাসিজনগণ গর্বে ও স্নেহে আকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তৎকালে দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা গোপজাতি, শ্রীকৃষ্ণের গোচারণে আসক্তি ও উৎসাহ দর্শনে তাঁহাদের গর্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের বনগমনে মাতার রোদন, লালনাদি দর্শনে তাঁহাদের চিত্ত স্নেহে আকুল। রাধাদি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াগণের তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে বিদায়ের প্রাক্কালে সবারই অল্পবিস্তর বিরহ-দুঃখের অনুভূতি জাগে, কিন্তু শ্রীরাধারাণীর কুণ্ডমিলনলীলার ভাবীস্মৃতিতে আনন্দরসে হৃদয় ভরপুর। শ্রীকৃষ্ণ নয়নইঙ্গিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমতীর সহিত মিলনেচ্ছা জ্ঞাপর্ন করিতেছেন—'শ্রীকুণ্ডের তীরে যেন তোমায় পাই।' শ্রীমতীও সলজ্জ সহাস ইঙ্গিতে উত্তর দিতেছেন—'অবশ্যই পাইবে।' শ্রীমতী দৃষ্টিদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের সেই ইঙ্গিতের মনে মনে প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিতেছেন। শ্রীমতীর প্রিয়-কিঙ্করী তুলসী শ্রীমতীর মনের কথা সবই বুঝিতেছেন। সহসা স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। বাহ্যদশায় শ্রীপাদ রঘুনাথ প্রার্থনা করিতেছেন, 'যিনি গোপসকলের পালক, সুরভীসমূহকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সতত গাভীর সেবন করিতেছেন, সেই নব্যগোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠগমনকালে আমায় রক্ষা করুন। অর্থাৎ সেই মধুময়ী লীলাদর্শন করাইয়া বিরহজ্বালা হইতে নিস্তার করুন—ইহাই প্রার্থনা।'

নবমশ্লোকের ব্যাখ্যা **"শ্রীশ্রীপ্রার্থনামৃতম্"** স্তবে ষোড়শ-সংখ্যক শ্লোকের স্তবামৃতকণায় দ্রষ্টব্য।

"মা রোহিণী অগ্রে যারে ঢালি অশ্রুধার। আশীর্ব্বাদ করিতেছে শত শত বার॥
সর্ব্বানন্দ এই ব্রজে যশোদা-নন্দন। ভয় ও আনন্দে মাতা করে দরশন॥
ব্রজেশ্বরী যশোদার গোষ্ঠ-জন্য ভয়। প্রতিপদে শঙ্কাকুল বাৎসল্য হৃদয়॥
নরশ্রেষ্ঠ হলধর সখাগণ করে। শ্রীগোবিন্দে সমর্পণ করে অশ্রুনীরে॥
গর্ব্ব স্নেহে পরিকর ব্রজবাসিগণ। দরশন করে তারা গোবিন্দ-বদন॥
শ্রীরাধিকা কান্তাগণ শ্লাঘার সহিতে। প্রতিদিন যাঁরে দেখে ব্রজের পথেতে॥
আভীর ভর্ত্তা যিনি বরজ-মণ্ডলে। আশ্রয় করিয়া আছে সুরভী সকলে॥
সেই নব্য গোপাল কৃষ্ণ গোষ্ঠেতে চলিতে। রক্ষা করু সর্ব্বভাবে দাস রঘুনাথে॥"৮॥
"শুন শুন হে সখি বলিগো তোমাকে। এই কুঞ্জে আসিয়াছে এ ব্রজবধূ কে?॥
অদৃষ্টা হইলেও যেন দেখেছি কখন। প্রথম দর্শনে মোর এই লয় মন॥
সখী কহে হে রাধে তোমাকে ভজিতে। এই বধূ আসিয়াছে মথুরা হইতে॥

রাধেতি নাম নবসুন্দর-সীধু মুগ্ধং কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুতগাঢ়-দুগ্ধম্ ।
সর্ব্বক্ষণং সুরভিরাগ-হিমেন রম্যং কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে ॥১০॥
চৈতন্যচন্দ্র মম হৃৎ-কুমুদং বিকাশ্য হৃদ্যং বিধেহি নিজ-চিন্তন-ভৃঙ্গরঙ্গৈঃ।
কিঞ্চাপরাধ তিমিরং নিবিড়ং বিধূয় পাদামৃতং সদয় পায়য় দুর্গতং মাম্ ॥১১॥

অনুবাদ—'**রাধা**' এই নাম অভিনব সুন্দর অমৃতের ন্যায় মধুর, '**কৃষ্ণ**' এই নাম অদ্ভুত গাঢ়দুগ্ধের ন্যায় অতীব স্বাদু, হে আমার ক্ষুধার্ত রসনে ! তুমি সুগন্ধি অনুরাগরূপ হিমদ্বারা ইহা রমণীয় করিয়া অনুক্ষণ তাহাই পান কর ॥১০॥

হে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ! আমার হৃদয়কুমুদ বিকসিত করিয়া তুমি স্বীয় চিন্তনরূপ ভৃঙ্গকে উহাতে নিবিষ্ট করিয়া মনোজ্ঞ করিয়া দাও হে দয়াময় ! আরও একটি নিবেদন করি, অপরাধরূপ গাঢ় তিমির নাশ করিয়া এই দুর্গতজনকে তোমার শ্রীচরণামৃত পান করাও ॥১১॥

টীকা—হে ক্ষুধার্ত্তে ক্ষুধাপীড়িতে মে মম রসনে জিহ্বে রাধেতি নাম নবসুন্দর সীধু মুগ্ধং কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুত গাঢ়দুগ্ধং সুরভিরাগ হিমেন সর্ব্বক্ষণং রম্যং কৃত্বা তদেব পিব ইত্যন্বয়ঃ। নবং নূতনং সুন্দরং মনোজ্ঞং যৎ সীধু অমৃতং তদিব দুগ্ধং মনোহরমিত্যর্থঃ। মধুরং অতিস্বাদু গাঢ়ং ঘনম্ ॥১০॥

চৈতন্যেতি। হে চৈতন্যচন্দ্র মম হৃৎকুমুদং বিকাশ্য নিজস্য তব যচ্চিন্তনং তদেব ভৃঙ্গস্তস্য রঙ্গৈঃ কৃত্বা হৃদ্যং মনোজ্ঞং বিধেহি কুরু কিঞ্চ অন্যদপি নিবেদয়ামি নিবিড়মপরাধ-তিমিরমন্ধকারং বিধূয় বিনাশ্য দুর্গতং মাং পাদামৃতং পায়য় হে সদয় !১১॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ সাধকদশায় অনুক্ষণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামামৃত-রসমাধুরী আস্বাদনের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীভগবানের নাম ও নামী শ্রীভগবান্ অভিন্নতত্ত্ব, সুতরাং নামী শ্রীভগবানের অখণ্ড রসরূপতা তাঁহার নামে নিহিত রহিয়াছে। মিশ্রিস্বরূপতঃ মিষ্টপদার্থ হইলেও পিত্তরোগদূষিত জিহ্বায় যেমন তাঁহার মিষ্টতার অনুভব হয় না, তদ্রূপ শ্রীনাম সাক্ষাৎ রসস্বরূপ হইলেও অপরাধ দুষ্ট জিহ্বায় তাঁহার আস্বাদনের অনুভব জাগে না। সুতরাং নিরপরাধ নাম-ভজননিষ্ঠ মহদ্‌গণের ইন্দ্রিয়ই শ্রীনামের আনন্দরূপতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে—"অতএবানন্দরূপত্বমস্য মহদ্ধৃদয়সাক্ষিকং যথা শ্রীবিগ্রহস্য" (শ্রীজীবপাদ) অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভগবন্মূর্তির ন্যায় শ্রীভগবানের নামের আনন্দরূপত্বাদি সম্বন্ধে মহতের অনুভবই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। মহদ্‌গণই অনুভব করেন,—"কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ

শ্রীরাধিকা কহে সখী রূপেতে উজলা ॥ অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখি এই ব্রজবালা ॥
অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে করাহ রমণ। তবে ত আনন্দে আমি হই নিমগন ॥
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি মদন-মোহন। শ্রীরাধার ভঙ্গী-বাক্য করিয়া শ্রবণ॥
আপন কপট যে যুবতীর বেশ। রাধিকাদির পরিচিত ভাবিয়া বিশেষ ॥
মৃদুমন্দ হাস্য করে মুরলী-বদন। আরোপেতে দাস গোস্বামী করে দরশন ॥"৭॥

তার আগে খাতোদক-সম ॥" (চৈঃ চঃ)। "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্" (শিক্ষাষ্টক) অর্থাৎ 'কৃষ্ণনাম আনন্দসিন্ধুকে উত্তাল করিয়া তুলে, কৃষ্ণনামের প্রতি পদেই পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন লাভ হয়,—ইহা প্রেম পুরুষোত্তম' শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুভব। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ এবং বিশেষ করুণাভাজন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীল রঘুনাথের চিত্তে নামামৃতরসের আস্বাদন অপার ও অগাধ। শ্রীনামামৃতরসমাধুরী তিনি স্বয়ং আস্বাদন করিয়া বিশ্বসাধকগণের মনে নামামৃতরসাস্বাদনের প্রেরণা জাগাইতেছেন।

শ্রীপাদ স্বীয় রসনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'হে আমার ক্ষুধার্ত রসনে! সম্বোধনটির মধ্যে বেশ একটি রহস্য নিহিত রহিয়াছে। ক্ষুধা-পিপাসা ব্যতীত যেমন অন্ন-পানীয়াদির আস্বাদন মধুর হয় না, তদ্রূপ নাম-পিপাসা ব্যতীত নামরসের আস্বাদন মধুর হয় না। পিপাসা জাগাইয়া নাম-ভজনের সুন্দর উপদেশ এই সম্বোধনে নিহিত রহিয়াছে। এখানে নামে রুচিই নামে ক্ষুধা বা পিপাসা বলিয়া বুঝিতে হইবে। যাঁহার নামে কিঞ্চিৎও রুচি বা নামগ্রহণে শ্রদ্ধা নাই, তাদৃশ ব্যক্তিকে নামো-পদেশও একটি অন্যতম নামাপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কারণ তাদৃশ ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলেও সে নামগ্রহণে প্রবৃত্ত হইবে না, সুতরাং উপদেশ করিয়াও কোন ফল হইবে না বরং নামের মহত্ত্বকে লঘুই করা হইবে। সে ক্ষেত্রে নামোপদেশের পূর্বে নামে যৎসামান্য শ্রদ্ধা বা ক্ষুধা জাগাইয়াই নামোপদেশ বিধেয়। পক্ষান্তরে সাধক যতই নামসাধনার উন্নতস্তরে আরোহণ করিতে থাকেন, নামপিপাসা ততই প্রবল হইয়া প্রেমস্তরে সান্নিপাতিক রোগীর ন্যায় বিপুলাকার ধারণ করে। তখন যত পিপাসা তত আস্বাদন, যত আস্বাদন তত পিপাসা। রঘুনাথ মহাভাবস্তরে, সুতরাং তাঁহার নাম-পিপাসা দুর্দমনীয়।

শ্রীপাদ বলিতেছেন, 'রাধা এইনাম অভিনব সুন্দর অমৃতের ন্যায় মধুর।' বিশ্বের আস্বাদ্যবস্তু-সমূহের মধ্যে অমৃতই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা ভূর্লোকে দুর্লভ, দেবগণ স্বর্গেই ইহা আস্বাদন করেন এবং ইহার প্রভাবে তাঁহারা অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। 'রাধা'-নাম কিন্তু অভিনব অমৃত, কারণ ইহার প্রথম অভিনবতা—ইহা স্বর্গীয় অমৃতের আস্বাদনকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ করিয়া থাকে। রাসসাগরে লিখিত আছে—

> "মৃদ্বিকা রসিতা সিতা সমসিতা স্ফীতং নিপীতং পয়ঃ
> স্বর্যাতেন সুধাপ্যপায়ি কতিধা রম্ভাধর-খণ্ডিতঃ।
> সত্যং ব্রুহি মদীয় জীব ভবতা ভূয়ো ভবে ভ্রাম্যতা
> রাধেত্যক্ষরযোরয়ং মধুরিমোদ্গারঃ ক্বচিল্লক্ষিতঃ ॥"

অর্থাৎ 'হে জীব! তুমি সংসারে বহুতর ভ্রমণ করিতে করিতে দ্রাক্ষারসমিশ্রিত শর্করা আস্বাদন করিয়া থাকিবে, আবার শর্করাসহ দুগ্ধও পান করিয়া থাকিবে, কখনো স্বর্গে গিয়া সুধাপান, রম্ভাধর খণ্ডনও করিয়া থাকিবে; কিন্তু সত্য করিয়া বল দেখি, 'রাধা' এই অক্ষরদ্বয়ে যে মধুরিমার প্রকাশ তাহা কোথাও দেখিয়াছ কি?'

আবার অমৃতপানে দেবগণ অমর, কিন্তু সে দেহও পাঞ্চভৌতিক; সুতরাং নশ্বর, ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রলয়ে সব নাশপ্রাপ্ত হইবে, আর এই শ্রীরাধানামমৃত-পানে প্রেমলাভপূর্বক পার্ষদশরীর প্রাপ্ত হইয়া জীবকূল চিরতরে ধন্য হইয়া থাকেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিলেন, 'কৃষ্ণ' এই নাম অদ্ভুত গাঢ়দুগ্ধের ন্যায় অতীব স্বাদু। কৃষ্ণনাম অদ্ভুত গাঢ়দুগ্ধ, সুতরাং ইহার আস্বাদনও অতীব অদ্ভুত। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণনামের আস্বাদন-মাধুরী বর্ণনা করিয়াছেন—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং ;
নো জনে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥" (বিদগ্ধমধাব)

শ্রীল যদুনন্দনদাস ঠাকুর এইশ্লোকটির অতি অপূর্ব মর্মানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে তাহাই উদ্ধৃত হইতেছে—

"মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড-অবিরাম, আরতি বাড়ায় অতিশয়।
নাম-সুমাধুরী পাইয়া, ধরিবারে নারে হিয়া, অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥
কি কহব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গড়িল ইহা, 'কৃষ্ণ' এই দু আঁখর করি ॥
আপন মাধুরী-গুণে, আনন্দ বাড়ায় কাণে, তাতে কালে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ, যবে হয় তবে নাম, মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে ॥
'কৃষ্ণ' দু-আঁখর দেখি, জুড়ায় তপত আঁখি, অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি, তবে কৃষ্ণরূপ দেখি, নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥
চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে, বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন, নামে করে প্রেম-উনমাদ ॥
যে কাণে পশয়ে নাম, সে তেজয়ে আন কাম, সব ভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্য-স্থান, সব রস কৃষ্ণনাম, এ যদুনন্দনদাস কয় ॥"

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'হে মদীয় ক্ষুধার্ত রসনে! তুমি এই অভিনব সুন্দর অমৃত ও অদ্ভুত গাঢ়দুগ্ধ শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামকে সুগন্ধি অনুরাগরূপ হিমদ্বারা রমণীয় করিয়া অনুক্ষণ তাহাই পান কর।' অভিনব সুন্দর অমৃতের সহিত অদ্ভুত গাঢ়দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সুগন্ধি ও হিম বা বরফ সংযোগে পান করিলে যেমন আস্বাদনের অতীব চমৎকৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বভাবতঃই মধুরাতিমধুর রাধাকৃষ্ণ-নামকে অনুরাগের সহিত আস্বাদন করিলে তাঁহার আস্বাদন-মাধুর্যে অনুরাগী সাধকের আত্মা চিরতরে ধন্যাতিধন্য হইয়া থাকে এবং অনুক্ষণ ঐ নামরসমাধুরী পানই তাঁহার জীবাতু হইয়া থাকে।

পিকপটু রববাদ্যৈর্ভৃঙ্গঝঙ্কার-গানৈঃ স্ফুরদতুল কুড়ুঙ্গ-ক্রোড়রঙ্গে সরঙ্গম্।
স্মরসদসি কৃতোদ্যন্নৃত্যতঃ শ্রান্তগাত্রং ব্রজনবযুব যুগ্মং নর্ত্তকং বীজয়ামি ॥১২
যৎপাদাম্বুজ-যুগ্ম-বিচ্যুতরজঃ সেবাপ্রভাবাদহং
গান্ধর্ব্বা সরসী গিরীন্দ্র নিকটে কষ্টোঽপি নিত্যং বসন্।

অনুরাগের সহিত নামরসাস্বাদন করা সাধকের নিজের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার নহে, ইহা স্বপ্রকাশ শ্রীনামের এবং নামানুরাগী মহদ্‌গণের কৃপাসাপেক্ষ। আবার এই বিশেষ কলিতে নামপ্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা হইলে ইহা অতি সহজসাধ্য হইয়া থাকে। তাই শ্রীপাদ একাদশ-সংখ্যক শ্লোকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা কামনা করিতেছেন।

'হে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র! চন্দ্রের উদয়ে তো কুমুদ বিকশিত হয়, তুমি আমার চিত্তকুমুদ বিকশিত করিয়া দাও এবং তোমার চিন্তারূপ ভৃঙ্গকে তাহাতে নিবিষ্ট করিয়া মনোজ্ঞ করিয়া দাও। অর্থাৎ আমার চিত্তে সতত যেন তোমার সরস চিন্তা জাগরূক থাকে।' শ্রীচৈতন্যদেব যেন বলিতেছেন—'রঘুনাথ! নিরপরাধ সুনির্ম্মলচিত্তেই আমার সতত চিন্তন সম্ভবপর হইয়া থাকে, তুমি সেই দুর্ল্লভ বস্তু কামনা করিতেছ কেন?' শ্রীপাদ স্বীয় স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ এইরূপ সম্ভাবনা করিয়া বলিতেছেন, 'প্রভো'! তুমি যে দয়াময়! দয়া তো যোগ্যাযোগ্যের বিচার রাখে না। দুর্গতজন দেখিলেই উহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তাই নিবেদন করি—হে চৈতন্যচন্দ্র! তুমি কৃপা করিয়া আমার চিত্তে উদিত হইয়া আমার অপরাধরূপ গাঢ় তিমির নাশ করিয়া দাও এবং হে রসসুধাকর! এই দুর্গতজনকে তোমার শ্রীচরণরস-সুধা পান করাইয়া চিরধন্য ও কৃতার্থ কর।'

"'রাধা' এই দু'আঁখর, মধু হৈতে সুমধুর, প্রেমমকরন্দ-নিকেতন।
'কৃষ্ণ' এই দু'টী বর্ণ, যেন ঘন দুগ্ধে পূর্ণ, সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন॥
গাঢ়দুগ্ধে মকরন্দ, তার যেই স্বাদু গন্ধ, রাধাকৃষ্ণ নামের মাধুর্য্য।
তাহা হৈতে অদভুত, পদে পদে পরামৃত, নব নব যাহার প্রাচুর্য্য॥
হে ক্ষুধার্ত্ত রসনা মোর, প্রেমামৃত-রসপূর, যুগলের রাধাকৃষ্ণ নাম।
সুবাসিত রাগ-হিমে, ডুবাইয়া রাত্রিদিনে, তুমি তাহা সদা কর পান॥"১০॥
"হে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র, পরম আনন্দ-কন্দ, নিবেদন করি তুয়া পায়।
অঙ্গকান্তি জ্যোৎস্নামৃতে, বিকসিত কর তাতে, হৃদয়-কুমুদে করুণায়॥
হে গৌর-গুণমণি, বিধান করিবে তুমি, নাম রূপ গুণ লীলা ধাম।
অমৃতময় মধুপুরে, মোর চিন্তা মধুকরে, রঙ্গেতে ফিরিবে অবিরাম॥
আরো বলি প্রভু মোর, অপরাধ তম ঘোর, দূর করি গৌর-গুণধাম।
অধম দুর্গতজনে, কেবল করুণা মনে, নিজ পাদামৃত কর দান॥"১১॥

তৎপ্রেয়োগণপালিতো জিতসুধা রাধামুকুন্দাভিধা
উদ্গায়ামি শৃণোমি মাং পুনরহো শ্রীমান্ স রূপোঽবতু ॥১৩॥

॥ ইত্যভীষ্টসূচনং সম্পূর্ণম্ ॥২৯॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিতা

শ্রীশ্রীস্তবাবলী সমাপ্তা ।

অনুবাদ—কোকিলের সুমধুর শব্দরূপ বাদ্যদ্বারা ও ভৃঙ্গের গুঞ্জনরূপ গানদ্বারা সুশোভিত নিরুপম নিকুঞ্জভবনরূপ রঙ্গালয়ে যাঁহারা আনন্দমগ্ন আছেন ও স্মরোদ্দীপক সভায় কন্দর্পের প্রসন্নতা বিধানহেতু যাঁহারা উদ্দণ্ডনৃত্যে পরিশ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়াছেন, সেই নর্তনশীল ব্রজযুগলকিশোরকে আমি বীজন করি ॥১২॥

অহো! যে শ্রীমৎ রূপগোস্বামী আমায় পূর্বে ভৃগুপাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যাঁহার শ্রীচরণকমলযুগলের পরাগ-সেবার প্রভাবে অতিশয় মনঃপীড়াতেও নিত্য শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে গোবর্ধন-সমীপে আমি তৎপ্রিয়গণ শ্রীজীব প্রভৃতির দ্বারা পালিত হইয়া বাস করিতে সমর্থ হইয়া অমৃতনিন্দি-শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ ও কীর্তন করিতেছি, পুনরায় সেই শ্রীরূপই আমায় রক্ষা করুন ॥১৩॥

টীকা—পিকেতি। এতৎ পদ্যং গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকস্য পূর্ব্বং পদ্যচতুষ্টয়ান্তঃপাতি তত্রৈব ব্যাখ্যাতম্। এতৎ পদ্যস্য স্থানদ্বয় স্থিতত্বেঽপি কর্ত্তৃভেদাদ্ভেদো মন্তব্যঃ ॥১২॥

অহো হে ব্রজবাসিনঃ স শ্রীমান্ রূপো মাং পুনরবতু রক্ষতু। পুরা ভৃগুপাতনাদ্রক্ষিতবান্ অধুনাতু ভজন বিঘ্নাদি সূচকঃ পুনঃ শব্দঃ। যস্য রূপস্য পাদযুগ্মাৎ বিচ্যুতং যদ্রজস্তস্য সেবাপ্রভাবাৎ গান্ধর্ব্বাসরস্যা রাধাকুণ্ডস্য যো গিরীন্দ্রস্তস্য নিকটে নিত্যং বসন্ সন্ মুকুন্দাভিধাঃ কৃষ্ণনামানি শ্রোতরি সতি উদ্গায়ামি বক্তরি সতি শৃণোমি। অহং কিম্ভূতঃ কষ্টঃ অর্শ আদিত্বাৎ অপ্রত্যয়েন কৃচ্ছ্রবিশিষ্টঃ গান্ধর্ব্বাসরসী গিরীন্দ্রেতি সামীপ্যে সম্বন্ধে বিহিতায়া ষষ্ঠ্যাঃ সমাসঃ পুনঃ কিম্ভূতঃ তস্য শ্রীরূপস্য প্রেয়োগণেন পালিতঃ। মুকুন্দাভিধাঃ কিম্ভূতাঃ পরাভূতাঃ সুধাধারা যাভিস্তাস্তথা ইতি ॥১৩॥

॥ ইত্যভীষ্টসূচন-বিবৃতিঃ ॥

টীকাকারস্যোক্তিরিয়ম্—

তত্তাবার্থ-বিকাশনে যদি মম ভ্রান্ত্যা ভবেন্ন্যূনতা তাদৃগ্বিঘ্নকুলাকুলস্য নু পুনঃ শ্রীদাসগোস্বামির্নঃ। পাদাঃ স্বানুগতস্য তু ক্ষয়য়িতুং তদ্দোষমার্য্যৈর্গুণৈঃ সংপ্রত্যর্হথ মানসং মম পুনর্নেতুঞ্চ স্বস্যান্তিকম্ ॥১॥

শাকে বেদ সরিৎপতৌ রসবিধৌ বৈশাখমাসে সিতে পক্ষে শ্রীমধুসূদন প্রবিলসৎপাদাব্জ-ভৃঙ্গ-স্ত্বয়ম্। চৈত্যাদেশবলৈর্বলী ব্যরচয়ৎ স্তোত্রাবলীকাশিকাং টীকামাত্ম-সুবোধয়ে সুবিবৃতাং মাৎসর্য্য-হীনায় চ ॥২॥

অথ কলি-কলিত কলুষিতান্তঃকরণ সকল জীব-জীবনাবতার শ্রীযুত মহাপ্রভু-চরণানুচর বিশ্ব-

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রিয়ানুচর শ্রীযুতাচার্য্য ঠক্কুরান্বয় শ্রীযুত মধুসূদন প্রভুবর চরণানুচর শ্রীবঙ্গবিহারি-বিদ্যালঙ্কার-বিরচিতা স্তোত্রাবলীকাশিকা টীকা সমাপ্তা ॥

নমামি গুরবে তর্কালঙ্কারায় সুধীমতে। দৃষ্ট্বা যস্য পরং জ্ঞানং পরে প্রাপুঃ পরং ক্ষয়ম্।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় সিদ্ধস্বরূপে বা তুলসীমঞ্জরীরূপে শ্রীযুগলকিশোরের একটি রহস্যময় ও অতি মনোজ্ঞ নিকুঞ্জলীলার স্ফুরণপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের কৃপায় নিগূঢ় ও হার্দ সেবা লাভ করিয়াছেন। স্ফূর্তিতে দেখিতেছেন—শ্রীকুণ্ডতীরে একটি রহস্যময় নিকুঞ্জভবনে শ্রীরাধামাধব মিলিত হইয়াছেন। নিকুঞ্জভবনটি যেন একটি নিরুপম রঙ্গালয়। পঞ্চমতানে কোকিলের 'কুহু কুহু' রবই যেন সেখানে বাদ্য, ফুলে ফুলে মকরন্দপানরত ভৃঙ্গকুলের ঝঙ্কারই যেন তথায় মনোহর গান এবং শ্রীরাধামাধবই অপূর্ব নটদ্বয়। এই অলৌকিক ত্রৌর্যত্রিকের (গীত, বাদ্য ও নৃত্যের) প্রযোজক কর্তা স্বয়ং নিরুপাধি প্রেম। প্রেম যেমনভাবে তাঁহাদের নৃত্য করাইতেছে, তাঁহারা তদনুরূপ বিলাসে মগ্ন হইতে-ছেন। 'স্মরসদসি' ইত্যাদি বাক্যে অনঙ্গ বা অঙ্গীপ্রেমের প্রসাদহেতুই এতাদৃশ প্রেমবিলাসবৈচিত্রী ইহা ধ্বনিত হইতেছে। কিঙ্করী তুলসী কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়া সেই মদন নটদ্বয়ের অপূর্ব নৃত্যমাধুরীর বা আবেশময় বিচিত্র বিলাসমাধুরীর রসাস্বাদন করিতেছেন। অতি অদ্ভুত মদননাট্যে অর্থাৎ উদ্দামবিলাসে শ্রীযুগল শ্রান্ত, ক্লান্ত। শ্রীঅঙ্গ অতিশয় ঘর্মাক্ত। সেবার অবসর বুঝিয়া কিঙ্করী তুলসী কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই অদ্ভুত নট ও নটীদ্বয় ব্রজযুগলকিশোরকে বীজন করিতেছেন। ইহাই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের চরমকাম্য বা হার্দবস্তু। ইহাই মহাপ্রভুর মহাদান ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি ষড়্‌গোস্বামি-প্যাদের আচরিত ও প্রচারিত সাধ্যতত্ত্ব। এই চরম সাধ্যতত্ত্বে বা হার্দবস্তুতেই শ্রীপাদ রঘুনাথের স্তবাবলী ভরপুর। রঘুনাথ স্বয়ং আস্বাদন করিয়া তাঁহার আস্বাদনের অবশেষ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। এই অমৃত আস্বাদন করিয়া তোমরাও অমরত্ব প্রাপ্ত হও—স্বীয় সিদ্ধস্বরূপে যুগলসেবা লাভে ধন্য হও—ইহাই তাঁহাদের আশীর্বাণী! ধন্য তাঁহাদের কৃপা !!

শ্রীপাদ রঘুনাথের স্ফূর্তির বিরাম হইয়াছে। যেন লীলারস-মন্দাকিনীধারায় সন্তরণ করিতে করিতে সহসা বিচ্ছেদের মরুতে আসিয়া নিপতিত হইলেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁহার পরম আশ্রয় শ্রী-রূপের চরণে এইজাতীয় ভজনবিঘ্ন হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া স্তবাবলী সমাপ্ত করিতেছেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহাকে যে পুনঃপুনঃ রক্ষা করিয়া ভজনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়া-ছেন, সেই কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহার নিকট পুনরায় ভজনবিঘ্ন হইতে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'ভৃগুপাতপূর্বক দেহত্যাগ করিবার সংকল্প লইয়া ব্রজে আসিলে প্রথমতঃ শ্রীরূপগোস্বামী আমায় ভৃগুপাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণকমলের পরাগসেবার প্রভাবেই আমি শ্রীগৌরবিরহ, স্বরূপের বিরহ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিরহ-ব্যথারূপ মনঃপীড়া সত্ত্বেও এই শ্রীগিরিরাজ

গোবর্ধনের তটে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির দ্বারা পালিত হইয়া বসবাস করিতেছি এবং অমৃতনিন্দি শ্রীকৃষ্ণনামামৃত শ্রবণ-কীর্তন করিতেছি। যে শ্রীরূপের কৃপায় সর্বতোভাবে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি—পুনরায় তিনিই এই ভজনবিঘ্ন হইতে আমায় রক্ষা করুন—ইহাই সকাতর প্রার্থনা।

"বৃন্দাবনে কুঞ্জরাজ, নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝ, নাট্যশালা অতি মনোহর।
কোকিলের যে কাকলি, অমৃত নিছিয়া ফেলি, সুমধুর বাদ্য নিরন্তর॥
ভ্রমর-ঝঙ্কার গান, রসাল পঞ্চম তান, কন্দর্পের উদ্দীপনময়।
দিকে দিকে নিরুপম, চিত্র শোভা মনোরম, দেখি রসময়ী রসময়॥
কন্দর্প-সমরে মত্ত, আরম্ভিলা রসনাট্য, শ্রীরাধিকা মদন-মোহন।
শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর, যুগল-কিশোর বর, বিন্দু বিন্দু ঝরে স্বেদকণ॥
পরিশ্রান্ত দুঁহু অঙ্গে, বীজন করিব রঙ্গে, দুঁহু অঙ্গ হইবে শীতল॥
এতেক লালসা মনে, যুগলের শ্রীচরণে, নিবেদয়ে এ দীন কেবল॥"১২॥
"হে ব্রজবাসিগণ, এই মোর নিবেদন, সবে মিলে দেহ-পদছায়া।
কেবল করুণা ভিন্ন, মোর গতি নাহি অন্য, দয়া কর না করিহ মায়া॥
আমার মাথার মণি, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী, মহা-ভাগবত-চূড়ামণি।
যাঁর পাদপদ্ম-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু, অসাধনে মিলে চিন্তামণি॥
সে পরাগ সেবনেতে, গোবর্দ্ধন-নিকটেতে, অতি কষ্টে রাধাকুণ্ড-তীরে।
নিত্যবাস হৈল মোর, ভজনের বিঘ্ন দূর, প্রাণ কাঁদে আঁখি সদা ঝুরে॥
শ্রীরূপের গণ যত, মহা মহা ভাগবত, সবাকার বাৎসল্যেতে আমি।
লালিত পালিত হৈয়া, কৃপা-স্নেহে পুষ্ট হৈয়া, রাধাকুণ্ডে দিবস-রজনী॥
অমৃতের রসধাম, বিজয়িনী হরিনাম, নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
করিতেছি ভক্ত-সঙ্গে, কতই না রস-রঙ্গে, লীলামৃত করি আস্বাদন॥
আরো বলি অদভুত, শ্রীরূপের কৃপা যত, এক মুখে কহনে না যায়।
ভৃগুপাত হৈতে মোরে, রক্ষা করি কেশে ধরি, স্থান দিলা নিজ রাঙ্গা পায়॥
শ্রীমান্ রূপগোস্বামী, সর্ব্বগুণ-রত্নখনি, ভজনের বিঘ্ন হৈতে মোরে।
রক্ষা করু পুনর্ব্বার, এ মিনতি বারবার, কুঞ্জলীলা সদা যেন স্ফুরে॥"১৩॥

॥ ইতি অভীষ্টসূচনের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥২৭॥

শ্রীশ্রীস্তবাবলী শ্লোক-সূচী